কুরআন মাজীদ

স্বচ্ছ অনুবাদ

কুরআন মাজীদ

স্বচ্ছ অনুবাদ

কাজী মুহাম্মাদ রেজাউর রহমান

Copyright ©
Study Al-Quran to Understand
(An Al-Quran Learning Platform)

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ২০২০, ভাদ্র ১৪২৭, মুহাররম ১৪৪২।

প্রকাশক :
Study Al-Quran to Understand
বাইতুল জান্নাত ইসলামিক সেন্টার
২৫/এফ, বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ সড়ক (গ্রীণ রোড), ঢাকা ১২০৫।

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান :
বাইতুল জান্নাত লাইব্রেরী
২৫/এফ, বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ সড়ক (গ্রীণ রোড), ঢাকা ১২০৫।
ফোন: +৮৮০১৮২১৭৮৮৫২৩, +৮৮০১৭৪৮৪৪৯৪৫
ই-মেইল: baituljannatlibrarybd@gmail.com

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠা বিন্যাস, অলংকরণ ও মুদ্রণ সহযোগিতা :
vectorasgs@gmail.com

Quran Majeed - Shachchho Anubad
By Q M Rezaur Rahman, Member (Rtd.), Bangladesh T&T Board.
260, Block B, Basundhara, Dhaka. +88 01819 310464, Email: rezaurrahman12@gmail.com

Published by Study Al-Quran to Understand
Baitul Jannat Islamic Center, 25/F, Bir Uttam KM Shafiullah Sarak, (Green Road), Dhaka.
e-mail: info@studyalqurantounderstand.org web: www.studyalqurantounderstand.org
Facebook: studyalqurantounderstand.org Youtube: studyalqurantounderstand

প্রকাশনা বিনিময় : ১২০০.০০ টাকা মাত্র (USD 20.00)
Fund generated from the dissemination of copies will be invested for republication.

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	উপক্রমণিকা	৪-৫
০২	প্রচলিত অনুবাদের অস্বচ্ছতা নিরসনে কতিপয় নমুনা	৬-৭
০৩	‘স্বচ্ছ অনুবাদ’ এর কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য	৮
০৪	সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সহায়কবৃন্দ	৯
০৫	আলকুরআন তিলাওয়াতের আদব	১০
০৬	কুরআনে ওয়াক্বফ চিহ্নের বিপরীতে - অনুবাদে যতি চিহ্ন	১১-১২
০৭	সূরাসমূহের তালিকা	১৪-১৫
০৮	কুরআন মাজীদ - স্বচ্ছ অনুবাদ	১৬-১০১০
০৯	আলকুরআনের শব্দের পরিভাষা	১০১৩-১০১৯
১০	আলকুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক সূচি	১০২০-১০৩১
১১	তাজবীদের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	১০৩২-১০৩৬
১২	আলকুরআনের অর্থ শিখা ও বুঝা সহজ	১০৩৭-১০৩৯
১৩	সহায়ক গ্রন্থাবলী	১০৪০

উপক্রমণিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীনের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা, যিনি মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে আলকিতাব ও হিকমাহ্ সহ রসূল (স.) কে প্রেরণ করিয়াছেন। আরও কৃতজ্ঞতায় বিনয়াবনত হই মহান করুণাময় আল্লাহ্র প্রতি, যিনি তাঁহার এক অকিঞ্চন বান্দাকে তাঁহার অনুপম মু'জিযা মহাকল্যাণময় বাণী কুরআন মাজীদ এর 'স্বচ্ছ অনুবাদ' এর কাজ সম্পন্ন করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

সলাত ও সালাম মুহাম্মাদ (সল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি, যিনি প্রাণান্তকর চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানব সমাজের নিকট আলকুরআন উপস্থাপন করিয়া এই কিতাব তাহাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং ইহার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে মহান আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিয়া তাঁহার এই বাণী ও বিধানকে সম্পূর্ণরূপে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমরা জানি, মহান আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁহার এই মহাবরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন পড়িবার ও বুঝিবার জন্য, জানিবার ও মানিবার জন্য, অনুধাবন ও অনুসরণ করিবার জন্য ; এবং ইহার ভিত্তিতে মানবজাতিকে আলোকিত ও বিকশিত করিয়া এক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। এই উদ্দেশ্যেই আলকুরআনের মর্মবার্তা অনুধাবনের লক্ষ্যে কুরআন সাধ্যমত বুঝিয়া তিলাওয়াত করা অপরিহার্য। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝিয়া তিলাওয়াত করিতে আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন আবশ্যক, যাহা আমাদের সাধারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। সংগত কারণে আমাদের অধিকাংশকেই কুরআন বুঝিবার জন্য বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রসংগত, কেহ কেহ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেই পারেন যে, বর্তমানে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও নূতন করিয়া অনুবাদের অবতারণা কেন ? আসলে সুদীর্ঘকাল (তেত্রিশ বৎসর) আলকুরআনের অর্থ শিখা ও বুঝার ক্লাশে শিক্ষাদান ও পরিচালনা করিতে গিয়া লক্ষ্য করি যে, প্রায় সকল বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে কোন কোন ক্ষেত্রে যথাযথ শব্দচয়নের অভাবে একদিকে যেমন ভাষার স্বচ্ছতা লুপ্ত হইয়াছে, অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিতভাবে অর্থের বিভ্রান্তি প্রকাশ অথবা মূলশব্দের ব্যাপকতা ব্যাহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জাল ও দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত ব্যাখ্যার কারণে কিছু কিছু তাফসিরের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে এমন তাফসির গ্রন্থও আছে, যেখানে বাইবেলের প্রভাব ও মনগড়া ব্যাখ্যার আধিক্য দেখা যায়। আমরা জানি একই শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে, আয়াতের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাযথ অর্থ প্রয়োগের অপারগতা অথবা অর্থের উপলব্ধিগত পার্থক্যের কারণে এই অস্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়। অনুবাদে সম্ভাব্য যথাযথ শব্দচয়নের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত অর্থের আবিলতা মুক্ত করিবার লক্ষ্যে এই 'স্বচ্ছ অনুবাদ' এর বিনীত প্রয়াস। কাঙ্খিত শব্দচয়নের অভাবে অনাকাঙ্খিত অর্থ ও তাহার সমাধানের কয়েকটি উদাহরণ 'প্রচলিত অনুবাদের অস্বচ্ছতা নিরসনে কতিপয় নমুনা' শিরোনামে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রদত্ত নমুনার অনুরূপ অনেক বিভ্রান্তিকর অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়, যাহা সংশোধন করা আবশ্যক। এতদভিন্ন, যেহেতু আলকুরআনের বাণী সর্বকালের জন্য শাশ্বত, এবং যেহেতু জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার-আচরণ, চলাফিরা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, সৌর ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিবিধ ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, সেহেতু উহার সহিত সংগতি রাখিয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং যথাযথ শব্দচয়নের মাধ্যমে কুরআন-অনুবাদে ঐ সকল বিষয়ের প্রতিফলন ঘটানো অতীব জরুরী। ক্রমবর্দ্ধিত বুদ্ধিমত্তা ও টেকনোলজির নিরিখে মানবজাতি কখনই এতটা অশান্ত ছিল না, যতটা বর্তমান সময়ে পরিদৃষ্ট হয়। এখন যে আমরা পর্বতপ্রমাণ নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি তাহাই নহে, বরং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিয়া এইগুলির সমাধানের পথ বাহির করিবার জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টা চলিতেছে। আলকুরআন প্রদত্ত শাশ্বত জীবন-ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয় তাফসির ও অনুবাদে প্রতিফলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্তই প্রয়োজন।

আলকুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, সাধারণ আরবি ভাষা হইতে ভিন্ন এক বলিষ্ঠ আলঙ্কারিক ভাষায় প্রণীত। অতএব কোন অনুবাদই এই শাশ্বত বাণীর জন্য সার্বিকভাবে যথেষ্ট নহে। আমি নিজেও কোন ভাষাবিদ নহি। সংগত কারণে মৌলিক অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া বিদ্যমান বাংলা অনুবাদে অস্বচ্ছতা সংশোধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যদিকে, আলকুরআনের বোধগম্যতা গতিশীল করিবার লক্ষ্যে কিছু অনন্য বিষয় সংযোজন করা হইয়াছে, যাহা 'স্বচ্ছ অনুবাদ এর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট উলামা ও শিক্ষাবিদ এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। বরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর এম. শমশের আলী বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় পরামর্শ প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তায়া'লার শাশ্বত বাণীর জন্য কোন অনুবাদই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। অনুবাদের সংশোধন ও সংস্করণের প্রক্রিয়া চলিতেই থাকিবে। সুতরাং শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দকে সুপরামর্শ প্রেরণের অনুরোধ করা হইল।

আল্লাহ্ রব্বুলআ'লামীন তাঁহার পবিত্র কালামের এই 'স্বচ্ছ অনুবাদ' টি ক্বুবুল করুন, এবং ইহার মাধ্যমে আমাদের সমাজকে তাঁহার কিতাবের আলোতে উদ্ভাসিত করুন। 'স্বচ্ছ অনুবাদ' সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাহারা বিভিন্ন ভাবে সহযেগিতা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের কথা উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব। তাহাদের অনেকেরই নিরবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এই কাজ সুসম্পন্ন হইত না। আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাহাদের প্রত্যেককে উপযুক্তভাবে পুরষ্কৃত করুন ; আর আমাদের সকলের ভুলত্রুটি ও গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দিন এবং এই প্রচেষ্টাকে আমাদের আখিরাতের মুক্তির উপায় হিসাবে ক্বুবুল করুন। আমিন!

কাজী মুহাম্মাদ রেজাউর রহমান

প্রচলিত অনুবাদের অস্বচ্ছতা নিরসনে কতিপয় নমুনা

ক. আরবি ব্যকরণে أَزْوَاجٌ শব্দটি বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও একবচনে زَوْجٌ (পুংলিঙ্গ)। زَوْجٌ শব্দের অর্থ স্বামী, স্ত্রী, যুগল, জোড়, জুড়ি, সঙ্গী ইত্যাদি হয়। ২৫:৭৪ আয়াতে أَزْوَاجٌ (আযওয়াজ) শব্দের অর্থ স্ত্রীগণ বা wives লিখিয়া অনুবাদ করা হয়: 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের এমন করিয়া দিন যেন আমাদের নয়নপ্রীতিকর অথবা চক্ষু-জুড়ানোর হয়'। ফলে ইহা এমনই প্রতিভাত হয় যে, এ আয়াত যেন শুধু পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নহে। অথচ এক্ষেত্রে spouse (husband or wife), অর্থাৎ জুড়ি (স্বামী বা স্ত্রী) লিখিলে যথার্থ হয়। আরও দেখুন:- ২:২৫, ৩:১৫, ৪:১, ৪:৫৭, ৬৪:১৪ ইত্যাদি।

খ. অনেক অনুবাদ গ্রন্থে 'আল্লাহ্' শব্দের সর্বনাম نَحْنُ এর অর্থ 'আমি', إِنَّا এর অর্থ 'নিশ্চয় আমি' লিখা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় আল্লাহ্ এক, সেক্ষেত্রে 'আমরা, 'আমাদের' ইত্যাদি লিখিলে ভূল বুঝাবুঝি হইতে পারে। কিন্তু আরবি শব্দের এরূপ অর্থ-বিকৃতি কখনই সঠিক বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আলকুরআনে, মহামর্যাদাবান আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ বহুবচন এর ব্যবহার সম্মানার্থে বা মর্যাদাব্যঞ্জক, বহুত্বব্যঞ্জক নহে। ইহা বহুত্বব্যঞ্জক হইলে, সকলের আগে আরবের কাফের মুশরিকরাই একত্ববাদ তথা তাওহীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শির্কের পক্ষে ইহাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিত।

গ. ৯০:১৩ আয়াতে فَكُّ رَقَبَةٍ এর অর্থ সাধারণত দাস-মুক্তি লিখা হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাস প্রথা নাই বলিয়া এব্যাপারে বড় রকমের ভূল বুঝাবুঝি হইয়া থাকে। رَقَبَةٍ শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থের মধ্যে একটি হইল ঘাড় আটকানো বা গ্রীবাবদ্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ যে কোন প্রকার দাসত্বের নিগড়ে বা অত্যাচারের শিকারে আবদ্ধ ব্যক্তি। সুতরাং স্বচ্ছতার নিরিখে رَقَبَةٍ শব্দের অর্থ 'গ্রীবাবদ্ধ ব্যক্তি' লিখিলে সর্বক্ষেত্রে যথাযথ হয়।

ঘ. ২:৩০ আয়াতে خَلِيفَةٌ অর্থ কোন কোন অনুবাদে 'প্রতিনিধি' লিখা হইয়াছে, যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। خَلِيفَةٌ শব্দের অর্থ- খলীফা, উত্তরাধিকার, বংশানুক্রমিক/স্থলাভিষিক্ত প্রজন্ম, শাসক, প্রতিনিধি ; শব্দটির বহুবচন خُلَفَاءُ ও خَلَائِفُ, মূল ক্রিয়া خَلَفَ (he succeeded)। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ৬:১৬৫ আয়াতে خَلَائِفَ الْأَرْضِ এবং ২৭:৬২ আয়াতে خُلَفَاءَ الْأَرْضِ অর্থাৎ 'পৃথিবীর খলীফা' বলা হইয়াছে। অন্যদিকে ১০:১৪ ও ৩৫:৩৯ আয়াতদ্বয়ে خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ 'পৃথিবীতে খলীফা' বলা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্বের মতে 'খলীফা' অর্থ 'স্থলাভিষিক্ত হওয়া' অর্থাৎ যুগ যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইবে। অন্য মতে ইহার অর্থ 'Placing (mankind) generation after generation on earth' (N Q KSA)। সংগত কারণে এসকল ক্ষেত্রে 'খলীফা' অর্থ 'উত্তরাধিকার প্রজন্ম' যথোচিত হয়। আবার, ৩৮:২৬ আয়াতে خَلِيفَةً শাসক বা সম্রাট অর্থে ব্যবহৃত, আর ৪৩:৬০ আয়াতে يَخْلُفُونَ - উত্তরাধিকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঙ. ২:২৫৪ আয়াতে وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ এর অনুবাদ 'এবং কাফেররাই যালিম' লিখা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই অনুবাদ সঠিক মনে হইলেও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 'কাফের'

শব্দের অনেক অর্থ (অস্বীকারকারী, অমান্যকারী, সত্য গোপনকারী, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি) থাকিলেও আমরা 'কাফের' অর্থ সাধারণত 'অমুসলিম বা অস্বীকারকারী' বুঝিয়া থাকি। অথচ এই আয়াতের শুরুতে ঈমান আনয়নকারীদিগকে সম্বোধন করিবার প্রেক্ষিতে, আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত 'কাফের' অর্থ 'অমুসলিম বা অস্বীকারকারী' কখনই প্রাসঙ্গিক হয় না। অতএব অত্র আয়াতাংশের অনুবাদ 'এবং অমান্যকারীরাই অপরাধী' করিলে স্বচ্ছতার নিরিখে চমৎকারভাবে প্রাসঙ্গিক হয়।

চ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং اَلْمُؤْمِنُوْنَ উভয় ক্ষেত্রে অর্থ সাধারণত মু'মিনগণ লিখা হয়। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের অর্থ একই মনে হইলেও, অর্থের গভীরতার তাৎপর্যে লক্ষ্যণীয় যে, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে' অর্থে ঈমানে অপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু 'মু'মিনগণ' শব্দে উহা পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গত কারণে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর অর্থ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে' করা হইয়াছে।

ছ. ২২:৪৬ আয়াতে وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ এর অর্থ 'বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়' লিখা হয়। صَدْرٌ (বহুবচন صُدُوْرٌ) এর অনেক অর্থের কয়েকটি হইল বক্ষ, কেন্দ্র, অগ্রভাগ, অন্তর, মন। আবার قَلْبٌ (বহুবচন قُلُوْبٌ) এর অর্থ অন্তর, মন, হৃদয়, হৃৎপিন্ড ; এবং সাধারণ লোকের ধারণা- মন, হৃদয় বা অন্তরের অবস্থান বক্ষস্থিত হৃৎপিন্ডে। চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে আমরা জানি, হার্ট (heart) বা হৃৎপিন্ডের একমাত্র কাজ হইল রক্ত পাম্প করা। সে কারণে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, বোধশক্তি, স্মরণশক্তি, চিন্তাশক্তি, প্রয়োগশক্তি, সমস্যা সমাধানের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির সহিত হার্ট বা হৃৎপিন্ডের কোন সম্পর্ক নাই, বরং এইগুলি অন্তর-সম্পর্কিত। মানব শরীরের মন বা অন্তরের অবস্থান হইল মস্তিষ্ক বা ব্রেইনের স্নায়ুতন্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান (অগ্রভাগ)। স্বাভাবিকভাবে আয়াতাংশের অনুবাদ করা প্রয়োজন 'বরং অন্ধ হইতেছে হৃদয় যাহার অবস্থিতি মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে/অগ্রভাগে'।

জ. বিভিন্ন আয়াতে حُوْرٌ (হূর) শব্দের অর্থ সুন্দরী বা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী, beautiful maiden লিখা হয়। ইহাতে অনুমিত হয়, যেন এজাতীয় আয়াতগুলি শুধু পুরুষের জন্য। আরবি ভাষায় حُوْرٌ শব্দটি বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গ, অথচ ইহার একটি একবচন اَحْوَرٌ (আহওয়ার) যাহা পুংলিঙ্গ এবং আর একটি একবচন حَوْرَاءُ (হাওরায়ু) যাহা স্ত্রীলিঙ্গ। ৫৬:২২ আয়াতে حُوْرٌ عِيْنٌ এর অর্থ হইবে Intensely white & deep black eyed বা অতীব শুভ্র ও কৃষ্ণ চক্ষু বিশিষ্ট অর্থাৎ পরম সুন্দর। চক্ষু যেহেতু চিত্তের প্রতিফলন, সেই হেতু حُوْرٌ শব্দের এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়: আকর্ষণীয় ও পবিত্র সঙ্গীবৃন্দ বা splendid and pure companions। সুতরাং حُوْرٌ শব্দের অর্থ 'আকর্ষণীয় ও পবিত্র সঙ্গীবৃন্দ' লিখিলে যথাযথ হয়। (আরও দেখুন: ৪৪:৫৪, ৫২:২০, ৫৫:৭২)।

ঝ. ৯: ৩৩ আয়াতের অর্থ সাধারণত লিখা হয়, 'তিনিই তাঁহার রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ, যেন ইহাকে জয়যুক্ত করেন সকল ধর্মের উপর, যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে'। কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ অংশের অর্থ হইবে 'এই দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি (ক্ষেত্রে)'। অতএব ৯: ৩৩ আয়াতের অর্থ দাঁড়াইবে, 'তিনিই তাঁহার রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ, যেন ইহাকে জয়যুক্ত করেন এই দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি (ক্ষেত্রে), যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে'। কারণ আল্লাহ্র নিকট ধর্ম একটিই- ইসলাম। ৮:৩৯ আয়াতে يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ এর অর্থ দাঁড়ায়, দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি ক্ষেত্র (প্রতিষ্ঠিত) হয় আল্লাহ্র জন্য।

‘স্বচ্ছ অনুবাদ’ এর কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য

১. অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুবাদ গ্রন্থসমূহের মধ্যে উন্নত ও শুদ্ধতর ভাষায় অনুবাদের অনুসরণ।

২. আলকুরআনের বাণীর ভাষার গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে সাধুভাষা ব্যবহার।

৩. যথাযথ শব্দচয়নের মাধ্যমে প্রচলিত অনুবাদে অস্বচ্ছতার সম্ভাব্য নিরসন।

৪. অর্থ অনুধাবনের লক্ষ্যে কিছু ‘উহ্য কথা’ ব্র্যাকেটে প্রদান এবং প্রয়োজনে অনতিদীর্ঘ টীকা প্রদান।

৫. বিশেষ বিশেষ আয়াতের মর্ম অনুধাবনের জন্য তৎসম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতের সুত্র প্রদান।

৬. আলকুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াতের প্রেক্ষাপটে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাখ্যা প্রদান।

৭. কুরআনের যে সকল শব্দ ও পরিভাষা বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত, সেগুলির অনুবাদ না করিয়া উহার ব্যবহার। যথা: রব্ব, মালাক, ঈমান, আখিরাত, দুনিয়া, হাশর, অহি, নাযিল, কিতাব, সলাত, যাকাত, সিয়াম, যিক্‌র, দুআ’, আ’মল, ই’বাদত, কাফের, ক্বায়েম, গায়েব, রিয্‌ক্ব ইত্যাদি।

৮. আলকুরআনে ব্যবহৃত ওয়াক্বফ্ চিহ্ন অনুযায়ী বাংলা অনুবাদে সম্ভাব্য যতি চিহ্ন প্রবর্তন।

৯. মুআ’নাকা চিহ্নের গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক, বাংলা অনুবাদে মুআ’নাকা চিহ্ন ⁂....⁂ এর প্রবর্তন।

১০. اِنْ অর্থ যদি (যাহা ঘটিতে পারে অথবা নাও পারে) এবং لَوْ অর্থ যদি (যাহা হইবার/ঘটিবার নহে)। এই দুইটি শব্দের অর্থে পার্থক্য করিবার জন্য لَوْ এর অর্থ যদি* দ্বারা চিহ্নিতকরণ।

১১. বাংলা ভাষায় কুরআনের প্রচলিত শব্দসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলির অর্থ ও মর্মার্থ উল্লেখ পূর্বক ‘আলকুরআনের শব্দের পরিভাষা’ যুক্তকরণ।

১২. অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার্থে ‘আলকুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক সূচি’ প্রণয়ন ও সংযোজন।

১৩. শুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য তাজবীদ (তাজউঈদ) শিক্ষা ও অনুশীলন জরুরি, বিধায় উহার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর উল্লেখকরণ।

১৪. আগ্রহিদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ‘আলকুরআনের অর্থ শিখা ও বুঝা সহজ’ মর্মে একটি আলেখ্য সংযোজন।

১৫. আধুনিক বাংলা বানান রীতির যথাসম্ভব ব্যবহার।

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় সহায়কবৃন্দ

১. মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হক, সাবেক খতিব, সেনা কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঢাকা ; খতিব, মসজিদে মারইয়াম, সেক্টর ৩, উত্তরা।

২. প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ আযহারুদ্দীন, সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, ঢাকা।

৩. শায়খ ডক্টর মুহাম্মাদ এনামূল হক মাদানী, সহকারি অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৪. এয়ার কমোডর (অব.) প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনীয়ার সৈয়দ জিলানী মাহবুবুর রহমান, পি এস সি, পি ইন্জ ; প্রাক্তন সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।

৫. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, কুরআন গবেষক, সভাপতি, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি।

৬. ইঞ্জিনীয়ার মো: মোশাররফ হোসেন, কো-অরডিনেটর, ষ্টাডি আলকুরআন টু আন্ডারষ্ট্যান্ড।

৭. মাওলানা ডক্টর সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মা'রুফ, আলমাদানী আলআযহারী, প্রফেসর আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; OIC এর স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ।

৮. প্রফেসর ডা. মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান, এফ আর সি এস (গ্লাসগো) ; চেয়্যারম্যান, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন ; সাবেক প্রধান সার্জারী বিভাগ, ডি এন মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।

৯. ডা. কাজী মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান, জি এম, মেডিক্যাল (অব.) বাংলাদেশ ব্যাংক, শিশু বিশেষজ্ঞ।

১০. মাওলানা ডক্টর শেখ মুহাম্মাদ মাহদী হাসান, প্রশিক্ষক, একাডেমী অব কুরআন স্টাডিজ।

১১. ইঞ্জিনীয়ার নাঈম আহমদ, এম বি এ।

১২. মুফতি সাইয়েদ আবদুছ ছালাম, পেশ ইমাম, ছাত্র কল্যাণ পরিদপ্তর, বুয়েট, ঢাকা, সভাপতি মুসলিম উম্মাহ, বাংলাদেশ।

১৩. প্রফেসর ডা. কে জি এম ইকবাল, প্রিন্সিপ্যাল, উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা।

১৪. মাওলানা মাযহারুল ইসলাম, (আলআযহারী) এম এম ডি এল, বিএ (অনার্স), এম এ ইনচার্জ, নিবরাস মাদ্রাসা, দক্ষিণ বনশ্রী শাখা, ঢাকা।

১৫. ইঞ্জিনীয়ার এ এম মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, অতি মহাপরিচালক (অব.), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ডাইরেক্টর (অব.), গ্রামীণ ফোন।

১৬. মুফতি আল্লামা খলিলুর রহমান জিহাদী, আলকুরআন প্রচার সংস্থা, বাংলাদেশ।

১৭. লে. কর্ণেল মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ, পি এস সি, এম ডি এস (অব.)।

১৮. শায়খ হোসাইন বিন সোহরাব, হাদীস বিভাগ, মদীনা ইসলামী ইউনিভার্সিটি ; খতিব, বংশাল বড় মাসজিদ, ঢাকা।

১৯. ইঞ্জিনীয়ার মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া, প্রধান প্রকৌশলী (অব.), ষ্টীল এন্ড ইঞ্জিনীয়ারীং করপোরেশন।

২০. মুফতি মুসলিম উদ্দীন, এসিস্ট্যান্ট কো-অরডিনেটর, ষ্টাডি আলকুরআন টু আন্ডারষ্ট্যান্ড।

২১. এ কে এম কামারুজ্জামান, এম বি এ, এসিস্ট্যান্ট কো-অরডিনেটর, ষ্টাডি আলকুরআন টু আন্ডারষ্ট্যান্ড।

আলকুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন তিলাওয়াত করা, অধ্যয়ন করা, কুরআনের কথা শুনিবার ও বুঝিবার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদব রক্ষা করা আবশ্যক:

১. শাইত্বানের ধোঁকা ও প্রতারণা হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিয়া আরম্ভ করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন পড়িবে, অভিশপ্ত শাইত্বান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর'। (১৬:৯৮)। সূতরাং, কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে বলুন, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম'।

২. পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'পড় তোমার রব্ব এর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন' .. (৯৬:১) ; সূতরাং, কুরআন তিলাওয়াত প্রারম্ভে বলুন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'।

৩. কুরআন তিলাওয়াতের হক্ব আদায় করিয়া তিলাওয়াত করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহারা তিলাওয়াতের হক্ব (ন্যুনতম হক্ব : শুদ্ধ পড়া, বুঝিয়া পড়া, আ'মল করা ও অপরকে পৌঁছানো) আদায় করিয়া ইহা তিলাওয়াত করে তাহারাই ইহাতে ঈমান রাখে ; আর যাহারা ইহা অমান্য করে তবে তো উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত' .. (২:১২১)।

৪. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবন করুন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগের সহিত শুন ও নিরব থাকিবে, যাহাতে তোমরা রহমত লাভ কর' .. (৭:২০৪)।

৫. তারতীলের সহিত বুঝিয়া (ভাব প্রকাশার্থে) স্পষ্টভাবে (ভাব প্রকাশ করিয়া) পাঠ করুন। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, 'আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ কর' .. (৭৩:৪)।

৬. চিন্তা ভাবনা, উপদেশ গ্রহণ ও মর্ম উপলব্ধির লক্ষ্যে কুরআন তিলাওয়াত করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা তোমার প্রতি প্রেরণ করিয়াছি এক মুবারক কিতাব, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতগুলির গবেষণা করে আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে'.. (৩৮:২৯)।

৭. অনুসরণ করিবার সংকল্পে পাঠ করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি এক কল্যাণময় কিতাব, সুতরাং ইহার অনুসরণ ও তাক্বওয়া কর যাহাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও'.. (৬:১৫৫)।

৮. কুরআন অধ্যয়ন করুন ও শিক্ষাদান করুন। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, 'এবং কুরআনকে আমরা (খন্ডে খন্ডে) পৃথক করিয়াছি, যাহাতে তুমি পর্যায়ক্রমে মানুষকে পাঠ দিতে পার ; আর আমরা ক্রমান্বয়ে ইহা প্রেরণ করিয়াছি' .. (১৭:১০৬)।

৯. কুরআন তিলাওয়াত-কালে হৃদয় বিগলিত ও অন্তরে ভয়-জাগ্রত হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্র স্মরণে ও যে সত্য নাযিল হইয়াছে তাহা পাঠে- মু'মিনদের কি এখনো হৃদয় বিগলিত হইবার সময় হয় নাই' ? .. (৫৭:১৬)।

১০. কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে ঈমান তাজা করুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আর যখন তাহাদের উপর আল্লাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়'.. (৮:২)।

১১. পরম করুণাময়, রব্ব এর নিকট পবিত্র কালামের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে দুআ' করুন, 'রব্বি যিদ্নী ই'লমা'- 'হে আমার রব্ব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' .. (২০:১১৪)।

আলকুরআনে ওয়াক্বফ চিহ্নের বিপরীতে - অনুবাদে প্রবর্তিত যতি চিহ্ন

বাংলা অনুবাদে প্রবর্তিত যতি চিহ্ন	কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত ওয়াক্বফ চিহ্ন	ওয়াক্বফ্ (থামিয়া যাওয়া) চিহ্ন সমূহের বিবরণ
। ? !	۝ ۝ ۝	আয়াতের শেষে ۝ ۝ ۝ চিহ্ন 'ওয়াক্বফে তাম' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করিতে বা থামিতে হইবে।
;০ ,০ -০	۝ ۝ ۝	আয়াতের শেষে ۝ ۝ ۝ চিহ্নসমূহ 'ওয়াক্বফে তাম'- এই স্থানে ওয়াক্বফ করিয়া পড়িতে হয় ; তবে উপরের ط ج ز ص لا ইত্যাদি চিহ্ন অনুসরণে ওয়াক্বফ করিয়া পড়া যায়।
;	مـ	আয়াতের মধ্যে مـ চিহ্ন 'ওয়াক্বফে লাযেম' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করা আবশ্যক ; ওয়াক্বফ না করিলে স্থান বিশেষে অর্থ বিচ্যুতি হইতে পারে।
;	قف	আয়াতের মধ্যে قف চিহ্ন 'ওয়াক্বফে আমর' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করিবার নির্দেশ করে।
;	ط	আয়াতের মধ্যে ط চিহ্ন 'ওয়াক্বফে মুত্বলাক' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করা উত্তম।
,	ج	আয়াতের মধ্যে ج চিহ্ন 'ওয়াক্বফে জায়েয' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করা ভাল।
,	ز	আয়াতের মধ্যে ز চিহ্ন 'ওয়াক্বফে মজাওওয়ায' - এই স্থানে ওয়াক্বফ করা যায়, তবে না করা ভাল।
,	ص	আয়াতের মধ্যে ص চিহ্ন 'ওয়াক্বফে মুরাখখাছ' - এই স্থানে ওয়াক্বফ না করিয়া পরের শব্দের সহিত মিলাইয়া পড়া ভাল, তবে প্রয়োজনে ওয়াক্বফ করা যায়।
,	ق	আয়াতের মধ্যে ق চিহ্ন 'কীলা আ'লাইহি ওয়াক্বফ' - এই স্থানে কেহ কেহ ওয়াক্বফ করিতে বলেন, না করাই ভাল।
–	لا	আয়াতের মধ্যে لا চিহ্ন 'ওয়াক্বফে নাফী' - এই স্থানে ওয়াক্বফ্ না করিবার নির্দেশ।
,	صل	এই চিহ্নকে 'ওয়াসলু আমর' - এই স্থানে মিলাইয়া পড়াও হয়, ওয়াক্বফ করিয়াও পড়া হয় ; তবে ওয়াক্বফ করাই উত্তম।

ۚ	صلے	এই চিহ্নকে 'ওয়াসলু আওলা' - এই স্থানে মিলাইয়া পড়া উত্তম ; ওয়াক্বফ করিলেও ক্ষতি নাই।
؛	سكتہ	আয়াতের মধ্যে 'সাকতা' - এই স্থানে শ্বাস না ছাড়িয়া থামিতে হয়। এরূপ ৮ স্থানে আছে।
ۚ	وقفة	আয়াতের মধ্যে 'ওয়াক্বফ' - এই স্থানে শ্বাস না ছাড়িয়া সাকতা হইতে কম সময় থামিতে হয়।
ۚ	س	আয়াতের মধ্যে س চিহ্ন - এই স্থানে শ্বাস না ছাড়িয়া সামান্য সময় থামিতে হয়।
۞ .. .. ۞	۞ .... ۞	ইহা মুআ'নাকার চিহ্ন। এই চিহ্ন বাক্যাংশ বা আয়াতের ডানে ও বায়ে আসে। বাক্যাংশের ক্ষেত্রে এক স্থানে থামিলে অন্য স্থানে মিলাইয়া পড়িতে হয়। তবে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য: মুআ'নাকা অংশকে আগের এবং পরের বাক্যাংশ বা আয়াতের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিতে হইবে।
؛	وقف النبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم	আয়াতের মধ্যে ص চিহ্ন 'ওয়াক্বফে নাবী (স.)' - এই স্থানে থামিয়া যাওয়া অতি উত্তম।
؛	وقف غفران	আয়াতের মধ্যে ـه চিহ্ন 'ওয়াক্বফে গোফরান' - এই স্থানে থামিলে গুনাহ মাফ হয়।
؛	وقف جبریل علیہ السّلام	আয়াতের মধ্যে ـج চিহ্ন 'ওয়াক্বফে জিবরীল (আ.)' - এই স্থানে থামিয়া পড়া বরকতপূর্ণ।
؛	وقف منزل	আয়াতের মধ্যে ـم চিহ্ন 'ওয়াক্বফে মানযিল' - কুরআন নাযিলের সময়ে জিবরীল (আ.) এই স্থানে তিলাওয়াতে থামিতেন।
রুকু' ০১ সুরায় রুকু'র ক্রমসংখ্যা	ع ১০ ১২	উপরের অঙ্ক সুরায় রুকু'র ক্রমসংখ্যা, নীচের অঙ্ক পারায় রুকু'র ক্রমসংখ্যা এবং মাঝের অঙ্ক অত্র রুকু'র আয়াত সংখ্যা।
মানযিল	المنزل	মানযিল: পূর্ণ কুরআন মাজীদ ৭ দিনে তিলাওয়াতের রীতি অনুযায়ী ৭ মানযিলে বিভক্ত করা হইয়াছে; ১ম- সূরা আননিসা পর্যন্ত, ২য়- সূরা আততাওবাহ্ পর্যন্ত, ৩য়- সূরা আননাহল পর্যন্ত, ৪র্থ- সূরা আলফুরক্বান পর্যন্ত, ৫ম- সূরা ইয়া সীন পর্যন্ত, ৬ষ্ঠ- সূরা আলহুজুরাত পর্যন্ত এবং ৭ম- সূরা আননাস পর্যন্ত।

কুরআন মাজীদ

স্বচ্ছ অনুবাদ

সূরাসমূহের তালিকা

ক্রমিক	সূরা	নাযিল	পৃষ্ঠা	ক্রমিক	সূরা	নাযিল	পৃষ্ঠা
০১	আলফাতিহা (সূচনা)	মক্কায়	১৬	২৭	আননাম্‌ল (পিপীলিকা)	মক্কায়	৫৯৭
০২	আলবাক্বরহ্‌ (গরু)	মদিনায়	১৮	২৮	আলক্বসাস (বৃত্তান্ত)	মক্কায়	৬১২
০৩	আলি ই'মরান (ই'মরানের বংশ)	মদিনায়	৯১	২৯	আলআ'নকাবূত (মাকড়সা)	মক্কায়	৬২৮
০৪	আননিসা (নারীজাতি)	মদিনায়	১৩১	৩০	আররূম (রোম সাম্রাজ্য)	মক্কায়	৬৩৯
০৫	আলমায়িদাহ্‌ (খাঞ্চাভর্তি খাদ্য)	মদিনায়	১৭২	৩১	লুক্বমান (লুক্বমান হাকীম)	মক্কায়	৬৪৯
০৬	আলআনআ'ম (গবাদিপশু)	মক্কায়	২০১	৩২	আসসাজদাহ্‌ (সিজদা)	মক্কায়	৬৫৫
০৭	আলআ'রাফ (উচুঁ স্থান)	মক্কায়	২৩৬	৩৩	আলআহযাব (যৌথবাহিনী)	মদিনায়	৬৬০
০৮	আলআনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)	মদিনায়	২৭৪	৩৪	সাবা (সাবা রাজ্য)	মদিনায়	৬৭৫
০৯	আততাওবাহ্‌ (তাওবা)/ আলবারাআহ্‌ (বিমুক্তি)	মদিনায়	২৯০	৩৫	ফাতির (স্রষ্টা)	মক্কায়	৬৮৫
১০	ইউনুস (ইউনুস আ.)	মক্কায়	৩১৯	৩৬	ইয়া সীন	মক্কায়	৬৯৪
১১	হূদ (হূদ আ.)	মক্কায়	৩৩৯	৩৭	আসসফফাত (সারিবদ্ধ)	মক্কায়	৭০৪
১২	ইউসুফ (ইউসুফ আ.)	মক্কায়	৩৬২	৩৮	সয়াদ	মক্কায়	৭২০
১৩	আররঅ'দ (মেঘ-গর্জন)	মক্কায়	৩৮২	৩৯	আযযুমার (দলে দলে)	মক্কায়	৭৩১
১৪	ইবরাহীম (ইবরাহীম আ.)	মক্কায়	৩৯১	৪০	আলমু'মিন (বিশ্বাসী)/ আলগাফির (অতীব ক্ষমাকারী)	মক্কায়	৭৪৫
১৫	আলহিজর (কঙ্করময় স্থান)	মক্কায়	৪০১	৪১	হা মীম আসসাজদাহ্‌ / আলফুসসিলাত (বিস্তারিত বর্ণনা)	মক্কায়	৭৫৯
১৬	আননাহল (মৌমাছি)	মক্কায়	৪১২	৪২	আশশূরা (পরামর্শ)	মক্কায়	৭৬৮
১৭	বানী ইসরাঈল/ ইসরা (রাত্রি-ভ্রমন)	মক্কায়	৪৩৪	৪৩	আযযুখরুফ (স্বর্ণ-সজ্জা)	মক্কায়	৭৭৮
১৮	আলকাহ্‌ফ (গুহা)	মক্কায়	৪৫৩	৪৪	আদদুখান (ধোঁয়া)	মক্কায়	৭৮৯
১৯	মারইয়াম	মক্কায়	৪৭২	৪৫	আলজাছিইয়াহ্‌ (নতজানু)	মক্কায়	৭৯৫
২০	ত্বা হা	মক্কায়	৪৮৫	৪৬	আলআহক্বাফ (বালুকাময় ভূমি)	মক্কায়	৮০২
২১	আলআম্বিয়া (নাবীগণ)	মক্কায়	৫০৪	৪৭	মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ স.)	মদিনায়	৮০৯
২২	আলহাজ্জ (হজ্জ)	মদিনায়	৫২০	৪৮	আলফাত্‌হ (মহাবিজয়)	মদিনায়	৮১৬
২৩	আলমু'মিনূন (মু'মিনগণ)	মক্কায়	৫৩৬	৪৯	আলহুজুরাত (প্রকোষ্ঠ)	মদিনায়	৮২৩
২৪	আননূর (আলো)	মদিনায়	৫৫০	৫০	ক্বাফ	মক্কায়	৮২৭
২৫	আলফুরক্বান (মানদন্ড)	মক্কায়	৫৬৫	৫১	আযযারিইয়াত (ঘূর্ণিঝড়)	মক্কায়	৮৩৩
২৬	আশশুআ'রা (কবিগণ)	মক্কায়	৫৭৬	৫২	আততূর (তূর পাহাড়)	মক্কায়	৮৩৯

ক্রমিক	সূরা	নাযিল	পৃষ্ঠা	ক্রমিক	সূরা	নাযিল	পৃষ্ঠা
৫৩	আননাজম (নক্ষত্ররাজি)	মক্কায়	৮৪৩	৮৪	আলইনশিক্বাক্ব (বিদীর্ণ)	মক্কায়	৯৭২
৫৪	আলক্বমার (চন্দ্র)	মক্কায়	৮৪৯	৮৫	আলবুরূজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)	মক্কায়	৯৭৪
৫৫	আররহমান (পরম করুণাময়)	মদিনায়	৮৫৬	৮৬	আততারিক্ব (আত্মপ্রকাশকারী)	মক্কায়	৯৭৭
৫৬	আলওয়াক্বিআ'হ্ (মহাঘটনা)	মক্কায়	৮৬২	৮৭	আলআ'লা (মহামহিম)	মক্কায়	৯৭৮
৫৭	আলহাদীদ (লৌহ)	মদিনায়	৮৬৯	৮৮	আলগাশিইয়াহ্ (আচ্ছন্নকারী)	মক্কায়	৯৮০
৫৮	আলমুজাদালাহ্ (বিতর্ক)	মদিনায়	৮৭৭	৮৯	আলফাজর (ঊষা)	মক্কায়	৯৮২
৫৯	আলহাশর (সমাবেশ)	মদিনায়	৮৮২	৯০	আলবালাদ (শহর)	মক্কায়	৯৮৫
৬০	আলমুমতাহিনাহ্ (পরীক্ষণীয়া)	মদিনায়	৮৮৭	৯১	আশশাম্স (সূর্য)	মক্কায়	৯৮৭
৬১	আসসফ্ফ (সারি সারি)	মদিনায়	৮৯২	৯২	আললাইল (রাত্রি)	মক্কায়	৯৮৯
৬২	আলজুমুআ'হ্ (জুমআ' বার)	মদিনায়	৮৯৪	৯৩	আদদুহা (পূর্বাহ্ন)	মক্কায়	৯৯০
৬৩	আলমুনাফিকূন (প্রতারকরা)	মদিনায়	৮৯৭	৯৪	আলইনশিরহ (উন্মুক্তকরণ)	মক্কায়	৯৯২
৬৪	আততাগাবুন (হারজিত)	মদিনায়	৮৯৯	৯৫	আততীন (ডুমুর)	মক্কায়	৯৯৩
৬৫	আততলাক্ব (বিবাহবিচ্ছেদ)	মদিনায়	৯০৩	৯৬	আলআ'লাক্ব (ঝুলন্ত পিণ্ড)	মক্কায়	৯৯৪
৬৬	আততাহরীম (নিষিদ্ধকরণ)	মদিনায়	৯০৬	৯৭	আলক্বদ্র (মর্যাদাবান)	মক্কায়	৯৯৬
৬৭	আলমুল্ক (সর্বময় কর্তৃত্ব)	মক্কায়	৯১০	৯৮	আলবাইয়িনাহ্ (প্রামান্য দলিল)	মদিনায়	৯৯৬
৬৮	আলক্বলাম (কলম)	মক্কায়	৯১৪	৯৯	আলযিলযাল (প্রকম্পন)	মদিনায়	৯৯৮
৬৯	আলহাক্কহ্ (নিশ্চিত ঘটনা)	মক্কায়	৯১৯	১০০	আলআ'দিইয়াত (ধাবমান অশ্ব)	মক্কায়	৯৯৯
৭০	আলমাআ'রিজ (উর্ধ্বগামী পথ)	মক্কায়	৯২৪	১০১	আলক্বারিআ'হ্ (মহাপ্রলয়)	মক্কায়	১০০০
৭১	নূহ (নূহ আ.)	মক্কায়	৯২৮	১০২	আততাকাছুর (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা)	মক্কায়	১০০১
৭২	আলজিন্ন (জিন্ন জাতি)	মক্কায়	৯৩১	১০৩	আলআ'স্র (কাল)	মক্কায়	১০০২
৭৩	আলমুযযাম্মিল (বস্ত্রাবৃত)	মক্কায়	৯৩৫	১০৪	আলহুমাযাহ্ (নিন্দাকারী)	মক্কায়	১০০২
৭৪	আলমুদ্দাছছির (বস্ত্রাচ্ছাদিত)	মক্কায়	৯৩৮	১০৫	আলফীল (হাতী)	মক্কায়	১০০৩
৭৫	আলক্বিয়ামাহ্ (ক্বিয়ামত)	মক্কায়	৯৪৩	১০৬	কুরাইশ (কুরাইশগোত্র)	মক্কায়	১০০৪
৭৬	আদদাহ্র/আলইনসান (কালের প্রবাহ/মানবজাতি)	মদিনায়	৯৪৬	১০৭	আলমাঊ'ন (নিত্যব্যবহার্য বস্তু)	মক্কায়	১০০৫
৭৭	আলমুরসালাত (প্রেরিত বায়ু)	মক্কায়	৯৫০	১০৮	আলকাওছার (জান্নাতী প্রস্রবণ)	মক্কায়	১০০৬
৭৮	আননাবা (মহাসংবাদ)	মক্কায়	৯৫৪	১০৯	আলকাফিরূন (কাফেররা)	মক্কায়	১০০৬
৭৯	আননাযিআ'ত (উৎপাটনকারীগণ)	মক্কায়	৯৫৭	১১০	আননাস্র (সাহায্য)	মদিনায়	১০০৭
৮০	আ'বাসা (ভ্রুকুঞ্চন করা)	মক্কায়	৯৬১	১১১	আললাহাব (অগ্নিশিখা)	মক্কায়	১০০৮
৮১	আততাকউঈর (নিষ্প্রভকরণ)	মক্কায়	৯৬৪	১১২	আলইখলাস (বিশুদ্ধতা)	মক্কায়	১০০৮
৮২	আলইনফিত্বার (বিদীর্ণকরণ)	মক্কায়	৯৬৭	১১৩	আলফালাক্ব (ঊষা)	মক্কায়	১০০৯
৮৩	আলমুত্বফফিফীন (ঠকবাজেরা)	মক্কায়	৯৬৯	১১৪	আননাস (মানবজাতি)	মক্কায়	১০১০

১- সুরা আলফাতিহা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১-৩	আল্লাহ্‌র মহোত্তম গুণাবলির বর্ণনা। (তাওহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা)।
৪	কর্মফল দিবস ও সর্বময় মালিকের স্বীকৃতি। (আখিরাতের স্বীকৃতি)।
৫	আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের দাসত্বের ঘোষণা এবং তাঁহার সাহায্য কামনা।
৬-৭	আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের হিদায়াতের প্রার্থনা। (রিসালাত অর্থাৎ রসূল (স.) এর অনুসরণে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার)।

সূরা আলফাতিহার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

সূরা আলফাতিহা কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। এই সূরার বহুবিধ নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হইল: ১. ফাতিহাতুল কিতাব, ২. উম্মুল কিতাব, ৩. সূরাতুল হাম্‌দ, ৪. সূরাতুস সলাত, ৫. সাবআ' মাসানী, ৬. সূরাতুশ শিফা। সলাতের প্রত্যেক রাকাআ'তে ইহা তিলাওয়াত না করিলে সলাত শুদ্ধ হয় না। অধিকাংশের মতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এই সূরার প্রথম আয়াত।

রসুলুল্লাহ্ (স.) বলেন যে, আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, 'আমি সলাতকে (সূরাতুস সলাতকে) 'আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করিয়া দিয়াছি'। বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ তায়া'লা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে'। আর যখন সে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার গুণগান করিয়াছে'। এবং যখন সে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করিয়াছে'। আর যখন সে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ, তখন আল্লাহ বলেন, 'ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যেকার কথা, আমার বান্দা যাহাই চাহিবে তাহাই তাহাকে দিব'। আর যখন সে শেষ পর্যন্ত পড়ে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞ তখন আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, 'এই সমস্ত আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দার জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা সে চাহে'।

হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়া'লা উম্মুল কুরআনের অনুরূপ কোন কিছুই তাওরাত, যাবুর বা ইনজীলে নাযিল করেন নাই। অন্য এক হাদীছে বর্ণিত, রসুল (স.) কে দুইটি নূরের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন নাবীকে দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতেছে সূরা আলফাতিহা এবং সূরা আলবাক্বারহ্ এর শেষ তিন আয়াত। এই সূরা প্রত্যেক বিষক্রিয়ার আরোগ্যদানকারী।

সূরা আলফাতিহার নামকরণ হইয়াছে আলকুরআনে ইহার মর্যাদা, বিষয়বস্তু, ভাবধারা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ; এই জন্য ইহাকে আলকুরআনের সূচনা বলা হইয়াছে। প্রকারান্তরে পূর্ণ কুরআন মাজীদের মৌলিক বিষয়াবলী (তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাত) সংক্ষিপ্তভাবে এই সূরাতে নিহিত রহিয়াছে, এই কারণে ইহাকে উম্মুল কিতাব বা উম্মুল কুরআন বলা হইয়াছে।

১- সুরা আলফাতিহা

মাক্কী[১]; আয়াত ৭, রুকু' ১

١ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٧ ركوعها ١

মানযিল ১

১. পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২. সকল হামদ্ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্‌র জন্য (যিনি) জগতসমূহের রব্ব[২]-০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

৩. (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু[৩] ;০

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾

৪. (যিনি) কর্মফল[৪] দিবসের সর্বময় অধিকর্তা ;০

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾

৫. আমরা শুধু তোমারই ই'বাদত[৫] করি আর একমাত্র তোমারই সাহায্য[৬] প্রার্থনা করি ;০

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾

৬. আমাদিগকে সঠিক-সুদৃঢ় পথে হিদায়াত (পথ প্রদর্শন ও পরিচালিত) কর-০

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾

৭. তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ[৭]- যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে ও পথভ্রষ্ট নহে।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

(আমীন)[৮]।

১। মাক্কী : যে সকল সূরা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, মাদানী : যে সকল সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ।

২। رَبٌّ : শব্দটির অর্থ প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক, বিধায়ক ও বিবর্ধক। যিনি প্রতিপালক তিনিই আদিতে স্রষ্টা, পরে সংরক্ষক, বিধায়ক ও বিবর্ধক। সংগত কারণে رَبٌّ এর অনুবাদ প্রচলিত শব্দ 'রব্ব' করা হইয়াছে।

৩। اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : আল্লাহ্‌র অনুদান দুই প্রকার : (ক) আয়াস-নিরপেক্ষ অনুদান- বিনা ক্লেশে পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই এবং সকল জীব যাহা লাভ করে, যথা: পানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি ; এই অনুদানের জন্য আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আররহমান'। (খ) আয়াস-লভ্য অনুদান- পরিশ্রমের বিনিময়ে মানুষ যাহা লাভ করে, যথা: ক্ষেতের ফসল, আহার সংস্থান, আত্মার বিকাশ সাধন, আখিরাতে পুরস্কার ইত্যাদি ; এই অনুদানের জন্য আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আররহীম'।

৪। اَلدِّيْنُ : দ্বীন, জীবনব্যবস্থা, কর্মফল, ধর্ম, ন্যায়বিচার, আইন ইত্যাদি ; এখানে اَلدِّيْنِ শব্দটি কর্মফল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। عِبَادَةٌ : দাসত্ব/আনুগত্য এবং উপাসনা/প্রার্থনা ; মূল ক্রিয়াশব্দ عَبَدَ দাসত্ব করা এবং উপাসনা করা।

৬। আল্লাহ্‌র ই'বাদত করিতে শাইত্বান বা ত্বাগূতি শক্তির মুকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা। (দ্র. ২:৪৫, ৪৬)।

৭। নিয়া'মতের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে অথচ গজব বা শাস্তির বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে না করিয়া কর্তাকে লোপ করা হইয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি নিয়া'মত দান করিয়াছেন তাহারা হইলেন নাবী, সিদ্দীক্ব, শাহীদ (শহীদ) ও সালিহ্ (সৎকর্মশীল)। (দ্র. ৪:৬৯)। আর যাহারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট তাহারা হইল কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিক্ব।

৮। اٰمِيْنٌ : এই সূরা পাঠ শেষে 'আমীন' (ক্ববূল কর) বলা সুন্নাহ্। তবে 'আমীন' শব্দটি সূরা আলফাতিহার অংশ নহে।

পারা ১

২- সূরা আলবাক্বরহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৫	কুরআন যাহাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।
০০৬-০০৭	সঠিক পথ লাভ করিবে না যাহারা, তাহাদের পরিণতি।
০০৮-০২০	মুনাফিকদের পরিচয়, আচরণ ও পরিণতি।
০২১-০২২	মানব জাতিকে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করিবার আহ্বান।
০২৩-০২৪	কুরআন আল্লাহ্র কিতাব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ।
০২৬-০২৯	অবিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশ।
০৩০-০৩৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত।
০৪০-১৪১	বানী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র বিপুল অনুগ্রহ এবং তাহাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ইতিহাস।
১৪২-১৫০	বাইতুল মুকাদ্দাস এর পরিবর্তে কা'বাকে ক্বিবলা নির্ধারণ।
১৫১-১৬৩	মু'মিনদের দায়িত্ব, দায়িত্ব পালনে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সাফা-মারওয়ার নিদর্শন। আল্লাহ্র নাযিলকৃত নির্দেশ গোপন করিলে অভিশপ্ত পরিণতি। অভিশাপ মুক্তির পথ। অভিশপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণে শাস্তি চিরন্তন।
১৬৪-১৬৭	জীবনযাপনের জন্য নিয়া'মতের বর্ণনা এবং আল্লাহ্র প্রতি মানুষের কর্তব্য।
১৬৮-১৭৩	হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খাদ্য বর্জনের নির্দেশ।
১৭৪-১৭৬	আল্লাহ্র কিতাব ও কিতাবের বিধান গোপন করার কঠিন পরিণতি।
১৭৭-১৮২	মুত্তাক্বী কাহারা ? ক্বিসাসের আইন।
১৮৩-১৮৭	রমাদ্বান মাসের সিয়ামের বিধান। সিয়ামে দুআ' কবুলের শর্ত। ই'তিকাফের বিধি।
১৮৮-১৮৯	অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা। নবচন্দ্রের বিধান ও কুসংস্কারের অপনোদন।
১৯০-১৯৫	যুদ্ধের বিধান।
১৯৬-২০৩	হজ্জের বিধান ও ক্ববূল হজ্জের নীতিমালা।
২০৪-২০৬	মুনাফিকদের আচরন ও অসফল হজ্জের পরিণতি।
২০৭-২১০	মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ও সফল হজ্জের ধারা।
২১১-২১৫	মু'মিনদের জন্য উপদেশ ও বিধি। জান্নাতের জন্য পরীক্ষাসমর। ব্যয় কাহাদের জন্য ?
২১৬-২২০	যুদ্ধ না করিবার পরিণতি। মদের প্রাথমিক নির্দেশ। ব্যয়ের পরিমাণ কী ? ইয়াতীমের স্বার্থ সংরক্ষণ।
২২১-২৪২	মুশরিকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহ, ত্বলাক্ব, মাতৃদুগ্ধ পান, খোরপোষ ও ই'দ্দতের বিধান। অত্যুত্তম সলাত আদায় ; সন্ত্রস্ত ও চলমান অবস্থায় সলাত আদায়ের বিধি। মৃত্যুকালে স্ত্রীর জন্য অসীয়ত।
২৪৩-২৫২	আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
২৫৩-২৬০	মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্‌র উপদেশ। আয়াতুল কুরসী। আল্লাহ্ মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন ?
২৬১-২৭৪	আল্লাহ্‌র পথে দানের মর্যাদা। দান কিভাবে নষ্ট হইয়া যায় ?
২৭৫-২৮১	সুদ নিষিদ্ধের ঘোষণা। যাকাত প্রদানের নির্দেশ।
২৮২-২৮৩	ঋণ আদান প্রদানের নিয়ম ও বিধান।
২৮৪-২৮৬	মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহ্‌র। ঈমানের বিষয়বস্তু। দুআ'।

২- সূরা আলবাক্বরহ্

মাদানী ; আয়াত ২৮৬, রুকু' ৪০

٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٨٦ ركوعاتها ٤٠

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম[৯],০

الٓمّٓ ﴿١﴾

মুআ' ০১

২. ইহা (সেই) কিতাব, নাই কোনই সন্দেহ, ♣ইহাতে (যাহা) আছে♣, মুত্তাক্বীদের[১০] জন্য পথ-নির্দেশ-০

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

৩. যাহারা গায়েবে[১১] ঈমান আনে ও সলাত ক্বায়েম[১২] করে এবং তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ (রিযক্ব) দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয়[১৩] করে-০

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

৪. আর যাহারা ঈমান রাখে যাহা তোমার প্রতি নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে, এবং তাহারা আখিরাতে ইয়াক্বীন

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৯। এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলিকে হুরূফ আল-মুক্বাত্বাআ'ত বলা হয়। কুরআনের অনেক সূরার প্রারম্ভে এইরূপ অক্ষরমালা ব্যবহৃত হইয়াছে ; এগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন।

১০। مُتَّقِيْ: যে تَقْوٰى করে। 'তাক্বওয়া' অর্থ ভীতিপ্রদ বস্তু হইতে আত্মরক্ষা। ব্যবহারিক অর্থ- আল্লাহ্ সচেতন, পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সদা সতর্কতা ইত্যাদি। 'তাক্বওয়া' বা 'আল্লাহ্ সচেতন' কথাটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে, অন্য যে কোন একক অর্থ ইহার অংশবিশেষ হয়।

১১। غَيْبٌ: অদৃশ্য, দৃষ্টির অন্তরালের বিষয় যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, বোধগম্যের বহির্ভূত, Beyond human comprehension। যথা: আল্লাহ্, মালাক, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ইত্যাদি।

১২। সলাত ক্বায়েম: এর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র বাণী স্মরণ করা (দ্র. ২০:১৪)। 'সলাত ক্বায়েম' বলিতে- সলাতে আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন নিষ্ঠার সহিত পালন পূর্বক ইহার প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং সলাতে পঠিত কুরআনের বাণী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা বুঝায়।

১৩। ব্যয় করা দ্বারা শরীয়ত সম্মতভাবে নিজের ও অপরের জন্য খরচ করা বুঝায়।

(নিশ্চিত বিশ্বাস) রাখে ;০	
৫. উহারাই (দ্র. ২:৩-৪ এ বর্ণিত) তাহাদের রব্ব এর নির্দেশিত পথে রহিয়াছে, এবং উহারাই সফলকাম।	أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥
৬. নিশ্চয় যাহারা প্রত্যাখ্যান[১৪] করিয়া চলে, তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয়ই সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦
৭. (এই প্রত্যাখানের ফলে) আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তি মোহর[১৫] করিয়া দেন ; এবং তাহাদের দৃষ্টির উপর আবরণ রহিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَ عَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧ ع ١
৮. আর মানুষের মধ্যে (এমন লোকও আছে) যাহারা বলে 'আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্ ও আখিরাত দিনে', কিন্তু তাহারা মু'মিন নহে।	وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨
৯. তাহারা প্রতারণা করিতে চাহে আল্লাহ্ ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে, অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারণা করে না, ইহা তাহারা বুঝিতেও পারে না ;০	يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩
১০. তাহাদের অন্তরে ব্যাধি[১৬] রহিয়াছে- ফলে আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়া দেন, আর তাহাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- কারণ তাহারা মিথ্যা বলিত।	فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

রুকু' ০১

وقف لازم

১৪। كَفَرُوْا : একবচন كَفَرَ, অর্থ কুরআন নির্দেশিত সত্য আবৃত বা গোপন করা, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, চাষ করা ইত্যাদি। এখানে আয়াত ২:৩-৪ এর নির্দেশাবলি প্রত্যাখ্যান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৫। কাফেররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ প্রত্যাখ্যান করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করিবার কারণে উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য, কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎপথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর (সীল-বন্ধ) করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিবার কারণে কাফের হয় নাই বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে সীলমোহর করা হইয়াছে।

১৬। তাহাদের (مُنَافِقُوْنَ) মুনাফিকদের অন্তরে কপটতা-ব্যাধি রহিয়াছে। এই ব্যাধি আল্লাহ্র অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে নিজেই ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অর্থে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়া দেন।

১১. আর তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না'- তাহারা বলে, 'বস্তুত আমরা শান্তি স্থাপনকারী'।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾
১২. সাবধান! আসলে ইহারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।	اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনয়ন কর যেইরূপ অন্য মানুষেরা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপ ঈমান আনিব নির্বোধেরা যেরূপ ঈমান আনিয়াছে'? সাবধান! ইহারাই নিশ্চিত নির্বোধ, কিন্তু ইহাদের সে জ্ঞানই নাই।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. এবং যখন যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহারা বলে 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শাইত্বানদের[১৭] সহিত মিলিত হয়- তাহারা বলে, 'আমরা তো তোমাদের সহিতই রহিয়াছি- আমরা শুধু (তাহাদের সহিত) ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি'।	وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. আল্লাহ্ তাহাদের সহিত উপহাস[১৮] করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তে থাকিবার অবকাশ দেন।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. উহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করিয়াছে, তাই তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই এবং তাহারা সৎপথে পরিচালিত নহে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, উহা যখন আলোকিত করিল তাহার চতুর্দিক, আল্লাহ্ তাহাদের আলো	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ

১৭। شَيْطَانٌ : যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া সঠিক পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। সুতরাং মুনাফিকদিগকে, সত্য প্রত্যাখ্যান করিবার কারণে আয়াতে شَيٰطِيْنُ (বহুবচন) বলা হইয়াছে।

১৮। তাহাদের এই দুষ্কার্যের জন্য আল্লাহ্র অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হইবে।

فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

অপসারণ করিলেন ও তাহাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, ফলে তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. (তাহারা) বধির, বোবা, অন্ধ[১৯], সুতরাং তাহারা (সত্যের পথে) ফিরিবে না-০

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ- যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়; আর আল্লাহ্ (সত্য) প্রত্যাখ্যানকারীদের ঘিরিয়া রহিয়াছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع ٢ ٣ ٢

২০. বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়; যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় উহাতে তাহারা পথ চলিতে থাকে, আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়; এবং আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু' ০২

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. হে মানুষ! তোমরা দাসত্ব কর (দ্র. টীকা ৫) তোমাদের রব্ব এর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা মুত্তাক্বী (দ্র. টীকা ১০) হইতে পার-০

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. যিনি তোমাদের জন্য বানাইয়াছেন পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ, এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল (শস্যাদি) উৎপাদন করেন, অতএব আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইও না এবং তোমরা তো জান (তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই)।

১৯। সত্যকথা তথা কুরআনের কথা সঠিকভাবে শুনে না, এই কারণে সে 'বধির' আর ঠিকমত উহা অপরকে বলে না, এই কারণে সে 'বোবা' এবং সত্যপথ বা কুরআনের বাণী দেখিয়া উপলব্ধি করিতেও অসমর্থ, এই কারণে সে 'অন্ধ'। (দ্র. টীকা ১৫; আরও দেখুন ২:১৭১, ১৭:৯৭)।

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. এবং তোমরা যদি আমাদের বান্দার প্রতি যাহা আমরা[২০] অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে কোন সন্দেহ কর, তবে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং (এই কাজে) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সহযোগীদের[২১] ডাকিয়া লও, যদি তোমরা (দাবীতে) সত্যবাদী হও ।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. ইহার পর যদি তোমরা (আনয়ন) না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে যাহার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, (যে আগুন) প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে কাফেরদের জন্য।

وَ بَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِیْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত- যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; যখনই উহা হইতে ফল ফলাদির রিয্ক্ব তাহাদিগকে দেওয়া হইবে- তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে পূর্বে যে জীবিকা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই'- আর তাহাদিগকে উহার অনুরূপই দেওয়া হইবে ; এবং তথায় তাহাদের[২২] জন্য রহিবে পবিত্র জুড়িসমূহ[২৩], আর তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٖۤ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা কিংবা তদুর্দ্ধ কোন

২০। 'আমরা' : আল্লাহ্ তায়া'লার জন্য- সম্মানার্থে বহূবচন বা রাজকীয় সম্বোধন। এই বহুবচনটি বহুত্বব্যঞ্জক নহে, বরং মর্যাদাব্যঞ্জক। ইহা বহুত্বব্যঞ্জক হইলে সকলের পূর্বে আরবের মুশরিকরাই তাওহীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শির্কের পক্ষে ইহাকে প্রমাণ হিসাবে প্রচার করিত।

২১। شُهَدَآءُ : একবচনে شَهِیْدٌ অর্থ পরমসাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, সহযোগী ইত্যাদি ; এখানে সহযোগী অর্থে ব্যবহৃত।

২২। এখানে هُمْ পুরুষবাচক সর্বনাম, এতদসত্ত্বেও নারীও ইহার অর্ন্তভুক্ত। নারী এবং পুরুষ উভয়ই বুঝাইতে হইলে আরবিতে পুরুষবাচক সর্বনামই ব্যবহৃত হয়।

২৩। اَزْوَاجٌ : শব্দটি زَوْجٌ (পুরুষবাচক) শব্দের বহুবচন। আরবিতে اَزْوَاجٌ শব্দটি 'অনিয়মিত বহুবচন' বিধায় স্ত্রীবাচক, কিন্তু নারী পুরুষ উভয়ই এই اَزْوَاجٌ শব্দের অর্ন্তভুক্ত। আলকুরআনে زَوْجٌ শব্দটি স্বামী অর্থে এবং স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধায় زَوْجٌ এর অর্থ 'জুড়ি' (স্বামী অথবা স্ত্রী), spouse (husband or wife) করা হইয়াছে।

بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ﴿۲۶﴾

বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না[২৪] ; সুতরাং মু'মিনগন জানে যে ইহা নিশ্চিত সত্য- তাহাদের রব্ব এর নিকট হইতে আগত, কিন্তু যাহারা প্রত্যাখ্যানকারী তাহারা বলে এ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কী বলিতে চাহিয়াছেন ? ইহা দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সৎপথে চালিত করেন ; বস্তুত 'ফাসিক্ব'[২৫] ব্যতীত কাহাকেও তিনি পথভ্রষ্ট করেন না-০

وقف لازم

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. যাহারা আল্লাহ্র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে[২৬] আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যেই সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় ; উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. কিরূপে তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, পরে তোমাদিগকে তিনি জীবন্ত করিয়াছেন আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিশেষে তাঁহার দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۤ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা আছে উহার সবকিছু, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন ও উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন ; তিনি প্রতিটি বিষয়ে সবিশেষ অবগত।

রুকু' ০৩

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي

৩০. এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন তোমার রব্ব মালাকদিগকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি

২৪। কুরআনে উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মাছি (২২ : ৭৩) ও মাকড়সার (২৯ : ৪১) উল্লেখ হইয়াছে; এইসব বা ইহার থেকে ক্ষুদ্রতর কোন সৃষ্টি-মাহাত্ম্যই আল্লাহ্র নিকট নগণ্য নহে। فَوْقَ এর অর্থ উপর, উচ্চ অর্থে এখানে ক্ষুদ্রত্বের নিরিখে উচ্চ অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর।

২৫। فٰسِقُوْنَ : একবচনে فَاسِقٌ : আল্লাহ্র আদেশ পরিত্যাগকারী বা সত্যত্যাগী, অবাধ্য, পাপাচারী।

২৬। আল্লাহ্কে রব্ব মানিয়া সৃষ্টির আদিতে সকল মানবরূহের যে অঙ্গীকার (৭ : ১৭২)। এছাড়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বারা মু'মিনের যে অঙ্গীকার।

الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

পৃথিবীতে খলীফা[২৭] (উত্তরাধিকারী-প্রজন্ম) সৃষ্টি করিব' ; তাহারা বলিল, 'সেখানে কি এমন কাহাকে সৃষ্টি করিবেন, যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে ও রক্তপাত ঘটাইবে ? আর আমরাই তো আপনার সপ্রশংস তাসবিহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'[২৮]; তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না'।

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩১. আর তিনি আদমকে প্রতিটি বস্তুর নাম নাম (সংশ্লিষ্ট জ্ঞান) শিক্ষা দিলেন অতঃপর সেই সমস্ত মালাকদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বল, যদি তোমরা (বক্তব্যে) সত্যবাদী হও'।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾

৩২. তাহারা বলিল, 'আপনি পবিত্র (আপনার পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত), আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞানই নাই ; নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়'।

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا

৩৩. তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তাহাদিগকে এই সকল নাম জানাইয়া দাও', সে তাহাদিগকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে- তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে আমি নিশ্চিত জানি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গায়েব

২৭। خَلِيْفَةٌ : খলীফা, প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, বংশানুক্রমিক/ স্থলাভিষিক্ত প্রজন্ম, প্রশাসক ইত্যাদি ; বহুবচন خُلَفَآءُ ও خَلِيْفٌ, মূল ক্রিয়া خَلَفَ (he succeeded) : এক্ষেত্রে 'খলীফা' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কোন কোন অনুবাদে খলীফা অর্থে 'প্রতিনিধি' লিখা হইয়াছে, যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না ; কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ৬ : ১৬৫ আয়াতে خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ ও ২৭ : ৬২ আয়াতে خُلَفَآءَ الْاَرْضِ 'পৃথিবীর খলীফা' এবং ১০ : ১৪ ও ৩৫ : ৩৯ আয়াতদ্বয়ে خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ 'পৃথিবীতে খলীফা' বলা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্বের মতে 'খলীফা' অর্থ 'স্থলাভিষিক্ত হওয়া' অর্থাৎ যুগ যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইবে (কুকা মদীনা)। অন্য মতে ইহার অর্থ 'Placing (mankind) generation after generation on earth' (N. Q. KSA)। সংগত কারণে এ ক্ষেত্রে 'খলীফা' অর্থ 'উত্তরাধিকারী-প্রজন্ম' যথোচিত হয়। ৩৮ : ২৬ আয়াতে خَلِيْفَةً প্রশাসক বা সম্রাট অর্থে ব্যবহৃত আর ৪৩ : ৬০ আয়াতে يَخْلُفُوْنَ - উত্তরাধীকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৮। খলীফা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য মালাকগণ (ফেরেশতাগণ) এইরূপ বলিয়াছিলেন। আদম (আ.) সৃষ্টির বিষয়টি কুরআনে ছয় স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লিখিত হইয়াছে। (দ্র. ২ : ৩০-৩৯, ৭ : ১১-২৫, ১৫ : ২৮-৪৪, ১৭ : ৬১-৬৫, ১৮ : ৫০, ৩৮ : ৬৯-৮৫)।

كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

(দ্র. টীকা ১০) সম্বন্ধে- এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর ও যাহা গোপন রাখ তাহাও আমি জানি'।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ ۫ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং যখন আমরা মালাকদিগকে বলিলাম, 'আদমের জন্য সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল ; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল, সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (দ্র. টীকা ১৭৩)।

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার জুড়ি (স্ত্রী) জান্নাতে বসবাস কর এবং যেইখানে যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না ; তাহা হইলে উভয়ে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে'।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. কিন্তু শাইত্বান উহা (জান্নাত) হইতে উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল (দ্র. ৭:১৯-২৫) এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে উভয়কে বহিষ্কার করিল, আর আমরা বলিলাম 'তোমরা একে (মানুষ) অপরের (শাইত্বান) শত্রুরূপে নামিয়া যাও, এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবনোপকরণ রহিবে'।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর আদম তাহার রব্ব এর নিকট হইতে বাণী প্রাপ্ত হইল (দ্র. ৭:২৩), তখন আল্লাহ্ তাহার তাওবা ক্বুবুল করিলেন ; নিশ্চয়ই তিনি অতীব তাওবা ক্বুবুলকারী, অসীম দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে অবতরন কর[২৯], অনন্তর যখনই আমার নিকট হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশনা আসিবে, অতঃপর যাহারা আমার পথ-নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না'।

২৯। তাওবা ক্বুবুলের পর তাহাদের অবতরণ হয়। (দেখুন ৭:২৩-২৪, ২০:১২২-১২৩)।

রুকু' ০৪

৩৯. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উহারাই অগ্নিবাসী, ইহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع ٤
৪০. হে বানী ইসরাঈল[৩০]! স্মরণ কর আমার নিয়া'মত যদ্দ্বারা তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম আর পূর্ণ কর আমার সহিত তোমাদের অঙ্গীকার, আমিও তোমাদের সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, আর একমাত্র আমাকেই ভয় কর।	يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾
৪১. আর ঈমান আন (কুরআনে) যাহা আমি নাযিল করিয়াছি তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যায়নকারীরূপে এবং তোমরাই প্রথম উহার অস্বীকারকারী হইও না, আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে[৩১] বিক্রয় করিও না, আর শুধু আমারই আনুগত্য কর।	وَ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾
৪২. এবং সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না আর সত্য গোপন করিও না, এবং তোমরা তো জানো (সত্য কি)!	وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর তোমরা সলাত ক্বায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকু'কারীদের সহিত[৩২] রুকু' কর।	وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর ; তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৩০। ইসহাক্ব (আ.) এর পুত্র ইয়া'কূব (আ.), তাঁহার আর এক নাম ইসরাঈল, তাঁহারই বংশধর বানী ইসরাঈল নামে পরিচিত।

৩১। তুচ্ছ বা সামান্য মূল্য : দুনিয়ার সুখসম্ভোগের জন্য বা ঝক্কিঝামেলা এড়াইবার লক্ষ্যে আল্লাহ্র নির্দেশ উপেক্ষা করা বা অমান্য করা।

৩২। رُكُوْعٌ : মাথা নত করা, শরীয়তের পরিভাষায় সলাতের একটি রুকন। এই আয়াতে সলাত জামাআ'তের সহিত প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে ; এবং নিশ্চিতভাবে ইহা বিনীতগণ ব্যতীত (অন্যদের নিকট) অতিশয় কঠিন (কার্য)-০	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. (বিনীত তাহারাই) যাহারা নিশ্চিত ধারণা রাখে যে- তাহাদের রব্ব এর সহিত সাক্ষাত ঘটিবে ও তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।•	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. হে বানী ইসরাঈল! আমার নিয়া'মত স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলাম ও তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।	يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং ভয় কর সেই দিনকে যেইদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না। (দ্র. ২:১২৩)।	وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম ফিরআ'উনী সম্প্রদায়[৩৩] হইতে যাহারা তোমাদের পুত্রদের জবেহ করিয়া ও নারীদের জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত ; এবং উহা তোমাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে ছিল এক মহাপরীক্ষা।	وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম[৩৪] ও ফিরআ'উনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।	وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৩৩। فِرْعَوْنُ মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি, দ্বিতীয় রেমেসিসের সময়কালে বানী ইসরাঈল ফিরআ'উনী দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।

৩৪। মূসা (আ.) বানী ইসরাঈলদের লইয়া দ্বিধাবিভক্ত সাগর পার হইয়া যায়, পশ্চাদ্ধাবন করা ফিরআ'উনের দলবল একই পথে সাগর পার হইতে গিয়া নিমজ্জিত হয়।

وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. আর যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম[৩৫], তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে[৩৬] (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে ; আর তোমরা তো (হইয়াছিলে) অপরাধী।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. (এতবড় অপরাধের) পরও তোমাদের বিষয়ে ক্ষমার দৃষ্টি দিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ (আদেশ মান্যকারী) হও।

وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরক্বান[৩৭] দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরিয়া যাও এবং নিজদিগকে সংযত[৩৮] কর ; তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয় ; তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন ; নিশ্চয় তিনি অতীব তাওবা ক্বুবুলকারী, অসীম দয়ালু'।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ

৫৫. আর (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না',

৩৫। মূসা (আ.) আল্লাহ্র আদেশে ৪০ দিন তূর পাহাড়ে ই'বাদতে থাকার পর প্রতিশ্রুত তাওরাত লাভ করিয়াছিলেন। (দ্র. ৭:১৪২-১৪৫)।

৩৬। সামিরী নামীয় ব্যক্তি গো-বৎস মূর্তি তৈরী করিয়া উহাকে বানী ইসরাঈলদের কিছু লোকের উপাস্যদেবতা বানাইয়াছিল। (দ্র. ৭:১৪৮, ২০:৮৫, ৯৫-৯৬)।

৩৭। فُرْقَانٌ : মূল ক্রিয়া فَرَقَ অর্থ বিভক্ত করা, পার্থক্য করা। যাহা সত্যপথকে মিথ্যাপথ হইতে সূক্ষ্মভাবে পৃথক করিয়া দেয় তাহাকে 'ফুরক্বান' বলে। এই নিমিত্তে তাওরাত ও কুরআনের আর এক নাম ফুরক্বান।

৩৮। قَتَلَ : প্রবৃত্তি দমন করিয়া আত্মাকে সংযত করা, প্রাণ নাশ করা। বাছুর পূজাকারীদের আত্মাকে সংযত করিয়া তাওবা করিতে বলা হইয়াছে এবং তাওবা ক্বুবুল ও ক্ষমার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বাছুর পূজাকারীদের হত্যা করিবার কথা লিখিয়াছেন ; কিন্তু আয়াতের শেষাংশে তাওবা ক্বুবুলের কথা উল্লেখ থাকায়, বাছুর পূজাকারীদের হত্যা করিবার প্রসঙ্গ আসে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তখন তোমরা বজ্রাহত হইলে[৩৯] আর তোমরা নিজেরাই তাহা দেখিতেছিলে।	تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে আমরা পুনর্জীবিত করিলাম[৪০] যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।	ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়াদান করিলাম আর তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া[৪১] পাঠাইলাম ; (বলিলাম) 'তোমাদিগকে যে উত্তম জীবিকা দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর ; আর তাহারা আমাদের উপর যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করিত'।	وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর যখন আমরা বলিলাম, 'এই জনপদে[৪২] প্রবেশ কর, যেইখানে যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, আর নতশিরে দ্বার দিয়া প্রবেশ কর' এবং বল, 'ক্ষমা চাই' (তাহা হইলে) আমরা তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিব ; এবং সৎকর্মপরায়ণদের (প্রতিদান) বৃদ্ধি করিব।	وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. কিন্তু যাহারা অপরাধী ছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল ; সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম, কারণ তাহারা সত্যত্যাগী হইয়াছিল।	فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع
৬০. এবং যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর' ফলে উহা হইতে	وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

রুকু' ০৬

৩৯। আল্লাহ্কে দেখিবার দাবী করায় শাস্তিস্বরূপ তাহাদের ৭০ জন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটে। (দ্র. ৭:১৫৫)।

৪০। অতঃপর মূসা (আ.) এর দুআ'য় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

৪১। اَلْمَنّ : শিশির বিন্দুর মত পাতার উপর থাকা সুস্বাদু খাদ্য ও اَلسَّلْوٰى : এক প্রকার পাখির ভূনা গোশত যাহা আল্লাহ্ পাঠাইয়াছিলেন।

৪২। জনপদটি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা অথবা আরীহা। (ই ফা)।

عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

বারটি[৪৩] প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল ; প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল ; (বলিলাম), 'আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে যমিনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিও না'।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۗ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

৬১. আর যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আমরা একই খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না; সুতরাং তুমি তোমার রব্ব এর নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর- তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম (বা রসুন), মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন' ; মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর, যাহা চাহিতেছ নিশ্চয়ই তাহা সেখানে আছে'; (অবশেষে) তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত করা হইল এবং তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইল ; ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে[৪৪] অস্বীকার করিত ও নাবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা করিত ; এই পরিণতি তাহাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের জন্যই।

রুকু' ০৭

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং নাসারা ও সবিয়ূ[৪৫], তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছে এবং (আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী) সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের জন্য পুরস্কার রহিয়াছে তাহাদের রব্ব এর নিকট[৪৬]; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা

৪৩। বানী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র ছিল। (দ্র. ৫ : ১২)।

৪৪। আল্লাহ্র আহকাম বা বিধান অথবা মূসা (আ.) এর মূজিযাগুলিকে অস্বীকার করিত।

৪৫। صَابِئٌ সম্প্রদায়ের বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিবিধ মত আছে (বিস্তারিত দেখুন ই আলী, মু আসাদ)। তবে তাহারা সেই জাতি, যাহারা শুরুতে নিঃসন্দেহে সত্যদ্বীনের অনুসারী ছিল, আর এইজন্য ইয়াহূদী ও নাসারাদের পাশাপাশি তাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে ইয়াহূদী ও নাসারা বলিতে তাহাদেরই বুঝায় যাহারা তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল কিতাবসমূহ অনুসরণ করিয়া চলিত।

৪৬। 'যে আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে': এই ব্যাক্যাংশ ইসলামের মৌলিক ভিত্তি,

চিন্তাগ্রস্তও হইবে না। (দ্র. ৫:৬৯)।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর যখন আমরা তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম ও তূর (পর্বত) কে তোমাদের উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিলাম[৪৭]; (বলিলাম), 'তোমাদের যাহা প্রদান করিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর ও ইহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার'।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা অবশ্যই (পূর্ণ) ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার[৪৮] সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে নিশ্চিতভাবে তোমরা জান, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হইয়া যাও',০

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও উপদেশস্বরূপ করিয়াছি মুত্তাক্বীদের জন্য।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ

৬৭. এবং যখন মূসা নিজ জাতিকে বলিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু জবেহ করিবার আদেশ দিয়াছেন'[৪৯], তাহারা বলিল,

---

যাহা কুরআনে প্রায়শই উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়াত ও ৫:৬৯ আয়াতে, পরকালীন মুক্তির বিষয়টি তিনটি মৌলিক বিষয়ের শর্তাধীন করা হইয়াছে যথা: (১) আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাস, (২) আখিরাতে বিশ্বাস এবং (৩) রিসালতের বিধিবিধান মুতাবিক সৎকর্ম পালন। মূলত ইয়াহূদীদের দাবী, 'একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্র নির্বাচিত (chosen people), আর তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতী হইবে না' ; তাহাদের এই দাবী চিরতরে নাকচ করিয়া উপর্যুক্ত বক্তব্য আসিয়াছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, ২:৪০-৪১, ৪:১৭০, ৫:১৫, ১৯, ৭:১৫৭-১৫৮, ২১:১০৭, ২৫:১, ৬১:৬ ইত্যাদি)।

৪৭। বানী ইসরাঈল তাওরাত মানিতে না চাহিলে তাহাদের উপর তূর পর্বত উত্তোলন করিয়া শাস্তির ভয় দেখাইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করে। (দ্র. ৭:১৭১)।

৪৮। ইয়াহূদী-দ্বীনে সপ্তাহের শনিবারে আল্লাহ্র ই'বাদতের নিমিত্তে দুনিয়ার কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল, সাগর উপকূলে ঈলার (আকাবা) লোকেরা শনিবারে মৎস্য শিকার করিয়া আদেশ লংঘন করিবার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তি দেন। (দ্র. ৭:১৬৩-১৬৬)।

৪৯। বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হইলে, হত্যাকারী সনাক্তের জন্য,আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আ.) একটি গরু জবেহ করিয়া উহার একখণ্ড গোশত দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিলেন। আদেশ মত কাজ করিলে

‘তুমি কি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতেছ’ ? মূসা বলিল, ‘আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি’।	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তাহারা বলিল, ‘তোমার রব্বকে স্পষ্টভাবে আমাদের জানাইয়া দিতে বল, উহা কিরূপ’ ? (মূসা) বলিল, ‘তিনি জানাইয়াছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয় ; মধ্যবয়সী ; সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর’।	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তাহারা বলিল, ‘আমাদের জন্য তোমার রব্বকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহার রং কি’ ? (মূসা) বলিল, ‘তিনি জানাইয়াছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু- উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদের আনন্দ দেয়’।	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. তাহারা বলিল, ‘আমাদের জন্য তোমার রব্বকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কোনটি ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত ; আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব’।	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَ اِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. (মূসা) বলিল, ‘তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, সুস্থ নিখুঁত’ ; তাহারা বলিল, ‘এখন তুমি সত্য আনিয়াছ’ ; অতঃপর তাহারা উহাকে জবেহ করিল যদিও তাহারা জবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।	قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ ع ৮
৭২. আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং ইহাতে একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে (দ্র. টীকা ৪৯) ; আর তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন,০	وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

রুকু’ ০৮

নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হইয়া উঠে ও হত্যাকারীর নাম বলিয়া পুনরায় মারা যায়।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. সুতরাং আমরা বলিলাম, 'ইহার (গরুর) কিছু অংশ দ্বারা উহাকে (নিহত ব্যক্তিকে) আঘাত কর'; এইরূপে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন ও তাঁহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন কর।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠোর ; কিছু পাথর নিশ্চয় এমন যে, উহা হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় ; এবং অবশ্য কিছু এইরূপ, যাহা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর উহা হইতে পানি নির্গত হয় ; আর নিশ্চয় কিছু এইরূপ যাহা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তোমরা (মু'মিনেরা) কি এই আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে- যখন তাহাদের কতক আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাহারা উহা বুঝিবার পরও বিকৃত করে অথচ তাহারা জানে।

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তাহারা যখন, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আবার যখন নিভৃতে তাহাদের একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও ? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের রব্ব এর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে ; তোমরা কি বুঝ না' ?

اَ وَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তাহারা কি অবগত নহে যে আল্লাহ্ জানেন যাহা তাহারা গোপন করে কিংবা প্রকাশ করে ?

وَ مِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا يَظُنُّوۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. আর তাহাদের মধ্যে এমন কিছু মূর্খলোক আছে যাহাদের মিথ্যা-প্রত্যাশা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান নাই ও তাহারা শুধু অমূলক ধারণাই করে।● ●অর্ধাংশ النصف

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ وَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে' ; অতএব তাহাদের হাত যাহা রচনা করে উহার দুর্ভোগ তাহাদের এবং তাহারা যাহা উপার্জন করে উহার শাস্তিও তাহাদের।

وَ قَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ يُّخۡلِفَ اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০. এবং তাহারা বলে, 'দিনকতক ব্যতীত অগ্নি কখনও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না' ; বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছ যে আল্লাহ্ তাঁহার অঙ্গীকার কখনও ভাঙ্গিবেন না, কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না' ?

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১. বরং যে মন্দ অর্জন করে এবং ইহার পাপরাশি দ্বারা সে পরিবেষ্টিত হয়, তবে উহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۸۲﴾ ع ۹ ۱۱ ۹

৮২. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে উহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। রুকূ' ০৯

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّ ذِى الۡقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡكُمۡ وَ اَنۡتُمۡ

৮৩. আর যখন বানী ইসরাঈলের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ই'বাদত করিবে না ; এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার করিবে আর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিনদের প্রতিও, এবং মানুষের সহিত সুন্দর কথা বলিবে, আর সলাত ক্বায়েম ও যাকাত প্রদান করিবে' ; কিন্তু অল্পকিছু লোক

مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

ব্যতীত[৫০] তোমরা পিছটান দিলে আর তোমরা তো বিমুখই রহিলে।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম যে, তোমরা তোমাদের (নিজেদের মধ্যে) রক্তপাত করিবে না ও আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না, অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে আর এই ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. অতঃপর তোমরাই উহারা, (যাহারা) একে অন্যকে হত্যা করিতেছ ও তোমাদের একদলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ, আর তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট আসে তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও, অথচ ইহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য ছিল অবৈধ[৫১] ; তবে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং ক্বিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. উহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

রুকু' ১০

৫০। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁহার সঙ্গীরা ব্যতীত অন্যরা রসূল (স.) এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ অমান্য করিয়াছিল।

৫১। আওস ও খাযরাজ নামক দুই গোত্র ছাড়া কুরায়জা, কায়নুকা ও নাদীর তিন ইয়াহূদী গোত্রও মদীনায় বাস করিত। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ ঘটিলে, যুদ্ধে উস্কানি ও নানাভাবে মদদ দেওয়াই ছিল ইয়াহূদীদের নীতি। কিন্তু ধার্মিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধবন্দী মুক্ত করিতে ঘটা করিয়া চাঁদা প্রদান করিত। অথচ যুদ্ধ না করিবার ও অযথা নির্বাসন না দেওয়ার ওয়া'দা ভংগ করিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۡ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۡ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়াছি আর তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, এবং মারইয়াম-পুত্র ঈ'সাকে স্পষ্ট নিদর্শন (দ্র. ৩:৪৯) দিয়াছি এবং 'পবিত্র রূহ' (জিবরীল) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি ; তবে কি যখনই কোন রসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ, আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ, এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'[৫২] ; বরং তাহাদের প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত করেন, সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যকই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. আর যখন আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের কাছে যাহা আছে উহার সমর্থক কিতাব আসিল- যদিও পূর্বে কাফেরদের[৫৩] বিরুদ্ধে তাহারা (ইহার সাহায্যে) বিজয় প্রার্থনা করিত, তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ

৯০. উহা কতই না নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজদিগকে বিক্রয় করিল- উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছেন, জিদের বশে[৫৪] তাহারা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিত, শুধু এই কারণে যে আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের মধ্যে

৫২। অন্তর আচ্ছাদিত বা সংরক্ষিত : মুহাম্মাদ (স.) যাহাই বলুন না কেন- তাঁহার কোন কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।

৫৩। এখানে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বলিতে মুশরিকদের বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা কখনও মুশরিকদের নিকট পরাজিত হইলে শেষ নাবীর অসীলায় বিজয় প্রার্থনা করিত। ইহাও বলিত যে, শেষ নাবী তাহাদের মধ্যেই আগমন করিবেন। কিন্তু নাবীর আগমনের পর তাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে।

৫৪। অন্যদের (কুরাইশদের) মধ্যে শেষ নাবীর আগমন হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল।

عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

যাহাকে ইচ্ছা (তাহার উপর) তাঁহার অনুগ্রহ হইতে নাযিল করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের যোগ্য হইল ; এবং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে অপমানকর শাস্তি।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা নাযিলকৃত আমরা উহাতে ঈমান রাখি', অথচ উহার পরবর্তীতে আগত (কুরআন) তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য ও যাহা তাহাদের নিকট আছে উহার প্রত্যায়নকারী ; বল, 'যদি তোমরা মু'মিনই হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নাবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে' ?

وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল, তারপরেও তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলে, আর তোমরা তো ছিলে যালিম।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۗ وَ اُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর যখন আমরা তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর-কে তোমাদের উপরে উত্তোলন করিয়া (বলিলাম), 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর' (দ্র. ২:৬৩, ৪:১৫৪, ৭:১৭১ ; অঙ্গীকারে উহারা আন্তরিক ছিল না) ; তাহারা বলিল, 'আমরা শুনিলাম কিন্তু অমান্য করিলাম', কুফুরি হেতু তাহাদের হৃদয়ে বাছুর-পূজা প্রীতি সিঞ্চিত হইল ; বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়াই থাক, তবে তোমাদের ঈমান যে নির্দেশ দেয় উহা কতই না নিকৃষ্ট'।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. বল, 'যদি আল্লাহ্র নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্যদের ব্যতীত শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের দরুন কখনও উহা কামনা করিবে না ; এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. আর তুমি অবশ্যই তাহাদিগকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিকতর আয়ু-আকাঙ্ক্ষী পাইবে,♣ এমন কি মুশরিকদের হইতেও,♣ তাহাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি* সহস্র বৎসর আয়ু দেওয়া হইত, কিন্তু দীর্ঘ আয়ু তাহাকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না ; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

মুআ' ০২ রুকু' ১১ ع ১৩ মাআনিয়াহ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۷﴾

৯৭. বল, 'যে হয় জিবরীলের শত্রু এইজন্য যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে উহা (কুরআন) পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ'।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. যে হয় আল্লাহ্র, তাঁহার মালাকগণের ও তাঁহার রসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকালের শত্রু, তবে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের শত্রু।

وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি, আর ফাসিক্বরা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০. তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে ? বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا

১০১. যখনই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি রসূল আসিল তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক হিসাবে, তখন কিতাবধারীদের একদল আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) কে পশ্চাতে

নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (এ সম্বন্ধে কিছুই) জানে না,০

يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. আর সুলাইমানের[৫৫] রাজত্বকালে, শাইত্বানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত[৫৬], অথচ সুলায়মান কুফুরি করে নাই বরং শাইত্বানরাই কুফুরি করিয়াছিল তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, এবং যাহা বাবিল শহরে[৫৭] হারূত ও মারূত মালাকদ্বয়ের[৫৮] উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল ; তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফুরি[৫৯] করিওনা' ; তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না ; তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদেরই ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না ; আর তাহারা নিশ্চিত জানিত যে, যে কেহ উহা চর্চা করে আখিরাতে তাহার কোন অংশ নাই ; উহা কতই না নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজদিগকে বিক্রয় করিয়াছে ; (হায়!) তাহারা যদি* জানিত!

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؗ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. আর যদি* তাহারা ঈমান আনিত

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

৫৫। দাউদ (আ.) এর পুত্র সুলাইমান (আ.) নাবী এবং ক্ষমতায় ও শান-শওকতে শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা মতে সুলাইমান (আ.) যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি কুফুরির অপবাদও আছে, যাহা সর্বৈব মিথ্যা।

৫৬। ইয়াহূদীরা তাওরাত না পড়িয়া (জিন্ন ও মানুষ) শাইত্বানদের নিকট যাদু শিখিত ও উহার উপর কর্মকান্ড করিত।

৫৭। বাবিল বা ব্যাবিলন শহরটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে ইহা তৎকালীন পৃথিবীতে অতি উন্নত শহর ছিল।

৫৮। এককালে বাবিলে যাদুবিদ্যার চরম উন্নতি হইয়াছিল। ফলে লোকেরা যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং যাদুকরদের অনুসরণ করিতে থাকে। আল্লাহ্ মানুষকে যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তখন হারূত ও মারূত নামক দুইজন মালাক (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন।

৫৯। যাদুতে বিশ্বাস করা ও উহার অনুসরণ করা কুফুরি।

ও মুত্তাক্বী হইত, তবে তাহাদের প্রতিদান নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণকর হইত ; (হায়!) তাহারা যদি* জানিত!

خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ ع ١٢ ١٢

রুকু' ১২

১০৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা 'রাই'না'[৬০] বলিও না, বরং 'উনজুরনা' বলিও, এবং তোমরা শুন (নাবীর নির্দেশ মান্য কর) ; আর অমান্যকারীদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৫. কিতাবীদের[৬১] মধ্যে যাহারা অস্বীকার করে এবং মুশরিকরাও ইহা চাহে না যে, তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক ; অথচ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে বিশেষ রূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১০৬. আমরা কোন আয়াত রহিত[৬২] করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আমরা আনয়ন করি ; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

৬০। رَاعِنَا মূল ক্রিয়া رَعِيَ অর্থ অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশোনা করা। মু'মিনগণ রসূলুল্লাহ (স.) এর সহিত কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করিত এই অর্থে, 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন'। এই শব্দটি ইয়াহূদীরা ভর্ৎসনামূলক 'আহাম্মক' অর্থেও ব্যবহার করিত। মু'মিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাহারাও রসূলুল্লাহর সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করিত। সুতরাং মু'মিনদিগকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অর্থবোধক اُنْظُرْنَا শব্দ, যাহার অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে।

৬১। কিতাব যাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কিতাবী, যথা : ইয়াহূদী ও নাসারা, যাহাদের উপর যথাক্রমে তাওরাত ও ইনজীল নাযিল হইয়াছিল।

৬২। نَنْسَخْ মূল ক্রিয়া نَسَخَ অর্থ এক বিষয়কে (পরবর্তীতে) অন্য এক বিষয় দ্বারা রহিত করা। আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে: (১) রসূল (স.) এর উপর অবতীর্ণ আয়াত বা শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী অবতীর্ণ আয়াত বা শরীয়ত রহিত হইয়াছে; (২) ফকীহদের মতে 'নাসখুন' অর্থ শরীয়তের কোন হুকুম পরবর্তীতে আগত কোন হুকুম দ্বারা পরিবর্তিত বা রহিত হওয়া, তবে মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন বা রহিত করা হয় না। (ই ফা। আরও দেখুন ১৬ : ১০১)।

সাহায্যকারীও নাই।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাহ, যেইরূপ মূসাকে পূর্বে প্রশ্ন[৬৩] করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফুরি গ্রহণ করে, নিশ্চিতভাবে সে সরলপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনিবার পর আবার তোমাদিগকে কাফেররূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, ইহা তাহাদের অন্তরের ঈর্ষামূলক মনোভাবহেতু- তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, অতএব তোমরা ক্ষমাসুন্দর আচরণ কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।●

●তিন চতুর্থাংশ

الثلثة

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

১১০. আর তোমরা সলাত ক্বায়েম (দ্র. টীকা ১২) কর ও যাকাত প্রদান কর ; এবং তোমরা সম্পদের যাহা কিছু নিজেদের জন্য অগ্রিম প্রেরণ করিবে আল্লাহ্র নিকট তাহা পাইবে ; নিশ্চয় তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. এবং তাহারা বলে, ‘ইয়াহূদী বা নাসারা ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না’, ইহা তাহাদের মিথ্যা প্রত্যাশা ; বল, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর’।

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. হাঁ, যে আল্লাহ্র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার মুল্য (পুরষ্কার) তাহার রব্ব এর নিকট রহিয়াছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই আর তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না।

রুকু' ১৩

ع ١٣ ١٤

৬৩। তাহারা কি ধরনের প্রশ্ন করিত উহার জন্য দ্র. ২:৫৫, ৬১ ; ৪:১৫৩।

১১৩. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নাই', এবং নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নাই' –অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে ; এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথাই বলে, সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۖ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. আর তাহার অপেক্ষা বড় যালিম কে হইতে পারে যে আল্লাহ্র মাসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ (আলোচনা) করিতে বাধা প্রদান করে এবং ঐগুলি বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় ? অথচ ভীত-বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করাই সংগত ছিল না ; তাহাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং তাহাদের জন্য পরকালে মহাশাস্তি রহিয়াছে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই, অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬. এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ[৬৪] করিয়াছেন'- তিনি অতি পবিত্র ; বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা তাঁহারই ; সব কিছুই তাঁহারই একান্ত অনুগত।

وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা[৬৫]; এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধু বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

৬৪। ইয়াহূদীরা উযায়র (আ.) কে এবং নাসারারা ঈ'সা (আ.) কে আল্লাহ্র পুত্র (৯:৩০) এবং আরবের মুশরিকরা মালাকগণকে আল্লাহ্র কন্যা (১৬:৫৭) বলিত।

৬৫। بَدِيْعٌ : স্রষ্টা'; মূল ক্রিয়া بَدَعَ অর্থ অনস্তিত্ব হইতে কোন কিছুকে 'সৃষ্টি করা' বা অস্তিত্বে আনয়ন করা।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. এবং যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহারা বলে[৬৬], 'আল্লাহ্ আমাদের সহিত কথা বলেন না কেন ? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন' ? এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও উহাদের অনুরূপ কথা বলিত ; তাহাদের অন্তর একই রকম ; আমরা স্পষ্টভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি দৃঢ়প্রত্যয়শীলদের জন্য।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি- আর তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না জাহান্নামীদের সম্বন্ধে।

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

১২০. ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর ; বল, 'আল্লাহ্র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ' ; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর- তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক এবং কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

وقف مطلق

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহারা তিলাওয়াতের হক্ব[৬৭] আদায় করিয়া ইহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই ইহাতে ঈমান রাখে ; আর যাহারা ইহা অমান্য করে (হক্ব আদায় করিয়া তিলাওয়াত করে না) তবে তো উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ع ৪ ১৪

রুকু' ১৪

يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ

১২২. হে বানী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহ যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত

৬৬। রাফি ইবনু খুযায়মা নামক এক বিধর্মী মহানাবী (স.) কে বলিয়াছিল, যদি আপনি আল্লাহ্র রসূল হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্কে আমাদের সহিত কথা বলিতে অনুরোধ করুন, যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পারি, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ই ফা)।

৬৭। কুরআন তিলাওয়াতের হক্ব সমূহের প্রধান পাঁচটি হইল (১) শুদ্ধভাবে পাঠ করা, (২) অর্থ বুঝা, (৩) বেশী বেশী পাঠ করা, (৪) নির্দেশমত আ'মল করা এবং (৫) অপরের নিকট পৌঁছান।

করিয়াছি এবং তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি বিশ্ববাসীর উপরে।	عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে উপকার দিবে না (দ্র. ২:৪৮) এবং তাহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না।	وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. এবং যখন ইবরাহীমকে তাহার রব্ব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিলেন[৬৮] এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিল ; তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিতেছি' ; সে বলিল, 'আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও' ? তিনি বলিলেন, 'যালিমদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছাইবে না'।	وَ اِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. এবং যখন (কা'বা) গৃহকে আমরা মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদস্থল করিলাম (এবং বলিলাম), 'তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে[৬৯] সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর' ; আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম- তাওয়াফকারী[৭০], ই'তিকাফকারী[৭১] ও রুকূ'-সিজদাকারীদের[৭২] জন্য।	وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

৬৮। ইবরাহীম (আ.) ব্যবিলনের উর (বর্তমান ইরাক) এলাকায় দ্বীন প্রচারের শুরতেই প্রচন্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন, পরিশেষে তিনি প্যালেষ্টাইনে হিজরত করেন। ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক্ব (আ.) তাঁহার পুত্রদ্বয়। কুরাইশসহ হিজায ও নাজদের অধিকাংশ আরব কবীলা ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর, আর বানী ইসরাইল হইল ইসহাক্ব (আ.) এর পুত্র ইয়াকুব (আ.) এর বংশধর। ইবরাহীম (আ.) কে আল্লাহ্ তায়া'লা পরীক্ষা করিয়াছিলেন; অগ্নিতে নিক্ষেপ (দ্র. ২১:৬৮), দেশ হইতে হিজরত, সন্তানের জবেহ করিতে নির্দেশ (দ্র. ৩৭:১০২) ইত্যাদি দ্বারা।

৬৯। مَقَامُ اِبْرٰهٖمَ : যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ইবরাহীম (আ.) কা'বাগৃহ নির্মান করিয়াছিলেন। (দ্র. ২:১২৭)।

৭০। طَوَّافٌ : কা'বাগৃহ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়, ইহা হজ্জ ও উ'মরাহের বিশেষ রুকন (স্তম্ভ)।

৭১। اِعْتِكَافٌ : কিছু কালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাসজিদে আল্লাহ্র ই'বাদতে মশগুল থাকাকে ই'তিকাফ বলা হয়। রমযানের শেষ দশ দিন ইহা পালন করা সুন্নাতে কিফায়া।

৭২। রুকূ'-সিজদাকারী : অর্থাৎ সলাতকারী, রুকু' এবং সিজদা সলাতের বিশেষ দুইটি রুকন (স্তম্ভ)।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. এবং যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! ইহাকে[৭৩] নিরাপদ শহর করিও, এর অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদিগকে ফলফলাদির জীবিকা প্রদান করিও'; তিনি বলিলেন, 'যে কেহ কুফুরি করিবে তাহাকেও স্বল্প কালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব; আর কতই না নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল'!

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (কা'বা) গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিল; (তখন তাহারা বলিল), 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের এই কাজ ক্বুবুল কর; নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত বানাইও, আর আমাদিগকে (ই'বাদতের) নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও, নিশ্চয় তুমি অতীব ক্ষমাশীল (অতিশয় তাওবা ক্বুবুলকারী), অসীমদয়ালু'।

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾ ع ۱۵ ۱۵

১২৯. 'হে আমাদের রব্ব! তাহাদের নিকট একজন রসূল তাহাদের মধ্য হইতে প্রেরণ করিও- যে তোমার আয়াত তাহাদের প্রতি তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমাহ্[৭৪] এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; তুমি তো প্রবল পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়'।

রুকু' ১৫

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ

১৩০. এবং যে নিজেকে নির্বোধ বানাইয়াছে

৭৩। মক্কা এলাকাকে।

৭৪। اَلْكِتٰبُ: আল্লাহ্র নাযিলকৃত কুরআন; اَلْحِكْمَةُ: আলকিতাবের বিষয়বস্তু/নির্দেশাবলিকে বাস্তবায়নের জন্য সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানা ও বুঝা। রসূল (স.) প্রতি নাযিল করা আলহিকমাহ্ (দ্র. ২:২৩১, ৪:১১৩) হাদীসের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইবরাহীম (আ.) এর এই দুআ' ক্বুবুলের ব্যাপারে আয়াত ২:১৫১ দ্রষ্টব্য।

সে ব্যতীত ইবরাহীমের আদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে ? পৃথিবীতে তাহাকে আমরা মনোনীত করিয়াছি, আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম।	نَفْسَهٗ ؕ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾
১৩১. আর যখন তাহার রব্ব তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর'- সে বলিল, 'জগতসমূহের রব্ব এর প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম'।	اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾
১৩২. এবং ইবরাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছিল ; 'হে প্রিয় পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলামকে) মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না' ;০	وَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾
১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, ইয়া'কূবের মৃত্যু যখন ঘনাইয়া আসিয়াছিল ? তখন সে পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার ই'বাদত করিবে'? তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ই'বাদত করিব- আপনার ইলাহ্, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের ইলাহ এর, তিনি একমাত্র ইলাহ্, আর আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী'।	اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾
১৩৪. সেই ছিল এক উম্মত (যাহা) অতীত হইয়াছে, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের, আর তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের, তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।	تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾
১৩৫. আর তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী বা নাসারা হও, ঠিক পথ পাইবে' ; বল, 'বরং (আমরা অনুসরণ করিব) ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ একনিষ্ঠভাবে ; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'।	وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্তে, এবং যাহা নাযিল হইয়াছে আমাদের প্রতি ও যাহা নাযিল হইয়াছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরদের প্রতি, এবং যাহা তাহাদের রব্ব এর নিকট হইতে মূসা, ঈ'সা ও অন্যান্য নাবীদিগকে দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আর আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী'।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. এখন তাহারা যদি ঈমান আনে যেরূপে তোমরা ঈমান আনিয়াছ তবে নিশ্চয় তাহারা হিদায়াত পাইবে, আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে নিশ্চয় তাহারা বিরুদ্ধবাদী, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ;০

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. (আমরা গ্রহন করিলাম) আল্লাহ্র রং (দ্বীন), আর রঙে[৭৫] আল্লাহ্র (দ্বীনে আলোকিত) অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? এবং আমরা তাঁহারই (দ্বীনে রঞ্জিত/আলোকিত হইয়া) ই'বাদতকারী।

قُلْ اَتُحَآجُّوْٓنَنَا فِى اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ وَ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সহিত বিতর্ক করিতে চাহ, অথচ তিনি আমাদেরও রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব, আর আমাদের কর্ম (ফল) আমাদের এবং তোমাদের কর্ম (ফল) তোমাদের ; এবং আমরা তাঁহারই জন্য একনিষ্ঠ-০

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ

১৪০. অথবা তোমরা কি বল, 'ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা নাসারা ছিল' ? বল,

৭৫। বিভিন্ন ধর্মে রঙিন পানি ব্যবহারের আনুষ্ঠানিকতার অসার রীতি প্রচলিত। এখানে আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীনের আলোকে আলোকিত হইয়া ই'বাদত বা আনুগত্য/করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অসার অনুষ্ঠানের মধ্যে নহে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দ্বীনে আনুগত্য করাতেই সফলতা নিহিত।

ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾

'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্'! আল্লাহ্ হইতে তাহার নিকট যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হইতে পারে ? আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۱﴾ ع ١٦ ع ١٦

১৪১. সেই ছিল এক উম্মত (যাহা) অতীত হইয়াছে, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের, আর তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের, আর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

রুকু' ১৬

পারা ২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. মানুষের মধ্যে নির্বোধেরা অচিরেই বলিবে যে, তাহারা এ যাবত যে ক্বিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে[৭৬] তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল ? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা সঠিক সরল পথে পরিচালিত করেন'।

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. এইভাবে আমরা তোমাদিগকে এক সুষম[৭৭] (মধ্যপন্থী) জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা হইবে বিশ্বমানবের জন্য সাক্ষী (আদর্শ) আর রসূল হইবে তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ (দ্র. ২২:২৮) ; তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে এই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলাম, যাহাতে আমরা জানিতে পারি[৭৮] কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে পশ্চাদপসরণ করে, আল্লাহ্ যাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা অবশ্যই কঠিন ; আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে তোমাদের ঈমান (ও আ'মল) কে বিনষ্ট[৭৯] করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়াদ্র, পরমদয়ালু।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

১৪৪. আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন ক্বিবলার দিকে

৭৬। মক্কাতে ও হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সলাত আদায় হইত। অতঃপর বায়তুল্লাহকে ক্বিবলা করিয়া সলাত ক্বায়েম করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্বিবলা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হয়।

৭৭। اُمَّةً وَسَطًا : উৎকৃষ্ট, সুষম (মধ্যপন্থী) উম্মত, হাদীসে ইহার ব্যাখ্যা- মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা, চরম ও অতি নরম উভয় পন্থাই বর্জনীয়।

৭৮। আল্লাহ্ তায়া'লা সবকিছুই জানেন, তবে মানব সমাজে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭৯। বায়তুল মুকাদ্দাস এর দিক হইতে ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বেকার মু'মিনদের ঈমান ও সলাত সম্পর্কে যেন কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয়।

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর, অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের[৮০] দিকে মুখ ফিরাও ; তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে[৮১], উহা তাহাদের রব্ব এর প্রেরিত সত্য ; আর তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

وَ لَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর তবুও তাহারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের ক্বিবলার অনুসারী নহ, আর তাহারাও পরস্পরের ক্বিবলার অনুসারী নহে[৮২]; তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর- তখন নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وقف لازم

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে (রসূলকে) সেইরূপ জানে যেভাবে তাহারা নিজেদের সন্তানদিগকে চিনে[৮৩] এবং নিশ্চিতভাবে তাহাদের একদল সত্য গোপন করিয়া চলে অথচ তাহারা (সত্যকে) জানে ;০

وقف منزل

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

রুকু' ১৭

১৪৭. এই সত্য তোমার রব্ব এর নিকট হইতে, অতএব তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

ع ۱۷ - ۲۷

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক আছে যেদিকে সে মুখ করে, অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর ; তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্

৮০। মহাসম্মানিত মাসজিদ : মক্কার সেই মাসজিদ যাহা কা'বাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

৮১। পূর্ববর্তী কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা কিতাবীরা জানিত, মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁহার উম্মতের ক্বিবলা বাইতুল্লাহই নির্ধারিত হইবে।

৮২। নাসারারা ইয়াহূদীদের ক্বিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস) এবং ইয়াহূদীরা নাসারাদের ক্বিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্বাভিমূখী) অনুসারী নহে। (দ্র. মু আসাদ- সূরা আলবাক্বারহ্ এর টীকা ১২৩)।

৮৩। তাহাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মাদ (স.) এর শুভাগমনের ভবিষ্যৎবাণী বর্ণিত ছিল।

তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. আর যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও ; ইহা নিশ্চিত সত্য তোমার রব্ব এর নিকট হইতে ; এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।	وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. আর তুমি যেখান থেকেই বাহির হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও ; এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে- যাহাতে মানুষেরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না পায়, তবে তাহাদের মধ্যে যালিমদের বিষয় স্বতন্ত্র, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না আর (শুধু) আমাকেই ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি আমার নিয়া'মত পূর্ণ করিতে পারি এবং তোমরা সৎপথে চালিত হইতে পার-০♣	وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِىْ ۗ وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. যেরূপে আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমাদের আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করে এবং কুরআন ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয় ;০♣	كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর[৮৪], আমি তোমাদিগকে স্মরণে রাখিব, আর (এই আদেশ পালনের মাধ্যমে) তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং (এই আদেশ অমান্য করিয়া) অকৃতজ্ঞ হইও না।	فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

মুআ' ০৩ — মানযিল ২ — রুকু' ১৮

৮৪। فَاذْكُرُوْنِىْٓ : সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর। 'সুতরাং' বলিতে- ১৫১ আয়াতে বর্ণিত আ'মলসমূহ যথা: অন্যকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনান, অপরকে পরিশুদ্ধ করা, কুরআন ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ্কে স্মরণ কর।

১৫৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! (উপরোক্ত কার্যক্রমে) সবর ও সলাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. আর যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়[৮৫] তাহাদিগকে মৃত বলিও না ; বরং তাহারা জীবিত (এবং রিয্ক্ব প্রাপ্ত, দ্র. ৩:১৬৯) কিন্তু তোমরা উপলব্ধি কর না।	وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. আর আমরা তোমাদিগকে[৮৬] অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষা করিব কিছু ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, শারিরীক ও ফল-ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা ; এবং সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদিগকে-০	وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. যাহারা[৮৭] তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' ;০	الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের রব্ব এর নিকট হইতে রহিয়াছে অবারিত অনুগ্রহ ও রহমত ; আর ইহারাই সঠিক পথে পরিচালিত।	اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া[৮৮] আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, অতএব যে (কা'বা) গৃহে হজ্জ কিংবা উ'মরাহ্ করে তাহার এই দুইটির মধ্যে সায়ী'[৮৯] করাতে কোন দোষ নাই ;	اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ

৮৫। তাগুতি শক্তির মুকাবেলায় আল্লাহ্র পথে আয়াত ২:১৫১-১৫৩ এর কার্যক্রমে কিছু সংখ্যক মু'মিনকে নিহত হইতেই হয়।

৮৬। টীকা ৮৫ এর কার্যক্রমে যাহারা টিকিয়া থাকে।

৮৭। 'যাহারা' অর্থাৎ ২:১৫৫ আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ধৈর্যশীলগণ।

৮৮। اَلصَّفَا وَالْمَرْوَةُ: কা'বা সন্নিকটস্থ পাহাড় দুইটি নিদর্শন হিসাবে আজও স্মরণ করাইয়া দেয়, শিশু ইসমাঈল ও মাতা হাজেরার জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসন (দ্র. ১৪:৩৭), খাদ্য ও পানির অভাবে শিশু ইসমাঈলের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং তজ্জনিত মাতা হাজেরার নিদারুণ মর্মপীড়া ও যমযম পানি প্রবাহের কথা। সার্বিকভাবে ইবরাহীম (আ.) ও তদ্বীয় স্ত্রী হাজেরার প্রতি কঠিন পরীক্ষা ও সবরের পূর্ণবিকাশ। (দ্র. ২:১৫৫-১৫৬)।

৮৯। হজ্জ ও উ'মরাহ্র পালনে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে বিশেষ নিয়মে চলাচল করা (তাওয়াফ) কে সায়ী' বলা

আর যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৎকাজ করে- তবে তো আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা[৯০], সর্বজ্ঞ।	عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. নিশ্চয়ই যাহারা গোপন করে যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি (যেমন ২:১৫১-১৫৬) বিষয়গুলি যাহা স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ হিসাবে মানুষের জন্য কিতাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার পরও, উহাদিগকে আল্লাহ্ লা'নত[৯১] করেন এবং অভিশাপকারীগণ লা'নত (অভিশাপ) করে[৯২]-০	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ ﴿١٥٩﴾
১৬০. কিন্তু যাহারা তাওবা[৯৩] করে এবং (নিজদিগকে) সংশোধন করে আর (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারাই তাহারা যাহাদের তাওবা আমি কবূল করি, আর আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, অসীম দয়ালু।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾
১৬১. নিশ্চয়ই যাহারা (দ্র. ২:১৬০) অমান্য করিয়া চলে এবং মৃত্যুবরণ করে অমান্যকারী অবস্থায়, উহাদের উপর অভিশাপ (লা'নত) আল্লাহ্র, এবং মালাকগণের ও মানবকূলের (দ্র. ২:১৫৯)-০	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ ﴿١٦١﴾
১৬২. উহাতে[৯৪] তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং কোন বিরামও	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

হয়। সায়ী' পালনের মাধ্যমে হজ্জ ও উ'মরাহ্কারীগণ, ইবরাহীম (আ.) ও তদ্বীয় স্ত্রী হাজেরার উপর কঠিনতম পরীক্ষার (দ্র. টীকা ৮৭) কথা অনুধাবন পূর্বক, এই দীক্ষা গ্রহন করে যে তাহাদিগকে ২:১৫১-১৫২ আয়াতে অর্পিত দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে। আর এই দায়িত্ব পালন করিতে তাহাদিগকে যে সমূহ বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাতে যথাযত ধৈর্যধারণের (দ্র. ২:১৫৩-১৫৬) মাধ্যমে পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করিয়া ২:১৫৭ আয়াতে বর্ণিত অবারিত অনুগ্রহ ও রহমতের অধিকারী হইতে হইবে।

৯০। شَاكِرٌ : শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ, যাহা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য হইলে, অর্থ হয় গুণগ্রাহী, সৎকর্মের মূল্যদানকারী বা পুরস্কারদাতা।

৯১। لَعْنَةٌ : আল্লাহ্র রহমত হইতে বিতাড়িত।

৯২। তাহাদের এতদসংক্রান্ত পাপের ফলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় আসে বলিয়া অভিশাপকারীরা অর্থাৎ মালাকগণ ও সর্বমানবকূল (২:১৬১) তাহাদের জন্য অভিশাপ বা বদ-দুআ' করে।

৯৩। تَوْبَةٌ : ফিরিয়া আসা তথা ২:১৫৯ আয়াতে বর্ণিত (কুরআনের নির্দেশাবলি) গোপন করা হইতে ফিরিয়া আসে, অথবা ১৫১-১৫৬ আয়াতের কার্যক্রমে ফিরিয়া আসে।

৯৪। উহাতে: লা'নত বা অভিশপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ জাহান্নামে।

দেওয়া হইবে না।

রুকু' ১৯

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, কোন ইলাহ্ নাই তিনি ব্যতীত, (তিনি)[৯৫] পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ ع ١٩ ١١ ٣

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, মানুষের উপকার করে সে সব (পণ্যসামগ্রী) সহ সমুদ্রে চলমান নৌযান সমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে, ধরিত্রীতে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে মেঘমালার নিয়ন্ত্রণে জ্ঞানবান জাতির জন্য প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. এতদ্সত্বেও মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র পাশাপাশি অপরকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দীরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভালবাসার মত তাহাদিগকে ভালবাসে ; কিন্তু যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের ভালবাসা সর্বাধিক ; আর যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে (যেমন বুঝিবে), হায়! এখন যদি* তাহারা তেমন বুঝিত যে- সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই- এবং যে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতিশয় কঠোর।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ[৯৬] অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

৯৫। যে আল্লাহ্কে 'একক ইলাহ্ ও তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই' এই মর্মে (তাঁহার প্রদত্ত বিধান মানিয়া) জীবনযাপন করে তাহার জন্য তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

৯৬। অনুসৃতগণ হইতেছে তাহাদের নেতৃবৃন্দ যাহারা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছে।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾ ع ۲۰

১৬৭. আর অনুসরণকারীরা বলিবে, 'হায়! একবার যদি* আমাদের (প্রত্যাবর্তন) ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল' ; এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপ রূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন ; আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

রুকু' ২০

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ّۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর, এবং শাইত্বানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না ; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদিগকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে (এমন কিছু) বলিবার, যাহা তোমরা জান না।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০. যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর', তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব' ; যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কোন কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথে পরিচালিতও ছিল না।

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১। আর যাহারা কুফুরি করে তাহাদের উপমা- যেমন কোন ব্যক্তি ডাকে এমন কিছুকে (রাখাল পশুকে ডাকে) যাহা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না ; বধির, মূক, অন্ধ (দ্র. টীকা ১৫), অতএব তাহারা (কিছুই) বুঝিবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

১৭২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদিগকে যে সব পবিত্র রিয্ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর, আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ (মান্যকারী) হও,

তোমরা যদি একমাত্র তাঁহারই ই'বাদত কর।	تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন তোমাদের জন্য- মৃত জন্তু, রক্ত[৯৭], শূকর-মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় তাহা, কিন্তু যে নিরূপায় (হইয়া উহা খায়) অথচ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী নহে, তাহার কোন পাপ হইবে না[৯৮] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. নিশ্চয় যাহারা গোপন করে, যাহা আল্লাহ্ যাহা কিতাবে নাযিল করিয়াছেন কিতাবের (কুরআনের) অন্তর্ভুক্তিরূপে এবং উহা তুচ্ছ মূল্যে[৯৯] বিক্রয় করে, তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না ; ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. উহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ ও ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে, আর আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল (সাহসী)!	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. ইহা এইহেতু যে, আল্লাহ্ যথার্থভাবে আলকিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন ; আর নিশ্চয় যাহারা কুরআন সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারাই চরম বিরুদ্ধবাদী।•	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই ; বরং পুণ্য হইল,	لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

রুকূ' ২১ • এক চতুর্থাংশ

ع ٢١ ٥ الربع

৯৭। دَمٌ : প্রবাহিত রক্ত, জবেহ করিবার পর ধমনী ও শিরা হইতে নির্গত প্রবহমান রক্ত, ইহা হারাম (৬ : ১৪৫); জমাট রক্তও তদ্রূপ। মাংসের সাথে সাধারনভাবে লাগিয়া থাকা রক্ত হারাম নহে।

৯৮। কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু হইতে নিতান্ত প্রয়োজনে কোনরকম অবাধ্যতা বা বাড়াবাড়ি মনোভাব ব্যতিরেকে কিছু ভক্ষণ করিলে পাপ হইবে না।

৯৯। 'এবং উহা তুচ্ছ মূল্য' : দুনিয়ার স্বার্থ ও সম্পদ লাভের জন্য অথবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ঝামেলা ঝক্কি এড়াইবার লক্ষ্যে কোন আয়াতের মর্ম গোপন করা বা আদেশ পালন পরিহার করিয়া চলা।

وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

কেহ আল্লাহ্, পরকাল, মালাকগণ, কিতাবসমূহ এবং নাবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে, এবং তাঁহার ভালবাসায়[১০০] আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের, পথ-সন্তান (দ্র. টীকা ৩৬৫), সাহায্যপ্রার্থীদিগকে এবং গ্রীবাবদ্ধ (দ্র. টীকা ১১০৭) ব্যক্তিকে (মুক্তির জন্য) সম্পদ দান করিলে, এবং সলাত ক্বায়েম ও যাকাত প্রদান করিলে, আর প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-কালে ধৈর্য ধারণ করিলে ; উহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং উহারাই মুত্তাক্বী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

১৭৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিসাসের[১০১] বিধান দেওয়া হইল ; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী[১০২] ; কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সহিত তাহার দিয়াত[১০৩] আদায় বিধেয় ; ইহা তোমাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও করুণা ; ইহার পরও যে সীমালংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

১০০। তাঁহার ভালবাসায়: আয়াতে حُبِّهٖ শব্দদ্বয়ে সর্বনাম ه - তাঁহার, বলিতে আল্লাহ্র বুঝায়। 'আল্লাহ্র ভালবাসায়' উদ্বুদ্ধ হইয়া দীন-দরিদ্রকে দান করাই নিঃস্বার্থ দান।

১০১। قِصَاصٌ: সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করিবার যে বিধান তাহাকে ক্বিসাস বলা হয়। এতদব্যতীত যে কোন অপরাধের আনুপাতিক শাস্তি বা অর্থদন্ড বিধানও ক্বিসাসের অন্তর্ভূক্ত।

১০২। জাহিলী যুগে নরহত্যার শাস্তির ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে, প্রবলে-দুর্বলে ও কুলীনে-অকুলীনে পার্থক্য করা হইত, হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হইলে প্রাণদণ্ড এড়াইয়া যাইত। এই বিধানে হত্যাকারীকে, সে যে-ই হউক না কেন, প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান রহিয়াছে (দ্র. ৫:৪৫)। اَخِيْهِ- তাহার ভাই, এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য উত্তরাধিকারীকে 'ভাই' বলা হইয়াছে।

১০৩। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত دِيَةٌ অর্থাৎ অর্থদণ্ডের দাবি করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবি পূর্ণ করিতে হইবে।

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আর ক্বিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন (এর নিরাপত্তা) নিহিত[১০৪] হে বোধসম্পন্ন লোকেরা!, যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়ত করিবার[১০৫] বিধান তোমাদিগকে দেওয়া হইল, ইহা মুত্তাক্বীদের জন্য একটি কর্তব্য ;০

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. উহা (অসীয়ত) শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন করে, তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ;০

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮২. তবে যদি কেহ অসীয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

রুকু' ২২

ع ٢٢ ٦

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের জন্য সিয়ামের[১০৬] বিধান দেওয়া হইল যেমন বিধান দেওয়া হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে, যাহাতে তোমরা মুত্তাক্বী হইতে পার-০

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

১৮৪. (সিয়াম) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ; তোমাদের

১০৪। ক্বিসাসের বিধান, অন্যায় হত্যা বন্ধ করিয়া জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে। (দ্র. টীকা ১০১)।

১০৫। মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তির কিছু অংশ বণ্টনের নির্দেশ দানকে অসীয়ত বলা হয়। পরবর্তীতে মীরাছের আয়াতসমূহে (৪ : ১১-১২, ১৭৬), সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের জন্য অসীয়তের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য অংশ নির্ধারিত করা হয় নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অসীয়তের নির্দেশ (শর্তাধীনে) বলবৎ।

১০৬। اَلصِّيَامُ : সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্বামী-স্ত্রী মিলন, এবং যে কোন অপকর্ম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় সিয়াম বলা হয়।

مধ্যে কেহ পীড়িত বা মুসাফির হইলে (এজন্য সিয়াম পালন করিতে না পারিলে) অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে ; আর যাহাদিগকে ইহা সাতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের উপর বর্তায় ফিদইয়া[১০৭]- একজন মিসকিনকে খাদ্য দান ; যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশী সৎকাজ করে, তবে উহা তাহার জন্য অধিক মঙ্গলকর ; আর সিয়ামপালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ[১০৮], যদি তোমরা জানিতে।

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

১৮৫. রমাদ্বান মাস, যাহাতে অবতীর্ণ (শুরু) হয় কুরআন -মানুষের দিশারী ও সত্যপথের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এবং (সত্য-মিথ্যার) নিখুঁত পার্থক্যকারী, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাস (শুরু হওয়া) এর সাক্ষ্য পাইবে, সে যেন সিয়াম পালন করে ; তবে কেহ পীড়িত কিংবা মুসাফির হইলে অন্যসময় ইহা পূরণ করিবে ; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করিতে চাহেন এবং কষ্টকর করিতে চাহেন না, এবং এইজন্য যে তোমরা (রমাদ্বান-সিয়ামের) গণনা পূর্ণ করিবে ও তোমাদিগকে হিদায়াত করিবার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ (আদেশ মান্যকারী) হইতে পার।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৬. আর যখন আমার দাসেরা তোমাকে প্রশ্ন করে আমার সম্বন্ধে- তবে আমি তো নিকটেই ; কোন প্রার্থনাকারী (দুআ'কারী) যখন আমার নিকট দুআ' করে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই ; অতএব তাহারাও আমার ডাকে (নির্দেশে) সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান (বজায়) রাখুক, যেন

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১০৭। এমন কষ্ট যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওযর বলিয়া গণ্য, যথা অতিবার্ধক্য, চিররোগ ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে ফিদইয়া- এক সিয়ামের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে এক দিনের আহার প্রদান।

১০৮। সিয়াম পালন স্বাস্থ্যগত ও নৈতিকভাবে অতি কল্যানকর, যাহা চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা Autophagy mechanism (দেহের বিশেষ প্রক্রিয়া যাহা নুতন ও সুস্থ কোষ তৈরীর লক্ষ্যে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত কোষ অপসারণ করে) এর দ্বারা প্রমাণিত।

তাহারা সঠিকপথে চলিতে পারে।

১৮৭. তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল সিয়ামের রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলন ; তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ ; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার[১০৯] করিতেছিলে ; অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং তোমাদের ব্যাপারে ক্ষমার্হ হইলেন ; সুতরাং এখন তাহাদের সহিত তোমরা বাসর কর এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা কামনা কর ; আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা তোমাদের জন্য স্পষ্ট প্রতিভাত না হয় ; এবং নিশাগম (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর ; তবে তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফ (দ্র. টীকা ৭২) অবস্থায় বাসর (সহবাস) করিও না ; ইহা আল্লাহ্র সীমারেখা ; সুতরাং ইহার নিকটবর্তী হইও না ; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাক্বী হইতে পারে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কোন অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাসের উদ্দেশ্যে আইনজ্ঞের নিকট উহা পেশ করিও না এবং তোমরা তো জান।

وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ ع ۲۳ ۷

রুকু' ২৩

১৮৯. তোমাকে নবচন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ; বল, 'উহা মানবজাতির[১১০] জন্য (বারটি চান্দ্রমাস শুরুর) সময়-নির্ধারক ও হজ্জের' ;

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا

১০৯। প্রথম দিকে সিয়ামের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে পুনরায় জাগিয়া খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রী-মিলনের নিয়ম ছিল না। সাহাবীদের কেহ কেহ এই নিয়ম কখনও কখনও লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন ও ইহাতে অনুতপ্ত হইতেন। (ই ফা)।

১১০। চান্দ্রমাসের হিসাবে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয়, যেমন সিয়াম রাখা, হজ্জ পালন ইত্যাদি। চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে জোয়ারভাটা, শারীরিক পরিবর্তন ইত্যাদি লক্ষণীয়। বৎসর গণনা এবং সৌর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে চান্দ্রমাস ঘুর্ণায়মান বিষয়ে দেখুন টীকা ৫৫৩।

الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ
اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

আর পশ্চাৎদিক দিয়া গৃহে প্রবেশ করাতে[১১১] তোমাদের কোন পুণ্য নাই ; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাক্বওয়া অবলম্বন (নির্দেশ মান্য) করিলে ; সুতরাং তোমরা (সম্মুখ) দ্বারসমূহ দিয়া গৃহে প্রবেশ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ
وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
﴿۱۹۰﴾

১৯০. আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালংঘন করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ
حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى
يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ
كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১. আর যেখানে তাহাদিগকে ধরিবে, হত্যা করিও এবং তাহাদিগকে বহিষ্কার করিও যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে, এবং ফিত্না[১১২] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর, আর তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে, যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাহাদিগকে[১১৩] তোমরা হত্যা করিবে ; ইহাই কাফেরদের পরিণাম।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾

১৯২. অতঃপর যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ
الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩. আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত ফিত্না দূরীভূত না হয় ও আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয় ; যদি তাহারা বিরত হয়, তবে যালিম ব্যতীত অন্য

১১১। অন্ধকার যুগে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধিয়া সম্মুখ দ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশ পাপকাজ ও পশ্চাৎ দ্বার দিয়া প্রবেশ পুণ্য লাভ- এই কুসংস্কারের প্রতিবিধান পূর্বক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পথে চলিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১১২। اَلْفِتْنَةُ : ফিত্না, পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্ক, কুফর, নির্যাতন ইত্যাদি।

১১৩। মনে রাখা আবশ্যক, আয়াতের এই অংশে এবং প্রথম অংশে কাফেরদের হত্যার নির্দেশ শুধু যুদ্ধরত শত্রুদিগের জন্য। কিন্তু বিতন্ডকারীরা ইহাকে কাফেরদের সাধারণভাবে হত্যার নির্দেশ বলিয়া কূটতর্ক করে। (আরও দেখুন আযাত ৯:৫)।

কাহারও উপর আক্রমণ চলিবে না[১১৪]।

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের[১১৫] বিনিময়ে, পবিত্রতা লঙ্ঘনের জন্য ক্বিসাস[১১৬]; সুতরাং যে কেহ আক্রমণ করিবে তোমাদিগকে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর জানিয়া রাখ- আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাক্বীদের সহিত থাকেন।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৫. এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর ও নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না[১১৭]; ♣আর কর্ম কর অত্যুত্তমরূপে♣, নিশ্চয় আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

মুআ' ০৪

وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَ اَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

مِيم

১৯৬. আর আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উ'মরাহ্ পূর্ণ কর; কিন্তু যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য হাদইয়া[১১৮] দিও, আর তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না যে পর্যন্ত হাদইয়া (পশু) জবেহের স্থানে না পৌঁছে; তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় কষ্ট[১১৯] থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাক্বা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদইয়া[১২০] দিবে, তবে যখন নিরাপদ থাকিবে; তখন যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উ'মরাহ্ দ্বারা

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۪ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

১১৪। নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ন, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধে সহায়তা করিতে অক্ষম।

১১৫। যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এই ৪ মাস হারাম/পবিত্র মাস; এই মাসসমূহে আরববাসীরা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না।

১১৬। কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়, এই আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ যাহার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান। যেহেতু মুশরিকরা পবিত্র মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হইত সেইহেতু মুসলিমদিগকেও এই আয়াতে যুদ্ধ করিতে বলা হয়। (দ্র. টীকা ১০১)।

১১৭। যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া।

১১৮। اَلْهَدْيُ: হজ্জ ও উ'মরাহ্ পালনে, ইহরাম বাঁধিবার পর তাহা পূর্ণ করিতে না পারিলে উহার কাফফারা দিতে যে পশু জবেহ করিতে হয় এবং হজ্জের সফরে উ'মরাহ্ করার সুযোগ নেওয়ায় যে পশু জবেহ্ করিতে হয় তাহা হাদইয়া।

১১৯। এবং সে অবস্থায় যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, তবে সিয়াম (তিনদিন), কিংবা সদাক্বা (ছয়জন মিসকিনকে অর্ধ সায়া' পরিমান খাদ্য প্রদান), অথবা একটি পশু কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া দিতে হইবে। (দ্র. বুখারী)

১২০। فِدْيَةٌ: বিধিসঙ্গত কারণে কোন অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে কোন অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধানকে ফিদইয়া বলে।

مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ
اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

লাভবান হইতে চায়[১২১] সে সহজলভ্য হাদইয়া আদায় করিবে, কিন্তু যদি কেহ উহা (পশু) না পায় তবে সিয়াম পালন, হজ্জের সময় তিনদিন এবং সাতদিন যখন তোমরা (গৃহে) ফিরিবে ; এই পূর্ণ দশদিন ; ইহা তাহাদের জন্য যাহাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামের এলাকার বাসিন্দা নহে ; আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

রুকু' ২৪

ع ٢٤ ٨

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ
وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ
يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১৯৭. হজ্জের মাসগুলি সুবিদিত, সুতরাং যে কেহ এই সময়ে হজ্জ করা স্থির করে তবে হজ্জে (প্রস্তুতিতে) না আছে অশ্লীলতা[১২২], না আছে পাপাচার- আর না আছে বিতন্ডা ; আর (এ সময়ে) তোমরা যে উত্তম কাজ করিবে আল্লাহ্ তাহা (ভালমত) জানিবেন ; এবং অবশ্যই পাথেয়[১২৩] সঙ্গে লইবে, তবে নিশ্চিত যে শ্রেষ্ঠ পাথেয় হইল তাক্বওয়া ; আর (এ ব্যাপারে) আমাকেই ভয় কর হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তি (উলুল আলবাব)[১২৪]!

১২১। مِيْقَاتٌ : (ইহরাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থান) হইতে উ'মরাহ্ ও হজ্জের একই সঙ্গে ইহরাম বাঁধিয়া আদায় করাকে হজ্জে ক্বিরান বলে। হজ্জের মৌসুমে মীক্বাত হইতে প্রথমে উ'মরাহ্ সম্পন্ন পূর্বক, মক্কা হইতে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ আদায় করাকে তামাত্তায়ু' (লাভবান হওয়া) বলে। মীক্বাত হইতে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া উক্ত সফরে কেবল হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে।

১২২। رَفَثٌ : মূল ক্রিয়া رَفَثَ অর্থ: অশ্লীলতা ; (দ্র. আ আ থানভী, ই আলী, মু আসাদ ইত্যাদি)। কোন কোন অনুবাদে 'রফাছা' অর্থ স্ত্রীসহবাস লিখা হয় ; কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে স্বামী-স্ত্রীসম্ভোগ একটি জায়েজ কাজ, সেক্ষেত্রে একটি জায়েজ কাজ 'রফাছা' আর অন্য দুইটি নাজায়েজ কাজ 'ফুসুক্ব' ও 'জিদালা' কখনই 'ওয়া' অর্থাৎ 'এবং' দ্বারা যুক্ত হইতে পারে না। আলকুরআনে এই শব্দটি মাত্র আর একবারই (দ্র. ২:১৮৭) ব্যবহার করা হইয়াছে, যেখানে 'রফাছু ইলা নিসায়িকুম' দ্বারা স্বামী-স্ত্রী মিলনই বুঝানো হইয়াছে ; অথচ ২:১৯৭ আয়াতে 'রফাছু ইলা নিসায়িকুম' বলা হয় নাই। অন্য দিকে 'ফিল হাজ্জ' দ্বারা কেহ কেহ 'ইহরাম অবস্থায়' মনে করেন যাহা যথাযথ নহে, কারণ 'ইহরাম অবস্থায়' কে কুরআনে অন্যত্র (৫:১, ৫:৯৫-৯৬) 'হুরুমুন' বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহরাম অবস্থায় বেশ কিছু বৈধ কাজ অবৈধ হয়। আবার ২:১৯৬ আয়াতে 'ফিল হাজ্জ' কথাটিও পূর্নরূপে 'ইহরাম অবস্থায়' প্রযোজ্য নহে।

১২৩। زَادٌ : পাথেয়, পথের সম্বল। পাথেয় সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া হজ্জের সফরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পাথেয়কে দুই ভাগ করা হইয়াছে : (১) প্রয়োজনীয় অর্থ ও জিনিষপত্র, ভিসা ইত্যাদি ; (২) অর্জিত তাকওয়া। তবে হজ্জ প্রস্তুতি পর্বে এই আয়াতে উল্লেখিত 'রফাছা' 'ফুসুক্ব' ও 'জিদালা' পরিহার করিয়া হজ্জের সফলতার জন্যে উত্তম পাথেয় হিসাবে তাকওয়া অর্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

১২৪। اُولِي الْاَلْبَابِ : জ্ঞানবোধসম্পন্ন। ২:১৯৭ আয়াতের সমাপ্তিতে হজ্জ গমনকারীকে 'উলুল আলবাব' বলিয়া উল্লেখ করিয়া

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. (হজ্জের মৌসুমে) তোমাদের রব্ব এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই[১২৫] ; যখন তোমরা আ'রাফাত হইতে (৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে) প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের[১২৬] নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে, এবং তিনি যেইভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. অতঃপর লোকেরা যেখান (আ'রাফাত) হইতে ফিরিয়া থাকে তোমরাও সেইস্থান হইতে ফিরিবে[১২৭], আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. অনন্তর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবে, তখন (মিনা অবস্থানে) আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করিও যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ কর[১২৮] বরং তদপেক্ষা অধিক স্মরণ ; তবে (মিনায়) মানুষের মধ্যে যে বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের দুনিয়াতে দাও' বস্তুত আখিরাতে তাহার জন্য কোনই অংশ নাই[১২৯]।

এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন হজ্জের প্রস্তুতি পর্বে শ্রেষ্ট পাথেয় 'তাক্বওয়া' অর্জনান্তে উলুল আলবাব (দ্র. ৩:১৯০-১৯১ আরও বহু আয়াত) হইয়া হজ্জে গমন করে। (আরও দেখুন, 'সফল হজ্জের জন্য কী করবেন')।

১২৫। অর্থাৎ হজ্জের মৌসুমে 'রব্ব এর অনুগ্রহ সন্ধান' অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষেধ নহে।

১২৬। مَشْعَرِ الْحَرَامِ: (মিনার কাছে) এই পাহাড়ের সন্নিকট উপত্যকাকে মুযদালিফা বলা হয়। আ'রাফাত হইতে ফিরিবার সময় ৯ই জিলহাজ্জ দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থান করত, রসূল (স.) যেভাবে যিক্র (সলাত আদায়, ইত্যাদি) করেন, সেভাবে যিক্র করিতে বলা হইয়াছে। সে প্রেক্ষিতে মুযদালিফায় এক আযানে দুই একামতে মাগরিব ও এশার (ক্বসর) সলাত আদায় করিতে হয়।

১২৭। কুরাইশগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় আ'রাফাতে وُقُوْفٌ (অবস্থান) এর পরিবর্তে মুযদালিফায় 'ওকুফ' আদায় করিত। আলোচ্য আয়াতে এইরূপ অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত আ'রাফাত ময়দানে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১২৮। অন্ধকার যুগে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মিনা অবস্থানে কবিতা, লোকগাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্য বর্ণনার প্রথা ছিল। তৎপরিবর্তে, একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্র নির্দেশাবলি স্মরণ করিয়া জীবনের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা তাওবার মাধ্যমে হজ্জের সফলতা অর্জন করিতে বলা হইয়াছে।

১২৯। اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا: আমাদিগকে দাও দুনিয়াতে। টীকা ১২৮ এ বর্ণিত নিরন্তর ক্ষমা কামনা ও কুবুলিয়তের তাওবা

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

• অর্থাৎ

২০১. আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে দাও- দুনিয়াতে হাসানাহ্[১৩০] এবং আখিরাতেও হাসানাহ্, আর রক্ষা কর আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে'।•

النصف

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২. উহাদের (দ্র. ২:২০১) জন্য প্রাপ্য সেই অংশটুকু যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে[১৩১]; বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে নির্দিষ্ট সংখ্যক (১১-১৩ই জিলহজ্জ) দিনগুলিতে; যদি কেহ তড়িঘড়ি করিয়া দুইদিনে (১২ তারিখে মিনা) ত্যাগ করে তবে তাহার কোন পাপ নাই, আর যদি কেহ বিলম্বে (১৩ তারিখে ত্যাগ) করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই[১৩২]- ইহা তাহারই জন্য যে তাক্বওয়া করে (আল্লাহকে ভয় করে); আর তোমরা (পাপ মার্জনার সম্বন্ধে) আল্লাহ্কে ভয় কর, আর জানিয়া রাখ যে তোমাদিগকে তাঁহার নিকট (জবাবদিহির জন্য) একত্র করা হইবে। (দ্র. টীকা ১৩১)।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে আর (বক্তব্যে) তাহার আন্তরিকতা প্রদর্শনে আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়- অথচ (দ্বীন সর্ম্পকে) সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

ব্যতিরেকে দুনিয়ার আলাপ বা কথাবার্তা দ্বারা যাহারা মিনা অবস্থানে সময়ক্ষেপন করিয়া চলে, বিনিময়ে তাহাদের আখিরাতে কোন অংশ পাওনা থাকিবে না।

১৩০। حَسَنَةٌ: সুন্দর জীবন। দুনিয়াতে 'সুন্দর জীবন' অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন; আখিরাতে হাসানাহ্ অর্থ জান্নাতী হওয়া বুঝায়।

১৩১। মিনা অবস্থানকালীন 'অর্জন' অর্থ গুনাহ মাফ বা তাওবা ক্বুবুল হওয়া; যাহার হিসাব গ্রহনে আল্লাহ্ তায়া'লা অতিশয় তৎপর।

১৩২। আইয়্যামে তাশরীক এর মধ্যে অর্থাৎ যিলহজ্জের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখে মিনা অবস্থানে, বিশেষভাবে যিক্র তথা স্মরণ অর্থাৎ নিজের পাপ ও ভুলত্রুটির মার্জনার জন্য কান্নাকাটি এবং ভবিষ্যতে কুরআন-সুন্নাহর জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা বা তাওবা করিতে বলা হইয়াছে। যিলহজ্জের ১১ ও ১২ তারিখে মিনা অবস্থানে কান্নাকাটি করা অবশ্য কর্তব্য; আর যে হজ্জ ক্বুবুলের ব্যাপারে সাবধান হইবে সে দুইদিন শেষে অর্থাৎ ১২ তারিখে মিনা হইতে প্রস্থানের জন্য তড়িঘড়ি করিবে না, কারণ এ বিষয়ে হাশরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰۵﴾

২০৫. এবং যখন সে ফিরিয়া আসে তখন সে যমিনে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে এবং (দ্বীনী) পরিবেশ ও প্রজন্মের (ঈমান) বিধ্বংসী কাজে তৎপর হয় ; আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾

২০৬. আর যখন তাহাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্কে তো ভয় কর', তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে আরও পাপের দিকে ঠেলিয়া দেয়, সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট ; আর উহা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়!

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লভ্যার্থে নিজেকে বিক্রয় করিয়া দেয় ; আর আল্লাহ্ তাঁহার দাসগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

২০৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর[১৩৩], এবং শাইত্বানের পদাংক অনুসরণ করিও না ; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾

২০৯. অতঃপর তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ পরাক্রান্তশালী, প্রজ্ঞাময়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾

২১০. তাহারা শুধু কি ইহার প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় তাহাদের নিকট আসিবেন এবং মালাকগণও, আর এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে ; অথচ সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই দিকে ফিরিতে হইবে।

রুকু' ২৫ — ২৫ ৪ ৭

১৩৩। মু'মিনদিগকে বলা হইল পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করিতে। ইসলামের কিছু অংশ মান্য করা আর কিছু অংশ পরিত্যাগ করা অর্থ শাইত্বানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, সেকারণে প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করা।

سَلْ بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১১. বানী ইসরাঈলকে প্রশ্ন কর, তাহাদিগকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি! আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসিবার পর যে কেহ উহার পরিবর্তন করিল, তবে তো আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

وقف لازم

২১২. যাহারা কুফুরি করে তাহাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে, আর উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ; এবং যাহারা তাক্বওয়া করে ক্বিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে ; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক্ব দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত ; পরে আল্লাহ্ নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন মানুষের মাঝে মীমাংসার জন্য যে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত ; এবং স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরই তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল- সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত, তবে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত তাহাদিগকে আল্লাহ্ সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন ; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নাই ; যাহাতে দৈন্য ও দুঃখ-ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও প্রকম্পিত হইয়াছিল, এমন কি রসূল ও তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসিবে' ? জানিয়া রাখ,

অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۵﴾

২১৫. লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে- কী (খাতে) ব্যয় করিবে, বল, 'সম্পদ তোমরা যাহা ব্যয় করিবে, তাহা পিতামাতা, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, অসহায় এবং পথ-সন্তান (সফরে নিঃস্ব) দের জন্য ; আর তোমরা উত্তম কার্য যাহাই কর, আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত'।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱۶﴾ ع

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়, কিন্তু তোমরা যাহা অপছন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর ; আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

রুকু' ২৬ — ع ২৬ ১০

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾

২১৭. পবিত্র মাসে (দ্র. টীকা ১১৫) যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ; বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায় ; কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, আর ফিত্‌না (দ্র. টীকা ১১২) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়' ; এবং তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়- যদি তাহারা সক্ষম হয় ; তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দ্বীন হইতে ফিরিয়া যায় অতঃপর কাফেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তো উহাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সকল কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا

২১৮. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

হিজরত করে ও জিহাদ[১৩৪] করে আল্লাহ্‌র পথে, উহারাই প্রত্যাশা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ﴿٢١٩﴾

২১৯. লোকে তোমাকে মদ (দ্র. টীকা ২৩০) ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ; বল, 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য উপকারও, কিন্তু এই দুইটির পাপ উপকার হইতে অত্যধিক' ; লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কী (পরিমান) ব্যয় করিবে ? বল, 'যাহা সহজসাধ্য'[১৩৫] ; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর-০

فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে ; লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ; বল, 'তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম' ; তোমরা যদি তাহাদের সহিত একত্রে থাক তবে তাহারা তো তোমাদেরই ভাই ; এবং আল্লাহ্ জানেন, কে (আসলেই) অনিষ্টকারী হিতকারীর মধ্য হইতে ; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদিগকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, অতীব প্রজ্ঞাময়।

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ

২২১. এবং ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নারীকে তোমরা বিবাহ করিও না ; আর নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও তাহা তোমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত বিবাহ দিও না ; আর মু'মিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ

১৩৪। جِهَادٌ : ক্রিয়ামূলে جَهَدَ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা সংগ্রামকে জিহাদ বলা হয়।

১৩৫। اَلْعَفْوُ : সহজসাধ্য। ভিন্ন অর্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বস্তুত আল্লাহ্‌র বিধানে ব্যক্তি বিশেষের নিকট ব্যয়, কতটুকু সহজসাধ্য বা কী পরিমান সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই ; ব্যক্তির তাক্বওয়ার ভিত্তিতে নির্ণয় করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

অপেক্ষা উত্তম যদিও তাহা তোমাদিগকে মুগ্ধ করে ; উহারা অগ্নির দিকে ডাকে আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তোমাদিগকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন, তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে।

ع ২৭ ১১

রুকু' ২৭

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. আর লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ; বল: 'উহা কষ্টকর (ও অশুচি) অবস্থা'- সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে (সংগম) বর্জন করিবে- এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের নিকটবর্তী হইবে না, অতঃপর তাহারা যখন পবিত্র হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের[১৩৬] ভালবাসেন, আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে[১৩৭] যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার, তোমরা নিজদের জন্য (সৎকর্ম) অগ্রিম পাঠাও ; এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও, এবং জানিয়া রাখিও যে, তোমাদিগকে তাঁহার সম্মুখীন হইতে হইবে ; আর সুসংবাদ দাও মু'মিনগণকে।

وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর সৎকাজ, তাক্বওয়া ও মানুষের মধ্যে মীমাংসা না করিবার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে শপথের অজুহাত বানাইও না ; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৩৬। পাপকর্ম করিবার পর যাহারা অনুতপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে এই পাপের পুনরাবৃত্তি করিবে না এই সংকল্প করে, তাহারাই প্রকৃত তাওবাকারী।

১৩৭। বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ-উপভোগের জন্য নয় ; কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পারিবারিক সুন্দরজীবন প্রতিষ্ঠা, সন্তানাদি হওয়া ও সুষ্ঠু লালন-পালন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ; কাজেই শরীয়তসম্মত জীবনযাপন করিয়া পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. তোমাদের অযথা বা অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদিগকে আল্লাহ্ পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য পাকড়াও করিবেন ; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যাহারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ (ঈলা) করে তাহারা চারি মাস প্রতীক্ষা করিবে[১৩৮], অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তাহারা ত্বলাক্ব দেওয়ার সংকল্প করে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ ع ২৮ ১২

২২৮. এবং ত্বলাক্ব প্রাপ্তা তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে ; তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে ; যদি তাহারা আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চাহে তবে উহাতে[১৩৯] স্ত্রীদের পুনঃগ্রহণে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার ; আর নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের, তবে তাহাদের উপর পুরুষদের (দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব হিসাবে) মর্যাদা আছে ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ২৮

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ

২২৯. ত্বলাক্ব দুই দফায়[১৪০], তবে (প্রতি দফায়)

১৩৮। اِيْلَآءٌ : স্ত্রীমিলন না করার শপথ করা। চার মাসের মধ্যে সংগত হইলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে, ত্বলাক্ব হইবে না। শপথ অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে স্ত্রীমিলন না হইলে চার মাস অতিবাহিত হওয়া মাত্রই ত্বলাক্ব হইয়া যাইবে। তবে কেহ কেহ মনে করেন চার মাস অতিবাহিত হইলেও ত্বলাক্ব না দেওয়া পর্যন্ত ত্বলাক্ব হইবে না যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

১৩৯। 'উহাতে' : ই'দ্দতকালে। ত্বলাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীর তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষা সময় কে عِدَّةٌ বলা হয়। এই সময়ে স্ত্রীর জন্য বিবাহ করা বৈধ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর (দ্র. ২:২৩৪) ই'দ্দতকাল ৪ মাস ১০ দিন।

১৪০। ২:২২৮ আয়াতে বর্ণিত (১ম দফা) ত্বলাক্বে ই'দ্দত সময়সীমার মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করা যায়,

بِاِحْسَانٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে ; তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে, তবে যদি উভয়ের আশংকা হয় যে আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিতে পারিবে না (সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) ; সুতরাং তোমরা যদি ভয় কর যে, উভয়ে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না- তখন (সে অবস্থায়) স্ত্রী কিছুর বিনিময়ে (স্বামী হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে)[১৪১] তাহাতে উভয়ের কোন অপরাধ নাই ; এইসব আল্লাহ্‌র বিধি সুতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না, আর যাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘন করে তবে তো উহারাই যালিম।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾

২৩০. অতঃপর যদি (৩য় দফায়) তাহাকে ত্বলাক্ব দেয়, তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত না সে তাহাকে ব্যতীত অন্য লোককে বিবাহ করে (ও সংগত হয়) ; এরপর যদি সে (পরবর্তী স্বামী) তাহাকে (স্বেচ্ছায়) ত্বলাক্ব দেয় (বা মৃত্যুবরণ করে), সেক্ষেত্রে তাহাদের পুনর্বিবাহে কোন অপরাধ হইবে না যদি উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ; আর এইগুলি আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী লোকদের জন্য।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে ত্বলাক্ব দাও এবং তাহারা (১ম বা ২য় দফায়) ই'দ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি

অথবা ই'দ্দত সময়সীমা অতিক্রম করিলে ত্বলাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করা যায় (দ্র. ২:২৩২)। ত্বলাক্বের পর পূনঃ গ্রহণের (রাজঈ') এই প্রক্রিয়া মাত্র দুই বারে (দুই দফায়) ঘটিতে পারিবে (দ্র. আয়াত ৬৫:২ ও টীকা ১০০৩)। আরও দেখুন ২:২৩৪, ৬৫:৪।

১৪১। মোহরাণা অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট ত্বলাক্ব চাহিতে পারে ; শরীয়তের পরিভাষায় ইহাকে খুলআ' ত্বলাক্ব বলে।

وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۟ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾

তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে, কিন্তু সীমালংঘন করিয়া তাহাদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না, আর যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে ; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বিষয় বানাইও না, এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়া'মত আর যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন কিতাবের অন্তর্ভূক্তিরূপে এবং হিকমাহ্ (দ্র. টীকা ৭৪)- যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।•

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

২৩২. এবং তোমরা যখন স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল (১ম বা ২য় দফায়) পূর্ণ করে, অতঃপর স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না যদি তাহারা সদ্ভাবে পরস্পর সম্মত হয় ; ইহা দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইতেছে তাহাকে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে ; ইহাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ; আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

২৩৩. আর যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে ; জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ-পোষণ করা ; কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেওয়া নয় ; কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না, এবং উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য ; কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখিতে চাহে তবে

তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই ; তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই ; আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا ؕ وَ اِنۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ تَسۡتَرۡضِعُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا سَلَّمۡتُمۡ مَّاۤ اٰتَيۡتُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۲۳۳﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করিবে[১৪২] তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَ الَّذِيۡنَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنۡكُمۡ وَ يَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا يَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّ عَشۡرًا ۚ فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا فَعَلۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۲۳۴﴾

২৩৫. আর (বৈধব্যবশত-ইদ্দতকালে) স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহ প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই ; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করিবে, কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করিও না ; নির্দিষ্ট কাল (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিও না ; এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন, সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর আরও জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا عَرَّضۡتُمۡ بِهٖ مِنۡ خِطۡبَةِ النِّسَآءِ اَوۡ اَكۡنَنۡتُمۡ فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُوۡنَهُنَّ وَ لٰكِنۡ لَّا تُوَاعِدُوۡهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ۬ۙ وَ لَا تَعۡزِمُوۡا عُقۡدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ فَاحۡذَرُوۡهُ ۚ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۲۳۵﴾ ع ৩০ ৪

রুকু' ৩০

২৩৬. স্পর্শ (সহবাস) করিবার পূর্বে এবং মোহরাণা ধার্য না করা অবস্থায় স্ত্রীদিগকে ত্বলাক্ব দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই, তখন তোমরা

لَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِنۡ طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوۡهُنَّ اَوۡ تَفۡرِضُوۡا لَهُنَّ فَرِيۡضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوۡهُنَّ

১৪২। স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়াছে এমন অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও- যে সচ্ছল তাহার সামর্থ্যানুযায়ী আর যে অসচ্ছল তাহার সাধ্যমত, বিধিমত উপযুক্ত সামগ্রীর সংস্থান করিবে, ইহা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের কর্তব্য।

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে ত্বলাক্ব দাও এবং মোহরাণা ধার্য করিয়াছ তবে যাহা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক[১৪৩], যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; আর সদাশয় হওয়াই তাক্বওয়ার নিকটতর; আর নিজেদের মধ্যে উদারতার কথা বিস্মৃত হইও না; তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. তোমরা যত্নবান হইবে সকল সলাতের এবং উৎকৃষ্টভাবে সলাত[১৪৪] সমাপনের প্রতি, আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা (সলাতে) বিনীতভাবে দাঁড়াইবে ।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. তবে যদি তোমরা সন্ত্রস্ত থাক (তখন তোমরা) পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (সলাত আদায় করিবে), অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ (সলাত আদায়) করিবে যেভাবে তোমাদিগকে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রাখিয়া যায়, তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণ এর অসীয়ত করে,

১৪৩। এই অবস্থায় নির্ধারিত মোহরাণার অর্ধেক দেওয়াই বিধেয়। স্ত্রীর ক্ষেত্রে অর্ধেক মোহরাণা না লওয়া, আর স্বামীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মোহরাণা দিয়া দেওয়া উভয়ই তাক্বওয়ার পরিচায়ক।

১৪৪। وُسْطٰى: মধ্যবর্তী, উত্তম, ন্যায়, উৎকৃষ্ট, সৎ, সেরা ইত্যাদি। 'সলাতুল উসতা' অর্থ উত্তমরূপে সলাত সমাপন করা। ভিন্নমতে, মধ্যবর্তী বা আসরের সলাতের কথা বলা হইয়াছে। যুদ্ধাবস্থায় অথবা বিপদাশংকায় সলাত ক্বায়েম সম্পর্কে দ্র. ৪ : ১০১।

مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

(দ্র. টীকা ১০৫), কিন্তু যদি তাহারা (স্ত্রীরা) নিজেরা চলিয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১. এবং ত্বলাক্ব প্রাপ্তা নারীদিগের জন্য থাকিবে (ইদ্দত পূর্তি পর্যন্ত) বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ ; (ইহা) মুত্তাক্বীদের কর্তব্য।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾ ع

২৪২. এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

রুকু' ৩১

ع ٣ ١٥

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩. তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা[১৪৫] মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল ? অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিলেন, 'মরিয়া যাও' ; তারপর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞ হয় না।

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ[১৪৬] প্রদান করিবে অতঃপর তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন ; আর আল্লাহ্ই (রিয্ক্ব) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন, এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا

وقف لازم

২৪৬. তুমি কি মূসার পরে বানী ইসরাঈল প্রধানদিগকে লক্ষ্য কর নাই ? তাহারা যখন তাহাদের নাবীকে (শামওয়ীল) বলিল,

১৪৫। পূর্ববর্তী কোন এক সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।
১৪৬। যে ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় উহা কার্য হাসানা।

نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا
وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَدْ
اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۴۶﴾

'আমাদের জন্য এক রাজাকে নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি'; সে বলিল, 'এ রকম তো হইবে না যে, যুদ্ধের বিধান তোমাদের প্রতি দেওয়া হইল তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না' ? তাহারা বলিল, 'আমরা যখন বহিষ্কৃত হইয়াছি আমাদের আবাসভূমি হইতে এবং আমাদের সন্তানেরাও ; তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করিব না'? অনন্তর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল ; আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ
عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ
اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾

২৪৭. আর তাহাদের নাবী তাহাদের বলিল, 'আল্লাহ্ নিশ্চয় ত্বালূতকে তোমাদের রাজা বানাইয়াছেন' ; তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহার অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হক্‌দার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই'! নাবী বলিল, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও শারীরিকভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন' ; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন ; আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ
التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ
ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
﴿۲۴۸﴾ ع ۳۲ ۱۶

২৪৮. আর তাহাদের নাবী তাহাদের বলিল, 'তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত (সিন্দুক)[১৪৭] আসিবে যাহাতে তোমাদের রব্ব হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূণ-বংশীয়গণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, মালাকগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে ; অবশ্যই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে তোমরা যদি মু'মিন হও'।

রুকু' ৩২

১৪৭। تَابُوْتُ : ইসরাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে মূসা (আ.) ইহা সম্মুখে রাখিতেন, ইহাতে চিত্তের দৃঢ়তা হইত। পরবর্তিতে ইহা শত্রুদের কবলে চলিয়া যায়।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾

২৪৯. অতঃপর ত্বালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল[১৪৮]- সে বলিল, 'তোমাদিগকে এক নদী দ্বারা আল্লাহ্ পরীক্ষা করিবেন, যে উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে, আর যে উহা পান করিবে না সে আমার দলভুক্ত, তবে সে ব্যতীত যে তাহার হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করিবে, অতঃপর অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই উহা হইতে পান করিল ; অনন্তর সে এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, যখন উহা অতিক্রম করিল- তাহারা বলিল, 'জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই' ; কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল যে আল্লাহ্র সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহারা বলিল 'আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে' ; আর আল্লাহ্ সাহসীদের সহিত রহিয়াছেন।

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾

২৫০. এবং তাহারা যখন (যুদ্ধের নিমিত্তে) জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর' ;০

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

২৫১. সুতরাং তাহারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে উহাদের পরাভূত করিল- এবং দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আর আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব ও হিকমাহ্ দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন ; আর যদি না আল্লাহ্ মানব জাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত করিতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু আল্লাহ্ অতীব অনুগ্রহশীল বিশ্ববাসীর প্রতি।

১৪৮। প্যালেস্টাইন দখল করিতে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এই সকল আল্লাহ্‌র আয়াত, আমরা (দ্র. টীকা ২০) তোমার নিকট উহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি ; আর নিশ্চয়ই তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

পারা ৩

وقف لازم

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

৩৩ ع ১

২৫৩. এই রসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি ; তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন ; আর মারইয়াম-তনয় ঈ'সাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি ; যদি*[১৪৯] আল্লাহ্ চাহিতেন তাহাদের পরবর্তীরা উহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল, ফলে তাহাদের কতক ঈমান আনিল এবং কতক কুফুরি করিল ; যদি* আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাই করেন যাহা তিনি চাহেন।

রুকু' ৩৩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾

২৫৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেইদিন (মৃত্যু বা ক্বিয়ামত) আসিবার পূর্বে (দ্র. ১৪:৩১), যেইদিন না চলিবে লেনদেন, না বন্ধুত্ব, না সুপারিশ ; আর (এই নির্দেশ) অমান্যকারীরাই অপরাধী।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী[১৫০], তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না ; আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই ; (এমন) কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে ? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে

১৪৯। لَوْ : যদি* এরূপ 'যদি' যাহা ঘটিবার বা হইবার নহে, শুধুমাত্র উপমার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

১৫০। اَلْقَيُّوْمُ : ভিন্ন অর্থে সর্বসত্তার ধারক - সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

যাহা আছে তাহা তিনি অবগত! যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত কেহই তাঁহার জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না, তাঁহার 'কুরসী' আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ; এবং উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি অতি মহান, শ্রেষ্ঠ[১৫১] ।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. দ্বীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নাই- সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ত্বাগূতকে[১৫২] যে প্রত্যাখান করে এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরিয়াছে, যাহার কোন ভাঙ্গন নাই ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ ع ٣٤ ٢

২৫৭. যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক- তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান ; আর যাহারা কুফুরি করে ত্বাগূতেরা তাহাদের অভিভাবক- ইহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়, উহারাই অগ্নি-বাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

রুকু' ৩৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَ اُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾ ج وقف لازم

২৫৮. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই ঐ ব্যক্তিকে যে ইবরাহীমের সহিত তাহার রব্ব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব দিয়াছিলেন ; যখন ইবরাহীম বলিল, 'তিনি আমার রব্ব যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান'- সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই' ; ইবরাহীম বলিল, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদিত করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করাও তো',

১৫১। ইহা আয়াতুল কুরসী, আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্বলিত শ্রেষ্ঠ আয়াত।

১৫২। ত্বাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু, যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শাইত্বান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ ত্বাগূতের অন্তর্ভুক্ত।

ইহাতে যে অস্বীকারকারী সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল ; আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না,০

اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَّ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰی یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰی حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَی الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۵۹﴾

২৫৯। অথবা (তুমি কি লক্ষ্য কর নাই) ঐ ব্যক্তিকে[১৫৩] যে অতিক্রম করিতেছিল এমন এক জনপদ যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, সে বলিল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন' ? তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসর মৃত রাখিলেন, পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন ; বলিলেন, 'তুমি কত কাল অতিবাহিত করিলে' ? সে বলিল, 'এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছি' ; তিনি বলিলেন, 'না, বরং তুমি একশত বৎসর কাটাইয়াছ, এখন তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, এই কারণে যে তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব, আর (উহার) অস্থিগুলির প্রতি দেখ- কিরূপে সেইগুলি সংযোজিত করি ও গোশত দ্বারা আবৃত করি ; অনন্তর যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল- তখন সে বলিয়া উঠিল, 'আমি নিশ্চিত যে আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَ لٰكِنْ لِّیَطْمَىِٕنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ

২৬০. আর যখন ইবরাহীম বলিল, 'হে আমার রব্ব! কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও' ; তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না' ? সে বলিল, 'অবশ্যই, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য'; তিনি বলিলেন, 'তবে চারটি পাখি লইয়া উহাদিগকে পোষ মানাইয়া লও, তৎপর উহাদিগকে (টুকরা

১৫৩। অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইসরাঈলী নাবী উযায়র (আ.)। (দ্র. ৯:৩০)।

৩৫ ع ৩

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

করিয়া) এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর, অতঃপর ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে ; আর জানিয়া রাখ যে, 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

রুকু' ৩৫

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. যাহারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে উহার উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্যদানা ; আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬২. যাহারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর যাহা ব্যয় করে উহার কথা বলিয়া বেড়ায় না ও (গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না- তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের রব্ব এর নিকট, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্ত হইবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. সুন্দর কথা ও ক্ষমা[১৫৪], দান করিয়া কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা শ্রেয় ; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

২৬৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! দানের কথা বলিয়া খোঁটা দিয়া এবং মনঃকষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না, যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাত দিনে ঈমান রাখে না ; তাই তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর- যাহার উপর কিছু মাটি, অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয় ; তাহারা (এইরূপ ব্যয়ে)

১৫৪। দাতা দানে অক্ষম হইলে প্রার্থীকে সুন্দর ও নরম কথায় সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়া, আর যদি প্রার্থী রুক্ষ বিরক্তিকর উক্তি দ্বারা অথবা বারবার চাহিয়া দাতাকে বিরক্ত করে তবুও প্রার্থীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। (আরও দেখুন ৯৩ : ১০-১১)।

الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

যাহা উপার্জন করে উহার কিছুই তাহারা কোন কাজে লাগাইতে সক্ষম হইবে না ; আর আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞ লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ও নিজেদের (ঈমান) সুদৃঢ় করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফসল দ্বিগুণ জন্মে, যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾ ع

২৬৬. তোমাদের কেহ কি চায় যে, তাহার খর্জুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত- এবং যাহাতে সর্ব প্রকার ফলমূল আছে- যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় ও তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল থাকে, অতঃপর উহার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলিয়া যায়[১৫৫]? এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করিতে পার।

রুকু' ৩৬

৩৬ ৪ ৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমরা যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর, এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না[১৫৬], অথচ তোমরা উহা গ্রহণ করিবার নহ- যদি না চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক ; এবং জানিয়া রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, স্বপ্রশংসিত।

১৫৫। লোক দেখানোর জন্য দান করা বা দান করিয়া গঞ্জনা দেওয়া, সেই দান অগ্নিদগ্ধ সমতুল্য। কি অপরূপ উপমা!

১৫৬। হালালভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিতে হইবে। হারাম উপায়ে অর্জিত বস্তু হইতে কোন দান আল্লাহ্ ক্বুবূল করেন না।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾

২৬৮. শাইত্বান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার (ও কার্পণ্যের) নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ-০

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾

২৬৯. তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমাহ্ (দ্র. টীকা ৭৪) প্রদান করেন, এবং যাহাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় ; আর বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত কেহই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

২৭০. আর যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা জানেন ; আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল, আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দান কর, তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল ; এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন[১৫৭] করিবেন ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

২৭২. তাহাদের হিদায়াতের দায়িত্ব তোমার নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন ; আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য[১৫৮] ; এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক ; আর সম্পদের যাহাই তোমরা ব্যয় কর উহার পুরস্কার তোমাদের প্রতি পূর্ণ করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

১৫৭। দান-খয়রাতের ফলে আল্লাহ্ ছোট (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেন (১১ : ১১৪)।
১৫৮। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিলেই পরিণামে উহা নিজের জন্য কল্যাণকর হইবে।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾

২৭৩. ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত[১৫৯] লোকদের, যাহারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময়[১৬০] ঘোরাফেরা করিতে পারে না, যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে, তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে, তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাচঞা করে না ; আর ধন-সম্পদের যাহাই তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।•

রুকু' ৩৭ • এক চতুর্থাংশ

ع ٣٧ ٥ الرَّبِيع

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

২৭৪। যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের প্রতিদান তাহাদের রব্ব এর নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না ;০

وقف مطلق

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ

২৭৫. যাহারা সুদ খায় তাহারা শুধু সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে[১৬১] যাহাকে শাইত্বান স্পর্শ দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করে, ইহা এইজন্য যে তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই' ; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন[১৬২] ; তবে যাহার নিকট

وقف لازم

১৫৯। যে সকল লোক দ্বীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোনভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হইল আসহাব আস-সুফফা: যাঁহারা মুহাম্মাদ (স.) এর সময়ে দ্বীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মাসজিদে নববীর সংলগ্ন স্থান আস-সুফফাতে সর্বদা অবস্থান করিতেন।

১৬০। ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ : অর্থ, এ স্থলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করা।

১৬১। 'দাঁড়াইবে' : অর্থাৎ শাইত্বানের স্পর্শ দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত চিন্তা ভাবনা শরীয়ত মত করিবে না।

১৬২। ইহা সুদ সম্পর্কে ৪র্থ পর্যায়ের আয়াত। সুদ তৎকালীন সমাজে চিরাচরিত প্রথা হওয়ায় তাহা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়। ১ম পর্যায়ে- হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে ৩০:৩৯ আয়াতে সুদের লেন-দেন নিরুৎসাহিত করা হয়। ২য় পর্যায়ে- মাদানী জীবনের প্রথম দিকে ৪:১৬১ আয়াতে সুদগ্রহণকে অপরের সম্পদ গ্রাস ও ইয়াহূদীদের ঘৃণ্য প্রথা বলা হয়। ৩য় পর্যায়ে- ৩য় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ ৩:১৩০-১৩১ আয়াতে উচ্চহারে সুদ খাইতে নিষেধ করা হয়। ৪র্থ পর্যায়ে- ২:২৭৫-২৭৮ আয়াতে সর্বপ্রকার সুদ হারাম করা হয়। ৫ম পর্যায়ে- বিদায় হজ্জের পূর্বে, ২:২৭৯-২৮০ আয়াতে সুদ না ছাড়িলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষনা হয়।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, ২:২৬১-২৭৪ আয়াতসমুহে বদান্যতার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পূর্বক সুদ প্রসঙ্গ শুরু

مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۵﴾

তাহার রব্ব এর উপদেশ আসে অনন্তর সে (সুদ হইতে) বিরত হয়, তবে অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তাহারই ; আর তাহার বিষয় আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিআরে ; আর যাহারা (সুদ খাওয়া) পুনরাবৃত্ত করিবে উহারাই অগ্নিবাসী, উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۷۶﴾

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন ; আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۷﴾

২৭৭. নিশ্চয়ই যাহারা (সুদ বর্জন পূর্বক) ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রব্ব এর নিকট, তাহাদের কোন আশংকা নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۸﴾

২৭৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যাহা আছে তাহা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা মু'মিন হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۹﴾

২৭৯. তবে যদি তোমরা (সুদ) না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে যুদ্ধের ঘোষণা (রহিল), কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে মূলধন তোমাদের, (ইহাতে) তোমরা অত্যাচার করিবে না ও অত্যাচারিত হইবে না।

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

২৮০. আর যদি সে (খাতক) অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয় ; আর উহা ছাড়িয়া দেওয়াতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে!

হয় এবং সুদের দ্বারা অন্যায়ভাবে সম্পদ সংগ্রহের বিপরীতে ২:২৮০-২৮১ আয়াতদ্বয়ে বদান্যতার আদেশ প্রদান ও পরকাল ভীতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾ ع ٣٨ ٤ ٦

২৮১. আর সেইদিনকে ভয় কর যেইদিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হইবে ; অতঃপর প্রত্যেককে উহার কর্মের পূর্ণফল প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

রুকু' ৩৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَ

২৮২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়, আর লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে শিখাইয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লিখিবার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় আর সে যেন তাহার রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও উহার কোন কিছু না কমায় ; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখিবার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখিবার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় ; সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাজি তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে ; সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন উহারা যেন অস্বীকার না করে ; ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না ; আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর[১৬৩] ; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে

১৬৩। ধারে ক্রয়-বিক্রয় বা কারবারের জন্য এই বিধান। এই ধরনের লেনদেন লিখিয়া রাখা ও ইহার জন্য সাক্ষী রাখা আবশ্যিক।

اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ ؕ وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই ; এবং তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ; যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ ; আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা দেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত।

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾ ع ৩৯

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে (ঋণের জন্য) হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখিবে ; অতঃপর তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, তবে যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত (বন্ধক) প্রত্যর্পণ করে ও তাহার রব্ব আল্লাহ্কে ভয় করে ; তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না ; এবং যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অন্তর পাপী ; আর আল্লাহ্, তোমরা যাহা কর তাহা সবিশেষ অবহিত।

রুকু' ৩৯

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

২৮৪. আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্রই ; তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন ; অতঃপর যাহাকে খুশি তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

২৮৫. রসূল, তাহার প্রতি তাহার রব্ব এর পক্ষ হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে উহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও ; তাহাদের প্রত্যেকে আল্লাহ্তে, তাঁহার মালাকগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রসূলগণে ঈমান আনিয়াছে ; (তাহারা বলে), 'আমরা তাঁহার রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না' ; আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম ও

মানিয়া লইলাম, (আমরা চাই) তোমার (অবারিত) ক্ষমা, হে আমাদের রব্ব! আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট'।

২৮৬. আল্লাহ্ এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব কাহারও উপর অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত ; সে ভাল যাহা উপার্জন করে উহার (প্রতিদান) তাহারই এবং মন্দ যাহা উপার্জন করে উহার (প্রতিফল) তাহারই উপর বর্তায় ; 'হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবুও তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না, হে আমাদের রব্ব! আর আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুভার অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না ; হে আমাদের রব্ব! আর এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমাদের ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দাও, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর'।

রুকু' ৪০

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ
نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ
عَنَّا ۟ وَ اغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾ ع ৪০ ৮

৩- সূরা আলি ই'মরান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৬	চিরঞ্জীব আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কিতাব নাযিলের ঘোষণা।
০০৭-০০৮	কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ। কুরআনের উপদেশ গ্রহণ কাহারা করিবে ও কাহারা করিবে না।
০১০-০১২	অস্বীকারকারীদের পরিণতি।
০১৩-০১৮	আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী, মুত্তাক্বী ও জ্ঞানীদের গুণাবলী।
০১৯-০২০	সকল নাবীর দ্বীন ছিল ইসলাম।
০২১-০২৫	ইয়াহূদীদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রান্ত ধারণা।
০২৬-০৩২	আল্লাহ্র সার্বভৌম কর্তৃত্ব। মু'মিনদের চলিবার পথ।
০৩৩-০৬৩	মারইয়ামের জন্ম ও লালনপালন। ঈ'সা (আ.) এর জন্ম, দ্বীন প্রচার, মুজিযা ও বানী ইসরাঈলদের হঠকারিতা।
০৬৪-০৮০	ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি উপদেশ, তাহাদের বিচ্যুতির বর্ণনা।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০৮১-০৯১	নাবীদের হইতে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার গ্রহণ। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণীয় নহে।
০৯২-০৯৫	কী ধরনের দান হইতে পুণ্য লাভ হয়। আহলে কিতাবদের প্রতি উপদেশ।
০৯৬-০৯৭	কা'বা মানবজাতির জন্য প্রথম (ই'বাদতের) গৃহ। হজ্জের আদেশ।
০৯৮-১০১	আহলে কিতাবদের প্রতি নির্দেশ।
১০২-১১০	যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন মুসলিম না হইয়া মৃত্যুবরণ না করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য।
১১১-১২০	ইয়াহূদীদের প্রতি সতর্কবাণী। তাহাদের আচরণ। ইয়াহূদীদের সহিত মু'মিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব না করা।
১২১-১২৯	ওহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্‌ কর্তৃক মু'মিনদের সাহায্য করিবার বর্ণনা।
১৩০-১৩৮	সুদ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। মু'মিনদের অর্জনীয় মহোত্তম গুণাবলি।
১৩৯-১৮৯	উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা।
১৯০-১৯৪	বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকারী মু'মিনই উলুল আলবাব এবং তাহাদের প্রার্থনা।
১৯৫-২০০	মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য। মু'মিনদের সাফল্যের পথ।

৩- আলি ই'মরান

মাদানী; আয়াত ২০০, রুকু' ২০

٣ سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٠٠ ركوعاتها ٢٠

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম (দ্র. টীকা ৯)-০

الٓمّٓ ﴿١﴾

২. আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই- তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী (দ্র. টীকা ১৫০) ;০

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾

৩. তিনি তোমার প্রতি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ এই কিতাব যাহা উহার পূর্বের (কিতাবসমূহের) সত্যায়নকারী, আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল-০

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾

৪. ইতিপূর্বে মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা, এবং তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন ফুরক্বান ; নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি ; আর আল্লাহ্‌ দন্ড প্রদানে (প্রতিশোধ গ্রহণে) পরাক্রমশালী।

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁহার নিকট গোপন থাকে না কোন কিছুই- যমীনে আর না আসমানে ;০	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ ۝٥
৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।	هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦
৭. তিনিই তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন এই কিতাব (কুরআন), ইহাতে আছে 'মুহ্কাম'[১৬৪] আয়াতসমূহ- এইগুলি কিতাবের মূল, আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্'[১৬৫]; অনন্তর যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি (ফিত্না) এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে 'মুতাশাবিহ্' এর পিছনে লাগিয়া থাকে ; অথচ ইহার ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত (অন্য কেহ) জানে না ; আর জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিরা বলে, 'আমরা ইহাতে বিশ্বাস রাখি- প্রতিটি (আয়াতই) আমাদের রব্ব এর নিকট হইতে (আগত)', আর বোধসম্পন্ন (উলুল আলবাব) লোকেরা ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।	هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف لازم وقف منزل
৮. (তাহারা বলে) 'হে আমাদের রব্ব! সঠিকপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দান কর, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨
৯. 'হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয় তুমি সকল মানবকে একদিন সমবেত করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না'।	رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٩ ع

রুকু' ০১

১৬৪। مُحْكَمٌ: সুস্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গাহ্য, যাহা সহজেই বোধগম্য হয়, আর এইগুলিই কিতাবের মূল।
১৬৫। مُتَشٰبِهٌ: অস্পষ্ট, রূপক, অতীন্দ্রিয়, যাহা মানুষের পরিপূর্ণ বোধগম্য হইবার নহে।

১০. নিশ্চয়ই যাহারা প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি কোনই কাজে লাগিবে না, আর উহারাই অগ্নির ইন্ধন-০

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۙ﴿۱۰﴾

১১. তাহাদের অভ্যাস ফিরআ'উনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় ; (উহারা) মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল আমাদের আয়াতসমূহ, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের দরুন পাকড়াও করিলেন ; আর আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾

১২. যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে জাহান্নামের দিকে ; আর (উহা) কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল'!

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾

১৩. দুইটি দলের[১৬৬] পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ; একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল, অন্যদল কাফের ছিল ; উহারা[১৬৭] তাহাদিগকে (মুসলিমদিগকে) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল ; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন ; নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য ও চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি[১৬৮] মানুষের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে; এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু, আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে উত্তম

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ

১৬৬। বদরের যুদ্ধে।
১৬৭। এ স্থলে 'উহারা' অর্থ কাফেররা, 'তাহাদিগকে' অর্থ মুসলিমগণ।
১৬৮। حُبُّ الشَّهَوٰتِ : আসক্তি, ভোগাসক্তি, মায়া-মহব্বত, চিত্তাকর্ষণ ইত্যাদি।

আশ্রয়স্থল।	حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٣﴾
১৫. বল, 'আমি কি তোমাদিগকে এইসব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব' ? যাহারা তাক্বওয়া করিয়া চলে তাহাদের জন্য তাহাদের রব্ব এর নিকট থাকিবে জান্নাতসমূহ- যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, ইহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং রহিবে পবিত্র জুড়িসমূহ (দ্র. টীকা ২৩) ও আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সন্তুষ্টি ; আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা,০	قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
১৬. যাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদের পাপগুলি ক্ষমা কর ও আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা কর',০	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
১৭. (উহারা) ধৈর্যশীল, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত, (সৎপথে) ব্যয়কারী ও শেষরাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।	اَلصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত কোনই ইলাহ নাই- আর (সাক্ষ্য দেয়) মালাকগণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ- ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ; তিনি ব্যতীত কোনই ইলাহ্ নাই, তিনি অতীব প্রতাপশালী, মহাপ্রজ্ঞাময় ;০●	شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র জীবনব্যবস্থা ; ইতিপূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল ; আর কেহ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করিলে, আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।	اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾
২০. যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়	فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَ مَنِ

তবে বল, 'আমি আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং আমার অনুসারিগণও' ; আর কিতাবীদিগকে ও উম্মীদিগকে[১৬৯] বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করিলে' ? যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তাহারা হিদায়াত পাইবে, আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা ; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।	اتَّبَعَنِ ؕ وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾ ع ২ ১০
২১. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নাবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাহাদিগকে হত্যা করে- অতএব তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾
২২. এইসব লোক, যাহাদের (ভাল) কার্যাবলী নিষ্ফল হইবে- দুনিয়াতে এবং আখিরাতে, আর তাহাদের জন্য নাই কোন সাহায্যকারী।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾
২৩. তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল ? তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল আল্লাহ্‌র কিতাবের (কুরআনের) দিকে যাহাতে (উহা দ্বারা) তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া লয় ; অতঃপর তাহাদের একদল ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহারাই পরাঙ্মুখ।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۳﴾
২৪. এইহেতু যে, তাহারা বলিয়া থাকে, 'দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না', নিজেদের দ্বীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَ غَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾
২৫. কিন্তু সেইদিন- যাহাতে কোন সন্দেহ নাই,	فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَ

রুকু' ০২

১৬৯। اَلْاُمِّيُّوْنَ : ইসলাম-পূর্ব অকিতাবী সম্প্রদায় (উম্মী), নিরক্ষর। এখানে (মক্কার) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে যখন তাহাদিগকে আমরা একত্র করিব ? এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মফল পূর্ণভাবে দেওয়া হইবে আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বল, 'হে আল্লাহ্- সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও ; এবং যাহাকে ইচ্ছা সন্মানিত কর আর যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর ; তোমার হাতেই সর্বকল্যাণ ; নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. 'তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর, মৃত হইতে জীবন্তের উদ্ভব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের উদ্ভব ঘটাও, আর যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা (রিয্ক্ব) দান কর'।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৮. মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের ব্যতীত কাফেরদের (ঘনিষ্ঠ) বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকিবে না[১৭০]; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর ; আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ; এবং আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. বল, 'তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ্ উহা জানিবেন' ; এবং তিনি জানেন আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৭০। আল্লাহ্র দ্বীনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া সে আল্লার রহমত হইতে দূরীভূত।

মুআ' ০৫

রুকু' ০৩

৩০. যেদিন প্রত্যেকেই বিদ্যমান পাইবে, সে যে ভাল কাজ করিয়াছে, ♣এবং সে যে মন্দ কাজ করিয়াছে♣, সে চাহিবে যদি* তাহার ও উহার[১৭১] মধ্যে দূর-ব্যবধান হইত! আল্লাহ্ তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন তাঁহার নিজ সম্বন্ধে ; আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দয়াদ্র।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩১. (হে নাবী!) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, (তাহা হইলেই) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩২. (আরও) বল, 'আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং রসূলের', কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে নিশ্চিত যে আল্লাহ্ অমান্যকারীদের ভালবাসেন না।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে এবং ইবরাহীমের বংশধরকে ও ই'মরানের[১৭২] বংশধরকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছেন-০

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৪. ইহারা একে অপরের বংশধর ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ,০

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ ﴿۳۴﴾

৩৫. (স্মরণ কর) যখন ই'মরানের স্ত্রী বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্তই তোমার জন্য উৎসর্গ করিলাম, সুতরাং তুমি আমার হইতে উহা ক্বুবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۵﴾

১৭১। এ স্থলে তাহার অর্থ সেই ব্যক্তি এবং উহার অর্থ মন্দ কর্মফল।

১৭২। মূসা (আ.) এর পিতার নাম ই'মরান এবং ঈ'সা (আ.) এর মাতা মারইয়াম (আ.) এর পিতার নামও ই'মরান। এখানে উভয় অর্থই করা যায়, তবে পরবর্তী প্রসঙ্গ মারইয়াম (আ.) এবং তাঁহার মাতার।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۶﴾

৩৬. অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি' ; সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত ; 'আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নহে', 'আর নিশ্চয় আমি (ই'মরানের স্ত্রী) উহার নাম রাখিয়াছি মারইয়াম, এবং অবশ্যই আমি অভিশপ্ত শাইত্বান হইতে তাহার ও তাহার সন্তানের জন্য তোমার শরণ লইতেছি'।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. অতঃপর তাহার রব্ব তাহাকে ভালভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করিলেন– আর তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিলেন ; যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত- তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত, সে বলিত, 'হে মারইয়াম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে'? সে বলিত, 'উহা আল্লাহ্র নিকট হইতে' ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা (রিয্ক্ব) দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তাহার রব্ব এর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে উত্তম সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী'।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآىِٕمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیٰی مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَیِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. যখন যাকারিয়া কক্ষে সলাতে দন্ডায়মান ছিল তখন মালাকগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহ্র নিকট হইতে বাণীর সত্যায়ণকারী, নেতা, সংযমী (প্রবৃত্তি-দমনকারী) এবং একজন নাবী- পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত'।

قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِیَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِیْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ یَفْعَلُ

৪০. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমার পুত্র হইবে কিরূপে ? আমি তো বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা' ; তিনি বলিলেন,

'এইভাবেই, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন' ।	مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾
৪১. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে একটি নিদর্শন দাও' ; তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি মানুষের সহিত ইঙ্গিত ব্যতীত (সুস্থতা সত্বেও) কথা বলিবে না (দ্র. ১৯ : ৭-১১) ; আর তোমার রব্বকে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে' ।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾ ع ٤ ١٢
৪২. এবং (স্মরণ কর) যখন মালাকগন বলিয়াছিল 'হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীজাতির উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন' ।	وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. 'হে মারইয়াম! তোমার রব্ব এর প্রতি বিনীত হও এবং সিজদা কর আর রুকূ'কারীদের সহিত রুকূ' কর'[১৭৩] । (দ্র. ২ : ৪৩, টীকা ৩২) ।	يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. ইহা অজানা সংবাদ- যাহা তোমাকে অহি দ্বারা জানাইতেছি ; আর তুমিতো তখন তাহাদের পাশে ছিলে না যখন তাহারা তাহাদের কলম[১৭৪] নিক্ষেপ করিতেছিল (নির্ধারণকল্পে) তাহাদের মধ্যে কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করিবে, এবং যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না ।	ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. যখন মালাকগণ বলিল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার[১৭৫] সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন তাহার নাম মাসীহ্[১৭৬] মারইয়াম-পুত্র ঈ'সা,	اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ

রুকু' ০৪

১৭৩। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে জামাআ'তে সলাত আদায় জরূরী।
১৭৪। قَلَمٌ: লেখনী, অন্য অর্থ তীর।
১৭৫। كَلِمَةٌ: বার্তা অথবা যাহা মানুষ বলে। এই বিশেষ স্থলে এই কথাটির অর্থ মারইয়ামের পুত্র সম্ভাবনা।
১৭৬। اَلْمَسِيْحُ: কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায়, রোগীর উপর হাত বুলাইয়া ঈ'সা (আ.) রোগীকে রোগমুক্ত

সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে'-০	الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. 'আর সে দোলনায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে আর সে হইবে পুণ্যবানদের একজন'।	وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কিরূপে' ? তিনি বলিলেন, 'এইভাবেই', আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।	قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
৪৮. 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাহ্ এবং তাওরাত ও ইনজীল',০	وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾
৪৯. 'এবং তাহাকে বানী ইসরাঈলের জন্য রসূল করিবেন' ; (সে বলিবে) 'আমি তোমাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি, আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব, অতঃপর ইহাতে আমি ফুৎকার দিব ফলে আল্লাহ্র হুকুমে উহা পাখি হইয়া যাইবে, আমি আল্লাহ্র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং মৃতকে জীবিত করিব, তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর- তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব ; নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে, যদি তোমরা মু'মিন হও,০	وَ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿٤٩﴾
৫০. 'এবং (আমি আসিয়াছি) আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সত্যায়নে	وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ لِاُحِلَّ

করিতেন, এই অর্থে তাঁহাকে মাসীহ্ বলা হইত।

এবং তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতক বৈধ করিতে, আর আমি তোমাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি ; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর' ।	لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾
৫১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব, সুতরাং তোমরা তাঁহার ই'বাদত করিবে ; ইহাই সুদৃঢ় পথ' ।	اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾
৫২. অনন্তর যখন ঈ'সা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী' ? হাওয়ারীগণ[১৭৭] বলিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনিয়াছি, এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পণকারী' (মুসলিম) ।	فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. 'হে আমাদের রব্ব! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং এই রসূলের অনুসরণ করিতেছি, সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর' ।	رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আর তাহারা চক্রান্ত করিল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করিলেন ; আর আল্লাহ্‌ কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।•	وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যখন আল্লাহ্‌ বলিলেন, 'হে 'ঈ'সা! আমি তোমার (পার্থিব) কাল পূর্ণ করিতেছি ও আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের হইতে তোমাকে পবিত্র[১৭৮] করিতেছি, আর ক্বিয়ামত	اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ

তিন চতুর্থাংশ • রুকু' ০৫

الثلثة ٥ع ٣

১৭৭। حَوَارِيُّوْنَ : সাদা মনের বা শুদ্ধচিত্তের লোকেরা। তাহারা ঈ'সা (আ.) এর খাস অনুসারি হইয়াছিল।

১৭৮। ইয়াহূদীরা ঈ'সা (আ.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ ঈ'সা (আ.) কে এই ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া আসমানে তুলিয়া লইলেন। مُطَهِّرُكَ মূল ক্রিয়া طَهَّرَ অর্থ পবিত্র করা, এ স্থলে ঈ'সা (আ.) কে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের কবল হইতে মুক্ত করা বুঝাইতেছে।

الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

পর্যন্ত তোমার অনুসারীদিগকে[১৭৯] কাফেরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, পরিশেষে আমারই প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর আমি তাহা মীমাংসা করিয়া দিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছিলে'।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অতঃপর যাহারা অস্বীকার করিল তাহাদিগকে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি দিব, এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অনন্তর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিফল তিনি পূর্ণভাবে প্রদান করিবেন ; আর আল্লাহ্ যালিমদিগকে ভালবাসেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

৫৮. ইহা আমরা তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি, আয়াতসমূহ ও সারগর্ভ বাণী হইতে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈ'সার দৃষ্টান্ত[১৮০] আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ ; তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহাকে বলিলেন 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. সত্য তো তোমার রব্ব এর নিকট হইতে- সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ

৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে, তাহাকে বল[১৮১], 'আস- আমরা ডাকি আমাদের

১৭৯। মুহাম্মাদ (স.) এর আবির্ভাবের পর, তিনি এবং মুসলিমগণই ঈ'সা (আ.) এর প্রকৃত অনুসারী, বর্তমানে খ্রিস্টানরা ঈ'সা (আ.) এর প্রকৃত অনুসারি নহে (দ্র. ৫ : ৭৩)।

১৮০। ঈ'সা (আ.) আল্লাহ্র দাস ও রসূল; মুহাম্মাদ (স.) এই সত্য প্রকাশ করিলে, খ্রিস্টানেরা বলে ঈ'সা (আ.) আল্লাহ্র পুত্র, দাস নহে। যদি তাহা না হয় তবে বলিয়া দাও, তাহার পিতা কে ? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১৮১। নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ ঈ'সা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা স্বীকার না করিলে, আল্লাহ্র নির্দেশে মুহাম্মাদ

পুত্রদিগকে ও তোমাদের পুত্রদিগকে, আমাদের নারীদিগকে ও তোমাদের নারীদিগকে, এবং আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে ; পরে আমরা বিনীত আবেদন (মুবাহালা) করি যে মিথ্যুকদের উপর হউক আল্লাহ্‌র লা'নত'।	نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾
৬২. নিশ্চয়ই ইহা সত্য বৃত্তান্ত, আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য ইলাহ্‌ নাই ; এবং নিশ্চিত যে আল্লাহ্‌ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. তবে যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ ع ৬ ১৪
৬৪. তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আস- সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক, যেন আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও ই'বাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত রব্ব হিসাবে গ্রহণ না করি' ; যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে অবশ্যই আমরা মুসলিম'।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. হে কিতাবীগণ, তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাহার পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল! তোমরা কি বুঝিবে না ?	يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَ الْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. হাঁ, তোমরা তো সেইসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক কর, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ ? আর আল্লাহ্‌ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।	هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

রুকু' ০৬

(স.) তাহাদিগকে মুবাহালা (দুই পক্ষের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তাহাদের নিজেদের ও সম্প্রদায়ের জন্য বদদু'আর অনুষ্ঠান) করিবার জন্য আহবান জানান ; কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ ভীত হইয়া ইহা হইতে বিরত থাকেন ও জিযইয়া দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন। (দ্র. ই আলী, টীকা ৪০০ ; বিস্তারিত দেখুন তাফসীর- ই কাসীর)।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾	৬৭. ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) ; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না।
اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾	৬৮. নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তাহারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নাবী ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে ; আর আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।
وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾	৬৯. কিতাবীদের একদল চাহে যেন তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে ; অথচ তাহারা নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করে কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।
يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾	৭০. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্য[১৮২] বহন কর ?
يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ ع	৭১. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর, এবং সত্য গোপন কর[১৮৩], অথচ তোমরা (সত্য) জান ?
وَ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ ۚ	৭২. কিতাবীদের একদল বলিল, 'মু'মিনদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তোমরা দিনের প্রারম্ভে বিশ্বাস কর ও দিনের শেষে অস্বীকার কর, হয়ত তাহারা (দ্বীন হইতে) ফিরিবে',০
وَ لَا تُؤْمِنُوْۤا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ	৭৩. (আরও বলে), 'এবং যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও

রুকু' ০৭

ع ৭ ১৫

১৮২। তাওরাত ও ইনজীল যে আসমানী কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারাগণও এই সাক্ষ্য দেয়। ঐ কিতাবদ্বয়ে মুহাম্মাদ (স.) ও কুরআনের সত্যতা ও আগমন বার্তা বর্ণিত ছিল (দ্র. ২:১৪৬, ৩:৮১, ৬১:৬)। মহানাবী (স.) এবং কুরআনকে মানিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা বস্তুত তাওরাত ও ইনজীলকে অস্বীকার করিতেছে। তাহারা তাওরাত ও ইনজীলে বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন ও বিকৃত করিয়াছে।

১৮৩। ইয়াহূদীরা লোকদিগকে ইসলাম হইতে বিরত রাখিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছিল সকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়া বিকালে উহা প্রত্যাখ্যান করিত এই বলিয়া, 'আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি, ইনি সেই নাবী নহেন যাঁহার আগমন সম্বন্ধে আমাদের কিতাবে উল্লেখ আছে'। (ই ফা)।

তোমরা বিশ্বাস করিও না' ; বল, 'আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ- ইহা[১৮৪] এইজন্য যে, তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ অন্য একজনকেও দেওয়া হইবে অথবা তোমাদের রব্ব এর সম্মুখে উহারা তোমাদিগকে যুক্তিতে পরাভূত করিবে' ; বল, অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা প্রদান করেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ-০	الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۚ﴿٧٣﴾
৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহে যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন ; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।	يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, (যাহার নিকট) বিপুল সম্পদ[১৮৫] আমানত রাখিলেও সে ফেরত দিবে ; আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না ; ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'উম্মীদের (দ্র. টীকা ১৬৯) প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই', এবং তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।	وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. বরং যে তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিল এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করিয়া চলিল, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন।	بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে[১৮৬] পরকালে তাহাদের কোন অংশ	اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

১৮৪। ইহা ইয়াহূদীদের পূর্বোক্ত বক্তব্য।

১৮৫। قِنْطَارٌ : ইহা আরবদেশে প্রচলিত ওজন (পরিমাপ) বিশেষ, ইহা দ্বারা প্রচুর সম্পদ বুঝায়।

১৮৬। ইয়াহূদী ও নাসারাগণ মহানাবী (স.) এর প্রতি ঈমান আনিবার ও আমানত আদায় করিবার অংগীকার করিয়াছিল, তাহারা উহা ভঙ্গ করিয়া এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করিয়া তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ অর্জন করে।

وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۷﴾

নাই, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদের দিকে চাহিবেন না, তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না, আর তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্র কিতাবের অংশ মনে কর, কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে', কিন্তু উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নহে, তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. কোন মানুষের জন্য সঙ্গত নহে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব, দ্বীনের জ্ঞান ও নবুয়ত দান করিবার পর সে মানবজাতিকে বলিবে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও' ; বরং সে বলিবে, 'তোমরা রব্বানী[১৮৭] হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর'-০

وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾ ع ۸ ۶ ۱۲

৮০. এবং মালাকগণকে ও নাবীগণকে রব্বরূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে আদেশ দিতে পারে না, তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তোমাদিগকে সে কি কুফুরির নির্দেশ দিবে ?

রুকু' ০৮

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا

৮১. আর যখন আল্লাহ্ নাবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমাহ্ যাহা কিছু দিয়াছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে উহার সমর্থক একজন রসূল যখন আসিবে তখন তোমরা তাহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে ও তাহাকে সাহায্য

১৮৭। رَبّٰنِيّٖنَ : রব্ব এর সাধক। রব্ব হইতে রব্বানী করা হইয়াছে যাহার বিশেষ অর্থ- আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং ঐ জ্ঞানের বাস্তবায়নে যে করিৎকর্মা। আল্লাহ্র গুণবাচক নাম রব্ব গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়।

করিবে ; তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করিলে ? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে' ? তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম' ; তিনি বলিলেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম'।

اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. ইহার পর যাহারা মুখ ফিরাইবে তাহারাই সত্যত্যাগী (ফাসিক্ব)।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তাহারা কি চাহে আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু ? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে- স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪. বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও তাহাদের বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, ঈ'সা ও অন্য নাবীগণকে তাহাদের রব্ব এর নিকট হইতে দেওয়া হইয়াছে- তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী'।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিলে তাহা কখনও ক্ববূল করা হইবে না, এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করিবেন সেই জাতিকে, যাহারা ঈমান আনয়নের পর ও রসূলকে সত্য বলিয়া সাক্ষ্যদান করিবার পর এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর অস্বীকার করে ? আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

সৎপথে পরিচালিত করেন না।	
৮৭. ইহারাই তাহারা যাহাদের কর্মফল এই যে তাহাদের উপর লা'নত আল্লাহ্‌র, মালাকগণের এবং সকল মানুষের-০	أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না-০	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ইহার পর তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় ; সেক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. ঈমান আনয়ন করিবার পর যাহারা কুফুরি করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেই থাকে, তাহাদের তাওবা কখনও ক্বুবূল হইবে না, আর উহারাই পথভ্রষ্ট।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. নিশ্চয় যাহারা কুফুরি করে এবং কাফেররূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও তাহা কখনও ক্বুবূল করা হইবে না[১৮৮] ; ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে, ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

রুকু' ০৯ ع ৯ ১৭

১৮৮। দ্র. ৫:৩৬ আয়াত।

পারা ৪

৯২. তোমরা কখনও কল্যাণ লাভ করিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় কর ; আর তোমরা যাহাই ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾
৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (দ্র. টীকা ৩০) নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বানী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্য হালাল ছিল ; বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং উহা পাঠ করিয়া দেখাও'।	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾
৯৪. ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, তবে তো উহারাই যালিম।	فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾
৯৫. বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেন' ; সুতরাং তোমরা অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ ; আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে'।	قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۹۵﴾
৯৬. নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কাহ্তে (মক্কা), যাহা বরকতময় ও বিশ্বমানবের দিশারী,০	اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾
৯৭. উহাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, (যেমন) মাক্বামে ইবরাহীম, আর যে কেহ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ ; এবং মানুষের মধ্যে যাহার পথের সামর্থ্য আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য ; আর যে অমান্য করিল তবে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বমানুষের মুখাপেক্ষী নহেন।	فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِیْمَ ۚۖ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۷﴾
৯৮. বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন	قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَ

وقف جبریل علیہ السلام

প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ? এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার পরিপূর্ণ সাক্ষী'।	اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. বল, 'হে কিতাবীগণ! যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাহাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে কেন বাধা দিতেছ, উহাতে বক্রতা অন্বেষণ করিয়া ? অথচ তোমরা (ইহার) সাক্ষী ; আর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন'।	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তোমরা যদি তাহাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানাইয়া ছাড়িবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. আর কিরূপে তোমরা অস্বীকার কর যখন আল্লাহ্‌র আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হয় ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার রসূল বর্তমান ? আর যে আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তাহাকে সঠিক পথে অবশ্য পরিচালিত করা হইবে।	وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ ع
১০২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌কে ভয় (মান্য) কর, যেরূপ তাঁহাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হইয়া কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (কুরআন) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না, এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর- তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, পরে তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে, তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের কিনারে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদের	وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

রুকু' ১০

রক্ষা করিয়াছেন ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।	تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকর্মের আদেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করিবে ; আর ইহারাই হইবে সফলকাম।	وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾
১০৫. আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিভক্ত হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে ; এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে-০	وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿١٠٥﴾
১০৬. সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং কতক মুখ কাল হইবে, যাহাদের মুখ কাল হইবে (তাহাদিগকে বলা হইবে), 'ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফুরি করিয়াছিলে ? সুতরাং শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে'।	يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. পক্ষান্তরে যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে তাহারা থাকিবে আল্লাহ্র রহমতে (জান্নাতে) ; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।	وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. ইহা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ, তোমার নিকট যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি ; আর আল্লাহ্ বিশ্বমানবের প্রতি যুলুম করিতে চাহেন না।	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. এবং যাহা কিছু আসমানে আছে ও যমীনে আছে সবকিছু আল্লাহ্রই ; আর আল্লাহ্র দিকেই সবকিছু প্রত্যানীত হইবে।	وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾ ع ١١ ٢
১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব করা হইয়াছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজের	كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ

রুকু' ১১

নিষেধ করিবে এবং (এর মাধ্যমে) আল্লাহ্‌তে ঈমান (বজায়) রাখিবে ; আর কিতাবীরা যদি* ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য উত্তম হইত, তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।	بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾
১১১. কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে ; অতঃপর তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।	لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾
১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির[১৮৯] বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র ও হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে ; ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করিত ; ইহা এইজন্য যে তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾
১১৩. তাহারা সকলে সমান নহে ; কিতাবীদের একদল (ঈমানে) প্রতিষ্ঠিত, তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে ও তাহারা সিজদারত[১৯০] থাকে।	لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾
১১৪. তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে ; আর উহারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।	يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১৮৯। বৃদ্ধ, নারী, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি ও মঠে বসবাসকারী সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর হাত তোলা নিষেধ, ইহাই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আর সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান, ইহা মানুষের প্রতিশ্রুতি।

১৯০। অর্থাৎ সলাতে রত থাকে।

১১৫. আর উত্তম কর্মের যাহা কিছু তাহারা করে উহা হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না ; এবং আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَ مَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬. নিশ্চয় যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মুকাবেলায় কখনও কোন কাজে আসিবে না ; আর উহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭. এই পার্থিব জীবনে তাহারা যাহা ব্যয় করে উহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, উহা- যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছে, তাহাদের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানিয়া বিনষ্ট করিয়া দেয় ; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন না বরং তাহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ; তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করিবে না ; যাহা তোমাদের বিপন্ন করে তাহাই তাহারা ভালবাসে, তাহাদের কথায় অবশ্যই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তবে তাহাদের হৃদয়ে যাহা গোপন তাহা আরও মারাত্মক ; তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদ বর্ণনা করিয়াছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَ مَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯. দেখ, তোমরা তাহাদিগকে ভালবাস কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না অথচ তোমরা কিতাবসমূহের প্রত্যেকটিতে ঈমান রাখ, আর তাহারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি' ; কিন্তু তাহারা যখন একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা

هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ لَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটে[১৯১]; বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর' ; (তাহাদের) অন্তর যাহা পোষন করে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

১২০. তোমাদের কল্যাণ হইলে উহা তাহাদিগকে কষ্ট দেয় আর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় ; তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাক্বী হও, তবে তাহাদের চক্রান্ত তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না ; তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

রুকু' ১২

১২১. এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া (ওহুদ) যুদ্ধের জন্য মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করিতেছিলে ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ-০

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দুইদলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল[১৯২]- অথচ আল্লাহ্ ছিলেন উভয় দলেরই বন্ধু ; আর আল্লাহ্র উপর মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আর বদরের (যুদ্ধে) যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ই তো তোমাদের সাহায্য করেন (দ্র. ৮ : ৯-১২), অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হইতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন তুমি মু'মিনগণকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব্ব প্রেরিত

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ

১৯১। আরবি ভাষায় ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশের জন্য 'ক্রোধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করা' ব্যবহৃত হয়।

১৯২। উহুদের যুদ্ধের প্রারম্ভে মুনাফিকদের সরদার আ'বদুল্লাহ ইবনু উবায়ই তিন শত ব্যক্তিসহ ময়দান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আনসারদের দুই শাখা-গোত্র বানূ হারিছা ও বানূ সালামার লোকজনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। (ই ফা)।

তিন সহস্র মালাক দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন'!

﴿١٢٤﴾

১২৫. হ্যাঁ, যদি তোমরা অটল থাক আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, এমতাবস্থায় তাহারা যদি দ্রুতগতিতে তোমাদিগকে (আক্রমণ করিতে) আসে, আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত মালাক দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।•

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

• এক চতুর্থাংশ

১২৬. আর ইহা দ্বারা (দ্র. ৩ : ১২৫) আল্লাহ্ শুধু তোমাদের প্রতি শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্যই করিয়াছেন ; এবং সাহায্য তো শুধু প্রবল পরাক্রান্ত, মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই হয়-০

وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৭. (এই যুদ্ধের দ্বারা) কাফেরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করিবার জন্য যাহাতে তাহারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন বা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন- এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারণ তাহারা তো যালিম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯. আর আকাশমন্ডলে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্রই ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন ; আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

রুকু' ১৩

১৩০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা গুণেগুণে বৃদ্ধি পায়[১৯৩], এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার,০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যাহা

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৯৩। কম বা বেশি পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সুদ-মাত্রই হারাম। (সুদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন- টীকা ১৬২)।

অমান্যকারীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে,০	
১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রসূলের, যাহাতে তোমরা কৃপালাভ করিতে পার,০	وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও স্বীয় রব্ব এর ক্ষমার প্রতি এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার পরিব্যপ্তি আকাশসমূহ ও পৃথিবী[১৯৪]- যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে মুত্তাক্বীদের জন্য-০	وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. যাহারা ব্যয় করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষের ব্যাপারে ক্ষমাপরায়ণ হয়; আর আল্লাহ্‌ ভালবাসেন উৎকৃষ্ট সৎকর্মপরায়ণদের,০	اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. এবং যাহারা কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিয়া অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে, জানিয়া শুনিয়া উহার পুনরাবৃত্তি করে না।	وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. উহারাই তাহারা, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের রব্ব এর ক্ষমা এবং জান্নাত- যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে; এবং সৎকর্মকারীদের বিনিময় কতই না উত্তম!	اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. তোমাদের পূর্বে অনেক বিধি-ব্যবস্থা গত হইয়াছে- সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর ও লক্ষ্য কর মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম কী (ভয়াবহ) হইয়াছিল!	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৯৪। সূরা হাদীদের (৫৭:২১) আয়াতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বার্তা (দলিল) এবং মুত্তাক্বীদের জন্য পথ নির্দেশিকা ও উপদেশবাণী।

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. আর তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিতও হইও না ; এবং তোমরাই বিজয়ী হইবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে অনুরূপ আঘাত তো উহাদেরও লাগিয়াছিল ; মানুষের মধ্যে আমরা এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই[১৯৫]- যাহাতে আল্লাহ্ (সত্যিকার) মু'মিনদের জানিয়া লন, এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শাহীদরূপে[১৯৬] গ্রহণ করিতে পারেন ; এবং আল্লাহ্ যালিমদের ভালবাসেন না-০

وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. এবং এই কারণে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের পরিশুদ্ধ করিতে ও কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও প্রকাশ করেন নাই- তোমাদের মধ্যে কাহারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) করিয়াছে, আর কাহারা ধৈর্যশীল ?

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۪ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ ع

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তো উহা কামনা করিতে, এখন তো তোমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিলে।

রুকু' ১৪ ع ১৪ ৫

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى

১৪৪. এবং মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে ; সুতরাং যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয় তবে

১৯৫। সুদিন-দুর্দিন বা জয়-পরাজয়।

১৯৬। شُهَدَآءُ : শব্দের একবচন شَهِيْدٌ অর্থ সত্যদ্বীন প্রতিষ্ঠায় পরম সাক্ষ্য প্রদানকারী অথবা সত্যদ্বীন প্রতিষ্ঠায় জীবনদান বা মৃত্যুবরণ কারী। (দ্র. ২:১৫৪, ৩:১৬৯, ৪:১৩৫, ২২:৭৮ ইত্যাদি)।

তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে ? এবং কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না ; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করিবেন।	اَعۡقَابِكُمۡ ؕ وَ مَنۡ يَّنۡقَلِبۡ عَلٰى عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيۡـئًا ؕ وَ سَيَجۡزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۴۴﴾
১৪৫. আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু মেয়াদ অবধারিত ; কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমরা তাহাকে উহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমরা তাহাকে উহার কিছু দেই এবং কৃতজ্ঞদের শীঘ্রই পুরস্কৃত করিব।	وَ مَا كَانَ لِنَفۡسٍ اَنۡ تَمُوۡتَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَ مَنۡ يُّرِدۡ ثَوَابَ الدُّنۡيَا نُؤۡتِهٖ مِنۡهَا ۚ وَ مَنۡ يُّرِدۡ ثَوَابَ الۡاٰخِرَةِ نُؤۡتِهٖ مِنۡهَا ؕ وَ سَنَجۡزِى الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۴۵﴾
১৪৬. এবং কত নাবী যুদ্ধ করিয়াছে- তাহার সহিত অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিল, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই ; আর আল্লাহ্ সাহসীদিগকে ভালবাসেন।	وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوۡنَ كَثِيۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۱۴۶﴾
১৪৭. এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের পাপসমূহ ও আমাদের কার্যে-সীমালংঘন ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ আর আমাদিগকে সাহায্য কর কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে'।	وَ مَا كَانَ قَوۡلَهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡا رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِىۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۴۷﴾
১৪৮. সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে দান করেন পার্থিব বিনিময় ও উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার ; আর আল্লাহ্ মুহসিনদিগকে ভালবাসেন।	فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنۡيَا وَ حُسۡنَ ثَوَابِ الۡاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۱۴۸﴾ ع ১৫ ৬
১৪৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে উল্টাদিকে[১৯৭] ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تُطِيۡعُوا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَرُدُّوۡكُمۡ عَلٰۤى اَعۡقَابِكُمۡ فَتَنۡقَلِبُوۡا خٰسِرِيۡنَ ﴿۱۴۹﴾

রুকু' ১৫

১৯৭। মূল আরবি رَدَّ عَلَى الْعِقَابِ এর শাব্দিক অর্থ 'পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়া ফিরিয়া যাওয়া', এখানে তাহারা উল্টা (কুফুরির) দিকে ফিরাইয়া দিবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. বরং আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. আমরা অচিরেই কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব[১৯৮], যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র শরীক করিয়াছে, যাহার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই, জাহান্নাম তাহাদের আবাস, আর যালিমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আল্লাহ্ তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলেন যখন তোমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে উহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে[১৯৯] এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদের দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে, তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল, অতঃপর তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে (বিজয়ী হইতে) বিরত করিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদিগকে ক্ষমাই করিলেন ; আর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. (স্মরণ কর) তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না, আর রসূল তোমাদিগকে পিছন দিক হইতে ডাকিতেছিল, সুতরাং তিনি তোমাদিগকে কষ্টের উপর কষ্ট দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা

১৯৮। কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে সুযোগ পাইয়াও মুসলিম বাহিনীকে পুনঃ আক্রমণ না করিয়া মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৯। উহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলিমগণ জয়যুক্ত হয় এবং কুরাইশ বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। পাহাড়ের ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত মুসলিম সৈনিক দলের বড় অংশ যুদ্ধ সমাপ্তি ধারণা পূর্বক মহানাবী (স.)এর নির্দেশ অমান্য করিয়া গণীমতের মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়। কুরাইশ বাহিনীর একদল সুযোগ দেখিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে মুসলিমদের আক্রমণ করিলে তাঁহারা বিপর্যস্ত হন।

দুঃখিত না হও[২০০]; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

১৫৪. অতঃপর দুঃখের পর তোমাদিগকে তিনি প্রদান করিলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবং আর একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের কি (সিদ্ধান্তের) কোন অধিকার আছে' ? বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখতিয়ার' ; যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে, আর বলে, 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না'; বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল নিহত হওয়া, তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে[২০১] বাহির হইত ; ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন, এবং তোমাদের হৃদয়ে যাহা (যে দুর্বলতা) আছে তাহা পরিশুদ্ধ করেন ; আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্যক অবহিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾ ع ۱۶

১৫৫. যেদিন দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল- শাইত্বানই তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য পদস্খলন ঘটাইয়াছিল, এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিলেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাকারী, অতীব সহনশীল।

রুকু' ১৬

২০০। মহানবী (স.) এর নির্দেশ অমান্য করিবার কারণে মুসলিমগণ দুর্দশায় পড়িয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের কর্মফল। এই কথা উপলব্ধি করিবার পরে তাহাদের দুঃখিত হইবার কোন যৌক্তিকতা নাই। (দ্র. ১০:৬১)

২০১। مَضَاجِعٌ : একবচন مَضْجَعٌ : শয়ন স্থান, বিছানা; এখানে মৃত্যুস্থান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা কুফুরি করে এবং তাহাদের ভ্রাতাগণ- যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাদের সম্পর্কে বলে, 'তাহারা যদি* আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না' ; ফলে আল্লাহ্ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন ; আসলে আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর- উহারা যাহা জমা করে তাহা অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষমা ও রহমত অবশ্যই শ্রেয়।

وَ لَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর অথবা নিহত হও- আল্লাহ্রই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আল্লাহ্র রহমতে তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে, যদি* তুমি কঠোরচিত্ত ও রূঢ় হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত, সুতরাং তাহাদের ব্যাপারে ক্ষমাপরায়ণ হও এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর[২০২], অতঃপর যখন কোন সংকল্প কর তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ

১৬০. যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন তখন তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না, আর যদি তিনি তোমাদিগকে

২০২। যে সব ব্যাপারে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশ নাই শুধু সেই সব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। জনমতের উপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়াছে (দ্র. ৪২ : ৩৮)।

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

অপদস্থ করেন, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করিবে ? আর মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক।

وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. নাবীর পক্ষে কোন কিছু আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়[২০৩] ; এবং যে আত্মসাৎ করিবে সে ক্বিয়ামতের দিন তাহা লইয়া উঠিবে, অতঃপর প্রত্যেককে তাহার অর্জনের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে, তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসারী, সে কি উহার মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস ? এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার ; এবং তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমাহ্ (দ্র. টীকা ৭৪) শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।• অর্ধাংশ النصف

اَوَ لَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. কী ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর বিপদ আসিল, তোমরা বলিলে, 'ইহা কোথা হইতে আসিল' ? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ (বিপর্যয়) ঘটাইয়াছিলে[২০৪]; বল, 'ইহা তোমাদের

২০৩। বদরের গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালের মধ্য হইতে একটি চাদর পাওয়া যাইতেছিল না, তখন এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, হয়তো বা নাবী (স.) ইহা লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আবূ দাউদ)।

২০৪। 'দ্বিগুণ বিপদ' : বদরের যুদ্ধে ৭০ জন কাফের নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শাহীদ হয়।

নিজেদেরই নিকট হইতে' ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	
১৬৬. আর দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হইবার (ওহুদের) দিনে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে এবং যেন তিনি মু'মিনদের (অবস্থা) জানিয়া লন-০	وَ مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্যও, এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা (অন্তত নিজেদের) প্রতিরক্ষা কর' ; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি যুদ্ধাবস্থা জানিতাম[২০৫] তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করিতাম' ; সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফুরির নিকটতর ছিল, যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে বলে ; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত,০	وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. যাহারা (ঘরে) বসিয়া রহিল ও তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, তাহারা আমাদের কথামত চলিলে নিহত হইত না ; বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর'।	اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. আর যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাহাদের কখনই মৃত মনে করিও না ; বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের রব্ব এর নিকট হইতে জীবিকাপ্রাপ্ত-০	وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদের জন্য আনন্দ করে এইজন্য	فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

২০৫। যুদ্ধের অবস্থা এমন যে এক্ষেত্রে যুদ্ধ করা সমীচিন, ইহা জানিতাম ; ইহা মুনাফিকদের একপ্রকার বাচাল উক্তি।

যে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

وقف لازم

١٧٠

১৭১. আল্লাহ্‌র নিয়া'মত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে- এবং ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না,০

رُكُوع ١٧

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২. যখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে[২০৬] তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকাজ করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে,০

مُوَآ' ٠٦

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾

مع ٢

১৭৩. ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে[২০৭], সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর, কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিল, এবং বলিল 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনি কতই না উত্তম কর্মসম্পাদক'!

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. তারপর তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়া'মত ও অনুগ্রহ সহকারে ফিরিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই- এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করিয়াছিল ; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. বস্তুত শাইত্বানই (তোমাদিগকে) ভয় দেখায় তাহার (দলের) বন্ধুদের, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. আর যাহারা কুফুরিতে ধাবমান, তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, তাহারা

وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا

২০৬। উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মহানাবী (স.) এর আহবানে সাহাবীগণ আহত অবস্থায়ই কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন; (দ্র. ৪ : ১০৪)।

২০৭। অর্থাৎ কুরাইশ বাহিনী পুনরায় আক্রমণের জন্য বড় রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা কথামত অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই।

কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আল্লাহ্ চাহেন আখিরাতে তাহাদিগকে কোন অংশ না দিতে, আর তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফুরি ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা ছাড় দেই তাহাদের মঙ্গলের জন্য ; আমরা ছাড় দিয়া থাকি যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. মন্দকে উত্তম হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না ; আর গায়েব বিষয়ে তোমাদিগকে আল্লাহ্ অবহিত করিবার নহেন ; তবে আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, যদি তোমরা ঈমান রাখ ও নির্দেশ মান্য (তাক্বওয়া) কর, তবে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিবে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০. আর তাহারা যেন কিছুতেই মনে না করে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যাহা তাহাদের দিয়াছেন, তাহাতে কৃপণতা করিলে উহা তাহাদের জন্য মঙ্গল ; বরং ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল ; যাহা লইয়া তাহারা কৃপণতা করে ক্বিয়ামতের দিন উহাই হইবে তাহাদের গলায় বেড়ি[২০৮] ;

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا

২০৮। যে ব্যক্তি মালের যাকাত দেয় না ক্বিয়ামতে তাহার মাল বিষধর সর্পে পরিণত হইয়া তাহার গলায় ঝুলিবে, তাহার উভয় গন্ডদেশে দংশন করিবে ও বলিবে 'আমিই তোমার সম্পদ'। (বুখারী)।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সর্বজ্ঞাত।	تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾ ع ١٨ ٩
১৮১. আল্লাহ্ অবশ্য শুনিয়াছেন তাহাদের কথা যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ফকির[২০৯] আর আমরা ধনী' ; তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমরা লিখিয়া রাখিব- এবং বলিব, 'তোমরা ভোগ কর দহন-যন্ত্রণা'।	لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ وقف لازم
১৮২. উহা (দহন-যন্ত্রণা) তোমাদের হস্ত অগ্রিম যাহা পাঠাইয়াছে (কৃতকর্মের প্রতিফল) এবং (ইহাও) যে আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যাচারী নহেন,০	ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ ع
১৮৩. যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন কোন রসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের নিকট উপস্থিত করিবে এমন কুরবানী যাহা অগ্নি গ্রাস[২১০] করিবে' ; তাহাদিগকে বল, 'আমার পূর্বে অনেক রসূল স্পষ্ট নিদর্শন সহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, যদি তোমরা সত্যবাদীই হও তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে' ?	اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾
১৮৪. অনন্তর তাহারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বে যে সকল রসূল স্পষ্ট প্রমাণ, সহীফা ও দীপ্তিমান কিতাবসহ আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও তো মিথ্যা সাব্যস্ত করা হইয়াছিল।	فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

রুকু' ১৮

২০৯। কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে ? (২:২৪৫), এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঠাট্টা করিয়া বলিত 'তোমাদের আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত, তাই তো তিনি ঋণ চাহেন', ইহার জবাবে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

২১০। আদম (আ.) এর পুত্র হাবীলের কুরবানী (৫:২৭) ক্ববুল হওয়া সম্পর্কেও এইরূপ রিওয়ায়াত রহিয়াছে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে (দ্র. টীকা ৬১৪) ; এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে ; যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম ; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. তোমাদিগকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে ; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে ; আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও তাক্বওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় উহা হইবে দৃঢ়সংকল্পের কার্য।

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۡ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন তাহাদের হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, 'তোমরা উহা (কিতাব) মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং উহা গোপন করিবে না', ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য[২১১] করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ; সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট যাহা উহারা ক্রয় করে!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. (ঐ সব লোকের কথা) কখনও ভাবিও না- যাহারা নিজেরা যাহা করে উহাতে উল্লসিত হয় এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কাজের জন্যও প্রশংসিত হইতে ভালবাসে, তুমি এইরূপ কখনও ধারণা করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে, বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى

১৮৯. এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি

২১১। نَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ : তাহাদের পৃষ্ঠের পিছনে উহাকে নিক্ষেপ করিল'– একটি আরবি বাগধারা। 'অগ্রাহ্য করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রুকু' ১৯

বিষয়েই সর্ব শক্তিমান।	كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾ ع ١٩ ١٠
১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য-০	اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ ع
১৯১. যাহারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্কে (তাঁহার বাণী) স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (ও বলে), 'হে আমাদের রব্ব! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র (ত্রুটিমুক্ত), অতএব আমাদের অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর'।	الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾
১৯২. 'হে আমাদের রব্ব! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করিলে ; এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই'।	رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. 'হে আমাদের রব্ব! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি- তোমরা তোমাদের রব্ব এর প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি, হে আমাদের রব্ব! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন কর ও আমাদিগকে পুণ্যবানদের সহগামী করিয়া শেষ পরিণতি (ওফাত) করিও',০	رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ ج
১৯৪. 'হে আমাদের রব্ব! আর তোমার রসূলদের মাধ্যমে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দান করিও এবং আমাদিগকে ক্বিয়ামতের দিন হেয় করিও না ; নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না'।	رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫. অতঃপর তাহাদের রব্ব তাহাদের ডাকে	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ

সাড়া দিয়া বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ, সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে, নিজগৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, আমি তাহাদের পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে প্রবেশ করাইব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার ; আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ্‌রই নিকট।

عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলে, দেশে দেশে তাহাদের (অবাধ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে ;০

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. (ইহা) স্বল্পকালীন ভোগমাত্র ; অতঃপর তাহাদের আবাস জাহান্নাম ; আর (উহা) কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۫ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. কিন্তু যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আতিথ্য ; আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা পুণ্যবানদের জন্য শ্রেয়।•

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

• তিন চতুর্থাংশ

১৯৯. আর কিতাবীদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই ঈমান আনে- আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না ; ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾ ع ٢٠ ١١

২০০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অটল থাক ও (প্রতিরক্ষায়) অতন্দ্র প্রহরী হও ; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর (সচেতন হও) যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

রুকু' ২০

৪- সূরা আননিসা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১	এক ব্যক্তি হইতে মানব বংশের বিস্তার। রক্ত সম্পর্কের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।
০০২-০০৬	ইয়াতীম ও তাহাদের সম্পদ তত্ত্বাবধায়ণ বিষয়ে নির্দেশাবলি। একত্রে কতজন স্ত্রী রাখা যাইবে ? দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন (দাসী) কে বিবাহ সম্পর্কে। ইয়াতীমদের স্বার্থ সংরক্ষণ।
০০৭-০১৪	মৃত ব্যক্তির সম্পদ বিভাজন- ওয়ারিশি বিধান। আল্লাহ্‌র দেয়া ওয়ারিশি আইন না মানিবার বেদনাদায়ক পরিণতি।
০১৫-০১৮	কাহারও স্ত্রী ব্যভিচার করিলে (সাময়িক) বিধান। তাওবার পন্থা ও ক্বুবুলের পর্যায়।
০১৯-০২১	স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন সংক্রান্ত বিধান।
০২২-০২৮	কাহাদের বিবাহ করা হারাম ? দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীনকে (দাসীকে) বিবাহ করা ও বিবাহ সংক্রান্ত বিবিধ বিধি।
০২৯-০৩৫	মু'মিনদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি। পারিবারিক জীবনে পুরুষের কর্তৃত্ব।
০৩৬-০৪২	শির্‌ক, রিয়া, অহঙ্কার ও কৃপণতা পরিহার ও ইহসান করা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার নির্দেশাবলি।
০৪৩	অপ্রকৃতিস্ত অবস্থায় সলাতের নিকটবর্তী না হওয়া এবং অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি।
০৪৪-০৫৬	ইয়াহূদীদের সীমালঙ্ঘন। শির্‌কের পাপ ক্ষমা করা হইবে না। আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যানের শাস্তি।
০৫৭-০৭৬	মু'মিনদের জন্য পুরষ্কার ঘোষনা ও তাহাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি।
০৭৭-০৮৪	মুনাফিকদের আচরণ। মু'মিনদের প্রতি উপদেশ। মঙ্গল আল্লাহ্‌র হইতে আর অমঙ্গল নিজের কর্মফল। রসূল (স.) এর আনুগত্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য। কুরআনে কোন ইখতিলাফ নাই। যুদ্ধের আদেশ।
০৮৫-০৯১	ভাল ও মন্দ সুপারিশের ফলাফল। সম্ভাসনের প্রত্যুত্তর কিভাবে ? যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।
০৯২-০৯৩	মু'মিন হত্যা প্রসঙ্গ। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান।
০৯৪-১০০	যুদ্ধ, জিহাদ ও হিজরত সংক্রান্ত।
১০১-১০৪	ক্বসর ও ভয়কালীন সলাত।
১০৫-১১৫	নাবীর প্রতি কিতাবের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়ার নির্দেশ। নাবীর বিরোধিতাকারীরা জাহান্নামী।
১১৬-১২৬	শির্‌কমুক্ত ঈমানের পথে আ'মল করার আহ্বান।
১২৭-১৩০	দাম্পত্য জীবনের কতিপয় বিধান।
১৩১-১৪১	মু'মিনদের প্রতি উপদেশ ও নির্দেশাবলি।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১৪২-১৫২	মুনাফিকদের আচরন ও তাহাদের শাস্তি। বিবিধ প্রসঙ্গ (তাওবাকারীর প্রতি ক্ষমা, মন্দ কথা মুখে আনা, কাফেরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতি ক্ষমা)।
১৫৩-১৬২	ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের হঠকারিতা ও বাহুল্য দাবি-দাওয়া। ঈ'সা (আ.) হত্যার দাবী প্রসঙ্গ।
১৬৩-১৭৫	মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি অহি প্রদান পূর্ববর্তী রসূলদের অনুরূপ। সকল নাবীগণের দ্বীন একই ছিল।
১৭৬	ওয়ারিশি সংক্রান্ত অবশিষ্ট বিধান।

৪- সূরা আননিসা

মাদানী ; আয়াত ১৭৬, রুকূ' ২৪

٤ سُوْرَةُ النِّسَآءِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٧٦ ركوعاتها ٢٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১. হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করেন এবং এই দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন, এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা (হক্ব দাবি) কর, এবং জ্ঞাতি-বন্ধন[২১২] (সম্পর্কে সতর্ক থাক) ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

২. আর ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধনসম্পদ (ঠিকমত) সমর্পণ করিবে এবং ভাল এর সহিত মন্দ পরিবর্তন করিবে না[২১৩], তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশ্রিত করিয়া গ্রাস করিও না ; নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ।

وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٢

৩. আর তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের (বিবাহ করিয়া তাহাদের) প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে- (অন্য) নারীদের মধ্যে[২১৪] তোমাদের যাহাকে পছন্দ হয়,

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ

২১২। জ্ঞাতির হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাক।

২১৩। ইয়াতীমের ভাল জিনিষ তোমার মন্দ জিনিষের বিনিময়ে গ্রহণ করিও না।

২১৪। এ স্থলে নারী অর্থ স্বাধীনা নারী, কারণ ইহার পরই দাসীর উল্লেখ রহিয়াছে।

اَيۡمَانُكُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَدۡنٰۤى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ﴿۳﴾	দুই, তিন বা চার ; কিন্তু যদি ভয় কর যে (একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে) সমতা-বিধান করিতে পারিবে না তখন একজনকে, অথবা (বিবাহ করিবে) তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তকে (দাসীকে)[২১৫] ; সীমালঙ্ঘন না করার ইহাই সঠিকতর (পন্থা) ;০
وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـًٔا مَّرِيۡٓـًٔا ﴿۴﴾	৪. আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের দেনমোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে ; কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে উহার কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।
وَ لَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَكُمُ الَّتِىۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ قِيٰمًا وَّ ارۡزُقُوۡهُمۡ فِيۡهَا وَ اكۡسُوۡهُمۡ وَ قُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۵﴾	৫. আর নির্বোধ মালিকদিগকে তোমাদের (ঐ সমস্ত) সম্পদ অর্পণ করিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে দিয়াছেন, আর উহা হইতে তাহাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সৌহার্দপূর্ণ কথা বলিবে।
وَ ابۡتَلُوا الۡيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنۡ اٰنَسۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَادۡفَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ ۚ وَ لَا تَاۡكُلُوۡهَاۤ اِسۡرَافًا وَّ بِدَارًا اَنۡ يَّكۡبَرُوۡا ؕ وَ مَنۡ كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ ۚ وَ مَنۡ كَانَ فَقِيۡرًا فَلۡيَاۡكُلۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ فَاِذَا دَفَعۡتُمۡ اِلَيۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ فَاَشۡهِدُوۡا عَلَيۡهِمۡ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيۡبًا ﴿۶﴾	৬. আর ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়, এবং তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে সোপর্দ করিবে, তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া উহা অপচয় ও তাড়াতাড়ি করত গ্রাস করিও না ; আর যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে, এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে ; অতঃপর তোমরা যখন তাহাদিগকে সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও ; আর (মনে রাখিও) হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।
لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَ الۡاَقۡرَبُوۡنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَ	৭. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা

২১৫। 'দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত' বলিতে ক্রীতদাস-দাসী ও যুদ্ধবন্দী-বন্দিনী বুঝায়। এইক্ষেত্রে দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত (দাসী) নারীদের হইতে বিবাহ করিতে বলা হইয়াছে, (দ্র. ৪ : ২৫)।

ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ। (দ্র. ৪ : ১১-১২, ১৭৬)।

الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۷﴾

৮. এবং বণ্টনকালে নিকট আত্মীয়[২১৬], ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সৌহার্দপূর্ণ কথা বলিবে।

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۸﴾

৯. আর তাহারা যেন ভয়াতুর হয় যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও উহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত[২১৭], সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং ন্যায্য কথা বলে।

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۹﴾

১০. যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে ; এবং তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

রুকু' ০১

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۰﴾ ع ১ ১২

১১. তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ[২১৮] দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই বা ততোধিক হইলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা হইলে তাহার জন্য অর্ধাংশ ; তাহার (মৃতের) সন্তান (এবং পিতামাতা) থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, তবে সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, আর তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ; (এ সবই) সে যাহা

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ

২১৬। যাহারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়।

২১৭। অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তান অসহায় অবস্থায় পড়িলে তুমি কেমন উদ্বিগ্ন হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

২১৮। ذَكَرٌ وَ اُنْثٰى : নর ও নারী, এ স্থলে পুত্র ও কন্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

অসীয়ত করে তাহা এবং ঋণ পরিশোধের পর[২১৯]; তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নও ; ইহা আল্লাহ্ হইতে নির্ধারিত ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ؕ ﴿١٢﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, তাহাদের অসীয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর ; তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, যাহা অসীয়ত করিবে তাহা পালন ও ঋণ পরিশোধের পর ; আর যদি 'কালালাহ্' (পিতা-মাতাহীন ও সন্তানহীন) পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক ভ্রাতা বা ভগ্নী[২২০], তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, কিন্তু ইহার অধিক হইলে সকলে সমঅংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশের, ইহা অসীয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর– কাহারও জন্য ক্ষতি না করিয়া[২২১], ইহা আল্লাহ্র নির্দেশ ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল ;০

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

১৩. এইসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ; কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ তাহাকে প্রবেশ করাইবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; সেখানে

২১৯। মৃতের সম্পত্তি হইতে ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধের পর অসীয়ত (অনধিক ১/৩ অংশ) পূর্ণ করিতে হইবে, অতঃপর বণ্টন হইবে।

২২০। এখানে ভাই বা বোন অর্থ বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন। আপন ভাই বা বোন এর ব্যাপারে আয়াত ৪ : ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

২২১। কাহাকে ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে অসীয়ত করিলে বা ঋণ দেখাইলে।

তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই মহাসাফল্য।	
১৪. আর কেহ আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করিবেন, সেখানে সে স্থায়ী হইবে, এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।	وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾
১৫. এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা (দ্র. ২৪ : ২-৩) করেন।	وَ الّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾
১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে (অপকর্মে) লিপ্ত হয়, উভয়কে শাস্তি দাও, যদি তাহারা তাওবা করে এবং সংশোধন করিয়া লয় তবে তাহাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব তাওবাক্বুলকারী, পরম দয়ালু।	وَ الَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾
১৭. বস্তুত (সেইসব লোকের) তাওবা আল্লাহ্র উপর (বর্তায়) যাহারা অজ্ঞানতাবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবা করে, উহারাই তাহারা, যাহাদের তাওবা আল্লাহ্ ক্বূবূল করেন ; আর (মনে রাখিও) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾
১৮. আর তাওবা তাহাদের জন্য নাই যাহারা মন্দ কাজ করিয়া চলে, যে পর্যন্ত না ইহাদের কাহারও মৃত্যু আসন্ন হইলে, সে বলে 'আমি এখন তাওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্যও নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায় ; উহারাই, যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।	وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

রুকু' ০২

ع ২ ১৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নহে ; তাহাদিগকে তোমরা যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে, তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে, তোমরা যদি তাহাদিগকে অপছন্দ কর, তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপছন্দ করিতেছ!

وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করিও না[২২২] ; তোমরা কি মিথ্যা অপবাদে ও প্রকাশ্য পাপরূপে উহা (ছিনাইয়া) লইবে ?

وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২১. আর কিরূপে উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে ?

وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾ ع

২২. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, ব্যতীত পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে ; নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল ও অতিশয় ঘৃণ্য; এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

রুকু' ০৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হইল তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী[২২৩], ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী,

২২২। দাম্পত্য জীবন দূর্বিসহ হইয়া উঠিলে ন্যায়ত বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীকে দেয় মোহরাণা বা অন্য সম্পদ ফিরাইয়া লইতে পারিবে না।

২২৩। পিতার ঔরসজাত ও মাতার গর্ভজাত।

وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَ رَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ
فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫
فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫
وَ حَلَآىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ
اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

শাশুড়ি, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্বস্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা- যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে[২২৪], তবে যদি তাহাদের (উক্ত কন্যার মাতার) সহিত সংগত না হইয়া থাক, তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, এবং (নিষিদ্ধ) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র (বিবাহ) করা, ব্যতীত যাহা পূর্বে ঘটিয়াছে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু-০

২২৪। অভিভাবকত্বে না থাকিলেও এই কন্যার সহিত বিবাহ অবৈধ। অভিভাবকত্বের কথাটি প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত প্রথার একটি উল্লেখ মাত্র। (ই ফা, ই আলী)।

পারা ৫

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৪. এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত ব্যতীত[২২৫] সকল সধবা (বিবাহ করা নিষিদ্ধ), তোমাদের উপর ইহা আল্লাহ্‌র বিধান, উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে সম্পদ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে ; তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মোহরাণা অর্পণ করিবে ; মোহরাণা নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই ; নিশ্চিত (মনে রাখিও) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾ ع ۴ ۱

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কেহ স্বাধীনা মু'মিন নারী বিবাহের সামর্থ্যবান না হইলে তবে সে তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত মু'মিন নারী বিবাহ করিবে, আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ; তোমরা একে অপরের অংশ, সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে ও তাহাদিগকে ন্যায় সংগত মোহরাণা অর্পণ করিবে, তাহারা হইবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নহে, বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক ; ইহা উহাদের জন্য তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার (করিয়া ফেলিবে এই) ভয় করে ; এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম ; আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু' ০৪

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ

২৬. আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট

২২৫। সধবা দাসী কাহারও অধিকারভুক্ত হইলে তাহার পূর্ব বিবাহ রদ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করা বৈধ হইয়া যায়।

বিশদভাবে বর্ণনা করিতে- তোমাদিগকে অবহিত করিতে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি এবং তোমাদের ক্ষমা করিতে ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶﴾
২৭. আর আল্লাহ্ চাহেন তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে ; এবং যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যে, তোমরা যেন ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।	وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾
২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন, (এই কারণে যে) মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে দুর্বলরূপে।	يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۸﴾
২৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস করিও না, কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হইয়া ব্যবসা করা (বৈধ) ; এবং তোমরা নিজদেরকে ধ্বংস (হত্যা) করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾
৩০. আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া এবং অন্যায়ভাবে উহা করিবে, তাহাকে আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করাইব ; এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।	وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾
৩১. তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে উহার মধ্যে যাহা গুরুতর (কবিরা গুনাহ) তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি আমরা মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাইব।	اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾
৩২. আর তোমরা উহার লালসা করিও না যদ্দ্বারা আল্লাহ্ বিশেষ-অনুগ্রহ করিয়াছেন তোমাদের একজনকে আর একজনের উপর ; পুরুষের জন্য প্রাপ্য অংশ যাহা সে অর্জন করে উহা হইতে এবং নারীর জন্য প্রাপ্য অংশ যাহা সে	وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ

مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۳۲﴾

অর্জন করে উহা হইতে ; তবে আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِیْنَ عَقَدَتْ اَیْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِیْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًا ﴿۳۳﴾ ع ۵/۲

৩৩. আর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তির প্রতিটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দিয়াছি ; এবং যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের (প্রাপ্য) অংশ দিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের উপর পরম সাক্ষী।

রুকু' ০৫

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا ﴿۳۴﴾

৩৪. পুরুষেরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল[২২৬] এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদের একের উপর অপরকে (সৃষ্টিগতভাবে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এই কারণে যে, পুরুষেরা তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে ; সুতরাং (স্ত্রীরা) সৎকর্মশীলা, অনুগতা ও (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে সংরক্ষণকারিণী হইবে[২২৭], এইজন্য যে আল্লাহ্ (তাহাদের) হিফাযত (এর ব্যবস্থা) করিয়াছেন ; আর (স্ত্রীদের মধ্যে) যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তখন তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবে, পরে তাহাদের শয্যা-বর্জন করিবে, ইহার পর (মৃদু) প্রহার করিবে[২২৮], অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন (ভিন্ন) পথ তালাশ করিবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ (নির্দেশ দানে) সর্বোপরি, মহামহিম।

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ یُّرِیْدَاۤ اِصْلَاحًا

৩৫. তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার (স্বামীর) পরিবার হইতে একজন সালিস ও উহার (স্ত্রীর) পরিবার

২২৬। قَوّٰمُوْنَ : قَائِمٌ শব্দের ব্যপকতা বুঝায়, (দ্র. ৪ : ১৩৫)। সুতরাং 'দায়িত্বশীল' বলিতে- রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও নৈতিকতার সার্বিক দায়িত্ব বুঝায়, যাহা নারীর জন্য পুরুষের উপর অর্পিত।

২২৭। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সতীত্ব ও স্বামীর আর সব অধিকারের হিফাযত করে।

২২৮। সংশোধনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে সর্বশেষে তৃতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। এইগুলি তুলাক্বের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে, তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল সুযোগ (সৃষ্টি) করিয়া দিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না, আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, নিঃস্ব, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথ-সন্তান (সফরে নিঃস্ব) আর তোমাদের দক্ষিনহস্তের অধিকারভুক্তদের (দাসদাসীদের) প্রতিও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে-০

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿٣٦﴾ۙ

৩৭. যাহারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় ও আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে ; আর আমরা অকৃতজ্ঞদের জন্য (আখিরাতে) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি,০

ۨالَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾ۚ

৩৮. আর যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না (আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না), আর শাইত্বান কাহারও সঙ্গী হইলে, সে কতই না নিকৃষ্ট সঙ্গী!

وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৩৯. আর তাহাদের কী ক্ষতি হইত, যদি* তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে রিয্ক্ব দিয়াছেন উহা হইতে (ঠিকমত) ব্যয় করিত ? আর ইহাদিগকে আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন।

وَ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

৪০. আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না, আর কোন পুণ্যকর্ম হইলে আল্লাহ্ উহাকে বৃদ্ধি

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً

করিয়া দেন, তদুপরি তিনি তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।	يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾
৪১. তখন কী (অবস্থা) হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে[২২৯] উপস্থিত করিব ?	فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾ ص وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
৪২. যাহারা কুফুরি করে ও রসূলের অবাধ্য হয় তাহারা সেইদিন কামনা করিবে, যদি* মাটি তাহাদিগকে বিলীন করিয়া দিত! আর তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।	يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾ ع ٦ ٣
৪৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সলাতের নিকটবর্তী হইবে না অপ্রকৃতিস্থ (নেশাগ্রস্ত) অবস্থায় যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার[২৩০] এবং অপবিত্র অবস্থাতেও- যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর, ভ্রমণাবস্থা ব্যতিরেকে (যখন গোসল সম্ভবপর নহে) ; আর যদি তোমরা পীড়িত হও বা ভ্রমণে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচগার হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-স্পর্শ (সম্ভোগ) কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ করিয়া (দ্র. ৫:৬) ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾
৪৪. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের অংশবিশেষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে (বাছিয়া লয়) এবং তাহারা চাহে যে তোমরাও পথভ্রষ্ট হও ;০	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

রুকু' ০৬

২২৯। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী হইবেন তাহাদের নাবী। আর মুহাম্মাদ (স.) হইবেন সকল নাবীর পক্ষে সাক্ষী।

২৩০। মদ হারাম ঘোষণার ইহা ২য় পর্যায়ের আয়াত, ১ম পর্যায়ের আয়াত ২:২১৯, এবং ৩য় বা শেষ পর্যায়ের আয়াত ৫:৯। নেশাগ্রস্ত অবস্থা ছাড়াও যে কোন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য।

৪৫. আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন ; আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক বাণী স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে এবং বলে, 'শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'শুন, না শুনার মত' ; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত ও দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, 'রাই'না' (দ্র. টীকা ৬০), কিন্তু তাহারা যদি* বলিত, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' এবং 'শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন'- তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল ও সংগত হইত- কিন্তু তাহাদের কুফুরির জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَ لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

৪৭. ওহে! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার সমর্থকরূপে, আমরা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা ঈমান আন, তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া অতঃপর সেইগুলিকে পিছনে উল্টাইয়া দেওয়ার পূর্বে বা শনিবারওয়ালাদের[২৩১] যেরূপ লা'নত করিয়াছিলাম সেইরূপ তাহাদিগকে লা'নত করিবার পূর্বে ; আর (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইবারই।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁহার সহিত শরীক করা (পাপকে) ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ; এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে অবশ্যই এক মহাপাপ রচনা করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾

২৩১। দেখুন টীকা ৪৮ ; আরও দেখুন ৪ : ১৫৪ এবং ৭ : ১৬৩।

৪৯. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই তাহাদের প্রতি, যাহারা নিজদিগকে পবিত্র মনে করে ? বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন (সেই পবিত্র হয়), এবং তাহাদের প্রতি (এ ব্যাপারে) তিল পরিমাণ যুলুম করা হয় না।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾
৫০. দেখ! তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে ; এবং সুস্পষ্ট পাপাচার হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।	اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾
৫১. তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্ত[২৩২] (প্রতিমা বিশেষ) এবং ত্বাগূতে (দ্র. টীকা ১৫২) বিশ্বাস করে ? তাহারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর'।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾
৫২. উহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আল্লাহ্ লা'নত করিয়াছেন ; এবং আল্লাহ্ যাহাকে অভিশাপ করেন, তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না ;০	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾
৫৩. তবে কি রাজত্বে তাহাদের কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না-০	اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾
৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে (রসূল ও মু'মিনদের) যাহা দিয়াছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে হিংসা করে ? আমরা ইবরাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমাহ্ প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে দিয়াছিলাম বিশাল রাজ্য।	اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾
৫৫. অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে ঈমান আনিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া	فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَ

রুকু' ০৭ ৫৫ ৫৬

২৩২। প্রতিমা বিশেষের নাম এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল পূজা-সত্তা।

لইল ; আর দগ্ধ করিবার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই ; যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম দ্বারা বদলাইয়া দিব, যাহাতে তাহারা (বিরতিহীন) শাস্তিভোগ করে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহাদিগকে আমরা অবশ্যই দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে স্রোতঃস্বিনীসমূহ প্রবাহিত ; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র জুড়ি থাকিবে, এবং তাহাদিগকে সুবিস্তৃত স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাইব।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ প্রদান করিতেছেন, আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে- এবং তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায় বিচার করিবে ; আল্লাহ্ তোমাদিগকে কতই না উৎকৃষ্ট উপদেশ দেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

৫৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাসীনের[২৩৩], তবে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে উহাকে (ক্ষমতাসীনকে) ফিরাইয়া দাও আল্লাহ্ ও রসূলের (কুরআন-সুন্নাহ্র) দিকে- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখিতে চাও ; ইহাই (সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য) উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

২৩৩। এ আয়াতে মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে তোমাদের মধ্যে অর্থ মু'মিনদের মধ্যকার اُولُو الْاَمْرِ বা ক্ষমতাসীনের, কাফের এবং মুশরিকদের মধ্যে নহে। اُولُو الْاَمْرِ অর্থ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় নেতা- যাহার হুকুম ও নির্দেশ কার্যকর হয়।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَ يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا ﴿۶۰﴾

৬০. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা ঈমান আনিয়াছে, (অথচ) তাহারা ত্বাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এবং শাইত্বান তাহাদিগকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়!

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوۡلِ رَاَيۡتَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يَصُدُّوۡنَ عَنۡكَ صُدُوۡدًا ﴿۶۱﴾

৬১. আর তাহাদিগকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার দিকে এবং রসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরাইয়া লইতে দেখিবে,০

فَكَيۡفَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِيۡبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ ثُمَّ جَآءُوۡكَ يَحۡلِفُوۡنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنۡ اَرَدۡنَاۤ اِلَّاۤ اِحۡسَانًا وَّ تَوۡفِيۡقًا ﴿۶۲﴾

৬২. তাহাদের হস্ত যাহা অগ্রিম পাঠাইয়াছে তজ্জন্য যখন তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইবে তখন তাহাদের কী অবস্থা হইবে ? অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই'।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُ اللّٰهُ مَا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ۟ فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَ عِظۡهُمۡ وَ قُلۡ لَّهُمۡ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ قَوۡلًا بَلِيۡغًا ﴿۶۳﴾

৬৩. ইহারাই (মুনাফিকরা) সেই সকল লোক, যাহাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে এমন কথা বল যেন তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে।

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَ اسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيۡمًا ﴿۶۴﴾

৬৪. আর কোন রসূল আমরা প্রেরণ করি নাই যে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার আনুগত্য করা হইবে ; আর যদি* এমন হইত, যখন তাহারা নিজেদের প্রতি অপরাধ করিয়া তোমার নিকট আসিত ও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিত, তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্কে অতীব তাওবাক্বুলকারী ও পরমদয়ালু রূপে পাইত।

৬৫. কিন্তু না! তোমার রব্ব এর শপথ, তাহারা মু'মিন হইবে না যে পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া লয়।	فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾
৬৬. আর যদি* তাহাদিগকে আদেশ দিতাম, তোমরা নিজদিগকে উৎসর্গ কর বা আপন গৃহ ত্যাগ কর, তখন তাহাদের অল্পসংখ্যকই ইহা মানিত ; আর যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা যদি* করিত, তাহাদের ভাল হইত ও চিত্তস্থিরতায় দৃঢ়তর হইত-০	وَ لَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾
৬৭. এবং তখন আমাদের নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করিতাম-০	وَّ اِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾
৬৮. এবং অবশ্যই তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতাম।	وَّ لَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾
৬৯. আর যে কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করিবে, সেক্ষেত্রে উহারা সঙ্গী হইবে- নবী, সত্যনিষ্ঠ, শাহীদ (দ্র. টীকা ১৯৬) ও সৎকর্মশীলদের, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং উহারা কতই না উত্তম সঙ্গী ;০	وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾
৭০. ইহা আল্লাহ্ হইতে (বিশেষ) অনুগ্রহ ; আর সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।	ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾
৭১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾
৭২. তোমাদের মধ্যে এমন লোকও[২৩৪] আছে,	وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ

রুকু' ০৯

২৩৪। ইহারা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল এর দল- মুনাফিকগণ। বাহ্যিক ইসলাম প্রকাশ করায় ইহাদিগকে তোমাদের মধ্যে বলা হইয়াছে, অথবা ইহারা মদীনার আনসার আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া

যে গড়িমসি করিবেই, অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হইলে সে বলিবে, 'তাহাদের সহিত না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন'।

مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইলে, যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলিবেই, 'হায়! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম'।

وَ لَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৪. অতএব যাহারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে ; আর কেহ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিলে সে নিহত হউক বা বিজয়ী হউক আমরা অচিরে তাহাকে মহা প্রতিদান দিব।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৫. আর তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না[২৩৫] আল্লাহ্র পথে এবং অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য, যাহারা ফরিয়াদ করিতেছে, 'হে আমাদের রব্ব! এই জনপদ হইতে- যাহার অধিবাসী যালিম, আমাদিগকে উদ্ধার কর, আর তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর ও তোমার নিকট হইতে কাহাকে আমাদের সহায় কর' ;০

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৬. যাহারা ঈমান আনে তাহারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, আর যাহারা কাফের তাহারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে ; সুতরাং তোমরা শাইত্বানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, অবশ্যই শাইত্বানের চক্রান্ত দুর্বল।

রুকু' ১০

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ ع

তোমাদের মধ্যে বলা হইয়াছে।

২৩৫। মদীনায় হিজরতের পরেও কিছু অসহায় মুসলিম নরনারী ও শিশু মক্কায় অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের হিজরত করিবার কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। আয়াতে ইহাদের মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করা হইলেও সার্বিকভাবে সর্বকালের জন্য এই নির্দেশনা প্রযোজ্য।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ قِيۡلَ لَهُمۡ كُفُّوۡۤا اَيۡدِيَكُمۡ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقِتَالُ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَ قَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا الۡقِتَالَ ۚ لَوۡ لَاۤ اَخَّرۡتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيۡبٍ ؕ قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡيَا قَلِيۡلٌ ۚ وَ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا ﴿۷۷﴾

৭৭. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর (বিরত থাক) এবং সলাত ক্বায়েম কর ও যাকাত দাও' ? কিন্তু যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একটি দল মানুষকে ভয় করিতে লাগিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান (এখনই) কেন দিলে ? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না'! বল, 'পার্থিব ভোগসম্ভার সামান্যই এবং যে মুত্তাক্বী তাহার জন্য পরকালই উত্তম ; আর তোমাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুলুম করা হইবে না'।

اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يُدۡرِكۡكُّمُ الۡمَوۡتُ وَ لَوۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ بُرُوۡجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِكَ ؕ قُلۡ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الۡقَوۡمِ لَا يَكَادُوۡنَ يَفۡقَهُوۡنَ حَدِيۡثًا ﴿۷۸﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও ; যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে', আর যদি তাহাদের কোন অমঙ্গল হয় তবে বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে' ; বল, 'সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে'[২৩৬]; এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে, ইহারা যেন কোন কথাই বুঝিতে চাহে না!

مَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ وَ اَرۡسَلۡنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوۡلًا ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًا ﴿۷۹﴾

৭৯. তোমার যাহা কিছু কল্যাণ হয় তাহা আল্লাহ্‌রই পক্ষ হইতে, তোমার যাহা কিছু অমঙ্গল হয় তাহা তোমার নিজের কারণে ; এবং তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি ; আর পরমসাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَنۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنۡ تَوَلّٰى

৮০. কেহ রসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করিল, এবং কেহ বিমুখ

২৩৬। নি:সন্দেহে কল্যাণ ও অকল্যাণ সব কিছুই আল্লাহ্‌তা'আলা হইতে, অবশ্য অকল্যাণ মানুষের কর্মের ফল– যাহা আল্লাহ্‌র অলংঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী মানুষের উপর আপতিত হয়, আর কল্যাণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ মাত্র।

হইলে আমরা তো তোমাকে তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠাই নাই ;০

فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ ﴿৮০﴾

৮১. তাহারা বলে 'আনুগত্য (করি)', অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে উহাদের একদল তাহাদের কথার বিপরীত কুপরামর্শ করে, তাহারা যাহা কুপরামর্শ করে আল্লাহ্ তাহা লিখিয়া রাখেন ; সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর ও আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর ; আর উকিল (কার্যনির্বাহক) হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَ اللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿৮১﴾

৮২. তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? আর যদি* আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে ইহা আসিত, তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿৮২﴾

৮৩. যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট আসে তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে ; যদি তাহারা উহা রসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের গোচরে আনিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত ; তোমাদের প্রতি যদি* আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই শাইত্বানের অনুসরণ করিত।

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿৮৩﴾

৮৪. সুতরাং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং মু'মিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়তো আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি সংযত করিবেন[২৩৭] ;

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا

২৩৭। উহুদ যুদ্ধের পর তৃতীয় হিজরীর যুলকাদায় মহানাবী (স.) ৭০ জন সাহাবীসহ মক্কার মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রুতখবর অনুযায়ী মুশরিকরা আসে নাই। ইহাই বদরে সুগরার গাযওয়া নামে অভিহিত। আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

وَّ اَشَدُّ تَنۡكِيۡلًا ﴿۸۴﴾

আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতম ও শাস্তিদানে কঠোরতম।

مَنۡ يَّشۡفَعۡ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنۡ لَّهٗ نَصِيۡبٌ مِّنۡهَا ۚ وَ مَنۡ يَّشۡفَعۡ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنۡ لَّهٗ كِفۡلٌ مِّنۡهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ مُّقِيۡتًا ﴿۸۵﴾

৮৫. কেহ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَ اِذَا حُيِّيۡتُمۡ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوۡا بِاَحۡسَنَ مِنۡهَاۤ اَوۡ رُدُّوۡهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ حَسِيۡبًا ﴿۸۶﴾

৮৬. আর তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের উপর হিসাব গ্রহণকারী।•

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ وَ مَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيۡثًا ﴿۸۷﴾

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তিনি তোমাদিগকে ক্বিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; আর কে (আছে যে) আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী ?

فَمَا لَكُمۡ فِى الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِئَتَيۡنِ وَ اللّٰهُ اَرۡكَسَهُمۡ بِمَا كَسَبُوۡا ؕ اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَهۡدُوۡا مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ سَبِيۡلًا ﴿۸۸﴾

৮৮. সুতরাং তোমাদের কী হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে[২৩৮]- যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় (কুফুরিতে) ফিরাইয়া দিয়াছেন! তোমরা কি চাহ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যাহাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন ? এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না (দ্র. টীকা ১৫)।

وَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا فَتَكُوۡنُوۡنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا فِىۡ

৮৯. তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ প্রত্যাখ্যান কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান

২৩৮। মুনাফিকদের ব্যাপারে কঠোর অথবা নম্র হওয়া বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছিল।

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ۙ﴿۸۹﴾

হইয়া যাও ; সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না ; আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে পাকড়াও করিবে ও হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়করূপে গ্রহণ করিবে না-০

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿۹۰﴾

৯০. কিন্তু (উহাদিগকে নহে) যাহারা এমন এক গোষ্টির সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের গোষ্টির সহিত যুদ্ধ করিতে সংকুচিত থাকে ; আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন এবং তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَ يَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَ يُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۹۱﴾ ع ۱۲/۹

৯১. তোমরা অপর কিছু লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে ; যখনই তাহাদিগকে ফিত্‌নার (দ্র. টীকা ১১২) দিকে আহ্বান করা হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে, এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে পাকড়াও করিবে ও হত্যা করিবে ; আর তোমাদিগকে ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের সুস্পষ্ট অধিকার দিয়াছি।

রুকু' ১২

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۹۲﴾

৯২. আর কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত (করিলে উহা স্বতন্ত্র), এবং কেহ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে একজন গ্রীবাবদ্ধ (যে কোন ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দ্র. টীকা ১১০৭) মু'মিন মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়- যদি না তাহারা ক্ষমা করে ; তবে যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে একজন গ্রীবাবদ্ধ মু'মিনকে মুক্ত করা বিধেয় ; আর যদি সে এমন এক গোষ্ঠিভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ ও একজন গ্রীবাবদ্ধ মু'মিনকে মুক্ত করা বিধেয়, তবে যে (মুক্ত করিবার জন্য কাহাকেও) পাইবে না, সে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম রাখিবে, তাওবার জন্য ইহাই আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা ; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾

৯৩. আর কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে (দ্র. ২:১৭৮, ৫:৪৫) তাহার শাস্তি জাহান্নাম ; ইহাতে সে স্থায়ী হইবে ও আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ

৯৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে (যুদ্ধে) যাত্রা করিবে তখন যাচাই করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে[২৩৯] পার্থিবজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে বলিও না, 'তুমি মু'মিন নহ', কারণ

২৩৯। রসূলুল্লাহ (স.) কতিপয় সাহাবীকে এক গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাহাবীদের জানা ছিল না বলিয়া সে ইসলামী রীতিতে সালাম করা সত্ত্বেও তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

আল্লাহ্‌র নিকট অনায়াসলভ্য[২৪০] সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে, তোমরা তো পূর্বে এইরূপই (অমুসলিম) ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন ; সুতরাং তোমরা যাচাই করিয়া লইবে ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নয় অথচ গৃহে বসিয়া থাকে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় আর্থিক ও কায়িক শ্রম দ্বারা জিহাদ (দ্র. টীকা ১৩৪) করে তাহারা সমান নহে ; যাহারা স্বীয় আর্থিক ও কায়িক শ্রম দ্বারা জিহাদ করে তাহাদিগকে গৃহে উপবিষ্টদের[২৪১] উপর আল্লাহ্ মর্যাদা দিয়াছেন ; আর আল্লাহ্ উভয় দলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ; তবে উপবিষ্টদের তুলনায় মুজাহিদদিগকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন-০

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬. ইহাই তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া ; আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু' ১৩ ৫ ১৩

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় মালাকগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তাহারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম' ; তাহারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করিতে পারিতে'[২৪২] ? ইহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম ; আর উহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

২৪০। مَغَانِمُ : একবচন مَغْنَمٌ : যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় ; বিশেষ স্থলে ইহা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২৪১। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক কোন অসুবিধার জন্য যাহারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারে নাই তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াতে বলা হইয়াছে। সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা জায়েয নহে।

২৪২। প্রকাশ্যে ইসলামের কর্তব্যাদি পালন যেখানে সম্ভব নয় সেখান হইতে হিজরত করা মুসলিমদের জন্য জরুরী।

৯৮. (তবে উহারা) ব্যতীত যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথও পায় না-০	اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾
৯৯. সেক্ষেত্রে আশা করা যায় আল্লাহ্ উহাদের ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।	فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾
১০০. আর কেহ আল্লাহ্র পথে হিজরত করিলে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করিবে ; আর কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের উদ্দেশ্যে নিজগৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّ سَعَةً ؕ وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾
১০১. আর তোমরা যখন যমিনে ভ্রমন করিবে তখন সলাত সংক্ষিপ্ত (ক্বসর) করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই[২৪৩]- যদি তোমরা আশংকাগ্রস্ত হও যে কাফেররা তোমাদিগকে ফিত্নায় (দ্র. টীকা ১১২) ফেলিবে ; নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।	وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾
১০২. আর তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সহিত (যুদ্ধাবস্থায়) সলাতে দাঁড়াইবে তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন দাঁড়ায় তবে তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে ; তাহাদের সিজদা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে, আর অপর একদল যাহারা সলাতে শরীক হয় নাই তাহারা তোমার সহিত যেন সলাতে শরীক হয় এবং	وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ

রুকু' ১৪

ع ١٤

২৪৩। আয়াতে শত্রুপক্ষের আক্রমণের বা নির্যাতনের আশংকা থাকিলে সলাত ক্বসর করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহানাবী (স.) তদ্রূপ কোন আশংকা ব্যতীতও সফরে সলাত ক্বসর করিয়াছেন।

كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۰۲﴾

তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে; কাফেররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে ; যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾

১০৩. যখন তোমরা সলাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন (যথাযথ) সলাত ক্বায়েম করিবে, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সলাত (ক্বায়েম) করা মু'মিনদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

وَ لَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَ تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۰۴﴾ ع

১০৪. (শত্রু) গোষ্টির সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হইও না ; যদি তোমরা যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাক তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায়, এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যাহা (পুরষ্কার) প্রত্যাশা কর তাহারা উহার আশা করে না ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ১৫

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿۱۰۵﴾ لا

১০৫. আমরা তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুযায়ী মানুষের মধ্যে তুমি বিচার (মীমাংসা) কর ; এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না-০

وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,০

وَ لَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ

১০৭. আর যাহারা নিজদিগকে প্রতারণা করে, তাহাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করিও না ;

নিশ্চয়ই বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপাচারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না-০	اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ হইতে গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তাহাদের সঙ্গেই থাকেন যখন তাহারা, তিনি যাহা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে রাত্রে পরামর্শ করে ; এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত।	يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. দেখ, তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ ; কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে ?	هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾
১১০. আর কেহ কোন মন্দ কাজ করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।	وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾
১১১. এবং যে পাপ অর্জন করে তবে তো সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	وَ مَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾
১১২. আর কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে তো অবশ্য মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করিবে।	وَ مَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ ع ١٦ ١٣
১১৩. এবং তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে পথ ভ্রষ্ট করিতে চাহিতই, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না ; আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ্ (দ্র. টীকা ৭৪) অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না	وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

রুকু' ১৬

তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ; আর তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ রহিয়াছে।●	عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾
১১৪. তাহাদের অনেক গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই, ব্যতীত (ঐ পরামর্শ যাহাতে) কেহ নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেহ উহা করিলে তাহাকে অবশ্যই আমরা মহাপুরস্কার প্রদান করিব।	لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾
১১৫. আর কাহারও নিকট সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর সে যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া চলে সেদিকেই তাহাকে আমরা ধাবিত করাইব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!	وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾ ع
১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না ; এবং ইহা (শির্‌ক্‌) ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾
১১৭. তাহারা তো তাঁহার (আল্লাহ্‌র) পরিবর্তে দেবীকেই ডাকে (পূজা করে), এবং বিদ্রোহী শাইত্বান ব্যতীত তাহারা কাহাকেও ডাকে (পূজা করে) না-০	اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لا
১১৮. আল্লাহ্‌ তাহাকে (শাইত্বানকে) অভিশপ্ত করেন ; এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (আমার অনুসারী করিয়া) লইব'-০	لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ لا
১১৯. 'আর আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই ; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিবই, আমি	وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ

فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ؕ ﴿۱۱۹﴾

তাহাদিগকে নিশ্চিত নির্দেশ দিব আর তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবে[২৪৪], এবং তাহাদিগকে নিশ্চিত নির্দেশ দিব আর তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই' ; আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বন্ধুরূপে কেহ শাইত্বানকে গ্রহণ করিলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ;০

يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾

১২০. সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে ; আর শাইত্বান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয় তাহা ছলনামাত্র।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

১২১. উহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

১২২. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্‌র ওয়া'দা সত্য ; আর কে আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَ لَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَ لَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

১২৩. তোমাদের এবং কিতাবীদের (অমূলক) আকাঙ্খা[২৪৫] অনুযায়ী (কর্মের ফলাফল) নহে ; কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে- এবং আল্লাহ্‌কে ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাইবে না।

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৪. পক্ষান্তরে যে কেহ কোন সৎকাজ করে, সে নর হোক বা নারী হোক অধিকন্তু সে মু'মিন হয়, তবেই তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না।

২৪৪। আরবের মুশরিকরা বিশেষ ধরনের নর উষ্ট্র শাবককে কর্ণছেদন করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া দিত। (দ্র. ৫:১০৩)।

২৪৫। اَمَانِيُّ : ইয়াহূদীদের ধারণা তাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র আর খৃষ্টানদের বিশ্বাস যিশুর শূলবিদ্ধ দ্বারা তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে, সে জন্যে তাহাদের উভয়েরই কোন শাস্তি পাইতে হইবে না, যাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক।

وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৫. আর তাহার অপেক্ষা জীবনধারায় কে উত্তম- যে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ, তদুপরি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে ? এবং আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾ ع ۱۸/۱۱/۱۵

রুকু' ১৮

১২৬. আর আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই ; এবং প্রতিটি বিষয়ই আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীনে।

وَ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

১২৭. আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিতে চাহে ; বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন– এবং (স্মরণ রাখ) কিতাবে যাহা শোনানো হইয়াছে[২৪৬] -সেই ইয়াতীম নারীদের বিষয়ে যাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহী হও এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে– এবং তোমরা যেন ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর সেই বিষয়ে ; আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

১২৮. এবং কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন গুনাহ নাই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয় ; মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ ; আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও এবং মুত্তাক্বী হও, তবে তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন

২৪৬। জাহিলী যুগে সাধারণত আরবরা নারী ও শিশুদের সম্পত্তির অংশ দিত না। মীরাছের (مِيْرَاثٌ) হুকুম (৪ : ১১-১২, ১৭৬) নাযিল হওয়ায় কেহ কেহ কিছুটা বিব্রত বোধ করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার বিধান চাহিল, তখন আদেশ হইল, প্রচলিত রীতি বা প্রথা নয়, আল্লাহর হুকুমই মানিতে হইবে।

তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না ; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না, যদি তোমরা নিজেদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

১৩০. যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করিবেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

১৩১. আর আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই ; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও আমরা নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিবে ; আর যদি প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলেও আসমানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্রই ; এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, অতীব প্রশংসার্হ।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾

১৩২. এবং আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই ; এবং কর্মসম্পাদনে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপর সম্প্রদায়কে আনিতে পারেন ; আর আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَ يَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۱۳۳﴾

১৩৪. কেহ দুনিয়ার প্রতিদান চাহিলে, তবে তো আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে দুনিয়ার ও আখিরাতের প্রতিদান ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (দ্র. ১৭ : ১৮)।

রুকু' ১৯

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿۱۳۴﴾ ع ৭ ১৫ ২

১৩৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্র

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ

شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوۡ عَلٰۤى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰۤى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ۚ وَ اِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ﴿۱۳۵﴾

উদ্দেশ্যে পরমসাক্ষী স্বরূপ (দ্র. টীকা ১৯৬) ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর ; সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না, আর যদি তোমরা বক্র কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও, তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো উহার সম্যক খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ الۡكِتٰبِ الَّذِىۡ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ وَ الۡكِتٰبِ الَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ مِنۡ قَبۡلُ ؕ وَ مَنۡ يَّكۡفُرۡ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا ﴿۱۳۶﴾

১৩৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্তে, তাঁহার রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন ; এবং কেহ আল্লাহ্, তাঁহার মালাকগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করিবে, সে তো চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا ثُمَّ اٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا ثُمَّ ازۡدَادُوۡا كُفۡرًا لَّمۡ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَ لَا لِيَهۡدِيَهُمۡ سَبِيۡلًا ﴿۱۳۷﴾

১৩৭. নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফুরি করে, তারপর (পুনরায়) ঈমান আনে, আবার কুফুরি[২৪৭] করে ; অতঃপর তাহাদের কুফুরি বৃদ্ধি করিয়া চলে- আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না ;০

بَشِّرِ الۡمُنٰفِقِيۡنَ بِاَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمَا ۙ الَّذِيۡنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. মুনাফিকদিগকে শুভসংবাদ (বিদ্রূপাত্মক অর্থে) দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে-০

الَّذِيۡنَ يَتَّخِذُوۡنَ الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ اَيَبۡتَغُوۡنَ عِنۡدَهُمُ الۡعِزَّةَ فَاِنَّ الۡعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. মু'মিনগণের পরিবর্তে যাহারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে কাফেরদিগকে ; তাহারা কি উহাদের নিকট ইজ্জত চাহে ? অথচ সমস্ত ইজ্জত তো আল্লাহ্রই ;০

২৪৭। অন্তরের ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের নাম ঈমান, মুনাফিকরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঈমান আনিয়াছি বলিয়া মুখে প্রকাশ করে, আবার সুযোগ-সুবিধা পাইলে উহা অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আলোচ্য আয়াতে উহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

وَ قَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الۡكِتٰبِ اَنۡ اِذَا سَمِعۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَ يُسۡتَهۡزَاُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ الۡكٰفِرِيۡنَ فِىۡ جَهَنَّمَ جَمِيۡعَا ۙ﴿۱۴۰﴾

১৪০. কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া যাইবে ; অন্যথায় তোমরাও উহাদের অনুরূপ গণ্য হইবে ; নিশ্চয় মুনাফিক ও কাফের সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করিবেন-০

الَّذِيۡنَ يَتَرَبَّصُوۡنَ بِكُمۡ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡ ۖ وَ اِنۡ كَانَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نَصِيۡبٌ ۙ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَ نَمۡنَعۡكُمۡ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ وَ لَنۡ يَّجۡعَلَ اللّٰهُ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَبِيۡلًا ﴿۱۴۱﴾ ع ২০ ১৭

১৪১. যাহারা তোমাদের (অমঙ্গলের) প্রতীক্ষায় থাকে, তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সহিত ছিলাম না' ? আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদিগকে মু'মিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই' ? সুতরাং আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।

রুকু' ২০

اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمۡ ۚ وَ اِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَ لَا يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا ۖ﴿۱۴۲﴾

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সহিত ধোঁকাবাজি করে এবং তিনি তাহাদিগকে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখেন, আর যখন তাহারা সলাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়- কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অতি অল্পই স্মরণ করে-০

مُّذَبۡذَبِيۡنَ بَيۡنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ ؕ وَ مَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ سَبِيۡلًا ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট (শাস্তির) প্রমাণ তুলিয়া ধরিতে চাও ?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ﴿١٤٥﴾

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে, এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না-০

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. কিন্তু যাহারা তাওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং তাহাদের আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করিয়া লয়, তাহারা মু'মিনদের সহিত থাকিবে ; এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ শীঘ্রই মহাপুরস্কার দিবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও এবং (আল্লাহ্‌র হুকুম মানিয়া) ঈমান বজায় রাখ তবে তোমাদের শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন ? আল্লাহ্ তো গুণগ্রাহী (দ্র. টীকা ৯০), সর্বজ্ঞ।

পারা ৬

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তবে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে তাহার কথা আলাদা ; আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾

১৪৯. তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা তাহা গোপনে করিলে কিংবা (অন্যের) দোষ ক্ষমা করিলে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, মহাশক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁহার রসূলদিগকেও এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলদের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি'- আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে-০

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۵۱﴾

১৫১. ইহারাই প্রকৃত কাফের, এবং কাফেরদের জন্য আমরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵۲﴾ ع

১৫২. পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণে ঈমান আনে এবং (এ ব্যাপারে) তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না, উহাদিগকে তিনি অচিরেই পুরস্কার দিবেন ; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু' ২১

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَ اٰتَيْنَا

১৫৩. কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আকাশ হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে ; অবশ্যই তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল ; তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও' ; তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল ; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে

مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তারপরও ঐ বিষয়ে ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।

وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তাহাদের অঙ্গীকারের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'নতশিরে দ্বার দিয়া প্রবেশ কর' ; তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'শনিবার সম্পর্কে (টীকা ৪৮) সীমালঙ্ঘন করিও না', এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সুতরাং (তাহারা লা'নতগ্রস্ত হইল) তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য, নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিবার জন্য এবং তাহাদের এই উক্তির জন্য- 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' ; বরং তাহাদের কুফুরির জন্য আল্লাহ্ উহা সীলমোহর করিয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান আনে,০

وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৬. এবং (তাহারা অভিশপ্ত হইল) তাহাদের কুফুরির জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য-০

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এবং তাহাদের এই উক্তির জন্য, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মারইয়াম-তনয় ঈ'সা মসীহ্‌কে হত্যা করিয়াছি' ; অথচ উহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই ; বরঞ্চ তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল ; যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল ; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, ইহা নিশ্চিত যে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই-০

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাহাকে তুলিয়া লইয়াছেন তাঁহার দিকে ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

১৫৯. এবং কিতাবীদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাহার (ঈ'সার) প্রতি ঈমান আনিবে না তাহার মৃত্যুর পূর্বে[২৪৮] এবং ক্বিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে,০

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬০. সুতরাং ইয়াহূদীদের অপরাধের ও আল্লাহ্র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার কারণে, তাহাদের জন্য বৈধ ছিল এমন উত্তম (কিছু বিষয়) আমরা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়া দিয়াছিলাম-০

وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. এবং নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহাদের সুদ গ্রহণ এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করিবার কারণে (তাহারা অভিশপ্ত হইল) ; আর তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে এবং সলাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী হয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি মু'মিন হয় ; আমরা অচিরেই উহাদিগকে মহাপুরস্কার দিব।

রুকু' ২২ — ২২ ع ১২

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ

১৬৩. আমরা তো তোমার নিকট অহি করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নাবীগণের প্রতি

২৪৮। قَبْلَ مَوْتِهٖ : 'তাহার মৃত্যুর পূর্বে'- এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে এবং অনেক সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে, ঈ'সা (আ.) এর পুনরাগমণের পর, তাঁহার অর্থাৎ ঈ'সার (আ.) মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক কিতাবীই ঈ'সা (আ.) এর বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত (দ্র. ৪ : ১৫৭-১৫৮) সত্য ঘটনাসহ তাঁহার নবুয়তের উপর ঈমান আনিবে। ভিন্ন মতে : কিতাবীরা (ইয়াহূদী, খৃষ্টান) ঈ'সা (আ.) এর বিষয়ে যে কঠিন ভ্রমে আছে, প্রত্যেকেই তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা ক্ষণে আখিরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করিয়া ঈ'সা (আ.) এর সম্বন্ধে সত্য বিষয়ে ঈমান আনিবে, কিন্তু এই ঈমান আনয়ন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্তায়া'লাই ভাল জানেন।

অহি করিয়াছিলাম ; এবং অহি পাঠাইয়াছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণ, এবং ঈ'সা, আইউব, ইউনুস, হারূণ ও সুলাইমানের নিকটও, আর দাঊদকে যাবূর দিয়াছিলাম,০	النَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۱۶۳﴾
১৬৪. এবং পূর্বের অনেক রসূলের কথা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি ও অনেক রসূলদের কথা তোমাকে বলি নাই ; আর মূসার সহিত আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলিয়াছেন,০	وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿۱۶۴﴾
১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রসূলদের (পাঠাইয়াছি), যাহাতে রসূলগণ (আসিবার পর) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (দ্র. ২০ : ১৩৪, ২৮ : ৪৭)।	رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾
১৬৬. পরন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার মাধ্যমে, তিনি তাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন নিজ জ্ঞানে, এবং মালাকগণও সাক্ষী দেয় ; আর (সর্বোপরি) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ;০	لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۱۶۶﴾
১৬৭. যাহারা অস্বীকার করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় তাহারা তো চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾
১৬৮. নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে ও সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না-০	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿۱۶۸﴾
১৬৯. জাহান্নামের পথ ব্যতীত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।	اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۶۹﴾

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷۰﴾

১৭০. হে মানবমণ্ডলী! রসূল তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে সত্যসহ আসিয়াছে, সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; এবং যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবুও আসমানসমূহ এবং যমীনে যাহাকিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই ; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾ ع

১৭১. হে কিতাবীগণ! তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না ; বস্তুত মারইয়াম-পুত্র ঈ'সা মাসীহ্ (দ্র. টীকা ১৭৫) তো আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁহার বাণী (দ্র. টীকা ১৭৪), যাহা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার হইতে রুহ[২৪৯] ; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণে ঈমান আন এবং বলিও না, 'তিন'![২৫০]; নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; আল্লাহ্ তো একক ইলাহ্ ; তাঁহার সন্তান হওয়া হইতে- তিনি তো পবিত্র! আসমানসমূহে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সবই তো তাঁহারই ; আর কর্ম-সম্পাদনে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وقف لازم

ع ২৩ ৩

রুকু' ২৩

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

১৭২. মাসীহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না এবং নৈকট্যবর্তী মালাকগণও করে না ; আর যে কেহ তাঁহার দাসত্বকে হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে, তবে অবশ্যই তিনি উহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র (হাশর) করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

১৭৩. অনন্তর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ

২৪৯। رُوْحٌ : আত্মা, আদেশ ইত্যাদি। জীবের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আত্মা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আদেশ ; যথা : 'রুহুল্লাহ' : আল্লাহ্‌র আদেশ। (ই ফা)।

২৫০। ثَلٰثَةٌ (তিন) : তাহাদের মতে, আল্লাহ্, ঈ'সা (আ.), জিবরীল (আ.), মতান্তরে মারইয়াম এই তিন মাবূদ। এইরূপ তিন মাবূদ বলিবার শির্‌ক হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাওহীদে বিশ্বাসী হইতে বলা হইয়াছে।

فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

করে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন, কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাহাদিগকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্য তাহারা কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাইবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

১৭৪. হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি (আলকুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾ؕ

১৭৫. অতএব যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে ও তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাহাদিগকে তিনি অচিরেই তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিবেন ;০

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ ع

১৭৬. লোকে তোমার নিকট সিদ্ধান্ত জানিতে চায়, বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে কালালাহ্ (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাইতেছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (নারী) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান' ; তোমরা ভ্রান্তিতে পড়িবে- এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দিতেছেন ; এবং আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫- সূরা আলমায়িদাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৫	মু'মিনের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান, বাইতুল হারাম অভিমূখী যাত্রীকে সম্মান করা। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। সকল পবিত্র জিনিষ হালাল। পূর্বের কিতাবধারীদের সতী স্বাধ্বী মেয়েদের বিবাহ প্রসঙ্গ।
০০৬	সলাতের জন্য অযু ও তায়াম্মুমের বিধান।
০০৭-০১১	ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ।
০১২-০২৬	বানী ইসরাঈলদের প্রতি উপদেশ ও তাহাদের সীমালঙ্ঘণের ইতিবৃত্ত।
০২৭-০৩২	আদম (আ.) এর এক পুত্র কর্তৃক অন্য পুত্রের হত্যার ঘটনা। বানী ইসরাঈলদের জন্য হত্যার বিধান।
০৩৩-০৩৫	বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর জন্য বিধান। সফলতার জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন, সৎকর্ম দ্বারা ওয়াসিলা অন্বেষণ এবং জিহাদ করা।
০৩৬-০৪০	কাফেরদের মুক্তির বিনিময়ে দুনিয়া ভর্তি সমান সম্পদ বা উহার বেশী হইলেও- কিছুই ক্বুবুল করা হইবে না। চুরির শাস্তি।
০৪১-০৫০	আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালার নির্দেশ, না করিবার পরিণতি।
০৫১-০৬৬	ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। তাহারা তাওরাত ও ইনজীল প্রতিষ্ঠা করে নাই।
০৬৭-০৬৯	রসূল (স.) এর প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা যথাযথ পৌঁছাইবার নির্দেশ ; এই কাজে অমান্যকারীদের হিদায়াত করা হইবে না। যাহারা ঈমান আনে তাহাদের, ইয়াহূদী, নাসারা ও সাবিয়ুদের মধ্যে যাহারাই আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আ'মল করে, তাহারাই নির্ভয়।
০৭০-০৮৬	খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করিয়া শির্কে নিমজ্জিত। ইসরাঈলীদিগকে তাহাদের নাবীগণও অভিশাপ দিয়াছেন। মু'মিনদের কঠোর শত্রু ইয়াহূদী ও মুশরিকরা, নাসারারা কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন, কারণ তাহাদের মধ্যে কিছু বিনয়ী ও সত্য সন্ধানী লোক আছে।
০৮৭-১০৮	মু'মিনদের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান। শপথ ভঙ্গের ও ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফফারা।
১০৯-১২০	ঈ'সা (আ.) এর রিসালাত, মুজিযা ও দাওয়াত। ক্বিয়ামতের দিন তাঁহাকে আল্লাহ্তায়া'লার জিজ্ঞাসাবাদ।

৫- সূরা আলমায়িদাহ্

মাদানী ; আয়াত ১২০, রুকূ' ১৬

٥ سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٢٠ ركوعاتها ١٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

মানযিল ২ — المنزل ٢

১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর[২৫১] ; তোমাদের জন্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ

২৫১। عُقُوْدٌ : একবচন عَقْدٌ অর্থ অঙ্গীকার: এই আলোচনা অতি বিশাল- মূলত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত মু'মিনের সকল

لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝١

হালাল করা হইল চতুষ্পদ আনআ'ম[২৫২] যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে (দ্র. ৫:৩) তাহা ব্যতীত, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ নহে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদেশ দেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ, সম্মানিত মাস, হাদইয়ার পশু (দ্র. টীকা ১১৮), মালা-পরান পশু[২৫৩] এবং নিজ রব্ব এর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভে সম্মানিত গৃহ গমনে প্রত্যাশী- এই সকলের পবিত্রতার অবমাননা করিও না (অর্থাৎ সম্মান করিও) ; এবং যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হও তখন শিকার করিতে পার ; তোমাদিগকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে[২৫৪] কোন গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে ; আর সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা করিও এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করিও না, এবং আল্লাহ্কে ভয় কর (নির্দেশ সচেতন হও) ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।•

وقف لازم

• এক চতুর্থাংশ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ؗ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে জবেহ করা পশু, আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু- ব্যতীত যাহা জবেহ করিতে পারিয়াছ, ও মূর্তি পূজার

অঙ্গীকার, এ ছাড়া মানুষের সহিত মানুষের অঙ্গীকার, তাহা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যাহাই হউক না কেন।

২৫২। بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; যথা: হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি, কিন্তু ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। (ই ফা)।

২৫৩। قَلَآئِدَ: একবচন قِلَادَةٌ হার, মালা। মক্কার হারমে (পবিত্র এলাকা) কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু ঝুলাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল, যাহাতে কেউ উহার ক্ষতি না করে।

২৫৪। মক্কার কাফেরগণ ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলিমদিগকে মাসজিদুল হারামে উ'মরাহ্ করিতে বাধা দিয়াছিল।

বেদীতে যাহা বলি দেওয়া হয়, এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়ন– এসবই পাপ কাজ ; আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর ; আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম (বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ) ; তবে কেহ পাপাচারীতে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় (ভক্ষণে) বাধ্য হইলে– তখন আল্লাহ্ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳﴾

৪. লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কী কী হালাল করা হইয়াছে ? বল, 'সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে- এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেই শিক্ষা[২৫৫] দিয়াছেন সেই পদ্ধতিতে তোমরা শিকারী পশু-পাখিদের যাহা প্রশিক্ষণ দাও, (সেই অনুযায়ী) উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরিয়া আনে, তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে[২৫৬] আল্লাহ্র নাম লইবে আর আল্লাহ্কে ভয় করিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর'।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴﴾

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত উত্তম জিনিস হালাল করা হইল ; কিতাবীদের আহার্য (তাহাদের জবেহকৃত হালাল পশু) তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের আহার্য তাহাদের জন্য হালাল ; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারীদের ও তোমাদের পূর্বেকার কিতাবীদের সচ্চরিত্রা (মূল কিতাব অনুসারী) নারীদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মোহরাণা প্রদান কর বিবাহ-বন্ধনের জন্য- প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ

২৫৫। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে।
২৫৬। শিকারের নিমিত্তে শিকারী পশুপাখি পাঠাইবার সময়ে আল্লাহ্র নাম লইতে হইবে। (দ্র. ই আলী)।

بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۧ ﴿٥﴾

নহে ; কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে, এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

রুকু' ০১

৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করিবে এবং পা গিট পর্যন্ত ধৌত করিবে ; আর যদি তোমরা অপবিত্র[২৫৭] থাক, তবে (বিশেষভাবে) পবিত্র হইবে ; তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ্ করিবে (দ্র. ৪:৪৩) ; আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না, বরং তিনি চাহেন তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ (আদেশ মান্যকারী) হও।

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

৭. আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা- যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম', এবং আল্লাহ্কে ভয় কর ; নিশ্চয় অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا

৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে, কোন গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও ন্যায়নীতি বর্জনে প্ররোচিত না করে ; সুবিচার

২৫৭। স্বামীস্ত্রীর মিলনে বা যে কোন প্রকারের রেতঃপাতহেতু যে অপবিত্র হয় তাহাকে জুনুবি বা অপবিত্র বলা হয়।

করিবে ; ইহাই তাক্বওয়ার (দ্র. টীকা ১০) নিকটতর, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিও ; তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক খবর রাখেন।

اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন– তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾

১০. আর যাহারা প্রত্যাখ্যান করে ও আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, উহারা জাহান্নামের অধিবাসী।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾

১১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন (দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেস্টা নস্যাৎ করিবার লক্ষ্যে) কোন সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল তখন আল্লাহ্ তোমাদের দিক হইতে তাহাদের হস্ত নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আর আল্লাহ্‌রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক।

রুকু' ০২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾ ع ٢ ٦

১২. আর আল্লাহ্ তো বানী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন[২৫৮], এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বারজন নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম[২৫৯] ; আর আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাদের সহিত আছি ; তোমরা যদি সলাত ক্বায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলগণের প্রতি ঈমান আন ও তাহাদিগকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ (দ্র. টীকা ১৪৬) প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ আমি অবশ্যই মোচন করিব ও নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রবেশ করাইব

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

২৫৮। পরস্পর সংলগ্ন দুইটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার আরবি অলংকার শাস্ত্রসম্মত।

২৫৯। বানী ইসরাঈল এর ১২টি গোত্র ছিল। মূসা আ. (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) ১২ গোত্রের জন্য ১২ জন 'নক্বীব' (নেতা) মনোনীত করেন ; (দ্র. ২:৬০ ও ৭:১৬০)।

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾

জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; ইহার পরও তোমাদের কেহ কুফুরি করিলে সে তো সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেই।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. সুতরাং তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি ; তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি সর্বদা উহাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে, সুতরাং উহাদিগকে মার্জনা কর ও উপেক্ষা কর ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা নাসারা', আমরা তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি ; আর তাহারা যে কৃত্রিমতা করিত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿١٥﴾

১৫. হে কিতাবীগণ! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু উপেক্ষাও করিয়া থাকে ; তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে আল্লাহ্র নিকট হইতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব[২৬০]-০

২৬০। এই আয়াতে نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থ জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে জ্যোতির্ময় কুরআন। কেননা এই দুই শব্দের মধ্যকার و অব্যয়টি ঐ দুইটি বিশেষ্য শব্দের একক অর্থ জ্যোতির্ময় সুস্পষ্ট কিতাব বা জ্যোতির্ময় কুরআন বুঝাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই و ব্যাখ্যাকারী সংযোজক অব্যয়। ইহার প্রমাণ পরবর্তী আয়াত, যাহাতে বলা হইয়াছে يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ অর্থাৎ ইহা (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যদি এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অর্থ বুঝাইত তাহা হইলে بِهٖ এর স্থলে بِهِمَا হইত। (আরও দেখুন: ৫:১৬, ৬:৯১,

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৬. যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে তাহাদিগকে ইহা (জ্যোতির্ময় কিতাব) দ্বারা আল্লাহ্ শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আলোতে লইয়া যান ও উহাদিগকে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

১৭. তাহারা তো কাফের হইয়াছেই যাহারা বলে, 'মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্ই আল্লাহ্'; বল, 'আল্লাহ্ মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্কে, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে' ? আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই ; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۫ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৮. ইয়াহূদী ও নাসারাগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁহার প্রিয়পাত্র' ; বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন ? না, বরং তোমরা মানুষ- তাহাদেরই মত যাহাদিগকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন' ; যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন ; আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّ لَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ

১৯. হে কিতাবীগণ! রসূলদের-প্রেরণে বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসূল আসিয়াছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসে নাই',

১১:১৭, ২১:৪৮)। কোন কোন অনুবাদে 'নূর' অর্থে রসূল (স.) বুঝান হইয়াছে- যাহা আদৌ সঠিক নহে। (দ্র. ৪:১৭৪ এবং ৬৪:৮)। রসূল (স.) রক্ত-মাংসের মানুষ (বাশার ; দেখুন ১৭:৯৪, ১৮:১১০)।

ع ৩

نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসিয়াছে ; আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়োপরি মহাশক্তিমান।

রুকু' ০৩

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নাবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্ববাসীর কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন'।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

২১.'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি[২৬১] নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না ; করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে'।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তাহারা বলিল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় (আমলিকা গোষ্ঠী) রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনই প্রবেশ করিব না, তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমরা প্রবেশ করিব'।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚۖ وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন- যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করিয়া দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে, আর তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর'।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا

২৪. তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে ততদিন আমরা সেখানে কখনই

২৬১। পবিত্র ভূমি অর্থাৎ তৎকালীন শাম (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও জর্দানের কিছু অংশ)।

প্রবেশ করিব না; সুতরাং তুমি ও তোমার রব্ব যাও এবং উভয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব'।	فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. (মূসা) বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই ; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দাও'।	قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَ اَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. তিনি বলিলেন, 'অতএব ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল, তাহারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে ; সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না'।	قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শুনাও ; যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিল তখন একজনের কুরবানী ক্বূল হইল এবং অন্যজনের ক্বূল হইল না ; সে (কাবিল) বলিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিবই'; (হাবিল) বলিল, 'বস্তুত আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের (কুরবানী) ক্বূল করেন'।•	وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. 'আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমি হাত তুলিব না ; আমি তো বিশ্বজগতের রব্ব- আল্লাহ্কে ভয় করি'।	لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আমি চাহি 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল',০	اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল, ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল, সেই কারণে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।	فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠাইলেন,	فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ

রুকু' ০৪

ع ٤ < وقف لازم

النصف

যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল ; সে বলিল, 'হায়! আমি এই কাকের মত হইতেও অক্ষম হইলাম যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করিতে পারি!', অতঃপর সে লজ্জিত হইল-০ ♣

كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣١﴾

মুআ' ০৭

৩২. এই নিমিত্তে♣, বানী ইসরাঈলের প্রতি আমরা বিধান দিলাম যে, হত্যার পরিবর্তে কাহাকেও হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মের কারণ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল[২৬২] ; আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল ; তাহাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, ইহার পরও তাহাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রহিয়া গেল।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

مسائقة ، وقف النبي صلى الله عليه وسلم

৩৩. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায় (ইহাই তাহাদের শাস্তি যে), তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা শূলে দেওয়া হইবে অথবা বিপরীত দিক[২৬৩] হইতে তাহাদের হাত ও পা কর্তন করা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে ; দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে-০

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ﴿٣٣﴾

৩৪. তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বেই যাহারা তাওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে, সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

رুকু' ০৫

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾ ع ٥ ٩

২৬২। অন্যায় হত্যার মন্দ পরিণতির কারণে।

২৬৩। 'বিপরীত দিক হইতে' অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা কর্তন করা হইবে।

৩৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় (সৎকর্ম দ্বারা) অন্বেষণ কর আর তাঁহার পথে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. নিশ্চয় যাহারা প্রত্যাখ্যান করে, ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ প্রদানের জন্য দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি* উহার সমস্তই তাহাদের হয় ও উহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইবে না (দ্র. ৩:৯১), এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।	يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর পুরুষ চোর এবং নারী চোর– তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর, ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. কিন্তু অপরাধ করিবার পর কেহ তাওবা করিলে এবং সংশোধন করিলে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাহার তাওবা ক্ববূল করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾
৪০. তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই ? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন ; এবং আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾
৪১. হে রসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়, যাহারা কুফুরিতে দ্রুত ধাবিত হয় উহাদের মধ্য হইতে যাহারা মুখে বলে, 'ঈমান আনিয়াছি'	يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ

মুআ' ০৮

অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে নাই, ♣এবং ইয়াহূদীদের মধ্যেও♣ (যাহারা) মিথ্যা শ্রবণে তৎপর, কানপাতিয়া (গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যে) শুনে এমন এক গোষ্ঠীর স্বার্থে- যাহারা তোমার নিকট আসে না ; শব্দগুলি যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত থাকার পরও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে, তাহারা বলে, 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা না দিলে বর্জন করিও' ; এবং আল্লাহ্ যাহার বিপর্যয় চাহেন তাহার জন্য আল্লাহ্র মুকাবিলায় তোমার কিছুই করিবার অধিকার নাই ; উহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না ; তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি।

وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَ اِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَّ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۴۱﴾

৪২. মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং অবৈধ (সুদ, ঘুষ ইত্যাদি) ভক্ষণে ভীষণ আসক্ত ; তবে যদি তাহারা তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও, তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪৩. আর কিরূপে তোমার উপর তাহারা বিচারভার ন্যস্ত করিবে[২৬৪]? অথচ তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত যাহাতে আল্লাহ্র বিধান আছে ; ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা মু'মিন নহে।

রুকু' ০৬

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করি ইহাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, নাবীগণ-

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ

২৬৪। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের উপর আ'মল করে না ; তাহারা মহানাবী (আ.) এর নিকট বিচার চায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

যাহারা ছিল আত্মসমর্পিত, তদনুসারে বিধান দিত ইয়াহূদীদিগকে, আরও (বিধান দিত) রব্বানীগণ (দ্র. টীকা ১৮৭) এবং পন্ডিতগণ ; কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী, অতএব মানুষকে ভয় করিও না আমাকেই ভয় কর, আর আমার আয়াতগুলি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না ; এবং আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তবে তো উহারাই কাফের।

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আর তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম ; অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে ; এবং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তবে তো উহারাই যালিম।

وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۫ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ۙ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আর তাহাদের (পূর্বের নাবীদের) অনুসরণের ক্রম ধারায়, মারইয়াম-পুত্র ঈ'সাকে পাঠাইয়াছিলাম তাওরাতের যাহা কিছু তাহাদের নিকট ছিল উহার সত্যায়নে, এবং তাহাকে ইনজীল দিয়াছিলাম উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো- আর তাওরাতের যাহা কিছু তাহাদের নিকট বর্তমান উহার সমর্থক এবং হিদায়াত ও উপদেশ স্বরূপ মুত্তাক্বীদের জন্যও ;০

وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং ইনজীল অনুসারিগণ যেন- আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয় ; আর আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা বিধান দেয় না, তবে তো উহারাই সত্যত্যাগী (ফাসিক্ব)। (দ্র. টীকা ২৫)।

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ﴿۴۸﴾

৪৮. আর আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন) নাযিল করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে, সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও মিনহাজ[২৬৫] নির্ধারণ করিয়াছি ; আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন তোমাদিগকে একই জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন ; সুতরাং প্রতিযোগিতা কর সৎকর্মে ; আল্লাহ্র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তোমরা ইহাতে যে মতভেদ করিতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন-০

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. আর আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করিতে (আদেশ করা হইল), এবং তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না ও তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে ; এরপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ চাহেন তাহাদের কতক পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে ; এবং অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসিক্ব। (দ্র. টীকা ২৫)।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع

৫০. তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম ?

রুকু' ০৭

২৬৫। شِرْعَةٌ : দ্বীনে চলিবার আইনকানুন। مِنْهَاجٌ : জীবনের সকল ক্ষেত্রে নাবী নির্দেশিত বাস্তব কর্মপন্থা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾

وقف غفران وقف لازم وقف منزل

৫১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে ; ইহারা একে অন্যের বন্ধু, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে উহাদেরই দলভুক্ত হইবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম জাতিকে সঠিকপথে পরিচালিত করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. কাজেই যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (মুনাফিক) তুমি তাহাদিগকে তাহাদের (ইয়াহূদী, নাসারা, মুশরিকদের) দিকে ধাবিত হইতে দেখিবে- এই বলিয়া, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে' ; তবে হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু (মু'মিনদিগকে) দিবেন, যাহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে ;০

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۵۳﴾

• তিন চতুর্থাংশ

الثلثة

৫৩. আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারাই কি সেইলোক যাহারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিত যে, তাহারা তোমাদের সঙ্গেই আছে'! তাহাদের সকল কাজ নিষ্ফল হইয়াছে ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।•

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۡ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۴﴾

৫৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের মধ্যে কেহ (কোন গোষ্ঠী) নিজ দ্বীন হইতে ফিরিয়া যায়, তবে অচিরেই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে ; তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করিবে না ; ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

৫৫. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু আল্লাহ্, তাঁহার

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾	রসূল ও যাহারা ঈমান আনিয়াছ- তাহারা সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং তাহারা (সদা) বিনয়াবনত থাকে।
وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ ع ৪ ১২	৫৬. আর যে আল্লাহ্, তাঁহার রসূল ও যাহারা ঈমান আনিয়াছ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে, তবে তো আল্লাহ্র দলই বিজয়ী হইবে। রুকু' ০৮
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾	৫৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, আর আল্লাহ্কে ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হও।
وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾	৫৮. আর তোমরা যখন সলাতের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে তামাশা ও খেলা হিসাবে গ্রহণ করে ; ইহা এই হেতু যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।
قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾	৫৯. বল, 'হে কিতাবীগণ! শুধু এই জন্যেই কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও যাহা পূর্বে নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি ? আর তোমাদের অধিকাংশই তো ফাসিক্ব (সত্যত্যাগী)'।
قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾	৬০. বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে ? যাহাকে আল্লাহ্ লা'নত করেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর বানাইয়াছেন আর যাহারা ত্বাগূতের (টীকা ১৫২) দাসত্ব করে ; উহারাই নিকৃষ্ট অবস্থানে ও সরলপথ হইতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট'।

وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖ وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যখন তোমাদের নিকট আসে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা কুফুরি লইয়াই প্রবেশ করে ও উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায় ; আর আল্লাহ্ সর্বাধিক অবহিত যাহা তাহারা গোপন করে।

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আর তাহাদের অনেককেই দেখিবে পাপকাজে, সীমালংঘনে ও অবৈধ (সুদ, ঘুষ ইত্যাদি) ভক্ষণে তৎপর ; তাহারা যাহা করে তাহা কতই না নিকৃষ্ট!

لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না ? ইহারা যে কূট-কৌশল করে তাহাও কতই না নিকৃষ্ট!

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

وقف لازم

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে 'আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ (কৃপণ)' ; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত ; বরং আল্লাহ্র উভয় হস্তই প্রসারিত ; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন ; তোমার রব্ব এর নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি নাযিল হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কুফুরি বৃদ্ধি করিবেই ; আর তাহাদের মধ্যে আমরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি ; যখনিই তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে আল্লাহ্ উহা নিভাইয়া দেন- এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজে তৎপর থাকে ; আর আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টি কারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর কিতাবীগণ যদি* ঈমান আনিত ও ভয় করিত তাহা হইলে আমরা অবশ্য তাহাদের মন্দকাজ মোচন করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখময় জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করাইতাম।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع ৯ ১৩

৬৬. আর তাহারা যদি* তাওরাত ও ইনজীল প্রতিষ্ঠা করিত এবং তাহাদের রব্ব হইতে তাহাদের প্রতি যাহা (কুরআন) নাযিল হইয়াছে উহাও, তাহা হইলে তাহারা অবশ্য আহার্য লাভ করিত তাহাদের উপর হইতে ও পদতল হইতে ; তাহাদের মধ্যে একদল ন্যায়পন্থী ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যে আ'মল করে তাহা নিকৃষ্ট। রুকু' ০৯

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হে রসূল! তোমার রব্ব এর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা প্রচার কর ; এবং যদি (সঠিক প্রচার) না কর তবে তুমি তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইলে না[২৬৬] ; আর আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করিবেন মানুষ হইতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমান্যকারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা কোন কিছুতেই নহ, যে পর্যন্ত না তোমরা প্রতিষ্ঠা কর তাওরাত ও ইনজীল এবং যাহা তোমাদের রব্ব হইতে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে (কুরআন)' ; তোমার রব্ব এর হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহা তাহাদের মধ্যে অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করিবে, সুতরাং তুমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ

৬৯. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং সাবিয়ূ ও নাসারা, তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছে এবং (আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী) সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের কোন ভয়

২৬৬। রসূল (স.) এর অবর্তমানে, রিসালত অর্থাৎ 'আল্লাহ্র প্রদত্ত দ্বীন রসূলের অনুসরণে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা' এর দায়িত্ব প্রত্যেক মু'মিনের উপর বর্তায়। এই দায়িত্ব পালনে কর্মরতদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিবেন। পক্ষান্তরে দায়িত্ব পালনে অমান্যকারীদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত করিবেন না।

নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্থও হইবে না। (দ্র. ২:৬২ ও টীকা ৪৬)।

يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমরা বানী ইসরাঈলের হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম ; যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয়- তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে,০

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. আর তাহারা মনে করিয়াছিল তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না, ফলে তাহারা (তাহাদের অন্তর, দ্র. ২২:৪৬) অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছিল, তারপরও আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছিলেন, পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির (বেপরোয়া) হইল ; আর আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা তাহারা যাহা করে ।

وَ حَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২. তাহারা নিশ্চিত কাফের যাহারা বলে, 'মারইয়াম-তনয় মাসীহ্ই আল্লাহ্', অথচ মাসীহ্ বলিয়াছিল, 'হে বানী ইসরাঈল! (একমাত্র) আল্লাহ্র ই'বাদত কর যিনি আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব' ; কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম, আর যালিমদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭৩. তাহারাও নিশ্চিত কাফের যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে এক' ; যদিও একমাত্র ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; আর তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

وقف لازم

৭৪. তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾
৭৫. মারইয়াম-তনয় মাসীহ্ তো একজন রসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা পরম সত্যনিষ্ঠ ছিল ; তাহারা উভয়ে খাদ্য আহার করিত ; লক্ষ্য কর, আমরা উহাদের জন্য আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরও লক্ষ্য কর উহারা কিভাবে ভ্রষ্টপথে চালিত হইতেছে ?	مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ই'বাদত কর, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করিবার কোন ক্ষমতা যাহার নাই ? আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।	قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ؕ وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾
৭৭. বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে সত্যের বিপরীতে বাড়াবাড়ি করিও না ; এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে'।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾
৭৮. বানী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল তাহারা দাঊদ ও মারইয়াম-পুত্র ঈ'সার মুখে (কথায়) অভিশপ্ত হইয়াছিল ; ইহা এইহেতু যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।	لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. তাহারা যেসব গর্হিত কাজ করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না, তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট!	كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তাহাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে, কতই না নিকৃষ্ট যাহা তাহাদের নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠায়! যে	تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ

রুকু' ১০

ع ١٠ ١٤

اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ وَ فِى الۡعَذَابِ هُمۡ خٰلِدُوۡنَ ﴿۸۰﴾	কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপর ক্রোধান্বিত, আর তাহারা (পরকালে) শাস্তিতে স্থায়ী হইবে।
وَ لَوۡ كَانُوۡا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِىِّ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَا اتَّخَذُوۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ ﴿۸۱﴾	৮১. আর যদি* তাহারা আল্লাহ্র প্রতি, (এই) নাবীর প্রতি ও তাহার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিত, তাহা হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অনেকেই ফাসিক্।
لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الۡيَهُوۡدَ وَ الَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقۡرَبَهُمۡ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيۡسِيۡنَ وَ رُهۡبَانًا وَّ اَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۸۲﴾	৮২. অবশ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের নিকটতর বন্ধুত্বে তুমি উহাদিগকেই পাইবে যাহারা বলে 'আমরা নাসারা' ; ইহা এ হেতু যে, তাহাদের মধ্যে কিছু পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে এবং এই কারণে যে তাহারা অহংকার করে না।

পারা ৭

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর যখন তাহারা রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা শ্রবণ করে তখন যে সত্য উপলব্ধি করে উহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রু-বিগলিত দেখিতে পাইবে, তাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর'।

وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. 'আল্লাহ্তে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী হেতু থাকিতে পারে– যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে আমাদের রব্ব আমাদিগকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন'।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. অনন্তর তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত- যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে ; আর ইহাই মুহসিনদের (দ্র. টীকা ৩০৫) পুরস্কার।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾ ع ١١

৮৬. আর যাহারা প্রত্যাখ্যান করে ও আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে উহারাই জাহান্নামবাসী।

রুকু' ১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর, এবং ভয় (আনুগত্য) কর আল্লাহ্কে, যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সেই সকলের জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন, অতঃপর ইহার কাফফারা দশজন দরিদ্রকে এমন মধ্যম ধরনের আহার্য দান- যাহা তোমাদের পরিজনদের খাইতে দাও, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন গ্রীবাবদ্ধ ব্যক্তিকে (দ্র. টীকা ১১০৭) মুক্তি ; তবে যাহার সামর্থ্য নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম (দ্র. টীকা ১০৬) ; ইহাই তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ কর, আর তোমাদের শপথ রক্ষা করিও ; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা মান্যকারী হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! বাস্তবিকপক্ষে মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শাইত্বানের কার্যের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং উহা বর্জন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. বস্তুত শাইত্বান চাহে- মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র (নির্দেশ) স্মরণে ও সলাতে বাধা দিতে, এরপরও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না ?

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯২. আর তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও, অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে জানিয়া রাখ যে, বস্তুত সুস্পষ্ট প্রচারই আমাদের রসূলের কর্তব্য।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

৯৩. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের

جُنَاحٌ فِيۡمَا طَعِمُوۡۤا اِذَا مَا اتَّقَوۡا وَّ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوۡا وَّ اٰمَنُوۡا ثُمَّ اتَّقَوۡا وَّ اَحۡسَنُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۹۳﴾ ع ১৩ ২

কোন দোষ নাই যদি তাহারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সঠিক কর্ম করে, অতঃপর সাবধান হইয়া চলে ও ঈমান রাখে, পুনরায় তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও সুষ্ঠুরূপে সৎকর্ম সমাধা করে ; আর আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মপরায়ণদিগকে।

রুকু' ১২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَيَبۡلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَىۡءٍ مِّنَ الصَّيۡدِ تَنَالُهٗۤ اَيۡدِيۡكُمۡ وَ رِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ اللّٰهُ مَنۡ يَّخَافُهٗ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَمَنِ اعۡتَدٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۹۴﴾

৯৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন (ইহরাম অবস্থায়) শিকারের প্রাণী দ্বারা যাহা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসে, যাহাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে, সুতরাং ইহার পর কেহ সীমালংঘন করিলে, তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَقۡتُلُوا الصَّيۡدَ وَ اَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ وَ مَنۡ قَتَلَهٗ مِنۡكُمۡ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ هَدۡيًا بٰلِغَ الۡكَعۡبَةِ اَوۡ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيۡنَ اَوۡ عَدۡلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوۡقَ وَبَالَ اَمۡرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنۡ عَادَ فَيَنۡتَقِمُ اللّٰهُ مِنۡهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

৯৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করিও না ; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে উহা হত্যা করিলে, তাহার বিনিময় হইতেছে যাহা সে হত্যা করিল উহার (মূল্যের) অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক- কা'বায় প্রেরিতব্য হাদইয়ারূপে ; অথবা উহার কাফফারা[২৬৭] দরিদ্রদিগকে খাদ্যদান কিংবা সমসংখ্যক সিয়ামপালন, যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে ; যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন ; এবং কেহ পুনরায় করিলে আল্লাহ্ উহাকে দন্ড প্রদান করিবেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণে (শাস্তি প্রদানে) প্রতাপশালী।

اُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ الۡبَحۡرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمۡ وَ لِلسَّيَّارَةِ ۚ وَ حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ الۡبَرِّ

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের ও

২৬৭। অনুরূপ গৃহপালিত জন্তুর নির্ধারিত মূল্যও দান করা যায় এইভাবে যে, প্রতিটি মিসকীনকে সদাক্বা (এক ফিতরা পরিমাণ) দান করিবে অথবা সেই পরিমাণ খরচ করিয়া খাওয়াইবে অথবা যতজন মিসকীনকে ঐভাবে দান করা যায় ততটি সিয়াম পালন করিবে। (ই ফা ; বিস্তারিত দেখুন ই কাসীর)।

مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۹۶﴾

ভ্রমনকারীদের উপকারের জন্য, তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম ; আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে (জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ; দ্র. ২:২০৩)।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْیَ وَ الْقَلَآىِٕدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۹۷﴾

৯৭. আল্লাহ্ মানুষের স্থায়ী কল্যাণের জন্য কা'বাকে পবিত্র গৃহ নির্ধারিত করিয়াছেন এবং পবিত্র মাস, হাদইয়া ও মালা-পরিহিত পশুকেও (দ্র. টীকা ২৫৩) ; ইহা (এইহেতু যে) যেন তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, আর ইহাও যে আল্লাহ্ তো প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৮. জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর এবং ইহাও যে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ;০

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. প্রচার করাই কেবল রসূলের কর্তব্য ; আর তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তাহা জানেন।

قُلْ لَّا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ یٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ ع ۱۳/۲

১০০. বল, 'মন্দ ও ভাল সমান নয় যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে, সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর- যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার'।

রুকু' ১৩

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْیَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِیْنَ یُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ﴿۱۰۱﴾

১০১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ হইলে তাহা তোমাদিগকে কষ্ট দিবে, কুরআন নাযিলের সময় তোমরা যদি সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে[২৬৮] ; আল্লাহ্ উহার

২৬৮। অর্থাৎ কোন কোন অব্যক্ত বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করিলে বিষয়টি জটিল হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ: হজ্জের হুকুম হইলে এক ব্যক্তি নাবী (স.) কে বারবার প্রশ্ন করিল, হজ্জ কি প্রতি বৎসর ফরয ? নাবী (স.) কে প্রথম প্রথম নিশ্চুপ থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, যখন নিশ্চুপ থাকি তখন কেন প্রশ্ন কর, আমি হ্যাঁ বলিলে তবে তো তাহাই

(পূর্বেকার) ব্যাপারে ক্ষমা করিয়াছেন ; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১০২. তোমাদের পূর্বেও এক সম্প্রদায় এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল, অতঃপর উহাতে তাহারা অস্বীকারকারী বনিয়া যায়[২৬৯]।

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম[২৭০] এইগুলির কিছুই আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন নাই- কিন্তু কাফেরগণ আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে ; এবং তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا سَآئِبَةٍ وَّ لَا وَصِيْلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ وَّ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রসূলের দিকে আস', তাহারা বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে (যে মতাদর্শে) পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট' ; যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না এবং সঠিক পথেও ছিল না (তবুও কি তাহারা উহাদেরই অনুসরণ করিবে ?)।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের দায়দায়িত্ব তোমাদেরই উপর, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত থাক তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন তোমাদের সকলেরই, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

হইবে। যে বিষয়ে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিওনা। -তিরমিযী।

২৬৯। কোন অব্যক্ত বিষয়ে বেশী প্রশ্ন দ্বারা শাস্ত্র বিষয়ক জটিলতা সৃষ্টি হয়। ইহাতে মূল দায়িত্ব পালনে কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে ব্যক্তি বা সামষ্টিক পর্যায়ে এই কাজ পুরাপুরি পরিহার করিবার প্রবণতা ফুটিয়া উঠে। এই আয়াতে জটিলতা পরিহারের ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে।

২৭০। 'বুখারী'তে উল্লিখিত এই সব নামের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল:- বাহীরা - যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত; সাইবা - যে জন্তুকে প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত ; ওয়াসীলা- উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসবকারী উষ্ট্রী যাহা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত ; হাম- বিশেষ সংখ্যক রমনকারী উষ্ট্র যাহা প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। অন্ধকার যুগে এইসব পশুর অন্য কোন কর্মে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসীয়ত করিবার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিবে, তোমরা সফরে থাকিলে ও মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদের ছাড়া অন্যদের হইতে দুইজন সাক্ষী রাখিবে ; তোমাদের সন্দেহ হইলে সলাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমাণ রাখিবে, অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না- যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করিব না- করিলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অনন্তর যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত, তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদের হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলবর্তী হইবে ও আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই, করিলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾ ع

১০৮. এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা ইহার ভয়ে যে, তাহাদের শপথের পর (পুনরায়) শপথ করান হইবে ; আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর ; আর আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

রুকু' ১৪

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯. যেদিন আল্লাহ্ রসূলগণকে একত্র করিবেন এবং প্রশ্ন করিবেন (দ্র. ৪:৪১), 'তোমরা (দ্বীনের প্রতি আহ্বানে) কী উত্তর পাইয়াছিলে'? তাহারা বলিবে, '(এ বিষয়ে তাহাদের অন্তরের

প্রকৃত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে) আমাদের কোন জ্ঞানই নাই ; তুমিই তো গায়েব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত'।

১১০. (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মার্ইয়াম-তনয় ঈ'সা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর ; যখন পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম ; তুমি দোলনায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন তোমাকে কিতাব, হিকমাহ্, তাওরাত ও ইনজীল শিখাইয়াছিলাম ; আর যখন তুমি মাটি দ্বারা আমার অনুমতি ক্রমে পাখির আকৃতি তৈরী করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হইত, এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং যখন আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে, এবং যখন আমি তোমা হইতে বানী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম যখন তুমি তাহাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে, তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহারা বলিতেছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট যাদু'।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۫ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۚ وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾

وقف لازم

১১১. আরও (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীদিগকে[২৭১] আমি এই অহি করিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন', তাহারা বলিয়াছিল 'আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলিম'।

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১২. (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈ'সা! তোমার রব্ব কি

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ

২৭১। حَوَارِيُّوْنَ : একবচন حَوَارِيٌّ (হাওয়ারী) অর্থ শুভ্রচিত্তের বা সাদামনের লোকেরা, ভিন্ন অর্থে ঈ'সা (আ.) এর অনুসারীবৃন্দ। (দ্র. ৬১ : ১৪)।

السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۱۲﴾

আমাদের জন্য আকাশ হইতে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম'? সে বলিল, 'আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও'।

قَالُوۡا نُرِيۡدُ اَنۡ نَّاۡكُلَ مِنۡهَا وَ تَطۡمَئِنَّ قُلُوۡبُنَا وَ نَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَ نَكُوۡنَ عَلَيۡهَا مِنَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে, আর আমরা জানিতে পারি যে তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি'।• ● এক চতুর্থাংশ

الرّبع

قَالَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنۡزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوۡنُ لَنَا عِيۡدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنۡكَ ۚ وَ ارۡزُقۡنَا وَ اَنۡتَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. মারইয়াম-তনয় ঈ'সা বলিল, 'হে আল্লাহ্, আমাদের রব্ব! আমাদের জন্য আকাশ হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও ; (যাহা) হইবে আমাদের জন্য আনন্দ উৎসবস্বরূপ- (ইহা) আমাদের জন্যই প্রথম ও শেষ এবং তোমার হইতে নিদর্শন, এবং আমাদিগকে দান কর জীবিকা, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىۡ مُنَزِّلُهَا عَلَيۡكُمۡ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بَعۡدُ مِنۡكُمۡ فَاِنِّىۡۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۱۵﴾ ع

১১৫. আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব, কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফুরি করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ববাসীর অপর কাহাকেও দিব না'। রুকু' ১৫

ع ১৫ ৫

وَ اِذۡ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ ءَاَنۡتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوۡنِىۡ وَ اُمِّىَ اِلٰهَيۡنِ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبۡحٰنَكَ مَا يَكُوۡنُ لِىۡۤ اَنۡ اَقُوۡلَ مَا لَيۡسَ لِىۡ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنۡ كُنۡتُ قُلۡتُهٗ فَقَدۡ عَلِمۡتَهٗ ؕ تَعۡلَمُ مَا فِىۡ نَفۡسِىۡ وَ لَاۤ اَعۡلَمُ مَا فِىۡ نَفۡسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ عَلَّامُ الۡغُيُوۡبِ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. এবং যখন আল্লাহ্ বলিবেন 'হে মারইয়াম-তনয় ঈ'সা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে, তোমরা আল্লাহ্র পাশাপাশি আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর'? সে বলিবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নহে ; যদি তাহা বলিতাম তবে তুমি অবশ্যই তাহা জানিতে, আমার মনের কথা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের বিষয় আমি (এতটুকুও) অবগত নহি ; নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত'।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِیْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. 'তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই তাহা ব্যতীত যাহা তুমি আমাকে বলিতে আদেশ দিয়াছিলে যে, 'তোমরা আমার রব্ব ও তোমাদের রব্ব- আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর', এবং যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই প্রতিটি বিষয়ে পরম সাক্ষী'।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও তবে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়'। (দ্র. ১৪:৩৬)।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. আল্লাহ্‌ বলিবেন, 'ইহা সেই দিন যেদিন সত্যনিষ্ঠরা তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে ; তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহাসফলতা'।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا فِیْهِنَّ ؕ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۲۰﴾ ع ۱۶ ۶

১২০. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই ; এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু' ১৬

৬- সূরা আলআনআ'ম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০৭৩	তাওহীদ, রিসালাত, কুরআন ও আখিরাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ।
০৭৪-০৯০	ইবরাহীম (আ.) এর তাওহীদী দীক্ষার পর্যায়। নাবীগণের পথই সিরাত্বল মুস্তাকীম।
০৯১-০৯৪	আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি অবিশ্বাসী ও সন্দেহ-পোষণকারীদের জন্য সতর্কবার্তা।
০৯৫-১১৭	তাওহীদের যুক্তি, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি। অহির অনুসরণ করিবার নির্দেশ। কাফেরদের অন্ধতা ও হঠকারিতা।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১১৮-১২১	খাদ্য সম্পর্কে কতিপয় বিধান।
১২২-১২৯	আল্লাহ্ কাহাদের সঠিক পথ দেখান ?
১৩০-১৫০	জিন্ন ও ইনসানের প্রতি তাওহীদের যুক্তি। প্রচলিত শির্কসমূহের খণ্ডন। মনগড়া হালাল হারামের বাতুলতা।
১৫১-১৫৩	হারাম বিষয়সমূহের বিবরণ।
১৫৪-১৫৯	আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করিবার আহ্বান। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের অশুভ পরিণতি।
১৬০-১৬৫	ভালো কাজের সুফল, সিরাত্বল মুস্তাকীমের পরিচয়।

৬- সূরা আলআনআ'ম

মাক্কী ; আয়াত ১৬৫, রুকূ' ২০

٦ سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٦٥ ركوعاتها ٢٠

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তৈরী করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো ; এতদ্সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাহাদের রব্ব এর সমকক্ষ দাঁড় করায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾

২. তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর একটি ক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট আর একটি নির্দিষ্ট কাল[২৭২] আছে (যাহা তিনিই জ্ঞাত) ; এতদ্সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾

৩. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্ ; তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা অর্জন কর তাহাও তিনি অবগত।

وَ هُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾

৪. এবং তাহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহের এমন কোন আয়াত তাহাদের নিকট আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾

২৭২। অর্থাৎ ক্বিয়ামত ; (দ্র. ৩১ : ৩৪)।

৫. সুতরাং সত্য যখনই তাহাদের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে ; তবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহার (ফলাফলের) সংবাদ অচিরেই তাহাদের নিকট পৌঁছিবে।	فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٥
৬. তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমরা তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি ? তাহাদিগকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই এবং তাহাদের উপর আকাশ হইতে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, আর তাহাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।	اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٦
৭. আমরা যদি* তোমার প্রতি কাগজে (লেখার সামগ্রী) লিখিত কিতাবও নাযিল করিতাম আর তাহারা উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত তবুও কাফেররা বলিত, 'ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'।	وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧
৮. এবং তাহারা বলে, 'তাহার নিকট কোন মালাক প্রেরিত হয় না কেন' ? আর আমরা যদি* কোন মালাক প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে চূড়ান্ত ফয়সালা তো হইয়াই যাইত ; আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।	وَ قَالُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨
৯. আর যদি* তাহাকে মালাক করিতাম তবে তাহাকে তো মানুষ আকৃতিতেই পাঠাইতাম ; আর তাহাদিগকে সেই বিভ্রমে ফেলিতাম যে বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।	وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩
১০. আর তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তাহারা যাহা লইয়া	وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

রুকু' ০১

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে[২৭৩]।

يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

১১. বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর লক্ষ্য কর- (সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১২. বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা কাহার' ? বল, 'আল্লাহ্‌রই' ; দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; ক্বিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন- ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে অতএব তাহারা ঈমান আনিবে না।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. এবং রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু স্থিতিতে থাকে তাহা তাঁহারই ; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾

১৪. বল, 'আমি কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব ? আর তিনিই আহার্য দেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দেয় না' ; বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে যেন আমিই প্রথম ব্যক্তি হই' ; এবং (আরও আদিষ্ট হইয়াছি), 'তুমি কদাপিও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না'।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾

১৫. বল, 'আমি নিশ্চিত ভয় করি (সেই) কঠিন দিনের শাস্তির, যদি আমি আমার রব্ব এর অবাধ্যতা করি'।

قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

১৬. '(সেইদিন) যাহাকে উহা (শাস্তি) হইতে রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি তিনিই তো দয়া করিবেন ; আর ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা'।

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

২৭৩। পরিণামে আযাব তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

১৭. 'আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তবে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই ; আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান' ।	وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾
১৮. 'এবং তিনি আপন দাসদের উপর মহাপ্রতাপশালী; আর তিনি সর্বপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাতা' ।	وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۸﴾
১৯. বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী'? বল, 'আল্লাহ্- আমার ও তোমাদের মধ্যে পরম সাক্ষী ; এবং এই কুরআন আমার নিকট অহি করা হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করি ; তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সহিত অন্যান্য ইলাহ্ও আছে' ? বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না', (আরও) বল, 'তিনি তো একক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শির্ক কর তাহা হইতে আমি অবশ্যই সম্পর্কহীন' ।	قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫ شَهِيْدٌۢ بَيْنِیْ وَ بَيْنَكُمْ ۫ وَ اُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾ وقف لازم
২০. আমরা যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে (রসূলকে) সেইরূপ চিনে যেইরূপ তাহারা চিনে তাহাদের সন্তানদিগকে ; যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করিয়াছে, সুতরাং তাহারা ঈমান আনিবে না।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾ وقف لازم ع ۲ ۱۰
২১. আর যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁহার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? নিশ্চয় যালিমরা (আদৌ) সফলকাম হয় না।	وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾
২২. আর যেদিন তাহাদের সকলকে আমরা একত্র করিব, অতঃপর যাহারা শির্ক করিত তাহাদিগকে বলিব, 'যাহাদিগকে তোমরা (আমার) শরীক মনে করিতে, তাহারা কোথায়' ?	وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾

রুকু' ০২

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তাহাদের ইহা ব্যতীত বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না, 'আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমাদের রব্ব! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না'।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখ, তাহারা নিজেদের উপর কিরূপ মিথ্যা বলে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা কিভাবে তাহাদের হইতে উধাও হইয়া গেল!

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া শুনে, কিন্তু আমরা তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহার তাহা বুঝিতে না পারে, তাহাদের কর্ণকে করিয়াছি বধির ; এবং প্রতিটি নিদর্শন[২৭৪] প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে ঈমান আনিবে না ; এমন কি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন কাফেররা বলে, 'ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَ اِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তাহারা অন্যকে (উহা শ্রবণে) নিবৃত করে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজদিগকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি যদি* দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরা আমাদের রব্ব এর আয়াতকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম'!

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ

২৮. বরং, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের জন্য প্রকাশ পাইয়াছে ; আর যদি* তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইত, যাহা

২৭৪। اٰيَةٌ : আল্লাহ্‌র বাণী, প্রমাণ, নিদর্শন, সাক্ষ্য, চিহ্ন ইত্যাদি।

করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।

لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. এবং তাহারা বলিত, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন আর আমরা কখনও পুনরুত্থিত হইব না'।

وَ قَالُوْۤا اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. আর তুমি যদি* দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের রব্ব এর সম্মুখে থামানো হইবে ; এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে' ? তাহারা বলিবে, 'অবশ্যই সত্য, আমাদের রব্ব এর শপথ'! তিনি বলিবেন, 'সুতরাং তোমরা যে কুফুরি করিতে তজ্জন্য তোমরা (এখন) শাস্তির স্বাদ গ্রহন কর'।

وَ لَوْ تَرٰۤی اِذْ وُقِفُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَیْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰی وَ رَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾ ع ٣ ٩

রুকু' ০৩

৩১. যাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; এমনকি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন ক্বিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ'! তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করিবে ; দেখ, কতই না নিকৃষ্ট তাহারা যাহা বহন করিবে!

قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا یٰحَسْرَتَنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِیْهَا ۙ وَ هُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. এবং দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা বৈ আর কিছুই নহে ; তবে যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয় ; তোমরা কি বুঝিবে না ?

وَ مَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. অবশ্য আমরা জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, বস্তুত তাহারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَیَحْزُنُكَ الَّذِیْ یَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا یُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰلِمِیْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং তোমার পূর্বে অনেক রসূলকেই মিথ্যাসাব্যস্ত করা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাসাব্যস্ত করা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, আর আল্লাহ্‌র আদেশ পরিবর্তন হইবার নহে, এবং (এই বিষয়ে) রসূলগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে!

وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقًا فِی الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِی السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আর যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে, পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশের সোপান অন্বেষণ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর (ইহাতেও কিছু হইবার নহে) ; আর যদি* আল্লাহ্ চাহিতেন তাহাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করিতেন- অতএব তুমি কখনই অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।•

•অর্ধাংশ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. যাহারা (নিবিষ্টচিত্তে) শ্রবণ করে শুধু তাহারাই (সত্যের আহ্বানে) সাড়া দেয় ; এবং মৃতদিগকে আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন, অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা (বিচারের জন্যে) প্রত্যানীত হইবে ।

وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. তাহারা বলে, 'তাহার রব্ব এর নিকট হইতে কোন নিদর্শন তাহার প্রতি অবতীর্ণ হয় না কেন' ? বল, 'নিদর্শন অবতীর্ণ করিতে আল্লাহ্ অবশ্যই সক্ষম', কিন্তু তাহাদের অধিকাংশেরই (এ বিষয়ে) জ্ঞান নাই।

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَ لَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِی

৩৮. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই এবং নিজ ডানাদ্বয়ে উড়ন্ত এমন কোন পক্ষী নাই যাহা তোমাদের মতই এক একটি উম্মত[২৭৫]

النصف وقف غفران وقف منزل

২৭৫। প্রাণীকূল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত, তাহারাও আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মে নিজ নিজ জীবন যাপন করে।

الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾	নহে ; কিতাবে (কুরআনে) কোন কিছুই আমরা বাদ দেই নাই ; অতঃপর তাহাদের রব্ব এর প্রতি তাহাদিগকে একত্র করা হইবে।
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾	৩৯. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে নিমজ্জিত ; যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন ; এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সঠিকপথে প্রতিষ্ঠিত করেন।
قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾	৪০. বল, 'তুমি কি নিজেদের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ ? যদি আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয় অথবা তোমাদের ক্ষণ (মৃত্যু বা ক্বিয়ামত) উপস্থিত হয়, তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।
بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ ع ৪	৪১. 'বরং তোমরা শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে, তবে যদি তিনি ইচ্ছা করেন- তোমরা যে (কষ্টের) জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছ (তাহা) বিদূরিত করিবেন, আর তোমরা বিস্মৃত হইবে যাহাকে তোমরা (তাঁহার) শরীক করিতে'।
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾	৪২. তোমার পূর্বেও আমরা বহু জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছি, অতঃপর তাহাদিগকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।
فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾	৪৩. আমাদের শাস্তি যখন তাহাদের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না ? অধিকন্তু তাহাদের হৃদয় কঠিন হইল এবং তাহারা যাহা করিত শাইত্বান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করিত।
فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ	৪৪. অনন্তর যখন তাহারা তাহা ভুলিয়া গেল যে উপদেশ ইহা (কিতাব) দ্বারা দেওয়া হইয়াছিল,

রুকু' ০৪

তখন আমরা তাহাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিলাম ; অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল, যখন তাহারা উহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম, ফলে তখনই তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল।	كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾
৪৫. অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল ; আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের রব্ব।	فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬. বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে' ? দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿۴۶﴾
৪৭. বল 'তুমি কি নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়াছ ? যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হয়, যালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ ধ্বংস হইবে কি' ?	قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۷﴾
৪৮. আমরা রসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি, এরপর যে ঈমান আনে ও নিজকে সংশোধন করে, তবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না।	وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহাদিগকে শাস্তি স্পর্শ করিবে যেহেতু তাহারা সত্যত্যাগী ছিল।	وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۴۹﴾
৫০. বল, 'আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে, আর গায়েব সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি, এবং	قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ

রুকু' ০৫

তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে, নিশ্চয় আমি মালাক, আমার প্রতি যাহা অহি করা হয় আমি শুধু উহারই অনুসরণ করি' ; বল 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান' ? তবে কি তোমরা চিন্তাভাবনা কর না ?	اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع ۵ ۱۱
৫১. আর তুমি ইহা (কুরআন) দ্বারা সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের রব্ব এর নিকট হাশর করা হইবে (এমন অবস্থায় যে) তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, হয়ত তাহারা সাবধান হইবে!	وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۵۱﴾
৫২. এবং যাহারা তাহাদের রব্বকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না[২৭৬], তাহাদের কোনকিছুর জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নহে এবং তোমার কোনকিছুর জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে যে তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে, করিলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।	وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. আর এইভাবে তাহাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিলেন' ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন ?	وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তুমি বল, 'তোমাদের প্রতি নিরাপত্তা', তোমাদের রব্ব দয়া করা তাঁহার নিজের উপর আবশ্যিক করিয়া লইয়াছেন- এইরূপ যে তোমাদের মধ্যে কেহ (যদি) অজ্ঞতাহেতু মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাওবা করে এবং (নিজেকে) সংশোধন করে, তবে তো তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।	وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۴﴾

২৭৬। কাফেররা রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট দাবি করে, 'আপনার নিকট যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক (দরিদ্র মুসলিমগণ) ভিড় করে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিলে আমরা আপনার কথা শুনিতে পারি'। (দ্র. ১৮:২৮)।

রুকু' ০৬

৫৫. আর এইরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি ; এবং যাহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক তাহাদের ই'বাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে' ; বল, 'আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না- করিলে পথভ্রষ্ট হইব এবং আমি সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না'।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. বল, 'অবশ্যই আমি আমার রব্ব এর স্পষ্ট দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ; অথচ তোমরা উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর ; তোমরা যাহা (শাস্তি) সত্বর চাহিতেছ[২৭৭] তাহা আমার নিকট নাই ; কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই ; তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং মীমাংসাকারী হিসাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ'।

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. বল, 'তোমরা যাহা (শাস্তি) ত্বরা করিতেছ তাহা যদি* আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো মীমাংসা হইয়াই যাইত' ; এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর গায়েবের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না ; এবং তিনিই জানেন স্থলে ও সমুদ্রে যাহা কিছু আছে ; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, আর মৃত্তিকার অন্ধকারে না আছে এমন কোন শস্যদানা- আর্দ্র বা শুষ্ক, যাহা নাই সুস্পষ্ট কিতাবে[২৭৮]।

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

৬০. এবং তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের

وَ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا

২৭৭। কাফেররা বলিত, কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে সত্যই অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ্ আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি করুন অথবা আমাদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করুন।

২৭৮। অর্থাৎ لَوْحٌ مَحْفُوْظٌ (লাওহি মাহফূযে) ; দ্র. ৮৫ : ২২।

جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع ١٣

(নিদ্রারূপ মৃত্যুতে) পরিসমাপ্তি[২৭৯] ঘটান, এবং দিবসে তোমরা (ভাল-মন্দ) যাহা কর তাহা তিনি জানেন, অতঃপর ইহা (নিদ্রা) হইতে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয় ; অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।

রুকু' ০৭

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আর তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক (মালাক) প্রেরণ করেন ; অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের প্রেরিতরা (মালাকগণ) তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۫ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয় ; জানিয়া রাখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই ; এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বল, 'কে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকার (বিপদ) হইতে যখন তোমরা কাতর ভাবে ও গোপনে তাঁহাকে ডাক'? (এই বলিয়া) 'তিনি যদি আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্ত করেন (তাহা হইলে) আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং প্রত্যেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন, এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর'।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا

৬৫. বল, 'তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা তোমাদিগকে

২৭৯। يَتَوَفّٰى : পরিসমাপ্তি ঘটান। নিদ্রায় প্রাণ হরণ করিয়া জাগ্রত অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান হয়, অর্থাৎ নিদ্রারূপ মৃত্যু হয়। নিদ্রাতে যে মৃত্যুবরণ করে না, নিদ্রান্তে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (দ্র. ৩৯ : ৪২, টীকা ৮৬০)।

বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সহিত সংঘর্ষের আস্বাদন করাইতে তিনিই সক্ষম' ; দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।	مِّنۡ فَوۡقِكُمۡ اَوۡ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِكُمۡ اَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعًا وَّ يُذِيۡقَ بَعۡضَكُمۡ بَاۡسَ بَعۡضٍ ؕ اُنۡظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُوۡنَ ﴿۶۵﴾
৬৬. আর তোমার সম্প্রদায় উহাকে (কুরআন) অস্বীকার করে অথচ উহা সত্য ; বল, 'আমি নিশ্চিতই তোমাদের কার্যনির্বাহক (উকিল) নহি'।	وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوۡمُكَ وَ هُوَ الۡحَقُّ ؕ قُلۡ لَّسۡتُ عَلَيۡكُمۡ بِوَكِيۡلٍ ﴿۶۶﴾ ؕ
৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত সময়কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।	لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسۡتَقَرٌّ ۟ وَّ سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶۷﴾
৬৮. আর তুমি যখন দেখ তাহারা আমাদের আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক সমালোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় ; এবং শাইত্বান যদি তোমাকে ভুলাইয়াই দেয়, তবে স্মরণ হওয়া মাত্র যালিম সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না। (দ্র. ৪ : ১৪০)।	وَ اِذَا رَاَيۡتَ الَّذِيۡنَ يَخُوۡضُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنۡسِيَنَّكَ الشَّيۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّكۡرٰى مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۶۸﴾
৬৯. আর উহাদের কর্মের জবাবদিহির কোনই দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তায় না যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, কিন্তু উপদেশ প্রদান (মুত্তাক্বীদের কর্তব্য) যাহাতে উহারা সাবধান হয়।	وَ مَا عَلَى الَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ مِنۡ حِسَابِهِمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ وَّ لٰكِنۡ ذِكۡرٰى لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ ﴿۶۹﴾
৭০. আর বর্জন কর (তাহাদের সঙ্গ) যাহারা তাহাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহন করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে ধোঁকায় ফেলে, কিন্তু ইহা (কুরআন) দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, (সেদিন) যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না, এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহীত	وَ ذَرِ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَهُمۡ لَعِبًا وَّ لَهۡوًا وَّ غَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا وَ ذَكِّرۡ بِهٖۤ اَنۡ تُبۡسَلَ نَفۡسٌۢ بِمَا كَسَبَتۡ ۟ لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِىٌّ وَّ لَا شَفِيۡعٌ ۚ وَ اِنۡ تَعۡدِلۡ كُلَّ عَدۡلٍ لَّا يُؤۡخَذۡ مِنۡهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اُبۡسِلُوۡا بِمَا

كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

হইবে না ; ইহারাই নিজেদের অর্জনের জন্য ধ্বংস হইবে, ইহাদের জন্য উত্তপ্ত পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিত।

রুকু' ০৮

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না ? আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পরও আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শাইত্বানেরা দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করিয়া হয়রান করিয়াছে', যদিও তাহার (কতিপয়) সাথী ছিল- তাহারা তাহাকে সঠিকপথে আহ্বান করিয়া বলে, 'আমাদের নিকট আস'! বল, 'আল্লাহ্র পথই তো সঠিক পথ ; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে'-০

وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. 'এবং সলাত ক্বায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে ; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে'।

وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۙ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও' তখনই হইয়া যাইবে ; তাঁহার কথাই সত্য ; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই ; গায়েব ও প্রকাশ্য (সবকিছু সম্বন্ধে) তিনি পরিজ্ঞাত ; আর তিনিই অতীব প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।•

•তিন চতুর্থাংশ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّىْٓ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিল, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি'।

৭৫. আর এইভাবে আমরা ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা[২৮০] দেখাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।	وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. অতঃপর রাত্রি যখন তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল তখন সে তারকা দেখিয়া বলিল, 'ইহা আমার রব্ব', অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল, বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পছন্দ করি না'।	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদ্ভাসিত হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার রব্ব', যখন ইহাও অস্তমিত হইল, বলিল, 'আমাকে আমার রব্ব সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইব'।	فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমান হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহাই আমার রব্ব, ইহা সর্ববৃহৎ'[২৮১] ; যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক কর তাহা হইতে নিশ্চয় আমি সংশ্রবহীন'।	فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. 'নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি',০	اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তখন তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল, সে বলিল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? অথচ	وَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ؕ وَ لَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ

২৮০। অর্থাৎ স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন ব্যবস্থা।

২৮১। এই সকল জ্যোতিষ্ক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। ইহারা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ, ইহারা আল্লাহ্‌র শরীক হইতে পারে না। ইবরাহীম (আ.) শির্‌ক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন ; আমার রব্ব অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর উহাকে আমি ভয় করি না ; প্রতিটি বিষয় আমার রব্ব এর জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না' ?	يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. 'আর কিরূপে আমি ভয় করিব তোমরা যাহাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক কর ? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করিতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন দলিল দেন নাই ; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুইদলের মধ্যে কে নিরাপত্তা লাভে বেশি হক্বদার' ?	وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾ وقف لازم
৮২. যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম (শির্‌ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, তাহাদেরই জন্য নিরাপত্তা এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع ٩ ١٥
৮৩. আর ইহাই আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার জাতির মুকাবিলায় ; (এইভাবে) আমরা যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি ; নিশ্চয়ই তোমার রব্ব অতীব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	وَ تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক্ব ও ইয়া'কূবকে ; উভয়ের প্রত্যেককে হিদায়াত দিয়াছিলাম ; পূর্বে নূহকেও হিদায়াত দিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূণকে ; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি-০	وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈ'সা ও ইলইয়াসকে (সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম) ; প্রত্যেকেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত-০	وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾

রুকু' ০৯

وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. আরও (সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম) ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ', ইউনুস ও লূতকে ; এবং প্রত্যেককে মর্যাদা দান করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর-০

وَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾

৮৭. এবং ইহাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে, আর আমরা মনোনীত করিয়াছিলাম তাহাদিগকে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. ইহাই আল্লাহ্‌র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন ; আর তাহারা যদি* শির্‌ক করিত, তাহাদের কৃতকর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হইত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. আমরা উহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়ত দান করিয়াছি, সুতরাং যদি ইহারা[২৮২] এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে, তবে তো এমন এক সম্প্রদায়ের[২৮৩] প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾ ع ۱۲

৯০. উহাদিগকেই আল্লাহ্‌ সঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছেন, অতএব তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর ; বল, 'ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না ; ইহা তো শুধু বিশ্বমানবের জন্য উপদেশ'।

রুকু' ১০

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ

৯১. আর তাহারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা বলে, 'আল্লাহ্‌ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নাই' ; বল, 'কে নাযিল করিয়াছিলেন মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু

২৮২। ইহারা অর্থাৎ মহানাবী (স.) এর সময়ের বিধর্মীরা।
২৮৩। এক সম্প্রদায় অর্থে যাঁহারা রসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ঈমান আনিয়াছেন, তাঁহারা।

تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ, এবং তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যাহা তোমাদের পিতৃপুরষেরা ও তোমরা জানিতে না' ? বল, 'আল্লাহ্ই'- অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক সমালোচনারূপ খেলায় মগ্ন থাকিতে দাও।

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. আর এই মুবারক কিতাব আমরা নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের প্রত্যায়নকারী এবং যেন তুমি এতদ্দ্বারা উম্মুল কুরা[২৮৪] ও উহার চতুষ্পার্শ্বের লোকদের সতর্ক কর ; আর যাহারা আখিরাতে ঈমান রাখে তাহারা উহাতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সলাতের হিফাযত করে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. আর ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, কিংবা বলে 'আমার প্রতি অহি করা হয়' অথচ তাহার প্রতি কোন অহি করা হয় না, এবং যে বলে 'আল্লাহ্ যাহা নাযিল করেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব' ; আর যদি* তুমি দেখিতে পাইতে, যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় রহিবে এবং মালাকগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে 'বাহির কর তোমাদের প্রাণ! আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্য বলিতে ও তাঁহার আয়াত সম্বন্ধে তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে'।

وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ

৯৪. আর তোমরা তো আমাদের নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ, যেরূপ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম প্রথমবার ; তোমাদিগকে যাহা (সম্পদরাজি) দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছ, এবং তোমাদের সহিত আমরা

২৮৪। মক্কাকে উম্মুল কুরা বা শহরসমূহের মাতা বলা হয়, কারণ ইহাই হইল আদি শহর।

দেখিতেছি না সেই সুপারিশকারীদের যাহাদের সম্মন্ধে তোমরা ধারণা করিতে তোমাদের ব্যাপারে উহারা (আল্লাহ্‌র) শরীক ; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হইয়াছে আর তোমরা যাহা ধারণা করিতে তাহাও উধাও হইয়াছে।

شُرَكَآؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۹۴﴾

ع ١٤

রুকু' ১১

৯৫. আল্লাহ্‌ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন ; তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন ; তিনিই তো আল্লাহ্‌, সুতরাং কোথায় ফিরিয়া যাইতেছ তোমরা ?

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৬. তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং (সময়ের) সূক্ষ্ম গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র ; এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপিত ব্যবস্থাপনা।

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۶﴾

৯৭. আর তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথের দিশা পাও ; নিশ্চয় আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۹۷﴾

৯৮. আর তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর (তোমাদের জন্য রহিয়াছে) দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অবস্থান[২৮৫]; আমরা তো আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি অনুধাবনকারী জাতির জন্য।

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৯. এবং তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা নানা-প্রকার

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا

২৮৫। مُسْتَقَرٌّ: দীর্ঘকালীন অবস্থান/আবাস, مُسْتَوْدَعٌ: স্বল্পকালীন অবস্থান/আবাস- ইহাদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রহিয়াছে। একটি মত হইল, প্রথমে মাতৃগর্ভে রাখা হয়, তারপর দুনিয়ায় আসে, এখানে মৃত্যু হয় ও কবরস্থ করা হয়, সর্বশেষে কর্মফল অনুযায়ী জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়া। ভিন্নমতে, জীবন পরিক্রমায় যে কোন দীর্ঘকালীন অবস্থান/আবাস এবং স্বল্পকালীন অবস্থান/আবাস।

بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَیْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّیْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰی ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ یَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكُمْ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۹۹﴾

উদ্ভিদের চারা উদ্গম করি ; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা বাহির করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট (শীষ হইতে) শস্যদানা উৎপন্ন করি, এবং খর্জুরবৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি (বাহির করি) আর (তৈরী করি) আংগুরের উদ্যান, জলপাই ও দাড়িম্ব- একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও ; লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি, যখন উহা ফলবান হয় এবং উহা পরিপক্ব হয় ; এই সমস্ত (প্রক্রিয়ায়) অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِیْنَ وَ بَنٰتٍۢ بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ ع ۱۲ ۱۸

১০০. আর তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে ; তিনি পবিত্র-মহিমান্বিত! এবং তাহারা যে মিথ্যারোপ করে তিনি উহার অতি ঊর্ধ্বে।

রুকু' ১২

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰی یَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۱﴾

১০১. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্রষ্টির সুচনাকারী ; তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে ? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই ; এবং তিনিই তো সৃষ্টি করিয়াছেন প্রতিটি বস্তু, আর প্রতিটি বিষয়ে তিনিই সবিশেষ অবহিত।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২. তিনিই তো আল্লাহ্ তোমাদের রব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, সব কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁহারই দাসত্ব কর, আর তিনি প্রত্যেক বিষয়োপরি কর্মসম্পাদক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. (কোন) দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি, এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ

১০৪. তোমাদের রব্ব হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে, অতএব যে

অন্তর্দৃষ্টি দিল সে নিজেই লাভবান হইবে, এবং যে অন্ধ রহিল সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ; আর আমি[২৮৬] তোমাদের সংরক্ষক নহি।	فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَ مَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۱۰۴﴾
১০৫. এবং আমরা এইভাবে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি, অথচ উহারা বলে- 'তুমি পাঠ গ্রহন করিয়াছ'[২৮৭], আর আমরা ইহা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।	وَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَ لِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَ لِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾
১০৬. তোমার রব্ব হইতে তোমার প্রতি যাহা অহি করা হয় তুমি উহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোনই ইলাহ্ নাই, এবং মুশরিকদের ব্যাপারে বিমুখ থাক।	اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾
১০৭. আর আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শির্ক করিত না ; এবং আমরা তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই, আর তুমি তাহাদের উপর কর্মসম্পাদক (উকিল) নহ।	وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾
১০৮. এবং আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা তাহারাও আক্রোশে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্কে গালি দিবে ; এইভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের (মন্দ) কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি[২৮৮], অতঃপর তাহাদের রব্ব এর দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাহাদের কৃতকর্ম তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন।	وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾
১০৯. আর তাহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা ইহাতে ঈমান আনিত ; বল, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্র	وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ لَىِٕنْ جَآءَتْهُمْ اٰیَةٌ لَّیُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا یُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا

২৮৬। আমি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.)।

২৮৭। একজন নিরক্ষর (উম্মী) মানুষের মুখে এমন জ্ঞান ও সত্যের বাণী শুনিয়া তাহাদের উচিত ছিল তাহার প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তাহারা বলে, আপনি কাহারও নিকট পাঠ লইয়াছেন বা শিক্ষা গ্রহন করিয়াছেন।

২৮৮। (দ্র. ২৭:৪) ।

ইখতিয়ারভুক্ত', আর নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে ঈমান আনিবে না, ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে ?	يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. আর তাহারা যেমন প্রথমবার উহাতে ঈমান আনে নাই, তেমনি আমরাও তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।	وَ نُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾ ع ١٣ ١٩

রুকু' ১৩

পারা ৮

وَ لَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. আর যদি* আমরা তাহাদের প্রতি মালাক প্রেরণ করিতাম, মৃতেরা তাহাদের সহিত কথাও বলিত এবং সকল কিছু তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম তবুও তাহারা ঈমান আনিত না- যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আর এইভাবে আমরা মানব ও জিন্নের মধ্যকার শাইত্বানদিগকে প্রত্যেক নাবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে ; আর যদি* তোমার রব্ব ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না ; সুতরাং তুমি বর্জন কর তাহাদিগকে ও তাহাদের মিথ্যা রচনাকে।

وَ لِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাহাদের মন যেন উহার (শাইত্বানের) প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহাই যেন তাহারা করিতে থাকে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (বল), 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য মীমাংসাকারী সন্ধান করিব- যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সবিস্তারে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন'! আমরা যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার রব্ব এর নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তুমি কদাপিও সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার রব্ব এর বাণী পরিপূর্ণ ; তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ

১১৬. আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

কথামত চল, তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে ; তাহারা তো শুধু অমূলক ধারণা অনুসরণ করে ; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. নিশ্চয় তোমার রব্ব সবিশেষ অবহিত, কে তাঁহার পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হয়, এবং সৎপথে যাহারা আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. সুতরাং যে (পশু জবাহে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় তাহা হইতে আহার কর যদি তোমরা তাঁহার বিধানে বিশ্বাসী হও।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. আর তোমাদের হইল কী, যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় (শুধু) তাহা হইতে খাও না ? অথচ তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা তিনি তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হইলে তাহা স্বতন্ত্র ; আর অজ্ঞতা হেতু অনেকেই নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে ; নিশ্চয়ই তোমার রব্ব সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর ; যাহারা পাপ অর্জন করে তাহাদিগকে অচিরেই তাহাদের অর্জিত পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾ ع ١٤

১২১. আর যে (পশু জবাহে) আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই তোমরা খাইও না, উহা অবশ্যই ঘোরতর পাপ ; এবং নিশ্চয়ই শাইত্বানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সহিত বিতন্ডা করিতে প্ররোচনা দেয় ; আর যদি তোমরা তাহাদের কথামত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

রুকু' ১৪

اَوَ مَنۡ كَانَ مَيۡتًا فَاَحۡيَيۡنٰهُ وَ جَعَلۡنَا لَهٗ نُوۡرًا يَّمۡشِىۡ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنۡ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٍ مِّنۡهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. যে ব্যক্তি মৃত (ঈমানহারা) ছিল, পরে যাহাকে আমরা জীবিত (ঈমানদার) করিয়াছি এবং তাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক (কুরআন) দিয়াছি- সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে অন্ধকারপুঞ্জে রহিয়াছে এবং উহা হইতে বাহির হইবার নহে ? এইরূপে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাহাদের কৃতকর্মকে চাকচিক্যময় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنَا فِىۡ كُلِّ قَرۡيَةٍ اَكٰبِرَ مُجۡرِمِيۡهَا لِيَمۡكُرُوۡا فِيۡهَا ؕ وَمَا يَمۡكُرُوۡنَ اِلَّا بِاَنۡفُسِهِمۡ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩. আর এইরূপে আমরা প্রত্যেক জনপদে উহার অপরাধীদের প্রধানদিগকে সেখানে ষড়যন্ত্র করার অবকাশ দিয়াছি ; কিন্তু তাহারা শুধু নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَاِذَا جَآءَتۡهُمۡ اٰيَةٌ قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡمِنَ حَتّٰى نُؤۡتٰى مِثۡلَ مَاۤ اُوۡتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا صَغَارٌ عِنۡدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيۡدٌ ۢ بِمَا كَانُوۡا يَمۡكُرُوۡنَ ﴿۱۲۴﴾

وقف لازم
وقف منزل

১২৪. আর যখন তাহাদের নিকট কোন আয়াত আসে তখন তাহারা বলে, 'আল্লাহ্‌র রসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না' ; আল্লাহ্‌ই ভালমত জানেন তাঁহার রিসালাতের (দ্র. টীকা ২৬৬) দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন ; যাহারা অপরাধ করে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইবেই।

فَمَنۡ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنۡ يَّهۡدِيَهٗ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ ۚ وَمَنۡ يُّرِدۡ اَنۡ يُّضِلَّهٗ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجۡعَلُ اللّٰهُ الرِّجۡسَ عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. বস্তুত আল্লাহ্‌ কাহাকেও হিদায়াত দিতে চাহিলে তাহার অন্তর ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন, এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার অন্তর সংকীর্ণ করিয়া দেন, তাহার কাছে (ইসলাম অনুসরণ) যেন আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে[২৮৯]; যাহারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এইভাবে লাঞ্ছিত করেন।

২৮৯। 'আকাশে আরোহণ' : একটি আরবি বাগধারা, ইহার অর্থ কোন কাজ আকাশে উঠার মত দুঃসাধ্য হইয়া যাওয়া।

وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর ইহাই তোমার রব্ব-নির্দেশিত সঠিক পথ ; আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি সেই লোকদের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তাহাদের রব্ব এর নিকট তাহাদের জন্য রহিয়াছে শান্তির আবাস এবং তিনিই তাহাদের অভিভাবক এই কারণে যে তাহারা (উত্তম) কর্ম করিত।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَ قَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. আর সেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন (এবং বলিবেন), 'হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করিয়াছিলে' এবং মানুষের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময়কাল নির্ধারণ করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইয়াছি' ; তিনি বলিবেন, 'অগ্নিই তোমাদের আবাস তথায় তোমরা স্থায়ী হইবে', যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন[২৯০]; অবশ্যই তোমার রব্ব মহাপ্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ ع ١٥ ٢

১২৯. আর এইভাবে আমরা যালিমদের এক দলকে অন্য দলের বন্ধু করিয়া থাকি এই হেতু যে উহারা (পাপ) অর্জন করিত।

রুকু' ১৫

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا

১৩০. (উহাদিগকে বলা হইবে) 'হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদের মধ্য হইতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নাই- যাহারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করিত এবং

২৯০। মুশরিকদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ জানাইয়া দিয়াছেন। 'যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন' অথবা 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন' এ জাতীয় আয়াত সমূহ এবং অনেক হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঈমানদার অপরাধীদের শাস্তি এক পর্যায়ে সীমিত হইবে। (আরও দেখুন ৬:১২, ৬:৫৪, ৭:১৫৬, ১১:১০৭। আরও দেখুন ; ইউসুফ আলী: টীকা ৯৫১ ; মুহাম্মাদ আসাদ: সুরা ৬ -টীকা ১১৪, সুরা ৪০ -টীকা ১০)।

وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

তোমাদিগকে এইদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত' ? উহারা বলিবে 'আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম' ; বস্তুত দুনিয়ার জীবন উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. ইহা এই হেতু যে, কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করা তোমার রব্ব এর রীতি নহে, যখন উহার অধিবাসীরা অনবহিত থাকে।

وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী উহার অবস্থান রহিয়াছে ; এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে তোমার রব্ব অনবহিত নহেন।

وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর তোমার রব্ব অভাবমুক্ত, দয়ার আধার ; তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদের পরে ইচ্ছামাফিক স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন- যেরূপ তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তোমাদিগকে যাহা ওয়া'দা করা হইতেছে উহা ঘটিবেই- আর তোমরা তাহা কখনই ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যাহা করিতেছ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি, তবে তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে- কাহার পরিণাম মঙ্গলময় ; যালিমরা কখনও সফলকাম হইবে না'।

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى

১৩৬. আর তিনি যে শস্যাদি ও গবাদিপশু বিস্তার করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতাদের জন্য', পরে যাহা তাহাদের

দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহ্‌র অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের নিকট পৌঁছায় ; তাহারা যে মীমাংসা করে তাহা কতই না নিকৃষ্ট![২৯১]

اللّٰهِ ۚ وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. এবং এইভাবে তাহাদের দেবতারা মুশরিকদের অনেকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ; আল্লাহ্ যদি* চাহিতেন তাহারা ইহা করিত না, সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা-পন্থা লইয়া থাকিতে দাও।

وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আর তাহারা (তাহাদের ধারণামতে) বলে, 'এইসব গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ, আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ উহা খাইতে পারিবে না', এবং কতক পশুর পৃষ্ঠে (আরোহণ) নিষিদ্ধ করা হয় ও কতক পশু (জবেহ করিতে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না ; (এইসব তাহারা করে) তাঁহার উপরে মিথ্যা আরোপের লক্ষ্যে ; তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

وَ قَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۖۗ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. তাহারা আরও বলে, 'এইসব গবাদিপশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ ; আর উহা যদি মৃত হয় তবে (নারী-পুরুষ) সকলেই ইহাতে অংশীদার' ; তিনি তাহাদের এইরূপ (উদ্ভট) বক্তব্যের প্রতিফল অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন ; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

২৯১। অন্ধকার যুগে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদিপশু আল্লাহ্ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করিত ; ভাল ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, অধিকন্তু আল্লাহ্‌র ভাগ হইতে দেবতাদের ভাগে মিশাইয়া দিত এই বলিয়া যে, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার প্রয়োজন নাই, দেবতারা মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ তাহারা এতটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মা'বূদ হইতে পারে।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগস্ত যাহারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত তাহাদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিষিদ্ধ গণ্য করে- আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপের উদ্দেশ্যে ; তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।●

وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ﴿۱۴۱﴾

১৪১. আর তিনিই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন কান্ডবিহীন লতা ও কান্ডবিশিষ্ট বৃক্ষের উদ্যানরাজি এবং খর্জুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ-বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তূন ও দাড়িম্ব একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও ; আর তোমরা উহার ফল আহার করিবে যখন ফলবান হয় এবং ফসল তুলিবার দিনে উহার হক্ব[২৯২] প্রদান করিও এবং অপচয় করিও না ; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না-০

وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۴۲﴾

১৪২. আর গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক খর্বাকৃতির, আল্লাহ্ যাহা তোমাদিগকে রিয্ক্ব দিয়াছেন তাহা হইতে আহার কর এবং শাইত্বানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না[২৯৩] ; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু-০

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. (নর ও মাদী) আট প্রকার[২৯৪], মেষের দুইটি ও ছাগলের দুইটি ; বল, 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা ? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর'-০

২৯২। কি পরিমাণ দেয় তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সর্বোত্তম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মক্কায় অবস্থানকালীন ফকীর-মিসকীনদিগকে উৎপন্ন ফসলের এক অনির্ধারিত অংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। মদীনায় হিজরতের ২য় বর্ষে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, ১/২০ অংশ সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলে, ১/১০ অংশ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে। ইহাকে উশর বলে, ইহা ফসলের যাকাত স্বরূপ দেয়।

২৯৩। নিজেদের মনগড়া হালাল-হারাম নির্ধারণ করিয়া ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া।

২৯৪। اَزْوَاجٌ: একবচন زَوْجٌ শব্দের কতিপয় অর্থের একটি হইল 'প্রকার'। যে সকল পশুকে অন্ধকার যুগের লোকেরা খেয়াল-খুশিমত হালাল-হারাম করিত, তাহা সামষ্টিকভাবে আট প্রকার। (দ্র. আয়াত ৬ : ১৪৩, ১৪৪ ; ই ফা)।

وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ
ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ
اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ ع ۱۶

১৪৪. আর উটের দুইটি ও গরুর দুইটি, বল 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা ? এবং আল্লাহ্ যখন তোমাদিগকে এইসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে' ? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চেয়ে অধিক যালিম আর কে ? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

রুকু' ১৭

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى
طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا
مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا
عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. বল, 'আমার প্রতি যে অহি করা হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না- মৃত (জীব), বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র, অথবা অবৈধ- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে', তবে কেহ অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন ব্যতিরেকে নিরুপায় হইয়া (উহা আহার করিলে দ্র. ২:১৭৩), তোমার রব্ব তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَ
مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ
اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۫ وَ اِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. আর আমরা ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত প্রত্যেক পশু হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত ; তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম, আর নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَ لَا
يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭. অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে বল, 'তোমাদের রব্ব সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না'।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ

১৪৮. যাহারা শির্ক করে তাহারা বলিবে,

'আল্লাহ্ যদি* চাহিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করিতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করিতাম না'; এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমাদের শাস্তি ভোগ করিয়াছিল ; বল 'তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি ? থাকিলে আমাদের নিকট তাহা পেশ কর ; তোমরা তো শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া মিথ্যাই বল'।

اَشْرَكْنَا وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ شَیْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿۱۴۸﴾

১৪৯. বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্রই, তবে যদি* তিনি চাহিতেন তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিতেন'।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৫০. বল, 'আল্লাহ্ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে হাযির কর', তবে তাহারা (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সহিত (ইহার) সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, যাহারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের রব্ব এর সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِیْنَ یَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۰﴾ ع ১৮ ৫

রুকু' ১৮

১৫১. বল, 'আস, তোমাদের রব্ব তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনাই, তোমরা তাঁহার কোন শরীক করিবে না ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না ; আমরাই তোমাদের ও তাহাদিগকে রিয্ক্ব দিয়া থাকি, প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক অশ্লীলতার নিকটেও যাইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে না' ; এইভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَیْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِیَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾

১৫২. আর ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে, আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে- স্বজনের সম্পর্কে হইলেও, এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে ; এইভাবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর-০

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. এবং এই পথই আমার সঠিক পথ সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ করিবে, এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে ; এইভাবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ ع ۱۹/۶

রুকু' ১৯

১৫৪. অতঃপর আমরা মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য পূর্ণাঙ্গ, যাহা প্রতিটি বিষয়ের বিশদ বিবরণ, এবং পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ- যাহাতে তাহারা তাহাদের রব্ব এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. আর এই কিতাব আমরা নাযিল করিয়াছি যাহা কল্যাণময়, সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে-০

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. পাছে তোমরা বল, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুইদলের (ইয়াহূদী ও নাসারা) প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আমরা উহাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অনবহিত ছিলাম'-০

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ

১৫৭. কিংবা তোমরা বল, 'যদি* কিতাব

اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম', এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রহমত আসিয়াছে, অতঃপর যে কেহ আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে ? যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, এই বিমুখিতার জন্য তাহাদিগকে আমরা নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তাহারা কি (ঈমান আনিবার ব্যাপারে) শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট মালাকগণ আসিবে, কিংবা তোমার রব্ব আসিবেন, কিংবা তোমার রব্ব এর কোন নিদর্শন আসিবে ? যেদিন তোমার রব্ব এর কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন তাহার ঈমান কোন কাজে আসিবে না[২৯৫], যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই ; বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রহিলাম'।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. নিশ্চয় যাহারা তাহাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নাই ; বস্তুত তাহাদের বিষয় আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত, অতঃপর তিনিই তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তাহারা করিত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا

১৬০. কেহ (কোন) সৎকার্য লইয়া আসিলে (পরকালে) তাহার জন্য অনুরূপ দশগুণ হইবে, আর কেহ (কোন) অসৎ কার্য লইয়া আসিলে

২৯৫। মৃত্যু অথবা ক্বিয়ামতের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইবার পরে কাফেরের ঈমান ও গুনাহগারের তাওবা ক্বুবুল হইবে না।

তাহাকে শুধু অনুরূপ প্রতিফলই দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।	يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾
১৬১. বল, 'আমার রব্ব তো আমাকে সঠিকপথে পরিচালিত করিয়াছেন, উহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন– ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, (সে ছিল) একনিষ্ঠ, এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'।	قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. বল, 'আমার সলাত ও আমার কুরবাণী (ত্যাগ- তিতিক্ষা) এবং আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে'-০	قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. 'তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট, আর আমিই মুসলিমদের[২৯৬] সর্বপ্রথম'।	لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য রব্বকে খুঁজিব ? অথচ তিনিই সব কিছুর রব্ব' ; প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রব্ব এর নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।	قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ؕ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. আর তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত-প্রজন্ম, দ্র. টীকা ২৭) বানাইয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন ; নিশ্চয় তোমার রব্ব তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।•	وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

•সূরা আ'রাফ রুকূ' ২০

النصف ٢٠ ع ٧

২৯৬। ইসলামের এই তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম অনুগত বা আত্মসমর্পনকারী।

৭- সূরা আলআ'রাফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০১০	কুরআন অনুসরণের নির্দেশ। যাহারা আল্লাহ্‌র রসূলদের অনুসরণ করে নাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।
০১১-০২৫	মানুষের সাথে শাইত্বানের দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার ইতিবৃত্ত।
০২৬-০৫৮	বানী আদমকে শাইত্বানের চক্রান্তের ব্যাপারে সতর্ক। সৌন্দর্য হালাল। কি কি বিষয় হারাম ? ঈমানের পথ প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতি। মু'মিনদের শুভ পরিণতি। আ'রাফবাসীদের কথা। আল্লাহ্‌র মহাবিশ্ব সৃষ্টি। দুআ' করিবার পদ্ধতি। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
০৫৯-০৬৪	নিজ জাতির প্রতি নূহ (আ.) এর দাওয়াত। তাহাদের প্রত্যাখ্যান ও করুণ পরিণতি।
০৬৫-০৭২	আ'দ জাতির কাছে হূদ (আ.) এর দাওয়াত। আল্লাহ্‌র রসূলকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য আ'দ জাতির করুণ পরিণতি।
০৭৩-০৭৯	সামূদ জাতির কাছে সালিহ্ (আ.) এর দাওয়াত। আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি তাহাদের অস্বীকৃতি এবং করুণ পরিণতি।
০৮০-০৮৪	লূত (আ.) এর দাওয়াত ও উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিবার কারণে তাঁর জাতির করুণ পরিণতি।
০৮৫-০৯৩	শুআ'ইব (আ.) কর্তৃক মাদইয়ানবাসীদের সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা। তাহাদের প্রত্যাখ্যান এবং করুণ পরিণতি।
০৯৪-১০২	নাবীদের আগমণ ছিল বিভিন্ন জাতির জন্য পরীক্ষা। রসূলদের আনীত বার্তা গ্রহণ করিবার মধ্যেই ছিলো জাতিসমূহের কল্যাণ।
১০৩-১৩৭	মূসা (আ.) এর সহিত ফিরআ'উনের দ্বন্দ্ব ও তাহার ধ্বংসের ইতিহাস।
১৩৮-১৫৭	বানী ইসরাঈলদের সংশোধন করিবার জন্যে মূসা (আ.) এর আপ্রাণ চেষ্টা ও তাহাদের হঠকারিতা। তাহাদের মুক্তির পথ।
১৫৮	সমগ্র মানবজাতির প্রতি মুহাম্মাদ (স.) এর রিসালাত গ্রহণ করিবার আহ্বান।
১৫৯-১৭১	বানী ইসরাঈলীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বিবরণ এবং তাহাদের অবাধ্যতার ইতিহাস।
১৭২-২০৬	মানবাত্মাসমূহ হইতে আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ এবং ইহার কারণ। দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিপথগামিতা। ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হইবে ? শির্‌কের অসারতা। কুরআনই সত্য জ্ঞানের আলো।

৭- সূরা আলআ'রাফ

মাক্কী ; আয়াত ২০৬, রুকূ' ২৪

٧ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٠٦ ركوعاتها ٢٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম সয়া----দ,০

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾

২. তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং (ইহা) মু'মিনদের জন্য উপদেশ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

৩. তোমরা অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্ব হইতে যাহা (কিতাব এবং হিকমাহ্) অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ব্যতীত অন্য আওলিয়ার অনুসরণ করিও না ; তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।	اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣
৪. আর কত জনপদকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি! আমাদের শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।	وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤
৫. যখন আমাদের শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, 'নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম'।	فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥
৬. অতঃপর যাহাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব এবং রসূলগণকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব-০	فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦
৭. তৎপর আমরা তাহাদের নিকট (পূর্ণ) জ্ঞানের ভিত্তিতে (তাহাদের কার্যাবলী) অবশ্যই বিবৃত করিব, আর আমরা তো (তাহাদের নিকট হইতে) অনুপস্থিত ছিলাম না।	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧
৮. এবং সেই বিশেষ দিনের পরিমাপ সত্য, অতঃপর যাহাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হইবে, উহারাই সফলকাম[২৯৭] হইবে।	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨
৯. আর যাহাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হইবে, উহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিত।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝٩
১০. এবং আমরা তো তোমাদিগকে দুনিয়ায়	وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا

২৯৭। 'পাল্লা ভারী ও হালকা' এই ব্যাপারে আর ও দেখুন: ২৩:১০২-১০৩, এবং ১০১:০৬-০৯।

ع ৮

مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি ; (অথচ) তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞ হও।

রুকু' ০১

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾

১১. আর আমরাই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, তৎপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করি, অতঃপর আমরা মালাকদিগকে বলি 'আদমকে সিজদা কর' ; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল ; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না। (দ্র. টীকা ২৮)।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

১২. তিনি বলিলেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি সিজদা করিলে না' ? সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অগ্নি হইতে এবং তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে'।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি বলিলেন, 'তবে এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে ইহা হইতে পারে না, সুতরাং বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি হীনদের অন্তর্ভুক্ত'।

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. সে বলিল, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন'।

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে'।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾

১৬. সে বলিল, 'আপনি আমাকে যে কারণে বিভ্রান্ত করিলেন, সেজন্য আমিও আপনার সরল পথে তাহাদের (মানুষের) জন্য অবশ্যই (ওঁৎ পাতিয়া) বসিয়া থাকিব'-০

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَ لَا تَجِدُ

১৭. 'অতঃপর আমি তাহাদের নিকট অবশ্যই আসিব তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে এবং দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে ; আর আপনি

তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবেন না'।	اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও ; তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব'।	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. 'আর হে আদম! তুমি ও তোমার জুড়ি (স্ত্রী) জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না ; হইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে'।	وَ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শাইত্বান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'পাছে তোমরা উভয়ে মালাক হইয়া যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) স্থায়ী হও এইজন্যই তোমাদের রব্ব এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন'।	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন'-০	وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. এইভাবে সে উভয়কে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল, তৎপর যখন উভয়ে সেই বৃক্ষ-ফলের স্বাদ গ্রহন করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা বাগানের পাতা দ্বারা নিজেদিগকে আবৃত করিতে লাগিল ; তখন তাহাদের রব্ব উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ব্যাপারে নিষেধ করি নাই এবং আমি কি উভয়কে বলি নাই যে, নিশ্চয় শাইত্বান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' ?	فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ না কর, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনি বলিলেন, 'তোমরা নামিয়া যাও,[২৯৮] তোমরা একে অন্যের শত্রু, এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস এবং জীবনোপকরণ রহিল'।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾ ع ২ ১৫ ৯

রুকু' ০২

২৫. তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে ও সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে এবং সেখান হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে'।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে বানী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি আর তাক্বওয়ার পরিচ্ছদ[২৯৯]- উহাই সর্বোৎকৃষ্ট ; ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম, হয়ত তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে বানী আদম! শাইত্বান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করিতে পারে- যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল ; সে নিজে ও তাহার দল তোমাদিগকে দেখে এমনভাবে যে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না ; যাহারা ঈমান আনে না, নিশ্চয় আমরা শাইত্বানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ

২৮. আর যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা

২৯৮। 'তোমরা' অর্থাৎ মানুষ এবং শাইত্বান ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গ। 'নামিয়া যাও' বিষয়ে আরও দেখুন : আয়াত ২ : ৩৬-৩৮, এবং ২০ : ১২৩।

২৯৯। তাক্বওয়ার পরিচ্ছদ অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতি।

اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন' ; বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না ; তোমরা কি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না' ?

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. বল, 'আমার রব্ব নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায়বিচারের' ; আর প্রত্যেক সলাতে[৩০০] তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহাকে ডাকিবে ; তিনি যেভাবে তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে ;০

فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হইয়াছে ; অবশ্যই তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শাইত্বানদিগকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত যে তাহারাই সৎপথে পরিচালিত।

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩১. হে বানী আদম! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আর আহার ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না, নিশ্চয়ই তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীদিগকে।

রুকু' ০৩

ع ৩ ১০

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় দাসদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও উত্তম জীবনোপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারাম করিল' ? বল, 'এইগুলি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে, বিশেষ করিয়া ক্বিয়ামতের দিবসে (মুমিনদেরই জন্য)[৩০১]; এইরূপে আমরা

৩০০। এখানে 'মাসজিদ' শব্দটি সলাত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। –বায়দ্বাবী।

৩০১। আল্লাহ্-প্রদত্ত জীবনোপকরণ গ্রহণ করিয়া মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্যকারী (মু'মিন) হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং দুনিয়ার সবকিছুই অনুগত দাসদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু কাফেরদিগকে দুনিয়ায় এই সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই, তবে আখিরাতে তাহাদের জন্য কোন অংশই থাকিবে না। আখিরাতের সমুদয় নিয়া'মত মু'মিনদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী লোকদের জন্য।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. বল, 'নিশ্চয়ই আমার রব্ব হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপকার্য ও অসংগত বাড়াবাড়ি এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা- যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না'।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট ক্ষণ আছে, যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং ত্বরাও করিতে পারিবে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. হে বানী আদম! যখনই তোমাদের মধ্য হইতে কোন রসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করে, অতঃপর যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, তাহা হইলে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও সে ব্যাপারে অহংকার করে উহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. অনন্তর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে কিংবা তাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ? উহাদের জন্য যে (ভালমন্দের) অংশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা তাহাদের নিকট পৌঁছিবে ; যতক্ষণ না আমাদের প্রেরিতগণ (মালাকগণ) তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিবে ও প্রশ্ন করিবে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিতে তাহারা কোথায়'? তাহারা বলিবে, 'উহারা আমাদের

নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে' এবং নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তাহারা কাফের ছিল।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. তিনি বলিবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে সকল জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর' ; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে ; এমন কি যখন সকলে উহাতে পৌঁছিবে তখন তাহাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও' ; তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি), কিন্তু তোমরা জান না'।

وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর তাহাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর'।

রুকু' ০৪ ع ৪ ১১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং উহার ব্যাপারে দম্ভ করে, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না[৩০২] এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না- যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে (যাহা অসম্ভব) ; আর এইভাবে আমরা অপরাধীদের প্রতিফল দিব।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের (অগ্নির) এবং তাহাদের উপরের আচ্ছাদনও ; আর আমরা এইভাবে প্রতিফল দিব যালিমদিগকে।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ

৪২. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ

৩০২। অর্থাৎ তাহাদের কোন সৎকর্ম অথবা দুআ' ক্বুবুল হইবে না।

করি না ; উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۡ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং আমরা তাহাদের অন্তরের ঈর্ষা দূরীভূত করিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবহমান হইবে নহরসমূহ এবং তাহারা বলিবে, 'সর্বপ্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না, আমাদের রব্ব এর রসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিলেন', এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে'।● তিন চতুর্থাংশ

وَ نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ الثالثة

৪৪. আর জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের রব্ব আমদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি, তোমাদের রব্ব যে প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দিয়াছিলেন তোমরা তাহা সত্য পাইয়াছ কি' ? উহারা বলিবে, 'হ্যাঁ'; অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত যালিমদের উপর'-০

وَ نَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ لا

৪৫. 'যাহারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত', উহারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وقف لازم

৪৬. এবং উভয়ের মধ্যে পর্দা হইবে, এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং তাহারা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি (বর্ষিত) হউক' ;

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় আছে।	
৪৭. আর যখন তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে অগ্নিবাসীদের প্রতি তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করিও না'।	وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾ ع ৫ ১২
৪৮. এবং আ'রাফবাসিগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিবে, 'তোমাদের দলবল ও তোমরা যে দম্ভ করিতে তাহা কোন কাজে আসিল না'।	وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. ইহারাই কি তাহারা যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি দয়া করিবেন না' ; (ইহাদিগকেই বলা হইবে), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই তোমাদের এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না'।	اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿۴۹﴾
৫০. এবং অগ্নিবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও, অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে (কিছু দাও)' ; তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ তো দুইটিই হারাম করিয়াছেন কাফেরদের জন্য-০	وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿۵۰﴾
৫১. 'যাহারা তাহাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহন করিয়াছিল এবং দুনিয়ার-জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল', সুতরাং আজ আমরা তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, যেভাবে তাহারা এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলিয়া গিয়াছিল– এবং যেরূপে তাহারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিত।	الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۵۱﴾
৫২. আর অবশ্য আমরা তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা (পূর্ণ)	وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى

রুকু' ০৫

وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল পথনির্দেশ ও দয়া, মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع ١٣

৫৩. তাহারা কি শুধু সেই পরিণামের প্রতীক্ষায় আছে ; যেদিন ইহার পরিণতির প্রকাশ ঘটিবে, সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া ছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদের রব্ব এর রসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল, এখন আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি পুনরায় (পৃথিবীতে) ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে, যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি' ? তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

রুকু' ০৬

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব্ব আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে[৩০৩] সৃষ্টি করেন ; অতঃপর তিনি আর্‌শে[৩০৪] সমাসীন হন ; তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে- আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি- যেগুলি তাঁহারই আজ্ঞাধীনে নিয়ন্ত্রিত ; জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই ; মহিমান্বিত আল্লাহ্ বিশ্বজগতের রব্ব।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও অনুচ্চ স্বরে তোমাদের

৩০৩। ইহা দুনিয়ার হিসাবের ২৪ ঘন্টার দিন নয়। আরও দ্রষ্টব্য : ৮ : ৫৪, ১০ : ৩, ১১ : ৭, ২৫ : ৫৯, ৩২ : ৪, ৫০ : ৩০, ৫৭ : ৪।

৩০৪। اَلْعَرْشُ : শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আ'র্‌শ এর অর্থ লতাগাছের মাচান (৬ : ১৪১), রাজার আসন (১২ : ১০০, ২৭ : ৪২)। আল্লাহ্‌র আ'র্‌শ বলিতে সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়াদির পরিচালনা-কেন্দ্র বুঝায়। আল্লাহ্‌র অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য 'আলআ'র্‌শুল আ'যীম' এই রূপকটি ব্যবহৃত হয়। ই ফা। ১১ : ৭ আয়াতে 'তাঁহার আ'র্‌শ পানির উপর ছিল' বলিতে সমস্ত জীবের সৃষ্টি পানি হইতে বিবর্তিত- এই নির্দেশ করে ; যাহা ২১ : ৩০ আয়াতে- 'আমরা প্রত্যেক প্রাণবন্ত বস্তুকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি' স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহা আধুনিক জীবতত্ব-গবেষণা পূর্ণরূপে পোষণ করে। (আরও দেখুন মু আসাদ এর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা)।

রব্বকে ডাক ; তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে অবশ্যই পছন্দ করেন না,০	الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর দুনিয়ায় শৃঙ্খলা স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় (ফাসাদ) সৃষ্টি করিও না, এবং তাঁহাকে ডাক ভয় ও আশা সহকারে ; অবশ্য আল্লাহ্‌র করুণা নিকটেই যাহারা মুহসিনদের[৩০৫] অন্তর্ভুক্ত।	وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আর তিনিই স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন ; যখন উহা ঘনমেঘ বহন করে তখন আমরা উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি ; তৎপর উহার দ্বারা বিবিধ ফলফলাদি উৎপাদন করি ; এইভাবেই মৃতকে বাহির করিব, যাহাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর।	وَ هُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমি ইহার রব্ব এর অনুমতিক্রমে উহার ফসল উৎপন্ন করে, এবং যাহা নিকৃষ্ট (ভূমি) তাহাতে কঠোর শ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না[৩০৬] ; এইভাবেই আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য।	وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَ الَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾ ع ৬ ১২
৫৯. আমরা তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার জাতির নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি'।	لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾
৬০. তাহার জাতির প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা অবশ্যই তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি'।	قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾

রুকু' ০৭

৩০৫। اَلْمُحْسِنِيْنَ : মূল ক্রিয়া اَحْسَنَ সৎকর্মপরায়ণ, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌তায়া'লার নির্দেশাবলি এমন উত্তমরূপে নিষ্ঠার সহিত পালন করে, যেন আল্লাহ্‌তায়া'লা তাহাকে দেখিতেছেন।

৩০৬। সৎ ও অসৎ মানুষের উপমা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬১. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো বিশ্বজগতের রব্ব এর রসূল'।	قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾
৬২. 'আমার রব্ব এর বার্তা পৌঁছাইতেছি তোমাদের নিকট এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না'।	اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, যেন তোমরা সাবধান হও এবং যাহাতে তোমাদিগকে অনুকম্পা করা হয়' ?	اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, আর তাহাকে ও তাহার সহিত যাহারা তরণীতে ছিল আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করি[৩০৭] এবং যাহারা আমাদের আয়াত সমূহ অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি ; তাহারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ ع ৮ ১৫
৬৫. আর আ'দ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তাহার জাতির প্রধানগণ- যাহারা প্রত্যাখ্যানকারী ছিল, বলিয়াছিল, 'আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি'।	قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

রুকু' ০৮

৩০৭। নূহ (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি জাহাজ নির্মাণ করেন। প্লাবনের আযাব আসিলে তিনি অনুসারীদের লইয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন। (দ্র. ১১:২৫-৪৯)।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং আমি বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট হইতে একজন রসূল'।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'আমি পৌঁছাইতেছি তোমাদিগকে আমার রব্ব এর বার্তা এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী'।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে ? এবং স্মরণ কর, তিনি তোমাদিগকে নূহের জাতির পরে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করিয়াছেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে'।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ই'বাদত করি ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহার ই'বাদত করিত তাহা বর্জন করি ? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যে ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর'।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সে বলিল, 'তোমাদের রব্ব এর শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য আপতিত হইয়াই আছে ; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতন্ডায় লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি (দেবতার) নাম সম্পর্কে যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ও তোমরা সাব্যস্ত করিয়াছ, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষায় আছি'।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعْنَا

৭২. অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার

রুকু' ০৯

সঙ্গীদিগকে আমাদের অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম, এবং আমরা নির্মূল করিয়াছিলাম উহাদিগকে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং তাহারা মু'মিন ছিল না।

دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾ ع ٩ ١٢

وقف لازم

৭৩. আর সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম) ; সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তোমাদের নিকট আসিয়াছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে ; আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন (দ্র. ২৬:১৫৫-১৫৮), অতএব ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিনে চরিয়া খাইতে দাও আর ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে'।

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর 'স্মরণ কর, তোমাদিগকে আ'দ জাতির পর তিনি স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ ; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না'।

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তাহার জাতির দাম্ভিক প্রধানেরা সেই জাতির ঈমানদারদিগকে- যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, বলিল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ তাহার রব্ব কর্তৃক প্রেরিত' ? তাহারা বলিল, 'তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী'।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. দাম্ভিকেরা বলিল, 'তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহাতে নিশ্চিত অবিশ্বাসী'।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং তাহাদের রব্ব এর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত হইলে আমাদিগকে যে (শাস্তির) ভয় দেখাইয়াছ তাহা আনয়ন কর'।	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. অতঃপর প্রচন্ড ভূমিকম্প তাহাদিগকে পাকড়াও করে, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।	فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. তৎপর সে তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'হে আমার জাতি! আমি তো আমার রব্ব এর বাণী তোমাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম ও উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদিগকে ভালবাস না'।	فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আর লূতকেও (পাঠাইয়াছিলাম), সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা এমন অশ্লীল কর্মে লিপ্ত যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর কেহ করে নাই'।	وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর ; তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'।	اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. উত্তরে তাহার জাতি শুধু বলিল, 'ইহাদিগকে[৩০৮] তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে'।	وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতঃপর আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে- তাহার স্ত্রী ব্যতীত, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾

৩০৮। ইহাদিগকে অর্থাৎ লূত (আ.) ও তাঁহার অনুসারিগণকে।

وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًا ؕ فَانۡظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿۸۴﴾

৮৪. আর আমরা তাহাদের উপর ভীষণভাবে (পাথর) বর্ষণ করিয়াছিলাম (দ্র. ১১:৮১, ১৫:৭৪) ; সুতরাং লক্ষ্য কর অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল ?

রুকু' ১০

ع ١٠ ١٧

وَ اِلٰى مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ قَدۡ جَآءَتۡكُمۡ بَيِّنَةٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ الۡمِيۡزَانَ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ﴿۸۵﴾

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআ'ইবকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে, সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর বিপর্যয় ঘটাইবে না ; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও',০

وَ لَا تَقۡعُدُوۡا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوۡعِدُوۡنَ وَ تَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذۡكُرُوۡۤا اِذۡ كُنۡتُمۡ قَلِيۡلًا فَكَثَّرَكُمۡ ۪ وَ انۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. 'যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনে, ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা তাহাদের কোন পথে (ওঁৎ পাতিয়া) বসিবে না ও আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না ; আর স্মরণ কর, তোমরা যখন কম সংখ্যক ছিলে তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, আর লক্ষ্য কর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল'।

وَ اِنۡ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنۡكُمۡ اٰمَنُوۡا بِالَّذِىۡۤ اُرۡسِلۡتُ بِهٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمۡ يُؤۡمِنُوۡا فَاصۡبِرُوۡا حَتّٰى يَحۡكُمَ اللّٰهُ بَيۡنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيۡرُ الۡحٰكِمِيۡنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. 'আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি উহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

পারা ৯

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. তাহার জাতির দাম্ভিক প্রধানরা বলিল, 'হে শুআ'ইব! তোমাকে এবং তোমার সহিত যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে' ; সে বলিল, 'যদিও আমরা উহা ঘৃণা করি তবুও' ?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. 'তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব ; আমাদের রব্ব আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নহে ; সব কিছুই আমাদের রব্ব এর জ্ঞানায়ত্ত ; আমরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করি ; হে আমাদের রব্ব! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. তাহার জাতির অবিশ্বাসী নেতারা বলিল, 'তোমরা যদি শুআ'ইবকে অনুসরণ কর, তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই'।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ ع ۹

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়,০♣

মুআ' ০৯

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. যাহারা শুআ'ইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছিল (অবস্থা এমন হইল যে) তাহারা যেন সেখানে কখনও বসবাসই করে নাই,♣ শুআ'ইবের প্রতি যাহারা মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

৯৩. সে তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার রব্ব এর

رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَیْفَ اٰسٰی عَلٰی قَوْمٍ كٰفِرِیْنَ ﴿۹۳﴾

বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি'!

রুকু' ১১

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. আমরা কোন জনপদে নাবী পাঠাইলে উহার অধিবাসিবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পাকড়াও করি[৩০৯], যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰی عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. অতঃপর আমরা মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তন করিয়া দিই, অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও তো দুঃখ-সুখ স্পর্শ করিয়াছে'; অতঃপর আমরা তাহাদিগকে অকস্মাৎ পাকড়াও করি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤی اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. আর যদি* সেই সকল জনপদের অধিবাসিবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করিত, তবে আমরা তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا وَّ هُمْ نَآىِٕمُوْنَ ﴿۹۷﴾

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে না যখন রাত্রিতে তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন ?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًی وَّ هُمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসিবৃন্দ কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে আমাদের শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে না যখন পূর্বাহ্নে তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত ?

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا یَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا

৯৯. তাহারা কি আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে

৩০৯। আল্লাহ্‌র নাবীকে প্রত্যাখ্যান করিলে ও দ্বীন প্রচারে বাধা দিলে তবেই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়।

রুকু' ১২

না ? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র পাকড়াও হইতে নিরাপদ মনে করে না।	الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ ع ١٣ ١٢
১০০. কোন দেশের জনগণের উপর যাহারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই[৩১০] যে, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি ? আর তাহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিব, ফলে তাহারা শুনিবে না।	اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা পূর্বে যাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না ; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের অন্তর মোহর করিয়া দেন।	تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. আমরা তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকে তো পাপাচারীই পাইয়াছি।	وَ مَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَ اِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. তাহাদের পর মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে, সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. মূসা বলিল, 'হে ফিরআ'উন! আমি তো বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট হইতে একজন বার্তাবাহক'-০	وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ لا
১০৫. 'ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না ; তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের	حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ

৩১০। অর্থাৎ যাহারা পূর্বে ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের ন্যায় পরবর্তীরাও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পরিণামে ধ্বংস হইতে পারে।

নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বানী ইসরাঈলকে তুমি আমার সহিত যাইতে দাও' ;০	بَنِيٓ اِسۡرَآءِيۡلَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. সে বলিল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর'।	قَالَ اِنۡ كُنۡتَ جِئۡتَ بِاٰيَةٍ فَاۡتِ بِهَآ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল,০	فَاَلۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ﴿١٠٧﴾
১০৮. এবং সে (বগল হইতে) তাহার হাত বাহির করিল আর তখনিই উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্রোজ্জ্বল হইল।	وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ﴿١٠٨﴾ ع ১৩ ৩
১০৯. ফিরআ'উন-সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল, 'সে তো একজন সুদক্ষ যাদুকর'-০	قَالَ الۡمَلَاُ مِنۡ قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيۡمٌ ﴿١٠٩﴾
১১০. 'সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায়, এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও' ?	يُّرِيۡدُ اَنۡ يُّخۡرِجَكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ ۚ فَمَا ذَا تَاۡمُرُوۡنَ ﴿١١٠﴾
১১১. তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দিন ও নগরসমূহে সংগ্রাহকদিগকে পাঠান'-০	قَالُوۡۤا اَرۡجِهۡ وَ اَخَاهُ وَ اَرۡسِلۡ فِى الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِيۡنَ ﴿١١١﴾
১১২. 'যেন তাহারা আপনার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে'।	يَاۡتُوۡكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيۡمٍ ﴿١١٢﴾
১১৩. আর যাদুকরেরা ফিরআ'উনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো' ?	وَ جَآءَ السَّحَرَةُ فِرۡعَوۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ لَنَا لَاَجۡرًا اِنۡ كُنَّا نَحۡنُ الۡغٰلِبِيۡنَ ﴿١١٣﴾
১১৪. সে বলিল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে'।	قَالَ نَعَمۡ وَ اِنَّكُمۡ لَمِنَ الۡمُقَرَّبِيۡنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব' ?	قَالُوۡا يٰمُوۡسٰۤى اِمَّاۤ اَنۡ تُلۡقِىَ وَ اِمَّاۤ اَنۡ نَّكُوۡنَ نَحۡنُ الۡمُلۡقِيۡنَ ﴿١١٥﴾

রুকু' ১৩

১১৬. সে বলিল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর', যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল[৩১১] তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল (দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইল) ও তাহাদিগকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের যাদু দেখাইল।	قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾
১১৭. আমরা মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর', সহসা উহা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল,০	وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত হইল,০	فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল,০	فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল,০	وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. তাহারা বলিল, 'আমরা ঈমান আনিলাম বিশ্বজগতের রব্ব এর প্রতি'-০	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. 'যিনি মূসা ও হারূণের রব্ব'।	رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. সে (ফিরআ'উন) বলিল, 'কি ব্যাপার! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে ঈমান আনিলে ? ইহা তো এক চক্রান্ত, তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য, সুতরাং, তোমরা শীঘ্রই (ইহার পরিণাম) জানিবে'।	قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই, অতঃপর তোমাদের সকলকে আমি অবশ্যই শূলবিদ্ধ করিব'।	لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের রব্ব এর নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব',০	قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

৩১১। যাদুকররা রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। (দ্র. ২০:৬৬ আয়াত)।

وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. 'তুমি তো আমাদের হইতে প্রতিশোধ লইতেছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের রব্ব এর নিদর্শনে ঈমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে ; হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলিমরূপে আমাদিগকে শেষ পরিণতি দাও'।

ع ১৩ ৪

রুকু' ১৪

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল, 'আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগুলিকে বর্জন করিতে দিবেন'? সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের পুত্রদের হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদের জীবিত রাখিব, আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল'।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর, যমীন তো আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁহার দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন ; আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য'।

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও' ; সে বলিল, 'সম্ভবত তোমাদের রব্ব তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন'।

ع ১৪ ৫

রুকু' ১৫

وَ لَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০. আমরা তো ফিরআ'উনের অনুসারীদিগকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ

১৩১. 'যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদের প্রাপ্য', আর

যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন তাহারা মূসা ও তাহার সঙ্গীগণকে অলক্ষুণে গণ্য করিত ; মনে রাখিও তাহাদের অমঙ্গল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।

اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২. আর তাহারা বলিল, 'আমাদিগকে যাদুগ্রস্ত করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন- আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না'।

وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. অতঃপর আমরা তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি, এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন ; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, 'হে মূসা! তুমি তোমার রব্ব এর নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত তিনি যে অঙ্গীকার[৩১২] করিয়াছেন তদনুযায়ী, যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনিবই এবং বানী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত অবশ্যই যাইতে দিব',০

وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. আমরা যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬. সুতরাং আমরা তাহাদের হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনকে অস্বীকার করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল উদাসীন।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

৩১২। ঈমান আনিলে আযাব অপসারণের অঙ্গীকার।

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۛۚ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমরা আমাদের বরকতময় রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি ; এবং বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার রব্ব এর শুভবাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল ; আর ফিরআ'উন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।•

• এক চতুর্থাংশ

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. আর আমরা বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই ; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়, তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহাদের দেবতার মত আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়িয়া দাও' ; সে বলিল, 'তোমরা তো এক মূর্খ জাতি'।

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. 'এই লোকগুলি যাহাতে লিপ্ত তাহা তো ধ্বংস হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও মিথ্যাপন্থা'।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. সে আরও বলিল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব অথচ তোমাদিগকে বিশ্বমানবের উপর তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন' ?

وَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾

১৪১. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করি ফিরআ'উনের অনুসারীদের হইতে যাহারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্র (সন্তান) দের হত্যা করিত আর নারী (সন্তান) দের জীবিত রাখিত ; ইহাতে ছিল তোমাদের রব্ব এর এক মহাপরীক্ষা।

রুকু' ১৬

ع ١٦ ٦

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَ قَالَ

১৪২. আর মূসার জন্য আমরা ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি, এইভাবে তাহার রব্ব এর নির্ধারিত সময়

مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়, এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূণকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না'।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার রব্ব তাহার সহিত কথা বলিলেন– তখন সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব' ; তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না[৩১৩], তুমি বরং পর্বতের প্রতি তাকাও, অতঃপর যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখিবে', যখন তাহার রব্ব পর্বতে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল, অনন্তর যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং আমিই মু'মিনদের প্রথম'।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়াছি ; সুতরাং আমি তোমাকে যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের (মান্যকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হও'।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ

১৪৫. এবং আমরা তাহার জন্য ফলকে প্রতিটি বিষয়ে উপদেশ ও প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্টব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি, সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর আর তোমার জাতিকে উহার মধ্যে যাহা অত্যুত্তম[৩১৪] তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও ;

৩১৩। দুনিয়াতে দেখিবে না, পরকালে জান্নাতে প্রবেশের পরে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন সকল জান্নাতবাসী লাভ করিবে।
৩১৪। اَحْسَنُ : অত্যুত্তম। তাওরাতে বা সমস্ত আল্লাহ্র কিতাবে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সবই উত্তম। প্রদত্ত

শীঘ্রই তোমাদিগকে পাপাচারীদের আবাস দেখাইব।	الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٣٥﴾
১৪৬. পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে (সঠিক) পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্তপথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে ; ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে তাহারা ছিল উদাসীন।	سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৪৭. যাহারা আমাদের আয়াত ও আখিরাতের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয় ; তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।	وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٧﴾ ع
১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো-বৎসের অবয়ব, যাহা 'হাম্বা' রব করিত ; তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথ প্রদর্শনও করে না ? তাহারা উহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল যালিম।	وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وقف لازم
১৪৯. আর যখন তাহারা অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, 'আমাদের রব্ব যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন, এবং ক্ষমা না করেন, তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবই'।	وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٣٩﴾

রুকু' ১৭

বিধানাবলীর মধ্যে কিছু অতি উচ্চ পর্যায়ের সেইগুলির পালন 'আ'যিমাহ' অর্থাৎ উচ্চ মানের নিষ্ঠা- অত্যুত্তম, আর সাধারণ বিধানের অনুসরণ 'রুখসাহ' অর্থাৎ সাধারণ মানের নিষ্ঠা -যাহাকে জায়েয বলা যায়। (দ্র. ৩৯ : ১৮, ৫৫। উদাহরণস্বরূপ দেখুন আয়াত ১৬ : ১২৬। আরও বিস্তারিত দেখুন ই আলী টীকা ১১০৭)।

وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِیْهِ یَجُرُّهٗۤ اِلَیْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِیْ وَ كَادُوْا یَقْتُلُوْنَنِیْ ۫ فَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. আর মূসা যখন ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কত নিকৃষ্টরূপে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের রব্ব এর আদেশের পূর্বেই (বিষয়টি) ত্বরান্বিত করিলে'[৩১৫]? এবং সে ফলকগুলি রাখিয়া দিল আর স্বীয়ভ্রাতার মাথার চুল ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল, হারূণ বলিল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল ও আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল, আমার (সহিত এমন আচরণ করিয়া) শত্রুকে খুশী করিও না, আর আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না'।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ لِاَخِیْ وَ اَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ ۫ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۱۵۱﴾ ع ۱۸

১৫১. (মূসা) বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর, আর তুমিই দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

রুকু' ১৮

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُفْتَرِیْنَ ﴿۱۵۲﴾

১৫২. যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের রব্ব এর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবেই ; আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَ الَّذِیْنَ عَمِلُوا السَّیِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْۤا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. আর যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে তাওবা করিলে ও ঈমান আনিলে তোমার রব্ব উহার পরেও অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖۚ وَ فِیْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

১৫৪. আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল, এবং উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত, তাহাদের জন্য যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করে ।

৩১৫। মূসা (আ.) বলিলেন, 'আমি তোমাদের রব্ব এর নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গিয়াছি, তোমরা আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করিয়া এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করিয়া ফেলিলে'।

وَ اخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَ اِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. আর মূসা স্বীয় জাতি হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে পাকড়াও করিল (দ্র. ২:৫৫), তখন সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে ও আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতে! আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা ; (যদ্দ্বারা) তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর ও যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর ; তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর আমাদের প্রতি এবং তুমিই ক্ষমাশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. 'আর আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি' ; তিনি বলিলেন, 'আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি এবং আমার দয়া- তাহা তো প্রত্যেক অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত ; সুতরাং উহা (দয়া) তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান বজায় রাখে'।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ

১৫৭. যাহারা অনুসরণ করে (এমন) রসূলকে যিনি উম্মী নাবী, যাহার উল্লেখ তাহারা লিপিবদ্ধ পায় তাহাদের নিকটে থাকা তাওরাতে ও ইনজীলে, যে (নাবী) তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে উহাদিগকে উহাদের গুরুভার ও শৃংখল[৩১৬] হইতে- যাহা

৩১৬। অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী– যাহা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল, অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃংখল।

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ ع ۱۹ ۹

তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল ; সুতরাং যাহারা তাহার (নাবীর) প্রতি ঈমান আনে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে ও যে নূর (কুরআন) তাহার নিকট নাযিল হইয়াছে উহার অনুসরণ করে, ইহারাই সফলকাম।

রুকু' ১৯

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

১৫৮. বল, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের সকলের প্রতি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান ; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও'।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. আর মূসার জাতির মধ্যে এমন দল আছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ের পথ দেখায় ও সেইভাবেই বিচার করে।

وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

১৬০. এবং তাহাদিগকে আমরা দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করি ; মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর', ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল ; প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল ; এবং আমরা মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম, তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া (দ্র. টীকা ৪১) পাঠাইলাম এবং (বলিলাম) 'তোমাদিগকে উত্তম যাহা দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর' ; (কিন্তু তাহারা অবাধ্য হইল) এবং (ইহাতে) তাহারা আমাদের কোন ক্ষতি করে নাই, বরঞ্চ তাহারা নিজেদের প্রতিই ক্ষতি করিতেছিল।

وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـَٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. আর (স্মরণ কর) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যদৃচ্ছা আহার কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর ; আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব ; অচিরেই সৎকর্মপরায়ণদের (প্রতিদান) আরও বৃদ্ধি করিব'।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ ع

১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা যালিম ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা পরিবর্তন করিল ; সুতরাং আকাশ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা যুলুম করিতেছিল।

রুকু' ২০

ع ٢٠ ٢

وَ سْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. এবং তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর ; যখন তাহারা শনিবারের সীমালংঘন করিত, শনিবার দিবসে মৎসগুলি (পানির উপরিভাগে) ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু যেদিন তাহাদের শনিবার দিবস না হইত– উহারা তাহাদের নিকট আসিত না, ⁂এইরূপে,⁂ আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা আদেশ লঙ্ঘন করিত।•

মুআ' ১০ অর্ধাংশ •

وقف لازم معانقة ١٠ النصف

وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর (স্মরণ কর) যখন তাহাদের মধ্যকার একদল বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন'? তাহারা বলিয়াছিল, 'তোমাদের রব্ব এর নিকট দায়িত্বমুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয়'।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

১৬৫. অনন্তর তাহারা যখন বিস্মৃতই রহিল যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদিগকে আমরা উদ্ধার করি এবং অপরাধীদিগকে

بِعَذَابٍۢ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

নিকৃষ্টতম শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি এইজন্য যে তাহারা ঘোরতর পাপাচার করিত।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. অতঃপর তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য উদ্ধতভাবে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হইয়া যাও'! (দ্র. ২:৬৫)

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর (স্মরণ কর) যখন তোমার রব্ব ঘোষণা করেন, তিনি তো ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর (এমন লোকবল) প্রেরণ করিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে, আর তোমার রব্ব তো শাস্তিপ্রদানে তৎপর, এবং নিশ্চয় তিনি তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. আর দুনিয়ায় আমরা তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি, তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ, এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. অতঃপর (অপদার্থ) উত্তরসূরীরা একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের ওয়ারিশ হয়, তাহারা (কিতাবের বিনিময়ে) তুচ্ছ পার্থিব সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে' (দ্র. ২:৭৯-৮০), বস্তুত উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট (আবারও) আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে ; কিতাবের (তাওরাতের) অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না ? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে ; অথচ তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয় ; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?

وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সলাত ক্বায়েম করে ; আমরা তো এইরূপ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾ ع ٢١ ١١

১৭১. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি (দ্র. ২:৬৩) উহা ছিল সামিয়ানা স্বরূপ এবং তাহারা ধারণা করিল, উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে ; (বলিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও'।

রুকু' ২১

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾ لا

১৭২. আর যখন তোমার রব্ব আদম সন্তানের পিঠ হইতে তাহাদের বংশধরদিগকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব্ব নহি' ? তাহারা বলে, 'অবশ্যই, ♣ আমরা সাক্ষী হইলাম',♣ ইহা এইজন্য যে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন যেন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'-০

মুআ' ১১

اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'বস্তুত আমাদের পূর্বপুরুষগণই পূর্ব হইতে শির্ক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে' ?

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. আর এইভাবে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি এবং যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. আর উহাদিগকে ঐ (দূর্বলচিত্ত ও লোভী) ব্যক্তির বৃত্তান্ত শোনাও যাহাকে আমরা বাণীসমূহ দিয়াছিলাম কিন্তু সে উহার (দায়িত্ব পালন) বর্জন করে, পরে শাইত্বান তাহার পিছনে লাগে, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. আমরা যদি* চাহিতাম তাহাকে ইহা (ঐ বাণী) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়, উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায় ; এই উপমা সেই লোকদের- যাহারা আমাদের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[৩১৭], তথাপিও তুমি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে থাক যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭. নিকৃষ্ট (অবস্থার) উপমা হইল সেই জাতি যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া চলে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۷۸﴾

১৭৮. আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়, এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯. আর আমরা তো জিন্ন ও মানবের অনেককেই জাহান্নামের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছি- তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা তাহারা দেখে না, এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না ; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত ; উহারাই (সতর্কবানীর প্রতি) উদাসীন। (দ্র. ৮ : ২২)।

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا

১৮০. আর আল্লাহ্র জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম[৩১৮], অতএব তোমরা তাঁহাকে সেই সব

৩১৭। লোভী কুকুর, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে, জিহ্বা হইতে নোংরা লালা নির্গত করিয়া নিজের ও অন্যান্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। মানুষ আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া লোভ লালসা ও প্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজেকে ধ্বংস করে এবং পরিবেশে অন্যদেরকে কলুষিত করে। আমাদের উচিত আল্লাহ্র বাণী অনুসরনে মর্যাদাসম্পন্ন হইতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা এবং সেই লক্ষ্যে অপরকে উপদেশ দেওয়া।

৩১৮। আল্লাহ্তাআ'লার গুণাবলী সম্বলিত অতীব সুন্দর শতাধিক নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত। সূরা আলফাতিহাতে তিনি আররহমান, আররহীম, রব্বুল আ'লামীন ও মালিকি ইয়াউমিদ্দিন নামে বিভূষিত। সুনানে তিরমিযিতে

নামেই ডাকিবে, এবং তাহাদিগকে বর্জন করিবে যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে ; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।	الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. আর যাহাদিগকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা (মানুষকে) ন্যায়ের পথ প্রদর্শন ও ইহার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার করে। রুকু' ২২	وَ مِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ ع ٢٢ ١٢
১৮২. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারে না,০	وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾ ۚ
১৮৩. এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকি (দ্র. ৩ : ১৭৮) ; আর আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾
১৮৪. তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে ; তাহাদের সহচর[৩১৯] আদৌ উন্মাদ নয় ; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।	اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. অথবা তাহারা কি লক্ষ্য করে না- আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্বে এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতিও, আর এই ব্যাপারেও যে, সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত ক্ষণ নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন কথায় ঈমান আনিবে!	اَوَ لَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّ اَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথপ্রদর্শক নাই ; আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।	مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

আল্লাহ্‌র নিরান্নব্বইটি নাম বর্ণিত। একান্ত আন্তরিকতায় ও বিনীত নম্রতায় আল্লাহ্‌র নামের উচ্চারণ- প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অংগীভূত বলিয়া বিবেচিত। যে সকল নাম দ্বারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বা তাওহীদের এতটুকুও ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। (আরও দেখুন ১৭ : ১১০)।

৩১৯। صَاحِبٌ : সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু, অধিকারী ইত্যাদি। কুরাইশরা তাঁহার সমগোত্রীয় ও সমসাময়িক বলিয়া মুহাম্মাদ (স.) কে এখানে তাহাদের 'সাহিব' বলা হইয়াছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ক্বিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে ; বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রব্ব এরই নিকট, তিনি ব্যতীত কেহ উহার সময় প্রকাশ করিবার নহে ; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে ; আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে' ; তুমি যেন এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত এই ধারণায় তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে ; বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকটে', কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (উহার) জ্ঞান রাখে না।

وقف لازم
وقف منزل

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৮. বল, 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই ; আমি যদি* গায়েব জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতে পারিতাম, ⁂এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না,⁂ আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নহি'।

مع ۱۲ ۲۳ ع ۱۳

মুআ' ১২ রুকু' ২৩

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার জুড়ি (স্ত্রী) তৈরী করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়, অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে, গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন উভয়ে তাহাদের রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করে, 'যদি তুমি আমাদের এক সুসন্তান (শারিরীক ও মানসিক ভাবে) দান কর, আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইবই'।

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

১৯০. অতঃপর তিনি যখন তাহাদের উভয়কে এক সুসন্তান দান করেন, (তখন) তিনি তাহাদিগকে যাহা দেন, সে বিষয়ে উভয়ে তাঁহার (আল্লাহ্‌র)

শরীক বানায়, কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অতি ঊর্ধ্বে।	
১৯১. উহারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যাহা কিছুই সৃষ্টি করে না ? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট,০	اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝١٩١
১৯২. আর উহারা না তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে, আর না করিতে পারে নিজদিগকে সাহায্য।	وَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝١٩٢
১৯৩. এবং তোমরা যদি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর, উহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না ; তোমরা উহাদের আহ্বান কর অথবা নীরব থাক, তোমাদের জন্য (উভয়ই) সমান।	وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝١٩٣
১৯৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাক তাহারা তোমাদের মতই (আল্লাহ্র) দাস, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝١٩٤
১৯৫. তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা উহারা চলে ? তাহাদের কি হাত আছে যদ্দ্বারা উহারা ধরে ? তাহাদের কি চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা উহারা দেখে ? কিংবা তাহাদের কি কর্ণ আছে যদ্দ্বারা উহারা শ্রবণ করে ? বল, 'তোমরা তোমাদের (বানানো) শরীকদের ডাক ; অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না'।	اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَاۤ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَاۤ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَاۤ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝١٩٥
১৯৬. 'নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন'।	اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝١٩٦
১৯৭. আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে	وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

সমর্থ নহে এবং তাহাদের নিজদিগকেও সাহায্য করিতে পারে না।	نَصْرَكُمْ وَ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۷﴾
১৯৮. আর যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর, তবে তাহারা শুনিবে না ; এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে, আসলে তাহারা দৃষ্টি দেয় না।	وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَ تَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۹۸﴾
১৯৯. তুমি ক্ষমাসুন্দর আচরন কর আর সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের ব্যাপারে বিমুখ হও।	خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾
২০০. আর যদি শাইত্বানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হইবে ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।	وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾
২০১. যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, যখন শাইত্বানের কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করে তখনই তাহারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে আর তৎক্ষণাৎ তাহাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়,০	اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾
২০২. আর তাহাদের সঙ্গী-সাথীরা[৩২০] তাহাদিগকে ভ্রষ্টপথে টানিয়া লয় এবং ইহাতে তাহারা কোন ত্রুটি করে না।	وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾
২০৩. এবং তুমি যখন তাহাদের সমক্ষে কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তাহারা বলে, 'তুমিই উহা (নিদর্শন) বাছিয়া লও না কেন' ? বল, 'বস্তুত আমি শুধু উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার রব্ব এর নিকট হইতে আমার প্রতি অহি করা হয়, ইহা (কুরআন) তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে নিদর্শন (অন্তর্দৃষ্টি), এবং হিদায়াত ও রহমত মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য'।	وَ اِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰۳﴾
২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন	وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا

৩২০। শাইত্বানের অনুসারীরা কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়।

তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করা হয়।	لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. আর তোমার রব্বকে স্মরণ করিবে মনে মনে বিনীত ও সশংকচিত্তে এবং অনুচ্চ স্বরে- প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।	وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬. নিশ্চয় যাহারা তোমার রব্ব এর সান্নিধ্যে রহিয়াছে, তাহারা তাঁহার ই'বাদতের (আনুগত্যের) বিষয়ে অহংকার করে না এবং তাঁহারই পবিত্রতা ঘোষণা (তাসবিহ) করে এবং তাঁহারই জন্য সিজদাবনত হয়।●	اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾ السجدة

৮- সূরা আলআনফাল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৪	গণীমতের সম্পদ বণ্টন ব্যাপারে প্রাথমিক নির্দেশ। সত্যিকার মু'মিনের পরিচয়।
০৫-১৯	বদর যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থা ও পর্যালোচনা। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রদানের প্রক্রিয়া।
২০-২৫	আল্লাহ্ ও রসূলের কথা ঠিকমত শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং ইহাতে বধির ও বোবা হইলে কঠিন পরিণতি। আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার আদেশ, অন্যথায় বিপর্যয়।
২৬-৭২	বদর যুদ্ধের সার্বিক পর্যালোচনা, আল্লাহ্‌র সাহায্যের বর্ণনা। গণীমতের বণ্টন। শত্রুপক্ষের প্রতি সতর্কবাণী। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে করণীয়।
৭৩-৭৫	হিজরত ও জিহাদের মর্যাদা।

৮- সূরা আলআনফাল

মাদানী; আয়াত ৭৫, রুকূ' ১০

٨ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

مَدَنِيَّةٌ اياتها ٧٥ ركوعاتها ١٠

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ[৩২১] সম্বন্ধে	يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ

৩২১। اَلْاَنْفَالُ একবচন نَفْلٌ: অতিরিক্ত কাজ, দান-খয়রাত, যাহা বাধ্যতামূলক নহে এমন পুণ্য কাজ ইত্যাদি। এইখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) বুঝানো হইয়াছে (৮:৪১)। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের জন্য 'গণিমত' শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা হস্তগত হইয়াছে,

প্রশ্ন করে ; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রসূলের, সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পারস্পরিক বিষয়ে মীমাংসা করিয়া লও, এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও'।	الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١
২. বাস্তবিকপক্ষে মু'মিন তাহারাই যাহাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়, যখন আল্লাহ্কে (আল্লাহ্র নির্দেশ) স্মরণ করান হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয় তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু তাহারা তাহাদের রব্ব এর উপরই নির্ভর করে,০	اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢
৩. যাহারা সলাত ক্বায়েম করে ও আমরা যে জীবন উপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে ;০	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣
৪. উহারাই প্রকৃত মু'মিন ; তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের রব্ব এর নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা,০	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤
৫. (ইহা এইরূপ), যেভাবে (বদরের দিনে) তোমার রব্ব তোমাকে যথার্থভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করেন অথচ মু'মিনদের একাংশ তো তাহা অপছন্দই করে[৩২২]-০	كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥
৬. স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা সত্য বিষয়ে তোমার সহিত (যুদ্ধের ব্যাপারে) বিতর্কে লিপ্ত হয়, মনে হয় যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে ;০	يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

কাহারও বাহুবলে অর্জিত হয় নাই। রসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী উহা বণ্টন করেন। বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদকে فَيْءٌ বলে (দ্র. ৩৩:৫০ ; ৫৯:৬, টীকা ৭৮০)।

৩২২। আয়াত নং ৫ হইতে ১৯ পর্যন্ত বদর যুদ্ধের বর্ণনা। বদরের যুদ্ধে বাহির হওয়ার জন্য যেরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধা হইয়াছিল।

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿۷﴾

৭. আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের[৩২৩] একদল তোমাদের (করায়ত্ত) হইবে ; অথচ তোমরা চাহিতেছিলে (দূর্বল) নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসুক, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যে তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী (নিদর্শন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদিগকে নির্মূল করেন-০

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ﴿۸﴾

৮. যেন তিনি সত্যকে সত্যে এবং মিথ্যাকে মিথ্যায় পর্যবসিত করেন, যদিও অপরাধীরা ইহা অপছন্দ করে,০

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿۹﴾

৯. (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রব্ব এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে ; তখন তিনি তোমাদিগকে জবাব দিলেন যে 'আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র মালাক (ফেরেশতা) দ্বারা, যাহারা ক্রমান্বয়ে আসিবে'।

وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۚ﴿۱۰﴾

১০. আর আল্লাহ্ ইহা করেন শুধু শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র নিকট হইতেই আসে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ০১ ع ১৫

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَ لِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ؕ﴿۱۱﴾

১১. (স্মরণ কর) যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারিবর্ষণ করেন- তোমাদিগকে উহা দ্বারা পবিত্র করিতে, তোমাদের ব্যাপারে শাইত্বানের কুমন্ত্রণা দূর করিতে[৩২৪], তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিতে এবং

৩২৩। একদল সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত আবূসুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবূজাহেলের নেতৃত্বে মক্কা হইতে বহির্গত কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনী।

৩২৪। বদর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের অস্ত্র ও জনবলের আধিক্যে মুসলিমদের মনে শাইত্বান-প্ররোচিত কিছু ভীতি ও শঙ্কা কাজ করিতেছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় এবং বৃষ্টিপাত হওয়ায় তাহাদের

তোমাদের পা স্থিত করিতে ;০	
১২. (স্মরণ কর) যখন তোমাদের রব্ব মালাকগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, 'আমি তোমাদের সহিত আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচল রাখ ; অচিরেই কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিব, সুতরাং তোমরা প্রহার কর তাহাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাহাদের প্রতিটি আঙ্গুলে' ;০	اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾
১৩. ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে, আর কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾
১৪. ইহাই তোমাদের (শাস্তি), সুতরাং ইহার স্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফেরদের জন্য অগ্নি-শাস্তি রহিয়াছে।	ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾
১৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যখন (যুদ্ধে) কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হইবে, তখন তোমরা (কিছুতেই) তাহাদের হইতে পৃষ্টপ্রদর্শন করিবে না,০	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾
১৬. সেদিন যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন কিংবা নিজদলে স্থান লওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হইবেই এবং তাহার আশ্রয়স্থান জাহান্নাম, আর উহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!	وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾
১৭. তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং	فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَ مَا

পানির কষ্ট নিবারিত হয়। প্রবল বৃষ্টির ফলে মুসলিম বাহিনীর উচ্চভূমিতে অবস্থানস্থলের বালুকাময় ময়দান শক্ত হওয়াতে চলাফেরার সুবিধা হয় এবং কাফেরদের নিম্নভূমি কর্দমাক্ত হয় ও তাহারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। সর্বোপরি মুসলিমদের ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং তাহারা শাইত্বানের অপবিত্র ভীতি ও প্ররোচনা হইতে পবিত্র বা মুক্ত হয়। (সুত্র: তাবারি- মু আসাদ)।

رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

আল্লাহ্ই তাহাদিগকে নিহত করেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরঞ্চ আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেন[৩২৫], এবং (ইহা) মু'মিনগণকে তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. ইহাই তোমাদের জন্য, আর অবশ্যই আল্লাহ্ কাফেরদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾ ع ٢ ١٦

১৯. যদি তোমরা (কাফেররা) মীমাংসা চাহিয়া থাক[৩২৬] তবে তাহা তো তোমাদের নিকট আসিয়াছে, আর যদি তোমরা (যুদ্ধে) নিবৃত্ত হও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা (উহার) পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরায় শাস্তি দিব, এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হইলেও কোনই উপকারে আসিবে না– আর অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের সহিত আছেন।

রুকু' ০২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইও না এবং তোমরা তো শ্রবণ কর[৩২৭]।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তোমরা ঐসব লোকের মত হইও না, যাহারা বলে 'শুনিলাম', আসলে তাহারা (যথার্থভাবে) শুনে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ

২২. নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র নিকট প্রাণীকূলের নিকৃষ্টতম সেই সকল বধির ও মূক লোক, যাহারা

৩২৫। বদর যুদ্ধে রসূল (স.) একমুষ্টি কংকর শত্রুদলের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় এই কংকর শত্রুদের চক্ষুতে পতিত হয়। ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও পরাজিত হয়। আয়াতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অটল ঈমানের পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহত'য়ালা বিশেষ অনুগ্রহে মুসলিমদের যুদ্ধে জয়যুক্ত করেন। পরবর্তী আয়াতে 'যালিকুম' শব্দে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩২৬। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কাতে কাফের বাহিনী আবুজাহেলের নেতৃত্বে বায়তুল্লাহ্র পর্দা ধরিয়া উভয় দলের মধ্যে যাহারা উত্তম ও সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাদের পক্ষে বিজয় দানের প্রার্থনা করিয়াছিল। নির্বোধ কাফেরদের ধারণা ছিল, তাহারাই সঠিক পথে রহিয়াছে। (কু কা মদীনা)।

৩২৭। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পর্যায়ে একজনকে দ্বীন সম্পর্কে কিছু না কিছু শুনিতেই হয়।

(কিছুই) বুঝে না[৩২৮]।	لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আল্লাহ্ যদি* তাহাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতে পাইতেন[৩২৯] তবে তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই (কুরআন) শুনাইতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেও তাহারা উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইত।	وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিও যখন তোমাদিগকে ডাকা হয় (এমন কিছুর দিকে) যাহা তোমাদের (ঈমানকে) প্রাণবন্ত করে, এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার অন্তর[৩৩০] এর মধ্যে অবস্থান গ্রহন করেন, আরও (জানিয়া রাখ) যে তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্রিত করা হইবে (হাশরে ফায়সালার জন্য)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং তোমরা (ঐ) ফিত্নাকে (দ্র. টীকা ১১২) ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম শুধু তাহাদের উপরেই (ফিত্না) আপতিত হইবে না (বরং তোমাদিগকেও ধরিবে), আরও জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে বড়ই কঠোর।	وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

৩২৮। কুরআনের বাণী- যাহারা যথাযথভাবে শুনে না তাহারা বধির, আর যাহারা অপরকে যথাযথভাবে বলে না তাহারা মূক বা বোবা ; বধির ও বোবা হওয়ার কারণে তাহারা কোনকিছুই বুঝে না, উহারাই আল্লাহ্র নিকট প্রাণীকূলের নিকৃষ্টতম। (আরও দেখুন: আয়াত ৭:১৭৯)।

৩২৯। এ স্থলে عَلِمَ দ্বারা যে অর্থ (জানিতেন) বুঝায় বাংলা বাগধারায় উহা দেখা ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া (দেখিতেন) প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩৩০। 'আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার অন্তরের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন': ব্যক্তি মানুষ, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আহ্বানে বাস্তবে সে কি প্রতিপাদন করে, আর তাহার অন্তর কি পোষন করে– এই দুইয়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্র অবস্থান। ঈমান আনিয়াছে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আহ্বানে সুষ্ঠুভাবে সাড়া দিলে তাহার ঈমান প্রাণবন্ত হয়, অন্যথায় ঈমান মৃতবৎ হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি কোন আহ্বানে সুষ্ঠুভাবে সাড়া দিবার উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর কি চায় আর মানুষ বাস্তবে কি সম্পাদন করে , তাহা আল্লাহ্তায়া'লা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। হাশরে উহার উপর ফায়সালা করিবেন।

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং স্মরণ কর যখন তোমরা যমীনে ছিলে স্বল্পসংখ্যক ও দুর্বল অবস্থায়, তখন তোমরা আশংকা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে (অকস্মাৎ) ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, অতঃপর (এই অবস্থায়) তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন এবং উত্তম সামগ্রী হইতে জীবিকা দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ ও রসূলের বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের আমানতেরও খিয়ানত করিও না এবং তোমরা তো জান (ইহা কত জঘন্য)।

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ ع ৩ ৫ ৮

২৮. আর জানিয়া রাখ, বস্তুত তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক (কঠিন) পরীক্ষা– এবং (যে উত্তীর্ণ হইবে তাহার জন্য) আল্লাহ্রই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

রুকু' ০৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে (সত্য-মিথ্যার) সঠিক পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ অতীব অনুগ্রহশীল।

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর (স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পূর্বক তোমাকে বন্দী অথবা হত্যা বা নির্বাসিত করিতে চাহে ; এবং তাহারা চক্রান্ত করে, আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন[৩৩১]; আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا

৩১. যখন তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা তো

৩৩১। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়া'লা তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন। (দ্র. ৩ : ৫৪)।

শ্রবণ করিলাম, ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি– ইহা তো শুধু অতীত কালের লোকদের উপকথা'।	لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. এবং (স্মরণ কর) যখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ্! ইহা (এই দ্বীন) যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও'[৩৩২]।	وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি[৩৩৩] তাহাদের মধ্যে থাকিবে আর তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।	وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং তাহাদের কী বা বলিবার আছে যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না, যখন তাহারা লোকদিগকে মাসজিদুল হারাম হইতে নিবৃত্ত করে অথচ তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক নহে[৩৩৪]; মুত্তাক্বীগণ ব্যতীত কেহই উহার তত্ত্বাবধায়ক নহে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।	وَ مَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর কা'বাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাহাদের সলাত; সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর তোমাদের অস্বীকারের কারণে।	وَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাহাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করিবার জন্য; তাহারা	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ

৩৩২। আবুজাহেল এই প্রার্থনা করিয়াছিল। –বুখারী।

৩৩৩। 'তুমি': অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.)।

৩৩৪। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত কা'বায় তাহারা মূর্তি পূজার প্রচলন করিয়াছিল; সুতরাং তাহারা কা'বার তত্ত্বাবধানের বৈধ অধিকার লাভ করিতে পারে না।

ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে, অতঃপর ইহাই তাহাদের মনস্তাপের কারণ হইবে, পরিশেষে তাহারা পরাভূত হইবে ; এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে-০	عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হইতে পৃথক করিবেন এবং কুজনের একজনকে অপরের উপর রাখিবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন ; ইহারাই তো (হইবে) ক্ষতিগ্রস্ত।	لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
রুকু' ০৪	৪ ৬ ১৮
৩৮. যাহারা কুফুরি করে তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা অতীতে ঘটিয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু তাহারা যদি (অন্যায়ের) পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রহিয়াছে'।	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَ اِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় ও দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্র (দ্র. ৯:৩৩ ও টীকা ৩৫৫) প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র জন্য ; অতঃপর যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে তাহারা যাহা করিবে আল্লাহ্ তো উহার সম্যক দ্রষ্টা।	وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾
৪০. যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক ; তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!	وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

পারা ১০

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

৪১. আরও জানিয়া রাখ, বস্তুতঃ তোমরা যুদ্ধে যাহা লাভ কর, উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য ও রসূলের জন্য এবং (রসূলের) স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথ- সন্তানদের জন্য- যদি তোমরা দৃঢ় ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র উপর এবং ঐ বিষয়ের প্রতি, যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করিয়াছিলাম- সেই মীমাংসার[৩৩৫] দিনে যেইদিন দুইদল মুখোমুখি হইয়াছিল ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَ لٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَیِّنَةٍ وَّ یَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّنَةٍ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾

৪২. (স্মরণ কর) যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটপ্রান্তে এবং তাহারা ছিল উপত্যকার দূরপ্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নাঞ্চলে[৩৩৬] ; এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে (যুদ্ধ সম্পর্কে) কোন সিদ্ধান্ত লইতে চাহিতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইত ; কিন্তু যাহা ঘটিবার ছিল, আল্লাহ্ তাহা সম্পন্ন করিলেন[৩৩৭], যাহাতে যে ধ্বংস হইবার সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকিবার সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে ; আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

اِذْ یُرِیْكَهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنَامِكَ قَلِیْلًا ؕ وَ لَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِیْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِی الْاَمْرِ

৪৩. (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইলেন যে, তাহারা সংখ্যায় অল্প ; যদি তোমাকে দেখাইতেন, তাহারা সংখ্যায় অধিক

৩৩৫। এই স্থলে মীমাংসার দিন অর্থ বদরের যুদ্ধের দিন। মু'মিন ও কাফের উভয় দলের ভাগ্যের মীমাংসা সেই দিন হইয়াছিল।

৩৩৬। বদর উপত্যকার যে প্রান্তটি মদীনার নিকটবর্তী, উহা নিকটপ্রান্ত। আর বিপরীত দিক, যে দিকে কাফের দল ছিল, উহা দূরপ্রান্ত। অন্যদিকে নিম্নাঞ্চল দিয়া অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথ দিয়া মক্কার বিধর্মীদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলিয়া যাইতেছিল।

৩৩৭। অর্থাৎ উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন।

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴۳﴾

তবে তোমরা সাহস হারাইতে এবং (যুদ্ধ) বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে, কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করিয়াছিলেন ; এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴۴﴾ ع ۵

৪৪. আর (স্মরণ কর) যখন তোমরা মুখোমুখি হইলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্পসংখ্যক দেখাইলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে স্বল্পসংখ্যক দেখাইলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য ; এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

রুকু' ০৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যখন কোন সেনাদলের সম্মুখীন হও তখন অবিচল থাকিবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও,০

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে ও তোমরা পরস্পরে বিবাদ করিবে না ; করিলে তোমরা সাহস হারাইবে ও তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে, আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত থাকেন,০

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۴۷﴾

৪৭. আর তোমরা তাহাদের (মক্কার কাফেরদের) মত হইও না যাহারা দম্ভভরে ও লোক দেখাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইল (দ্র. টীকা ৩৩৮) এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করিল ; এবং তাহারা যাহাই করে তাহা আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ

৪৮. আর যখন শাইত্বান তাহাদের (কাফেরদের) কর্মকান্ড তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া তুলিল এবং বলিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইবে না এবং আমি তোমাদের পাশেই থাকিব', অতঃপর দুই দল

قَالَ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّنۡکُمۡ اِنِّیۡۤ اَرٰی مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰہَ ؕ وَ اللّٰہُ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۴۸﴾

যখন মুখোমুখি হইল তখন সে পিছনে সরিয়া পড়িল ও বলিল, 'তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তো তাহা দেখি[৩৩৮], নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি'; আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

ع ৬ ২

রুকু' ০৬

اِذۡ یَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ مَّرَضٌ غَرَّ ہٰۤؤُلَآءِ دِیۡنُہُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ﴿۴۹﴾

৪৯. মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহাদের দ্বীন ইহাদিগকে বিভ্রান্তে ফেলিয়াছে' ; আর কেহ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলে, তবে তো আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ لَوۡ تَرٰۤی اِذۡ یَتَوَفَّی الَّذِیۡنَ کَفَرُوا ۙ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یَضۡرِبُوۡنَ وُجُوۡہَہُمۡ وَ اَدۡبَارَہُمۡ ۚ وَ ذُوۡقُوۡا عَذَابَ الۡحَرِیۡقِ ﴿۵۰﴾

৫০. তুমি যদি দেখিতে পাইতে[৩৩৯] মালাকগণ কাফেরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং (বলিতেছে) 'তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর'।

ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡکُمۡ وَ اَنَّ اللّٰہَ لَیۡسَ بِظَلَّامٍ لِّلۡعَبِیۡدِ ﴿۵۱﴾ۙ

৫১. ইহা তাহাই তোমাদের হস্ত যাহা (কর্মফল) অগ্রিম প্রেরণ করিয়াছিল, আর ইহাও যে আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের প্রতি কদাপিও অত্যাচার করিবার নহেন-০

کَدَاۡبِ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ ۙ وَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ ؕ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَاَخَذَہُمُ اللّٰہُ بِذُنُوۡبِہِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ قَوِیٌّ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۵۲﴾

৫২. ফিরআ'উনের অনুসারী- উহাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় (ইহারা) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ; সুতরাং আল্লাহ্ ইহাদের পাপের জন্য ইহাদিগকে পাকড়াও দেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ لَمۡ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعۡمَۃً اَنۡعَمَہَا

৫৩. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কোন জনগোষ্ঠীকে যে নিয়া'মত দান করেন তাহা ততক্ষণ পর্যন্ত

৩৩৮। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উৎসাহ ও শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শাইত্বান বানী কিনানা গোত্রের নেতা সুরাকা ইবনু মালিকের রূপ ধরিয়া সদলবলে উপস্থিত হইয়া বদরের ময়দানে গিয়াছিল। সে আসমান হইতে অবতীর্ণ জিবরীল ও অন্যান্য মালাক দেখিয়া পলায়নোদ্যত হইলে আবুজাহেলের নিষেধাজ্ঞার উত্তরে শাইত্বান ইহা বলিয়াছিল।

৩৩৯। যদি কাফেরদের প্রতি মালাকদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তোমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে।

পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে- আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা-০	عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ﴿۵۳﴾
৫৪. ফিরআ'উনের অনুসারী- ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায় ; (ইহারা) তাহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহাদের পাপের কারণেই আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করি এবং ফিরআ'উনের অনুসারীদের নিমজ্জিত করি, এবং তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল যালিম।	كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ كُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে প্রাণীকূলের নিকৃষ্ট তাহারাই যাহারা (সত্য) অস্বীকার করে, সে কারণে তাহারা ঈমান আনিবে না,০	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾ ۚ
৫৬. উহাদের মধ্যে তুমি যাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, অতঃপর তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না।	اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّ هُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾
৫৭. অতএব যুদ্ধে যদি তোমরা উহাদিগকে আয়ত্তে পাও তবে উহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের হইতে উহাদিগকে (বিচ্ছিন্ন করিয়া) এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে তাহারা (পশ্চাদবর্তীরা) শিক্ষা লাভ করে।	فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮. আর যদি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তিভঙ্গের আশংকা কর তবে তাহাদের চুক্তিও তাহাদের প্রতি সমভাবে নিক্ষেপ করিবে (অর্থাৎ যথাযথ বাতিল করিবে) ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদিগকে ভালবাসেন না।	وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ ۚ
৫৯. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা যেন কখনও ধারণা না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়া যাইবে ; তাহারা নিশ্চয়ই (মু'মিনদিগকে)	وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾

রুকু' ০৭ ع ৩

হতবল করিতে পারিবে না।

৬০. এবং তোমরা তাহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে- এতদ্দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন ; আল্লাহ্‌র পথে যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১. আর তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে ; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬২. আর যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ; তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন-০

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এবং তিনি তাহাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন ; যদি* পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় কর তথাপিও তুমি তাহাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি সঞ্চার করিতে পারিতে না কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরী করিয়াছেন ; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. হে নাবী! আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট তোমার জন্য এবং মু'মিনদের মধ্যে তোমার অনুসারীদের জন্য।

রুকু' ০৮

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ ع ৮

৬৫. হে নাবী! মু'মিনদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর ; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুই শত জনের উপর বিজয়ী

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا

হইবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকিলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হইবে, কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই।	مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন, তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে ; সুতরাং তোমাদের মধ্যে এক শত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকিলে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে- আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।	اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. যমীনে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত[৩৪০] না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী রাখা কোন নাবীর জন্য সংগত নহে ; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ, আর আল্লাহ্ চাহেন পরকালের কল্যাণ ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾
৬৮. আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত[৩৪১]।	لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে তোমরা বৈধ ও উত্তম হিসাবে ভোগ কর[৩৪২], এবং আল্লাহ্কে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾ ع ৭ ৫

রুকু' ০৯

৩৪০। বদরের যুদ্ধবন্দী কুরাইশদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া উভয় পন্থার যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি ছিল। পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ লওয়াই স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে হত্যা করাই শ্রেয় ছিল। তাহা না করায় এই মৃদু ভর্ৎসনা বাক্য নাযিল হয়। এ বিষয়ে আরও দেখুন আয়াত ৪৭:৪।

৩৪১। এই বন্দীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ঈমান আল্লাহ্র অভিপ্রেত ছিল বলিয়া শাস্তি আপতিত হয় নাই।

৩৪২। মুক্তিপণ লইয়া বন্দীদের মুক্তি দেওয়ায় ৬৭ নং আয়াতে যে মৃদু ভর্ৎসনা নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে গনিমতের মাল ও মুক্তিপণের অর্থ তাঁহাদের জন্য হালাল কিনা এই বিষয়ে সাহাবীগণ সন্দিহান ছিলেন। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে এই আয়াত নাযিল হয়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নাবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখিতে পান[৩৪৩] তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১. এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারণা করিতে চাহে[৩৪৪] তবে তাহারা তো ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সহিত খিয়ানত করিয়াছে, ফলে তিনি তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, নিজেদের সম্পদ ও কায়িকশ্রম দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করিয়াছে ; আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা একে অপরের বন্ধু ; আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই, হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের সৌহার্দের কোন দায়িত্ব তোমাদের নাই, তবে দ্বীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নহে ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ

৭৩. আর যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহারা একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা [৩৪৫] না কর তবে

৩৪৩। বন্দীদের কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা অন্তরে মুসলিম ; যদিও পরিস্থিতির চাপে তাহাদিগকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছে যেমন, আব্বাস (রা.)। ইহাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাহারা সত্য বলিয়া থাকিলে মুক্তিপণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আরও উত্তম বস্তু দিবেন ও ক্ষমা করিবেন।

৩৪৪। خِيَانَةٌ : মুক্তিপণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহনের প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া।

৩৪৫। ۚ : উহা অর্থে কুফুরি শক্তির মুকাবিলায়, মু'মিনদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফেরদের সহিত

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

পৃথিবীতে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে ;০

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত মু'মিন, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও তোমাদের সহিত জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ; তবে আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার[৩৪৬] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত।•

রুকু' ১০ • এক চতুর্থাংশ

الربع ع ٦

৯- সূরা আততাওবাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০৩৭	মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের সহিত আচরণের বিস্তারিত নীতিমালা।
০৩৮-০৪২	তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে মুনাফিকদের ও'যর-বাহানা। মু'মিনদের প্রতি অংশগ্রহণের নির্দেশ।
০৪৩-০৫৯	তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ না করিবার তীব্র সমালোচনা এবং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা।
০৬০	ফরজ সদাক্বা (যাকাত) প্রদানের খাতসমূহ।
০৬১-০৭০	মুনাফিকদের নিকৃষ্ট নীতির সমালোচনা।
০৭১-০৭২	মু'মিন পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের অলি (বন্ধু) এবং তাহাদের শুভ পরিণাম।
০৭৩-১১০	যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিকদের আচরণ। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য। কতিপয় সাহাবী তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করিবার অপরাধের তাওবা। মুনাফিকদের বাড়াবাড়ি।
১১১-১২৯	মু'মিনদের মহোত্তম গুণাবলি। মুশরিকদের জন্য নাবীর ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ। মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমা ও নির্দেশাবলি। আল্লাহ্র রসূলের অনুপম গুণাবলি।

সম্পর্ক ছিন্ন করা। অন্যথায় পৃথিবীতে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় ঘটিবে।

৩৪৬। প্রথম পর্যায়ে হিজরত না করিয়া পরে যাঁহারা হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মুহাজির ; কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাজিরদের মর্যাদা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক। এই দুই শ্রেণীর মুহাজিরগণ একে অপরের আত্মীয়ও ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্যের জন্য তাঁহারা পরস্পরের ওয়ারিশ হইতে পারিবেন কি না এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তখন বলা হয়, মর্যাদার পার্থক্য থাকিলেও আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আত্মীয়তার হক্ব অগ্রগণ্য।

৯- সূরা আততাওবাহ্[৩৪৭]

মাদানী; আয়াত ১২৯, রুকূ' ১৬

٩ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٢٩ ركوعاتها ١٦

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾

১. সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে ;০

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢﴾

২. অতঃপর তোমরা এইদেশে (মক্কা-হারম এলাকায়) চারি মাসকাল পরিভ্রমণ কর এবং জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করিতে পারিবে না[৩৪৮]- এবং নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿٣﴾

৩. এবং মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ দায়মুক্ত ও তাঁহার রসূলও ; অতঃপর তোমরা যদি তাওবা কর তবে তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করিতে পারিবে না এবং কাফেরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও -০

৩৪৭। সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হইতে পৃথক করিবার জন্য بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এই সূরায় মহানাবী (স.) উহা লিখান নাই এবং এই সূরা কোন সূরার অংশ কিনা তাহাও বলেন নাই। সুতরাং মাসহাফ-ই উসমানীতেও ইহার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লেখা হয় নাই। সূরা আনফাল এই সূরার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা ইহার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূরাটি আনফালের সহিত পঠিত হইলে ইহার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পড়া হয় না, অন্যথায় পড়িতে হয়।

তাওবাহ্ সূরার অন্য একটি নাম বারাআহ্- অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। সূরাটির ১ম আয়াতে, হুদায়বিয়া সন্ধির প্রেক্ষিতে কাফেরদের সহিত কৃত সম্পর্ক ছেদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সন্ধি-চুক্তি কালে, খুয্আ গোত্র মুসলিমদের এবং বনিবকর গোত্র কুরাইশদের মিত্র ছিল। এক রাত্রে বনিবকর গোত্র খুয্আ গোত্রকে আক্রমন করিলে কুরাইশরা বনিবকর গোত্রকে অস্ত্র ও লোকবল দ্বারা সাহায্য করে, যাহার ফলশ্রুতিতে হুদায়বিয়া সন্ধি-চুক্তি লঙ্ঘিত হয়।

৩৪৮। ৯ম হিজরী সনে হজ্জের মৌসুমে, রসূল (স.) মুসলিমদের প্রথম হজ্জ কাফেলা আবুবকর (রা.) এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। মক্কাতে অবস্থানরত মুশরিকরা হজ্জপালনে নানাবিধ অনাচার করিত। সম্ভবত এই কারণে রসূল (স.) ৯ম হিজরীতে হজ্জ গমণে বিরত থাকেন। এই আয়াতের মাধ্যমে (৯ম হিজরীর) ১০ই জিলহজ্জ হইতে ৪ মাসের মধ্যে মুশরিকদের মক্কা-হারম এলাকা পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি আলী (রা.) কে পাঠাইয়া হজ্জের মহান দিনে এই ঘোষণার ব্যবস্থা করেন।

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ, তৎপর যাহারা তোমাদের প্রতি (চুক্তি রক্ষায়) কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি পূর্ণ করিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদিগকে ভালবাসেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٤

৫. অতঃপর (৯:২ আয়াতে ঘোষিত) নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে, কিন্তু যদি তাহারা তাওবা করে, সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

৬. আর যদি মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে আশ্রয় দিবে (এমন ভাবে) যাহাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনিতে পায় ; অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে ; উহা এই কারণে যে, তাহারা এরূপ জাতি যাহারা (সত্য) জানে না।

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ ع

রুকু' ০১

৭. আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের নিকট মুশরিকদের সহিত চুক্তি কী করিয়া (বলবৎ) থাকিবে ? তবে যাহাদের সহিত মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যাবৎ তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদিগকে ভালবাসেন।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧

৮. কিরূপে (চুক্তি) থাকিবে ? আর তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন

كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ تَاْبٰى

قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨﴾	মর্যাদা দিবে না ; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে, আর তাহাদের অধিকাংশই পাপাচারী,০
اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾	৯. তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এইরূপে মানুষকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে ; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট!
لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾	১০. তাহারা কোন মু'মিনের সহিত আত্মীয়তার (মর্যাদা) বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না ; আর উহারাই সীমা লংঘনকারী।
فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾	১১. অতঃপর তাহারা যদি তাওবা করে, সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ; আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমরা আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।
وَ اِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾	১২. আর তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কাফের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর- যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়, কারণ তাহাদের (সহিত) কোন অঙ্গীকার রহিল না।
اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾	১৩. তোমরা কি সেই লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে ও রসূলকে বহিষ্কারের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? এবং উহারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে ; তাহাদিগকে তোমরা কি ভয় কর ? অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মু'মিন হও।
قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ	১৪. তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে

বিজয়ী করিবেন এবং মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন-০	مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. এবং তিনি উহাদের অন্তরের ক্ষোভ[৩৪৯] দূর করিবেন ; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾
১৬. তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ প্রকাশ করেন[৩৫০] তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করে এবং কাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই ? তোমরা যাহা কর, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।	اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ ع ٢ ٨
১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরি স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহ্র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকিবে- এমন হইতে পারে না ; উহারা এমন, যাহাদের সর্বকর্ম বিনষ্ট হইয়াছে, এবং উহারা স্থায়ী অগ্নিবাসী।	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَ فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. বস্তুত তাহারাই আল্লাহ্র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকিবে যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং সলাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, অতএব আশা করা যায় উহারাই হইবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۖ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাহাদের (পুণ্যের) সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও	اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ

৩৪৯। অন্তরের ক্ষোভ : যখন বিজয় আসে তখন প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠে তাহাদের হৃদয় যাহারা দুঃখ কষ্ট সহিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আর আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠিত হইলে মনের সর্বপ্রকার ক্ষোভ দূরীভূত হইয়া যায়। (দ্র. ই আলী)।

৩৫০। لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ : এখনও আল্লাহ্ জানেন না– অর্থাৎ তিনি এখনও প্রকাশ করেন নাই।

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ وقف لازم

আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্র নিকট উহারা সমতুল্য নহে ; আর আল্লাহ্ যালিম জাতিকে হিদায়াত করেন না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে- নিজেদের সম্পদ ও কায়িকশ্রম দ্বারা, তাহারাই আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর উহারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾ ۙ

২১. তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি-০

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট আছে মহাপুরস্কার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফুরিকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না ; আর তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তবে তো তাহারাই যালিম।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ ع

২৪. বল 'তোমাদের পিতৃবর্গ, সন্তানসন্ততি, ভ্রাতাগণ, জুড়িসমূহ ও আত্মীয়বর্গ, এবং তোমাদের অর্জিত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য -যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের সখের বাসস্থান তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত' ; আর আল্লাহ্ ফাসিক্ব সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। রুকু' ০৩

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ

২৫. আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো বহুক্ষেত্রে সাহায্য

حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

করিয়াছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে[৩৫১] যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য ; কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য হইয়াছিল সংকুচিত, পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে,০

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার প্রশান্তি বর্ষণ করেন তাঁহার রসূল ও মু'মিনদের উপর এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন ; আর ইহাই কাফেরদের কর্মফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

২৭. ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হইবেন ; আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র ; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে, যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর[৩৫২] তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

২৯. যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে উহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না, শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে

৩৫১। মক্কা বিজয়ের পরপরই (৮ম হিজরী) হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সহিত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ হাজার মুজাহিদ এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্র সাহায্যেই তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

৩৫২। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশে খাদ্যশস্যের আমদানী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইত। মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় উষর মক্কায় খাদ্যের অভাব ঘটিবে আশংকা করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামের বিস্তৃতিলাভে এই আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হয়।

الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ ع ৫

না এবং সত্য দ্বীনকে জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযইয়া দেয়[৩৫৩]। রুকু' ০৪

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'উ'যাইর আল্লাহ্র পুত্র' এবং নাসারারা বলে, 'মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র' ; উহা তো তাহাদের মুখের কথা মাত্র, পূর্বেকার কাফেরদের অনুকরণে উহারা কথা বলে ; আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন, কোন দিকে উহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে ?

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব রূপে[৩৫৪] গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্কেও, (দ্র. টীকা ১৭৬), অথচ শুধু এক ইলাহের দাসত্ব (ই'বাদত) করিবার জন্যই তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তাহারা যাহাদের শরীক করে তাহা হইতে তিনি অতি পবিত্র (নিখুঁত)!

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি (দ্বীন ইসলাম) নির্বাপিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণতা ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না, এবং যদিও কাফেররা (উহা) অপছন্দ করে।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনিই তাঁহার রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ, যেন ইহাকে জয়যুক্ত করেন এই দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি (ক্ষেত্রে), এবং

৩৫৩। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদিগকে নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে যে কর দিতে হয়, তাহাকে জিযইয়া বলে।

৩৫৪। رَبٌّ এর বহুবচন اَرْبَابٌ, এখানে ইহার অর্থ হুকুমের মালিক। আদেশ নিষেধের বিধান ঘোষণা দিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্তা'আলার বা তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার রসূলের। ফকীহগণ ইহার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন, নিজেদের খেয়াল-খুশিমত কোন বিধানের পরিপন্থী কিছু বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ইয়াহূদী-খ্রীস্টান পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বার্থে এইরূপ করিতেন এবং সাধারণ লোক বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইত।

যদিও মুশরিকরা[৩৫৫] (উহা) অপছন্দ করে।●

৩৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের (পীর-দরবেশ) মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে ; আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না- সে কারণে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও-০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

৩৫. সেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা (স্বর্ণরৌপ্য) উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে ছ্যাঁক দেওয়া হইবে ; (বলা হইবে) 'ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে, সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিতে তাহা আস্বাদন কর'।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় বারটি, তন্মধ্যে চারটি পবিত্র (দ্র. টীকা ১১৫) ; ইহাই প্রতিষ্ঠিত বিধান, সুতরাং উহাতে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মক যুদ্ধ করিও, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে ; এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সহিত আছেন।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۶﴾

৩৫৫। যেহেতু কাফেরদের প্রসঙ্গ আগের আয়াতে (৯:৩২) আসিয়া গিয়াছে এবং সকল কাফেরই মুশরিক, সেহেতু অত্র (৯:৩৩) আয়াতে মুশরিক বলিতে শুধু মুসলিমদের মধ্যকার মুশরিকদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। এই জাতীয় মুশরিকেরা (দ্র. ১২:১০৬) কখনই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান (প্রতিষ্ঠিত) দেখিতে চাহে না। আবার ৮:৩৯ আয়াতে বলা হইয়াছে يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ - অর্থাৎ দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি ক্ষেত্র (সামগ্রিকভাবে) প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্‌র জন্য। আরও দেখুন: আয়াত ২:১৯৩ এবং ৪৮:২৮ ও ৬১:৮-৯। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন কোন অনুবাদে 'যেন ইহাকে জয়যুক্ত করেন সকল ধর্মের উপর' এই অর্থ করা হইয়াছে যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আল্লাহ্ তায়া'লাই ভাল জানেন।

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. বস্তুত (পবিত্র মাসকে) পিছাইয়া দেওয়া[৩৫৬] মূলত কুফুরি বৃদ্ধি করা, যাহা দ্বারা কাফেরদের বিভ্রান্ত করা হয়, তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা আল্লাহ্ যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করিতে পারে ; অনন্তর আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে ; তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে ; আর আল্লাহ্ কাফের জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

ع ৫ ১১

রুকু' ০৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের কী হইল যে, তোমাদিগকে যখন আল্লাহ্র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া যমিনে ঝুঁকিয়া পড় ? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ ? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি নগন্য!

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর গোষ্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ

৪০. যদি তোমরা তাহাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাহাকে সাহায্য করেন যখন কাফেররা তাহাকে বহিষ্কার করে এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয় জন, যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তাহার সঙ্গীকে বলিল, 'বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সহিত আছেন', অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার উপর

৩৫৬। স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুশরিকরা হারাম মাসকে হালাল মাস ঘোষণা করিত, যেমন এই বৎসর সফর মাস মুহাররাম মাসের পূর্বে আসিবে ইত্যাদি। দ্র. ২:১৯৪, ২:২১৭।

وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

তাঁহার স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন ও তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি কাফেরদের কথা হেয় করেন ; আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি ; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. অভিযানে বাহির হইয়া পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়[৩৫৭], এবং জিহাদ (সংগ্রাম) কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও কায়িক শ্রম দ্বারা ; উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে!

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ ع ٦ ١٢

৪২. যদি আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা হইত ও সফর সহজ হইত উহারা অবশ্য তোমার অনুগামী হইত, কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল ; উহারা অচিরেই আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত বাহির হইতাম', তাহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে, আর আল্লাহ্ জানেন তাহারা অবশ্যই মিথ্যাচারী।

রুকু' ০৬

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে ক্ষমা করিয়াছেন, কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে [৩৫৮]?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যাহারা আল্লাহ্তে ও আখিরাতে ঈমান আনে, তাহারা নিজ সম্পদ ও কায়িক শ্রম দ্বারা জিহাদ করিবার ব্যাপারে তোমার নিকট অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা করে না ; আর আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৩৫৭। خَفِيْفٌ অর্থ হালকা আর ثَقِيْلٌ অর্থ ভারি। এই স্থলে ইহা দ্বারা লঘু রণসম্ভার ও গুরু রণসম্ভার বুঝাইতেছে।

৩৫৮। মুনাফিকরা তাবুক যুদ্ধে (৯ম হিজরী) অংশগ্রহণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মহানাবী (স.) এর নিকট ও'যর পেশ করে। মহানাবী (স.) তাহাদের ও'যর কবুল করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন।

৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত, উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্থ।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর উহারা (যুদ্ধে) বাহির হইতে চাহিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রস্তুতি লইত, কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র অপছন্দ ছিল[৩৫৯]; সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং বলা হইল 'বসিয়া থাকা লোকদের সহিত বসিয়া থাক'।

وَ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রাটই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করিত, তোমাদের মধ্যে উহাদের পক্ষে কথা শুনিবার লোক (গুপ্তচর) আছে; আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَ فِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. পূর্বেও উহারা বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু বিষয়ে উলট-পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না সত্য আসিল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হইল[৩৬০], যদিও ইহা উহাদের অপছন্দ ছিল।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে বিপর্যয়ে ফেলিও না'; সাবধান! উহারা বিপর্যয়ে পড়িয়াই আছে; এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِبْكَ

৩৫৯। তাহারা প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যুদ্ধে না যাওয়ার ইচ্ছাই পোষণ করিত। আল্লাহ্ তাহাদের মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৩৬০। অর্থাৎ বদরের বিজয়। প্রথমদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর তাহাদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

পীড়া দেয়, এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের বিষয়ে সতর্ক হইয়াছিলাম' এবং উহারা উৎফুল্লচিত্তে সরিয়া পড়ে।	مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছুই (বিপদ) ঘটিবে না, তিনি আমাদের অবিভাবক, এবং আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত'।	قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. বল, 'তোমরা কি আমাদের দুইটি মঙ্গলের (শাহাদত বা বিজয়) একটির প্রতীক্ষা করিতেছ ; অথচ আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা, অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষামান রহিলাম'।	قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۭ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۭ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. বল, 'তোমরা স্বেচ্ছায় ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছায়, তোমাদের হইতে তাহা কিছুতেই গৃহীত হইবে না ; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'।	قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. উহাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে, সলাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছা ব্যতীত অর্থ-ব্যয়[৩৬১] করে না।	وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে ; বস্তুত আল্লাহ্ চাহেন এইসব দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিবজীবনে	فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

৩৬১। মুনাফিকদের কেহ কেহ বলিয়াছিল, আমরা নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে পারিব না, তবে অর্থসাহায্য করিতেছি।

শাস্তি দিতে এবং কাফের থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করাইতে।	وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং উহারা এমন এক জাতি যাহারা (তোমাদের) ভয় করিয়া থাকে।	وَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পাইলে উহার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিবে।	لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সদাক্বা বণ্টন বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে, তবে ইহার কিছু দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।	وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (কতই না ভাল হইত) যদি* উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত– এবং বলিত, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে দিবেন এবং তাঁহার রসূলও– নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি অনুরক্ত'।	وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ ۙ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ رَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع ١٣
রুকু' ০৭	
৬০. সদাক্বা[৩৬২] তো কেবল অভাবগ্রস্তদের, নিঃস্বদের, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের, যাহাদের চিত্তজয় প্রয়োজন[৩৬৩], গ্রীবা-বন্ধনে মুক্তি (দ্র. টীকা ১১০৭), ঋণগ্রস্থদের, আল্লাহ্‌র পথে[৩৬৪] এবং পথ-সন্তানদের[৩৬৫] জন্য ; (এই বিধান) আল্লাহ্ হইতে নির্ধারিত (ফরজ) ; আর আল্লাহ্	اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ

৩৬২। এখানে সদাক্বা (দান) অর্থ যাকাত প্রদান যদ্বারা সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। ইহার খাত ৮টি।

৩৬৩। যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করিবার আশা আছে তাহার মন জয়, অথবা যে মুসলিমকে কিছু প্রদান করিলে তাহার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবার আশা আছে, তাহার চিত্ত জয়।

৩৬৪। فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোন কার্যক্রমে।

৩৬৫। اِبْنُ السَّبِيْلِ : সফরে থাকাকালীন অবস্থায় যে কোন কারণে অভাবগ্রস্ত বা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে।

সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾
৬১. এবং উহাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যাহারা নাবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী' ; বল, 'তাহার কর্ণপাত তোমাদের জন্য মঙ্গলকর, সে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে, তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমতস্বরূপ ; এবং যাহারা আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।	وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾
৬২. উহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল ইহারই অধিক হক্বদার যেন উহারা তাঁহাকেই সন্তুষ্ট করে, যদি উহারা মু'মিন হয়।•	يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. উহারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য জাহান্নামের অগ্নি রহিয়াছে, যেখানে সে স্থায়ী হইবে ? উহাই চরম লাঞ্ছনা।	اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾
৬৪. মুনাফিকেরা ভয় পায় যে তাহাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না নাযিল হয় যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে ; বল, 'বিদ্রূপ করিতে থাক', যাহার আশংকা তোমরা কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া ছাড়িবেন।	يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. এবং যদি তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন কর উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমরা তো অযথা-আলোচনা ও খেল- তামাশা করিতেছিলাম' ; বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার আয়াত ও তাঁহার রসূলকে নিয়া বিদ্রূপে রত ছিলে' ?	وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ اَ بِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. 'তোমরা দোষ-স্খালনের চেষ্টা করিও না, তোমরা তো ঈমান আনার পর অস্বীকার	لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ

• তিন চতুর্থাংশ

রুকু' ০৮

ع ١٣ وقف لازم

করিয়াছ ; তোমাদের মধ্যকার কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্যদিগকে শাস্তি দিব- কারণ তাহারা হইল (গুরুতর) অপরাধী'।	نَّعْفُ عَنْ طَآىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآىِٕفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের দোসর ; উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও সৎকর্মে নিষেধ করে এবং উহারা হস্ত বদ্ধ (ব্যয়কুণ্ঠ) করিয়া রাখে ; উহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন ; নিশ্চয় মুনাফিকেরা গুরুতর পাপাচারী।	اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফেরদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামের অগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; ইহাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি-০	وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ﴿٦٨﴾
৬৯. তোমরাও (মুনাফিকরা) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা-শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধনসম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল অত্যধিক ; সুতরাং উহারা উহাদের প্রাপ্য অংশ ভোগ করিয়াছে, তোমরাও ভোগ করিলে তোমাদের প্রাপ্য অংশ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা উহাদের নির্ধারিত অংশ ভোগ করিয়াছে, আর তোমরা মগ্ন রহিয়াছ যেইরূপ অনর্থক কথা-বার্তায় উহারা লিপ্ত ছিল ; উহারাই!- তাহারা যাহাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, আ'দ ও সামূদ জাতি, ইবরাহীমের জাতি এবং মাদইয়ান অধিবাসী ও উল্টাইয়া দেওয়া (বিধ্বস্ত) জনপদের[৩৬৬] সংবাদ	اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۗ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ

৩৬৬। লূত (আ.) এর এলাকা সাদম, যাহা উল্টাইয়া দিয়া বিধ্বস্ত করা হয়। (দ্র. ১১:৮২, ২৫:৪০, এ কিউ)।

কি উহাদের নিকট আসে নাই ? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রসূলগণ আসিয়াছিল, আল্লাহ্ এমন নহেন যে তাহাদের প্রতি যুলুম করেন, বরং উহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۷۰﴾

৭১. আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সলাত ক্বায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে ; উহাদিগকেই আল্লাহ্ সত্ত্বর কৃপা করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

وقف لازم

৭২. আল্লাহ্ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের- যাহার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং (প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন) চিরস্থায়ী জান্নাতে মনোরম বাসস্থানের ; আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; এবং উহাই মহাসাফল্য।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

رکوع ০৯

৭৩. হে নাবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও ; আর উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম ; উহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾

৭৪. উহারা আল্লাহ্র শপথ করে যে উহারা কিছু বলে নাই ; কিন্তু উহারা তো কুফুরির কথা বলিয়াছে, ফলে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হইয়া গিয়াছে এবং উহারা যাহা মনস্থ করিয়াছিল তাহাতে সফলতা পায় নাই[৩৬৭], এবং আল্লাহ্ ও

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَ هَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَ مَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ

৩৬৭। তাবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (স.) এক রাত্রে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নির্জন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন দুইজন সাহাবী। মুনাফিকদের কয়েকজন এই সুযোগে রসূলুল্লাহ (স.) কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে একজন সাহাবী সাহস করিয়া তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুনাফিকরা পলাইতে বাধ্য হয়। এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

رَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ مَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

তাঁহার রসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করে[৩৬৮], তবে উহারা যদি তাওবা করে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু যদি মুখ ফিরাইয়া লয় আল্লাহ্ উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন- দুনিয়ায় ও আখিরাতে, পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা অবশ্যই দান করিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. পরিণামে তিনি উহাদের অন্তরে মুনাফিকি বদ্ধমূল করিলেন তাঁহার (আল্লাহ্র) সহিত উহাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্র নিকট কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছিল এবং এই জন্য যে উহারা মিথ্যাচার করিত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮. উহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ জানেন উহাদের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ এবং ইহাও যে গায়েবের বিষয় তিনি সবিশেষ অবহিত ?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ

৭৯. মু'মিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাক্বা দেয় এবং যাহারা নিজশ্রম ব্যতিরেকে (দান করিবার) কিছুই পায় না[৩৬৯], তাহাদের

৩৬৮। রসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় আসিয়া যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তথায় শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মুসলিমদের সহিত থাকিবার কারণে মুনাফিকরাও এই সকল সুবিধা লাভ করিয়াছিল, তদুপরি গনিমতের অংশও পাইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তাহারা বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের এবংবিধ অসদাচরণের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে তাওবা করিতে বলা হইয়াছে।

৩৬৯। শ্রমলব্ধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু নাই বলিয়া তাঁহারা অধিক দান করিতে সমর্থ ছিলেন না। তবুও তাঁহারা উহা হইতে

فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ উহাদের বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন, উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ ع ١٦

৮০. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর (সমান কথা)[৩৭০] ; তুমি সত্তরবার উহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলেও আল্লাহ্ কখনই উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ; ইহা এইজন্য যে উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সহিত কুফুরি করিয়াছে ; এবং আল্লাহ্ পাপাচারী জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

রুকু' ১০

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই উল্লসিত হইল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও কায়িকশ্রম দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা তাহারা অপছন্দ করিল এবং বলিল, 'গরমে অভিযানে বাহির হইও না'[৩৭১]; বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম' ; যদি* তাহারা বুঝিত!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. অতএব, তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, আর তাহারা অধিক কাঁদিতে থাকিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا

৮৩. অতঃপর যদি আল্লাহ্ উহাদের কোন দলের নিকট তোমাকে (মদীনায়) ফেরত আনেন, অনন্তর উহারা (অভিযানে) বাহির হইতে তোমার অনুমতি চাহে, তখন বলিবে, 'তোমরা আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং আমার সঙ্গী হইয়া কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে

অল্প হইলেও দান করিতেন।

৩৭০। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল-এর মৃত্যু হইলে মহানাবী (স.) তাহার জানাযায় সলাত পড়ান ও তাহার জন্য দুআ' করেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত ও পরবর্তী ৮৪ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৩৭১। ইহা তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। মদীনা হইতে বহুদূরে (প্রায় ৫৪০ কি.মি.) গ্রীষ্মকালে এই অভিযানে বাহির হইতে হয়।

না ; তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে ; সুতরাং পিছনে থাকা লোকদের সহিতই বসিয়া থাক'।	مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. এবং উহাদের কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও সলাত (জানাযা) পড়িবে না ও উহার কবরে (দুআ'র জন্য) দাঁড়াইবে না (দ্র. ৯ : ৮০) ; উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে এবং ফাসিক্ব অবস্থায় মারা যায়।	وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَا تُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে ; বস্তুত আল্লাহ্ চাহেন ইহার দ্বারাই উহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে এবং কাফের থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিতে।	وَ لَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. এবং যখন কোন সূরা নাযিল হয় এইমর্মে 'আল্লাহ্র উপর ঈমান আন এবং রসূলের সঙ্গী হইয়া জিহাদ কর', তখন উহাদের মধ্যকার শক্তিসামর্থ্যবানেরা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও, বসিয়া থাকা লোকদের সহিতই আমরা থাকিব'।	وَ اِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. উহারা পিছনে থাকা লোকদের সহিত অবস্থান করাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, সেকারণে উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।	رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. কিন্তু রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহার সহিত- সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) করিয়াছে নিজ-সম্পদ ও নিজদের (কায়িকশ্রম) দ্বারা ; আর উহাদের জন্যই কল্যাণ, এবং উহারাই সফলকাম।	لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন জান্নাত যাহার তলদেশে নহরসমূহ	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

রুকু' ১১

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ ع ١٧	প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; ইহাই মহাসাফল্য।
وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾	৯০. আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক[৩৭২] অজুহাত পেশ করিতে আসিল যেন তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাহারা বসিয়া রহিল (তাহাদের সহিত) যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যা বলিয়াছিল ; উহাদের মধ্যে যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবেই।
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضٰى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾	৯১. যাহারা দুর্বল ও পীড়িত এবং যাহারা অর্থদানে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই[৩৭৩], যদি তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগী হয় ; মুহসিনদের (অতীব সৎকর্মপরায়ণ) বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই[৩৭৪] ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু-০
وَّ لَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾	৯২. আর উহাদেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না' ; উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল ;০
اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَ هُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾	৯৩. বস্তুত উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু, রহিয়াছে যাহারা অভাবমুক্ত হইয়াও তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে, উহারা তো অন্তঃপুরবাসিনীদের সহিত থাকাই পছন্দ করিল, এবং আল্লাহ্ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতেও পারে না!

৩৭২। তাবুক যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই তাহাদের মধ্যে মদীনার মুনাফিক এবং মরু এলাকার কিছু মুনাফিক ছিল। মহানাবী (স.) ফিরিয়া আসিলে তাহারা তাঁহার নিকট মিথ্যা ও'যর পেশ করিতে আসিল। আর কিছু সংখ্যক ছিল যাহারা যুদ্ধেও গেল না এবং ও'যর পেশ করিতেও আসিল না। এই দুই দল সম্বন্ধে এখানে বলা হইয়াছে।

৩৭৩। এ স্থলে অপরাধ নাই অর্থ অভিযানে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় কোন অপরাধ নাই।

৩৭৪। প্রকৃত মুসলিমদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশেষ অসুবিধার জন্য তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ও'যর কবুল হওয়ার আশ্বাস এখানে দেওয়া হইয়াছে।

পারা ১১

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের প্রতি অজুহাত পেশ করিবে ; বলিও, 'ও'যর পেশ করিও না আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না ; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও ; অতঃপর যিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে'।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۪ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অচিরেই উহারা আল্লাহ্র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের উপেক্ষা কর ; সুতরাং তোমরা উহাদের ব্যাপারে উপেক্ষা করিবে ; উহারা অপবিত্র, আর উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহারা যাহা করিত তাহার ফলস্বরূপ।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হও, কিন্তু তোমরা উহাদের ব্যাপারে তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ তো ফাসিক্ব সম্প্রদায়ের প্রতি কদাপিও তুষ্ট হইবেন না।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۹۷﴾

৯৭. কুফুরি ও কপটতায় মরুবাসীরা[৩৭৫] কঠোরতর ; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছেন উহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ[৩৭৬] থাকার সম্ভাবনা ইহাদের অধিক ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, অতীব প্রজ্ঞাময়।

৩৭৫। اَلْاَعْرَابُ : এখানে শহরের বাইরের অধিবাসী বিশেষভাবে মরুবাসীদের বুঝান হইয়াছে।
৩৭৬। দ্বীন ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. আর মরুবাসীদের কেহ কেহ, যাহা তাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে তাহা অর্থদণ্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে ; মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদেরই হউক ; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ ع ۱۲

রুকু' ১২

৯৯. মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে উহাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রসূলের দুআ' লাভের উপায় মনে করে, বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য সান্নিধ্য লাভের উপায় ; আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদিগকে নিজ রহমতে দাখিল করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০. আর মুহাজির ও আনসারদের[৩৭৭] মধ্যে যাহারা প্রথম অগ্রগামী ও যাহারা নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ উহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং উহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; ইহাই বিরাট সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾ ۚ

وقف منزل ع ۱۳

মুআ' ১৩

১০১. এবং মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশে পাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক এবং মদীনা বাসীর মধ্যকার কেহ কেহ; তাহারা কপটতায় সিদ্ধ ; তুমি তাহাদিগকে জান না ; আমরা তাহাদিগকে জানি ; আমরা উহাদিগকে অচিরেই দুইদফায় শাস্তি দিব, পরিশেষে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহাশাস্তির দিকে,০

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا

১০২. এবং অপর কতক লোক [৩৭৮] নিজেদের

৩৭৭। مُهاجِرُوْنَ: যাহারা ইসলামের জন্য হিজরত করিয়াছিলেন। اَنْصَارٌ: যেসব মদীনাবাসী মুহাজিরদেরকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৩৭৮। দশজন সাহাবী কিছু ওজরে তাবুক যুদ্ধ গমনে পশ্চাদপদ ছিলেন। পরে তাহারা নিজেদের ভূল বুঝিতে পারেন।

صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর মন্দকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে ; সম্ভবত আল্লাহ্ উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তুমি উহাদের সম্পদ হইতে 'সদাক্বা' গ্রহণ করিবে, ইহা দ্বারা উহাদিগকে পবিত্র করিবে ও পরিশুদ্ধ করিবে ; তুমি উহাদিগকে দুআ' করিবে ; তোমার দুআ' তো উহাদের জন্য প্রশান্তিকর ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. উহারা কি জানে না যে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তাওবা ক্বুবুল করেন ও দান গ্রহণ করেন, এবং যে আল্লাহ্ অতীব তাওবা ক্বুবুলকারী, অসীম দয়ালু।

وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং বল 'তোমরা কর্ম করিতে থাক এরপর আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূল আর মু'মিনগণও ; এবং অচিরেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন',০

وَ اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল[৩৭৯]- তিনি উহাদিগকে হয় শাস্তি দিবেন, না হয় ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ

১০৭. আর যাহারা মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছে- ক্ষতিসাধন, কুফুরি করিবার ও মু'মিনদের মধ্যে

তাহাদের মধ্যে সাতজন নিজদেরকে মাসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রসূল (স.) কর্তৃক বন্ধন-মুক্তির প্রত্যাশায় থাকেন। তাহাদের ব্যাপারে ১০২-১০৫ আয়াতসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। (ই কাছির, আ আ থানভী)।

৩৭৯। ইহারা হইলেন কাব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রাবীআ ও হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)। তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিবার কারণে এই তিনজনের ৫০ দিন যাবৎ এক মর্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনার পর আল্লাহ্ তাঁহাদের তাওবা কবুল করেন ; (দ্র. ৯ : ১১৮)।

تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি চক্রান্ত করে তাহার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ[৩৮০] ব্যবহারের জন্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি' ; এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. তুমি ইহাতে কখনও (সলাতে) দাঁড়াইও না ; যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথমদিন হইতে স্থাপিত হয় তাক্বওয়ার উপর, উহাই তোমার সলাতের জন্য অধিক যোগ্য ; সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে ; এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. যে ব্যক্তি তাহার (ঘরের) ভিত্তি আল্লাহ-ভীতি ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার (ঘরের) ভিত্তি স্থাপন করে এক পতনোন্মুখ গর্তের কিনারায়, ফলে যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয় ? এবং আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾

১১০. উহাদের ভিত্তি যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্নবিচ্ছিন হইয়া যায় ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, অতীব প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ১৩

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের হইতে তাহাদের

৩৮০। আবূ আমির রাহিব খাযরাজী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিল। মদীনার লোকেরা তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহবান করেন, কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং মহানাবী (স.) এর সঙ্গে শত্রুতা করিতে থাকে। মদীনার কিছু মুনাফিককে একটি মাসজিদ বানাইতে সে পরামর্শ দেয়, যাহাতে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং এই মাসজিদে গোপনে মিলিত হইয়া রসূলুল্লাহ (স.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা যায়। তাহারা মাসজিদ বানাইয়া উহাতে সলাত আদায় করিতে মহানাবী (স.) কে অনুরোধ জানায়। তিনি তাবুক হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন মাসজিদটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) মাসজিদটি জ্বালাইয়া দিতে নির্দেশ দেন।

জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন- বিনিময়ে তাহাদের জন্য জান্নাত রহিয়াছে ; তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, ফলে (কতক) নিধন করে ও (কেহ কেহ) নিহত হয় ; ইহার সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তাওরাতে, ইনজীলে ও কুরআনে ; আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে কে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ? অতএব তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য খুশী হও এবং উহাই তো মহাসাফল্য।

وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۱﴾

১১২. উহারা তাওবাকারী, ই'বাদতকারী, (আল্লাহ্র) প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ'কারী, সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা, অসৎকর্মে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী ; এবং মু'মিনদিগকে শুভ সংবাদ দাও।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য সঙ্গত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট[৩৮১] হইয়া যায় যে উহারা নিশ্চিত জাহান্নামী।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾

১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা বিষয়টি একটি ওয়া'দা পালন ব্যতীত কিছুই নহে যাহা সে দিয়াছিল শুধু তাহারই জন্যে, কিন্তু যখন তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে সে (পিতা) আল্লাহ্র শত্রু তখন সে উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল ; অবশ্যই ইবরাহিম কোমল হৃদয়, সহনশীল।

وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

১১৫. আল্লাহ্ এমন নহেন যে তিনি কোন

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ

৩৮১। হয় কুফুরি অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে অথবা রসূলুল্লাহ (স.) অহি মারফত জানিতে পারিয়াছেন যে উহারা জাহান্নামী।

حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

সম্প্রদায়কে হিদায়াত করিবার পর পথভ্রষ্ট করেন যতক্ষন না তাহাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়- কী বিষয়ে তাক্বওয়া অবলম্বন করিতে হইবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْیٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই ; তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান ; আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِیِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ﴿١١٧﴾

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল সংকটকালে (তাবুক যুদ্ধের সময়)- এমনকি যখন তাহাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হইল ; পরে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন ; নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু-০

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾ ع ٤ ٣

১১৮. এবং অপর তিনজনের (দ্র. টীকা ৩৭৯) বিষয়ে যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয় ; যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইল ও তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইল এবং তাহারা উপলব্ধি করিল যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় কোন আশ্রয়স্থল নাই তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্তন ব্যতীত ; পরে তিনি তাহাদের তাওবা ক্বুবুল করিলেন যেন তাহারা তাওবায় স্থির থাকে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব তাওবা ক্বুবূলকারী, অসীম দয়ালু।

রুকু' ১৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গী হও।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا

১২০. মদীনাবাসী ও উহাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্র রসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া ও

يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

তাহার জীবন অপেক্ষা তাহাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা ; ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে উহাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও শত্রুদের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত (আঘাত বা অন্য কোন ক্ষতি) হওয়া উহাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহসিনদের (দ্র. টীকা ৩০৫) শ্রমফল নষ্ট করেন না -০

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. এবং তাহারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাহা তাহাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়- যাহাতে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার তাহাদিগকে দিতে পারেন।

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ ع ۱۵ ۴

রুকু' ১৫

১২২. মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে (অভিযানে) বাহির হওয়া সমীচিন[৩৮২] নহে ; সুতরাং তাহাদের প্রত্যেক দলের কিছু লোক নির্দিষ্ট করা হয় না কেন- যেন তাহারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অনুশীলন করিতে পারে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে, যখন উহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে, যাহাতে তাহারা (দ্বীন সম্বন্ধে) ভয় করিতে পারে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ الربع

১২৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কাফেরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায় ; আর জানিয়া

৩৮২। প্রতিটি মুসলিমের জন্য অব্যাহত দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের কাজ ফরজ। কোন অভিযানে বাহির হইতে হইলে সকল মুসলিমের একসঙ্গে বহির্গত হওয়া সমীচীন নহে। একটি দল দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকিবে। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁহার সাহাবীদিগকে দ্বীনী শিক্ষা দিতেন। আর রসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় থাকা অবস্থায় যাঁহারা শহরের বাহিরে যাওয়ার কারণে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, তাহারা যাহা শিক্ষা করিতে পারেন নাই তাহা উপস্থিত সাহাবীদের নিকট হইতে শিখিয়া লইতেন। এইরূপে দ্বীনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিত।

রাখ যে আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন।•

১২৪. আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদের কেহ কেহ বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল' ? অনন্তর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ইহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত আরও কলুষ যুক্ত করে এবং উহাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَ مَا تُوْا وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. উহারা কি দেখে না যে, উহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার বিপর্যস্ত করা হয় ? তারপরও উহারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় ; এবং (ইশারায় প্রশ্ন করে) 'তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কি ?' অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে ; আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে সত্য বিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রসূল আসিয়াছে, তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদের মঙ্গলকাঙ্খী, মু'মিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও দয়াবান।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআ'রশের (দ্র. টীকা ৩০৪) অধিপতি'।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾ ع

১০- সূরা ইউনুস

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৬	কুরআন জ্ঞানগর্ভ কিতাব। মহাবিশ্ব আল্লাহ্‌র বিজ্ঞানময় সৃষ্টি।
০০৭-০৭০	আখিরাত, তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে যুক্তি ও উপদেশ।
০৭১-০৭৪	নিজ জাতির নিকট নূহ (আ.) এর দাওয়াত। তাহাদের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস।
০৭৫-০৯৩	ফিরআ'উন ও তার জনগণের কাছে মূসা ও হারূণ (আ.) দের দাওয়াত। তাহাদের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস।
০৯৪-১০৯	মানুষ ঈমান না আনিলেও নাবীগণের হতাশ না হওয়া এবং কাহাকেও বাধ্য না করা। নাবীর চলিবার পথ সুস্পষ্ট।

১০- সূরা ইউনুস

মাক্কী ; আয়াত ১০৯, রুকূ' ১১

١٠ سُوْرَةُ يُوْنُسَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٠٩ ركوعاتها ١١

মানযিল ৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

السّٰلٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾

১. আলিফ লা----ম র- ; ইহা জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াতসমূহ।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾

২. মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাহাদেরই একজনের নিকট অহি প্রেরণ করি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য তাহাদের রব্ব এর নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা[৩৮৩]! কাফেররা বলে, 'এ (রসূল) তো এক সুস্পষ্ট যাদুকর'!

وقف النبى صلى الله عليه وسلم

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব্ব আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে (দ্র. টীকা ৩০৩) সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আ'র্‌শে (দ্র. টীকা ৩০৪) সমাসীন হন ও সকল বিষয় পরিচালনা করেন ; তাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই ; ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব্ব, সুতরাং তাহারই আনুগত্য কর ; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

৩৮৩। এ স্থলে قَدَمَ صِدْقٍ-এর অর্থ 'উচ্চ মর্যাদা'। (ই ফা)।

৪. তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে ন্যায়সংগত কর্মফল প্রদানের জন্য ; এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি কারণ তাহারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করিত।	اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٤
৫. তিনি সূর্যকে তেজস্কর (প্রদীপ) ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় বানাইয়াছেন এবং উহার মনযিলসমূহ[৩৮৪] নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার ; আল্লাহ্‌ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন জ্ঞানবানদের জন্য।	هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥
৬. নিশ্চয়ই রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাক্বী লোকদের জন্য।	اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦
৭. নিশ্চয়ই যাহারা আমাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না আর পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট ও ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে গাফেল-০	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧
৮. উহাদের আবাসস্থল অগ্নি উহাদের কৃতকর্মের জন্যে।	اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨
৯. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের রব্ব তাহাদের ঈমান হেতু তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবেন, নিয়া'মতপূর্ণ কাননে	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ

৩৮৪। مَنَازِلُ: শব্দটি مَنْزِلٌ এর বহুবচন, চান্দ্রমাসে প্রতি দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের চন্দ্রের অবস্থাকে মনযিল বলা হয়। চান্দ্রমাসের এই মনযিলকে বাংলায় তিথি বলে। (দ্র. ৩৬:৩৯)।

উহাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾
১০. যেথায় তাহাদের ধ্বনি হইবে, 'হে আল্লাহ্! তুমি সর্বত্রুটির উর্দ্ধে, (পবিত্র)'! এবং সেখানে তাহাদের সম্ভাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি), আর তাহাদের শেষ ধ্বনি হইবে, 'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্র প্রাপ্য'।	دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ ع
১১. আর আল্লাহ্ যদি* মানুষের অমঙ্গল ত্বরান্বিত করিতেন যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ যথাশীঘ্র পাইতে চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের ধ্বংস ঘটিত[৩৮৫]; সুতরাং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেই।	وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾
১২. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শোয়া, বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আমাদের ডাকিয়া থাকে, অনন্তর যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি, সে এমন ভাব করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল উহার জন্য সে আমাদের ডাকেই নাই ; যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদের কর্ম তাহাদের নিকট এইভাবে শোভনীয় করিয়া দেওয়া হয়।	وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা তো ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল– অথচ স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনিবার (জন্য প্রস্তুত) ছিল না ; এইরূপে অপরাধী জাতিকে কর্মফল দিয়া থাকি।	وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. অতঃপর আমরা উহাদের পর পৃথিবীতে	ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

রুকু' ০১

৩৮৫। اَجَلٌ: এখানে এর অর্থ নির্ধারিত কাল, لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ একটি আরবি বাকভংগি যাহার অর্থ মৃত্যু বা ধ্বংস ঘটানো।

তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত (দ্র. টীকা ২৭) করিয়াছি, তোমরা কিরূপ কর্ম কর তাহা দেখিয়া লইবার জন্য।

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৫. এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়- তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন ইহা ব্যতীত অথবা ইহাকে বদলাও' ; বল, 'নিজ হইতে ইহা পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়, আমার প্রতি যাহা অহি হয়, আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করি, আমি আমার রব্ব এর অবাধ্যতা করিলে অবশ্যই মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি'।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

১৬. বল, 'আল্লাহ্ যদি* চাহিতেন আমি তোমাদের নিকট ইহা তিলাওয়াত করিতাম না এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না, আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি ; তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না' ?

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَ لَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হয় না।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. আর উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ই'বাদত করে তাহা উহাদের ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না, (অথচ) উহারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী' ; বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না' ? তিনি মহান, পবিত্র এবং উহারা যাহার শরীক করে তাহা হইতে তিনি অতি ঊর্ধ্বে।

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیْمَا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. মানুষ ছিল একই উম্মত (২:২১৩), পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে ; তোমার রব্ব এর পূর্ব-ঘোষণা না থাকিলে বা তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় উহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

وَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ﴿۲۰﴾ ع ۲

২০. আর উহারা বলে, 'তাহার রব্ব এর নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন' ?[৩৮৬] বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে, সুতরাং প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষারত'।

রুকু' ০২

وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِیْۤ اٰیَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. আর দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর, যখন আমরা মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই, তাহারা তখনই আমাদের নিদর্শনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ; বল, 'কৌশলে আল্লাহ্ অধিকতর তৎপর' ; তোমরা যে চক্রান্ত কর তাহা অবশ্যই আমাদের রসূলগণ (মালাকগণ)[৩৮৭] লিপিবদ্ধ করে।

هُوَ الَّذِیْ یُسَیِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ ۚ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیْحٍ طَیِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِیْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِیْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ۚ۬ لَىِٕنْ اَنْجَیْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۲۲﴾

২২. তিনিই তোমাদিগকে জলেস্থলে ভ্রমণ করান ; এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও, এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে চলিতে থাকে এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় ; অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহ্‌কে ডাকিয়া বলে, 'আমাদিগকে তুমি ইহা হইতে উদ্ধার করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

৩৮৬। সত্যের নিদর্শন বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। রসূল (স.) তাঁহার নিজ ইচ্ছায় কোন নিদর্শন বা 'আয়াত' আনিতে পারেন না। সত্যের জয় সুনিশ্চিত, তবে জয় কখন আসিবে তাহা আল্লাহই জানেন।

৩৮৭। رُسُلٌ : একবচন رَسُوْلٌ শব্দ কখনও কখনও মালাকগণ (ফিরিশতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তিনি যখনই উহাদিগকে বিপদমুক্ত করেন তখনই উহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করিতে থাকে ; হে মানুষ! তোমাদের সীমালঙ্ঘন বস্তুত তোমাদের নিজেদের বিরূদ্ধেই হইয়া থাকে- পার্থিব জীবনের সুখভোগ করিয়া লও, পরে আমাদেরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এইরূপ- যেমন আকাশ হইতে আমরা বারি বর্ষণ করি যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে ; অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারিগণ মনে করে উহা তাহাদের আয়ত্তাধীন- তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমাদের নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দেই, যেন গতকালও উহার অস্তিত্ব ছিল না ; এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিশদ ভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন ; এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের জন্য রহিয়াছে কল্যাণ এবং আরও অধিক ; আর কালিমা ও হীনতা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না ; ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

২৭. আর যাহারা নিকৃষ্টতা অর্জন করে তাহাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ- এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে ; আল্লাহ্ হইতে উহাদের রক্ষা

عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۷﴾

করিবার কেহই নাই, উহাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত ; উহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

وَ يَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَ شُرَكَآؤُكُمۡ ۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ اِيَّانَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং সেদিন উহাদের সকলকে একত্র করিয়া যাহারা শির্ক করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা বলিব, 'তোমরা ও তোমাদের (বানানো) শরীকরা স্ব স্ব অবস্থানে থাক' ; আমরা উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব, আর উহাদের শরীকরা বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের ই'বাদত করিতে না'।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًا بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَكُمۡ اِنۡ كُنَّا عَنۡ عِبَادَتِكُمۡ لَغٰفِلِيۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. 'সুতরাং আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পরম সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ই'বাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা তো অনবহিত ছিলাম'।

هُنَالِكَ تَبۡلُوۡا كُلُّ نَفۡسٍ مَّاۤ اَسۡلَفَتۡ وَ رُدُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ مَوۡلٰٮهُمُ الۡحَقِّ وَ ضَلَّ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

৩০. সেখানে প্রত্যেকে নিজের পূর্বকৃত কর্ম যাচাই করিয়া লইবে[৩৮৮] এবং উহাদের প্রকৃত মাওলা- আল্লাহ্র প্রতি উহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে, আর উহাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।•

রুকূ' ০৩ • ত্রয়োবিংশ

النصف ع ٣ ٨

قُلۡ مَنۡ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ اَمَّنۡ يَّمۡلِكُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ مَنۡ يُّخۡرِجُ الۡحَىَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَ يُخۡرِجُ الۡمَيِّتَ مِنَ الۡحَىِّ وَ مَنۡ يُّدَبِّرُ الۡاَمۡرَ ؕ فَسَيَقُوۡلُوۡنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلۡ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. বল, 'কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবিকা সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হইতে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সমস্ত বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে ? তখন তাহারা অবশ্য বলিবে, 'আল্লাহই', বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না' ?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الۡحَقُّ ۚ فَمَا ذَا بَعۡدَ الۡحَقِّ

৩২. অতএব তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের সত্য

৩৮৮। মৃত্যুর পরই মানুষ তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জানিতে পারিবে, আর ক্বিয়ামতে বিস্তারিত, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আ'মলও তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।

رব্ব, অনন্তর সত্য (ত্যাগ করিবার) পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ ?	اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এইরূপে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার রব্ব এর এই বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে যে উহারা ঈমান আনিবে না।	كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. বল, 'তোমরা যাহাদের শরীক কর তাহাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে সৃষ্টির সূচনা করে ও পরে উহার পুনরাবৃত্তি ঘটায়' ? বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবৃত্তি ঘটান' ; সুতরাং তোমাদিগকে সত্য বিচ্যুত করিয়া কোথায় লওয়া হইতেছে ?	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে' ? বল, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন ; এখন যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি আনুগত্যের অধিক হক্বদার, না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না- সে ? তোমাদের হইল কী ? কীভাবে তোমরা ফায়সালা কর' ?	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর উহাদের অধিকাংশ (অমূলক) অনুমান ব্যতীত অন্য কিছুরই অনুসরণ করে না ; নিশ্চিত যে সত্যের মুকাবিলায় অনুমান কোন কাজে আসে না ; উহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো পক্ষে রচনা সম্ভব নয়, তদুপরি ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সত্যায়নকারী এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা (নাযিল হইয়াছে) রব্বুল আ'লামীনের পক্ষ হইতে।	وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তাহারা কি বলে, 'সে[৩৮৯] ইহা রচনা করিয়াছে'? বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর (দ্র. ২:২৩) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾
৩৯. পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই, তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং এখনও ইহার তা'বিল[৩৯০] উহাদের নিকট আসে নাই ; এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল, সুতরাং দেখ, যালিমদের পরিণাম কী হইয়াছে।	بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۹﴾
৪০. উহাদের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে না ; এবং তোমার রব্ব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।	وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿۴۰﴾ ع ৬ ৭
৪১. আর তাহারা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়ভার আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়ভার তোমাদের, আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত'।	وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে ; তবে কি তুমি বধিরকে শুনাইবে, তাহারা না বুঝিলেও ?	وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۲﴾
৪৩. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে (খুঁত ধরিবার উদ্দেশ্যে) ; তবে কি তুমি অন্ধকে পথ দেখাইবে, তাহারা না দেখিলেও ?	وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۴۳﴾

রুকু' ০৪

৩৮৯। এখানে 'সে' অর্থ মুহাম্মাদ (স.)।

৩৯০। تَاْوِيْلٌ : একমতে আল্লাহ্র দ্বীনকে অস্বীকার করিবার পরিণাম শাস্তি যাহা এখনও তাহাদের নিকট আসে নাই। ভিন্নমতে 'তা'বিল' অর্থ এখানে মূল কথা বা সঠিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাহারা কুরআন এর ব্যাখ্যা বুঝিতে পারে নাই। (ই ফা)।

৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর যেদিন তিনি তাহাদিগকে একত্র করিবেন সেদিন (তাহাদের মনে হইবে) তাহাদের (পৃথিবীতে) অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, তাহারা পরস্পরকে চিনিবে ; তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত যাহারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর তাহাদিগকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়াছি উহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই বা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দেই, তবে তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই দিকে, অনন্তর আল্লাহ্ই পরম সাক্ষী উহারা যাহা করে।

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর (অতীতে) প্রত্যেক উম্মতের জন্য রসূল ছিল, এবং যখনই উহাদের রসূল আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. উহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, (তবে বল) এই প্রতিশ্রুতি কবে ফলিবে' ?

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজেরই ভালমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই' ; প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট ক্ষণ আছে ; যখন তাহাদের সেইক্ষণ আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব করিতে অথবা ত্বরা করিতে পারিবে না।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا

তাঁহার শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে, তবে অপরাধীরা উহার কী ত্বরান্বিত করিতে চাহে'?	مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. তোমরা কি ইহা (শাস্তি) ঘটিবার পর ইহাতে ঈমান আনিবে ? এখন![৩৯১] আর তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিতে!	اَ ثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. পরে যাহারা যুলুম করে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা যাহা অর্জন করিতে উহারই প্রতিফল তো তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে'।	ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর উহারা তোমার নিকট জানিতে চায়, 'ইহা কি সত্য' ? বল, 'হ্যাঁ, আমার রব্ব এর শপথ! অবশ্যই ইহা সত্য ; এবং তোমরা (ইহা) ব্যর্থ করিতে পারিবে না'।	وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. প্রত্যেক অপরাধীই, পৃথিবীর সমস্ত কিছু যদি* তাহার হইত এবং সে মুক্তির বিনিময়ে উহা প্রদান করিত (তাহাও ক্ববুল হইত না) ; এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে, তবে উহাদের মীমাংসা ন্যায্যভাবে করা হইবে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।	وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই ; মনে রাখিও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।	اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।	هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾

রুকু' ০৫

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ع ৫ ১২ ২

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

৩৯১। কিন্তু শাস্তি আসিয়া পড়িলে ঈমান আনয়ন তখন গ্রহণযোগ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে দ্র. ৬:১৫৮; ১০:৯০-৯২; ৩২:২৯ ও ৪০:৮৫।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও (তোমাদের) অন্তরে যাহা আছে উহার আরোগ্য[৩৯২] এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বল, 'ইহা (কুরআন) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁহার দয়ায় ; সুতরাং এইজন্য উহারা আনন্দিত হউক' ; উহারা যাহা (সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক্ব দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ ?[৩৯৩] বল, 'আল্লাহ্ কি ইহার অনুমতি তোমাদিগকে দিয়াছেন, না আল্লাহ্‌র প্রতি তোমরা মিথ্যা আরোপ করিতেছ' ?

وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع ٦

৬০. আর ক্বিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদের কী ধারণা যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে ? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হয় না।

রুকু' ০৬

وَ مَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ

৬১. আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন ও তৎসম্পর্কে তুমি কুরআন হইতে যাহা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা (এ সম্পর্কিত) যে কাজ-ই কর, আমরা তোমাদের পর্যবেক্ষক হই- যখন তোমরা উহাতে (ঐ কাজে) প্রবৃত্ত হও ; পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে অণু পরিমাণও তোমার রব্ব এর অগোচরে নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (পরমাণু

৩৯২। কুফুরি ও গুনাহ এর ফলে অন্তর কলুষিত ও সত্যবিমুখ হয়। ইহা অন্তরের ব্যাধি। কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করিলে (দ্র. ১৭:৮২) অন্তর সেই ব্যাধিমুক্ত হয়। সুস্থ অন্তরের জন্য কুরআন হিদায়াত ও রহমত।

৩৯৩। নিজ নিজ খেয়াল-খুশিমত কিছু হালাল ও কিছু হারাম বলিবার অধিকার কাহারও নাই, অথচ মুশরিক ও ইয়াহূদীরা ইহা করিয়াছে। (এই প্রসঙ্গে দ্র. ৬:১৩৮-১৪০, ৬:১৪৪)।

অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কণা যাহা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার) বা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।	كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾
৬২. মনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের (দ্র. ১০ : ৬১) কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্থও হইবে না,০	اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. (তাহারা হইতেছে) যাহারা ঈমান আনে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে ;০	الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তাহাদের জন্য রহিয়াছে সুসংবাদ[৩৯৪] দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে ; আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই ; উহাই মহাসাফল্য ;০	لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর তাহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় ; নিশ্চয় সকল সম্মানই আল্লাহ্‌র ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	وَ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾
৬৬. জানিয়া রাখ! যাহারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্‌রই ; আর যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত শরীকদিগকে ডাকে তাহারা কিসের অনুসরণ করে ? তাহারা তো শুধু (অমূলক) অনুমানই অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।	اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য রাত্রি যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবস দেখিবার জন্য ; নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সেই লোকদের জন্য যাহারা (কথা যথাযথ) শুনে।	هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

وقف لازم

৩৯৪। بُشْرٰى: অর্থ সুসংবাদ। 'তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না'– এ সুসংবাদ তাহারা দুনিয়াতেই পাইয়াছেন, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে মালাকগণ তাঁহাদিগকে বলেন, ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়ছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও (দ্র. ৪১ঃ ৩০)। ভিন্নমতে এই সুসংবাদ হইল 'ভাল স্বপ্ন' যাহা তাঁহারা দেখেন অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরা দেখেন; এই ধরনের স্বপ্নকে হাদীসে مُبَشِّرٰتٌ বলা হইয়াছে। (ই ফা)।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তাহারা বলে 'আল্লাহ্ সন্তান লইয়াছেন', (ইহা হইতে) তিনি পবিত্র ; তিনি অভাবমুক্ত ; যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সবকিছুই তাঁহারই ; এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নাই[৩৯৫] ; তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই ?

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ ط

৬৯. বল, 'যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না' ;০

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. পৃথিবীতে (উহাদের জন্য) আছে কিছু সম্ভোগ, পরে আমাদের দিকে উহাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর কুফুরি হেতু উহাদিগকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহন করাইব।●

তিন চতুর্থাংশ● রুকু' ০৭

الثلثة ع ٣

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾

وقف لازم

৭১. আর উহাদিগকে নূহ এর বৃত্তান্ত শোনাও ; সে তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্র আয়াত দ্বারা আমার উপদেশ-প্রদান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি ; সুতরাং তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তৎসহ তোমাদের করণীয় স্থির করিয়া লও, পরে যেন করণীয় বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে ; অতঃপর আমার প্রতি তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না[৩৯৬]।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. 'এরপরও যদি তোমরা বিমুখ থাক তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই ; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র উপর- এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে'।

৩৯৫। অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীক করা ও তিনি সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন– তাহাদের এই ধারণার কোন প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই।

৩৯৬। নূহ (আ.) নিজ উম্মতের হিদায়াত সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাহাদের সহিত এই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর উহারা তাহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার সহিত যাহারা তরণীতে[৩৯৭] ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করি ও স্থলাভিষিক্ত করি এবং যাহারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে উহাদিগকে নিমজ্জিত করি ; সুতরাং লক্ষ্য কর, উহাদের কী পরিণাম হইয়াছিল যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. অনন্তর তাহার পরে আমরা রসূলদিগকে প্রেরণ করি তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ; তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল, কিন্তু উহারা পূর্বে যাহা মিথ্যা বলিয়াছিল তাহার প্রতি ঈমান আনিতে প্রস্তুত ছিল না ; এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয় মোহর করিয়া দেই (দ্র. টীকা ৯)।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. পরে আমাদের নিদর্শনসহ মূসা ও হারূণকে ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি, কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমাদের নিকট হইতে সত্য আসিল, তখন উহারা বলিল- 'ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু'।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. মূসা বলিল, 'সত্য যখন তোমাদের নিকট আসিল, তখন তৎসম্পর্কে তোমরা (এইরূপ) বলিতেছ ? ইহা কি যাদু ? আর যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না'।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ

৭৮. উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছ এবং যাহাতে দেশে

৩৯৭। নূহ (আ.) এর তরণীর (নৌকার) বিবরণ সম্পর্কে দ্র. ১১:৩৭-৪০।

তোমাদের দুইজনের প্রতিপত্তি হয়, এইজন্য ? আর আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি'।	مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. ফিরআ'উন বলিল, 'তোমরা আমার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে লইয়া আস'।	وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾
৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা বলিল, 'তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার, নিক্ষেপ কর'।	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. অতঃপর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহাকে নস্যাৎ করিয়া দিবেন ; আল্লাহ্ অবশ্যই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না'।	فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. আর আল্লাহ্ তাঁহার বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন যদিও অপরাধীরা (উহা) অপছন্দ করে।	وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع ১৩
৮৩. ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের কতক সন্তান ব্যতীত[৩৯৮] আর কেহ তাহার প্রতি ঈমান আনে নাই ; বস্তুত ফিরআ'উন ছিল দেশে উদ্ধত, এবং সে ছিল অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. এবং মূসা বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান আনিয়া থাক, তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা মুসলিম হও'।	وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. অতঃপর তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিলাম, হে আমাদের রব্ব!	فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

রুকু' ০৮

৩৯৮। মূসা (আ.) এর প্রতি প্রথমদিকে বানী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক যুবক ঈমান আনিয়াছিল। কিছুকাল পরে বানী ইসরাঈলের অন্য সকলেই তাঁহার দলভুক্ত হইয়া যায়।

আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না'।	فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. 'এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর'।	وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর আমরা মূসা ও তাহার ভাইকে প্রত্যাদেশ করিলাম, 'মিসরে তোমাদের জাতির জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলিকে ই'বাদতগৃহ[৩৯৯] কর, এবং সলাত ক্বায়েম কর ; এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও'।	وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. মূসা বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গকে তুমি তো পার্থিব জীবনের শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ, যদ্দ্বারা- হে আমাদের রব্ব! উহারা (মানুষকে) তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে, হে আমাদের রব্ব! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দাও, কারণ উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না'।	وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তিনি বলিলেন, তোমাদের দুইজনের দুআ' কবূল হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না।	قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. আর আমরা বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআ'উন ও তাহার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য ও শত্রুতা পূর্বক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল ; পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান অবস্থায় পৌঁছিল তখন বলিল, 'আমি ঈমান আনিলাম যে তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই যাঁহার উপরে বানী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।	وَ جٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৩৯৯। বানী ইসরাঈল এর প্রতি মাসজিদে সলাত আদায় করিবার হুকুম ছিল, কিন্তু ফিরআ'উনের অত্যাচারের ভয়ে মাসজিদে গমন কষ্টসাধ্য হওয়ায় গৃহের নির্দিষ্ট স্থানে সলাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

৯১. এখন (কেন)! অথচ ইতিপূর্বে তুমি তো অবাধ্য ছিলে এবং তুমি ছিলে বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত।	آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. তবে আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন[৪০০] হইয়া থাক ; অবশ্যই মানুষের মধ্যে অধিকাংশ আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন।	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আমরা তো বানী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহারা বিভেদে লিপ্ত হইল উহাদের নিকট জ্ঞান[৪০১] আসিবার পর ; তোমার রব্ব অবশ্যই তাহাদের মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন ফয়সালা করিয়া দিবেন যাহাতে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিত।	وَ لَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অনন্তর তোমার প্রতি আমরা যাহা নাযিল করিয়াছি, উহাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক[৪০২], তবে তোমার পূর্ববর্তী কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, অবশ্যই তোমার নিকট সত্য আসিয়াছে তোমার রব্ব এর নিকট হইতে, সুতরাং তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না-০	فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না- তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।	وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

রুকু' ০৯

ع ١٢

৪০০। কয়েক বৎসর পূর্বে ফিরআ'উনের দেহ থিবিসের একটি পিরামিড হইতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে উহা সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

৪০১। তাওরাতের আয়াত লাভের পরে উহার সত্যতা সম্পর্কে বানী ইসরাঈল বিভিন্ন মত পোষণ করে। অনেকের মতে তাওরাত-বর্ণিত শেষ নাবী সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী রসূল (স.) এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা উহার সত্যতা সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি করিল ; মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঈমান আনে, কিন্তু অধিকাংশ হীন স্বার্থে অস্বীকার করে।

৪০২। নাবীকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্দেহ নিরসনের পন্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৯৬. নিশ্চয়ই যাহাদের বিরুদ্ধে তোমার রব্ব এর (শাস্তির) বাণী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না-০	اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আর যদি* উহাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে (উহারা ঈমান আনিবে না) যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।	وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾
৯৮. তবে, ইউনুসের[৪০৩] জাতি ব্যতীত, (অন্য) কোন জনপদ বাসী কেন এমন হইল না, যাহারা (শাস্তি প্রত্যক্ষের পূর্বে) ঈমান আনিত আর উহাদের ঈমান উহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন ঈমান আনিল তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূর করিলাম এবং উহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিলাম।	فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾
৯৯. আর তোমার রব্ব যদি* চাহিতেন পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেকেই অবশ্য ঈমান আনিত[৪০৪] ; তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ?	وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কাহারও সম্ভব নহে ; এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।	وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কি কি আছে তাহা (বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে) লক্ষ্য কর' ; আর নিদর্শনাবলী ও সতর্কীকরণ সেই জাতির উপকারে আসে না যাহারা ঈমান আনে না।	قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

৪০৩। ইউনুস (আ.) নীনাওয়াবাসীদের নিকট দ্বীন প্রচার করেন, কিন্তু তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের কর্মফলের শাস্তিস্বরূপ আযাব আসিলে তাহারা অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে। আল্লাহ্ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্তি দেন। ইউনুস (আ.) এর জীবন-কথার জন্য দ্র. ২১:৮৭-৮৮ ; ৩৭:১৩৯-১৪৮ ও ৬৭:৪৮-৫০।

৪০৪। দ্বীন প্রচার করাই নাবীর দায়িত্ব। কাহাকেও ঈমান আনিতে বাধ্য করা তাঁহার কাজ নহে, (দ্র. ২:২৫৬)।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. ইহারা কি ইহাদের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই[৪০৫] প্রতীক্ষা করে ? বল, 'তবে তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষায় আছি'।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ ع ١٥

১০৩. পরিশেষে আমরা আমাদের রসূলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকেও উদ্ধার করি এইভাবে, আমাদের উপর দায়িত্ব মু'মিনদিগকে উদ্ধার করা।

রুকু' ১০

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের (দ্র. টীকা ৪) প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে (জানিয়া রাখ) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ই'বাদত কর আমি উহাদের ই'বাদত করি না, পরন্তু আমি ই'বাদত করি আল্লাহ্র, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আর আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি'-০

وَ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আর উহাও এই যে, 'তুমি দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাক একনিষ্ঠভাবে, এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না'।

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে'।

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'আর আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহই নাই, এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহই নাই ; তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন ; এবং তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।

৪০৫। এখানে اَيَّامٌ শব্দটি আরবি বাগধারা হিসাবে ব্যবহৃত। অর্থ: ভাল মন্দ যাহা ঘটে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. বল, 'হে মানুষ! তোমাদের রব্ব হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে, সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই হিদায়াতের জন্য করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করিবে, এবং আমি তোমাদের কর্মসম্পাদক নহি'।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ ع ١٦

১০৯. এবং তোমার প্রতি যে অহি অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

রুকু' ১১

১১- সূরা হূদ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৪	মানুষকে এক আল্লাহ্র ই'বাদত, তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আহ্বানের নির্দেশ।
০০৫-০১২	আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সকল জীবের রিয্ক্বদাতা, মহাবিশ্বের স্রষ্টা। পরকালের প্রতি মানুষের অস্বীকৃতি। কাহারা ক্ষমা লাভ করিবে ? দাওয়াত পৌঁছানোই শুধূ নাবীর দায়িত্ব।
০১৩-০২৪	কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। দুনিয়া পূজারিদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নাই। আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারাই সফলকাম।
০২৫-০৪৯	নূহ (আ.) এর জাতির প্রতি তাঁহার দাওয়াত। জাতির হঠকারিতা ও ধ্বংস এবং মু'মিনদের মুক্তির ইতিহাস।
০৫০-০৬০	আ'দ জাতির কাছে হূদ (আ.) এর দাওয়াত ও উপদেশ। তাহাদের অস্বীকৃতি এবং ধ্বংসের ইতিহাস।
০৬১-০৬৮	সামূদ জাতির কাছে সালিহ্ (আ.) এর দাওয়াত এবং তাহাদের অবাধ্যতা ও ধ্বংসের ইতিহাস।
০৬৯-০৭৬	ইবরাহীম (আ.) এর কাছে মালাকদের আগমন এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্ত্রীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ।
০৭৭-০৮৩	লূত জাতির অপকর্ম, তাঁহার জাতিকে ধ্বংসের জন্য মালাকদের আগমন এবং তাহাদের ধ্বংসের ইতিহাস।
০৮৪-০৯৫	মাদইয়ানবাসীকে শুআ'ইব (আ.) কর্তৃক সংশোধন প্রচেষ্টার ইতিহাস। তাহাদের অবাধ্যতা ও ধ্বংসের বিবরণ।
০৯৬-০৯৯	ফিরআ'উন ও তার জাতির নিকট মূসা (আ.) এর দাওয়াত এবং তাহাদের অবাধ্যতার বিবরণ।
১০০-১২৩	অবাধ্য মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র সতর্কবাণী। নাবীর দাওয়াত গ্রহণের মাধ্যমে মানবজাতির কেহ হইবে ভাগ্যবান ও কেহ হইবে দুর্ভাগা। বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় নাবীর প্রতি অনুসরণীয় নির্দেশাবলি। ক্বিয়ামতে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেহই কথা বলিতে পারিবে না।

১১- সূরা হূদ

মাক্কী ; আয়াত ১২৩, রুকূ' ১০

١١ سُوْرَةُ هُوْدٍ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٢٣ ركوعاتها ١٠

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১. আলিফ লা----ম র- ; এই কিতাব যাহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে অতঃপর বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, অতীব প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞের পক্ষ হইতে (অবতীর্ণ)-০

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿١﴾

২. (এইজন্য) যে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ই'বাদত করিবে না ; (আর) নিশ্চয় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা-০

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۙ﴿٢﴾

৩. আরও যে, তোমরা তোমাদের রব্ব এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে তাওবা কর, তিনি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদিগকে উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং প্রত্যেক গুণিজনকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিবেন ; কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তো আমি তোমাদের জন্য ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।

وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ؕ﴿٣﴾

৪. আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ﴿٤﴾

৫. সাবধান! নিশ্চয়ই উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদের অন্তর দ্বিভাঁজ[৪০৬] করে ; সাবধান! উহারা যখন নিজেদিগকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে[৪০৭] তখন উহারা যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে নিশ্চয়ই তিনি তাহা সবিশেষ অবগত।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝﴿٥﴾

৪০৬। يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ : ইহার শাব্দিক অর্থ তাহারা তাহাদের অন্তর দ্বিভাঁজ করে। ইহা একটি আরবি বাগধারা, ইহার অর্থ তাহারা তাহাদের অন্তরে বিদ্বেষ গোপন রাখে।

৪০৭। يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ : ইহা একটি আরবি বাগধারা, অর্থ তাহারা তাহাদের অভিসন্ধি গোপন করে।

পারা ১২

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶﴾

৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই যাহার জীবিকা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে নহে, এবং তিনি উহার দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অবস্থিতি (দ্র. টীকা ২৮৫) সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ; প্রতিটি বিষয়ই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَی الْمَآءِ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ لَىِٕنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۷﴾

৭. এবং তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার আ'র্‌শ (দ্র. টীকা ৩০৪) ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ; আর তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হইবে', কাফেররা নিশ্চয়ই বলিবে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নহে'।

وَ لَىِٕنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤی اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّیَقُوْلُنَّ مَا یَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا یَوْمَ یَاْتِیْهِمْ لَیْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۸﴾ ع ۱

৮. আর নির্দিষ্ট কালের জন্য আমরা যদি তাহাদের হইতে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'কিসে উহা নিবারণ করিতেছে' ? সাবধান! যে দিন তাহাদের নিকট ইহা আসিবে, তাহাদের হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

রুকু' ০১

وَ لَىِٕنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَیَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿۹﴾

৯. এবং যদি মানুষকে আমাদের হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, অতঃপর উহা প্রত্যাহার করি তাহার নিকট হইতে, নিশ্চয় সে (তখন) হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।

وَ لَىِٕنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَیَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّیِّاٰتُ عَنِّیْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿۱۰﴾ۙ

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমরা তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে, 'আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে' ; আর সে তো হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

১১. কিন্তু যাহারা ধৈর্যধারণ করে ও সৎকর্মশীল হয়; তাহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।	اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾
১২. তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু তুমি বর্জন করিবে[৪০৮] এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইবে এইজন্য যে, তাহারা বলে, 'তাহার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাহার সহিত মালাক আসে না কেন'? তুমি তো কেবল সতর্ককারী; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের কর্মসম্পাদক ;০	فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَ ضَآئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٢﴾
১৩. তাহারা কি বলে, 'সে ইহা (কুরআন) নিজে রচনা করিয়াছে'? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি[৪০৯] সূরা রচনা করিয়া আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাহাকে পার, ডাকিয়া লও'।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ যে ইহা আল্লাহ্র জ্ঞাতসারেই অবতীর্ণ এবং ইহাও যে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, অতএব তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হইবে কি?	فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমরা উহাদের কর্মের ফল পূর্ণ করিয়া দিই এবং সেখানে তাহাদিগকে কম দেওয়া হয় না।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

৪০৮। রসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষে সম্ভব ছিল না তাঁহার প্রতি যে অহি অবতীর্ণ হইত উহার সামান্য কিছুও পরিত্যাগ করা। কিন্তু কাফেররা ইহা চাহিত যে, রসূলুল্লাহ (স.) তাহাদের দেব-দেবীর ব্যাপারে কিছু নমনীয়তা অবলম্বন করুক। বস্তুত তাহারা এই ধরনের কিছু প্রস্তাবও রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পেশ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন, ইহাদের ঈমান আনার আশায় তাঁহার পক্ষে ইহাদের এবংবিধ প্রস্তাব বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।

৪০৯। প্রথমে দশটি সূরা রচনা এবং পরে এমনকি একটি সূরা রচনার (দ্র. ২:২৩ ও ১০:৩৮) জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. উহাদের জন্য আখিরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এবং উহারা যে (অপ) কৌশল করে তাহা (আখিরাতে) বিনষ্ট হইবে আর উহারা যাহা করিত তাহাও মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۫ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং সে কি (উহাদের সমতুল্য) যে[৪১০] প্রতিষ্ঠিত তাহার রব্ব-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের (কুরআনের) উপর, যাহা তিলাওয়াত করে তাঁহার হইতে একসাক্ষী (জিবরীল), এবং ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব- আদর্শ ও রহমত (স্বরূপ) ? উহারা ইহাতে (কুরআনে) বিশ্বাসী ; আর অন্যান্য দলের যে কেহ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে- তবে অগ্নিই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান, সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইও না, ইহা তো তোমার রব্ব-প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে ? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদের রব্ব এর সম্মুখে এবং সাক্ষিগণ[৪১১] বলিবে, 'ইহারাই ইহাদের রব্ব এর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করিত', সাবধান! আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর-০

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. যাহারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে ; এবং ইহারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وقف لازم

২০. উহারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) অপারগ করিতে পারিত না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদের অন্য কোন বন্ধুও ছিল না ; উহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে ; উহাদের শুনিবার সামর্থ্যও ছিল না, আর উহারা দৃষ্টি দিতেও পারিত না।

৪১০। এখানে 'যে' অর্থ রসূলুল্লাহ (স.)।

৪১১। ক্বিয়ামতের দিনে নাবী, মালাক এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদানের উল্লেখ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া যায়, যেমন : ২ : ১৪৩, ২২ : ৭৮, ৩৬ : ৬৫, ৪১ : ২০ ইত্যাদি।

২১. উহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিল এবং উহারা যে অলীক কল্পনা করিত তাহা উহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. নিঃসন্দেহে উহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাহাদের রব্ব এর প্রতি বিনয়াবনত- তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায় ; তুলনায় এই দুই কি সমান ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না ?	مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَ الْاَصَمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ ع ٢ ٢
২৫. আর আমরা তো নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিয়াছিল), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী'-০	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۫ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿٢٥﴾
২৬. 'যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ই'বাদত না কর ; আমি তো তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি'।	اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾
২৭. তখন তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যাহারা ছিল কাফের তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখি না ; আমরা তো দেখি, যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহারাই আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম, এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না ; বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি'।	فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَ مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ- আমি যদি আমার রব্ব-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَ اٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ

রুকু' ০২

আমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে অনুগ্রহ (নবুয়ত) দান করিয়া থাকেন অতঃপর (এই বিষয়ে) তোমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখা হয় ; আমরা কি উহাতে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর' ?	عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ চাহি না ; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই নিকট এবং মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে ; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের রব্ব এর সাক্ষাৎ লাভ করিবে, কিন্তু আমি তো দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়!'	وَ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই, তবে আল্লাহ্ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না' ?	وَ يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. 'আর আমি তোমাদিগকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে আর না আমি গায়েব সম্বন্ধে অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে, আমি মালাক, এবং তোমাদের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না ; তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্ সম্যক অবগত ; (এরূপ বলিলে) আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।	وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّ لَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. তাহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি তো আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ- তুমি বিতর্ক করিয়াছ আমাদের সহিত অতি মাত্রায়, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর'।	قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বলিল, 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না'।	قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. 'আর আমি উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন ; তিনিই তোমাদের রব্ব ; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন' ;০	وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তাহারা কি বলে যে সে ইহা রচনা করিয়াছে ? বল, 'আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব আর তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত'।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার জাতির অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না, সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না',০	وَ اُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. 'আর তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের বিনির্দেশ (অহি) অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু নিবেদন করিও না, তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে'।	وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল আর যখনই তাহার জাতির প্রধানরা তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাকে উপহাস করিত ; সে বলিত, 'তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব[৪১২], যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ' ;০	وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

রুকু' ০৩

৪১২। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর যখন প্লাবনের শাস্তি আসিবে তখন আমরাও উপহাস করিব।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. 'অতঃপর তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে- কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ও কাহার উপর বৈধ হইবে স্থায়ী শাস্তি'।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اٰمَنَ ؕ وَ مَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল আর উনুন[৪১৩] উথলিয়া উঠিল- আমরা বলিলাম, 'ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে, আর তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে'; তবে তাহার সহিত অল্প কয়েকজনই ঈমান আনিয়াছিল।

وَ قَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১. আর সে বলিল, 'ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে ইহার গতি ও স্থিতি ; আমার রব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَ هِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَ نَادٰى نُوْحُ ِۨ ابْنَهٗ وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া ভাসিয়া চলিল ; নূহ তাহার পুত্রকে- যে পৃথক ছিল, আহ্বান করিয়া বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না'।

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সে বলিল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে'; সে (নূহ) বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র হুকুম হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, তবে যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন সে ব্যতীত', এবং তরঙ্গ তাহাদের উভয়ের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى

৪৪. ইহার পর বলা হইল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও', ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং

৪১৩। অর্থাৎ উনুন হইতে পানি উথলিয়া উঠিল, ইহার অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হইল।

الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জুদী[৪১৪] পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক।•

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর নূহ তাহার রব্বকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত ও আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য ; এবং আপনি তো সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক'।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তিনি বলিলেন, 'হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নহে, সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ, সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না ; আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি- তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও'।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. সে বলিল 'হে আমার রব্ব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই- সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি ; আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. বলা হইল, 'হে নূহ! অবতরণ কর আমাদের পক্ষ হইতে নিরাপত্তাসহ এবং কল্যাণ তোমার প্রতি ও যে সমস্ত লোক তোমার সহিত আছে তাহাদের প্রতি ; আর (অপর) গোষ্ঠীসমূহ[৪১৫]- আমরা তাহাদিগকে জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমাদের হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে'।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا

৪৯. এই সমস্ত অজানা (গায়েব) সংবাদ আমরা তোমাকে অহি দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার

৪১৪। আরারাত পর্বতমালার একটি চূড়া।

৪১৫। অর্থাৎ নূহ (আ.) এর পরবর্তীকালের কাফের সম্প্রদায়।

মুআ' ১৪ রুকু' ০৪

জাতিও জানিত না ; ⁂ সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর ⁂; শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদেরই জন্য।	فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ ع
৫০. এবং আ'দজাতির প্রতি উহাদের ভ্রাতা[৪১৬] হূদকে (পাঠাইলাম) ; সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা ই'বাদত কর আল্লাহ্‌র, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তোমরা মিথ্যা রচনাকারী ব্যতীত নহ'।	وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. 'হে আমার জাতি! আমি চাহি না ইহার পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক ; আমার পারিশ্রমিক তো তাঁহারই হইতে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না' ?	يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. 'আর হে আমার জাতি! তোমাদের রব্ব এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁহার দিকেই ফিরিয়া আস, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারিবর্ষণ করিবেন এবং তিনি আরও শক্তি দিয়া তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না'।	وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. উহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি'।	قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِىْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. 'আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেহ তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে' ; সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও, নিশ্চয়ই আমি তাহা হইতে মুক্ত যাহাকে তোমরা শরীক কর'-০	اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّىْۤ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوْۤا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৪১৬। এ স্থলে ভ্রাতা দ্বারা স্বজাতি ভ্রাতা কে বুঝাইতেছে।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. ‘তিনি ব্যতীত ; অনন্তর তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না’।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৬. ‘নিশ্চয় আমি নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপর (যিনি) আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব ; এমন কোন প্রাণী নাই যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীনে[৪১৭] নহে ; নিশ্চয়ই আমার রব্ব আছেন সুদৃঢ় পথে[৪১৮]।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَ لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. ‘অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি তো তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি যাহা সহ তোমাদের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি ; এবং আমার রব্ব তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন কোন জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না ; নিশ্চয় আমার রব্ব সবকিছুর উপর পূর্ণ হেফাযতকারী’।

وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ نَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং যখন আমাদের নির্দেশ[৪১৯] আসিল তখন হূদ ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম আমাদের অনুগ্রহে, এবং তাহাদিগকে বাঁচাইলাম কঠিন শাস্তি হইতে।

وَ تِلْكَ عَادٌ ۛؕ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَ اتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর সেই আ’দ জাতি- অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলগণের অবাধ্য হইয়াছিল এবং উহারা প্রতিটি উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছিল।

وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

৬০. আর উহাদিগকে করা হইয়াছিল এই দুনিয়ায় লা‘নতগ্রস্ত এবং ক্বিয়ামত দিবসেও ;

৪১৭। اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا : এই শব্দগুলির শাব্দিক অর্থ মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া থাকা ; এ স্থলে এই কথাগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রাখা। (ই ফা)।

৪১৮। অর্থাৎ তিনিই সঠিক পথের হিদায়াত দেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত সঠিক পথে থাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

৪১৯। হূদ (আ.) কে যাহারা অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার নির্দেশ।

رُكُوْعُ ٥ ٥ ع

رُكُوْعُ ٠٥

জানিয়া রাখ! আ'দজাতি তো তাহাদের রব্বকে প্রত্যাখ্যান করে ; জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল পরিণাম আ'দের- যাহারা হূদের সম্প্রদায়।	اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾
৬১. আর সামূদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে (প্রেরণ করি) ; সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা দাসত্ব কর আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নাই ; তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে ও উহাতেই বসবাস করাইয়াছেন, সুতরাং তোমরা তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকেই ফিরিয়া আস ; নিশ্চয় আমার রব্ব নিকটেই (ও ডাকে) সাড়া দেন।	وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾
৬২. তাহারা বলিল, 'হে সালিহ্! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল, তুমি কি এখন আমাদিগকে নিষেধ কর ই'বাদত করিতে উহাদের- যাহাদের ই'বাদত করিত আমাদের পিতৃপুরুষেরা ? আর আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি সে বিষয়ে- যাহার প্রতি আমাদিগকে তুমি আহ্বান করিতেছ'।	قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾
৬৩. সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি আমার রব্ব-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়াছেন, তবে আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে- আমি যদি তাঁহার অবাধ্যতা করি ? সুতরাং (দ্বীন প্রচারে বাধা দিয়া) তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিয়া দিতেছ'!	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اٰتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾
৬৪. 'এবং হে আমার জাতি! ইহা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ[৪২০], সুতরাং	وَ يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ

৪২০। ১৭:৫৯ আয়াতে এই উষ্ট্রীকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলা হইয়াছে। সালিহ্ (আ.) এর সম্প্রদায়ের নিকট মুজিযাস্বরূপ ইহা প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার কোন ক্ষতি করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করে। (দ্র. ৭:৭৭)।

ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিনে চরিয়া খাইতে দাও, ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, কষ্ট দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে'।	فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾
৬৫. কিন্তু তাহারা উহাকে বধ করিল, অতঃপর সে বলিল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করিয়া লও ; ইহা (আল্লাহ্‌র) প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে'।	فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾
৬৬. যখন আমাদের নির্দেশ আসিল তখন সালিহ্‌ ও তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং (রক্ষা করিলাম) সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতেও ; নিশ্চয় তোমার রব্ব মহাশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।	فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতঃপর যাহারা যুলুম করিয়াছিল উহাদিগকে মহানাদ আঘাত করিল ; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় অবস্থায় শেষ হইয়া গেল-০	وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. যেন তাহারা সেখানে কখনও বসবাস করে নাই ; জানিয়া রাখ! সামূদ জাতি তো তাহাদের রব্বকে অস্বীকার করিয়াছিল ; জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল সামূদ জাতির পরিণাম।	كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ ع ٦ ٤ ٦
৬৯. আমাদের রসূলগণ[৪২১] সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'সালাম' ; সেও বলিল, 'সালাম', অতঃপর সে অনতিবিলম্বে এক ভুনা গো-বৎস লইয়া আসিল।	وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾
৭০. অনন্তর যখন সে দেখিল তাহাদের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না তখন তাহাদিগকে অশুভ মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার	فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ

রুকু' ০৬

৪২১। ইবরাহীম (আ.) এর নিকট কতিপয় মালাক (ফিরিশতা) মানুষের আকৃতিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহারা তাহার স্ত্রী সারা এর গর্ভে ইসহাক্ব (আ.) এর জন্মের সুসংবাদ দেন। এই মালাকগণই লূত (আ.) এর জাতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন।

মনে ভীতির সঞ্চার হইল[৪২২] ; তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি' ;০	اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾
৭১. আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল এবং সে হাসিয়া ফেলিল[৪২৩] যখন আমরা তাহাকে ইসহাক্বের ও ইসহাক্বের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম।	وَ امْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾
৭২. সে বলিল, 'কী আশ্চর্য! আমি সন্তানের জননী হইব, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার'!	قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾
৭৩. তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ ; তিনি তো অতীব প্রশংসার্হ ও মর্যাদাসম্পন্ন'।	قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۖ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল ও তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন লূতজাতির সম্বন্ধে সে আমাদের সহিত বাদানুবাদ[৪২৪] করিতে লাগিল ;০	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَ جَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾
৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল কোমলহৃদয়, সতত আল্লাহ্-অভিমুখী।	اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾
৭৬. হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, তোমার রব্ব এর বিধান আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদের প্রতি তো আসিবে শাস্তি, যাহা অনিবার্য।	يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَ اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. এবং যখন আমাদের প্রেরিত মালাকগণ	وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ

৪২২। ইবরাহীম (আ.) মালাকগণকে চিনিতে পারেন নাই। আল্লাহ্ না জানাইয়া দিলে নাবী-রসূলের পক্ষেও গায়েবের বিষয় জানা সম্ভবপর নহে। তাই ইবরাহীম (আ.) তাহাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিলেন, কিন্তু তাহারা খাদ্য গ্রহণ না করায় তিনি শংকিত হইলেন। (দ্র. ৫১ : ২৪-৩৬)।

৪২৩। ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী ভয় দূর হওয়ার কারণে হাসিলেন।

৪২৪। এই স্থলে يُجَادِلُنَا : অর্থাৎ আমাদের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, এই কথাগুলির অর্থ 'আমাদের প্রেরিত মালাকগণের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল'।

بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾

লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজেকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল, 'ইহা নিদারুণ দিন'!

وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. এবং তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল ; সে বলিল, 'হে আমার জাতি! ইহারা আমার কন্যা,[৪২৫] তোমাদের জন্য ইহারা পবিত্র, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না ; তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই' ?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾

৭৯. তাহারা বলিল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদের কোন প্রয়োজন[৪২৬] নাই ; আমরা কি চাই তাহা তো তুমি জানই'।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾

৮০. সে বলিল, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি আশ্রয় লইতে পারিতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের'!

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

৮১. তাহারা বলিল, 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার রব্ব-প্রেরিত (মালাক), উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না, সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ পিছনদিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত ; উহাদের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে ; নিশ্চয়ই প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল ; প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়' ?

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ

৮২. অতঃপর যখন আমাদের আদেশ অসিল

৪২৫। অর্থাৎ লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের কন্যাগণ। নাবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য, তাই তিনি তাহাদিগকে নিজের কন্যা বলিয়াছেন।

৪২৬। حَقٌّ : এখানে 'প্রয়োজন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তখন জনপদকে[৪২৭] উল্টাইয়া দিলাম আর উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর-কঙ্কর-০	اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ مَّنۡضُوۡدٍ ۙ ﴿۸۲﴾
৮৩. যাহা তোমার রব্ব এর নিকট চিহ্নিত[৪২৮] ছিল ; আর ইহা (ঐ স্থান) যালিমদের হইতে দূরে নয়।●	مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ ؕ وَ مَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ بِبَعِيۡدٍ ﴿۸۳﴾
৮৪. আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআ'ইবকে পাঠাইয়াছিলাম ; সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; মাপে ও ওজনে কম করিও না, আমি তো তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি'।	وَ اِلٰى مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ وَ لَا تَنۡقُصُوا الۡمِكۡيَالَ وَ الۡمِيۡزَانَ اِنِّىۡۤ اَرٰىكُمۡ بِخَيۡرٍ وَّ اِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ مُّحِيۡطٍ ﴿۸۴﴾
৮৫. 'হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও এবং ওজন করিও, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না'।	وَ يٰقَوۡمِ اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَ الۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ﴿۸۵﴾
৮৬. 'আল্লাহ্‌র অনুমোদিত[৪২৯] যাহা বাকি থাকিবে তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মু'মিন হও, আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি'।	بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَ مَاۤ اَنَا عَلَيۡكُمۡ بِحَفِيۡظٍ ﴿۸۶﴾
৮৭. উহারা বলিল, 'হে শুআ'ইব! তোমার সলাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহার ই'বাদত করিত আমাদিগকে তাহা বর্জন করিতে হইবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি	قَالُوۡا يٰشُعَيۡبُ اَصَلٰوتُكَ تَاۡمُرُكَ اَنۡ نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوۡ اَنۡ نَّفۡعَلَ فِىۡۤ اَمۡوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنۡتَ الۡحَلِيۡمُ الرَّشِيۡدُ ﴿۸۷﴾

৪২৭। عَلَيۡهَا: এখানে هَا দ্বারা লূত (আ.) এর জনপদকে বুঝাইতেছে।

৪২৮। পাথরগুলি সাধারণ পাথরের মত ছিল না। সেইগুলিতে বিশেষ কিছু চিহ্ন ছিল। ভিন্নমতে উহার আঘাতে যে মৃত্যুবরণ করিবে তাহার নাম উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল।

৪২৯। ঠিকমত মাপ দেওয়ার পর লাভ যাহা হইবে তাহাই আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

তাহাও ? তুমি তো অবশ্যই মহাসহিষ্ণু, অতি ভাল মানুষ'!

৮৮. সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি, আমি যদি আমার রব্ব-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উত্তম রিয্ক্ব (নবুয়ত) দিয়া থাকেন (তবে কিরূপে কর্তব্যে বিরত থাকিব!), আর আমি ইহা চাহি না যে, তোমাদের বিপরীতে সেই কর্ম করি যাহা তোমাদের নিষেধ করি[৪৩০] ; আমি তো সংশোধন করিতে চাই যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায় ; আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্রই সাহায্যে ; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তাঁহারই অভিমুখী'।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَ رَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِىْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۸۸﴾

৮৯. এবং 'হে আমার জাতি! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায়, যাহাতে তোমাদের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের জাতির উপর অথবা হূদের জাতির উপর কিংবা সালিহের জাতির উপর ; আর লূতের জাতি তো তোমাদের হইতে দূরে নয়'।

وَ يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَ مَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾

৯০. 'আর তোমরা তোমাদের রব্ব এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার রব্ব তো পরম দয়ালু, অতীব প্রেমময়'।

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾

৯১. উহারা বলিল, 'হে শুআ'ইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথাই আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি, তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নহ'।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾

৪৩০। اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ : ইহা মূলে اَلْمُخَالَفَةُ اِلَى شَيْءٍ যাহা একটি আরবি বাগধারা, ইহার অর্থ অপরকে যে উপদেশ দেওয়া হয় নিজে তাহার বিপরীতে কাজ করা। (ই ফা)।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾

৯২. সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ? তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ[৪৩১] ; তোমরা যাহা কর আমার রব্ব অবশ্যই তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন'।

وَ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَ ارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾

৯৩. 'আর হে আমার জাতি! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় (স্থানে) কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি ; তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে– লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কাহার উপর আসিবে এবং কে মিথ্যাবাদী ; সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষারত'।

وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. যখন আমাদের নির্দেশ আসিল তখন শুআ'ইব ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম, অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল-০

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾ ع ٨

৯৫. যেন তাহারা সেখানে কখনও বসবাস করে নাই ; জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদইয়ান-বাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্প্রদায়।

রুকু' ০৮

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর আমরা তো মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ[৪৩২] পাঠাইয়াছিলাম-০

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. ফিরআ'উন ও তাহার সভাসদদের নিকট, কিন্তু তাহারা ফিরআ'উনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত, এবং ফিরআ'উনের নির্দেশ যথার্থ ছিল না।

৪৩১। অর্থাৎ তোমরা তাঁহাকে (আল্লাহ্কে) সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছ।

৪৩২। سُلْطٰنٌ : এক অর্থ প্রমাণ বা দলিল। এই স্থলে মূসা (আ.) কে প্রদত্ত মুজিযাগুলি বুঝান হইয়াছে। (দ্র. ১৭ : ১০১)।

৯৮. সে ক্বিয়ামতের দিন তাহার জাতির অগ্রভাগে থাকিবে ও সে উহাদিগকে লইয়া আগুনে প্রবেশ করিবে ; যেখানে প্রবেশ করানো হইবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান!	يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾
৯৯. আর উহাদিগকে অভিশাপগ্রস্ত করা হইয়াছিল এই দুনিয়ায়[৪৩৩] এবং ক্বিয়ামতের দিনেও (করা হইবে) ; কত নিকৃষ্ট সেই বিনিময় যাহা উহাদিগকে দেওয়া হইবে!	وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾
১০০. ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।	ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّ حَصِيْدٌ ﴿۱۰۰﴾
১০১. আমরা উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই বরং উহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল, যখন তোমার রব্ব এর ফয়সালা আসিল, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যে সব ইলাহের তাহারা ই'বাদত করিত উহারা তাহাদের কোন কাজে আসিল না ; এবং উহারা ধ্বংস ব্যতীত তাহাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করিল না।	وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَ مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿۱۰۱﴾
১০২. আর এইরূপই তোমার রব্ব এর শাস্তি! তিনি শাস্তি দেন জনপদসমূহকে যখন উহারা যুলুম করিতে থাকে ; নিশ্চয়ই তাঁহার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।	وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾
১০৩. যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ; ইহা সেই দিন- যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে, আর ইহাই সকলের উপস্থিতির দিবস।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿۱۰۳﴾
১০৪. এবং আমরা নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা	وَ مَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿۱۰۴﴾

৪৩৩। এই স্থলে هٰذِهٖ এর অর্থ এই দুনিয়ায়।

স্থগিত রাখি মাত্র[৪৩৪];০

১০৫. যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না, অতঃপর উহাদের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য আর কেহ ভাগ্যবান।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তবে যাহারা হতভাগ্য তাহারা হইবে অগ্নিনিবাসী, ইহাতে তাহারা থাকিবে চিৎকার ও আর্তনাদ করা অবস্থায়-০

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে[৪৩৫] যদি না তোমার রব্ব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন[৪৩৬] ; নিশ্চয়ই তোমার রব্ব করিয়াই ছাড়েন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾

১০৮. পক্ষান্তরে, যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার রব্ব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন ; ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯. সুতরাং ইহারা যে ই'বাদত করে (তাহা যে বাতিল) সে সম্বন্ধে সংশয়ে থাকিও না ; ইহারা ই'বাদত করে না উহা ব্যতীত যেরূপ পূর্বে উহাদের পিতৃপুরুষেরা ই'বাদত করিত ; আর অবশ্যই আমরা উহাদিগকে উহাদের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব- কিছুমাত্র কম করিব না।

فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَ اِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾ ع ৯ ৬ ৯

রুকু' ০৯

১১০. এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, পরে ইহাতে মতভেদ ঘটে ; তোমার

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَ

৪৩৪। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে আযাব আসিবে, তৎপূর্বে নহে।

৪৩৫। مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ : আরবি বাগধারা মতে ইহা দ্বারা স্থায়ীভাবে সেখানে থাকিবে বুঝাইতেছে।

৪৩৬। এই আয়াত এবং ৬:১২৮ আয়াতে 'তোমার রব্ব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন' প্রেক্ষিতে অনেক তাফসিরবিদের মতে, 'অন্যরূপ ইচ্ছা করেন' অর্থ 'জাহান্নাম হইতে বাহির করিতে চাহেন', তবে তাহা শুধু তৌহিদবাদী পাপীদের জন্য। (আরও দেখুন: ১০:১০৩, ১৯:৭২, ৮৫:১৬। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়া'লাই ভাল জানেন। দ্র. ই কাছির)।

রব্ব এর পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়াই যাইত ; আর অবশ্যই উহারা এই ব্যাপারে বিভ্রান্তিময় সন্দেহে ছিল।

لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۱۰﴾

১১১. আর যখন সময় হইবে তখন অবশ্যই তোমার রব্ব উহাদের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পরিপূর্ণ করিবেন ; উহারা যাহা করে তাহা তো তিনি সবিশেষ অবহিত।

وَ اِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱۱﴾

১১২. সুতরাং তুমি অবিচল থাক যেরূপে আদিষ্ট হইয়াছ এবং তোমার সহিত যে ঈমান আনিয়াছে[৪৩৭] এবং তোমরা সীমালংঘন করিও না ; নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর তিনি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾

১১৩. আর তোমরা ঝুঁকিয়া পড়িও না তাহাদের প্রতি যাহারা অপরাধ করে, ফলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে- এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অভিভাবক তোমাদের থাকিবে না ফলে সাহায্যও করা হইবে না।

وَ لَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৪. এবং সলাত ক্বায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে[৪৩৮]; সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয় ; ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এক উপদেশ,০

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৫. আর তুমি ধৈর্যধারণ কর কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

وَ اصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬. অনন্তর তোমাদের পূর্বযুগের জনপদে এমন সজ্জন[৪৩৯] কেন হইল না যাহারা যমীনে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত ? তবে অল্প কতক ব্যতীত যাহাদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا

৪৩৭। تَابَ : তাওবা করিয়াছে অর্থাৎ কুফুরি হইতে ফিরিয়াছে, এখানে 'ঈমান আনিয়াছে'।

৪৩৮। দিবসের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের সলাত, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের সলাত এবং রাত্রির প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার সলাত। মোট এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয।

৪৩৯। اُولُوْا بَقِيَّةٍ : একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ সজ্জন।

রক্ষা করিয়াছিলাম, আর যালিমরা যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই পিছনে ছুটিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।	مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. এবং তোমার রব্ব কোন জনপদ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিবার নহেন, যখন উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।	وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. তোমার রব্ব যদি* ইচ্ছা করিতেন সকল মানুষকে একই জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে–০	وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে তোমার রব্ব দয়া করেন ; আর তিনি উহাদিগকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; আর তোমার রব্ব এর এই কথা পূর্ণ হইবে যে, 'আমি জিন্ন ও মানুষ হইতে জাহান্নাম পূর্ণ করিবই'।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. আর রসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি যদ্দ্বারা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, আর ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ ও সাবধানবাণী।	وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَ جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদিগকে বল, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করিতে থাক ; আমরাও আমাদের কাজ করিতেছি'-০	وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি'।	وَ انْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গায়েব বিষয় (বিষয়ের জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই নিকট প্রতিটি বিষয় প্রত্যানীত হইবে, সুতরাং তুমি তাঁহারই দাসত্ব কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর ; এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার রব্ব অনবহিত নহেন।	وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾ ع ١٠ ١٢

রুকু' ১০

১২- সূরা ইউসুফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০২	কুরআন মাজীদ আরবি ভাষায় নাযিল করা হইয়াছে রসূল (স.) এর শ্রোতাদের বুঝার জন্য।
০০৩-০০৬	কুরআনের সর্বোত্তম কাহিনী ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী। ইউসুফ (আ.) এর স্বপ্ন ও তাঁহার পিতার সতর্কবাণী।
০০৭-০২০	ইউসুফ (আ.) এর বিরুদ্ধে তাহার ভাইদের ষড়যন্ত্র। তাহাকে কূপে নিক্ষেপ। পিতার কাছে ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের বানোয়াট বক্তব্য। ব্যবসায়ী দল কর্তৃক ইউসুফ (আ.) কে উদ্ধার এবং মিশরে লইয়া বিক্রয়।
০২১-০২২	ইউসুফ (আ.) এর জীবনে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত। তাহার বিরুদ্ধে নারীদের ষড়যন্ত্র এবং তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ।
০৩৬-০৪২	কারাগারে ইউসুফ (আ.) এর দাওয়াতি কার্যক্রম। দুই বন্দীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান।
০৪৩-০৫৭	ইউসুফ (আ.) কর্তৃক মিশর সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান। তাহার ব্যাপারে সম্রাটের আগ্রহ। ইউসুফ (আ.) এর শর্ত। তাহার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত। মিশর সম্রাট কর্তৃক তাঁহাকে ক্ষমতাধর মন্ত্রী পদে নিয়োগ।
০৫৮-০৯৩	ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের মিশরে তাঁহার কাছে খাদ্য সামগ্রীর জন্য আগমন। তাহারা ইউসুফ (আ.) কে চিনিতে পারে নাই।
০৯৪-১০১	ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ইউসুফ (আ.) এর পরিচয় অবগত। ইউসুফ (আ.) এর পিতামাতা ও পরিবারবর্গের মিশরে আগমন। তাহার বাল্যকালের স্বপ্ন সত্যে পরিণত। আল্লাহ্‌র প্রতি ইউসুফ (আ.) এর কৃতজ্ঞতা।
১০২-১১১	মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র উপদেশ। নাবী চাহিলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনিবে না। অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না মুশরিক হওয়া ব্যতীত। নাবীর চলিবার পথ। সকল নাবী একই পরিস্থিতির সম্মুখীন।

১২- সূরা ইউসুফ

মাক্কী ; আয়াত ১১১, রুকূ' ১২

١٢ سُوْرَةُ يُوْسُفَ

مَكِّيَّةٌ ١١١ اٰياتها ١٢ ركوعاتها

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম র- ; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ﴿١﴾

২. নিশ্চয় আমরা ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবি ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾

৩. আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি এই কুরআন দ্বারা, যাহা তোমার প্রতি অহি করিয়াছি ; যদিও ইহার পূর্বে তুমি অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾

৪. (স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিল, 'হে আমার পিতা! আমি তো দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে- দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজদাবনত (সম্মান প্রদর্শন করিতে)'।	اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾
৫. সে বলিল 'হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করিও না, করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে ; নিশ্চয় শাইত্বান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু'।	قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٥﴾
৬. আর এইভাবে তোমার রব্ব তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের[৪৪০] ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক্বের প্রতি ; নিশ্চয় তোমার রব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦﴾ ع ١١
রুকু' ০১	
৭. ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদের (ঘটনায়) জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।	لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿٧﴾
৮. (স্মরণ কর) যখন উহারা বলিল 'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়[৪৪১] অথচ আমরা একটি সংহত দল ; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে',০	اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ ﴿٨﴾
৯. 'ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, তখন তোমাদের পিতার	اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا

৪৪০। اَحَادِيْثُ: এখানে এই শব্দ দ্বারা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বুঝানো হইয়াছে।

৪৪১। ইউসুফ (আ.) ও তাঁহার ছোট ভাই বিনইয়ামীন শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায়, ইয়াকুব (আ.) তাহাদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন। তাহা ছাড়া ইউসুফের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলেন। এই কারণে ইউসুফের প্রতিপালনে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন।

দৃষ্টি তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে'।	صٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾
১০. উহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং যদি কিছু করিতেই চাহ, তবে তাহাকে কোন কূপের তলায় নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে'।	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. উহারা বলিল 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদিগকে আস্থায় রাখেন না কেন, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী' ?	قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾
১২. 'আগামীকাল তাহাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন সে তৃপ্তি সহকারে খাইবে ও খেলাধুলা করিবে, এবং আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব'।	اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. সে বলিল, 'ইহা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে আর তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী থাকিবে'।	قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. উহারা বলিল 'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইলাম'।	قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে কূপের তলায় নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এবং আমরা তাহাকে (ইউসুফকে) অহি করিলাম, 'তুমি উহাদিগকে উহাদের এই কর্মের কথা (একদা) অবশ্যই জানাইবে যখন উহারা বুঝিবে না'।	فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর উহারা রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের পিতার নিকট আসিল ;০	وَ جَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. উহারা বলিল 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আপনি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী'।•

وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত (মাখাইয়া) আনিয়াছিল, সে (ইয়াকুব) বলিল, 'বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে ; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় ; আর তোমরা যাহা সাজাইয়াছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই (আমার) সাহায্যস্থল'।

وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর এক যাত্রীদল আসিল, তাহাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাইল, সে তাহার বালতি নামাইল ; সে বলিল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর'! এবং উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইল ; আর যাহা করিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ ع

২০. এবং উহারা[৪৪২] তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্যে- মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল তাহার ব্যাপারে নির্লোভ।

রুকু' ০২

وَ قَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَ لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিল সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ইহার থাকিবার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি' ; এবং এইরূপে ইউসুফকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ; আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

৪৪২। অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ অথবা যাত্রীদল।

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيۡنٰهُ حُكۡمًا وَّ عِلۡمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমরা তাহাকে হিকমাহ্ (দ্র.টীকা ৭৩) ও জ্ঞান দান করিলাম ; আর এইরূপে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

وَ رَاوَدَتۡهُ الَّتِىۡ هُوَ فِىۡ بَيۡتِهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الۡاَبۡوَابَ وَ قَالَتۡ هَيۡتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৩. সে যে রমণীর গৃহে ছিল সে (রমণী) তাহার হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'আস'! সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি, তিনি[৪৪৩] আমার প্রভু, আমার আবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন ; নিশ্চয় অপরাধীরা সফলকাম হয় না'।

وَ لَقَدۡ هَمَّتۡ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوۡلَاۤ اَنۡ رَّاٰ بُرۡهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَ الۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِيۡنَ ﴿۲۴﴾

২৪. সেই রমণী তো তাহাতে আসক্ত হইয়াছিল, এবং সেও উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার রব্ব এর নিদর্শন[৪৪৪] প্রত্যক্ষ করিত ; এইভাবে আমরা তাহাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম ; অবশ্যই সে ছিল আমাদের বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَ اسۡتَبَقَا الۡبَابَ وَ قَدَّتۡ قَمِيۡصَهٗ مِنۡ دُبُرٍ وَّ اَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الۡبَابِ ؕ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ اَرَادَ بِاَهۡلِكَ سُوۡٓءًا اِلَّاۤ اَنۡ يُّسۡجَنَ اَوۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۲۵﴾

২৫. উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল ; স্ত্রীলোকটি বলিল 'যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হইতে পারে' ?

قَالَ هِىَ رَاوَدَتۡنِىۡ عَنۡ نَّفۡسِىۡ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ كَانَ قَمِيۡصُهٗ قُدَّ مِنۡ قُبُلٍ فَصَدَقَتۡ وَ هُوَ مِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿۲۶﴾

২৬. সে বলিল, 'সে-ই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল', স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তাহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী'।

৪৪৩। এ স্থলে 'তিনি' অর্থে আল্লাহ্। ভিন্নমতে স্ত্রীলোকটির স্বামী।

৪৪৪। بُرۡهَانٌ : এর আভিধানিক অর্থ দলিল। এখানে নিদর্শন অথবা রব্ব কর্তৃক প্রদত্ত বিবেকের নির্দেশ।

২৭. 'কিন্তু তাহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী'।	وَ اِنۡ كَانَ قَمِيۡصُهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ فَكَذَبَتۡ وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۲۷﴾
২৮. গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামা পিছন দিকে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের (নারীদের) ছলনা ; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা ভয়ঙ্কর'।	فَلَمَّا رَاٰ قَمِيۡصَهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنۡ كَيۡدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيۡمٌ ﴿۲۸﴾
২৯. 'হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষা কর ; আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই তো অপরাধী'।	يُوۡسُفُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ۫ وَ اسۡتَغۡفِرِىۡ لِذَنۡۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِـئِيۡنَ ﴿۲۹﴾
৩০. নগরে কতিপয় নারী বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎকর্ম কামনা করিতেছে, প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে ; আমরা তো তাহাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখিতেছি'।	وَ قَالَ نِسۡوَةٌ فِى الۡمَدِيۡنَةِ امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰٮهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰٮهَا فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۳۰﴾
৩১. স্ত্রীলোকটি যখন উহাদের চক্রান্তের কথা শুনিল, তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল, উহাদের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি[৪৪৫] দিল এবং (ইউসুফকে) বলিল, 'উহাদের সম্মুখে বাহির হও', অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার রূপ-মাধুর্যে অভিভূত হইল ও নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল, এবং বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এ তো এক মহিমান্বিত মালাক'!	فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ اَرۡسَلَتۡ اِلَيۡهِنَّ وَ اَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـاً وَّ اٰتَتۡ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ سِكِّيۡنًا وَّ قَالَتِ اخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَ قَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ وَ قُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ﴿۳۱﴾
৩২. সে বলিল, 'এ-ই সে যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার কুৎসা করিয়াছ ; আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে ; তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি সে	قَالَتۡ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىۡ لُمۡتُنَّنِىۡ فِيۡهِ ؕ وَ لَقَدۡ رَاوَدۡتُّهٗ عَنۡ نَّفۡسِهٖ فَاسۡتَعۡصَمَ ؕ وَ لَئِنۡ لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسۡجَنَنَّ وَ لَيَكُوۡنًا مِّنَ

রুকু' ০৩

৪৪৫। তাহাদিগকে ফল মূল পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং সেইগুলি কাটিয়া খাইতে ছুরি দেওয়া হইয়াছিল।

যদি তাহা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই ও হীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।	الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! এই নারীরা আমাকে যাহার প্রতি ডাকিতেছে উহা অপেক্ষা কারাগার আমার অধিক প্রিয়, আপনি যদি ইহাদের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব'।	قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. অতঃপর তাহার রব্ব তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন ও তাহাকে উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾
৩৫. নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদের মনে হইল যে তাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে।	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾ ع ১৪
৩৬. তাহার সহিত দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করিল; উহাদের একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম আমি আংগুর[৪৪৬] নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি', এবং অপরজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম, আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি ও পাখি উহা হইতে খাইতেছে ; আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও, আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি'।	وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব ; (আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব) তাহা, আমার রব্ব আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে ; যে জাতি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাহাদের মতবাদ বর্জন করিয়া চলি'।	قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

রুকু' ০৪

৪৪৬। خَمْرٌ: এর অর্থ মদ, কিন্তু এ স্থলে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত। আম্মান অঞ্চলে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩৮. ‘আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়া‘কূবের মতাদর্শ অনুসরণ করি ; আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুতে শরীক করা আমাদের কাজ নয় ; ইহা আমাদের ও সমগ্র মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞ হয় না’।

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. ‘হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব্ব শ্রেয়, না প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহ্ (শ্রেয়)’ ?

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾ ؕ

৪০. ‘তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা শুধু কতক নামের পূজা কর যে নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছে যাহার কোন প্রমাণ আল্লাহ্ প্রেরণ করেন নাই ; বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্‌রই ; তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও দাসত্ব না করিতে একমাত্র তাঁহার ব্যতীত ; ইহাই শাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না’।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪১ ‘হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুইজনের একজন তাহার মনিবকে মদ্য পান করাইবে, এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হইবে অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে ; যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে’ ;০

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَیَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ تَسْتَفْتِیٰنِ ﴿۴۱﴾ ؕ

৪২. ইউসুফ উহাদের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল, তাহাকে বলিল, ‘তোমার মনিবের নিকট আমার কথা বলিও’, কিন্তু শাইত্বান উহাকে উহার মনিবের নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল ; সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

وَ قَالَ لِلَّذِیْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّیْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ ﴿۴۲﴾ ع ۵ ۱۵

রুকু’ ০৫

৪৩. রাজা বলিল, ‘আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ

يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾

ভক্ষণ করিতেছে, আরও দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক ; হে সভাসদ! তোমরা যদি স্বপ্নব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও'।

قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. উহারা বলিল, 'ইহা অর্থহীন স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নহি'।

وَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿۴۵﴾

৪৫. দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যাহার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হইল সে বলিল, 'আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও'।

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. (সে বলিল), 'ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও, যাহাতে আমি লোকদের (রাজা ও সভাসদের) নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে'।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. ইউসুফ বলিল, 'তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করিবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে'।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. 'ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, এই সাত বৎসর, যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, লোকে তাহা খাইবে ; কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিবে (বীজ ইত্যাদির জন্য), তাহা ব্যতীত'।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ

৪৯. 'অতঃপর আসিবে এক বৎসর উহাতে

রুকু' ০৬

النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾ ع ٦ ١٢	মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে[৪৪৭]।
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾	৫০. এবং রাজা বলিল, 'তোমরা তাহাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট লইয়া আস', যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের অবস্থা কী! নিশ্চয়ই আমার রব্ব তাহাদের ছলনা সম্যক অবগত'।
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾	৫১. রাজা নারীগণকে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কী হইয়াছিল'? তাহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই'; আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, আর নিশ্চয়ই সে তো সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।
ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾	৫২. (ইউসুফের স্বগোতক্তি) 'ইহা এইজন্য যে, যাহাতে সে (আযীয) জানিতে পারে (যে) তাহার (আযীযের) অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না'।

৪৪৭। يَعْصِرُوْنَ: শব্দটির অর্থ আঙ্গুর ফল নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। এ স্থলে ইহা বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ প্রচুর ভোগ-বিলাস করিবে। (ই ফা)।

পারা ১৩

৫৩. সে (ইউসুফ) বলিল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার রব্ব দয়া করেন ; নিশ্চয় আমার রব্ব অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।	وَ مَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۵۳﴾
৫৪. এবং রাজা বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস ; আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব', অতঃপর সে যখন তাহার (ইউসুফের) সহিত কথা বলিল, তখন বলিল, 'আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত'।	وَ قَالَ الۡمَلِكُ ائۡتُوۡنِیۡ بِهٖۤ اَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِیۡ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الۡیَوۡمَ لَدَیۡنَا مَكِیۡنٌ اَمِیۡنٌ ﴿۵۴﴾
৫৫. (ইউসুফ) বলিল, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর দায়িত্ব দিন[৪৪৮], আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ'।	قَالَ اجۡعَلۡنِیۡ عَلٰی خَزَآئِنِ الۡاَرۡضِ ۚ اِنِّیۡ حَفِیۡظٌ عَلِیۡمٌ ﴿۵۵﴾
৫৬. আর এইভাবে ইউসুফকে আমরা সেইদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, সে উহাতে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করুণাসিক্ত করি, আর সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।	وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِیُوۡسُفَ فِی الۡاَرۡضِ ۚ یَتَبَوَّاُ مِنۡهَا حَیۡثُ یَشَآءُ ؕ نُصِیۡبُ بِرَحۡمَتِنَا مَنۡ نَّشَآءُ وَ لَا نُضِیۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۵۶﴾
রুকু' ০৭ ৫৭. আর যাহারা মু'মিন এবং মুত্তাক্বী তাহাদের আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।	وَ لَاَجۡرُ الۡاٰخِرَةِ خَیۡرٌ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ كَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ ﴿۵۷﴾ ع ১৭
৫৮. এবং ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল, অতঃপর তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।	وَ جَآءَ اِخۡوَةُ یُوۡسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَیۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَ هُمۡ لَهٗ مُنۡكِرُوۡنَ ﴿۵۸﴾
৫৯. এবং সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে লইয়া আস,	وَ لَمَّا جَهَّزَهُمۡ بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ائۡتُوۡنِیۡ بِاَخٍ لَّكُمۡ مِّنۡ اَبِیۡكُمۡ ۚ اَلَا تَرَوۡنَ اَنِّیۡۤ اُوۡفِی الۡكَیۡلَ وَ اَنَا

৪৪৮। ইউসুফ (আ.) আসন্ন দুর্ভিক্ষে ন্যায়নীতির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এই পদ চাহিয়াছিলেন।

তোমরা কি দেখিতেছ না যে আমি মাপে পূর্ণ দেই ও আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ'!	خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. 'কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আস, তবে আমার নিকট তোমাদের কোন বরাদ্দ[৪৪৯] থাকিবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না'।	فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَ لَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾
৬১. উহারা বলিল, 'তাহার বিষয়ে উহার পিতাকে সম্মত করিতে চেষ্টা করিব ও আমরা নিশ্চয় ইহা করিব'।	قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَ اِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. ইউসুফ তাহার ভৃত্যদিগকে বলিল, 'উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও- যাহাতে স্বজনদের নিকট ফিরিবার পর উহারা তাহা চিনিতে পারে, যেন উহারা পুনরায় আসিতে পারে'[৪৫০]।	وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতঃপর উহারা যখন উহাদের পিতার নিকট ফিরিল তখন বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন, যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি, আমরা অবশ্য তাহার হিফাযত করিব'।	فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহার ব্যাপারে সেইরূপ বিশ্বাস করিব, যেইরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম উহার ভাই সম্বন্ধে ? তবে আল্লাহ্ই রক্ষণে সর্বোত্তম এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।	قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর যখন উহারা উহাদের মালপত্র খুলিল তখন দেখিতে পাইল উহাদের পণ্যমূল্য প্রত্যর্পণ	وَ لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ

৪৪৯। এ স্থলে كَيْلٌ শব্দ দ্বারা যাহা মাপিয়া লওয়া হয় তাহা অর্থাৎ বরাদ্দ রসদ বুঝাইতেছে।

৪৫০। তাহাদের পুনরায় আসার আগ্রহ যাহাতে হয় অথবা মূলধনের অভাবে তাহাদের আসার ব্যাপারে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

করা হইয়াছে, উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করিব ? ইহা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য- আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে, এখন পুনরায় পরিবারবর্গের জন্য খাদ্য-সামগ্রী আনিতে পারিব ও আমাদের ভ্রাতার হিফাযত করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্রবোঝাই পণ্য আনিব ; এই পরিমাণ (পণ্য প্রাপ্তি) সহজলভ্য (হইবে)'।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৬. পিতা বলিল, 'আমি তাহাকে কখনই তোমাদের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট অবশ্যই লইয়া আসিবে, যদি না তোমরা (বিপদে) আটকা পড়', অতঃপর যখন উহারা তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি তাহা আল্লাহ্‌র সোপর্দে'।

وَ قَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَ مَاۤ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে[৪৫১]; তবে আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না ; বিধান আল্লাহ্‌রই ; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি, এবং যাহারা নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক'।

وَ لَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ ع ۸ ۲

৬৮. আর যখন তাহারা তাহাদের পিতা যেভাবে আদেশ করিয়াছিল সেইভাবেই প্রবেশ করিল ; আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের মোকাবিলায়[৪৫২] তখন উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না ; ইয়া'কূব শুধু তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল ; এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল কারণ আমরা

৪৫১। কুদৃষ্টি এড়াইবার জন্য, ডাকাত বা দুষ্কৃতিকারীর দল বলিয়া যেন কাহারও সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেইজন্য।
৪৫২। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থা এই যে, বিনইয়ামীনকে ফিরাইয়া নিতে পারিবে না।

রুকু' ০৮

তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।	
৬৯. উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সে তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, 'নিশ্চয়ই আমিই তোমার ভাই, সুতরাং উহারা যাহা করিত তাহার জন্য দুঃখ করিও না'।	وَ لَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. অতঃপর সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র[৪৫৩] রাখিয়া দিল, অতঃপর এক আহ্বায়ক ঘোষণা দিল, 'হে যাত্রীদল[৪৫৪]! তোমরা নিশ্চয়ই চোর'।	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. উহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তোমরা কী হারাইয়াছ' ?	قَالُوْا وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. তাহারা বলিল, 'আমরা হারাইয়াছি রাজার পানপাত্র আর যে উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্রবোঝাই মাল পাইবে এবং আমি (আহ্বায়ক) উহার জামিন'।	قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾
৭৩. উহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করিতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি'।	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে (যে চুরি করিয়াছে) তাহার শাস্তি কী?'	قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. উহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি যাহার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে, সে-ই তাহার বিনিময় (দাসত্ব করিবে) ; এইরূপে	قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৪৫৩। اَلسِّقَايَةُ: শব্দটির অর্থ পানপাত্র কিন্তু এ স্থলে রাজার পানপাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ পরিমাপ পাত্রও হয়। (ই ফা)।

৪৫৪। اَلْعِيْرُ: শব্দের অর্থ যে সব যাত্রী উট কিংবা গাধার সাহায্যে যাত্রা করে, কিন্তু সাধারণভাবে যে কোন যাত্রী-দলকেও বুঝায়।

আমরা অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি'।

৭৬. অতঃপর সে তাহার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে উহাদের মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল, পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হইতে পাত্রটি বাহির করিল, এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম ; রাজার আইনে[৪৫৫] তাহার সহোদরকে সে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি ; এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭. উহারা বলিল, 'সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল'[৪৫৬], কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদের নিকট প্রকাশ করিল না ; সে (মনে মনে) বলিল, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. উহারা বলিল, 'হে 'আযীয! ইহার পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ ; সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন, আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন'।

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. সে বলিল, 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহ্র শরণ লইতেছি, এইরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব'।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ ع ৭ ১৩

রুকু' ০৯

৮০. যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ

৪৫৫। সেকালের মিসরে চোরের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত ও জরিমানা। (ই ফা)।

৪৫৬। ইউসুফ (আ.) এর শৈশবের কোন ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়া তাহারা পুনরায় তাহাকে দোষারোপ করে। প্রকৃতপক্ষে উহা চুরির কোন ঘটনা ছিল না। (দ্র. ই কাছির)।

كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾

নিরাশ হইল তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল ; উহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে! সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক'।

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. 'তোমরা পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করিয়াছে, এবং আমরা যাহা জানি তাহারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, আর অজানা ব্যাপারে আমরা সংরক্ষণকারী নহি'।

وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. 'যে জনপদে আমরা ছিলাম উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও ; আর আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি'।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

৮৩. সে বলিল, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে ; সুতরাং পরিপূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় ; হয়তো আল্লাহ্ উহাদিগকে একসঙ্গে আমার নিকট আনিয়া দিবেন ; অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

وَ تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. সে উহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'আফসোস ইউসুফের জন্য' এবং শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা (নিস্প্রভ) হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ

৮৫. উহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করিতে থাকিবেন

যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করিবেন’।	حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. সে বলিল, ‘আমি আমার দুঃখ-বেদনা ও আমার মনস্তাপ শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না’।	قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. ‘হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না ; কারণ আল্লাহ্‌র আশিস্ হইতে কেহই নিরাশ হয় না কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত’।	يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল, ‘হে আ’যীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং আমরা সামান্য পুঁজি লইয়া আসিয়াছি ; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন ; আল্লাহ্ অবশ্যই দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন’।	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. সে বলিল, ‘তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ’!	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. উহারা বলিল, ‘তবে কি তুমিই ইউসুফ’ ? সে বলিল, ‘আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর, আল্লাহ্ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন ; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাক্বী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ তো সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না’।	قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَآ اَخِيْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. উহারা বলিল, ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা তো অবশ্যই অপরাধী ছিলাম’।	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. সে বলিল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই ; আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু'।	قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. 'তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন, আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আসিও'।	اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَ اْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন উহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদি আমাকে মতিভ্রম মনে না কর- আমি অবশ্য ইউসুফের সুবাস পাইতেছি'।	وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾
৯৫. লোকেরা বলিল, 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব-বিভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন'।•	قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾
৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না' ?	فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা তো অপরাধী'।	قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. সে বলিল, 'আমি আমার রব্ব এর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিব ; তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু'।	قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
৯৯. অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলিল, 'আপনারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন' ;০	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ ؕ

রুকু' ১০

• এক চতুর্থাংশ

وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০০. এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার আনুগত্যে নত হইল, সে বলিল, 'হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ; আমার রব্ব উহা সত্যে পরিণত করিলেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শাইত্বান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে গ্রামাঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন ; আমার রব্ব যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন ; তিনি তো সর্বজ্ঞ, অতীব প্রজ্ঞাময়'।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۖ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১. 'হে আমার রব্ব! তুমি আমাকে রাজত্ব দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের তাৎপর্য শিক্ষা দিয়াছ, হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক, মুসলিম অবস্থায় আমার জীবন সমাপ্তি কর ও আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর'।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা তোমাকে আমরা অহি দ্বারা অবহিত করিতেছি, তুমি উহাদের সহিত ছিলে না যখন উহারা ষড়যন্ত্রে একমত হইয়াছিল।

وَ مَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. আর তুমি যতই চাহ না কেন অধিকাংশ লোকই মু'মিন হইবার নয়।

وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ ع

১০৪. এবং তুমি তাহাদের নিকট ইহার জন্য কোন পারিশ্রমিক দাবি করিতেছ না ; ইহা তো বিশ্বমানবের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।

রুকু' ১১

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কতইনা নিদর্শন রহিয়াছে, তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহারা এই সকলের ব্যাপারে উদাসীন।

وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আর তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না মুশরিক হওয়া ব্যতীত।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদের অজ্ঞাতসারে ক্বিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ ?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

وقف النبی صلى الله عليه وسلم

১০৮. বল, 'ইহাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি (মানুষকে) আমি আহ্বান করি ; জ্ঞানের ভিত্তিতে- আমি এবং আমার অনুসারিগণও ; আর আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি'।

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এবং তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য হইতে মানুষ (পুরুষ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও রসূলরূপে প্রেরণ করি নাই, তাহাদের নিকট অহি করিতাম ; তাহারা (কাফেররা) কি বিচরণ করে নাই ভূপৃষ্ঠে যাহাতে তাহারা দেখিতে পাইত পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল ? আর মুত্তাক্বীদের জন্য পরলোকের আবাসই শ্রেয় ; এরপরও কি তোমরা বুঝিবে না ?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَ لَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হইল ও ধারণা করিল যে তাহাদিগকে (সম্পূর্ণ) প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে (তখন) তাহাদের প্রতি আমাদের সাহায্য আসিল, এইভাবে আমরা যাহাকে চাহি সে রক্ষা পায় ; আর অপরাধী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমাদের শাস্তি রদ হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. উহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা ; এই বাণী (কুরআন) কোন মিথ্যা রচনা নহে, বরং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যাহা আছে তাহার প্রত্যায়ন ও প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এবং হিদায়াত ও রহমত সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ঈমান আনে।

ع ١٢ ٦

রুকু' ১২

১৩- সূরা আররঅ'দ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৭	কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। মানুষের কুফুরি। সবাই এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অধীন। বাতিলপন্থীরা বিলীন হইবারই, সত্যপন্থীরা টিকিয়া থাকিবার।
১৮-২৫	সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও শুভ পরিণাম। বিশ্বাসঘাতক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি।
২৬-৩১	আল্লাহ্‌র রিয্‌ক্ব বণ্টন ব্যবস্থা। কাফের ও মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।
৩২-৪৩	সকল নাবীর সাথেই বিদ্রূপ করা হইয়াছে। কুফুরির পথ ও তাক্বওয়ার পথ। দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কাফেরদের অশুভ পরিণতি।

১৩- সূরা আররঅ'দ

মাদানী[৪৫৭]; আয়াত ৪৩, রুকূ' ৬

١٣ سُوْرَةُ الرَّعْدِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٤٣ ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾

১. আলিফ লা----ম মি----ম র- ; এইগুলি কুরআনের আয়াত ; এবং যাহা তোমার রব্ব এর নিকট হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে- সর্বৈব সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ্‌ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্তম্ভ ব্যতীত স্থাপন করিলেন- যাহা তোমরা দেখিতে পাও, অতঃপর তিনি আ'র্‌শে (দ্র. টীকা ৩০৪) সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিলেন ; প্রতিটিই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আবর্তন করে ; তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, এবং আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা তোমাদের রব্ব এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

وَ هُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ

৩. আর তিনিই ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং

৪৫৭। ভিন্নমতে, এই সূরাটি মাক্কী। তবে অনেকের মতে সূরাটি মাদানী যেহেতু ইহাতে মদিনার সময়ে অবতীর্ণ আয়াতও আছে।

اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

প্রত্যেক প্রকারের ফলফলাদি তৈরী করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়, দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন ; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ فِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّ جَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٤

৪. এবং পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর-সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে দ্রাক্ষাকানন, শস্যক্ষেত্র, বহু শিরবিশিষ্ট বা একক শিরবিশিষ্ট খর্জুরবৃক্ষ, (সবকিছু) সিঞ্চিত হয় একই পানিতে ; এবং খাওয়ার (স্বাদে) কতককে কতকের উপর আমরা উন্নতমানের করিয়া থাকি ; নিশ্চয় ইহাতে প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে- জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জন্য।

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَ اِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَ اِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٥

৫. আর যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদের কথা, 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করিব' ? উহারাই তাহাদের রব্বকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং উহাদেরই গলদেশে থাকিবে লৌহশৃঙ্খল, আর উহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٦

৬. আর কল্যাণের পূর্বেই উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদিও উহাদের পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে ; নিশ্চয় মানুষের অপরাধ সত্ত্বেও তোমার রব্ব তাহাদের প্রতি বড়ই ক্ষমাপরায়ণ, এবং নিশ্চয় তোমার রব্ব শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ ع ١

৭. আর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার[৪৫৮] রব্ব হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন' ? তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক।

রুকু' ০১

৪৫৮। رَبِّهٖ : 'তাঁহার রব্ব', 'তাহার' সর্বনামটি মুহাম্মাদ (স.) এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮. আল্লাহ্ জানেন- প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে (সময়, সংখ্যা ইত্যাদি), আর তাঁহার বিধানে প্রতিটি বিষয়ে পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ؕ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾
৯. তিনি অবগত যাহা গায়েব ও যাহা প্রকাশ্য, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾
১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, সবকিছুই সমভাবে (আল্লাহ্র জ্ঞানগোচর)।	سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾
১১. তাহার (মানুষের) জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী (মালাক) থাকে, উহারা আল্লাহ্র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে ; এবং আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ; কোন জাতি সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাহা রদ হইবার নহে, এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾
১২. তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী এবং (সঞ্চার করান) ভয় ও ভরসা এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ,০	هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ ۚ
১৩. বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং মালাকগণও করে তাঁহার ভয়ে, তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, আর তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী ;০	وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ ؕ
১৪. সত্যের প্রতি আহ্বান তাঁহারই ; এবং যাহারা	لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾

তাঁহাকে ব্যতীত ডাকে অপরকে, উহারা তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না- (সেই পিপাসাতুর ব্যক্তির ন্যায়) যে নিজের হস্তদ্বয় পানির দিকে প্রসারিত করে এই আশায়- পানি তাহার মুখে আসিয়া পৌঁছিবে, অথচ উহা তাহার (মুখে) পৌঁছিবার নহে ; এবং কাফেরদের দুআ' নিষ্ফল বৈ কিছুই নহে।

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ السجدة ۴

১৫. আর আল্লাহ্‌র প্রতি ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় নিরঙ্কুশ অনুগত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

সিজদা ২

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

১৬. বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব'? বল, 'আল্লাহ্' ; (আরও) বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে' ? বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক' ? তবে কী তাহারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদের নিকট সদৃশ মনে হইয়াছে ? বল, 'আল্লাহ্‌ই প্রতিটি বিষয়ের স্রষ্টা এবং তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী'।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَ مِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ؕ ﴿۱۷﴾

১৭. তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে ; যেইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু (ধাতু) অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় ; এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন ; যাহা আবর্জনা তবে তাহা তো ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায় ; এইভাবে আল্লাহ্ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন ;০

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۛ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾

১৮. মঙ্গল তাহাদের জন্য যাহারা তাহাদের রব্ব এর আহ্বানে সাড়া দেয় ; এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদের যদি* পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং উহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকিত, অবশ্যই উহারা মুক্তিপণস্বরূপ তাহা দিত (ইহাতেও কোন কাজে আসিত না) ; উহাদের হিসাব হইবে কঠোর, এবং জাহান্নাম হইবে উহাদের আবাস, উহা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!●

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾

১৯. তোমার রব্ব হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে, আর যে অন্ধ (সত্য সম্বন্ধে) তাহারা কি সমান ? বস্তুত উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নগণ-০

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾

২০. যাহারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না-০

وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾

২১. এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ন রাখে[৪৫৯], ভয় করে তাহাদের রব্বকে এবং সন্ত্রস্ত থাকে কঠোর হিসাবের ;০

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾

২২. এবং যাহারা তাহাদের রব্ব এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সলাত ক্বায়েম করে, আমরা তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, ইহাদের জন্য শুভ পরিণাম-০

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ

২৩. স্থায়ী জান্নাত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-

৪৫৯। আত্মীয়তার সম্পর্ক অথবা ঈমানের সহিত আ'মলের সম্পর্ক অটুট রাখে। আরো দেখুন আয়াত ২:২৭।

পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং মালাকগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া,০	يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾
২৪. (এবং বলিবে), 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদের প্রতি শান্তি ; আর কতই না উত্তম এই পরিণাম'!	سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾
২৫. আর যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়- তাহাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাহাদের জন্য আছে মন্দ পরিণতি।	وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন ; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত- অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾
২৭. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'তাহার[৪৬০] রব্ব হইতে তাহার প্রতি কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন' ? বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী হয় উহাকেই তিনি তাঁহার দিকে পথ দেখান',০	وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾
২৮. যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র (বাণী) স্মরণে তাহাদের চিত্ত তৃপ্ত হয় ; জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র (বাণী) স্মরণেই চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে ;০	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾
২৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাহাদেরই।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

রুকু' ০৩ ৩ ৪ ৭

৪৬০। ٥ : তাহার সর্বনাম দ্বারা মুহাম্মাদ (স.) কে বুঝান হইয়াছে।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩০. এইভাবে[৪৬১] আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি, এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে, উহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবার জন্য যাহা তোমার প্রতি আমরা অহি করি, তথাপি উহারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে ; বল, 'তিনিই আমার রব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহারই উপর নির্ভর করি আর তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন'।

وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾ ع ١٥

৩১. আর যদি* কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত কিংবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও উহারা ইহাতে বিশ্বাস করিত না) ; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র করায়ত্বে ; তবে কি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রত্যয় হয় নাই যে আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন, সকল মানবকে অবশ্যই হিদায়াত করিতে পারিতেন ? যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহাদের অপকর্মের জন্য তাহাদের উপর বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদের আশেপাশে আপতিত হইতেই থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (শাস্তি) আসিয়া পড়িবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়া'দার ব্যতিক্রম করেন না।

রুকু' ০৪

وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তবে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আমি কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম ; কেমন ছিল আমার শাস্তি!

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ

৩৩. তবে কি প্রতিটি মানুষ যাহা অর্জন করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক (তিনি কি ইহাদের অক্ষম ইলাহ্গুলির মত ?), অথচ উহারা আল্লাহ্র বহু

৪৬১। كَذٰلِكَ : এইভাবে, এই স্থলে ইহা দ্বারা অতীতে যেমন পাঠাইয়াছিলাম এই কথাগুলি বুঝাইতেছে।

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

শরীক বানাইয়াছে ; বল, 'উহাদের পরিচয় দাও' ; তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাহ- যাহা তিনি জানেন না ? অথবা ইহা বাহ্যিক কথা মাত্র! না, কাফেরদের নিকট[৪৬২] উহাদের ছলনা শোভন করা হইয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে ; আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. উহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর, এবং আল্লাহ্র (শাস্তি) হইতে রক্ষা করিবার তাহাদের কেহ নাই।

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

৩৫. মুত্তাক্বীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপমা এইরূপ ; উহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহার ফলাদি ও ছায়া চিরস্থায়ী ; যাহারা মুত্তাক্বী ইহা তাহাদের (শুভ) পরিণাম, আর কাফেরদের পরিণাম অগ্নি।

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাতে আনন্দ পায় যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অনেক দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে ; বল, 'আমি তো আল্লাহ্র ই'বাদত করিতে ও তাঁহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছি ; আমি তাঁহারই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন'।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ ع ١١

৩৭. আর এইভাবে ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবি ভাষায় ; এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

রুকু' ০৫

৪৬২। আল্লাহ্র শরীক করিবার বিষয়টি অযথা বাহ্যিক কথা (play or show of words) মাত্র! বরং, কাফেরদের নিকট উহাদের এই জাতীয় ছলনা বা চক্রান্ত শোভন করা হইয়াছে।

৩৮. তোমার পূর্বে আমরা তো অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম ; আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নহে ; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ؕ وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾
৩৯. আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিহ্ন করেন অথবা প্রতিষ্ঠিত রাখেন, এবং তাঁহার নিকট আছে উম্মুল কিতাব[৪৬৩]।	يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ ۚ وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿۳۹﴾
৪০. আর তাহাদিগকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি[৪৬৪] দিয়াছি উহার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা যদি (ইহার পূর্বে) তোমার কাল পূর্ণ করিয়া দেই- তোমার কর্তব্য তো শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া আর হিসাব-নিকাশ তো আমাদের কাজ।	وَ اِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۴۰﴾
৪১. উহারা কি দেখে না যে, আমরা উহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি[৪৬৫] ? এবং আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই ; আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।	اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴۱﴾
৪২. এবং উহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল অথচ সমস্ত কলাকৌশল আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে ; তিনি জানেন প্রতিটি ব্যক্তি যাহা অর্জন করে ; এবং কাফেররা শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদের জন্য।	وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۴۲﴾
৪৩. আর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তুমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নহ' ; বল, 'আমার	وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى

৪৬৩। অর্থাৎ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ (সংরক্ষিত ফলক)। (দ্র. ৮৫ : ২২)।

৪৬৪। ইহার শাব্দিক অর্থ 'উহাদিগকে যেই প্রতিশ্রুতি দেই', কিন্তু এই স্থলে ইহার প্রকৃত অর্থ উহাদিগকে যেই শাস্তির কথা বলি।

৪৬৫। কাফেররা পরাজয় বরণ করায় তাহাদের কিছু কিছু এলাকা তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করায় তাহাদের সংখ্যাও কমিতেছে।

بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

ও তোমাদের মধ্যে (নবুয়তের) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যাহার[৪৬৬] নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে'।

রুকু' ০৬

ع ٦ ١٢

১৪- সূরা ইবরাহীম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।
০৪	প্রত্যেক রসূলকে নিজ জাতির ভাষায় দাওয়াত প্রদানের জন্য পাঠানো হইয়াছে।
০৫-০৮	মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার উদ্দেশ্যে মূসা (আ.) কেও পাঠানো হইয়াছিল।
০৯-১৭	অতীত রসূলগণের দাওয়াত এবং তাহাদের জাতির কুফুরি। রসূলগণের দৃঢ়তা এবং কাফেরদের অশুভ পরিণতি।
১৮-২২	কাফেরদের কর্মকাণ্ডের উপমা। পরকালে দুর্বল ও শক্তিমানদের বিতর্ক। ফায়সালার পর হাশরে শাইত্বানের বক্তব্য।
২৩-৩৪	মু'মিনদের শুভ পরিণতি। সত্যবাণী ও মিথ্যাকথার উপমা। বাতিলপন্থীদের পরিণতি। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন অনুগ্রহ।
৩৫-৪১	মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ.) এর প্রার্থনা। তাঁহার সন্তানদের একটি অংশকে মক্কায় প্রতিষ্ঠা এবং এর কারণ।
৪২-৫২	মানুষকে ক্বিয়ামতের ব্যাপারে সতর্ক করিবার নির্দেশ। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হইবে। ক্বিয়ামতের দিন এই পৃথিবীকে নতুন রূপে গড়া হইবে। সেদিন অপরাধীরা থাকিবে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

১৪- সূরা ইবরাহীম

মাক্কী ; আয়াত ৫২, রুকু' ৭

١٤ سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٢ ركوعاتها ٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿١﴾

১. আলিফ লা----ম র- ; কিতাব- ইহা তোমার প্রতি নাযিল করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদের রব্ব এর অনুমতিক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোতে- মহা-পরাক্রমশালী, স্বতঃপ্রশংসার্হ (আল্লাহ) এর পথে-০

اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

২. আল্লাহ্- তাঁহারই জন্য যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু আছে

৪৬৬। কিতাবীদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যথা আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) ও তাঁহার সঙ্গিগণ।

পৃথিবীতে ; আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য-০	۬ وَوَيۡلٌ لِّلۡكٰفِرِيۡنَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِيۡدِ ۙ ﴿۲﴾
৩. যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং (মানুষকে) নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ও ইহা বক্র করিতে চাহে ; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।	الَّذِيۡنَ يَسۡتَحِبُّوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا عَلَى الۡاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىۡ ضَلٰلٍۢ بَعِيۡدٍ ﴿۳﴾
৪. আর আমরা কোন রসূলকে পাঠাই নাই স্বজাতির ভাষাভাষী ব্যতীত যাহাতে তাহাদের নিকট (রিসালত) সুস্পষ্ট করিয়া দিতে পারে ; অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন ; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।	وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۴﴾
৫. এবং মূসাকে তো আমাদের আয়াতসমূহ সহ প্রেরণ করি (এবং বলি), 'তোমার জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর ও উহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলির[৪৬৭] দ্বারা উপদেশ দাও' ; ইহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য।	وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنۡ اَخۡرِجۡ قَوۡمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۙ وَذَكِّرۡهُمۡ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ﴿۵﴾
৬. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমাদিগকে তিনি রক্ষা করেন ফিরআ'উনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত ও তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত ; এবং ইহাতে ছিল তোমাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা'।	وَاِذۡ قَالَ مُوۡسٰى لِقَوۡمِهِ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ اَنۡجٰىكُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ يَسُوۡمُوۡنَكُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ وَيُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُوۡنَ نِسَآءَكُمۡ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ عَظِيۡمٌ ﴿۶﴾ ع

রুকু' ০১

১৩

৪৬৭। يَوۡمٌ: (দিবস) শব্দের বহুবচন اَيَّامٌ। আরবি বাগধারায় اَيَّامٌ বলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বলিত অতীত ইতিহাসকেও বুঝায়। এইখানে সেই সকল দিবস যাহাতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হইয়াছিল অথবা সেই দিনগুলি, যাহাতে ইসরাঈলীরা মিসরে বন্দী অবস্থায় ভীষণ বিপদে দিন অতিবাহিত করিতেছিল এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾

৭. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমাদের রব্ব ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদের (রিয্ক্ব) অবশ্যই বৃদ্ধি করিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে নিশ্চয় আমার শাস্তি হইবে অতিশয় কঠোর'।

وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنْ تَكْفُرُوْۤا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٨﴾

৮. এবং মূসা বলিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও[৪৬৮] তথাপি আল্লাহ্ নিশ্চিত অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ'।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۛ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٩﴾

৯. 'তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের- নূহ, আ'দ ও সামূদ জাতির ; ⁂এবং তাহাদের পরবর্তীদের;⁂ উহাদের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না' ; তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের রসূলগণ আসিয়াছিল, উহারা উহাদের হাত উহাদের মুখে স্থাপন করিত[৪৬৯] এবং বলিত, 'যাহা সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি, সেই বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ'।•

মুআ' ১৫

•তিন চতুর্থাংশ

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾

১০. উহাদের রসূলগণ বলিয়াছিল, 'কোন সন্দেহ কি আছে আল্লাহ্তে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন তোমাদের কতক পাপ ক্ষমা করিবার জন্য ও নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য' ; উহারা বলিত, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ ; আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের ই'বাদত করিত তোমরা তাহাদের ই'বাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাও, অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর'।

রুকূ ৫ ১৭ الثامنة

৪৬৮। মানুষ কৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্র যেমন কোন লাভ নাই তেমনি অকৃতজ্ঞ হইলেও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি নাই। মানুষ কৃতজ্ঞ হইবে নিজের লাভের জন্য।

৪৬৯। রাগে মুখে হাত স্থাপন করিত অথবা রসূল (স.) এর কথা শুনিয়া বিদ্রূপাত্মক হাসি চাপিয়া রাখিতে মুখে হাত দিত। আর এক অর্থে তাহারা রসূল (স.) কে কথা বলিতে বাধা দিত।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. উহাদের রসূলগণ উহাদিগকে বলিত, 'সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন ; আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কর্ম নহে ; আর আল্লাহ্র উপরই মু'মিনগণের নির্ভর করা উচিত'।

وَ مَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾ ع ۲ ۱۴

রুকু' ০২

১২. 'আর আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিব না ? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ, আমরা তাহাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব ; এবং আল্লাহ্রই উপর নির্ভরকারিগণ নির্ভর করুক'।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. আর যাহারা অস্বীকার করিত তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিল, 'তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কার করিব নতুবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে' ; অতঃপর তাহাদের রব্ব অহি করিলেন তাহাদের প্রতি, 'যালিমদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব'-০

وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾

১৪. 'এবং উহাদের পরে আমরা তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই ; ইহা তাহার জন্য যে ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির'।

وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۱۵﴾

১৫. এবং উহারা (কাফেররা) বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হইল-০

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾

১৬. উহাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং পান করানো হইবে গলিত পুঁজ-০

يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾

১৭. যাহা সে অতিকষ্টে এক এক ঢোক করিয়া গিলিবে এবং উহা গলাধঃকরণ সহজ হইবে না আর সর্বদিক হইতে তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা আসিবে কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না ; এবং ইহার পর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾

১৮. যাহারা তাহাদের রব্বকে অস্বীকার করে তাহাদের উপমা- তাহাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায় ; যাহা তাহারা উপার্জন করে উহার কিছুই তাহারা (আখিরাতে) তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে না ; ইহা তো ঘোর বিভ্রান্তি।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾

১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথ সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করিতে পারেন-০

وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾

২০. আর ইহা আল্লাহ্র জন্য আদৌ কঠিন নহে।

وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾ ع ৩ ৫ ১৫

২১. সকলে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবে, তখন যাহারা অহংকার করিত দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে কি পারিবে' ? উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে হিদায়াত করিলে আমরাও তোমাদিগকে হিদায়াত করিতাম ; এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই একই কথা, আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই'।

রুকু' ০৩

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ

২২. এবং যখন সর্ববিষয় সম্পন্ন হইবে তখন শাইত্বান বলিবে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য ওয়া'দা, আমিও

তোমাদিগকে ওয়া'দা দিয়াছিলাম[৪৭০] কিন্তু আমি (তাহা) খেলাফ করিয়াছি ; (আসলে) আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে ডাকিতাম এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছিলে ; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না এবং নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর ; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ ; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করিয়াছিলে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি ; যালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে'।

وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

২৩. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে উহাদিগকে প্রবেশ করানো হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা স্থায়ী হইবে তাহাদের রব্ব এর অনুমতিক্রমে ; সেখানে তাহাদের সম্ভাষণ হইবে সালাম।

وَ اُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾

২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্‌ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন ? উত্তমবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ[৪৭১] যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা-প্রশাখা আকাশচুম্বী-০

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾

২৫. যাহা প্রত্যেক মৌসুমে উহার ফলদান করে উহার রব্ব এর অনুমতিক্রমে ; এবং আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

تُؤْتِيْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. আর কুবাক্যের (কুফুরি কথা) তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾

৪৭০। শাইত্বান প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্বিয়ামত হইবে না এবং হিসাবও দিতে হইবে না।
৪৭১। তাওহীদের কলেমা এই উৎকৃষ্ট বৃক্ষ।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ۬ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

২৭. যাহারা শাশ্বত বাণীতে[৪৭২] বিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে, আর যাহারা যালিম আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন- এবং আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

রুকু' ০৪ ৪ ১৭

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿۲۸﴾

২৮. তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞ হয় এবং উহারা উহাদের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে-০

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَ بِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۲۹﴾

২৯. জাহান্নামে, যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে ; আর কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾

৩০. এবং উহারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁহার পথ হইতে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করিবার জন্য ; বল, 'ভোগ করিয়া লও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল'।

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خِلٰلٌ ﴿۳۱﴾

৩১. আমার দাসেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বল, সলাত ক্বায়েম করিতে এবং আমরা তাহাদের জীবিকা হিসাবে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে- সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না। (দ্র. ২ : ২৫৪)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾

৩২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে, এবং যিনি তোমাদের (কল্যাণে) নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে,০

৪৭২। এ স্থলে শাশ্বত বাণীর দ্বারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই বাক্য বুঝাইতেছে।

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি তোমাদের (কল্যাণে) নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী, এবং তোমাদের (কল্যাণে) নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে,০

وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ع ৫ ১৭

৩৪. এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন যাহা তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ তাহা হইতে[৪৭৩]; তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না ; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

রুকু' ০৫

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলিল, 'হে আমার রব্ব! এই নগরীকে (মক্কাকে) নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও' ;০

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. 'হে আমার রব্ব! এই (প্রতিমা) গুলি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সে-ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (দ্র. ৫ : ১১৭-১১৮)।

رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. 'হে আমাদের রব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের রব্ব! এইজন্য যে, উহারা যেন সলাত ক্বায়েম করে, অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা উহাদের রিয্‌ক্বের ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞ হয়'।

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَ مَا نُعْلِنُ ؕ وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا

৩৮. 'হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয় তুমি জান আমরা যাহা গোপন করি ও যাহা প্রকাশ করি ; এবং পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন

৪৭৩। আল্লাহ্‌র বিবেচনায় মানুষের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা দিয়াছেন।

থাকে না, আর না আকাশে।'	فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾
৩৯. 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে দান করিয়াছেন ; আমার রব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন'।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾
৪০. 'হে আমার রব্ব! আমাকে সলাত ক্বায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও, হে আমাদের রব্ব! আমার প্রার্থনা ক্বূবল কর'।	رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾
৪১. 'হে আমাদের রব্ব! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করিও'। রুকু' ০৬	رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ ع ৬ ১৮
৪২. আর তুমি কখনও মনে করিও না যে, যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অনবহিত, তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া থাকিবে-০	وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾
৪৩. (ভীত-বিহ্বল চিত্তে) মস্তক ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া তাহারা ছুটাছুটি করিবে, নিজেদের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং তাহাদের অন্তর হইবে দিশাহারা ;০	مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর তুমি মানুষকে সতর্ক কর সেইদিন সম্পর্কে যেদিন তাহাদের শাস্তি আসিবে, তখন যালিমরা বলিবে 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে কিছু কালের অবকাশ দাও আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলগণের অনুসরণ করিব' (দ্র. ৬৩:১০) ; তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে তোমাদের (শক্তিমত্তার) কোন পতন নাই ?০	وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. অথচ তোমরা বাস করিতে সেইসব আবাসভূমিতে যাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম	وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا

করিয়াছিল, আর ইহাও তোমাদের নিকট পরিষ্কার ছিল যে, তাহাদের প্রতি আমরা কি আচরণ করিয়াছিলাম এবং তোমাদের নিকট উহাদের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করিয়াছিলাম।	لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু উহাদের চক্রান্ত আল্লাহ্‌র নিকটে (নিয়ন্ত্রিত) ছিল ; যদিও উহাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।	وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾
৪৭. তুমি কখনও মনে করিও না যে, আল্লাহ্‌ তাঁহার রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, দণ্ড-বিধায়ক ;০	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. যেই দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলীও ; আর সকলে উপস্থিত হইবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে- যিনি একক, মহাক্ষমতাধর।	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾
৪৯. সেইদিন তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়,০	وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾
৫০. উহাদের পোষাক হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদের মুখমণ্ডল-০	سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾
৫১. যেন আল্লাহ্‌ প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।	لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾
৫২. ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, বাস্তবিকপক্ষে তিনিই একমাত্র ইলাহ্‌ এবং যাহাতে বোধশক্তি-সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

রুকু' ০৭

ع ١٧

১৫- সূরা আলহিজর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	ইসলাম বিরোধীদের ধারণা ও কর্মপন্থা।
০৯-১৫	কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। সকল রসূলের সহিতই লোকেরা বিদ্রূপ করিয়াছে।
১৬-২৫	আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনা।
২৬-৫০	মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টির উপাদান। মানুষের সহিত শাইত্বানের শত্রুতার সূচনা ও ইতিহাস। শাইত্বান কাহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে এবং কাহাদিগকে করিতে পারিবে না। মুত্তাক্বীদের শুভ পরিণতি।
৫১-৬০	ইবরাহীমের নিকট মালাকগণের আগমন এবং তাহাকে একটি সুসংবাদ আর একটি দুঃসংবাদ প্রদান।
৬১-৭৯	লূত জাতির অপকর্ম এবং তাহাদের পরিণতির ইতিহাস।
৮০-৮৪	আইকাবাসীদের অবাধ্যতা এবং তাহাদের করুণ পরিণতি।
৮৫-৯৯	ক্বিয়ামতের আগমন অনিবার্য। নাবীকে পুনঃপুন পাঠ্য সপ্ত আয়াত এবং আলকুরআনুল আযীম প্রদান। নাবীর প্রতি উপদেশ।

১৫- সূরা আলহিজর

মাক্কী ; আয়াত ৯৯, রুকূ' ৬

١٥ سُوْرَةُ الْحِجْرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩٩ ركوعاتها ٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম র- ; এই আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١

পারা ১৪

২. প্রায়শই কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, তাহারা যদি* মুসলিম হইত!	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾
৩. উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, উহারা খাইতে থাকুক, ভোগ করিতে থাকুক এবং মিথ্যাআশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, ফলে অচিরেই উহারা (পরিণাম) জানিতে পারিবে।	ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾
৪. এবং আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করি না উহার জন্য নির্দিষ্ট কাল লিপিবদ্ধ ব্যতীত।	وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤﴾
৫. কোন জাতি উহার নির্দিষ্ট কালকে (ধ্বংসকে) ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬. এবং উহারা বলে, 'ওহে, যাহার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ হইয়াছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ' ;০	وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٦﴾
৭. 'তুমি সত্যবাদী হইলে মালাকদিগকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছ না কেন' ?	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾
৮. আমরা মালাকদের প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত ; আর (মালাকগণ প্রেরিত হইলে) সেক্ষেত্রে উহারা কোন ছাড় পাইত না।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿٨﴾
৯. নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র (কুরআন)[৪৭৪] অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমরাই উহার নিশ্চিত সংরক্ষক।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩﴾
১০. আর তোমার পূর্বে আমরা আগেকার অনেক	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾

৪৭৪। اَلذِّكْرُ: এই স্থলে (এবং ১৫:৬ আয়াতে) যিক্‌র শব্দ দ্বারা কুরআনুল করীমকে বুঝায়। এই আয়াত মানবজাতির জন্য চ্যালেঞ্জ, যে দুনিয়ার সমস্ত কিতাব পরিবর্তিত হইলেও কুরআন মাজীদ এর একটি শব্দও পরিবর্তিত হয় নাই বা হইবার নহে।

সম্প্রদায়ের মধ্যে (রসূল) পাঠাইয়াছিলাম।	
১১. এবং তাহাদের নিকট আসে নাই এমন কোন রসূল যাহাকে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত না।	وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾
১২. এইরপে আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা (বিদ্রূপ প্রবণতা) সঞ্চার করি-০	كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٢﴾
১৩. উহারা ইহাতে (কুরআনে) ঈমান আনিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণই (সুন্নাহ্) ছিল।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর যদি* উহাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়াও দেই এবং উহারা সারাক্ষণ ইহাতে আরোহণ করিতেও থাকে-০	وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়'।	لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. এবং আমরা আকাশে বৃহৎ নক্ষত্ররাজি তৈরী করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য-০	وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইত্বান হইতে আমরা উহাকে (দ্র. ১৫ : ১৮) রক্ষা করিয়া থাকি-০	وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾
১৮. কিন্তু কেহ চুরি করিয়া সংবাদ[৪৭৫] শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা (উল্কাপিন্ড)।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর পৃথিবী, উহাকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি ও উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি, এবং উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।	وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

রুকু' ০১

ع ١٥ ١

৪৭৫। سَمْعٌ : আকাশের সংবাদ। (দ্র. ৬৭ : ৫)।

২০. এবং ইহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাহার জীবিকাদাতা নহ (তাহার জন্যও)।	وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর এমন কোন কিছুই নাই যাহার ভাণ্ডার আমাদের নিকটে নাই, এবং আমরা উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণ ব্যতীত সরবরাহ করি না।	وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾
২২. এবং আমরা মেঘ-বহনকারী বায়ু পাঠাই অতঃপর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করি এবং তোমাদিগকে উহা পান করাই, আর তোমরা উহার ভাণ্ডার রক্ষক নহ।	وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী (দ্র. ৩ : ১৮০)।	وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং তোমাদের মধ্য হইতে পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি এবং পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি[৪৭৬]।	وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾
রুকু' ০২ ২৫. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব উহাদিগকে সমবেত করিবেন ; তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ ع ২ ২
২৬. এবং আমরা তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি পুঁতিগন্ধময় কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে,০	وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾
২৭. আর জিন্নকে ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা হইতে।	وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার রব্ব মালাকগণকে বলিলেন, 'আমি পুঁতিগন্ধময় কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি'। (দ্র. টীকা ২৮)।	وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

৪৭৬। ভিন্নমতে ইহার অর্থ- যাহারা ভাল কাজে অগ্রগামী ও যাহারা উহাতে পশ্চাৎগামী।

২৯. ‘যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার হইতে রূহ্ (দ্র. টীকা ২৪৯) সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও’।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. তখন মালাকগণ সকলেই একত্রে সিজদা করিল-০	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. ইবলীস ব্যতীত ; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. (আল্লাহ্) বলিলেন, ‘হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না’ ?	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বলিল, ‘আপনি পুঁতিগন্ধময় কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি’।	قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. তিনি বলিলেন, ‘তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত’-০	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. ‘এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রহিল লা’নত’।	وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾
৩৬. সে বলিল, ‘হে আমার রব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন’।	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তিনি বলিলেন, ‘তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে’-০	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. ‘অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত’।	اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে বলিল, ‘হে আমার রব্ব! আপনি যে কারণে আমাকে বিপথগামী করিলেন, তজ্জন্য আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাহাদের (মানুষের) জন্য (পাপকর্মকে) আকর্ষনীয় করিয়া তুলিব এবং	قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾

আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব'-০	
৪০. 'উহাদের মধ্যে আপনার বিশুদ্ধচিত্ত আনুগত্যশীলগণ ব্যতীত'।	اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. তিনি বলিলেন, 'ইহাই (আনুগত্যশীলতাই) আমার প্রতি পৌঁছিবার সুদৃঢ় পথ'।	قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾
৪২. 'বিভ্রান্ত হইয়া যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার আনুগত্যশীলদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না'।	اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. 'এবং অবশ্যই জাহান্নাম তাহাদের (ইবলিসের অনুসারীদের) সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান'-০	وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾
রুকু' ০৩ ৪৪. 'উহাতে সাতটি দরজা ; প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক (পাপীদের) শ্রেণী আছে'।	لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾ ৩ ৭ ৩
৪৫. নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকিবে জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় ;০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬.(বলা হইবে) 'ইহাতে প্রবেশ কর শান্তি ও নিরাপত্তায়'।	اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. এবং তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষ দূর করিব, তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি আসীন হইবে।	وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. সেখানে তাহাদিগকে শ্রান্তি স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।	لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমার আনুগত্যশীলদিগকে বলিয়া দাও যে- নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু-০	نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾
৫০. আর যে- আমার শাস্তি, উহা অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!	وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং উহাদিগকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা।	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾
৫২. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম' তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত'। (দ্র. ১১ : ৭০)।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তো তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি'।	قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾
৫৪. সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে শুভসংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ? সুতরাং তোমরা কিসের শুভ সংবাদ দিতেছ' ?	قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. উহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে যথার্থই শুভ সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশ হইও না'।	قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. সে বলিল, 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে তাহার রব্ব এর অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়' ?	قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. সে বলিল, 'হে প্রেরিত (মালাক) গণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে' ?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে'-০	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. 'লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত ; আমরা অবশ্যই ইহাদের সকলকে রক্ষা করিব'-০	اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. 'তাহার স্ত্রী ব্যতীত, আমরা স্থির করিয়াছি[৪৭৭]– সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।	اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۙ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. প্রেরিতগণ যখন লূত-পরিবারের নিকট আসিল-০	فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৪৭৭। আল্লাহই স্থির করিয়াছেন। মালাকগণ উক্ত শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ায় ইহা বলিয়াছেন।

৬২. সে বলিল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক'।	قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তাহারা বলিল, 'না, উহারা যে বিষয়ে[৪৭৮] সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি'।	قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. 'আর আমরা তোমার নিকট যথার্থভাবে আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী'।	وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. 'সুতরাং রাত্রিযোগে যাত্রা করিবে তোমার পরিবারবর্গসহ ও তুমি তাহাদের পিছনে চলিবে এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনদিকে না তাকায়, আর তোমরা চলিয়া যাইবে যেখানে বলা হইতেছে'।	فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّ امْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. এবং আমরা তাহাকে (লূতকে) এই বিষয়ে ফায়সালা জানাইলাম যে, প্রত্যূষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।	وَ قَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আর নগরবাসিরা উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।	وَ جَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. সে বলিল, 'উহারা আমার অতিথি ; সুতরাং তোমরা আমাকে অপমানিত করিও না'-০	قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾
৬৯. 'আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না'।	وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾
৭০. উহারা বলিল, 'আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোকের (রক্ষা করার) ব্যাপারে তোমাকে নিষেধ করি নাই' ?	قَالُوْٓا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. (লূত) বলিল, 'ইহারা আমার কন্যা (দ্র. টীকা ৪২৫) যদি তোমরা কিছু করিতে চাও' ;০	قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. (হে নাবী) তোমার[৪৭৯] জীবনের শপথ,	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾

৪৭৮। এখানে যে 'বিষয়ে' দ্বারা 'শাস্তি' বুঝাইতেছে।

৪৭৯। لَعَمْرُكَ এর 'তোমার' বলিতে নাবী লূত (আ.) কে বুঝায়। ভিন্নমতে 'তোমার' শব্দটি মুহাম্মাদ (স.) এর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত।

উহারা তো উন্মত্ততায় বিমূঢ়[৪৮০] রহিয়াছে।	
৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত হানিল-০	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তারপর জনপদটি উল্টাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম ও উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর বর্ষণ করিলাম ;০	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾
৭৫. অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্লেষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আর উহা (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদটি) তো চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।	وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. নিশ্চয় ইহাতে মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন ;০	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর আইকাবাসীরাও[৪৮১] তো সীমালংঘনকারী ছিল-০	وَ اِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. সুতরাং আমরা উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম ; আর অবশ্য উভয়টিই[৪৮২] প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে অবস্থিত।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾
৮০. এবং হিজরবাসীরাও[৪৮৩] রসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছিল-০	وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আমরা উহাদিগকে আমাদের নিদর্শন দিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল-০	وَ اٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

রুকু' ০৫

৫ ع ৫ وقف لازم

৪৮০। লূত (আ.) এর সম্প্রদায় তাহাদের অশালীন পাপাচারের অতি মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তাঁহার কঠোর সতর্কতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই ; বরং তাঁহাকে উপহাস করিয়াছে। ইহা তাহাদের বিমূঢ়তার স্পষ্ট প্রমাণ।

৪৮১। اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ: অর্থ গহন অরণ্যের অধিবাসী; শুআ'ইব (আ.) সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বাস করিত বলিয়া 'আইকাবাসী' দ্বারা শুআ'ইব (আ.) সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে। 'আইকা' মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। শুআ'ইব (আ.) এই দুই এলাকার জন্য নাবী ছিলেন।

৪৮২। এ স্থলে هُمَا : সর্বনাম দ্বারা লূত ও শুআ'ইব সম্প্রদায়ের বসতি ধ্বংস স্তুপ বুঝাইতেছে।

৪৮৩। حِجْرٌ একটি উপত্যকার নাম, اَصْحٰبُ الْحِجْرِ বলিতে সামূদ জাতি বুঝায়। 'সামূদ' প্রসঙ্গ আলকুরআনে ২৬ স্থানে আসিয়াছে।

৮২. উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।	وَ كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত হানিল-০	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিত তাহা উহাদের কোন কাজে আসে নাই ;০	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমরা অযথা সৃষ্টি করি নাই এবং ক্বিয়ামত আসিবেই (অবশ্যম্ভাবী) ; সুতরাং তুমি অতীব সৌজন্যের সহিত (উহাদিগকে) এড়াইয়া চল।	وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ ؕ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾
৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব্ব মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾
৮৭. নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত (সুরা ফাতিহা) যাহা পুনঃপুন পঠিত হয় এবং মহান কুরআন।	وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আমরা তাহাদের (প্রত্যাখ্যানকারীদের) বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি উহার প্রতি কখনও তোমার দুইচক্ষু মেলিয়াও চাহিবে না[৪৮৪], এবং তাহাদের (মু'মিন না হওয়ার) জন্য দুঃখিত হইও না, আর মু'মিনদের জন্য তোমার ডানা অবনমিত কর[৪৮৫]।	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. এবং বল, 'আমি তো শুধু এক স্পষ্ট সতর্ককারী',০	وَ قُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾
৯০. যেভাবে অবতীর্ণ করিয়াছিলাম	كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৪৮৪। لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ : শাব্দিক অর্থ তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না। ইহা একটি আরবি বাগধারা যাহার অর্থ লক্ষ্য করিও না, তাকাইও না।

৪৮৫। اِخْفِضْ جَنَاحَكَ এর শাব্দিক অর্থ তোমার ডানা অবনত কর। ইহা একটি বাগধারা, যাহার অর্থ সদয় হও। দ্র. ১৭:২৪।

বিভক্তকারীদের (ইয়াহূদী ও নাসারা এবং পৌত্তলিকদের) উপর-০	
৯১. যাহারা আলকুরআনকে বিভিন্নরূপে বিভক্ত[৪৮৬] করিয়াছে।	الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. সুতরাং শপথ তোমার রব্ব এর! আমরা উহাদের সকলকে প্রশ্ন করিবই-০	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. সেই বিষয়ে উহারা যাহা (কুরআনের সহিত) করিত।•	عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতএব তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের ব্যাপারে বিমুখ হও।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আমরাই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে-০	اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অপর ইলাহ্ বানাইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই উহারা (পরিণাম) জানিতে পারিবে।	الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আর আমরা অবশ্যই জানি যে উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়-০	وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. সুতরাং তুমি তোমার রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও-০	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. এবং তোমার মৃত্যু[৪৮৭] উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রব্ব এর ই'বাদত কর।	وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

• এক চতুর্থাংশ

الرّٰبع

ع ٦ ٦

রুকু' ০৬

৪৮৬। قُرْاٰنٌ কে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা- অর্থ কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন। ইয়াহূদী ও নাসারারা (ভিন্নমতে পৌত্তলিক কুরাইশরাও) কুরআনের কোন বিষয় মনোমত হইলে মানিত, আর তদ্রূপ না হইলে বর্জন করিত।

৪৮৭। اَلْيَقِيْنُ : এর অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস। এ স্থলে ইহা মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৬- সূরা আননাহল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	আল্লাহ্ শির্ক হইতে পবিত্র। তিনি তাঁহার বান্দাদের যাহাকে ইচ্ছা রসূল নিযুক্ত করেন।
০৪-২১	মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন অনুগ্রহ।
২২-৩৫	অহংকারী লোকেরা ঈমান আনে না। তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। যালিমদের মৃত্যুকালীন এবং মৃত্যু পরবর্তীকালীন দুরবস্থা। আল্লাহ্ভীরুদের নীতি এবং তাহাদের মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী সুন্দর অবস্থা।
৩৬-৪০	আল্লাহ্ সকল জাতির নিকট রসূল পাঠাইয়াছেন। অধিকাংশ মানুষ হিদায়াতের পথে আসে না।
৪১-৪২	ইসলামের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিতদের মহাপুরস্কার।
৪৩-৬৫	কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব রসূলের। ইসলাম ও নাবীর প্রতি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি সতর্কবাণী। আল্লাহ্র তাওহীদের যুক্তি। সকল মতবিরোধের সমাধান আলকুরআন।
৬৬-৮৩	মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিবরণ। শির্কের অসারতা। সত্যের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া নাবীর দায়িত্ব।
৮৪-৮৯	প্রত্যাখ্যানকারীদের ও মুশরিকদের পরকালীন দুরবস্থা। কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা ও নির্দেশিকা রহিয়াছে।
৯০-৯৭	মানুষের জন্য ন্যায় ও সঠিক নীতিমালা। উত্তম আ'মল সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা।
৯৮-১১১	কুরআন পাঠের সূচনায় শাইত্বান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিবার নির্দেশ। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃসংবাদ। ইসলামের কারণে নির্যাতিতদের জন্য সুসংবাদ।
১১২-১১৩	আল্লাহ্র অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা ও রসূলের আদর্শ প্রত্যাখ্যানের পরিণতি।
১১৪-১১৯	হালাল ও হারামের বিধান।
১২০-১২৪	ইবরাহীম (আ.) এর আনুগত্যের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি ইবরাহীম (আ.) এর আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ।
১২৫-১২৮	আল্লাহ্র পথে দাওয়াত প্রদানের পন্থা।

১৬- সূরা আননাহল

মাক্কী ; আয়াত ১২৮, রুকূ' ১৬

١٦ سُوْرَةُ النَّحْلِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٢٨ ركوعاتها ١٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আল্লাহ্র আদেশ আসিবেই[৪৮৮] সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না ; তিনি মহিমান্বিত ও উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝١

৪৮৮। অবশ্যম্ভাবী এমন কাজের জন্য আলকুরআনে অনেক ক্ষেত্রে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। اَتٰى : আসিয়াছে, এ স্থলে ইহার অর্থ: আসিবেই।

২. তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে অহিসহ[৪৮৯] মালাকদিগকে প্রেরণ করেন এই বলিয়া যে, তোমরা সতর্ক কর- নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্) ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং আমাকে ভয় কর।	يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾
৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন ; উহারা যাহা শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তিনি নুত্বফাহ্ হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤﴾
৫. আর চতুষ্পদ জন্তু (দ্র. টীকা ২৫২) সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের জন্য উহাতে শীতনিবারক ও বহুবিধ উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক,০	وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. এবং তোমাদের জন্য সৌন্দর্য (উপভোগের) হয় যখন সন্ধ্যালগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে ফিরাইয়া আন এবং প্রভাতে যখন চারণের জন্য লইয়া যাও,০	وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿٦﴾
৭. এবং উহারা তোমাদের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় এমন স্থানে যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত পৌঁছিতে পারিতে না ; নিশ্চয় তোমাদের রব্ব স্নেহশীল, পরম দয়ালু-০	وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧﴾
৮. আর তোমাদের আরোহণের ও শোভার জন্য (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন (এমন অনেক কিছু) যাহা তোমরা অবগত নহ।	وَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً ؕ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾
৯. এবং সঠিক পথ প্রদর্শন আল্লাহ্রই দায়িত্বে, কিন্তু ইহার মধ্যে বক্রপথও রহিয়াছে (যাহা	وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَ لَوْ

৪৮৯। رُوْحٌ: অর্থ এখানে অহি অথবা কুরআন। আরও দেখুন: আয়াত ৪ : ১৬৩ এবং ৪২ : ৫২।

ع ১

شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩﴾

দ্বারা যে কেহ ভ্রষ্ট হয়) ; আর যদি* তিনি ইচ্ছা করিতেন তোমাদের সকলকেই সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন।

রুকু' ০১

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. তিনিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় ও উহা হইতে উদ্ভিদ[৪৯০] (জন্মায়) যাহাতে তোমরা পশুচারণ কর।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তিনি তোমাদের জন্য উহার (বারিবর্ষণ) দ্বারা জন্মান শস্য, জলপাই, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্ববিধ ফলফলাদি ; অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ۙ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ وَ النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۙ﴿١٢﴾

১২. আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী ও দিবস- এবং সূর্য ও চন্দ্রকে ; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে ; নিশ্চয়ই ইহাতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন-০

وَ مَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন বিবিধ রং-বেরঙ এর (বহুকিছু) ; অবশ্য উহাতে নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে উপদেশ গ্রহণেচ্ছু সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ هُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্য[৪৯১] খাইতে পার ও উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা অলঙ্কাররূপে পরিধান কর, এবং দেখিতে পাও নৌযান উহার বুক চিরিয়া চলে এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার[৪৯২] ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হও।

৪৯০। شَجَرٌ এর সাধারণ অর্থ বৃক্ষ, কিন্তু ইহা দ্বারা শাক-সবজি জাতীয় উদ্ভিদকেও বুঝায়।

৪৯১। لَحْمٌ: এর অর্থ গোশত কিন্তু এই স্থলে ইহার অর্থ মৎস্য।

৪৯২। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্থাৎ রিয্‌ক্ব বা জীবন উপকরণ তালাশ করা।

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন- সুদৃঢ় পর্বতমালা যাহাতে পৃথিবী তোমাদের লইয়া দুলিতে না থাকে (দ্র. ৭৮ : ৭) এবং নদ-নদী ও পথসমূহ যাহাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার-০	وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ اَنْهٰرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. এবং (পথনির্ণায়ক) চিহ্নসমূহও ; আর নক্ষত্র দ্বারাও তাহারা পথের নির্দেশ পায়।	وَ عَلٰمٰتٍ ؕ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে সৃষ্টি করে না ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না ?	اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না ; আল্লাহ্ অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾
১৯. এবং তোমরা যাহা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তাহা জানেন।	وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. আর উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে ডাকে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তাহারাই সৃষ্ট ;০	وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. (উহারা) নিস্প্রাণ[৪৯৩] নির্জীব, আর পুনরুত্থান কখন হইবে- সে বিষয়ে উহাদের কোন চেতনা নাই।	اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর সত্য বিমুখ, সেই কারণে তাহারা অহংকারী।	اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা উহারা গোপন করে এবং যাহা উহারা প্রকাশ করে ; নিশ্চয় তিনি অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।	لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

রুকু' ০২

৪৯৩। اَمْوَاتٌ : একবচন مَوْتٌ অর্থ মৃত, যাহার জীবন থাকে উহারই মৃত্যু হয় ; ইহাদের কোন জীবনই নাই, সেজন্যে এস্থলে 'নিস্প্রাণ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

২৪. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের রব্ব কী অবতীর্ণ করিয়াছেন' ? তখন তাহারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা'-০	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ﴿۲۴﴾
২৫. ফলে ক্বিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে নিজদের পাপভার পূর্ণমাত্রায়- এবং পাপভার[৪৯৪] তাহাদেরও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে ; দেখ, কতই না নিকৃষ্ট উহারা যাহা বহন করিবে!	لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿۲۵﴾ ع ৩
২৬. উহাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করিয়াছিল, অতঃপর আল্লাহ্ উহাদের চক্রান্তের ভিত্তিমূলে[৪৯৫] আঘাত করিয়াছিলেন, ফলে (ইমারতের) ছাদ উহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদের ধারণার অতীত।	قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۶﴾
২৭. পরে ক্বিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন, 'কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করিতে' ? জ্ঞানপ্রাপ্তগণ (পুণ্যবানগণ) বলিবে, 'নিশ্চয়ই আজিকার লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফেরদের উপর'-০	ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿۲۷﴾
২৮. মালাকগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় উহারা নিজেদের প্রতি অপরাধ করিতে থাকা অবস্থায়, তখন আত্মসমর্পণ করিয়া উহারা (বলিবে), 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না' ; হাঁ! নিশ্চয়ই তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।	الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾

রুকু' ০৩

৪৯৪। পথভ্রষ্টকারীর প্ররোচনায় যাহারা বিভ্রান্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সেই পাপভার পথভ্রষ্টকারী নিজের পাপের সহিত বহন করিবে। (আরও দেখুন ৪:৮৫) এই স্থলে مِنْ (কতক) بَعْضُ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, (সার্বিক) جِنْسٌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (কুরতুবী, ই ফা)।

৪৯৫। فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ : এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্ আসিয়াছিলেন উহাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে'। ইহা একটি রূপক বাক্য, যাহার অর্থ চক্রান্তের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন।

২৯. সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর, উহাতে স্থায়ী হইবে ; আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!	فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং যাহারা মুত্তাক্বী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের রব্ব কী নাযিল করিয়াছিলেন' ? তাহারা বলিবে, 'মহাকল্যাণ' ; যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতের আবাস আরও উত্তম ; আর মুত্তাক্বীদের আবাস কতই না উৎকৃষ্ট-০	وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾ۙ
৩১. উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদের জন্য তাহাই থাকিবে ; এইভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাক্বীদের-০	جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ۙ
৩২. মালাকগণ যাহাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়[৪৯৬] মৃত্যু ঘটায়- তাহাদিগকে বলিবে 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে সেই কারণে জান্নাতে প্রবেশ কর'।	الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. উহারা (কাফেররা) কি প্রতীক্ষা করে তাহাদের প্রতি মালাক (মৃত্যুদূত) আগমনের অথবা তোমার রব্ব এর আদেশ (শাস্তি) আগমনের ; উহাদের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত ; আল্লাহ্ উহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই, কিন্তু উহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিত।	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সুতরাং উহাদের উপর আপতিত হইল উহাদেরই মন্দকর্মের শাস্তি এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল তাহাই, যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।	فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾ ع

রুকু' ০৪

৪৯৬। অর্থাৎ তাহারা শির্কের অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়া মুত্তাক্বী জীবনযাপন করা অবস্থায়।

৩৫. আর যাহারা শির্ক করে তাহারা বলে, ‘আল্লাহ্ যদি* চাহিতেন, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর ই’বাদত করিতাম না এবং তাঁহার (অনুজ্ঞা) ব্যতীত আমরা কোনকিছু নিষিদ্ধ করিতাম না’ ; উহাদের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত ; সুতরাং (আল্লাহ্র বাণী) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছান ব্যতীত রসূলদের আর কোন দায়িত্ব আছে কি ?

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَ لَآ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۵﴾

৩৬. আল্লাহ্র ই’বাদত করিবার ও ত্বাগূত (দ্র. টীকা ১৫২) বর্জন করিবার নির্দেশ দিতে আমরা তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি, অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয় ; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ- যাহারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে ?

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۶﴾

৩৭. তুমি উহাদের পথ প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ্ উহাকে হিদায়াত করিবেন না যাহাকে তিনি বিভ্রান্ত করিয়াছেন ও উহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮. এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে, ‘যে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে পুনরুত্থান করিবেন না’ ; অবশ্যই উহার (পুনরুত্থানের) বিষয়ে প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না-০

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. (তিনি পুনরুত্থিত করিবেন) যে বিষয়ে উহাদের মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে কাফেররা জানিতে পারে যে উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿۳۹﴾

৪০. বস্তুত কোন বিষয়ে আমাদের কথা এই যে, আমরা যখন কিছু ইচ্ছা করি সে ব্যাপারে বলি, 'হও' অতঃপর তাহা হইয়া যায়। (দ্র. ২:১১৭, ৩৬:৮২)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

রুকু' ০৫

৪১. আর যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করিয়াছে, আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস[৪৯৭] দিব ; এবং আখিরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ ; উহারা যদি* জানিত!

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪২. যাহারা (অত্যাচারিতগণ) ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের রব্ব এর উপর নির্ভর করে।

ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমার পূর্বে আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম পুরুষ (মানুষই), তাহাদের প্রতি অহি করিতাম, সুতরাং জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান-০

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (প্রেরণ করিয়াছিলাম) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ ; এবং তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য, যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।•

بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

•অর্ধাংশ

৪৫. যাহারা হীন ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি নির্ভয় হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ উহাদের সহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না ? অথবা উহাদের নিকট শাস্তি আসিবে না এমন স্থান হইতে যাহা উহাদের ধারণাতীত ?

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অথবা চলাফেরা অবস্থায় উহাদের ধৃত করিবেন না ? অতঃপর উহারা ইহা অক্ষম করিতে পারিবে না-০

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৯৭। এই আয়াতে উত্তম আবাস বলিতে শুধু পার্থিব সুখ-শান্তি বা ভোগের জন্যই বাসস্থান নহে বরং আত্মিক সন্তুষ্টি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বোধ বুঝানো হইয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌-সচেতনতা হইতে উদ্ভূত।

৪৭.অথবা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উহাদের ধৃত করিবেন না ? তবে তোমাদের রব্ব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।	اَوۡ يَاۡخُذَهُمۡ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۴۷﴾
৪৮. তাহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন সে সকল বস্তুর প্রতি, যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহ্র প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত হয় ?	اَوَ لَمۡ يَرَوۡا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمۡ دٰخِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. এবং আল্লাহ্র জন্য সিজদাবনত হয় যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণীকূল আছে সে সমস্ত এবং মালাকগণও, আর তাহারা অহংকার করে না।	وَ لِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ دَآبَّةٍ وَّ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَ هُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۹﴾
৫০. উহারা ভয় করে উহাদের রব্বকে- উহাদের উর্দ্ধে[৪৯৮] এবং উহারা তাহাই করে যাহা আদেশ করা হয়।	يَخَافُوۡنَ رَبَّهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ وَ يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۵۰﴾
৫১. এবং আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করিও না, তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং শুধু আমাকেই ভয় কর'।	وَ قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡۤا اِلٰهَيۡنِ اثۡنَيۡنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ﴿۵۱﴾
৫২. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁহারই প্রাপ্য ; তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে ?	وَ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لَهُ الدِّيۡنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ تَتَّقُوۡنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. আর তোমাদের নিকট যত নিয়া'মত আছে সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন ব্যাকুলভাবে তাঁহাকেই আহ্বান কর,০	وَ مَا بِكُمۡ مِّنۡ نِّعۡمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُوۡنَ ۚ ﴿۵۳﴾
৫৪. অনন্তর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদেরই একদল উহাদের রব্ব এর সহিত শরীক করে-০	ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنۡكُمۡ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡكُمۡ بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُوۡنَ ۙ ﴿۵۴﴾

রুকু' ০৬ সিজদা ৩

সিজদা ৩ ع ৬ ১৩ السجدة ৩৪

৪৯৮। আল্লাহ্ তাঁহার সকল সৃষ্টিকূল হইতে এত সমুন্নত যে তাহারা তাঁহার প্রতি ভীতি ও ভক্তির সহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং সানন্দে তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া থাকে, ইহাই হইল রব্ব-ভীতির প্রকৃত মর্ম।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. অস্বীকার করিবার জন্যে উহাদিগকে যাহা আমরা দিয়াছি তাহা ; সুতরাং ভোগ করিয়া লও ; তবে অচিরেই জানিবে।

وَ يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যে রিযক্ব দান করি উহার এক অংশ তাহারা নির্ধারণ করে উহাদের[৪৯৯] জন্য যাহাদিগকে তাহারা জানে না ; শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর, সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে।

وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. এবং উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান, তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র- এবং উহাদের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾ ۚ

৫৮. আর উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়,০

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে ; (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে ; সাবধান! উহাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট!

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾ ع ۱۳

৬০. যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট উপমা (প্রযোজ্য), আর আল্লাহ্‌র জন্যে সুমহান উপমা (প্রযোজ্য) ; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ০৭

وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

৬১. এবং আল্লাহ্ যদি* মানুষকে তাহাদের অপরাধের জন্য (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দিতেন, তবে ইহার উপরে (ভূপৃষ্ঠে) কোন প্রাণীকেই (মানুষকে) রেহাই[৫০০] দিতেন না ; কিন্তু তিনি

৪৯৯। অর্থাৎ তাহাদের বাতিল মা'বূদদের (মিথ্যা উপাস্যদের) জন্য।

৫০০। প্রতিটি কর্মফলের জন্য সময় নির্ধারিত, যাহার পূর্বে তিনি পাপিষ্ঠকেও শাস্তি দেন না। পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন, অতঃপর যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না। (দ্র. ১৮ : ৫৮, ৩৫ : ৪৫)	سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আর উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে তাহাই যাহা অপছন্দ[৫০১] করে, উহাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যেন মঙ্গল উহাদেরই জন্য ; সন্দেহ নাই যে উহাদের জন্য অগ্নি (জাহান্নাম) ও উহারাই সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হইবে।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র! আমরা তোমার পূর্বে জাতিসমূহের প্রতি (নাবী) পাঠাইয়াছি, কিন্তু শাইত্বান উহাদের (মন্দ) কার্যকলাপ উহাদের জন্য শোভন করে, সুতরাং আজ সে-ই উহাদের বন্ধু এবং উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।	تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾
৬৪. আর তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করি নাই ইহা ব্যতীত যে, যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য- এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।	وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন উহা মৃত (শুষ্ক) হওয়ার পর ; অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন সেই জাতির জন্য যাহারা (এইসব কথা) শুনে।	وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾ ع ১৪ ৮
৬৬. এবং অবশ্য গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত শিক্ষা ; উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

রুকু' ০৮

দিলে কেহই রক্ষা পাইত না।

৫০১। যথা: আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে অথচ নিজেদের জন্য উহা পছন্দ করে না।

وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক ; অবশ্য ইহাতে নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর তোমার রব্ব মৌমাছিকে অহি[৫০২] করিয়াছেন- (উহার) গৃহাদি (মৌচাক) বানাইতে পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষেরা) যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে-০

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. ‘অতঃপর প্রত্যেক ফল (ফুল) হইতে অংশবিশেষ আহার কর, পরে তোমার রব্ব এর (প্রদর্শিত) পথ বিনীতভাবে অনুসরণ কর ; উহার উদর হইতে নির্গত হয়[৫০৩] বিবিধ বর্ণের পানীয় যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য ; অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল জাতির জন্য।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾ ع ৯ ৬ ১৫

৭০. আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান ; এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও উপনীত করা হয় নিকৃষ্টতম বয়সে (বার্ধক্য-জ্বরায়) ; ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে সজ্ঞানে থাকে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

রুকু’ ০৯

وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا

৭১. এবং আল্লাহ্ জীবিকায় তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, আর যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদিগকে

৫০২। وَحْيٌ : প্রত্যাদেশ, অন্তরে ইশারা বা ইঙ্গিত। ‘প্রত্যাদেশ’ অর্থ রসূল ও নাবীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ স্থলে ‘অন্তরে ইশারা বা ইঙ্গিত’ অর্থ মৌমাছির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মতে মৌমাছি তিন প্রকারের- বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি এবং রাণী মৌমাছি। বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছির সংখ্যা সর্বাধিক এবং ইহারাই মৌচাক তৈরী, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে।

৫০৩। আলকুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা যায় যে, মৌমাছি ফল (ফুল) হইতে মিষ্টি পানীয় (Nectar) পান করে, পরে উহা উদর হইতে বিবিধ বর্ণের মধু নির্গত করে।

নিজেদের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না, যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায় ; তবে কি ইহারা আল্লাহ্‌র নিয়া'মতে অস্বীকার করে ?

مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের হইতেই তোমাদের জুড়ি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন ; এতদসত্ত্বেও কি উহারা মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহ্‌র নিয়া'মতে অস্বীকার করিবে ?

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর উহারা কি ই'বাদত করিবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের, যাহাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার অধিকার নাই! এবং উহারা (কোন কিছুই) করিতে সক্ষম নহে,০

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন, অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে আমরা নিজ হইতে উত্তম রিযক্ব দান করিয়াছি, ফলে সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ; উহারা কি একে অপরের সমান ? সর্বপ্রশংসা আল্লাহ্‌রই ; অথচ উহাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির, উহাদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার মনিবের ভারস্বরূপ ; তাহাকে

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا

যেখানেই পাঠান হউক না কেন, সে ভাল কিছুই করিয়া আসিতে পারে না ; সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সুদৃঢ় সঠিক পথে ?

يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

রুকু' ১০

ع ١٠

৭৭. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গায়েবের (জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই ; এবং ক্বিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত করেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না এবং তিনি তোমাদের দান করেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগকূলের প্রতি ? আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ঐগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না ; অবশ্য ইহাতে নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য গৃহকে বানাইয়াছেন আরামস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন তোমরা উহাকে হালকা মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে- এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

৮১. এবং আল্লাহ্ সৃষ্টবস্তু হইতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ

পরিধেয় বস্ত্রের যাহা তাপ হইতে রক্ষা করে এবং বর্মের- যাহা যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে ; এইভাবে তোমাদের প্রতি তাঁহার নিয়া'মত পূর্ণ করেন, যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।	تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছান।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾
৮৩. উহারা আল্লাহ্‌র নিয়া'মত চিনিতে পারে, তারপরও সেগুলি অস্বীকার করে এবং উহাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।	يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾ ع
৮৪. আর যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব, কাফেরদিগকে সেদিন (কৈফিয়ত দেওয়ার) অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদের কোন ও'যর[৫০৪]ও গৃহীত হইবে না।	وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন উহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।	وَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর যখন মুশরিকরা উহাদের উপাস্যগুলি[৫০৫] দেখিবে তখন বলিবে 'হে আমাদের রব্ব! ইহারাই আমাদের উপাস্য[৫০৬] যাহাদিগকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকিতাম, অনন্তর উহারা (উপাস্যরা) এইকথা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।•	وَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ ج
৮৭. সেই দিন তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু	وَ اَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾

রুকু' ১১

• তিন চতুর্থাংশ

৫০৪। অর্থাৎ তাহাদের সংশোধনের সুযোগ দিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করিতে দেওয়া হইবে না। দ্র. আয়াত ৩০ : ৫৭, ৪৫ : ৩৫।

৫০৫। অর্থাৎ যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছিল।

৫০৬। অর্থাৎ যাহাদিগকে আমরা তোমার (আল্লাহ্‌র) শরীক করিয়াছিলাম।

মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. যাহারা (সত্য) অস্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, তাহাদিগের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব এই কারণে যে তাহারা ফাসাদ করিত।

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۸۹﴾ ع ۱۳/۱۸

৮৯. আর সেই দিন আমরা উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে[৫০৭] আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদের বিষয়ে ; এবং আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন যাহা প্রতিটি বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও পথনির্দেশ এবং দয়া ও সুসংবাদ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।

রুকু' ১২

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের আদেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও অবাধ্যতা, তোমাদিগকে তিনি উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভঙ্গ করিও না অথচ আল্লাহ্‌কে তোমাদের জিম্মাদার করিয়াছ ; নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا

৯২. এবং তোমরা সেই নারীর মত[৫০৮] হইও না, যে তাহার সূতা মযবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দেয় ; তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার

৫০৭। এ স্থলে তোমাকে অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.) কে।

৫০৮। যে উন্মাদিনী সারাদিন সূতা কাটিয়া দিনশেষে সূতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলে, যে শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করে উহার উপমা সেই উন্মাদিনীর মতই।

يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও ; বস্তুত আল্লাহ্ ইহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন ; ক্বিয়ামতের দিন তিনি নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে।

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর আল্লাহ্ যদি* চাহিতেন তোমাদিগকে অবশ্যই এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন ; তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্য অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করিও না, করিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা মন্দকর্মের (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিবে, আর (আখিরাতে ও) তোমাদের জন্য রহিবে মহাশাস্তি।

وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না ; নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে শুধু উহাই তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানিতে!

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা নিঃশেষ হইবে এবং আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী ; আর যাহারা ধৈর্যধারণ করে অবশ্যই তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিত তাহা অপেক্ষা অতীব উত্তম পুরস্কার দান করিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করিবে এবং মু'মিন হইবে তাহাকে আমরা নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব, এবং তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিত, তাহা অপেক্ষা অবশ্যই অতীব উত্তম পুরস্কার দান করিব।

৯৮. সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শাইত্বান হইতে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে।	فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾
৯৯. নিশ্চয় উহার (শাইত্বানের) কোন আধিপত্য নাই তাহাদের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের রব্ব এরই উপর নির্ভর করে।	اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. বস্তুত উহার আধিপত্য শুধু তাহাদেরই উপর যাহারা উহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) সহিত শরীক করে।	اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾ ع ١٣ ١٩
১০১. এবং আমরা যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি- এবং আল্লাহ্‌ সবিশেষ জ্ঞাত (দ্র. ২:১০৬) যাহা তিনি নাযিল করেন তখন তাহারা (কাফেররা) বলে, 'তুমি[৫০৯] তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী' ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।	وَ اِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. বল, 'তোমার রব্ব এর নিকট হইতে রুহুল-কুদুস (জিবরীল) সত্যসহ উহা (কুরআন) ক্রমান্বয়ে নাযিল করিয়াছে- মু'মিনদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য'।	قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে, তাহারা বলে, 'বস্তুত তাহাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ'[৫১০] ; উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরবি নহে ; কিন্তু ইহার (কুরআনের) ভাষা স্পষ্ট আরবি।	وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٣﴾
১০৪. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিশ্বাস	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ

রুকু' ১৩

৫০৯। এখানে 'তুমি' দ্বারা মুহাম্মাদ (স.) কে বুঝাইতেছে।

৫১০। মক্কার এক নাসারা দাসের সহিত রসূলুল্লাহ (স.) এর মাঝে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইত। ইহাতেই কাফেররা বলাবলি করিতে শুরু করে, তাঁহাকে এই দাস কুরআন শিক্ষা দেয়। এই আয়াতে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (দ্র. ২৫:৪)।

করে না- তাহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।	اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾
১০৫. বস্তুত তাহারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, এবং উহারাই মিথ্যাবাদী।	اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. ঈমান আনিবার পর (কুফুরির জন্য) যাহাকে জবরদস্তি করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচল থাকে সে ব্যতীত, যে কেহ ঈমান আনিবার পর আল্লাহ্কে প্রত্যাখ্যান করে এবং হৃদয় কুফুরির জন্য উন্মুক্ত রাখে তাহাদের উপর বর্তাইবে আল্লাহ্র ক্রোধ, আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি।	مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾
১০৭. উহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়– এবং এইজন্য যে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ্ যাহাদের অন্তর, শ্রবণ ও দৃষ্টির উপর সিলমোহর করিয়া দিয়াছেন, এবং উহারাই গাফেল।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ ۚ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. (কোন) সন্দেহ নাই যে, উহারা আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।	لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. অতঃপর তোমার রব্ব তাহাদেরই জন্য, যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে পরে জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে ও ধৈর্যশীল হয় ; নিশ্চয় তোমার রব্ব এই সবের পর তাহাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾ ع
১১১. সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতর্ক করিবে, কিন্তু প্রত্যেককে তাহার কর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।	يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

রুকু' ১৪

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. এবং আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন এক জনপদের যাহা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবিকা আসিত ; অতঃপর উহা (জনপদ) আল্লাহ্র নিয়া'মত সমূহে অকৃতজ্ঞ হইল, ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির দ্বারা[৫১১] তাহারা যাহা (মন্দ আচরণ) করিত তজ্জন্য।

وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল এক রসূল তাহাদেরই মধ্য হইতে, কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস[৫১২] করিল এবং তাহারা ছিল অপরাধী।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে হালাল ও উত্তম যে রিয্ক্ব দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র নিয়া'মতের জন্য কৃতজ্ঞ (আদেশ মান্যকারী) হও, যদি তোমরা একমাত্র তাঁহারই ই'বাদত কর।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নামে জবেহ করা হয়, কিন্তু কেহ বিদ্রোহী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে, আল্লাহ্ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا

১১৬. আর তোমাদের মুখ হইতে (সাধারণত) যেসব মিথ্যা বাহির হইয়া আসে, তেমনি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম' ; নিশ্চয়ই যাহারা

৫১১। لِبَاسَ الْجُوْعِ : অর্থ ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক। ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ ক্ষুধা ও ভীতি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

৫১২। اَخَذَهُمُ الْعَذَابُ : শাব্দিক অর্থ উহাদিগকে শাস্তি ধরিয়া ফেলিল। ইহা একটি বাগধারা, যাহার অর্থ শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে, তাহারা সফলকাম হইবে না ;০	يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. (উহাদের) সুখ-সম্ভোগ সামান্যই, এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।	مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং ইয়াহূদীদের জন্য আমরা তো কেবল তাহাই হারাম করিয়াছিলাম যাহা তোমার নিকট পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (দ্র. ৬:১৪৬), এবং উহাদের উপর কোন অবিচার করি নাই কিন্তু উহারাই অত্যাচার করিত নিজেদের প্রতি।	وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. অতঃপর নিশ্চয়ই তোমার রব্ব তাহাদের জন্য, যাহারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, উহার পরেই তাওবা করে ও সংশোধন করে- অবশ্যই তোমার রব্ব ইহার পরও নিশ্চিত ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।	ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾ ع ১৫ ২১
রুকু' ১৫	
১২০. নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল এক উম্মত[৫১৩] আল্লাহ্র একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ ; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না-০	اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۭ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. (সে ছিল) কৃতজ্ঞ তাঁহার (আল্লাহ্র) অনুগ্রহসমূহের জন্য ; তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন ও তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সঠিক-সুদৃঢ় পথে।	شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۭ اِجْتَبٰىهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾
১২২. এবং আমরা তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মঙ্গল ; এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকমশীলদের অন্তর্ভুক্ত।	وَ اٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এখন আমরা তোমার প্রতি অহি করিলাম 'তুমি ইবরাহীমের আদর্শ একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ কর' ; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।	ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

৫১৩। اُمَّةٌ: সম্প্রদায়। এ স্থলে ইহার অর্থ 'কানা উম্মাতান ওয়াহিদাতান' অর্থাৎ তিনি একাই এক জাতি ছিলেন অর্থাৎ এক জাতির প্রতীক ছিলেন। ।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. শনিবার পালন[৫১৪] তো কেবল তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত; যে বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত তোমার রব্ব তো অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদের বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তুমি মানুষকে তোমার রব্ব এর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা (দ্র. টীকা ৭৪) ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত বিতর্ক করিবে উত্তম পন্থায়; নিশ্চয় তোমার রব্ব সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন তাহার সম্বন্ধে, কে তাঁহার পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হয় এবং তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত কাহারা সৎপথে আছে।

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হইয়াছে; আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর- ধৈর্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম।

وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং ধৈর্যধারণ কর আর তোমার ধৈর্যধারণ তো আল্লাহ্‌রই (সাহায্যে); উহাদের জন্য দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾ ع

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদেরই সহিত আছেন যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা (উত্তমরূপে) সৎকর্মপরায়ণ।

রুকু' ১৬ মানযিল ৩

ع ٢٦ ٢ المنزل ٣

৫১৪। ইবরাহীম (আ.) এর শরীয়তে শনিবার পালনের হুকুম ছিল না। বানী ইসরাঈল মূসা (আ.) এর নির্দেশের বিরোধিতা করিবার জন্য তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও তাহারা সীমালংঘন করে। (দ্র. ৭:১৬৩)।

পারা ১৫

১৭- সূরা বানী ইসরাঈল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১	এই সূরার আর একটি নাম 'ইসরা' (রাত্রিভ্রমণ)। রসূল (স.) এর মি'রাজ সংক্রান্ত সফরের বিবরণ।
০০২-০০৮	বানী ইসরাঈলীদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস।
০০৯-০১৭	কুরআন সঠিক পথের দিশারী। মানুষের আ'মল রেকর্ড করা হয়। কেহ অন্যের পাপের বোঝা বহিবে না। কোন জাতিকে ধ্বংসের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মূলনীতি।
০১৮-০২১	দুনিয়া-প্রার্থীর পরিণতি। আখিরাত প্রার্থীকে প্রচেষ্টা করিতে হইবে- মু'মিন অবস্থায়।
০২২-০৩৮	শির্‌ক পরিহার। পিতামাতার প্রতি বিশেষ সদাচার। ইসলামি সমাজের কতিপয় আদর্শিক ভিত্তি।
০৩৯-০৪৮	শির্‌কের অসারতা ও তাওহীদের যুক্তি।
০৪৯-০৫২	আখিরাত ও পুনরুত্থানের যুক্তি।
০৫৩-০৬০	মানুষের প্রতি কতিপয় বিশেষ উপদেশ।
০৬১-০৭০	মানুষের প্রতি ইবলীসের শত্রুতা। শাইত্বান যাহাদের বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। বানী আদমের মর্যাদা।
০৭১-০৭৭	ক্বিয়ামতের দিন প্রতিটি মানবগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতার নেতৃত্বে হাজির করা হইবে। দুনিয়ায় যাহারা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ আখিরাতে তাহারা অন্ধ হইয়া উঠিবে।
০৭৮-০৭৯	সলাতের সময়ের বর্ণনা। রসূল (স.) এর জন্য মাক্বামে মাহমুদের ঘোষনা।
০৮০-০৮৪	রসূল (স.) কর্তৃক বিজয়ের প্রার্থনা। সত্যের জয় ও বাতিলের বিলীন। কুরআন মু'মিনের (ব্যাধি) নিরাময়ক ও অনুকম্পা।
০৮৫-১০০	রূহ কি ? মানুষ ও জিন্ন একত্রেও কুরআনের অনুরূপ তৈরী করিতে সমর্থ নহে। ইহাতে সর্বপ্রকার উপমা দেওয়া হইয়াছে। রসূল (স.) এর নিকট কাফেরদের উদ্ভট দাবি। রিসালাত ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি।
১০১-১০৪	মূসা (আ.) কে নয়টি মুজিযা দেওয়া হইয়াছিল। ফিরআ'উনের ধ্বংস ও বানী ইসরাঈলের নিরাপত্তা।
১০৫-১১১	কুরআন মহাসত্য কিতাব। কুরআন অল্প অল্প করিয়া নাযিল করিবার উদ্দেশ্য। সত্য সন্ধানীরা কুরআন অধ্যয়ন করিলে ঈমান আনে। আল্লাহ্‌ এক এবং তিনি সন্তান ও শরীক হইতে মুক্ত।

১৭- সূরা বানী ইসরাঈল

মাক্কী ; আয়াত ১১১, রুকূ' ১২

١٧ سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١١ ركوعاتها ١٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

মানযিল ৪

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন[৫১৫] মাসজিদুল

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ

৫১৫। এই আয়াতে রসূল (স.) এর মি'রাজ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ। (দ্র. ১৭:৬০, ২৩:৯৩-৯৫, ৫৩:১৩-১৮)।

হারাম (দ্র. ২:১৪৪) হইতে মাসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত[৫১৬] যাহার পরিবেশ আমরা বরকতময় করিয়াছিলাম, তাহাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাইবার জন্য ; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١
২. আর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক, (আদেশ দিয়াছিলাম) 'তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মসম্পাদক রূপে গ্রহণ করিও না' ;০	وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا ۝٢
৩. '(উহারা তাহাদেরই) বংশধর! যাহাদিগকে নূহের সহিত (নৌকায়) আরোহণ করাই ; নিশ্চিতই সে ছিল কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দা'।	ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣
৪. এবং বানী ইসরাঈলকে কিতাবে (তাওরাতে) ফায়সালা দিয়াছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) করিবে[৫১৭] এবং তোমরা অবশ্যই চরম অহংকারে উদ্ধত হইবে'।	وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤
৫. অতঃপর এই দুইয়ের প্রথম প্রতিশ্রুতি যখন সমাগত হইল, তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলাম আমাদের দাসদিগকে- যুদ্ধে দূর্দান্ত শক্তিশালী, উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল ; আর (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।	فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥
৬. অতঃপর আমরা তোমাদিগকে পুনরায় উহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করিলাম।	ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

৫১৬। জেরুযালেমে অবস্থিত মাসজিদ, যাহা বায়তুল মুকাদ্দিস (আল-কুদ্‌স) নামেও অভিহিত।

৫১৭। এই আয়াতে আল্লাহ্ প্রথমে তৃতীয় ও পরে উত্তম পুরুষ নিজের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। আরবি অলংকার শাস্ত্র অনুসারে পরস্পর সংলগ্ন দুইটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত। (দ্র. ৫:১২)।

৭. তোমরা সৎকর্ম করিলে নিজেদেরই কল্যাণ করিবে এবং দুষ্কর্ম করিলে তাহাও নিজেদের অমঙ্গলে ; অতঃপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতি[৫১৮] আসিল- (দাসদিগকে পাঠাইলাম) তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিতে ও মাসজিদে ঢুকিতে যেভাবে প্রথমবারে উহাতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।	اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۖ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ﴿۷﴾
৮. সম্ভবত তোমাদের রব্ব তোমাদের দয়া করিবেন[৫১৯], কিন্তু তোমরা যদি (পূর্ব-আচরণের) পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করিব ; আর জাহান্নামকে বানাইয়াছি অমান্যকারীদের জন্য কারাগার।	عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿۸﴾ وقف لازم
৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যাহা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার-০	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿۹﴾
১০. এই যে, যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি। রুকু' ০১	وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۰﴾ ع ١٠
১১. আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে ; যেইভাবে কল্যাণ কামনা করে ; এবং মানুষ তো অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।	وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۱﴾
১২. এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন, তবে রাত্রির নিদর্শনকে নিষ্প্রভ	وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا

৫১৮। বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তাওরাতে বর্ণিত ছিল যে, তাহারা দুইবার সীমালংঘন করিবে এবং তজ্জন্য সমুচিত শাস্তিও পাইবে। প্রথমবার ৫৮৬ খ্রি. পূ. সালে ব্যাবিলনের অধিপতি বুখত নাস্‌র এবং দ্বিতীয়বার ৭০ খৃস্টাব্দে রোমক সম্রাট তীতাউস তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে ও তাহাদের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে। প্রথমবার ধ্বংসের পর তাওবা করিলে তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৫১৯। যদি তাঁহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে (দ্র. ২:৮৯ ও ৩:৬৪)। অন্যথায় আবারও আযাব আসিবে।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদের রব্ব এর অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও যাহাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার ; এবং আমরা প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾

১৩. আর প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম[৫২০] আমরা তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি ; এবং ক্বিয়ামত দিবসে তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব (আ'মলনামা) যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ ؕ

১৪. 'পড় তোমার কিতাব (আ'মলনামা) ; আজ (ক্বিয়ামত) তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' ;০

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

১৫. যে কেহ সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য সৎপথে চলে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে তবে সে তো পথভ্রষ্ট হয় নিজেরই (ধ্বংসের) জন্য ; এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না ; আর আমরা রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাহাকেও (চরম) শাস্তি দেই না।

وَ اِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾

১৬. এবং যখন আমরা কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালীদিগকে (সৎকর্ম করিতে) আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেথায় দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়, ফলে উহার (জনপদের) প্রতি কথা (দণ্ডাজ্ঞা) যৌক্তিক হইয়া যায় এবং আমরা উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭. আর নূহের পর আমরা কত জনপদ ধ্বংস করিয়াছি! এবং তোমার রব্বই স্বীয় দাসদের পাপাচরণের পরিপূর্ণ খবরদারী (এবং) পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا

১৮. কেহ নগদকে (দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ) কামনা

৫২০। طٰٓئِرٌ: এর অর্থ এই স্থলে কৃতকর্ম বা আ'মলনামা। (ই ফা)।

مَا نَشَآءُ لِمَنۡ نُّرِيۡدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلٰىهَا مَذۡمُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا ﴿۱۸﴾

করে আমরা যাহাকে যতটুকু ইচ্ছা এইখানেই ত্বরায় দিয়া থাকি, পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, উহাতে সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়। (দ্র. ৪ : ১৩৪)।

وَ مَنۡ اَرَادَ الۡاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعۡيَهَا وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُمۡ مَّشۡكُوۡرًا ﴿۱۹﴾

১৯. আর যাহারা আখিরাত কামনা করে ও উহার জন্য চেষ্টার মত চেষ্টা করে এবং সে মু'মিন থাকে তবেই তাহাদের প্রচেষ্টা হইবে পুরস্কারযোগ্য।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَ هٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُوۡرًا ﴿۲۰﴾

২০. তোমার রব্ব এর বদান্যতা হইতে, ইহাদের[৫২১] ও উহাদের উভয়কেই আমরা সাহায্য করি ; এবং তোমার রব্ব এর বদান্যতা বন্ধ করা হয় না।

اُنۡظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ؕ وَ لَلۡاٰخِرَةُ اَكۡبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكۡبَرُ تَفۡضِيۡلًا ﴿۲۱﴾

২১. লক্ষ্য কর, আমরা কীভাবে উহাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি ; আর আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

لَا تَجۡعَلۡ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُوۡمًا مَّخۡذُوۡلًا ﴿۲۲﴾

২২. আল্লাহ্‌র সহিত অপর কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করিও না, করিলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবে।

রুকু' ০২

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنۡهَرۡهُمَا وَ قُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا ﴿۲۳﴾

২৩. এবং তোমার রব্ব ফায়সালা দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ই'বাদত না করিতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ; তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে 'উহ্'[৫২২] বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, তাহাদের সহিত কথা বলিও সম্মানের সহিত।

وَ اخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَ قُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىۡ صَغِيۡرًا ؕ ﴿۲۴﴾

২৪. আর মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও (দ্র. টীকা ৪৮৫) এবং বলিও, 'হে আমার রব্ব! তাহাদের প্রতি দয়া কর

৫২১। 'ইহাদের' দ্বারা পরলোক কামনাকারীদিগকে এবং 'উহাদের' দ্বারা পার্থিব সুখ ও সম্ভোগ কামনাকারীদিগকে বুঝাইতেছে।

৫২২। 'উহ্' শব্দের মাধ্যমে বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিও না।

যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন' ;০

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿۲۵﴾

২৫. তোমাদের রব্ব তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা সবিশেষ জ্ঞাত ; যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তবেই তো তিনি (আল্লাহ্) অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।

وَ اٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾

২৬. আর আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পথ-সন্তানকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾

২৭. নিশ্চিতভাবে অপব্যয়কারীরা শাইত্বানের ভাই ; এবং শাইত্বান তাহার রব্ব এর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿۲۸﴾

২৮. আর যদি উহাদের হইতে তোমার মুখ ফিরাইতেই হয়- তোমার রব্ব এর নিকট অনুগ্রহের প্রত্যাশায়[৫২৩], তাহা হইলে উহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿۲۹﴾

২৯. এবং তোমার হস্ত (দানকার্যে) তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۳۰﴾ ع ৩ ৪ ৩

৩০. নিশ্চয়ই তোমার রব্ব যাহার জন্য ইচ্ছা-তাহার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন ও সীমিত করেন ; তিনি তো তাঁহার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

রুকু' ০৩

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿۳۱﴾

৩১. এবং তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না ; উহাদিগকে আমরাই রিয্ক্ব দেই ও তোমাদিগকেও ; নিশ্চয়ই উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

৫২৩। যাচঞাকারীকে সেই মুহূর্তে দেওয়ার মত তোমার নিকট কিছু না থাকিলে তুমি তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

৩২. আর যিনার নিকটবর্তী হইও না, নিশ্চয় ইহা অশ্লীল ; এবং নিকৃষ্ট আচরণ।	وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾
৩৩. আর আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করিও না যথার্থতা (আইন সম্মত) ব্যতিরেকে ; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধীকারীকে তো আমরা উহা প্রতিকারের[৫২৪] অধিকার দিয়াছি, সুতরাং হত্যাতে (প্রতিকারে) সে যেন বাড়াবাড়ি না করে ; সে তো (ক্বিসাস দ্বারা) সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই।	وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿۳۳﴾
৩৪. আর ইয়াতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না উত্তম পন্থা[৫২৫] ব্যতীত, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত[৫২৬] হয়, এবং (এ বিষয়ে) প্রতিশ্রুতি পালন করিও, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।	وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾
৩৫. এবং মাপিয়া দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করিবে ক্রটিহীন পাল্লায় ; ইহাই উত্তম আর (তাহার জন্য) পরিণামে উৎকৃষ্ট।	وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۳۵﴾
৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পিছনে লাগিও না ; নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ- ইহাদের প্রতিটির (ব্যবহার) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে।	وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾
৩৭. এবং যমিনে দম্ভভরে বিচরণ করিও না, তুমি তো কখনই ভূপৃষ্ঠ (পদভরে) বিদীর্ণ করিতে	وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ

৫২৪। আইনগত প্রতিকার গ্রহণের অধিকার যথা– ক্বিসাস গ্রহণ (দ্র. ২:১৭৮)। এই অধিকার দ্বারা আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন।

৫২৫। অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ইয়াতীমের স্বার্থ সংরক্ষণের উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন। (আরও দেখুন ২:১৭৮, ৬:১৫২)।

৫২৬। اَشُدَّ: পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ ও বুঝমান হওয়া। বলা যায় ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সে, যখন নিজ সম্পত্তির পূর্ণ দেখভাল করিতে সক্ষম।

পারিবে না, আর উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতসম পৌঁছাইতে পারিবে না।	الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾
৩৮. এই সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ উহার প্রতিটিই তোমার রব্ব এর নিকট ঘৃণ্য।	كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾
৩৯. এইগুলি সেইসব প্রজ্ঞার (হিকমাহ্) অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার রব্ব তোমার প্রতি অহি করিয়াছেন ; এবং আল্লাহ্‌র সহিত অপর ইলাহ্ স্থির (শরিক) করিও না, করিলে তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।	ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾
৪০. তবে কি তোমাদের রব্ব তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্বাচিত করিয়াছেন আর তিনি নিজে মালাকদের হইতে কন্যারূপে লইয়াছেন ? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক (জঘন্য) কথা বলিয়া থাক!	اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ ع
৪১. আর অবশ্যই আমরা এই কুরআনে (বহু বিষয়) বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ; কিন্তু উহাদের বিমুখতা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি পায় না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾
৪২. বল, 'যদি* তাঁহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত যেরূপ উহারা বলে, তবে তাহারা আ'র্‌শ–অধিপতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার) উপায় অন্বেষণ করিত'।	قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾
৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।	سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾
৪৪. সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁহারই তাসবিহ (পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা) করে ; এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস তাসবিহ করে না ; কিন্তু উহাদের তাসবিহ তোমরা অনুধাবন করিতে পার না ; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

রুকু' ০৪ ৪৬

৪৫. আর তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে আমরা এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টানিয়া দেই।	وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۵﴾
৪৬. এবং আমরা উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদের কর্ণে বধিরতা দিয়াছি ; এবং যখন তুমি তোমার রব্ব এর এককত্ব বিষয়ে কুরআনে আলোচনা কর, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।	وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾
৪৭. যখন উহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া শুনে, তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমরা ভালমত জানি, এবং (ইহাও জানি) গোপন পরামর্শে যখন যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ কর'।	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۴۷﴾
৪৮. দেখ, উহারা তোমার জন্য কী সব উপমা বর্ণনা করে! আসলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সে কারণে উহারা পথ পাইতে সমর্থ হয় না।•	اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۴۸﴾
৪৯. আর উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবই' ?	وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۴۹﴾
৫০. বল, 'তোমরা পাথর অথবা লৌহ হইয়া গেলেও'-০	قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۙ﴿۵۰﴾
৫১. 'অথবা এমন সৃষ্টি যাহা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন', উহারা বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে' ? বল, 'তিনিই যিনি প্রথমবার তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন', অতঃপর তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে এবং বলিবে, 'উহা কখন' ? বল, 'হইবে সম্ভবত শীঘ্রই'।	اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿۵۱﴾

• এক চতুর্থাংশ

রুকু' ০৫

৫২. 'যেদিন তিনি তোমাদিগকে ডাকিবেন, এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে, তোমরা অল্প কালই অবস্থান করিয়াছিলে'[৫২৭]।

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম[৫২৮] তাহা বলিতে বল ; নিশ্চয়ই শাইত্বান উহাদের মধ্যে (বিভেদ সৃষ্টির) উস্কানি দেয় ; শাইত্বান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমাদের রব্ব তোমাদিগকে ভালমত জানেন ; ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন বা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন ; তোমাকে আমরা উহাদের কার্যনির্বাহক (উকিল) করিয়া পাঠাই নাই।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾

৫৫. এবং যাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার রব্ব ভালভাবে জানেন ; আমরা তো নাবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি আর দাঊদকে যাবূর (দ্র. ৩ : ১৮৪) দিয়াছি।

وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি যাহাদিগকে (ইলাহ্) মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর, করিলে দেখিবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করা অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদের নাই'।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾

৫৭. উহারা যাহাদিগকে[৫২৯] আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের রব্ব এর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাহাদের মধ্যে কে কত

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ

৫২৭। এ আয়াতের দুইভাবে মর্ম হইতে পারে। ক. পূর্ব আয়াতে বর্ণিত অপরাধীদের আখিরাতের অনন্তকাল ও দুনিয়ার স্বল্পকাল সম্পর্কে বোধ হওয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, খ. পুণ্যবান লোকদের দুনিয়ার স্বল্প-স্থায়িত্বের কথা স্মরণে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা।

৫২৮। মানুষের এমন কি দ্বীনের শত্রুর সহিত হইলেও সর্বোত্তম পন্থায় আহ্বান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (দ্র. ১৬ : ১২৫ ও ২৯ : ৪৬)।

৫২৯। অর্থাৎ ঈ'সা (আ.), মালাক (ফিরিশতা), জিন্ন ইত্যাদি।

يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

নিকটতর হইতে পারে ও তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে ; নিশ্চয়ই তোমার রব্ব এর শাস্তি ভয়াবহ।

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমরা ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর শাস্তি দিব না ; ইহা তো কিতাবে (লাওহি মাহফুযে) লিপিবদ্ধ আছে।

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾

৫৯. এবং পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাদের নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে ; আর শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী[৫৩০] দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল ; এবং আমরা ভীতি প্রদর্শন ব্যতিরেকে নিদর্শন প্রেরণ করি না।

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾ ع ٦

৬০. এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমার রব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন ; আমরা যে (চাক্ষুস) দৃশ্য[৫৩১] তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা ও কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও[৫৩২] কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য ; আর আমরা উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি- কিন্তু ইহা উহাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

রুকু' ০৬

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ ج

৬১. আর যখন মালাকদের উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'আদমের জন্য সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল ; সে বলিল, 'আমি কি সিজদা করিব যাহাকে কর্দম হইতে

৫৩০। (দ্র. ১১ : ৬৪-৬৬ এবং ৯১ : ১১-১৫)।

৫৩১। الرُّءْيَا : শব্দের অর্থ দৃশ্য, স্বপ্নবৎ দৃশ্য, দর্শন, (চাক্ষুস) দর্শন, নজর ইত্যাদি। এক্ষেত্রে مِعْرَاجٌ এর রাত্রিতে রসূলুল্লাহ (স.) কে যে দৃশ্য চাক্ষুষভাবে দেখান হইয়াছিল তাহা বুঝাইতেছে। (আরও দেখুন ২৩: ৯৩-৯৫)।

৫৩২। ইহা 'যাক্কুম' বৃক্ষ (দ্র. ৪৪ : ৪৩-৪৪) যাহা জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হইবে। জাহান্নামের এই বৃক্ষ ও মি'রাজ উভয়ই আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও আল্লাহ্ ইহা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। মু'মিন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে আর পাপীরা অস্বীকার করে।

সৃষ্টি করিয়াছেন' ? (দ্র. টীকা ২৮)।

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾

৬২. সে বলিল, 'আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমার উপর ইহাকে মর্যাদা দান করিলেন, ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরকে অবশ্যই বশীভূত করিয়া ফেলিব'।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আল্লাহ্ বলিলেন, 'যাও, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তবে নিশ্চয় জাহান্নাম তোমাদের সকলের বিনিময়, পূর্ণ শাস্তি।

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَ عِدْهُمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾

৬৪. আর উহাদের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলন কর তোমার আহ্বান দ্বারা, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী[৫৩৩] দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও[৫৩৪] ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও ; আর শাইত্বান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾

৬৫. নিশ্চয়ই 'আমার আনুগত্যকারীদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই' ; আর কর্মসম্পাদক হিসাবে তোমার রব্বই যথেষ্ট।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদের রব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ; তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ

৬৭. আর সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে

৫৩৩। যাহারা আল্লাহ্র অবাধ্য তাহারা শাইত্বানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী।

৫৩৪। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট প্রত্যাশা করিবার দ্বারা শাইত্বানকে উহাতে শরীক করা হয়।

তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়, অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনয়ন করেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও ; আর মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।	اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদের সহ কোন অঞ্চল ধসাইয়া দিবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না[৫৩৫] ? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মসম্পাদক পাইবে না-০	اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾
৬৯. অথবা তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার উহাতে (সমুদ্রে) লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না ও তোমাদের কুফুরি করিবার জন্য নিমজ্জিত করিবেন না ? তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ইহাতে কোন সাহায্যকারী[৫৩৬] পাইবে না।	اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾
৭০. আর আমরা তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিয্ক্ব দান করিয়াছি এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি অনেকের উপর যাহাদিগকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি।	وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾ ع
৭১. (স্মরণ কর) সেই দিন যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদের নেতা সহ[৫৩৭] ডাকিব, অতঃপর যাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তে তাহাদের আ'মলনামা দেওয়া হইবে, তখন তাহারা তাহাদের আ'মলনামা পাঠ করিবে আর তাহাদিগকে তিল পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।	يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾

রুকু' ০৭

৫৩৫। প্রশ্নবোধক أ এ স্থলে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
৫৩৬। تَبِيْعًا : এর এক অর্থ نَاصِرٌ - সাহায্যকারী।
৫৩৭। ভিন্নমতে উহাদের আ'মলনামা সহ।

৭২. এবং যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ (কুরআন সম্বন্ধে) তবে সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।	وَ مَنْ كَانَ فِیْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِیْلًا ﴿۷۲﴾
৭৩. আর তোমার প্রতি যাহা অহি করিয়াছি উহার বিষয়ে তাহারা তোমাকে ফিত্‌নায় প্রায় ফেলিয়া দিয়াছিল যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে তুমি উহার[৫৩৮] বিপরীতে মিথ্যারচনা কর, তখন অবশ্য তাহারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।	وَ اِنْ كَادُوْا لَیَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهٗ ۖ وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِیْلًا ﴿۷۳﴾
৭৪. এবং যদি না আমরা তোমাকে অবিচলিত রাখিতাম তুমি উহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে-০	وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَیْهِمْ شَیْـًٔا قَلِیْلًا ﴿۷۴﴾
৭৫. তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি[৫৩৯] আস্বাদন করাইতাম, তখন আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।	اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَیٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا ﴿۷۵﴾
৭৬. আর উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য, তাহা হইলে উহারাও তোমার পর সেখানে অল্পকাল টিকিয়া থাকিত।	وَ اِنْ كَادُوْا لَیَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِیُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ اِذًا لَّا یَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۷۶﴾
৭৭. আমাদের রসূলগণের মধ্যে যাহাদিগকে তোমার পূর্বে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের ক্ষেত্রেও ছিল এইরূপ নিয়ম (সুন্নত) এবং তুমি আমাদের নিয়মের (সুন্নতের) কোন পরিবর্তন পাইবে না।	سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیْلًا ﴿۷۷﴾ ع ۸
৭৮. সূর্য হেলিয়া পড়িবার[৫৪০] পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সলাত (সমূহ) ক্বায়েম করিবে	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ

রুকু' ০৮

৫৩৮। ۂ : এর দ্বারা 'যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি' বুঝাইতেছে।

৫৩৯। حَیَاۃٌ এবং مَمَاتٌ বলিতে 'আযাবে হায়াত, 'আযাবে মামাত' বুঝায় অর্থাৎ ইহজীবন ও পরজীবনের শাস্তি।

৫৪০। لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّیْلِ : বাক্যাংশতে যোহর হইতে ই'শার সলাতসমূহের বর্ণনা রহিয়াছে। قُرْاٰنَ الْفَجْرِ : বলিতে ফজরের সলাত (এ কুরআন তিলাওয়াত) বুঝায়। (দ্র. ৫০ : ৩৯-৪০)।

এবং ফজরে কুরআন (সলাত) ; নিশ্চয় ফজরে কুরআন পাঠ (মালাকগণ কর্তৃক) প্রত্যক্ষ করা হয়।	الَّيۡلِ وَ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا ﴿۷۸﴾
৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[৫৪১] সলাত আদায়, (ইহা) তোমার জন্য অতিরিক্ত, আশা করা যায় তোমার রব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।	وَ مِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾
৮০. আর বল, ‘হে আমার রব্ব! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি’।	وَ قُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِىۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّ اَخۡرِجۡنِىۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ وَّ اجۡعَلۡ لِّىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ سُلۡطٰنًا نَّصِيۡرًا ﴿۸۰﴾
৮১. এবং বল, ‘সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে’ ; নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হইবারই।	وَ قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ زَهَقَ الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا ﴿۸۱﴾
৮২. আর আমরা পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করি কুরআন- যাহা মু’মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত- কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া (অন্য কিছু) বৃদ্ধি করে না।	وَ نُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ وَ لَا يَزِيۡدُ الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾
৮৩. এবং আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং (অহঙ্কারে) দূরে সরিয়া যায়[৫৪২], আর তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।	وَ اِذَاۤ اَنۡعَمۡنَا عَلَى الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوۡسًا ﴿۸۳﴾
৮৪. বল, ‘প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে ; এবং তোমার রব্ব সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল’।	قُلۡ كُلٌّ يَّعۡمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ اَهۡدٰى سَبِيۡلًا ﴿۸۴﴾ ع ৯
৮৫. আর তোমাকে উহারা রূহ (দ্র. টীকা ২৪৯) সম্পর্কে প্রশ্ন করে ; বল, ‘রূহ আমার রব্ব এর	وَ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الرُّوۡحِ ؕ قُلِ الرُّوۡحُ مِنۡ اَمۡرِ

রুকু’ ০৯

৫৪১। রাত্রির শেষার্ধে ঘুম হইতে উঠিয়া যে সলাত ক্বায়েম করা হয় তাহাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়।

৫৪২। نَاٰ بِجَانِبِهٖ: এর শাব্দিক অর্থ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়াছে। এই স্থলে ইহা একটি আরবি বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ ‘অহংকারে দূরে সরিয়া পড়া’।

رَبِّیْ وَ مَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۸۵﴾	আদেশঘটিত (বিষয়)[৫৪৩] এবং তোমাদিগকে (এই বিষয়ে) জ্ঞানের অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে'।
وَ لَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ﴿۸۶﴾	৮৬. ইচ্ছা করিলে আমরা তোমার প্রতি যাহা অহি করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই বিষয়ে তুমি আমাদের বিপক্ষে তোমার জন্য কোন কর্মসম্পাদক পাইতে না-০
اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَیْكَ كَبِیْرًا ﴿۸۷﴾	৮৭. (প্রত্যাহার না করা) তোমার রব্ব এর দয়া ছাড়া কিছু নহে ; নিশ্চয় তাঁহার অনুগ্রহ তোমার প্রতি অতিশয় বড়।
قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ﴿۸۸﴾	৮৮. বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ আনিবার জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং যদি তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।
وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰۤی اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۸۹﴾	৮৯. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।
وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْۢبُوْعًا ﴿۹۰﴾	৯০. এবং উহারা বলে, 'আমরা কখনই ঈমান আনিব না তোমাতে, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত কর'-০
اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِیْرًا ﴿۹۱﴾	৯১. 'অথবা তোমার খর্জুরের ও আংগুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নহরসমূহ'-০
اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفًا اَوْ	৯২. 'অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের উপর

৫৪৩। اَلرُّوْحُ জড় জগতের উর্দ্ধের বিষয়, ইহার ব্যাপার মানুষের বোধগম্য নহে, সেই জন্য এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয় নাই।

ফেলিবে অথবা আল্লাহ্ ও মালাকগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে'-০	تَاْتِیَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِیْلًا ﴿٩٢﴾
৯৩. 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হইবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে ; কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করাইবে যাহা আমরা পাঠ করিব'; বল, 'পবিত্র মহান আমার রব্ব! আমি তো কেবল একজন মানুষ রসূল'!	اَوْ یَكُوْنَ لَكَ بَیْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمَآءِ ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتّٰی تُنَزِّلَ عَلَیْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ ع ٩
৯৪. আর যখন উহাদের নিকট পথনির্দেশ আসে, তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে না শুধু উহাদের এই উক্তি ব্যতীত, 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন' ?	وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓی اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾
৯৫. বল, 'মালাকগণ যদি* নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তবে আমরা আকাশ হইতে উহাদের নিকট অবশ্যই মালাক রসূল করিয়া পাঠাইতাম' (দ্র. ৬:৮-৯)।	قُلْ لَّوْ كَانَ فِی الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ یَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾
৯৬. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ; তিনি তো তাঁহার বান্দাদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন'।	قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًۢا بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِیْرًۢا بَصِیْرًا ﴿٩٦﴾
৯৭. আর আল্লাহ্ যাহাকে পথনির্দেশ করেন সে তো হিদায়াত-প্রাপ্ত, এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদের অভিভাবক পাইবে না ; ক্বিয়ামতের দিন আমরা উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করিয়া ; উহাদের আবাস জাহান্নাম ; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমরা তখনই উহাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।•	وَ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ عُمْیًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِیْرًا ﴿٩٧﴾ النصف
৯৮. ইহাই উহাদের প্রতিফল, কারণ উহারা	ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ قَالُوْۤا

রুকু' ১০

অর্ধাংশ•

আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল, 'অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব' ?	اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًاءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾
৯৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান ? তিনি উহাদের জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; তথাপি অপরাধীরা অস্বীকার করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।	اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾
১০০. বল, 'যদি* তোমরা আমার রব্ব এর দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে তবুও খরচ হইয়া যাইবে এই আশংকায় তোমরা উহা আকড়াইয়া রাখিতে' ; আর মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।	قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾
১০১. আর আমরা মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন (দ্র. ৭:১০৭-৮, ৭:১৩৩) দিয়াছিলাম, সুতরাং বানী ইসরাঈলকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, ফিরআ'উন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা! আমি নিশ্চিত মনে করি তুমি তো যাদুগ্রস্ত'।	وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾
১০২. (মূসা) বলিয়াছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব ব্যতীত (অন্য কেহ) নাযিল করে নাই, আর হে ফিরআ'উন! আমিতো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন'!	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾
১০৩. অতঃপর সে (ফিরআ'উন) তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল ; তখন আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম-০	فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾
১০৪. এবং ইহার পর বানী ইসরাঈলকে বলিলাম	وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا

রুকু' ১১

‘তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর আর আখিরাতের প্রতিশ্রুতি যখন বাস্তবায়িত হইবে, তোমাদের সকলকে তখন একত্রে উপস্থিত করিব’ ;০	الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾
১০৫. আর আমরা সত্য-সহই উহা (কুরআন) নাযিল করিয়াছি এবং উহা যথার্থভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে ; এবং আমরা তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।	وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وقف لازم
১০৬. আর আমরা কুরআনকে (বিভিন্ন অংশে) পৃথক করিয়াছি, যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট অল্প অল্প করিয়া পাঠ করিতে পার এবং আমরা উহাকে অবতীর্ণও করিয়াছি ক্রমান্বয়ে।	وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾
১০৭. বল, ‘তোমরা (কুরআনে) ঈমান আন অথবা ঈমান না আন ; যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা চিবুকের উপর সিজদায় পতিত হয়’-০	قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ لا
১০৮. আর তাহারা বলে, ‘আমাদের রব্ব পবিত্র মহান, আমাদের রব্ব এর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে’।	وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. ‘এবং তাহারা চিবুকের উপর লুটাইয়া পড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে এবং ইহা উহাদের বিনয় বৃদ্ধি করে’।	وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ الجزء السّجدة ٣ سجدة ٨
১১০. বল, তোমরা ‘আল্লাহ্’ নামে ডাক অথবা ‘আররহমান’ নামে ডাক ; তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁহারই, আর তোমরা সলাতে (দুআ’তে) স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না এবং এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। (দেখুন টীকা ৩১৮)।	قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾
১১১. বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি কোন	وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ

সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্বল নহেন যে তাঁহার কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে, সুতরাং (সসম্ভ্রমে) তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর'।

رুকু' ১২

يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

ع ١٢

১৮- সূরা আলকাহ্‌ফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৮	কুরআনে কোন বক্রতা নেই। ইহা সঠিক-সুদৃঢ়। লোকেরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না বলিয়া নাবীর মনে কষ্ট।
০০৯-০২৬	আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার বিবরণ এবং এ প্রসঙ্গে উপদেশ।
০২৭-০৩১	রসূল (স.) এর প্রতি উপদেশ। যালিমদের প্রতি সতর্কতা। মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ।
০৩২-০৪৪	উপমার মাধ্যমে শির্‌কের অসারতা এবং তাওহীদের যুক্তি।
০৪৫-০৪৯	দুনিয়ার জীবনের অসারতার উপমা। মানুষের জন্য যাহা কল্যানকর। হাশর ও বিচারের দৃশ্য।
০৫০-০৫৩	মানুষ তার শত্রু ইবলীসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে কী করিয়া ? শির্‌কের অসারতা।
০৫৪-০৫৯	কুরআনে সবকিছুর বর্ণনা থাকা সত্বেও লোকেরা বিবাদ করে। আল্লাহ্‌র আয়াত গোপনকারী সবচেয়ে বড় যালিম।
০৬০-০৮২	এক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধানে ও সান্নিধ্যে মূসা (আ.)।
০৮৩-১০১	যুল-কারনাইনের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বিবরণ এবং তার কল্যাণমূলক কার্যক্রম।
১০২-১১০	শির্‌কমুক্ত আ'মলে সালিহ্‌। যাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে অলি বানায় তাহারা জাহান্নামী। সর্ব নিকৃষ্ট আমলের অধিকারী কাহারা ? মু'মিনের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্‌র প্রশংসা অশেষ। রসূল (স.) সকলের মতই রক্তমাংসের মানুষ।

১৮- সূরা আলকাহ্‌ফ

মাক্কী ; আয়াত ১১০, রুকু' ১২

١٨ سُوْرَةُ الْكَهْفِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١٠ ركوعاتها ١٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি (এতটুকু) বক্রতা রাখেন নাই ;০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾

২. (ইহাকে করিয়াছেন) সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার পক্ষ হইতে কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিবার জন্য, এবং মু'মিনদিগকে- যাহারা সৎকর্ম করে,

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ

এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে তাহাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিদান-০	اَجْرًا حَسَنًا ۙ﴿٢﴾
৩. তথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী-০	مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ﴿٣﴾
৪. এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,০	وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾
৫. এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না ; উহাদের মুখ নিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! উহারা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বলে না।	مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾
৬. সুতরাং উহারা এই বাণীতে (কুরআনে) ঈমান না আনিলে সম্ভবত উহাদের পিছনে ঘুরিয়া তুমি যেন দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে!	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾
৭. নিশ্চয় পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে সেইগুলিকে আমরা উহার শোভা করিয়াছি- মানুষকে[৫৪৪] পরীক্ষা করিবার জন্য যে তাহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ট।	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾
৮. এবং উহার (পৃথিবীর) উপর যাহা কিছু আছে তাহা আমরা অবশ্যই পরিষ্কার[৫৪৫] ময়দানে পরিণত করিব ;০ (দ্র. ২০ : ১০৬, ১০৭)	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ؕ﴿٨﴾
৯. তুমি কি মনে কর যে[৫৪৬], গুহা ও রক্বীমের[৫৪৭] অধিবাসীরা- আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ?	اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিল, ‘হে আমাদের রব্ব! তুমি নিজ	اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ

৫৪৪। এ স্থলে هُمْ : সর্বনাম মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫৪৫। পৃথিবী বৃক্ষ-তৃনাদি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা শুন্য, শুষ্ক-সমতল পরিষ্কার ময়দানে পরিণত হইবে। কিয়ামতে ইহা ঘটিবে। (দ্র. ২০ : ১০৬-১০৭)।

৫৪৬। ইয়াহূদীদের পরামর্শে কুরাইশরা গুহাবাসীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, এই আয়াতগুলি ইহারই জবাবে অবতীর্ণ হয়।

৫৪৭। اَلرَّقِيْمُ : শব্দটির বিশেষ দুইটি অর্থ, ১) যেথায় গুহা অবস্থিত ছিল সেই পর্বত বা পল্লীর নাম, ২) ফলক, যাহাতে গুহাবাসীদের নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল।

হইতে আমাদিগকে দয়া কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর'।	اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর আমরা তাহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম-০	فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾
১২. পরে আমরা তাহাদিগকে জাগরিত করিলাম- জানিবার জন্য যে দুইদলের[৫৪৮] মধ্যে কোনটি উহার অবস্থিতি কাল সঠিক নির্ণয় করিতে পারে।	ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾
১৩. আমরা তোমার নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি ; তাহারা তো কতিপয় যুবক, তাহাদের রব্ব এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, আর আমরা তাহাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করিয়াছিলাম,০	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
১৪. এবং আমরা তাহাদের চিত্ত দৃঢ় করিয়া দিলাম, যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তাহারা বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব! আমরা কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ কে ডাকিব না ; (যদি করিয়া বসি) তবে তো উহা অতিশয় গর্হিত কাজ হইবে'।	وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾
১৫. 'আমাদেরই এই স্বজাতিগণ তাঁহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে' ; ইহারা তাহাদের (এই সমস্ত ইলাহ্) বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন ? সুতরাং যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ?	هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾
১৬. আর তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলেই উহাদের হইতে ও আল্লাহ্‌র ব্যতীত যাহাদের ই'বাদত করে তাহাদের হইতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের রব্ব তোমাদের	وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

রুকু' ০১

১২-১৩

৫৪৮। একদল আসহাবুল কাহ্‌ফ আর একদল যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া গুহা পর্যন্ত গিয়াছিল তাহারা।

জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾ ع ۲ ۱۴

১৭. তুমি দেখিতে পাইতে তাহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাহাদের গুহার দক্ষিণপার্শ্বে হেলিয়া যায় ও অস্তকালে তাহাদিগকে অতিক্রম করে বামপার্শ্ব দিয়া ; এইগুলি আল্লাহ্‌র নিদর্শন[৫৪৯] ; আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তবে সেই সৎপথপ্রাপ্ত, আর তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সেক্ষেত্রে তুমি কখনও তাহার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

রুকু' ০২

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

১৮. আর তুমি মনে করিতে তাহারা জাগ্রত অথচ উহারা ছিল নিদ্রিত[৫৫০] ; আমরা তাহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাহাদের কুকুর বসিয়া ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করিয়া ; তাকাইয়া তাহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও তাহাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে।

وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا

১৯. এবং এইভাবে তাহাদিগকে জাগ্রত করিলাম যাহাতে পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে ; তাহাদের কেহ বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ' ? কেহ কেহ বলিল, 'আমরা অবস্থান করিয়াছি একদিন বা উহার কিছু অংশ', (অন্যেরা) বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদের রব্বই ভাল জানেন' ; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম ও উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া

৫৪৯। গুহাতে সূর্যালোকের বর্ণিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাহাদের প্রশান্তিময় নিদ্রামগ্ন অবস্থান, আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শন।
৫৫০। رُقُوْدٌ : নিদ্রা, সুপ্তি, শয়ন। এ স্থলে নিদ্রিত বা ঘুমন্ত।

আসে তোমাদের জন্য, তবে বিচক্ষণতার সহিত সে যেন কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।	يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾
২০. 'উহারা যদি তোমাদের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না'।	اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾
২১. আর এইভাবে আমরা (মানুষকে) তাহাদের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে- আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই ; যখন তাহারা তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক[৫৫১] করিতেছিল তখন অনেকে বলিল, 'তাহাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর' ; তাহাদের রব্ব তাহাদের বিষয় ভাল জানেন ; তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পার্শ্বে মাসজিদ নির্মাণ করিব'।	وَ كَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾
২২. অচিরেই কেহ কেহ বলিবে, '(তাহারা ছিল) তিনজন, উহাদের চতুর্থটি ছিল তাহাদের কুকুর' এবং কেহ কেহ বলিবে, 'পাঁচজন, তাহাদের ষষ্ঠটি ছিল তাহাদের কুকুর', (এসব বলিবে) অজানা বিষয়ে অনুমানে, আবার কেহ কেহ বলিবে, 'সাতজন, তাহাদের অষ্টমটি ছিল তাহাদের কুকুর' ; বল, 'আমার রব্বই তাহাদের গণনা সম্যক অবগত, তাহাদের (সংখ্যা) অল্প কয়েকজনই জানে ; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাহাদের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদের কাহাকেও উহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।	سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّ لَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾ ع ٣ ٥ ١٥

রুকু' ০৩

৫৫১। গুহাবাসীদের সংখ্যা, অবস্থান বা তাহাদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ইত্যাদি লইয়া বিতর্ক করিতেছিল।

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, 'নিশ্চয় আমি উহা আগামী কাল করিব'-০	وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾
২৪. 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এই কথা না বলিয়া', আর যখন ভুলিয়া যাও, তবে তোমার রব্বকে স্মরণ করিও এবং বলিও, 'সম্ভবত আমার রব্ব আমাকে ইহা[৫৫২] অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন'।	اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾
২৫. আর তাহারা তাহাদের গুহায় অবস্থান করিয়াছিল তিনশত বৎসর (সৌর গণনায়), আরও বেশী নয় বৎসর (চান্দ্র গণনায়)[৫৫৩]।	وَ لَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾
২৬. তুমি বল, 'তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই ; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন অভিভাবক নাই, আর তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।	قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ ۫ وَّ لَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর তিলাওয়াত করিয়া শুনাও তোমার রব্ব এর কিতাবে অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতি অহি করা হইয়াছে, তাঁহার বাণী পরিবর্তন করিবার কেহই নাই, এবং কখনই তাঁহাকে (তাঁহার বাণী অনুসরণ) ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।	وَ اتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾
২৮. আর তুমি নিজকে সংশ্লিষ্ট রাখিবে তাহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাহাদের রব্বকে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আর পার্থিব জীবনের শোভা কামনার্থে তাহাদের হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না, তুমি তাহার আনুগত্য করিও না- যাহার চিত্তকে আমাদের	وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ وَ لَا تَعْدُ عَیْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِیْدُ زِیْنَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ

৫৫২। এ স্থলে ذٰلِكَ দ্বারা গুহাবাসীর বিবরণ বুঝাইতেছে।

৫৫৩। সৌর বৎসর হয় ৩৬৫.২৫ দিনে, চান্দ্র বৎসর হয় ৩৫৪ দিনে ; সেই হিসাবে ৩০০ সৌর বৎসরে ৩০৯ চান্দ্র বৎসর হয়। (আরও দেখুন : নবচন্দ্র দিয়া চান্দ্রমাস শুরু ২ : ১৮৯ ; তারিখ, মাস ও বৎসর গণনার জন্য ৯ : ৩৬, ১০ : ৫ ; সূর্য ও চন্দ্র সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে ৫৫ : ৫)।

যিক্‌র (কুরআন) এর প্রতি অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি এবং সে তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তাহার কার্যকলাপে সীমালঙ্ঘন করে।•

اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৯. এবং বল, 'সত্য তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে ; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যাহার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক'- নিশ্চয়ই আমরা যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি- যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে ; আর উহারা পানি চাহিলে[৫৫৪] উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় (তপ্ত) পানীয় যাহা উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে ; কতই না নিকৃষ্ট পানীয় ; আর কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكُمۡ ۟ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡيُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ ۙ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلظّٰلِمِيۡنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنۡ يَّسۡتَغِيۡثُوۡا يُغَاثُوۡا بِمَآءٍ كَالۡمُهۡلِ يَشۡوِى الۡوُجُوۡهَ ؕ بِئۡسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۲۹﴾

৩০. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে- অবশ্যই আমরা নষ্ট করি না তাহার শ্রমফল- যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে,০

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ مَنۡ اَحۡسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾

৩১. তাহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইবে এবং তাহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সেখানে সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে ; কত সুন্দর পুরস্কার ; আর কত উত্তম আশ্রয়স্থল!

রুকু' ০৪

اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهِمُ الۡاَنۡهٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ يَلۡبَسُوۡنَ ثِيَابًا خُضۡرًا مِّنۡ سُنۡدُسٍ وَّ اِسۡتَبۡرَقٍ مُّتَّكِـئِيۡنَ فِيۡهَا عَلَى الۡاَرَآئِكِ ؕ نِعۡمَ الثَّوَابُ ؕ وَ حَسُنَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۳۱﴾

৩২. আর তুমি তাহাদের নিকট উপস্থাপন কর দুই ব্যক্তির উপমা– তাহাদের একজনকে আমরা দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে বানাইয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র ;০

وَ اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلًا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ اَعۡنَابٍ وَّ حَفَفۡنٰهُمَا بِنَخۡلٍ وَّ جَعَلۡنَا بَيۡنَهُمَا زَرۡعًا ﴿۳۲﴾

৫৫৪। اِنۡ يَّسۡتَغِيۡثُوۡا : মূল اِسۡتِغَاثٌ এর আভিধানিক অর্থ পানির জন্য কাতর প্রার্থনা করা; এই স্থলে পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পানীয় বস্তু প্রার্থনা করা। (ই ফা)।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোনই ত্রুটি করিত না- আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর-০	كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّ فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং তাহার (প্রচুর) সম্পদ (ফলফলাদি), ছিল, অতঃপর (কথা প্রসঙ্গে) সে তাহার বন্ধুকে বলিল, 'ধনসম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী'।	وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে'-০	وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿٣٥﴾
৩৬. 'আর আমি ধারণা করি না যে ক্বিয়ামত ঘটিবে– আর আমি যদি আমার রব্ব এর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব'।	وَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّ لَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾
৩৭. (তদুত্তরে) তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে ও পরে নুত্বফাহ্‌ হইতে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে' ?	قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾
৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ্‌ আমার রব্ব এবং আমি কাহাকেও আমার রব্ব এর শরীক করি না'।	لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾
৩৯. 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন কেন বলিলে না আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন (তাহাই হয়)– কোন শক্তি নাই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত ? তুমি যদি সম্পদে ও সন্তানে আমাকে তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর',০	وَ لَوْ لَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٣٩﴾
৪০. 'তবে হয়ত আমার রব্ব আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং উহাতে (তোমার উদ্যানে) আকাশ হইতে	فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ

নির্ধারিত বিপর্যয়[৫৫৫] প্রেরণ করিবেন ; যাহার ফলে উহা হইবে বিরানভূমি'-০	صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾
৪১. 'অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হইবে না'।	اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾
৪২. এবং তাহার ফল-সম্পদ (বিপর্যয়ে) বেষ্টিত হইয়া গেল, ফলে সে ইহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল[৫৫৬] আর উহা মাচানসহ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায় আমার অদৃষ্ট! আমার রব্ব এর শরীক যদি কাহাকেও না করিতাম'!	وَ اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾
৪৩. আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না ;০	وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾
৪৪. এই ক্ষেত্রে (পূর্ণ) কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই (ইহাই) সত্য ; প্রতিদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ ع ১৭
৪৫. আর উহাদের নিকট উপস্থাপন কর উপমা পার্থিব জীবনের, ইহা পানির ন্যায় যাহা আমরা বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ (ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া) উদ্গত হয়, অতঃপর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায় ; এবং আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।	وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, এবং টেকসই সৎকর্ম[৫৫৭] তোমার রব্ব	اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ

রুকু' ০৫

৫৫৫। حُسْبَانًا : ভিন্নমতে এই শব্দটি অগ্নি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ই ফা)।

৫৫৬। يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ : এর অর্থ হাত মোচড়ান। এখানে অর্থ নিজ হাত আক্ষেপে ও অনুতাপে মোচড়াইতে লাগিল।

৫৫৭। اَلْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ : 'টেকসই সৎকম' অর্থাৎ যে সৎকর্ম শুধূ মু'মিনদের ক্ষেত্রে পরকালের জন্য বাকি বা টিকিয়া থাকে। কাফের মুশরিকদের সৎকর্মসমূহ কুফুরি ও শির্‌কের কারণে ধ্বংস হইয়া যায় বিধায় মৃত্যুর পর বাকি

الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

এর নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৭. আর (স্মরণ কর) যেদিন পর্বতসমূহ সঞ্চালিত করিব আর তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর- এবং সেদিন তাহাদের সকলকে আমরা একত্র করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,০

وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۬ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং উহাদিগকে তোমার রব্ব এর নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে ; (বলা হইবে), 'তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমরা কখনও উপস্থিত করিব না'।

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ ع ٦ ١٨

৪৯. এবং উপস্থাপন করা হইবে আ'মলনামা[৫৫৮] আর উহাতে যাহা (লিপিবদ্ধ) আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! ইহা কেমন গ্রন্থ! উহা তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয় নাই ; বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে', আর উহারা উহাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে ; এবং তোমার রব্ব কাহারও প্রতি যুলুম করেন না।

রুকু' ০৬

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ

৫০. এবং (স্মরণ কর) যখন মালাকদিগকে বলিয়াছলাম, 'আদমের জন্য সিজদাবনত হও', তখন তাহারা সিজদাবনত হইল ইবলীস ব্যতীত ; সে ছিল জিন্নদের একজন, পরন্তু সে তাহার রব্ব এর আদেশের অবাধ্য হইল ; তবে

থাকে না বা টেকসই হয় না।

৫৫৮। এখানে 'কিতাব' দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ কর্ম বিবরণী বা আ'মলনামা বুঝাইতেছে।

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

কি তোমরা আমাকে ছাড়িয়া উহাকে ও উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ ? অথচ উহারা তোমাদের শত্রু ; যালিমদের জন্য এই বিনিময়[৫৫৯] কতই না নিকৃষ্ট!

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে সাক্ষী রাখি নাই এবং উহাদের নিজদের সৃজনকালেও নহে, আর আমি বিভ্রান্তদের সহায়করূপে গ্রহণ করিবার নহি।

وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. এবং (সেইদিন স্মরণ কর) যেদিন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর', উহারা তাহাদিগকে তখন আহ্বান করিবে কিন্তু তাহারা উহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং উহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ ع ১৯

রুকু' ০৭

৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে যে, তাহারা সেখানে পতিত হইতেছে, কিন্তু উহা হইতে তাহারা কোন পরিত্রাণস্থল পাইবে না।

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি ; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতন্ডাপ্রিয়।

وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَ يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৫. যখন উহাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাহাদের রব্ব এর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে কেবল ইহা যে, তাহাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি[৫৬০] আসুক অথবা আসুক তাহাদের নিকট সরাসরি আযাব।

৫৫৯। অর্থাৎ আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া ইবলীস ও তাহার অনুসারীকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা। দ্র. টীকা ২৮।
৫৬০। অর্থাৎ অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে যে সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছিল, আল্লাহ্‌র সেই নিয়ম।

وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আমরা কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফেররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার আয়াতসমূহ ও যাহা দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে- (ঐগুলিকে) বিদ্রূপের বিষয় করিয়া লয়।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৭. এবং কোন ব্যক্তিকে তাহার রব্ব এর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ও তাহার (অগ্রিম পাঠানো) কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা উহাদের অন্তরের উপর আবরণ (দ্র. টীকা ৯) দিয়াছি যেন উহা (কুরআন) বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কানে বধিরতা দিয়াছি ; তুমি সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।

وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর তোমার রব্ব পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান ; উহাদের কৃতকর্মের জন্য যদি* তিনি উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন, তবে তিনি অবশ্যই উহাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন ; কিন্তু উহাদের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।

وَ تِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ ع ২০

৫৯. এবং ঐসব জনপদ-বাসীদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদের ধ্বংসের জন্য আমরা স্থির করিয়াছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

রুকু' ০৮

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ

৬০. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, 'দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে[৫৬১] না

৫৬১। সংযোগ স্থলটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে: ১) নীল নদের দুই শাখার সংযোগ, ২) দজলা ও ফুরাত নদীর সংযোগ, ৩) সীনাই উপত্যকায় লোহিত সাগরের দুই শাখা আকাবা ও সুয়োজ উপসাগরের মিলনস্থল। তবে

পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব’।	مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾
৬১. উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে পৌঁছিল তাহারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল, আর উহা সুড়ংগের মত নিজের পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল।	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾
৬২. যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিল, ‘আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি’।	فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾
৬৩. সে বলিল, ‘আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রামে ছিলাম, তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শাইত্বানই উহা স্মরণ করাইতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে’।	قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾
৬৪. সে (মূসা) বলিল, ‘আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছি’, অতঃপর উহারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল-০	قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾
৬৫. অতঃপর উহারা সাক্ষাৎ পাইল আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজনের[৫৬২] যাহাকে আমরা আমাদের হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমাদের হইতে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।	فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾
৬৬. সে (মূসা) তাহাকে বলিল, ‘সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি’ ?	قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

অবস্থান দৃষ্টে তৃতীয়টিই সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

৫৬২। এই বান্দা ছিলেন খিযির (আ.)। (বুখারী)।

৬৭. সে বলিল, 'আপনি কিছুতেই আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না'।	قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾
৬৮. 'আর যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কিরূপে' ?	وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾
৬৯. (মূসা) বলিল, 'আল্লাহ্‌ চাহিলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না'।	قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾
৭০. সে বলিল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করিবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি'।	قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ ع ৯ ১১ ২১
৭১. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল ; (মূসা) বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন ? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন'।	فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾
৭২. সে বলিল, 'আমি কি বলি নাই যে আপনি আমার সহিত কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না' ?	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾
৭৩. (মূসা) বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না'।	قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾
৭৪. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদের সহিত এক বালকের সাক্ষাৎ হইলে সে উহাকে হত্যা করিল- তখন (মূসা) বলিল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ব্যতিরেকেই ? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন'।	فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

রুকু' ০৯

পারা ১৬

৭৫. সে বলিল, 'আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না' ?	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
৭৬. (মূসা) বলিল, 'ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি আমাকে আপনার সহিত রাখিবেন না, আমার ও'যর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে'।	قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾
৭৭. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল ; চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদ-বাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল ; পরে সেখানে তাহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে মেরামত করিয়া দিল ; (মূসা) বলিল, 'আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন'।	فَانْطَلَقَا ۟ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾
৭৮. সে (খিযির) বলিল, 'এইখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই, আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি'।	قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾
৭৯. 'নৌকাটির ব্যাপার- ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত, আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে, কারণ উহাদের পশ্চাতে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে সকল (ভাল) নৌকা ছিনাইয়া লইত'।	اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾
৮০. 'আর কিশোরটি- তাহার পিতামাতা ছিল মু'মিন, আমি আশংকা[৫৬৩] করিলাম যে, সে	وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ

৫৬৩। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানিতে পারিলাম।

বিদ্রোহাচরণ ও কুফুরির দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে',০	اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾
৮১. 'অতএব আমি চাহিলাম যে, উভয়ের রব্ব যেন উহাদিগকে তাহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর'।	فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾
৮২. 'আর ঐ প্রাচীরটি- ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, সুতরাং আপনার রব্ব ইচ্ছা করিলেন যে, উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উভয়ে ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক, (ইহা) আপনার রব্ব এর দয়া, আর আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই ; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা'।	وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ ع ১০
৮৩.আর উহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যুল-কারনাইন বিষয়ে[৫৬৪] ; বল, 'আমি তোমাদের নিকট তাহার বিষয় অচিরেই বর্ণনা করিব' ;০	وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾
৮৪. আমরা তো তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান[৫৬৫] করিয়াছিলাম-০	اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾
৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল।	فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾
৮৬. চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল, তখন সে উহাকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

৫৬৪। قَرْنٌ : অর্থ শিঙ, ক্ষমতা। ذُوالْقَرْنَيْنِ : দুই শিঙের মালিক অথবা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি একজন ধার্মিক দিগ্বিজয়ী বাদশা। এক ব্যাখ্যামতে, পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেন বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। অনেকের মতে তিনি গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার (পূ. ৩২৩), কাহারও মতে তিনি পারস্য সম্রাট 'সায়রাস' (মৃত খ্রি. পূ. ৫৩৯)। প্রাচীন আরবি কবিতায় ذُوالْقَرْنَيْنِ নামের উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন আরবের কোন ধার্মিক শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন। (ই ফা)।

৫৬৫। سَبَبًا : শাব্দিক অর্থ কার্যোপকরণ। এই স্থলে ইহার অর্থ উপায়-উপকরণ।

সেখানে এক জাতিকে দেখিতে পাইল ; আমরা বলিলাম, 'হে যুল-কারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার'।	قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾
৮৭. সে বলিল, 'যে কেহ সীমালংঘন করিবে[৫৬৬] আমরা তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তাহার রব্ব এর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে, অতঃপর তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন'।	قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾
৮৮. 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ, এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমরা নম্র কথা বলিব' ;০	وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۚ الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾
৮৯. আবার সে এক পথ ধরিল।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾
৯০. চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয়-স্থলে পৌঁছিল, তখন সে দেখিল উহা এমন এক জাতির উপর উদয় হইতেছে যাহাদের জন্য (সূর্যতাপ হইতে) কোন অন্তরাল আমরা সৃষ্টি করি নাই[৫৬৭]-০	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾
৯১. প্রকৃত ঘটনা ইহাই ; তাহার নিকট যাহা কিছু তথ্য ছিল তাহা আমরা সম্যক অবগত আছি।	كَذٰلِكَ ۚ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾
৯২. আবার সে এক পথ ধরিল।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾
৯৩. যে পর্যন্ত না সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল, তখন উভয়ের পাদদেশে সে এক সম্প্রদায়কে পাইল- যাহারা কোন কথাই বুঝিবার মত ছিল না।	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾
৯৪. উহারা বলিল, 'হে যুল-কারনাইন! ইয়া'জূজ ও মা'জূজ[৫৬৮] তো পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি	قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ

৫৬৬। অর্থাৎ শির্‌ক করিবে। (দ্র. ৩১ : ১৩)।

৫৬৭। তাহারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিত। তাহাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিল না।

৫৬৮। يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ এই দুই নামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী ইহারা ভয়ানক দুষ্ট

করিতেছে, আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবেন' ?	مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾
৯৫. সে বলিল, 'আমার রব্ব আমাকে এই বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উত্তম ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও উহাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব'-০	قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾
৯৬. 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক' ; যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল, তখন সে বলিল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই ইহার উপর' ;০	اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾
৯৭. ইহার পর তাহারা (ইয়া'জুজ মা'জুজ) উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না এবং উহা ভেদও করিতে সমর্থ হইল না।	فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾
৯৮. সে (যুল-কারনাইন) বলিল, 'ইহা আমার রব্ব এর অনুগ্রহ, যখন আমার রব্ব এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে, তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন, আর আমার রব্ব এর প্রতিশ্রুতি সত্য' ;০	قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾
৯৯. আর সেই দিন আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে ; অতঃপর আমরা উহাদের সকলকেই একত্র করিব-০	وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

প্রকৃতির, ভীষণ অত্যাচারী পার্বত্য জাতি, যাহাদের উৎপীড়নে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহাদের বাসস্থান কোথায় তাহা সঠিকভাবে এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। ক্বিয়ামতের পূর্বে ইহাদের ব্যাপকভাবে পুনঃ আবির্ভাব (দ্র. ১৮ : ৯৯ ব্যাপকভাবে ঘটিবে। আরও দেখুন ২১ : ৯৬, টীকা ৬২৫)।

১০০. এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফেরদের জন্য-০	وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾
১০১. (ঐ কাফেররা) যাহারা আমার যিক্‌র (কুরআনে) এর ব্যাপারে তাহাদের চক্ষু পর্দাবৃত করিয়া রাখিত এবং (উহা) শ্রবণেও সমর্থ হইত না।	الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ ع ١١ ١٢
১০২. তবে কি যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা মনে করে যে, আমাকে ছাড়িয়া আমার দাসদিগকে তাহারা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে ? নিশ্চয়ই আমরা এই সব কাফেরদের জন্য আপ্যায়ন হিসাবে রাখিয়াছি জাহান্নাম।	اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾
১০৩. বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে খবর দিব- যাহারা প্রভূত (ভাল) কর্ম করিয়াও মহা ক্ষতিগ্রস্ত' ?	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ ط
১০৪. (উহারাই তাহারা), 'পার্থিব জীবনে যাহাদের কর্ম প্রচেষ্টা ভ্রান্তপথে চালিত হয়, তৎসত্ত্বেও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সুন্দরভাবেই কার্য করিতেছে'।	اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾
১০৫. 'উহারাই (তাহারা), যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহ ও তাঁহার সাক্ষাতের বিষয়, ফলে উহাদের সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন উহাদের জন্য ওজনের (বিবেচনার) কোন ব্যবস্থাই আমরা রাখিব না'[৫৬৯]।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾
১০৬. 'জাহান্নাম, ইহাই উহাদের প্রতিফল যেহেতু উহারা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রসূলদিগকে বিদ্রূপের বিষয়ে গণ্য করে'।	ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

রুকু' ১১

৫৬৯। পুণ্য মনে করিয়া তাহারা যে সকল কর্ম করিয়াছে উহাদের কোন ওজন থাকিবে না অর্থাৎ সেইগুলি কাজে আসিবে না।

১০৭. (পক্ষান্তরে) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের আপ্যায়নের জন্য রহিয়াছে ফিরদাউস[৫৭০] জান্নাত-০	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. তথায় উহারা স্থায়ী হইবে, উহা হইতে স্থানান্তর (কদাপিও) কামনা করিবে না।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. বল, 'আমার রব্ব এর কথা (লিপিবদ্ধ করিবার) জন্য সমুদ্র যদি* কালি হয় (দ্র. ৩১:২৭), তবে আমার রব্ব এর কথা শেষ হইবার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে- আমরা ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ (আরও সমুদ্র) পরিমাণ আনিলেও'।	قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾
১১০. বল, 'প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদেরই মত একজন (রক্তমাংসের) মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং যে তাহার রব্ব এর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার রব্ব এর ই'বাদতে কাহাকেও শরীক না করে'।	قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

রুকু' ১২ ع ٣ ١٢

১৯- সূরা মারইয়াম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৫	যাকারিয়া (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিবরণ। আল্লাহ্র নিকট বৃদ্ধ যাকারিয়া (আ.) এর সন্তান প্রার্থনা। তাহার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইয়াহ্ইয়া। ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।
১৬-৪০	পবিত্র কুমারী মারইয়ামের গর্ভে আল্লাহ্র নিদর্শন হিসেবে ঈ'সা (আ.) এর জন্মের বিবরণ। মারইয়ামের প্রতি ইয়াহূদীদের অপবাদ। কোলের শিশু ঈ'সার ভাষণ। মহান আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন না। বিভেদ সৃষ্টিকারীরা কাফের ও যালিম।
৪১-৫০	নিজ পিতা ও জাতির কাছে ইবরাহীম (আ.) এর দাওয়াত। ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।
৫১-৫৮	মূসা, হারূণ, ইসমাঈল ও ইদরিস (আ.) এর মর্যাদা। আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণ করিলে তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সিজদায় অবনত হইতেন।।
৫৯-৬৫	নাবীদের পরবর্তী লোকেরা সলাত নষ্ট করে এবং কামনা বাসনার অনুসরণ করে। তবে যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও আ'মলে সালিহ্ করে তাহারা জান্নাতে যাইবে।

৫৭০। 'ফিরদাউস' জান্নাতের এক উত্তম অংশের নাম।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
৬৬-৭২	আখিরাত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহের জবাব।
৭৩-৯৫	কুরআন লইয়া কাফেরদের বিবাদ। কাফেরদের কর্মপন্থা ও তাহাদের পরিণতি। সকলেই আল্লাহ্‌র দাস হিসাবে পুনরুত্থিত হইবে।
৯৬-৯৮	মু'মিনদের প্রতি জনমনে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।

১৯- সূরা মারইয়াম

মাক্কী ; আয়াত ৯৮, রুকূ' ৬

١٩ سُوْرَةُ مَرْيَمَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩٨ ركوعاتها ٦

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. কা----ফ হা- ইয়া- আ'ই----ন সয়া----দ,০

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾

২. ইহা তোমার রব্ব এর অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার দাস যাকারিয়ার প্রতি,০

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾

৩. যখন সে তাহার রব্বকে ডাকিয়াছিল নিভৃতে।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾

৪. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে[৫৭১], হে আমার রব্ব! তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই'।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

৫. 'এবং আমি আশংকা করি আমার পর স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী'-০

وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

৬. 'যে আমার (নবুয়তের) উত্তরাধিকারীত্ব করিবে ও উত্তরাধিকারীত্ব করিবে ইয়া'কূব বংশের, এবং হে আমার রব্ব! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন[৫৭২]।'

يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۫ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

৭. তিনি বলিলেন, 'হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি এক পুত্র সন্তানের

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ

৫৭১। اِشْتَعَلَ: আভিধানিক অর্থ প্রজ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া।
৫৭২। এখানে 'رَضِيًّا: সন্তুষ্টি', শব্দটি 'مَّرْضِيَّةً' অর্থাৎ সন্তোষভাজন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া- এই নামে পূর্বে কাহারও নামকরণ করি নাই'। (দ্র. ৩:৩৮-৪১)	نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
৮. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত'।	قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾
৯. তিনি বলিলেন, 'এইরূপেই', তোমার রব্ব বলিয়াছেন 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না'।	قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾
১০. সে (যাকারিয়া) বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে একটি নিদর্শন দাও'; তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, কাহারও সহিত তিনদিন[৫৭৩] বাক্যালাপ করিবে না- সুস্থ থাকা সত্ত্বেও'।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইঙ্গিতে[৫৭৪] তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿١١﴾
১২. 'হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব (তাওরাত) দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর'; আর আমরা তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম প্রজ্ঞা-০	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾
১৩. এবং আমার নিকট হইতে (লাভ করিয়াছিল) হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাক্বী-০	وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾
১৪. আর পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য।	وَّ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

৫৭৩। দিবারাত্র ২৪ ঘন্টার ১দিনের জন্য আরবিতে রাত্রি لَيْلَةٌ ব্যবহৃত হয়। لَيَالٍ 'লাইল' এর বহুবচন; আরবিগণ لَيَالٍ দ্বারা দিন গণনা করেন।

৫৭৪। এই স্থলে اَوْحٰى : শব্দের অর্থ 'ইশারা' অর্থাৎ ইঙ্গিত করা বুঝায়।

১৫. এবং তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে।	وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾
১৬. এবং বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা ; যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল-০	وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর উহাদের হইতে সে পর্দা করিল ; অতঃপর আমরা তাহার নিকট আমাদের রূহকে[৫৭৫] পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾
১৮. সে (মারইয়াম) বলিল, 'আমি তোমা হইতে পরম করুণাময়ের শরণ লইতেছি, (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাক্বী হও'।	قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
১৯. সে বলিল, 'আমি তো তোমার রব্ব-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য'[৫৭৬]।	قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
২০. সে (মারইয়াম) বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি তো অসতী নহি' ?•	قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
২১. সে বলিল, 'এইরূপই হইবে', তোমার রব্ব বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য, আর আমরা তাহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের হইতে এক রহমত, এবং ইহা তো এক স্থিরীকৃত বিষয়'।	قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾
২২. তৎপর সে গর্ভে তাহাকে ধারণ করিল, অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল।	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

৫৭৫। কুরআনে উল্লিখিত 'রূহ' শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে 'জিবরীল' (আ.) কে বুঝাইতেছে।

৫৭৬। আল্লাহ্‌র নির্দেশে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী। (দ্র. ২১:৯১, ৬৬:১২)।

২৩. প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল, সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম'!	فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
২৪. অনন্তর (একজন মালাক) তাহার নিম্নদিক হইতে ডাকিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার রব্ব এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন'।	فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
২৫. 'এবং তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ব তাজা খর্জুর প্রদান করিবে',০	وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾
২৬. সুতরাং খাও, পান কর ও চক্ষু জুড়াও, তবে মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদিচ তুমি দেখা পাও তখন বলিও, 'আমি পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে মৌন থাকিবার[৫৭৭] মানত করিয়াছি, সুতরাং আজ কিছুতেই কোন মানুষের সহিত কথা বলিব না',০	فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার জাতির নিকট উপস্থিত হইল ; উহারা বলিল 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক গুরুতর কাণ্ড করিয়াছ'!	فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
২৮. 'হে হারূণ-ভগ্নি[৫৭৮], তোমার পিতা মন্দ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না অসতী',০	يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
২৯. অতঃপর সে (মারইয়াম) সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল ; উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু[৫৭৯] তাহার সহিত আমরা কিরূপে কথা বলিব' ?	فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
৩০. সে (ঈ'সা) বলিল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র	قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ

৫৭৭। এই স্থলে صَوْمٌ শব্দটির মূল অর্থ 'মৌন থাকা' প্রযোজ্য।

৫৭৮। তিনি মূসা (আ.) এর ভাই হারূণ (আ.) এর বংশোদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে হারূণ-ভগ্নি বলা হইয়াছে অথবা তাঁহার ভাইয়ের নামও হারূণ ছিল।

৫৭৯। مَهْدٌ শব্দটির অর্থ দোলনা বা বিছানা ; কিন্তু এই স্থলে কোলের (শিশু) বলিলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।

দাস ; তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন[৫৮০], আমাকে নাবী করিয়াছেন'-০	نَبِيًّا ﴿٣٠﴾
৩১. 'এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সলাত ও যাকাত আদায় করিতে',০	وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾
৩২. 'আর আমার মাতার অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত, হতভাগ্য করেন নাই'।	وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾
৩৩. 'এবং আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমাকে উত্থিত করা হইব'।	وَ السَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾
৩৪. এই-ই মারইয়াম-তনয় ঈ'সা, (ইহাই হইল) সত্য কথা, যাহার বিষয়ে তাহারা সন্দেহ (বা বিতন্ডা) করে।	ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র জন্য (শোভন) নহে- তিনি (এরূপ সংকীর্ণতা মুক্ত) মহিমাময় ; তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন 'হও', তখনই (উহা) হইয়া যায় ;০	مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾
৩৬. 'আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব, সুতরাং তোমরা তাঁহারই দাসত্ব কর ; ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত পথ'।	وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল[৫৮১], সুতরাং দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য মহাদিবস আগমনকালে।	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. উহারা যেদিন আমাদের নিকট আসিবে	اَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ

৫৮০। তখনও কিতাব দেওয়া হয় নাই, তবে কিতাব দেওয়া হইবে ইহা তাঁহাকে জানান হইয়াছিল।

৫৮১। ঈ'সা (আ.) সম্পর্কে তাঁহার পরবর্তীতে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্ট করিয়া নাসারাগণ নিজেরাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

সেইদিন কত স্পষ্টরূপে শুনিবে ও দেখিবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।	الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপ দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে ; এখন উহারা গাফেল এবং উহারা বিশ্বাস করে না।	وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾ وقف لازم
৪০. নিশ্চয় আমরা (সেইদিন) চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হইব পৃথিবীর ও ইহার উপর যাহারা আছে উহাদের, আর তাহারা আমাদেরই নিকট প্রত্যানীত হইবে।	اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾ ع ٢ ٥
৪১. এবং স্মরণ কর এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইবরাহীমের কথা ; নিশ্চয় সে ছিল অতীব সত্যনিষ্ঠ, নাবী।	وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾
৪২. যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, ‘হে আমার পিতা! তুমি উহার ই’বাদত কর কেন, যে শুনে না, দেখে না আর তোমার কোনই উপকারে আসে না’ ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾
৪৩. ‘হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই ; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব’।	يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾
৪৪. ‘হে আমার পিতা! শাইত্বানের ই’বাদত করিও না ; নিশ্চয় শাইত্বান পরম করুণাময়ের অবাধ্য’।	يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾
৪৫. ‘হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, তোমাকে পরম করুণাময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে, তখন তুমি হইয়া পড়িবে শাইত্বানের বন্ধু’।	يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾
৪৬. সে (পিতা) বলিল, ‘হে ইবরাহীম! তুমি কি	قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ

রুকু’ ০২

لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾	আমার দেব-দেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই ; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও'।
قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾	৪৭. সে (ইবরাহীম) বলিল 'তোমার প্রতি সালাম, আমি আমার রব্ব এর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব ; নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল'।
وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾	৪৮. 'আর আমি তোমাদের হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ই'বাদত কর তাহাদের হইতে পৃথক হইতেছি, আমি আমার রব্বকে আহ্বান করি, আশা করি, আমার রব্বকে আহ্বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না'।
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾	৪৯. অনন্তর সে তাহাদের হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ই'বাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল- এবং আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক্ব ও ইয়া'কূবকে ; আর উভয়ের প্রত্যেককে নাবী বানাইয়াছিলাম।
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ ع	৫০. এবং তাহাদিগকে আমরা দান করিলাম আমাদের অনুগ্রহ ও তাহাদের নাম-যশ সমুচ্চ করিলাম[৫৮২]। রুকু' ০৩
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾	৫১. আর স্মরণ কর, এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রসূল, নাবী।
وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾	৫২. এবং তাহাকে আমরা আহ্বান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং অন্তরঙ্গ আলাপে তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।
وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾	৫৩. আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূণকে নাবীরূপে।

৫৮২। لِسَانَ صِدْقٍ: একটি আরবি বাগধারা; অর্থ যশ, সুখ্যাতি ইত্যাদি।

৫৪. এবং স্মরণ কর, এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রসূল ও নাবী,০	وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾
৫৫. আর সে তাহার পরিজনবর্গকে সলাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত, এবং সে ছিল তাহার রব্ব এর সন্তোষভাজন।	وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
৫৬. এবং স্মরণ কর, এই কিতাবে ইদরীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নাবী-০	وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾
৫৭. এবং আমরা তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।	وَّ رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾
৫৮. ইহারাই তাহারা, নাবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, আদমের বংশ হইতে ও যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ (দ্র. ১৭:৩) করাইয়াছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে আমরা হিদায়াত করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম ; তাহাদের প্রতি পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে। সিজদা ৫	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ ۫ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السَّجْدَةُ ٥
৫৯. তাহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীরা, তাহারা সলাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল, সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি[৫৮৩] প্রত্যক্ষ করিবে-০	فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
৬০. কিন্তু তাহারা নহে- যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, ফলত তাহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আর তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না-০	اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾

৫৮৩। غَيًّا (গাইয়া): কুকর্ম; এ স্থলে ইহার অর্থ কুকর্মের শাস্তি। আরবদের দৃষ্টিতে যাহা কিছু মন্দ তাহাই غَيًّا। অন্য একমতে غَيًّا জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম।।

৬১. ইহা স্থায়ী জান্নাত, যে গায়েব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন ; নিশ্চয় তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।	جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا ﴿۶۱﴾
৬২. সেখানে তাহারা ‘শান্তি’ ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনিবে না ; এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাহাদের জন্য থাকিবে জীবনোপকরণ।	لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّ عَشِیًّا ﴿۶۲﴾
৬৩. এই সেই জান্নাত, যাহার অধিকারী করিব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদিগকে।	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ﴿۶۳﴾
৬৪. ‘আর আমরা আপনার রব্ব এর আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না ; যাহা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তর্বর্তী তাহা তাঁহারই, এবং আপনার রব্ব ভুলিবার নহেন’[৫৮৪],০	وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴿۶۴﴾ ۚ
৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাহাদের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু আছে উহার রব্ব, সুতরাং তাঁহারই ই’বাদত কর ও তাঁহার ই’বাদতে অবিচল থাক ; তুমি কি তাঁহার সমগুণসম্পন্ন কাহাকেও জান ?	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ﴿۶۵﴾ ع ۴ ۱۵
৬৬. আর মানুষ বলে, ‘আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইব’ ?	وَ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَیًّا ﴿۶۶﴾
৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমরা তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না ?	اَوَ لَا یَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَكُ شَیْـًٔا ﴿۶۷﴾
৬৮. সুতরাং শপথ তোমার রব্ব এর! আমরা তো উহাদিগকে এবং শাইত্বানদিগকে সহ সমবেত করিবই এবং পরে উহাদিগকে নতজানু অবস্থায়	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیٰطِیْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا ﴿۶۸﴾ ۚ

রুকু’ ০৪

৫৮৪। ইহা জিবরীল (আ.) এর কথা। কিছু কালের জন্য অহি বন্ধ ছিল, ইহাতে রসূল (স.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। পরে জিবরীল (আ.) উপস্থিত হইলে রসূল (স.) এর প্রশ্নের জবাবে জিবরীল যাহা বলেন, এ স্থলে তাহাই আল্লাহ্ বিবৃত করিতেছেন। বিনয় প্রকাশের জন্য জিবরীল (আ.) ‘আমরা’ ব্যবহার করিয়াছেন।

জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই,০	
৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে পরম করুণাময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমরা তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই,০	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾
৭০. এবং আমরা তো উহাদের মধ্যে যাহারা উহাতে (জাহান্নামে) প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদের বিষয় ভালমত জানি।	ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾
৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই উহা[৫৮৫] অতিক্রম করিবে, ইহা তোমার রব্ব এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত,০	وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾
৭২. পরে আমরা মুত্তাক্বীদিগকে উদ্ধার করিব এবং যালিমদিগকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾
৭৩. এবং উহাদের নিকট আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে উত্তম' ?	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾
৭৪. উহাদের পূর্বে আমরা কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি- যাহারা উহাদের অপেক্ষা সম্পদে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّ رِءْيًا ﴿٧٤﴾
৭৫. বল, 'যে কেহ ভ্রষ্টপথে আছে তবে তো তাহাকে পরম করুণাময় প্রভূত ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তাহারা, যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, উহা (দুনিয়ার) শাস্তি হউক কিংবা ক্বিয়ামতই হউক' ; অতঃপর উহারা অবশ্যই জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বলতম।	قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৫৮৫। অর্থাৎ পুলসিরাত, উহা জাহান্নামের উপর অবস্থিত, উহা অতিক্রম করিয়া জান্নাতের প্রবেশ করিতে হইবে।

৭৬. এবং যাহারা সৎপথে চলে তাহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত বৃদ্ধি করিয়া দেন ; এবং টেকসই সৎকর্ম (দ্র. টীকা ৫৫৭) তোমার রব্ব এর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।	وَ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾
৭৭. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ (সেই ব্যক্তিকে) যে আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং সে বলে, 'আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি অবশ্যই দেওয়া হইবে' ;০	اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَ قَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٧٧﴾
৭৮. সে কি উঁকি দিয়া গায়েব জানিয়াছে অথবা পরম করুণাময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছে ?	اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾
৭৯. কখনই নহে ; তাহারা যাহা বলে নিশ্চয় আমরা তাহা লিখিয়া রাখিতেছি এবং তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধির উপর বৃদ্ধি করিতে থাকিব-০	كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَ نَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
৮০. আর সে যে বিষয়ের কথা বলে তাহা থাকিবে আমাদের অধিকারে এবং সে আমাদের নিকট আসিবে একাকী।	وَّ نَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَ يَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
৮১. এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এইজন্য, যাহাতে উহারা তাহাদের সহায় হয়-০	وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾
৮২. কখনই নহে ; উহারা তো তাহাদের ই'বাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের বিপক্ষ হইয়া যাইবে।	كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ ع ৫ ৮
৮৩. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা কাফেরদের জন্য শাইত্বানদিগকে ছাড়িয়া রাখিয়াছি (দ্র. ৪১ : ২৫) উহাদিগকে (মন্দকর্মে) চরমভাবে প্রলুব্ধ করিতে ?	اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾
৮৪. সুতরাং তাহাদের বিষয়ে তুমি ত্বরা করিও	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

রুকু' ০৫

না[৫৮৬] ; বস্তুত আমরা তো গণনা করিতেছি উহাদের নির্ধারিত কাল,০	
৮৫. সেদিন আমরা মুত্তাক্বীদিগকে সমবেত করিব সম্মানিত মেহমানরূপে পরম করুণাময়ের (রহমতের) অঙ্গনে-০	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
৮৬. আর আমরা অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।	وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾
৮৭. যে পরম করুণাময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে সে ব্যতীত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।	لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾
৮৮. এবং তাহারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন' ;০	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾
৮৯. তোমরা তো এমন এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছ-০	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾
৯০. যাহাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে-০	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
৯১. পরম করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে,০	اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾
৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ পরম করুণাময়ের জন্য শোভন নহে ;০	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে পরম করুণাময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হইবে না ;০	اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾
৯৪. তিনি তাহাদের পরিসংখ্যান লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে নিখুঁতভাবে গুনিয়া রাখেন ;০	لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

وقف لازم

وقف لازم

৫৮৬। মুত্তাক্বীগণ হাশরে আররহমানের দরবারে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থাপিত হইবে, অর্থাৎ তাহারা কোন কষ্ট পাইবে না।

৯৫. এবং ক্বিয়ামত দিবসে উহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট আসিবে একাকী অবস্থায়।	وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾
৯৬. অবশ্য যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে পরম করুণাময় তাহাদের জন্য অচিরেই ভালবাসা[৫৮৭] তৈরী করিয়া দেন ।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾
৯৭. আমরা তো তোমার ভাষায় ইহাকে (কুরআন) সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি ইহা দ্বারা মুত্তাক্বীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার ও ইহা দ্বারা সতর্ক করিতে পার বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾
৯৮. আর তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্টি বিনাশ করিয়াছি! তুমি কি তাহাদের কাহারো সাড়া পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও!●	وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

ত্রয়োদশ ● রুকূ' ০৬

النصف ع ৬

২০- সূরা ত্বা হা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৮	কুরআন কষ্টের কারণ নহে। ইহা মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাব।
০০৯-০৪০	মূসা (আ.) এর নবুয়ত লাভ। তাঁহাকে মুজিযা প্রদান ও ফিরআ'উনের নিকট দাওয়াত লইয়া যাওয়ার নির্দেশ। মূসা (আ.) এর জন্ম ও প্রতিপালনে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
০৪১-০৭৬	মূসা (আ.) এর প্রতি ফিরআ'উনকে দাওয়াত দানের নির্দেশ ও দাওয়াতের পন্থা। ফিরআ'উনকে দাওয়াত প্রদান। মূসা (আ.) এর সহিত ফিরাআ'উনের বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব। যাদুকরদের ঈমান আনয়ন।
০৭৭-১০৪	ফিরআ'উনের কবল হইতে বানী ইসরাঈলের মুক্তি। বানী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহ্‌র নাবী মূসা (আ.) কে কষ্ট প্রদান, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাহাদের হঠকারিতার ইতিহাস।
১০৫-১১৪	ক্বিয়ামত, হাশর ও বিচার। কুরআন আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী।
১১৫-১২৩	আদম (আ.) হইতেই মানুষের সহিত ইবলীসের দ্বন্দ্ব শুরু। শাইত্বান আদম (আ.) কে কিভাবে প্রতারিত করিয়াছিল ? কাহারা দুর্ভাগা হইবে ?
১২৪-১২৯	যাহারা কুরআনকে উপেক্ষা করিবে, তাহাদের হাশর।
১৩০-১৩৫	রসূল (স.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

৫৮৭। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য ও তাহাদের পরস্পরের জন্য ভালবাসা তৈরী করেন এবং আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। আল্লাহ্‌ কোন বান্দাকে ভালবাসিলে আসমান ও যমীনে উহার ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন সৃষ্টির সকলে তাহাকে ভালবাসিতে থাকে।

২০- সুরা ত্বা হা

মাক্কী ; আয়াত ১৩৫, রুকু' ৮

٢٠ سُوْرَةُ طٰهٰ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٣٥ ركوعاتها ٨

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. ত্ব- হা-,০

طٰهٰ ﴿١﴾

২. তুমি কষ্ট পাইবে এইজন্য তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই[৫৮৮]-০

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾

৩. বরং যে ভয় করে কেবল তাহার উপদেশার্থে-০

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾

৪. যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে ইহা অবতীর্ণ ;০

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾

৫. পরম করুণাময় আ'র্‌শে (দ্র. টীকা ৩০৪) সমাসীন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾

৬. যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে ও যাহা আছে পৃথিবীতে এবং এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারই।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

৭. আর যদি তুমি কথা উচ্চকণ্ঠে বল, তবে (জানিয়া রাখ) তিনি তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন।

وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفَى ﴿٧﴾

৮. আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই ; সুন্দর সুন্দর নামসমূহ তাঁহারই।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

৯. আর মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি ?

وَقف لازم

وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾

১০. সে যখন আগুন দেখিল[৫৮৯] তখন তাহার পরিবারকে বলিল, 'এখানে থাক, আমি আগুন

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ

৫৮৮। কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে কল্যাণের জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য নহে। কাফেররা কুরআন অস্বীকার করিলে রসূলুল্লাহ (স.) খুব কষ্ট পাইতেন। আয়াতটিতে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে, আর কাফেররা উপদেশ গ্রহণ না করিবার জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।

৫৮৯। মাদইয়ান হইতে স্ত্রীসহ মূসা (আ.) এর মিশর যাত্রাপথে এক শীতের রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটে। তিনি যে আগুন দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে ছিল আল্লাহ্‌র তাজাল্লী।

দেখিয়াছি, সম্ভবত তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আগুন হইতে কোন পথনির্দেশ পাইব’।	نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, ‘হে মূসা’ ;০	فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾
১২. ‘আমিই তোমার রব্ব, সুতরাং তোমার পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ফেল, নিশ্চয় তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় আছ’ ;০	اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾
১৩. ‘এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর যাহা অহি করা হইতেছে’।	وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾
১৪. ‘নিশ্চিতই আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, অতএব আমার দাসত্ব কর- এবং আমার (বাণীর) স্মরণার্থে সলাত ক্বায়েম কর’।	اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾
১৫. ‘ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে’।	اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾
১৬. ‘সুতরাং যে ব্যক্তি উহাতে (ক্বিয়ামতে) ঈমান আনে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, সে যেন তোমাকে উহাতে (বিশ্বাস স্থাপনে) নিবৃত্ত না করে, তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে’।	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾
১৭. ‘আর হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কী’ ?	وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾
১৮. সে বলিল, ‘উহা আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দেই এবং ইহা দ্বারা আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়িয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে’।	قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾
১৯. তিনি বলিলেন, ‘হে মূসা! ইহা নিক্ষেপ কর’।	قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, তখনিই উহা সাপ হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।	فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾
২১. তিনি বলিলেন, 'ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না ; আমরা ইহাকে ইহার পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া দিব'।	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾
২২. 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্রোজ্জ্বল হইয়া কোন খুঁত ছাড়াই, (উহা হইবে) অপর এক নিদর্শন'-০	وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾
২৩. 'ইহা এইজন্য যে, আমরা তোমাকে দেখাইব আমাদের মহানিদর্শনগুলির কিছু',০	لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. (এখন) 'ফিরআ'উনের নিকট যাও, সে নিশ্চিত বিদ্রোহী হইয়াছে'।	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾
২৫. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমার অন্তর প্রশস্ত করিয়া দাও'-০	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾
২৬. 'এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও'-০	وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾
২৭. 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও'-০	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
২৮. 'যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে',০	يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾
২৯. 'আমার জন্য বানাইয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে'-০	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. 'আমার ভ্রাতা হারূণকে'-০	هٰرُوْنَ اَخِيْ ﴿٣٠﴾
৩১. 'তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর'-০	اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾
৩২. 'ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর'-০	وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
৩৩. 'যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা বেশী বেশী ঘোষণা করিতে পারি'-০	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. 'এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক অধিক';০	وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾

রুকু' ০১

ع ١٠

৩৫. 'নিশ্চয় তুমি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা'।	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল'।	قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. 'এবং আমরা তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম'-০	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾
৩৮. 'যখন তোমার মাতাকে জানাইয়াছিলাম যাহা ছিল জানাইবার'-০	اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾
৩৯. 'যে, তুমি তাহাকে (মূসাকে) সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় নিক্ষেপ কর (ভাসাইয়া দাও) যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও তাহার শত্রু তুলিয়া লইবে ; আমি আমার হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও'।	اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿٣٩﴾ وقف لازم
৪০. যখন তোমার ভগ্নী আসিয়া বলিল, 'তোমাদিগকে আমি কি বলিব এই তাহার (শিশুর)[৫৯০] ভার কে লইতে পারিবে' ? 'অনন্তর আমরা তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায় ; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে ; অতঃপর আমরা তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই, এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষা করি ; অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, পরিশেষে হে মূসা! তুমি নির্ধারিত সময়ে আসিলে'।	اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ؕ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۫ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾
৪১. 'আর তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি',০	وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ﴿٤١﴾

৫৯০। এখানে ٖ সর্বনাম দ্বারা শিশু মূসাকে বুঝাইতেছে। শিশু মূসাকে কাঠের সিন্দুকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহা ভাসিতে ভাসিতে ফিরআ'উনের প্রাসাদ–ঘাটে ভিড়িলে ফিরআ'উনের লোকেরা সিন্দুকস্থ শিশু মূসাকে প্রাসাদে লইয়া যায়। মূসার ভগ্নী শিশুর কি অবস্থা হইল জানিবার জন্য প্রাসাদে আসিয়াছিল।

৪২. 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসমূহ (প্রদত্ত মুযিজা) সহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না',০	اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾
৪৩. 'তোমরা উভয়ে ফিরআ'উনের নিকট যাও, সে তো সীমা-লংঘন করিয়াছে',০	اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾
৪৪. 'তবে তোমরা তাহার সহিত বিনম্রভাবে কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে'।	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾
৪৫. তাহারা বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা তো আশংকা করি, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে'।	قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾
৪৬. তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সহিত আছি, আমি শুনি ও লক্ষ্য রাখি'।	قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰى ﴿٤٦﴾
৪৭. সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার রব্ব এর রসূল, সুতরাং আমাদের সহিত বানী ইসরাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার রব্ব এর নিকট হইতে নিদর্শন ; আর শান্তি তাহাদের উপর যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ'।	فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَ السَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾
৪৮. 'আমাদের প্রতি নিশ্চিত অহি করা হইয়াছে যে, শাস্তি তো তাহার জন্য যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়'।	اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿٤٨﴾
৪৯. সে (ফিরআ'উন) বলিল, 'হে মূসা! কে তোমাদের উভয়ের রব্ব' ?	قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾
৫০. (মূসা) বলিল, 'আমাদের রব্ব, যিনি প্রতিটি বস্তুকে উহার আকৃতি দান করেন, অতঃপর পথ নির্দেশ দেন'।	قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾

৫১. সে বলিল, 'তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী' ?	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾
৫২. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান আমার রব্ব এর নিকট কিতাবে[৫৯১] রহিয়াছে, (তবে) আমার রব্ব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না',০	قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
৫৩. 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছাইয়া দিয়াছেন ও উহাতে বানাইয়া দিয়াছেন তোমাদের চলাচলের জন্য পথসমূহ (স্থলে, জলে ও বায়ুমন্ডলে), তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন' ; অতঃপর উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾
৫৪. তোমরা আহার কর ও তোমাদের পশু চরাও ; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।	كُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ ع ١١ ٢
৫৫. আমরা উহা (মৃত্তিকা) হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব।	مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আমরা তো তাহাকে (ফিরআ'উনকে) আমাদের নিদর্শনগুলির[৫৯২] প্রতিটি দেখাইয়াছিলাম ; কিন্তু সে (ঐগুলি) মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও অবাধ্য হয়।	وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ اَبٰى ﴿٥٦﴾
৫৭. সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য' ?	قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾
৫৮. 'সুতরাং আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট	فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا

রুকু' ০২

৫৯১। فِيْ كِتٰبٍ: অর্থ 'লাওহে মাহফুযে' (সংরক্ষিত ফলকে) অথবা আ'মলনামায়।

৫৯২। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.) এর মাধ্যমে যে সকল মুজিযা দেখাইয়াছিলেন তাহা ঐ সমস্ত নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

আনিব ইহার অনুরূপ যাদু, অতএব এক খোলামাঠে আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারিত কর এক প্রতিশ্রুত সময়, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না’।	وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَ لَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿۵۸﴾
৫৯. সে বলিল, ‘তোমাদের নির্ধারিত সময় মেলার দিন এবং যেইদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে’।	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَ اَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿۵۹﴾
৬০. অতঃপর ফিরআ’উন উঠিয়া গেল এবং পরে তাহার চক্রান্তসমূহ একত্রিত করিল, অতঃপর আসিল।	فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿۶۰﴾
৬১. সে (মূসা) উহাদিগকে বলিল, ‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করিও না, করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সে-ই ব্যর্থ হইয়াছে’।	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿۶۱﴾
৬২. অতঃপর উহারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল।	فَتَنَازَعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿۶۲﴾
৬৩. উহারা বলিল, ‘এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদের যাদু দ্বারা তোমাদের দেশ হইতে তোমাদিগকে বহিষ্কার করিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে’।	قَالُوْۤا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿۶۳﴾
৬৪. ‘অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সে-ই সফল হইবে’।	فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿۶۴﴾
৬৫. উহারা বলিল, ‘হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি’ ?	قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿۶۵﴾

৬৬. সে বলিল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর', উহাদের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ (মূসার মনে হইল) উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিতেছে।	قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
৬৭. অনন্তর মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল।	فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾
৬৮. আমরা বলিলাম, 'ভয় করিও না নিশ্চয় তুমিই সমুচ্চে (বিজয়ী)'।	قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾
৬৯. 'আর তোমার দক্ষিণহস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, উহা গ্রাস করিবে তাহারা যে যাদু-কৌশল করিয়াছে ; উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের চাতুর্য ; এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক, সফল হইবে না'।	وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾
৭০. অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল[৫৯৩] ও বলিল, 'আমরা হারূণ ও মূসার রব্ব এর প্রতি ঈমান আনিলাম'।	فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى ﴿٧٠﴾
৭১. (ফিরআ'উন) বলিল, 'কী, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার (মূসার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে! দেখিতেছি, সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে, সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী'।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَ لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى ﴿٧١﴾
৭২. তাহারা (যাদুকররা) বলিল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে উহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার	قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا

৫৯৩। اُلْقِيَ : নিক্ষেপ করিল ; অর্থাৎ মুজিযা দর্শনে যাদুকরেরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া সিজদায় পতিত হইল।

উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না ; সুতরাং তুমি সমাধা কর যাহা তুমি করিতে চাও ; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার' ;০	تَقْضِ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾
৭৩. 'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের রব্ব এর প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা ; আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'।•	اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَ مَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٣﴾
৭৪. যে তাহার রব্ব এর নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম ; সেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।	اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾
৭৫. এবং যে তাঁহার নিকট আসিবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, তবে উহাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা-০	وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾
৭৬. যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; এবং এই পুরস্কার তাহাদেরই- যাহারা পরিশুদ্ধ।	جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾
৭৭. আমরা অবশ্যই মূসার প্রতি অহি করিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ করিয়া লও, পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিবার আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না।	وَ لَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾
৭৮. অনন্তর ফিরআ'উন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, অতঃপর (লোহিত) সাগরে উহারা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া গেল ;০	فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
৭৯. আর ফিরআ'উন তাহার সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সে সৎপথ দেখায় নাই।	وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَ مَا هَدٰى ﴿٧٩﴾

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾

৮০. হে বানী ইসরাঈল! আমরা তো তোমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে (তাওরাত প্রদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর (পর্বতের) দক্ষিণ পার্শ্বে, আর তোমাদিগকে মান্না ও সাল্ওয়া (দ্র. ২:৫২) প্রেরণ করিয়াছিলাম।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَ مَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾

৮১. তোমাদিগকে যে রিয্ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে উত্তম বস্তু আহার কর এবং ইহাতে সীমালংঘন করিও না, করিলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয়, সে তো ধ্বংস হইয়াই যায়।

وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾

৮২. এবং অবশ্যই আমি অতীব ক্ষমাশীল তাহার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অবিচল থাকে।

وَ مَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾

৮৩. আর হে মূসা! তোমার জাতিকে রাখিয়া কিসে তোমাকে ত্বরা করিতে[৫৯৪] বাধ্য করিল ?

قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾

৮৪. সে বলিল, 'এই তো উহারা আমার অনুগামিতে আছে এবং হে আমার রব্ব! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এইজন্য'।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

৮৫. তিনি বলিলেন, 'আমরা তো তোমার সম্প্রদায়কে (বিপর্যয়মূলক) পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার (চলিয়া আসার) পর এবং সামিরী[৫৯৫] উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে'।

৫৯৪। মিশরে দাসত্বের অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার পরে মূসা (আ.) এর তুর পর্বতে গমন ও সেখানে অবস্থানের পর তাওরাত প্রাপ্তির বিষয় আল্লাহ্ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট সময় না দিয়াই ত্বরা করিয়া আল্লাহ্র সন্নিধানের নিমিত্তে তুর পর্বতে গমন করেন। সেকারণে আল্লাহ্ এমত প্রশ্ন করেন। কিন্তু অনেক তাফসিরবিদের মতে- মূসা (আ.) তাওরাত আনিতে তুর পর্বতে গমনকালে কতিপয় গোত্রীয় প্রধানকে সঙ্গে লন, তবে তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া সকলের পূর্বেই সেখানে পৌছান ; এই ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নহে।

৫৯৫। সামিরী সামিরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, মতান্তরে বানী ইসরাঈলের সামিরী নামক জনৈক ব্যক্তি।

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۭ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾

৮৬. অতঃপর মূসা তাহার জাতির নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া, সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব্ব কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি আপতিত হউক তোমাদের রব্ব এর ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত (সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার) অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে'?

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

৮৭. উহারা বলিল, 'তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই, তবে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় লোকের অলংকারের বোঝা[৫৯৬] এবং আমরা উহা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করি যেইরূপে সামিরীও নিক্ষেপ করে'-০

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰـهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۙ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. পরে সে উহাদের জন্য গড়িল এক গোবৎস-অবয়ব যাহাতে হাম্বারব হইত, উহারা বলিল, 'ইহা তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে' ;০

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি উহারা লক্ষ্য করে না যে, উহা তাহাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না?

ع ১৩ ৭

রুকু' ০৪

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯০. আর হারূণ উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে বিপর্যয়ে ফেলা হইয়াছে, আর নিশ্চয় তোমাদের রব্ব পরম করুণাময় সুতরাং আমার আনুগত্য কর এবং আমার আদেশ মান্য কর'।

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ

৯১. (উহারা) বলিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে

৫৯৬। বানী ইসরাঈদের নিকট ক্বিবতীদের গচ্ছিত স্বর্ণালঙ্কার যাহা তাহারা মিশর হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল।

কিছুতেই বিরত হইব না'।	اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾
৯২. মূসা বলিল, 'হে হারূণ! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল'-০	قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾
৯৩. 'আমার অনুসরণ করা হইতে ? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে' ?	اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾
৯৪. হারূণ বলিল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ[৫৯৭] ধরিও না, আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে তুমি বলিবে, 'তুমি বানী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার কথাপালনে যত্নবান হও নাই'।	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾
৯৫. মূসা বলিল, 'হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী' ?	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾
৯৬. সে বলিল, 'আমি দৃষ্টি দিয়াছিলাম যাহা উহারা লক্ষ্য করে নাই, সুতরাং আমি রসূলের আদর্শের (আছারের) কিয়দংশ ধারণ করি[৫৯৮], অতঃপর আমি উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই, এবং এইরূপ করা আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল'।	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَ كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾
৯৭. (মূসা) বলিল, 'সুতরাং দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে, 'আমি অস্পৃশ্য', এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল যাহার ব্যতিক্রম কখনও হইবে না এবং তুমি তোমার ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় রত ছিলে ; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর অবশ্যই উহাকে	قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৫৯৭। رَأْس: অর্থ 'মস্তক' দ্বারা মাথার চুল বুঝাইতেছে।

৫৯৮। রসুল মূসা (আ.) এর 'আছার' বা আদর্শ ও তাওহীদি শিক্ষাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া মূর্তিপূজা-শিরকের নিমিত্তে সামেরীর মন শোভিত হয় ; (আবুমুসলিম, রাজী, মু আসাদ, ই আলী প্রভৃতি)। প্রচলিত মতে 'রসূল' এর অর্থ এই স্থলে জিবরীল (আ.) ধরা হয় ; আর সামেরী তাঁহার বাহকের পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি ধূলা লইয়া গো-বৎস মূর্তিতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বিক্ষিপ্ত করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব'।	
৯৮. বাস্তবিকপক্ষে তোমাদের ইলাহ্ আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; (তাঁহার) জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে ব্যাপ্ত।	اِنَّمَآ اِلٰـهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾
৯৯. এইভাবে পূর্বে ঘটিত সংবাদের অংশ বিশেষ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি, এবং আমাদের নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি যিক্‌র (কুরআন),০	كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾
১০০. যে ইহা (কুরআন) হইতে বিমুখ হইবে সে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই (মহাপাপের) ভার[৫৯৯] বহন করিবে-০	مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾
১০১. উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে ; এবং ক্বিয়ামতের দিন এই বোঝা উহাদের জন্য হইবে কতই না মন্দ!	خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾
১০২. সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং অপরাধীদিগকে দৃষ্টিহীন[৬০০] অবস্থায় সমবেত করিব,০	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾
১০৩. সেইদিন উহারা পরস্পরে চুপিসারে বলিবে, 'তোমরা (পৃথিবীতে) দশদিন বৈ বেশী অবস্থান কর নাই'!	يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾
১০৪. আমরা ভালমত জানি উহারা কি বলিবে, উহাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম পথের অনুসারী বলিবে, 'তোমরা একদিন বৈ বেশী অবস্থান কর নাই'!	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ ع ١٥ ١٢
১০৫. আর তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'আমার রব্ব সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন'-০	وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

রুকু' ০৫

৫৯৯। وِزْرًا : ভার বা বোঝা ; এ স্থলে ইহার অর্থ মহাপাপ ভারাক্রান্ত অবস্থায় ক্বিয়ামতে উত্থিত হইবে।
৬০০। زُرْقًا : শব্দের অর্থ নীল চক্ষু বিশিষ্ট, ইহা একটি বাগধারা যাহার অর্থ ক্ষুধায়, ভয়ে চোখে অন্ধকার দেখা।

১০৬. 'অতঃপর তিনি উহাকে (পৃথিবীকে) পরিণত করিবেন মসৃণ সমতল ময়দানে (দ্র. টীকা ৫৪৫)'-০	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾
১০৭. 'যাহাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখিবে না' ;০	لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. সেই দিন উহারা আহ্বানকারীর[৬০১] অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক-ওদিক করিতে পারিবে না, পরম করুণাময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনিবে না।	يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. পরম করুণাময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পছন্দ করিবেন সে ব্যতীত কাহারও সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।	يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾
১১০. তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত, কিন্তু তাহারা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না[৬০২]।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾
১১১. আর চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তার সম্মুখে সকলেই হইবে অধোবদন ; এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে যুলুমের ভার বহন করিবে।	وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾
১১২. এবং যে সৎকর্ম করে ও মু'মিন অবস্থায় থাকে, তবে তাহার কোন আশংকা নাই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির।	وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
১১৩. আর এইরূপেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবি ভাষায় এবং উহাতে শাস্তির বিষয় বিশদ বর্ণনা করিয়াছি, যাহাতে তাহারা সাবধান হয় অথবা তাহাদের জন্য উপদেশের বিষয় হয়।	وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

৬০১। অর্থাৎ মালাকের (ফিরিশতার), কারণ মালাকগণ আহ্বান করিবেন।
৬০২। আরও দেখুন আয়াতুল কুরসী ২:২৫৫ আয়াত।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

১১৪. অতএব আল্লাহ্ অতি মহান প্রকৃত অধিপতি, আর তোমার প্রতি তাঁহার অহি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন (তিলাওয়াতে) তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর'।

وَ لَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾ ع

১১৫. আর আমরা তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ (দ্র. ২ : ৩৫) দিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে দৃঢ়-সংকল্পে পাই নাই।

রুকু' ০৬

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿۱۱۶﴾

১১৬. এবং (স্মরণ কর) যখন মালাকগণকে বলিলাম, 'আদমের জন্য সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল ; সে অবাধ্য হইল।

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿۱۱۷﴾

১১৭. অতঃপর আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই সে তোমার ও তোমার জুড়ির (স্ত্রীর) শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের উভয়কে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্টে পড়িবে'।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ﴿۱۱۸﴾

১১৮. 'তোমার জন্য ইহাই রহিল যে তুমি উহাতে ক্ষুধার্তও হইবে না এবং নগ্নও হইবে না'-০

وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ﴿۱۱۹﴾

১১৯. 'এবং সেখানে পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না'।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾

১২০. অতঃপর শাইত্বান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা' ?

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَ عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾

১২১. অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে (ফল) ভক্ষণ করিল ; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদিগকে আবৃত করিতে লাগিল, আর আদম তাহার রব্ব

এর হুকুম অমান্য করিল ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল,০	
১২২. ইহার পর তাহার রব্ব তাহাকে মনোনীত করিলেন, অতঃপর তাহার তাওবা ক্বুবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন।	ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى ﴿١٢٢﴾
১২৩. তিনি বলিলেন, '(শাইত্বান ও তোমরা) উভয় দলই উহা (জান্নাত) হইতে নামিয়া যাও- তোমরা একদল অপর দলের শত্রু, পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট পথনির্দেশ আসিলে যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না'।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾
১২৪. 'আর যে আমার উপদেশ হইতে বিমুখ থাকিবে, তবে অবশ্যই তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত ও আমরা তাহাকে ক্বিয়ামত দিনে উত্থিত করিব অন্ধ[৬০৩] অবস্থায়'।	وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾
১২৫. সে বলিবে, 'হে আমার রব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে ? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান'।	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
১২৬. তিনি বলিবেন, 'এইরূপই আমাদের আয়াতসমূহ তোমার নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া ছিলে[৬০৪], এবং সেইরূপে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে'।	قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾
১২৭. এবং এইভাবেই আমরা শাস্তি দেই তাহাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার রব্ব এর আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে না ; আর পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও স্থায়ী।	وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى ﴿١٢٧﴾
১২৮. ইহাও কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল	اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ

৬০৩। ক্বিয়ামতে প্রথম পর্যায়ে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হইবে, পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ই ফা।
৬০৪। অর্থাৎ তুমি বর্জন করিয়াছিলে। (দ্র. ১৭ : ৭২)।

يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾ ع ١٦

না যে, আমরা ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি[৬০৫] কত মানব গোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।

রুকু' ০৭

وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১২৯. আর তোমার রব্ব এর পূর্বসিদ্ধান্ত ও একটা কাল নির্ধারিত না থাকিলে অবশ্যম্ভাবী হইত আশু শাস্তি ;০

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩০. সুতরাং উহারা যাহা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং রাত্রির কিয়দংশে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও[৬০৬], যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٣١﴾

১৩১. আর তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিবে না (দ্র. টীকা ৪৮৩) উহার প্রতি- যাহা তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ; এবং (মনে রাখিও) তোমার রব্ব-প্রদত্ত রিয্ক্ব উৎকৃষ্ট ও টেকসই।

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সলাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচল থাক ; আমরা তোমার নিকট কোন জীবিকা চাহি না ; আমরাই তোমাকে জীবিকা দেই ; এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য।

وَ قَالُوْا لَوْ لَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَ لَمْ

১৩৩. এবং উহারা বলে, 'সে তাহার রব্ব এর নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন

৬০৫। মানুষ কর্মদোষে পূর্বেও ধ্বংস হইয়াছে। তাহারা ইহা জানিয়াও শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না।

৬০৬। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর, সূর্যাস্তের পূর্বে আসর, রাত্রিকালে মাগরিব ও ইশা এবং দিবসের প্রান্তে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া যাওয়ার পরে যোহর– এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিবরণ এখানে দেওয়া হইয়াছে।

আনয়ন করে না কেন' ? উহাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ?	تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾
১৩৪. আর যদি আমরা উহাদিগকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, 'হে আমাদের রব্ব! তুমি কেন আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করিলে না ? করিলে আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবার পূর্বে তোমার নির্দেশ মানিয়া চলিতাম'।	وَ لَوْ اَنَّـآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَ نَخْزٰى ﴿١٣٤﴾
১৩৫. বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষমাণ সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরল পথে আর কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে'।	قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾ ع ৪ ১৭

রুকু' ০৮

পারা ১৭

২১- সূরা আলআম্বিয়া

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১	হিসাব নিকাশের দিন নিকটবর্তী, কিন্তু মানুষ এ সম্পর্কে উদাসীন।
০২-১০	রসূল ও কিতাবের ব্যাপারে লোকদের আপত্তি। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবই তাহাদের মুক্তির পথ।
১১-২৯	প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হইয়াছে। আল্লাহ্ হক্ব দ্বারা বাতিলকে আঘাত করেন, পরিণতিতে বাতিল বিদূরিত হয়। একাধিক ইলাহ্ থাকিলে সবকিছু ধ্বংস হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌র এককত্ব। শির্‌কের বাতুলতা।
৩০-৩৫	জীবন সৃষ্টির তত্ত্ব। নাবী এবং সকল মানুষ মরণশীল।
৩৬-৫০	নাবীদের প্রতি সমাজের বিরূপ আচরণ। কাফেররা যালিম। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সুবিচার করিবেন।
৫১-৭৫	নিজ পিতা ও জাতির কাছে ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত। ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তাওহীদের যুক্তি। ইবরাহীম (আ.) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ও অগ্নি সুশীতলকরণ। ইবরাহীম (আ.) এর বংশধরদের মধ্য হইতে নেতৃত্ব প্রদান এবং তাহাদের জন্য কল্যাণের নির্দেশ। লূত (আ.) জাতির অপকর্ম।
৭৬-৭৭	নূহ (আ.) কে তাঁহার জাতির চক্রান্ত থেকে উদ্ধার।
৭৮-৮২	দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
৮৩-৯৪	আইউব, ইসমাঈল, ইদরিস, যুল-কিফ্‌ল, ইউনুস, যাকারিয়া (আ.) এবং মারইয়াম এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তাহারা সকলেই ছিলেন একই আদর্শের অনুসারী।
৯৫-১১২	ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রকাশ। ক্বিয়ামত নিকটবর্তী। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল উপাস্য ও তাহাদের উপাসকরা জাহান্নামী। যাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে তাহারা থাকিবে জান্নাতে। পৃথিবীর ওয়ারিশ হইবে সালিহ্ লোকেরা। মুহাম্মাদ (স.) রহমাতুল্লিল আ'লামিন।

২১- সূরা আলআম্বিয়া

মাক্কী ; আয়াত ১১২, রুকূ' ৭

٢١ سُوْرَةُ الْاَنْۢبِيَآءِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١٢ ركوعاتها ٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন অথচ উহারা উদাসীনতায় বিমুখই রহিয়াছে,০

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ﴿١﴾

২. যখনই উহাদের নিকট উহাদের রব্ব এর কোন নূতন উপদেশ (বাণী) আসে উহারা তাহা ক্রীড়াচ্ছলে শ্রবণ করে-০

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ﴿٢﴾

৩. উহাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী ; যাহারা যালিম তাহারা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া-শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে' ?	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّجْوَى ۛ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۛ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣
৪. (রসূল) বলিল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রব্ব অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।	قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۫ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤
৫. উহারা ইহাও বলে, 'এই সমস্ত অলীক স্বপ্ন (কল্পনা), হয় সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি, অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তীগণ'।	بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥
৬. ইহাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমরা ধ্বংস করিয়াছি উহার অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি ঈমান আনিবে ?	مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦
৭. আর তোমার পূর্বে আমরা মানুষই পাঠাইয়াছিলাম যাহাদের প্রতি অহি করিতাম, অতএব জ্ঞানীদিগকে[৬০৭] জিজ্ঞাসা কর, তোমরা যদি না জান।	وَ مَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧
৮. এবং আমরা তাহাদিগকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না, আর তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না।	وَ مَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨
৯. অতঃপর তাহাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম, ফলতঃ আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আর ধ্বংস করিয়াছিলাম অপরাধীদিগকে।	ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَ مَنْ نَّشَآءُ وَ اَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩
১০. আমরা তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদের জন্য	لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا

৬০৭। অর্থাৎ অবতীর্ণ কিতাব- তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনের জ্ঞান যাহাদের আছে।

রুকু' ০১

উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?	تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾ ع ١
১১. আর আমরা ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ (যাহার অধিবাসীরা) ছিল অত্যাচারী এবং উহাদের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপরাপর জাতি।	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾
১২. অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল, তখনই উহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ;০	فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾ ط
১৩. (উহাদিগকে বলা হইয়াছিল) 'পলায়ন করিও না এবং তোমাদের যে ভোগ-সম্ভার দেওয়া হইয়াছে উহার নিকট ও তোমাদের আবাস গৃহে ফিরিয়া চল[৬০৮], হয়ত তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে'।	لَا تَرْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَ مَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালিম'।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অনন্তর উহাদের এই আর্তনাদ চলিতে থাকে উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ না করা পর্যন্ত।	فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহাকিছু উহাদের অন্তর্বর্তী তাহা আমরা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।	وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আমরা যদি* তামাশার উপকরণ চাহিতাম তবে আমরা আমাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম, আমরা তাহা করি নাই[৬০৯]।	لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. কিন্তু আমরা সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর, ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; আর	بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۭ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

৬০৮। মালাক (ফিরিশতা)গণ বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলিবেন।
৬০৯। اِنْ: এই স্থলে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যাহা মিথ্যারোপ করিতেছ।	
১৯. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই ; আর তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা অহঙ্কারবশে তাঁহার ই'বাদত করা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না,০	وَلَهٗ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَمَنۡ عِنۡدَهٗ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُوۡنَ ۚ﴿۱۹﴾
২০. তাহারা দিবারাত্র তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, শৈথিল্য করে না।	يُسَبِّحُوۡنَ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُوۡنَ ﴿۲۰﴾
২১. উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম ?	اَمِ اتَّخَذُوۡۤا اٰلِهَةً مِّنَ الۡاَرۡضِ هُمۡ يُنۡشِرُوۡنَ ﴿۲۱﴾
২২. যদি* এতদুভয় (আকাশ ও পৃথিবী) এর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত, তবে উভয়েই বিপর্যস্ত হইত, অতএব উহারা যাহা মিথ্যারোপ করে তাহা হইতে, আ'র্‌শের রব্ব, (আল্লাহ্) পবিত্র মহান।	لَوۡ كَانَ فِيۡهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইবে না ; বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।	لَا يُسۡـَٔـلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔـلُوۡنَ ﴿۲۳﴾
২৪. উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে ? বল, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, ইহাই আমার সহিত যাহারা আছে তাহাদের জন্য উপদেশ এবং (একই) উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য' ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না- প্রকৃত সত্য, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।	اَمِ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَكُمۡ ۚ هٰذَا ذِكۡرُ مَنۡ مَّعِىَ وَذِكۡرُ مَنۡ قَبۡلِىۡ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۙ الۡحَقَّ فَهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿۲۴﴾
২৫. এবং তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই অহি ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং	وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۲۵﴾

তোমরা আমারই ই'বাদত কর'।	
২৬. আর তাহারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন', তিনি পবিত্র, মহান! বরং (মালাকগণ তাঁহার) সম্মানিত দাসসমূহ-০	وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾
২৭. তাহারা তাঁহার আগ বাড়াইয়া কথা বলে না ; এবং তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কর্ম করিয়া থাকে।	لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾
২৮. তিনি জানেন তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, আর তাহারা সুপারিশ করে না- উহাদের ব্যতীত যাহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়েই ভীত-সন্ত্রস্ত।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. আর তাহাদের মধ্যে যে বলিবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত', তাহাকে আমরা প্রতিফল দিব জাহান্নাম ; এইভাবেই আমরা যালিমদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।	وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ ع ৬ ২
৩০. যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওৎপ্রোতভাবে[৬১০] অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম ; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি পানি হইতে[৬১১] ; তবু কি উহারা ঈমান আনিবে না ?	اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ়	وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَ

রুকু' ০২

৬১০। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আদিতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির পৃথক পৃথক সত্তা ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি, যাহাকে বলা হয় নীহারিকা, যাহা পরবর্তীতে এক মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ঐগুলি ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, পৃথিবী ও অন্য গ্রহাদির সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয় যে, পুরা বিষয়টি কুরআনে বহু পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৬১১। জীব বিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পানিতেই প্রোটোপ্লাজম (জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান) হইতেই জীবের সৃষ্টি। আবার যাবতীয় জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি কোষের অন্যতম মূল উপাদান হইতেছে পানি। (আরও দেখুন আয়াত ১১:৭, ২৪:৪৫)। ভিন্নমতে: ১) পানি অর্থ নুত্বফাহ্ (কুরতুবী) ২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী প্রথমে বন্ধ ছিল, অতঃপর আল্লাহ্ উভয়কে খুলিয়া দিলেন, অর্থাৎ পূর্বে আকাশ হইতে বৃষ্টি হইত না ও পৃথিবীতে তরুলতা জন্মিত না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বৃষ্টি হইল এবং মাটি উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করিল (ই কাসীর)।

جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

পর্বত, যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায়[৬১২] এবং উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ, যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে।

وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ[৬১৩] ; কিন্তু তাহারা উহার (আকাশস্থিত) নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (আরও দেখুন ৮৬ : ১১, টীকা ১০৯২)।

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর তিনিই (আল্লাহ্) যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র ; প্রতিটিই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। (দ্র. ৩৬ : ৩৭-৪০)

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاْئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন[৬১৪] দান করি নাই ; সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে ?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিপর্যয়ের পরীক্ষা করিয়া থাকি ; এবং আমাদেরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

وَ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর কাফেররা তোমাকে দেখিলে, তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে ; (উহারা বলে), 'এই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে' ? অথচ উহারাই 'আররহমান' এর স্মরণ অস্বীকার করে। (দ্র. ১৩ : ৩০, ২৫ : ৬০)।

৬১২। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণের মতে : পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ গলিত পদার্থের তাপ বিকিরণের ফলে ইহার পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হইয়া ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং উহার উচ্চ অংশগুলিই হইতেছে পর্বত। এই প্রক্রিয়ার দরুন ভূ-ত্বকের বিভিন্ন অংশের ওজনের সমতা রক্ষিত হয় এবং ভূ-ত্বক সুস্থিতি লাভ করে। (আরও ৭৮ : ৭ টীকা ১০৫৩)।

৬১৩। পানি বাষ্প হইয়া যে মেঘ হয়, ছাদস্বরূপ (দুনিয়ার) আকাশ উহাকে বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেয়। কিছু রেডিও সিগনাল আকাশের বিশেষ স্তর (Ionosphere) হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে বিধায় টেলিকম্যুনিকেশন সম্ভব হয়। আবার নক্ষত্ররাজী হইতে নির্গত ক্ষতিকারক কসমিক রশ্মিকে আকাশ ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়া পৃথিবীকে বিপর্যয় মুক্ত করিয়া থাকে।

৬১৪। কাফেররা বলিত, মুহাম্মাদ (স.) এর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বীনও বিলুপ্ত হইবে। আর তিনি যদি সত্য নাবী হন, তবে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। প্রত্যুত্তরে এই আয়াত।

৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ ; শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।	خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে' ?	وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. হায়, যদি* কাফেররা সেই সময়ের কথা জানিত যখন তাহারা তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎদিক হইতে আসা অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না!	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَ لَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. বরং উহা তাহাদের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে, ফলে তাহারা উহার প্রতিরোধে সমর্থ হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।	بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং তোমার পূর্বে অনেক রসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইত ; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত[৬১৫] তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।	وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ ع
৪২. বল, 'আররহমান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে'? তবুও তাহারা তাহাদের রব্ব এর উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।	قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তবে কি আমরা ব্যতীত তাহাদের এমন ইলাহ্ আছে, যাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে ? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে সমর্থ হয় না এবং আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্যকারীও থাকিবে না।	اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾

রুকু' ০৩

৬১৫। রসূলগণ আযাব আসিবার ভয় দেখাইলে কাফেররা উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। পরিশেষে সত্য সত্যই আযাব আসিল এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. বস্তুত আমরাই তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে ভোগসম্ভার দিয়াছিলাম ; অধিকন্তু তাহাদের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ ; তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আমরা তাহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত[৬১৬] করিয়া আনিতেছি ; তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۫ وَ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. বল, 'আমি তো কেবল অহি দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি', কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না।

وَ لَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আর তোমার রব্ব এর শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম'!

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমরা স্থাপন করিব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড, সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না ; এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবু উহা গণ্য করিব ; আর হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আর আমরা তো মূসা ও হারূণকে দিয়াছিলাম 'ফুরক্বান' (দ্র. টীকা ৩৭), প্রদীপ ও উপদেশ মুত্তাক্বীদের জন্য-০

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. যাহারা না দেখিয়াও তাহাদের রব্বকে ভয় করে এবং তাহারা ক্বিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

وَ هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫০. এবং ইহা (কুরআন) কল্যাণময় উপদেশ, আমরা ইহা নাযিল করিয়াছি ; তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর ?●

● এক চতুর্থাংশ
রুকু' ০৪

الربع ٤ ع ٤

৬১৬। মুসলিমগণের যতই জয় হইতে থাকে ততই কাফেরদের দেশ সংকুচিত হইতে থাকে, উহারা আর বিজয়ী হইতে পারিবে না, ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৫১. আর আমরা তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত,০	وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾
৫২. যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিল, 'কী এই মূর্তিগুলি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ'!	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের পূজা করিতে দেখিয়াছি'।	قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও'।	قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. উহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ, না কি তুমি কৌতুক করিতেছ' ?	قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. সে বলিল, 'বরং, তোমাদের রব্ব তো আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব, যিনি উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী'।	قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۫ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলিয়া গেলে তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে আমি অবশ্যই কৌশল করিব'[৬১৭]।	وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. পরে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ঐগুলিকে, প্রধানটি ব্যতীত, যাহাতে তাহারা (মূর্তিপূজকেরা) ইহার প্রতি ফিরিয়া আসে।	فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তাহারা বলিল, 'আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে ? নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারী'।	قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬১৭। ইবরাহীম (আ.) কথাগুলি স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন অথবা অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলেন।

৬০. কেহ কেহ বলিল, 'ইবরাহীম নামে এক যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি' ;০	قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. তাহারা বলিল, 'তাহাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে' ।	قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তাহারা বলিল, 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ' ?	قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. সে বলিল, 'বরং (মনে হয়) উহাদের এই প্রধান, সে-ই ইহা করিয়াছে, সুতরাং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি উহারা কথা বলিতে পারে' ।	قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তখন তাহারা নিজেদের সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং (পরস্পরকে) বলিতে লাগিল 'আসলে যালিম তো তোমরাই'!	فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতঃপর উহাদের মস্তক অবনত হইয়া গেল, এবং (তাহারা বলিল) 'তুমি তো জান যে ইহারা কথা বলে না' ।	ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে (ইবরাহীম) বলিল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ই'বাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না' ?	قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
৬৭. 'ধিক্ তোমাদিগকে ও আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ই'বাদত কর উহাদিগকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না' ?	اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. (তাহারা) বলিল, 'তাহাকে পোড়াইয়া দাও এবং সাহায্য কর (প্রতিশোধ লও) তোমাদের দেবতাদের তোমরা যদি কিছু করিতে চাও' ।	قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আমরা বলিলাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও'-০	قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. আর উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমরা উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত[৬১৮],০

وَ نَجَّيْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং আমরা তাহাকে এবং লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে[৬১৯] যেখানে আমরা কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য।

وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَ يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَ كُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক্ব ; এবং অতিরিক্ত (পৌত্ররূপে) ইয়া'কূব ; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মশীল।

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করিত, এবং তাহাদিগকে অহি করিয়াছিলাম- সৎকর্ম করিতে, সলাত ক্বায়েম করিতে ও যাকাত প্রদান করিতে ; আর তাহারা আমাদেরই ই'বাদত করিত-০

وَ لُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে ; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী-০

وَ اَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর তাহাকে আমরা আমাদের অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম ; নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

রুকু' ০৫

وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. এবং (স্মরণ কর) নূহকে, পূর্বে সে যখন আহ্বান করিয়াছিল তখন আমরা সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,০

৬১৮। উহারা আর সফলকাম হইল না।
৬১৯। শাম (সিরিয়া) অথবা ফিলিস্তীনে।

৭৭. আর আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই জাতির বিরুদ্ধে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল; নিশ্চয়ই উহারা ছিল এক জঘন্য জাতি, এইজন্য উহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।	وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۷۷﴾
৭৮. এবং (স্মরণ কর) দাঊদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তাহারা বিচার করিতেছিল[৬২০] শস্যক্ষেত্র বিষয়ে ; উহাতে রাত্রিকালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল কোন লোকের মেষ, আর আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহাদের বিচারকার্য -০	وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿۷۸﴾
৭৯. তবে সুলাইমানকে দিয়াছিলাম এ মীমাংসার বুঝ, এবং উভয়ের প্রত্যেককে আমরা দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আমরা অধীন করিয়া দিয়াছিলাম পর্বত ও পক্ষীকূলকে- উহারা দাঊদের সহিত পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত ; আর আমরাই ছিলাম (এই সমস্তের) কর্তা।	فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَ كُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا ۫ وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ ؕ وَ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۷۹﴾
৮০. আর আমরা তাহাকে (দাঊদকে) তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে, অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে ?	وَ عَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿۸۰﴾
৮১. এবং সুলাইমানের জন্য (বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম) ঝঞ্ঝাময় বায়ুকে (উহা) তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমরা কল্যাণ রাখিয়াছি ; এবং প্রতিটি বিষয়ে আমরাই সম্যক জ্ঞাত।	وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿۸۱﴾
৮২. এবং শাইত্বানদের (অবাধ্য জিন্নদের) মধ্যে	وَ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَ يَعْمَلُوْنَ

৬২০। এক ব্যক্তির কয়েকটি মেষ এক কৃষকের কিছু ক্ষেত নষ্ট করে, কৃষক বিচারপ্রার্থী হইলে দাউদ (আ.) ক্ষতিপূরণস্বরূপ মেষগুলি কৃষককে প্রদান করিতে রায় দেন। তখন সুলাইমান (আ.) বলিলেন, 'আমার মতে কৃষকের নিকট মেষগুলি থাকিবে এবং সে উহাদের দুদ্ধ পান করিবে। আর মেষের মালিক ক্ষেতটিতে পানি সিঞ্চন করিতে থাকিবে। ক্ষেতটি পূর্বাবস্থা লাভ করিলে সে মেষগুলি ফেরত পাইবে। তখন দাউদ (আ.) নিজের রায় নাকচ করিয়া পুত্রের রায় গ্রহণ করিলেন। আয়াতটি এই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত ও ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত, আর আমরা ছিলাম উহাদের রক্ষাকারী-০	عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. এবং (স্মরণ কর) আইউবের কথা[৬২১], যখন সে তাহার রব্বকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'!	وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তখন আমরা তাহার ডাকে সাড়া দিলাম, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সহিত তাহাদের মত আরও দিলাম- আমাদের পক্ষ হইতে দয়াস্বরূপ ও আনুগত্যশীলদের জন্য স্মরণযোগ্যরূপে।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং (স্মরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফ্‌ল-এর কথা ; তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত,০	وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَاالْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর তাহাদিগকে আমরা আমাদের অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম ; নিশ্চয় তাহারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।	وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এবং (স্মরণ কর) যুন্‌নূন এর কথা[৬২২] যখন ক্রোধ ভরে সে চলিয়া গেল[৬২৩] এবং মনে করিল, আমরা তাহার জন্য কখনও (শাস্তির) ব্যবস্থা নিব না, পরে অন্ধকার (মৎস উদর) হইতে সে দুআ' করিল, 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তুমি পবিত্র মহান! আমি তো যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি,০	وَ ذَاالنُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৬২১। ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর উত্তর আরবের অধিবাসী ছিলেন আইউব (আ.)। (দ্র. ৩৮ : ৪১-৪৪)।

৬২২। ذَاالنُّوْنِ : শব্দের অর্থ মৎসের অধিকারী বা মৎস সম্পর্কিত ব্যক্তি। ইহা দ্বারা হযরত ইউনূস (আ.) কে বুঝানো হইয়াছে।

৬২৩। ইউনুস (আ.) এর জাতি হিদায়াত গ্রহণ না করায় তিনি ক্রোধভরে দেশ ত্যাগ করেন। সে সময় জাতিকে সতর্ক করেন যে, তিন দিনের মধ্যে আযাব আসিবে ; কিন্তু আল্লাহ্‌র পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দেশ ত্যাগের কারণে তাঁহাকে মৎস্যের উদরে থাকিতে হয়। (দ্র. ৩৭ : ১৩৯-১৪২)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُـْٔجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. তখন আমরা তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম- এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে ; এবং এইভাবেই আমি মু'মিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

وَ زَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹﴾ ۚ

৮৯. এবং (স্মরণ কর) যাকারিয়ার কথা, যখন সে তাহার রব্বকে নিবেদন করিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে একা রাখিও না[৬২৪], আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী',০

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۗ وَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. অতঃপর আমরা তাহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাহাকে দান করিলাম ইয়াহ্ইয়া ও উহার জন্য তাহার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) উপযোগী করিয়া দিয়াছিলাম ; নিশ্চয়ই তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত এবং তাহারা আমাদিগকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত ; এবং তাহারা ছিল আমাদের নিকট বিনীত।

وَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. এবং সেই নারী (মারইয়াম) যে রক্ষা করিয়াছিল নিজ সম্ভ্রম, অতঃপর তাহার মধ্যে আমাদের রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾

৯২. এই যে তোমাদের জাতি- ইহা তো একই জাতি, আর আমি তোমাদের রব্ব সুতরাং আমার ই'বাদত কর।

وَ تَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿۹۳﴾ ع

৯৩. কিন্তু তাহারা দ্বীনকে নিজেদের মধ্যে খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল (দ্র. ২৩ : ৫৩) ; (পরিশেষে) প্রত্যেকেই আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

রুকু' ০৬ — ৬ ৬ ১৮

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

৯৪. সুতরাং যে কেহ সৎকর্ম করে এবং সে মু'মিন হয়, তবে তাহার প্রচেষ্টা (কখনই)

৬২৪। 'আমাকে একা রাখিও না' : এখানে অর্থ 'আমাকে নিঃসন্তান রাখিও না'। যাকারিয়া (আ.) এর বিস্তারিত দ্র. ৩ : ৩৭-৪১, ১৯ : ২-১৫।

অগ্রাহ্য হইবে না, এবং নিশ্চয় আমরা তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করি।	كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. যে জনপদ আমরা ধ্বংস করি উহার সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় হয় যে উহারা (পাপাচার হইতে) ফিরিবে না।	وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. (পাপাচার এমত হইবে) যে পর্যন্ত না ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর বিস্তার ঘটিবে এবং উহারা প্রতিটি উচ্চস্থল হইতে ছুটিয়া আসিবে[৬২৫]।	حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. এবং অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হইলে অকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে ; (উহারা বলিবে), 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এই বিষয়ে ছিলাম উদাসীন ; না, আমরাই ছিলাম যালিম'।	وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. নিশ্চয় তোমরা ও আল্লাহ্‌র পাশাপাশি যাহাদের তোমরা ই'বাদত কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন ; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে।	اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. যদি* উহারা ইলাহ্ হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না ; আর প্রত্যেকেই ইহাতে স্থায়ী হইবে।	لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. সেখানে থাকিবে উহাদের আর্তনাদ এবং সেখানে উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না।	لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. যাহাদের জন্য আমাদের হইতে পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে- তাহাদিগকে উহা (জাহান্নাম) হইতে দূরে রাখা হইবে-০	اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾

৬২৫। অর্থাৎ পাপাচার এইরূপ হইবে যে, যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর বিপর্যয় ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করিবে এবং উহারা তখনও (পাপাচার হইতে) ফিরিবে না ; (দ্র: ১৮ : ৯৪, টীকা ৫৬৮)। বিভিন্ন বর্ণনামতে ইহারা মোঙ্গল ও তাতার জাতি, কিন্তু বাস্তবে ইহা নির্ণয় হয় নাই। 'প্রতিটি উচ্চস্থল হইতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর ফিৎনা বিস্তার ঘটিবে'; প্রতীকী অর্থে : পার্থিব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যথা : কৃষ্টি, কালচার, টেকনোলজি, জীবনের মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয়, দূর্নীতি ইত্যাদি, সর্বস্তরে ক্বিয়ামতের পূর্বে সর্বনাশা ফিত্‌নার বিস্তার ঘটিবে।

১০২. তাহারা উহার (জাহান্নামের) ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না, এবং সেখানে তাহারা তাহাদের মন যাহা চায় চিরকাল উহা ভোগ করিবে,০	لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. মহাভীতি তাহাদিগকে বিষাদক্লিষ্ট করিবে না এবং মালাকগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে (এই বলিয়া), 'এই তোমাদের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল'।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. সেইদিন আকাশকে গুটাইয়া ফেলিব যেভাবে গুটান হয় লিখিতপত্র[৬২৬]; যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমাদের কর্তব্য ; আমরা ইহা অবশ্যই করিব।	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾
১০৫. আর নিশ্চয় আমরা 'যিক্‌র' এর পর যাবূরে লিখিয়া দিয়াছি[৬২৭] যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে।	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. নিশ্চয়ই ইহাতে রহিয়াছে বার্তা আনুগত্যশীল সম্প্রদায়ের জন্য ;০	اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ ؕ
১০৭. আর আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. বল, 'আমার প্রতি অহি হয় যে বস্তুত তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে' ?	قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে ঘোষণা দিয়াছি এবং তোমাদিগকে যে বিষয়ে (ক্বিয়ামত)	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

৬২৬। দলিল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্রাদি যেভাবে গুটাইয়া রাখা হয় উহার সঙ্গে আকাশকে গুটাইয়া ফেলার তুলনা করা হইয়াছে।

৬২৭। اَلذِّكْرُ : উপদেশ, ইহার অর্থ লাওহি মাহ্‌ফূয ও হয়। زَبُوْرٌ : লিখিত পুস্তক, এখানে আসমানী কিতাব ; অনেকে এখানেও ইহার অর্থ লাওহি মাহ্‌ফূয করিয়াছেন। (ই ফা)। মূল কথা : লাওহি মাহ্‌ফুযে রক্ষিত কিতাবসমূহে লিখিত হইয়াছে 'আমার সৎকর্মশীল অনুগতরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে' (দ্র. ৭ : ৩২)।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না, তাহা আসন্ন, না দূরস্থিত'।	
১১০. নিশ্চয় তিনি জানেন যাহা কথায় প্রকাশ হয় এবং যাহা তোমরা গোপন কর।	اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾
১১১. 'আমি জানি না হয়ত ইহা[৬২৮] তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্য'।	وَ اِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾
১১২. সে (রসূল) বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি ন্যায়ত মীমাংসা করিয়া দিও ; আর আমাদের রব্ব তো পরম করুণাময়, (একান্ত) সহায়স্থল- উহার মুকাবিলায় তোমরা যাহা প্রচারণা করিতেছ।•	قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

রুকু' ০৭ • ত্রয়োবিংশ

النصف ٢٤

২২- সুরা আলহাজ্জ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১০	ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা। পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারীদের জন্য মানুষ সৃষ্টি এবং পানির সাহায্যে শুকনো ভূমি হইতে উদ্ভিদ উৎপন্নের উপমা। পুনরুত্থানে বিতর্ককারীদের কাছে কোনো যুক্তিও নাই, প্রমাণও নাই।
১১-২২	যাহারা প্রান্তে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্‌র ই'বাদত করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত দুইটিই হারায়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সকল মানুষের মধ্যে ফায়সালা করিবেন। মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না, উহারাই জাহান্নামী।
২৩-২৫	তবে যাহারা ঈমান আনে ও আ'মলে সালিহ্ করে, তাহারা জান্নাতে যাইবে। যাহারা কুফুরি করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আযাব।
২৬-৩৮	কা'বা নির্মাণ ও হজ্জের সূচনার ইতিহাস। কুরবানির বিধান।
৩৯-৪১	রসূল (স.) কে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান। ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যক্রম।
৪২-৭২	সকল নাবীকেই তাহাদের জাতির লোকেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাকড়াও করিয়াছিলেন। রসূল (স.) একজন সতর্ককারী। আল্লাহ্‌র পথে হিজরত ও শাহাদাতের মর্যাদা। আল্লাহ্ মহাবিশ্বের মালিক ও পরিচালক। আল্লাহ্ প্রত্যেক উম্মতকে ই'বাদতের পদ্ধতি দিয়েছেন। মুশরিকরা কুরআনের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে।
৭৩-৭৮	আল্লাহ্‌র সহিত যাহাদিগকে শরীক করা হয় তাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম। মু'মিনদের প্রতি উপদেশ। জিহাদের নির্দেশ। ইবরাহীম (আ.) মুসলিম জাতির পিতা।

৬২৮। এখানে ৪ : সর্বনাম দ্বারা যে বিষয়ে (আশু শাস্তি বা ক্বিয়ামত) সতর্ক করা হইয়াছে তাহা অথবা বিরতি বা অবকাশ দ্বারা পরীক্ষা।

২২- সুরা আলহাজ্জ

মাদানী ; আয়াত ৭৮, রুকূ' ১০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

٢٢ سُوْرَةُ الْحَجِّ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٧٨ ركوعاتها ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের রব্বকে, নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার!

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾

২. যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে, আর মানুষকে তুমি দেখিবে নেশাগ্রস্তসদৃশ যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে ; বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি বড়ই কঠিন।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾

৩. আর মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইত্বানের-০

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٣﴾

৪. তাহার সম্বন্ধে এই বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে, সে অবশ্যই তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নি-শাস্তির দিকে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَ يَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٤﴾

৫. হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে (অনুধাবন কর যে) নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তারপর নুত্বফাহ্‌ হইতে, তারপর ঝুলন্তপিন্ড (আ'লাক্ব)[৬২৯] হইতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড হইতে- তোমাদের

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى

৬২৯। عَلَقَةٌ : সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। সাধারণত ইহার অর্থ রক্তপিণ্ড করা হয়। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞান অনুযায়ী মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের ধারায়, পুরুষের নুত্বফাহ্‌ ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হইয়া যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তাহা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং এই সম্পৃক্তির ফলে গর্ভাধান স্থায়ী হয়। এই কারণে আ'লাক্ব শব্দের অনুবাদ ঝুলন্ত পিণ্ড করা হইয়াছে। (দ্র. ২৩:১২-১৪, ৯৬:২ আয়াতসমূহ)।

নিকট সুস্পষ্ট করিতে[৬৩০] এবং যেভাবে ইচ্ছা করি- এক নির্দিষ্ট কালের জন্য জরায়ুতে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও, তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে সে যাহা কিছু জানিত উহার সম্বন্ধে সজ্ঞানে থাকে না ; তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমরা বারি বর্ষণ করিলে উহা (শস্য-শ্যামল হইয়া) আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গম করে নানাপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ﴿۵﴾

৬. ইহা এইজন্য যে আল্লাহ্ই সত্য ও তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান-০

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ﴿۶﴾

৭. এবং ক্বিয়ামত আসিবেই ইহাতে কোন সন্দেহ নাই- এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুনরুত্থান করিবেন।

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿۷﴾

৮. আর মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে (কোন প্রকার) জ্ঞান ব্যতিরেকে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশ আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব-০

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ﴿۸﴾

৯. সে ঘাড় বাঁকাইয়া (বিতণ্ডা করে) আল্লাহ্র পথ হইতে (মানুষকে) ভ্রষ্ট করিবার জন্য ; তাহার জন্য ইহলোকে রহিয়াছে লাঞ্ছনা এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমরা তাহাকে আস্বাদন করাইব দহন-যন্ত্রণা।

ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۹﴾

১০. (সেদিন বলা হইবে) 'ইহা তাহাই যাহা তোমার হস্তদ্বয় অগ্রিম প্রেরণ করিয়াছিল (তোমার

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

৬৩০। আল্লাহ্ও সৃষ্টি কৌশলের পরাকাষ্ঠা সুস্পষ্ট করিবার জন্য।

রুকু' ০১

কৃতকর্মের ফল), কারণ আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যাচারী নহেন'।

لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٠﴾ ع ৮

১১. আর মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র ই'বাদত করে প্রান্তিক পর্যায়ে[৬৩১]; তবে যদি তাহার মঙ্গল ঘটে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায়[৬৩২] ফিরিয়া যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও ; ইহাই তো সুস্পষ্ট মহাক্ষতি।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

১২. (এমতবস্থায়) সে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারে না বা উপকারও করিতে পারে না ; ইহাই চরম বিভ্রান্তি,০

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَ مَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾

১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর ; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

১৪. (পক্ষান্তরে) যাহারা (সুদৃঢ়ভাবে) ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে স্রোতঃস্বিনীসমূহ প্রবাহিত ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

১৫. যে কেহ ধারণা করে, আল্লাহ্ তাহাকে[৬৩৩] কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু প্রলম্বিত করুক[৬৩৪], পরে উহা বিচ্ছিন্ন করুক ; অতঃপর

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا

৬৩১। عَلٰى حَرْفٍ : 'প্রান্তিক পর্যায়ে' কিনারায় অবস্থানে অর্থাৎ এমন স্থানে দাঁড়াইয়া তাহারা ঈমান আনে যাহা ঈমান ও কুফুরির মধ্যবর্তী, বা অতীব দ্বিধাদ্বন্দ্বের সহিত।

৬৩২। اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ : একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় অর্থাৎ (এই স্থলে) কাফের হইয়া যায়।

৬৩৩। এই স্থলে ٥ সর্বনাম দ্বারা রসূল (স.) কে বুঝানো হইয়াছে।

৬৩৪। রসূল (স.) এর প্রতি আল্লাহ্র প্রধান সাহায্য অহি। যে ধারণা করে, আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে সাহায্য করিবেন

দেখুক তাহার (অপ) কৌশল তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না!	يَغِيْظُ ﴿١٥﴾
১৬. এবং এইভাবে আমরা সুস্পষ্ট আয়াতরূপে উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি- আর আল্লাহ্ তো যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।	وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা হইয়াছে ইয়াহূদী, যাহারা সাবিয়ী (দ্র. ২:৬২), নাসারা ও অগ্নিপূজক আর যাহারা শির্ক করিয়াছে, অবশ্যই আল্লাহ্ ক্বিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক প্রত্যক্ষকারী।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে[৬৩৫] যাহা কিছু আছে আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে, এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা ও প্রাণীকূল, আর (সিজদা করে) মানুষের মধ্যে অনেকে! আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি ; এবং যাহাকে আল্লাহ্ হেয় করেন, তবে তাহার জন্য সম্মানদাতা কেহই নাই ; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন ;০	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾ سجدة ٦ سجدة ٦
১৯. ইহারা দুই বিবদমান পক্ষ, উহারা তাহাদের রব্ব সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে অগ্নি-পোশাক, তাহাদের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি,০	هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾
২০. যাহা দ্বারা উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদের চর্ম বিগলিত করা হইবে ;০	يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

সিজদা ৬

না, সে উর্দ্ধাকাশে আরোহণের অবলম্বন (সিঁড়ি অথবা রজ্জু) বর্ধিতপূর্বক আকাশে উঠিয়া তাঁহার প্রতি অহির পথ কর্তন বা রুদ্ধ করুক ; আর ইহার মাধ্যমে সে তাহার আক্রোশ দূর করুক। অথবা সে অন্য কোন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করিয়া দেখুক তাহার সেই রোষ দূর হয় কিনা। (আরও দেখুন ই ফা, ই আলী)।

৬৩৫। এই স্থলে 'সিজদা' করিবার অর্থ বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্র নিয়মাধীনে থাকা বা পূর্ণ আনুগত্য করা।

২১. এবং উহাদের জন্য রহিবে লৌহ মুদ্গর (হাতুড়ি)।	وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾
২২. যখনই দুঃখ যন্ত্রণায় তাহারা ইহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে ; (বলা হইবে) 'আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা'।	كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۠ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾ ع ২ ১৭ ৯ রুকু' ০২
২৩. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তথায় তাহারা স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তার অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইবে ; এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর[৬৩৬] অনুগামী করা হইয়াছিল, আর তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল অতীব প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথে।	وَ هُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَ هُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾
২৫. নিশ্চয় যাহারা কুফুরি করে এবং (অন্যকে) নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ ও মাসজিদুল হারাম হইতে, যাহা আমরা করিয়াছি- স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান ; আর যে উহাতে সীমালঙ্ঘন করিয়া পাপকর্মের ইচ্ছা করে তাহাকে আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ِۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ الْبَادِ ؕ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾ ع ৩ ১০ রুকু' ০৩
২৬. এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন (বলিয়াছিলাম) 'আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না আর আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাওয়াফকারী এবং (সলাতে) ক্বিয়ামকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য।	وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَآئِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে	وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى

৬৩৬। পবিত্র বাক্য দ্বারা কালেমা তায়্যিবা অথবা কুরআনকে বুঝান হইয়াছে।

كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾

পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, ইহারা আসিবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া-০

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

২৮. যাহাতে তাহারা তাহাদের জন্য কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকে চতুষ্পদ পশু হইতে যে রিয্ক্ব দিয়াছেন, সুবিদিত দিনগুলিতে[৬৩৭] উহার উপর (জবেহ) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে পারে, অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও,০

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের (দৈহিক) অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা'বা) গৃহের।

ذٰلِكَ ۗ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾

৩০. ইহাই[৬৩৮] বিধান, আর কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র (অনুষ্ঠান, স্থান বা বিষয়) সমূহের সম্মান করিল তবে তাহার রব্ব এর নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম ; এবং তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে (গৃহপালিত) পশু- ব্যতীত ঐগুলি যাহা তোমাদের পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছে ; সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে-০

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾

৩১. (ঐ কার্যাদি সম্পন্ন কর) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া ও তাঁহার কোন শরীক না করিয়া ; এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখি তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া এক দূরবর্তী স্থানে

৬৩৭। যিলহজ্জ মাসের ১০-১২ তারিখে, ভিন্নমতে ১৩ তারিখেও।
৬৩৮। এ স্থলে ذٰلِكَ : অর্থ 'যালিকাল আমর' : অর্থাৎ ইহাই বিধান।

নিক্ষেপ করিল[৬৩৯]।

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

৩২. ইহাই (বিধানাবলী), আর কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনের সম্মান করিল- ইহা তো তাহার হৃদয়ের তাক্বওয়া-সঞ্জাত।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ ع ۴ ۱۱

৩৩. ইহাতে[৬৪০] তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, অতঃপর উহাদের হালালের (কুরবানীর) স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট[৬৪১]।

রুকু' ০৪

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ﴿٣٤﴾

৩৪. আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য (কুরবানীর) নিয়মাবলী দিয়াছি, তিনি তাহাদিগকে জীবিকাস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ পশু দিয়াছেন, সেগুলির উপর (জবাহের সময়) যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে ; তবে তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর ; আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে-০

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. (বিনীতগণ এমন যে) যাহাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় আল্লাহ্‌র (বাণী) স্মরণ করা হইলে, যাহারা তাহাদের বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে ও সলাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে- আর তাহাদিগকে আমরা যে রিয্ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

৩৬. এবং উষ্ট্রকে করিয়াছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম, উহাতে তোমাদের জন্য উপকার রহিয়াছে ; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়[৬৪২] উহাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর, যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায়, তখন উহা হইতে আহার কর এবং

৬৩৯। যে আল্লাহ্‌র তাওহীদ এর ক্ষেত্রে শির্ক করে তাহার পরিণতির উপমা।
৬৪০। فِيْهَا : ইহাতে- আনআ'মে বা পশুগুলিতে। (দ্র. ৫ : ১ টীকা ২৫২)।
৬৪১। اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : 'প্রাচীন গৃহের নিকট' অর্থাৎ মক্কার হারম বা পবিত্র সীমানার মধ্যে।
৬৪২। উষ্ট্রীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহার বুকের অগ্রভাগে ছুরি বসাইয়া জবেহ করা হয়। উহাকে 'নাহর' বলে।

আহার করাও অযাচঞাকারী অভাবগ্রস্তকে ও দুর্দশা গ্রস্ত প্রার্থীকে ; এইভাবে আমরা এইগুলি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. কখনই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না উহার গোশ্‌ত ও রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া (দ্র. টীকা ১০) ; এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং সুসংবাদ দাও উত্তম সৎকর্মপরায়ণদিগকে।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. অবশ্যই আল্লাহ্‌ প্রতিরক্ষা করেন তাহাদের ব্যাপারে যাহারা ঈমান আনে ; নিশ্চয় তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।●

রুকূ' ০৫ ●তিন চতুর্থাংশ

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

الثلثة ٥ ع ٤

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল[৬৪৩] তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে ; আর আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম-০

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿٣٩﴾

৪০. তাহাদিগকে তাহাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'আমাদের রব্ব আল্লাহ্‌' ; আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত নাসারা সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদ- যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয় ; আর আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তাহাকেই সাহায্য করেন

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

৬৪৩। মক্কায় ১৩ বৎসর কাফেররা মু'মিনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে প্রতিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। মদীনার হিজরত করিবার পর আত্মরক্ষার জন্য মু'মিনদিগকে এই আয়াতে প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়।

যে তাঁহাকে সাহায্য করে[৬৪৪]; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

৪১. আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহারা সলাত ক্বায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে ; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْدُ ﴿۴۲﴾

৪২. এবং লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে উহাদের পূর্বেও অস্বীকার করিয়াছিল নূহ, আ'দ ও সামূদের সম্প্রদায়-০

وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوْطٍ ﴿۴۳﴾

৪৩. এবং ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়ও-০

وَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَ كُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۴﴾

৪৪. এবং মাদইয়ানবাসীরাও (শুআ'ইবের জাতি), আর অস্বীকার করা হইয়াছিল মূসাকেও, আমি কাফেরদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম, অতএব কিরূপ ছিল সেই শাস্তি!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿۴۵﴾

৪৫. আমরা ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ যেইগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এইসব জনপদ তাহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল আর কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿۴۶﴾

৪৬. তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত, বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে সদরে[৬৪৫] (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে) অবস্থিত হৃদয়।

৬৪৪। এখানে يَنْصُرُهٗ : অর্থ তাঁহাকে সাহায্য করে অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীনকে সাহায্য করে।

৬৪৫। وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ এর অর্থ 'বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়' লিখা হয়। صَدْرٌ (বহুবচন صُدُوْرٌ) এর অনেক অর্থের কয়েকটি হইল বক্ষ, কেন্দ্র, অগ্রভাগ, অন্তর, মন। আবার قَلْبٌ (বহুবচন قُلُوْبٌ) এর অর্থ অন্তর, মন, হৃদয়, হৃৎপিন্ড ; এবং সাধারণ লোকের ধারণা: মন, হৃদয় বা অন্তরের অবস্থান বক্ষস্থিত হৃৎপিন্ডে।

৪৭. আর তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না ; তোমার রব্ব এর নিকট একদিন, তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের মত। (দ্র. টীকা ১০২১)।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল যালিম, অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

রুকু' ০৬

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۴۸﴾ ع ۶ ۱۳

৪৯. বল, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী',০

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴۹﴾

৫০. সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۵۰﴾

৫১. এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে, তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۵۱﴾

৫২. আর আমরা তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, শাইত্বান তাহার আকাঙ্ক্ষায়[৬৪৬] কিছু প্রক্ষেপণ করিয়াছে, কিন্তু শাইত্বান যাহা প্রক্ষেপণ করে, আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াত

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۲﴾

চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে আমরা জানি, হার্ট বা হৃৎপিন্ডের একমাত্র কাজ হইল রক্ত পাম্প করা। সে কারণে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, বোধশক্তি, স্মরণশক্তি, চিন্তাশক্তি, প্রয়োগশক্তি, সমস্যা সমাধানের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির সহিত হার্টের কোন সম্পর্ক নাই। মানব শরীরের মন বা অন্তরের অবস্থান হইল মস্তিষ্ক বা ব্রেইনের স্নায়ুতন্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান (অগ্রভাগ)।

৬৪৬। রসূল ও নাবীদের মানবীয় আকাঙ্ক্ষা সকল সময়ে বাস্তবে পরিণত নাও হইতে পারে। যদিও তাহাদের কোন মন্দ আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অহির সত্যতা সন্দেহাতীত। অহি এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সমপর্যায়ের নহে। শাইত্বান তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ (স.) স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সাহাবীদের লইয়া মক্কার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেও সেই বৎসর (৬ষ্ট হিজরী) উ'মরাহ্ করা হয় নাই, ইহাতে শাইত্বান কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করায়। 'তামান্না' : এর অন্য অর্থ আবৃত্তি করা। রসূল ও নাবীগণ কোন আয়াত আবৃত্তি করিলে সেই আয়াত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলিয়া শাইত্বান সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

প্রতিষ্ঠিত করেন; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়-০

৫৩. ইহা এইজন্য যে, শাইত্বান যাহা প্রক্ষেপণ করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে এবং যাহারা পাষাণ হৃদয় ; নিশ্চয়ই যালিমরা চরম বিরোধিতায় রহিয়াছে-০

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৪. এবং এইজন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার রব্ব এর নিকট হইতে প্রেরিত সত্য ; অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর যেন উহার প্রতি বিনীত হয় ; আর যাহারা ঈমান আনে অবশ্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৫. যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদের নিকট ক্বিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, অথবা আসিয়া পড়িবে এক বন্ধ্যা[৬৪৭] দিনের শাস্তি।

وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৬. সেইদিন আল্লাহ্রই আধিপত্য ; তিনিই তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিবেন ; সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۵۶﴾

৫৭. আর যাহারা অস্বীকার করে ও আমাদের আয়াত সমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

রুকু' ০৭

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۵۷﴾ ع ১৪

৫৮. এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্র পথে, অতঃপর নিহত হইয়াছে অথবা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ

৬৪৭। কাফেরদের জন্য এই দিন নিষ্ফল অর্থাৎ ভাল ও শুভ কোন কিছু সেই দিন তাহাদের জন্য নাই।

জীবিকা দান করিবেন ; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্ক্বদাতা।	لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহা তাহারা পছন্দ করিবে ; এবং আল্লাহ্ তো সম্যক সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. ইহাই হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হইয়া তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন ; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, (পুনঃপুন) ক্ষমাশীল।	ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾
৬১. উহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾
৬২. এই কারণে যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো মিথ্যা, এবং ইহাও যে, আল্লাহ্- তিনিই তো সমুচ্চ, সুমহান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾
৬৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে পৃথিবী ? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত,০	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾
৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই; আর আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। রুকু' ০৮	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾ ع ৮ ১৫
৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহাকিছু আছে তৎসমুদয়কে ও তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে ? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ

পৃথিবীর উপর পতিত না হয় তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ; আল্লাহ্ নিশ্চয় মানুষের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।	اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾
৬৬. এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন ; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন ; মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾
৬৭. আমরা প্রত্যেক উন্মতের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ই'বাদত পদ্ধতি- যাহা উহারা অনুসরণ করে, সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে, তুমি উহাদিগকে তোমার রব্ব এর দিকে আহ্বান কর ; তুমি তো সঠিক পথেই প্রতিষ্ঠিত।	لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর যদি তোমার সহিত বিতণ্ডা করে তবে বলিও, 'তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত'।	وَ اِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন'।	اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ্ তাহা জানেন ? এই সকলই আছে এক কিতাবে ; নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্র নিকট সহজ।	اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾
৭১. এবং উহারা ই'বাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে[৬৪৮] তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই ; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।	وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾

৬৪৮। ভিন্নমতে 'بِهٖ' এর অর্থ উহার ই'বাদতের সমর্থনে।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۲﴾ ع ۹ ۱۲

৭২. এবং উহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হইলে তুমি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করিবে ; যাহারা উহাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে উহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় ; বল, 'তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব ?- উহা আগুন ; এই বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফেরদিগকে এবং ইহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল'।

রুকু' ০৯

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর ; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্র হইলেও ; এবং মাছি যদি কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় তাহাদের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না ; অন্বেষক (উপাসক) ও অন্বেষিত (উপাস্য) কতই না দুর্বল।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۴﴾

৭৪. উহারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾ ع

৭৫. আল্লাহ্ মালাকদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও ; নিশ্চয় আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা,০

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾

৭৬. তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا

৭৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা রুকূ' ও সিজদা কর এবং তোমাদের রব্ব এর ই'বাদত

সিজদা ৭

السجدة ٧٧ صد الشفق ٢٠

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

কর ও সৎকর্ম কর, যাহাতে সফলকাম হইতে পার,০

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

৭৮. এবং তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) কর আল্লাহ্‌র পথে, যেভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত ; তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই ; ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত ; তিনি তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম'- পূর্বেও এবং ইহাতে (কুরআনে) ; যাহাতে রসূল তোমাদের জন্য (আদর্শের) সাক্ষী হয় এবং তোমরা (আদর্শের) সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য (দ্র. ২:১৪৩) ; সুতরাং তোমরা সলাত ক্বায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

ع ١٠ ١٧

রুকু' ১০

পারা ১৮

২৩- সূরা আলমু'মিনূন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ- মু'মিনদের গুণাবলি।
১২-২২	মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব। মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
২৩-৭৭	নূহ (আ.) কে তাঁহার জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের ধ্বংসের বিবরণ। অতঃপর বিভিন্ন জাতির কাছে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র রসূল প্রেরণ। সকল নাবী একই আদর্শের বাহক ছিলেন। মানুষ ভালো ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত। যাহারা কুরআন, মুহাম্মাদ (স.) ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাহারা বিপথগামী।
৭৮-১১৮	পুনরুত্থানের যুক্তি, তাওহীদের যুক্তি। ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত করা। ক্বিয়ামতে বংশ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। আল্লাহ্‌ অকারণে মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই। শির্‌কের পক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।

২৩- সূরা আলমু'মিনূন

মাক্কী, আয়াত ১১৮, রুকূ' ৬

٢٣ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١٨ ركوعاتها ٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. (ঐ) মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হইবে-০

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿١﴾

২. যাহারা নিজেদের সলাতের মধ্যে বিনয়ী-০

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿٢﴾

৩. আর যাহারা অসার ক্রিয়াকলাপ[৬৪৯] বিষয়ে বিমুখ-০

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿٣﴾

৪. এবং যাহারা নিজেদের পরিশুদ্ধকরণে (সদা) সক্রিয়-০

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿٤﴾

৫. এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে-০

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿٥﴾

৬. তাহাদের জুড়ি (দ্র. টীকা ২৩) অথবা দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ[৬৫০] ব্যতীত, সেক্ষেত্রে

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

৬৪৯। لَغْوٌ: অসার কথাবার্তা ও কর্মকান্ড, এ স্থলে ইহা দ্বারা অসার ক্রিয়াকলাপ বুঝাইতেছে।

৬৫০। এখানে مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বলিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দাসী ও যুদ্ধবন্দিনী বুঝাইবে। দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তদের (দাসীদের) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আয়াত ৪ : ৩, ২৫ এবং টীকা ২১৫।

তাহারা নিন্দনীয় হইবে না,০	فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦
৭. কিন্তু যাহারা ইহার বাহিরে অন্যকে কামনা করিবে, উহারাই হইবে সীমালংঘনকারী,০	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧
৮. আর যাহারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা[৬৫১] করে-০	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨
৯. এবং যাহারা নিজেদের সকল সলাতের হিফাযত করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩
১০. উহারাই হইবে উত্তরাধিকারী-০	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠
১১. যাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদাউসের, তথায় উহারা স্থায়ী হইবে।	الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١
১২. আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান[৬৫২] হইতে,০	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢
১৩. অতঃপর আমরা উহাকে নুত্বফাহ্ (শুক্র) রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে,০	ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣
১৪. পরে আমরা নুত্বফাহ্ (শুক্র) কে পরিণত করি আ'লাক্বে (ঝুলন্তপিন্ডে বা ভ্রূণতে টীকা ৬২৯), অতঃপর আ'লাক্বকে পরিণত করি মুদগাতে এবং মুদগাকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে ; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে আবরিত করি মাংস দ্বারা ; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে ; অতএব সুমহান আল্লাহ্ কতই না সর্বোত্তম স্রষ্টা!	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤
১৫. ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে ;০	ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥

৬৫১। اَمٰنٰتٌ: বিশ্বস্ততা যাহা প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত। ইহা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও কথাবার্তার বিশ্বস্ততা প্রতিপালন বুঝায়। 'আ'হাদ': প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, কলেমা তৈয়্যবার মাধ্যমে আল্লাহ্র সহিত মানুষের অঙ্গীকার, মানুষের নিজেদের মধ্যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন।

৬৫২। মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর: ১. মৃত্তিকার মৌলিক উপাদান, ২. নুত্বফাহ্ (শুক্র), ৩. আ'লাক্ব (ভ্রূণ), ৪. মুদগা (মাংসপিন্ড), ৫. অস্থি, ৬. মাংস, ৭. মানবাকৃতি ; যাহা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

১৬. অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমরা তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তস্তর (আকাশ), এবং আমরা সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নহি।	وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং আমরা আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে ; অতঃপর উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি ; আমরা উহাকে অপসারণ করিতেও সক্ষম,০	وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তারপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি ; ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর উহা হইতে তোমরা আহার কর-০	فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ ۙ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এবং (সৃষ্টি করি) এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনায়ের তূর অঞ্চলে, ইহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন[৬৫৩]।	وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর তোমাদের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় (বিষয়) রহিয়াছে গৃহপালিত পশুতে (দ্র. টীকা ২৫২) ; আমরা তোমাদিগকে (দুগ্ধ) পান করাই উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে (দ্র. ১৬:৬৬) ও উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা ও উহা হইতে তোমরা (গোশ্‌ত) আহার কর-০	وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণও করিয়া থাক।	وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আমরা তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার জাতির নিকট, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তবুও কি	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ اَفَلَا

রুকু' ০১

৬৫৩। ইহা যায়তুন (জলপাই) নামক ফল। (দ্র. ৬:৯৯, টীকা ১১২২)।

তোমরা সাবধান হইবে না'?	تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তখন তাহার জাতির প্রধানরা, যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা বলিল, 'সে তো তোমাদেরই মত এক জন মানুষ- তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহে ; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মালাকই পাঠাইতেন, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এইরূপ কথা শুনি নাই',০	فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰۗىِٕكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَاۗىِٕنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. 'সে তো এমন লোক যাহাকে উন্মত্ততায় ধরিয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর'।	اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾
২৬. নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে সাহায্য কর কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে'।	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর আমরা তাহার নিকট অহি করিলাম, 'তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের অহি অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসিবে ও উনুন উথলিয়া উঠিবে (দ্র. টীকা ৪১২) তখন উহাতে উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, ব্যতীত তাহাদের মধ্যে যাহার বিরুদ্ধে (ধ্বংসের জন্য) পূর্ব সিদ্ধান্ত রহিয়াছে ; আর যাহারা অপরাধী তাহাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা অবশ্যই নিমজ্জিত হইবে।	فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاۗءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহন করিবে তখন বলিও, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন যালিম জাতি হইতে'।	فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. আরও বলিও, 'হে আমার রব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও (যাহা হইবে) কল্যাণকর অবতরণ ; আর তুমিই সর্বোত্তম অবতরণ নির্ধারণকারী'।	وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. ইহাতে অবশ্যই (মানবজাতির জন্য) নিদর্শন রহিয়াছে, আর বাস্তবিকই আমরা উহাদের পরীক্ষা করিয়াছিলাম!	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِیْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. অতঃপর তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠী[৬৫৪] সৃষ্টি করিয়াছিলাম,০	ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. এবং উহাদেরই একজনকে উহাদের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম! সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না' ?	فَاَرْسَلْنَا فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۳۲﴾ ع ۲ ۲
৩৩. তাহার (আ'দ) জাতির প্রধানগণ, যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ ; তোমরা যাহা আহার কর, সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে'-০	وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ یَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿۳۳﴾ ۙ
৩৪. 'আর যদি তোমরা আনুগত্য কর তোমাদেরই মত একজন মানুষের, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে'-০	وَ لَىِٕنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۳۴﴾ ۙ
৩৫. 'সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে' ?	اَیَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿۳۵﴾ ۙ

রুকু' ০২

৬৫৪। তাহারা আ'দ সম্প্রদায়। (দ্র. ৯:৫৯, ১১:৫৯, ৬০)।

৩৬. 'অসম্ভব, তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব'-০	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আর আমরা উত্থিত হইব না',০	اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. 'সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, আর আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি'।	اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ِۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যা সাব্যাস্ত করে'।	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٣٩﴾
৪০. তিনি বলিলেন, 'অচিরে উহারা অবশ্যই অনুতপ্ত হইবে',০	قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর সত্য সত্যই উহাদিগকে এক বিকট শব্দ পাকড়াও করিল এবং আমরা উহাদিগকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনাসদৃশ করিয়া দিলাম, সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল যালিম সম্প্রদায়।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. অতঃপর তাহাদের পরে আমরা অপরাপর বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি ;০	ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না ;০	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর একের পর এক আমাদের রসূলদিগকে প্রেরণ করিয়াছি ; যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্য সাব্যস্ত করিয়াছে, অতঃপর আমরা উহাদের একের পর এককে (ধ্বংস) করিয়াছি এবং উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি, সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা!	ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর আমরা আমাদের নিদর্শন ও	ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূণকে পাঠাইলাম-০	سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿٤٥﴾
৪৬. ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট, কিন্তু উহারা অহংকার করিল ; উহারা ছিল উদ্ধত জাতি,০	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তাই উহারা বলিল, 'আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব, যাহারা আমাদেরই মত এবং যাহাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে' ?	فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর উহারা তাহাদিগকে অস্বীকার করিল ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।	فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।	وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমরা মারইয়াম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদের দুইজনকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।	وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّ اٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾ ع ٣ ٣
৫১. 'হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর ; তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আমি সবিশেষ অবহিত'।	يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾
৫২. 'আর নিশ্চয় তোমাদের (সকল রসুলদের) এই জাতি একই জাতি, আর আমিই তোমাদের রব্ব, অতএব আমাকে ভয় কর'।	وَ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের দ্বীনকে[৬৫৫] (বিভিন্ন কিতাবে) বহুধা বিভক্ত করিয়াছে (দ্র. ২১ : ৯৩) ; প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে[৬৫৬] তাহা লইয়া উল্লসিত।	فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾

রুকু' ০৩

৬৫৫। এ স্থলে اَمْرٌ : শব্দের অর্থ দ্বীন এবং زُبُرٌ শব্দের অর্থ কিতাবসমূহ।

৬৫৬। অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস ও আচরণ যাহা আছে তাহা সহ তাহাদের বিবিধ মতাদর্শ লইয়া উল্লসিত।

৫৪. সুতরাং কিছুকালের জন্য উহাদিগকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও।	فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. উহারা কি মনে করে যে, আমরা উহাদিগকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি-০	اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. (তদ্দ্বারা) উহাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করিতেছি ? বরং, উহারা বুঝে না।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. নিশ্চয় যাহারা তাহাদের রব্ব এর ভয়ে সন্ত্রস্ত-০	اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং যাহারা তাহাদের রব্ব এর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে-০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আর যাহারা তাহাদের রব্ব এর সহিত শরীক করে না-০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং যাহারা তাহাদের রব্ব এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে তাহাদের যাহা দান করিবার তাহা দান করে[৬৫৭]-০	وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. উহারাই কল্যাণকর কাজ সম্পাদনে ধাবিত হয় এবং উহাতে তাহারা অগ্রগামী হয়।	اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ هُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আর আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমাদের নিকট আছে এক কিতাব[৬৫৮] যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।	وَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. বরং এই বিষয়ে উহাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত তাহাদের আরও (মন্দ) কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।	بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَ لَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৫৭। ভিন্ন অর্থে তাহাদের যাহা করণীয় তাহা তাহারা করে।
৬৫৮। অর্থাৎ আ'মলনামা অথবা লাওহি মাহফূয।

৬৪. আর আমরা যখন উহাদের (কাফেরদের) ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে ;০	حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. (বলা হইবে) 'আজ আর্তনাদ করিও না ; তোমাদিগকে আমাদের পক্ষ হইতে সাহায্য করা হইবে না'।	لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۫ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে-০	قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. দম্ভভরে, এই বিষয়ে অনর্থক কল্পকথা বলিতে বলিতে।	مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না ? অথবা উহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসে নাই ?	اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. অথবা উহারা কি উহাদের রসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে ?	اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. অথবা উহারা কি বলে যে, সে উন্মাদ ; বস্তুত সে উহাদের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর সত্য যদি উহাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হইত তবে বিশৃংখল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই ; পক্ষান্তরে আমরা উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ[৬৫৯], কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ;০	وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۭ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. অথবা তুমি কি উহাদের কাছে কোন বিনিময় চাহ ? বস্তুত তোমার রব্ব এর প্রতিদানই	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّ هُوَ

৬৫৯। অর্থাৎ কুরআন, যাহাতে উহাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌ক্বদাতা।	خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. এবং তুমি তো উহাদিগকে সঠিক-সুদৃঢ় পথে আহ্বান করিতেছ।•	وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾
৭৪. আর নিশ্চয় যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাহারা তো সঠিক-সুদৃঢ় পথ হইতে অবশ্যই বিচ্যুত।	وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর আমরা উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতেই থাকিবে।	وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমরা তো উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদের রব্ব এর প্রতি বিনত হয় নাই এবং কাতর প্রার্থনাও করে নাই।	وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. অবশেষে যখন আমি উহাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।	حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞ (মান্যকারী) হইয়া থাক।	وَ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আর তিনিই তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন[৬৬০] পৃথিবীতে এবং তাঁহার নিকট একত্রিত করা হইবে (জবাবদিহীর জন্য) (দ্র. আয়াত ২:২০৩)।	وَ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আর তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন ; তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?	وَ هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. এতদসত্ত্বেও উহারা বলে যেমন বলিয়াছিল পূর্ববর্তীরা।	بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾

৬৬০। অর্থাৎ তোমাদের বংশ বিস্তার করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

৮২. উহারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা উত্থিত হইব' ?	قَالُوْٓا ءَ اِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. 'আমাদিগকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও, ইহা তো পুরাকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে'।	لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান' ?	قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌র' ; বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না' ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশের রব্ব এবং কে-ই বা মহাআ'র্‌শের অধিপতি' ?	قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾
৮৭. উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্' ; বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না' ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহার (শাস্তি প্রদানের) মুকাবিলায় কোন রক্ষাকারী নাই, যদি তোমরা জানিতে ?'	قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র' ; বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ' ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. বরং আমরা উহাদের প্রতি সত্য পৌঁছাইয়াছি ; কিন্তু উহারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।	بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ্ নাই ; যদি থাকিতই তাহা হইলে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত ; উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান-০	
৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহা কিছুকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।	عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾ ع ৫ ৫
৯৩. বল, 'হে আমার রব্ব! যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে তাহা যদি আমাকে দেখাও'-০	قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. 'হে আমার রব্ব! এই জন্য তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না'।	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আর আমরা তাহাদিগকে যাহা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি তাহা আমরা তোমাকে (জীবদ্দশায়) দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম। (দ্র. ১৭:৬০ টীকা ৫৩১)।	وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. মন্দের প্রতিরোধ কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা ; উহারা (আমার সম্বন্ধে) যাহা আরোপ করে তাহা আমরা সবিশেষ অবহিত।	اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. বল, 'হে আমার রব্ব! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইত্বানের প্ররোচনা হইতে'-০	وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾
৯৮. 'আর আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি হে আমার রব্ব! আমার নিকট উহাদের উপস্থিতি হইতে'।	وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾
৯৯. যখন উহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার রব্ব! (দুনিয়ায়) আমাকে পুনর্বার পাঠাও, আমাকে পুনর্বার পাঠাও' [৬৬১]-০	حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

রুকু' ০৫

৬৬১। اِرْجِعُوْنِ 'আমাকে পুনর্বার পাঠাও' শব্দটি বহুবচনে, যাহার একবচন اِرْجِعْنِ - বহুবচনে আল্লাহ্র প্রতি সম্বোধনে উচ্চারিত। উল্লেখ্য যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এইরূপ বহুবচনে নিবেদন কুরআনে একবারই আসিয়াছে। তাফসিরবিদদের মতে: ১) বারংবার আবেদনের লক্ষ্যে ; ২) আল্লাহ্র প্রতি সম্মানার্থে, ৩) প্রথমে رَبِّ এর উদ্দেশ্যে, পরে মালাকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। (দ্র. ই আলী, মু আসাদ, কু কা মদীনা, ই কাসীর)।

لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. 'যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই', কক্ষনও (ইহা হইবার) নহে ; ইহা তো একটি কথা, উহার একটি উক্তি মাত্র, উহাদের সম্মুখে বারযাখ[৬৬২] থাকিবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. অতঃপর যেদিন শিংগায় (বাঁশিতে) ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন[৬৬৩] থাকিবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. অনন্তর যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তবে উহারাই হইবে সফলকাম।

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে- এই জন্য যে উহারা তাহাদের নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, আর জাহান্নামে উহারা স্থায়ী হইবে,০

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. অগ্নি উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা সেখানে থাকিবে বীভৎস চেহারায়।

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. (আল্লাহ্ বলিবেন) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হইত না ? অথচ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করিতে।

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. উহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়'।

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. (আরও বলিবে) 'হে আমাদের রব্ব! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর ; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় (কুফুরি) করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব'।

৬৬২। بَرْزَخٌ : প্রতিবন্ধক, পর্দা। মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত রূহ আ'লামে বারযাখে অবস্থান করে।

৬৬৩। ক্বিয়ামতের এক পর্যায়ে (বিশেষত আ'মলনামা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে) মানুষ এত ভীত-বিহবল হইয়া পড়িবে যে, অতি আপনজনের প্রতিও তখন ভ্রূক্ষেপ করিবে না। তখন নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই কাহারও থাকিবে না।

১০৮. (আল্লাহ্) বলিবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এইখানে থাক এবং আমার সহিত কোন কথা বলিও না'।	قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু',০	اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. কিন্তু তাহাদের লইয়া তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে যে, তাহা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল, তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া মজা করিতে।	فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾
১১১. নিশ্চয় আমি আজ তাহাদিগকে তাহাদের ধৈর্যের কারণে এমত পুরস্কৃত করিলাম- যে তাহারাই হইল সফলকাম।	اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾
১১২. তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে' ?	قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾
১১৩. তাহারা বলিবে, 'আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে[৬৬৪] জিজ্ঞাসা করুন'।	قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾
১১৪. তিনি বলিবেন, 'তোমরা অল্পকাল ব্যতীত অবস্থান কর নাই, যদি* তোমরা জানিতে পারিতে'!	قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. 'তবে কি তোমরা ধারণা করিতে যে, তোমাদিগকে আমরা অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং (ইহাও মনে করিতে) যে তোমাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে না' ?	اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

৬৬৪। عَآدِّيْنَ বলিতে 'কিরামান কাতিবীন' (সম্মানিত লেখকগন) মালাকবৃন্দকে বুঝায়, যাহারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখে। (দ্র. ৮২:১১-১২)।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. অতএব মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, সম্মানজনক আ'র্শের তিনিই অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য ইলাহ্কে ডাকে- এই বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই- সুতরাং তাহার হিসাব তাহার রব্ব এর নিকট রহিয়াছে ; নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হইবে না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾ ع ٦

১১৮. আর বল, 'হে আমার রব্ব! ক্ষমা কর ও দয়া কর, এবং তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

রুকু' ০৬

২৪- সূরা আননূর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১০	ব্যভিচারের বিধান, অপবাদের বিধান, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ সংক্রান্ত বিধান।
১১-২৬	উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) এর প্রতি অপবাদ আরোপের তীব্র নিন্দা, মু'মিনদের সংশোধন, তাঁহার নির্মলতা ঘোষণা।
২৭-৩৪	পর্দার বিধান। দাসদাসী ও অভাবীদের বিবাহের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ।
৩৫	আল্লাহ্ মহাবিশ্বের নূর। তাঁহার নূরের উপমা।
৩৬-৪০	মু'মিনদের প্রশংসা, কাফেরদের আ'মল ও কর্মনীতির উপমা।
৪১-৫০	আল্লাহ্র মহিমা ও কর্তৃত্ব। প্রতিটি প্রাণীর সৃষ্টি পানি হইতে। মুনাফিকদের আচরণ।
৫১-৫৭	মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য। মু'মিনদের খিলাফত (পৃথিবীতে উত্তরাধিকারীত্ব) দানে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি।
৫৮-৬০	পর্দার আরও কতিপয় বিধান।
৬১	যাহারা এবং যাহাদের ঘরে অনুমতি ব্যতীত খাইতে পারিবে। এই সকল ঘরে প্রবেশে সালাম প্রদানের নির্দেশ।
৬২-৬৪	মু'মিনদের গুণাবলি, মহাবিশ্বের সব কিছুর মালিক আল্লাহ্তায়া'লা

২৪- সূরা আননূর

মাদানী ; আয়াত ৬৪, রুকু' ৯

٢٤ سُوْرَةُ النُّوْرِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٦٤ ركوعاتها ٩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ

১. ইহা একটি সূরা, ইহা আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি

আর ইহার বিধানকে অবশ্য পালনীয় করিয়াছি, ইহাতে নাযিল করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾
২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- উহাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদের প্রতি মমতা যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, আর মু'মিনদের একটি দল যেন উভয়ের শাস্তিপ্রদান প্রত্যক্ষ করে।	اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾
৩. ব্যভিচারী- ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না, এবং ব্যভিচারিণী- তাহাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিবাহ করে না, আর মু'মিনদের জন্য ইহা নিষিদ্ধ (হারাম) করা হইয়াছে।	اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. এবং যাহারা সাধ্বী রমণীর (বা পুরুষের) প্রতি অপবাদ আরোপ করে তৎপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তবে তাহাদিগকে আশি কশাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না ; আর উহারাই তো (ফাসিক্ব) ঘোরতর পাপাচারী-০	وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾
৫. ব্যতীত যাহারা ইহার পর তাওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্‌ (উহাদের জন্য) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾
৬. কিন্তু যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের কোন সাক্ষী না থাকে, তখন তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।	وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

৭. এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিশাপ)।	وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧
৮. তবে তাহার (স্ত্রীর) শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে- সেই (তাহার স্বামীই) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত-০	وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨
৯. এবং পঞ্চমবারে বলে যে, সে (তাহার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার (স্ত্রীর) নিজের উপর নামিয়া আসুক আল্লাহ্‌র গযব (ক্রোধ)।	وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩
১০. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়া না থাকিলে (কেহই অব্যাহতি পাইতে না), এবং আল্লাহ্ অতীব তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়। রুকু' ০১	وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ ع ১
১১. যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল[৬৬৫]; ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না ; বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি।	اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١
১২. যখন তাহারা ইহা শুনিল তখন মু'মিন পুরুষ	لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ

৬৬৫। 'ইফ্‌কের ঘটনা' এর প্রতি এই কয়টি আয়াত ইংগিত বহন করে। সংক্ষেপে ঘটনাটি হইল: উম্মুল মু'মিনীন আয়শা (রা.) বানূ মুসতালিক এর যুদ্ধে (৬ হিজরী) রসূলুল্লাহ (স.) এর সহিত ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আয়শা (রা.) শিবির হইতে কিছু দূরে ইস্তিনজার জন্য গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠহারটি সেইখানে পড়িয়া গেলে তিনি উহা অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার হাওদা পর্দায় আবৃত থাকায় তিনি ভিতরে আছেন মনে করিয়া ইত্যবসরে কাফেলা আয়শা (রা.) এর হাওদা সহকারে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া যায়। পশ্চাৎবর্তী রক্ষী দলের সাফওয়ান (রা.) তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় উষ্ট্রে আরোহণ করান এবং উষ্ট্রের রজ্জু ধরিয়া দ্রুত পদব্রজে মূল কাফেলার সহিত মিলিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই নানা অপবাদ ছড়াইতে থাকে। এই আয়াতগুলিতে আয়শা (রা.) এর নির্মলতার ঘোষণা করা হয় এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়।

এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করিল না এবং (কেন) বলিল না, 'ইহা তো স্পষ্ট অপবাদ'!	بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٢﴾
১৩. তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী।	لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিপ্ত[৬৬৬] ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি অবশ্যই তোমাদিগকে স্পর্শ করিত,০	وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾
১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।	اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾
১৬. এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এই বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে ; আল্লাহ্ পবিত্র গৌরবান্বিত! ইহা তো এক মারাত্মক কুৎসা রটনা'।	وَ لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন- কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না করিতে তোমরা যদি মু'মিন হও,০	يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন ; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় যাহারা অশ্লীলতার প্রসার করিতে	اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى

৬৬৬। আয়শা (রা.) সম্পর্কে অপবাদ রটাইবার কাজে।

ভালবাসে- তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি- দুনিয়া ও আখিরাতে ; এবং (এই সম্পর্কে) আল্লাহ্ই জানেন এবং তোমরা জান না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে (কেহই অব্যাহতি পাইতে না) এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।•

وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা শাইত্বানের পদাংক অনুসরণ করিও না ; এবং কেহ শাইত্বানের পদাংক অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় ; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিতে না- তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন ; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও হতদরিদ্রকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না[৬৬৭], তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে ; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন ? এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖۗ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২৩. নিশ্চয় যাহারা সাধ্বী, সরলমনা[৬৬৮] ও মু'মিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ

৬৬৭। উক্ত (ইফ্ক) অপবাদ রটনার ব্যাপারে কিছু সরল মুসলিমও জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে আবূবকর (রা.) এর দরিদ্র আত্মীয় মিসতাহ (রা.) ও ছিলেন, যাঁহাকে আবূবকর (রা.) আর্থিক সাহায্য করিতেন। এই ঘটনার পর আবূ বকর (রা.) তাহাকে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া দিলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৬৬৮। এই স্থলে الْغٰفِلٰتِ : শব্দটি সরলমনা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য আছে মহাশাস্তি-০	عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾
২৪. যেই দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত ও তাহাদের চরণ- তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।	يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. সেই দিন আল্লাহ্ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে যে আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।	يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾
২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য ও দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য ও সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য, লোকে যাহা বলে ইহারা[৬৬৯] তাহা হইতে পবিত্র ; ইহাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।	اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾ ع ৩ ৭
২৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না ; ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়, এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও', তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদের জন্য পবিত্রতার ; এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।	فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾
২৯. যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদের (প্রয়োজনে) প্রবেশে কোনও পাপ	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا

রুকু' ০৩

৬৬৯। اُولٰٓئِكَ : চরিত্রবান নারী ও পুরুষ। এখানে আয়শা (রা.) ও ইফ্কের ঘটনায় যাহাদের অপবাদ দেওয়া হইয়াছে।

تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

নাই এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা প্রকাশ কর এবং যাহা গোপন কর।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম ; উহারা যে কারচুপি করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত[৬৭০]।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর মু'মিননারীদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ; তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড়[৬৭১] দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ[৬৭২], তাহাদের দক্ষিণহস্তের মালিকানাধীন, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে ; আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র (আদেশের) প্রতি প্রত্যাবর্তন (তাওবা) কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ

৩২. এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা 'আইয়ামা'[৬৭৩]

৬৭০। পর্দার বিষয়ে প্রথমে পুরুষকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ মান্যে শঠতার ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে। (আরও দেখুন ৭ : ২৬ তাক্বওয়ার পোষাক বিষয়ে)।

৬৭১। মহিলাদের অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা এবং ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে ; তবে সাধারণ কাজকর্মে ও চলাফেরায় শরীরের যে অংশ (প্রয়োজনে) প্রকাশ পায়, তাহা ব্যতীত।

৬৭২। একই সঙ্গে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন নারী, অবশ্য তাহাদিগকে সচ্চরিত্রবান হইতে হইবে। ভিন্নমতে মুসলিম নারী।

৬৭৩। اَلْاَيَامٰى : অর্থ যে সব পুরুষের স্ত্রী নাই অথবা যেসব নারীর স্বামী নাই। উহারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা

তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদেরও ; তাহারা অভাব গ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন ; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর যাহাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে ; এবং তোমাদের দক্ষিণহস্তের মালিকানাধীনদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাহিলে তাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা উহাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও ; আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে উহাদিগকে দান করিবে ; তোমাদের দাসীগণ সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের (মুক্তি-চুক্তির অর্থের) প্রত্যাশায় তাহাদিগকে অসৎ উপার্জনে হইতে বাধ্য করিও না[৬৭৪] ; আর কেহ তাহাদিগকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর আমরা তো তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত ও দৃষ্টান্ত তাহাদের, যাহারা তোমাদের পূর্বে গত হইয়াছে এবং মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾ ع

রুকু' ০৪

৩৫. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি (নূর)[৬৭৫]; তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ

বিধবা যাহাই হউক না কেন।

৬৭৪। দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য চুক্তি করিলে সেই চুক্তির অর্থ সংগ্রহে সঠিক পথে তাহাকে সুযোগ দিতে হইবে, প্রয়োজনে নিজের দান এমন কি যাকাতের অর্থ দিতে হইবে (দ্র. ৯:৬০) ; অসৎ পথে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য করা নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ পথে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই অর্থ সংগ্রহ করিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৬৭৫। নূর বা জ্যোতির উৎস আল্লাহই। কিন্তু এই নূরের ধরন, প্রকৃতি, অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল কিছু আল্লাহ্‌র নূর হইতে পথনির্দেশ বা হিদায়াত লাভ করে। মুমিনের অন্তর বিশেষভাবে এই হিদায়াতের নূর দ্বারা

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۳۵﴾

দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ ; প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত ; কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, ইহা প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় বৃক্ষের যায়তূন (তৈল) দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নহে প্রতীচ্যেরও নহে (সর্ব স্থানের)- অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল (স্বতঃই) আলো দেয় ; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার নূরের দিকে ; আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন ; এবং আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ-০

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۙ﴿۳۶﴾

৩৬. সেই সকল গৃহে[৬৭৬] যাহাকে সমুন্নত করিতে এবং যাহাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন- সকাল ও সন্ধ্যায় উহাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে-০

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۙ﴿۳۷﴾

৩৭. সেইসব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে এবং সলাত ক্বায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না- তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত[৬৭৭] হইয়া পড়িবে-০

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

৩৮. যাহাতে তাহারা[৬৭৮] যে কর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে সর্বোত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদের প্রাপ্যের অধিক দেন ; আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ

৩৯. এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের আ'মল (সৎকর্ম) মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত

আলোকিত হয়। অহিলব্ধ জ্ঞানও নূর, যাহা মু'মিনের অন্তরস্থিত স্বাভাবিক নূরকে বহু গুণে শক্তিশালী করে।

৬৭৬। অর্থাৎ মাসজিদ ও উপাসনালয়।

৬৭৭। تَتَقَلَّبُ : উল্টাইয়া বা বদলাইয়া যাইবে, এ স্থলে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে' অর্থ করা হইয়াছে।

৬৭৮। ইহারা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত সেই সকল লোক।

يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

উহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে এবং আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব) নিজের নিকট দেখিতে পায়, অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন ; আর আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর-০

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

৪০. অথবা (তাহাদের কর্ম) গভীর সাগরতলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যাহার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর ; এমনকি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না ; আর আল্লাহ্ যাহাকে আলো দান করেন না তাহার জন্য কোন আলোই নাই।

রুকু' ০৫ ع ১১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে[৬৭৯] ? প্রত্যেকেই জানে উহার সলাতের ও তাসবিহের (পদ্ধতি) এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর উহাদিগকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা ; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন ; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয় ;০

৬৭৯। আল্লাহ্ তাহাদিগকে উহার নিয়ম-কানুন শিখাইয়া দিয়াছেন।

৪৪. আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান ; ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।	يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّاُولِى الۡاَبۡصَارِ ﴿۴۴﴾
৪৫. আল্লাহ্ প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন পানি[৬৮০] হইতে, অনন্তর উহাদের মধ্যে কতক পেটে ভর দিয়া চলে, উহাদের মধ্যে কতক দুই পায়ে চলে, এবং উহাদের মধ্যে কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنۡ مَّآءٍ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰى بَطۡنِهٖ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰى رِجۡلَيۡنِ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰۤى اَرۡبَعٍ ؕ يَخۡلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۴۵﴾
৪৬. আমরা তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি ; আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।	لَقَدۡ اَنۡزَلۡنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۴۶﴾
৪৭. আর উহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম', কিন্তু ইহার পর উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয় ; বস্তুত উহারা মু'মিন নহে।	وَ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوۡلِ وَ اَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۴۷﴾
৪৮. এবং যখন উহাদিগকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে- উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য, তখন উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।	وَ اِذَا دُعُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. আর যদি উহাদের প্রাপ্য থাকে[৬৮১] তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটিয়া আসে ;০	وَ اِنۡ يَّكُنۡ لَّهُمُ الۡحَقُّ يَاۡتُوۡۤا اِلَيۡهِ مُذۡعِنِيۡنَ ﴿۴۹﴾
৫০. উহাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না উহারা সংশয় পোষণ করে ? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদের প্রতি যুলুম	اَفِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ اَمِ ارۡتَابُوۡۤا اَمۡ يَخَافُوۡنَ اَنۡ يَّحِيۡفَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ وَ رَسُوۡلُهٗ ؕ بَلۡ اُولٰٓئِكَ هُمُ

৬৮০। দেখুন টীকা ৬১০।

৬৮১। রসূলুল্লাহ (স.) এর ফয়সালা তাহাদের অনুকূলে হইবে মনে হইলে তাহারা (মুনাফিকরা) তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট আসে।

করিবেন ? বরং উহারাই তো যালিম।•	الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع
৫১. বস্তুত মু'মিনদের উক্তি তো এই- যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য করিলাম' ; আর উহারাই তো সফলকাম।	اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. আর যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে, তবে তো তাহারাই সফলকাম।	وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. এবং উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা অবশ্যই বাহির হইবে[৬৮২]; তুমি বল, 'শপথ করিও না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য ; তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত'।	وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. বল, 'আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর', তবে যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার (রসুলের) উপর বর্তায় তাহার প্রতি অর্পিত (প্রচারের) দায়িত্ব, এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী ; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে ; আর স্পষ্টভাবে (রিসালত) পৌঁছান ব্যতীত রসূলের কোন দায়িত্ব নাই।	قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ভূপৃষ্টে (প্রশাসনের) স্থলাভিষিক্ত (দ্র. টীকা ২৭)	وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا

৬৮২। لَيَخْرُجُنَّ : তাহারা বাহির হইবেই। এখানে ইহা দ্বারা তাহারা যুদ্ধের জন্য বাহির হইবে' বুঝাইতেছে। আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা মুখে যুদ্ধে বাহির হইবার কথা বলে, কিন্তু কার্যে পরিণত করে না।

করিবেন, যেরূপ তিনি স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করিবেন ; তাহারা আমার ই'বাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না ; আর ইহার পরে যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তবে তো তাহারাই (ফাসিক্ব) ঘোরতর পাপাচারী।

اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৬. আর তোমরা সলাত ক্বায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৭. যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পৃথিবীতে কখন প্রবল[৬৮৩] মনে করিও না, উহাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি ; আর কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾ ع ১৩

রুকু' ০৭

৫৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সলাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং ই'শার সলাতের পর ; এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময় ; এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই ; তোমাদের এক-কে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয় ; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁহার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

৬৮৩। পৃথিবীতে তাহারা আল্লাহ্র পরিকল্পনা বা ইচ্ছাকে অক্ষম অর্থাৎ পরাভূত করিবার শক্তি রাখে না।

নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৯. আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ[৬৮৪] ; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾

৬০. এবং বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদের বহির্বাস[৬৮৫] খুলিয়া রাখে ; তবে ইহা হইতে বিরত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম ; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, রুগ্নের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নাই আহার করা[৬৮৬] তোমাদের গৃহে[৬৮৭] অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সেইসব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে ; তোমরা একত্রে আহার

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ

৬৮৪। مِنْ قَبْلِهِمْ : এর অর্থ তাহাদের পূর্বে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।

৬৮৫। ثِيَابَهُنَّ : তাহাদের বস্ত্র দ্বারা 'খিমার-রদায়া' অর্থাৎ বহির্বাস বুঝাইতেছে।

৬৮৬। তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না (২:১৮৮) এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর সাহাবীগণ অন্যের, এমনকি নিকট-আত্মীয়য়ের গৃহেও খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে শুরু করেন। আবার অনেকে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত একই দস্তরখানে বা পাত্রে খাইতে চাহিতেন না এই আশংকায় যে, ইহারা শারীরিক অসুবিধার কারণে হয়ত বা ঠিকমত খাইতে পারিবে না, অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকিয়া যাইবে। আত্মীয়-স্বজনের গৃহে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন না করিলেও দোষ নাই, আয়াতটিতে সেই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। অবশ্য যাহাদের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে অথবা যাহাদের সহিত খাইতেছে তাহাদের সম্মতি থাকা আবশ্যক। (ই ফা)।

৬৮৭। بُيُوْتِكُمْ এর অর্থ তোমাদের সন্তানদের গৃহও বুঝায়।

اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাহাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নাই ; তবে যখন তোমরা (এই) সকল গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দিবে (যাহা) অভিবাদনস্বরূপ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, কল্যাণময়, উত্তম ; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

রুকু' ০৮ ع ১৪

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. মু'মিন তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে ঈমান আনে এবং রসূলের সহিত সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হইলে তাহারা অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না[৬৮৮]; যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাসী, অতএব তাহারা তাহাদের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না ; তোমাদের মধ্যে যাহারা অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে জানেন, সুতরাং যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইবে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَ يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ

৬৪. জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই ; তোমরা

৬৮৮। কোন সম্মেলন, সভা-সমিতি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলে দায়িত্বশীলের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত প্রস্থান করিতে নাই। মুনাফিকরাই এইরূপ করিয়া থাকে।

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

যাহাতে ব্যাপৃত তিনি তাহা জানেন ; এবং যেদিন উহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি উহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

ع ৯ ১৫

রুকু' ০৯

২৫- সূরা আলফুরক্বান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	আল্লাহ্ এক। শির্কের অসারতা।
০৪-০৯	আলকুরআন ও রসূল (স.) এর সত্যতার যুক্তি।
১০-২০	আখিরাত অস্বীকারীরা জাহান্নামী। মুশরিকদের অলি ও উপাস্যরা মুশরিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সকল নাবীই মানুষ ছিলেন।
২১-৩৪	অবিশ্বাসীদের হাস্যকর দাবি। হাশরের দিনটি হইবে কাফেরদের জন্য কঠিন। রসূল (স.) বলিবেন, 'হে আমার রব্ব! আমার লোকেরাই কুরআন পরিত্যাজ্য করিয়া রাখিয়াছিল'। কুরআন একত্রে নাযিল না করিবার কারণ।
৩৫-৪৪	বিভিন্ন জাতি কর্তৃক নাবীদের প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের পরিণতি।
৪৫-৬২	মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। আল্লাহ্র প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা।
৬৩-৭৭	আল্লাহ্র প্রিয় দাসদের বিশেষ গুণাবলি। নিজ পরিবারের জন্য দুআ'।

٢٥ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٧٧ ركوعاتها ٦

২৫- সূরা আলফুরক্বান

মাক্কী ; আয়াত ৭৭, রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ﴿١﴾

১. কত সুমহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরক্বান[৬৮৯] অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হইতে পারে-০

الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِی الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

২. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই আর সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন প্রতিটি বস্তু ও উহাকে (বিধিবদ্ধ নিয়মে) নির্দিষ্ট করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

৬৮৯। আল-কুরআন সত্য ও অসত্যের পার্থক্যকারী বলিয়া ইহাকে ফুরক্বান বলা হয়।

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا ﴿۳﴾

৩. আর তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাঁহাকে ছাড়াও অন্যান্য ইলাহ্ যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা নাই।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ﴿۴﴾ ۚ

৪. এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'ইহা মিথ্যারচনা ব্যতীত কিছুই নহে, সে ইহা (কুরআন) উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের (দ্র. টীকা ৫০৮) লোক তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে', ♣এইরূপে উহারা অবশ্যই সত্যবিকৃতি ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে,০♣

মুআ' ১৬

মানযিল ৫

وَ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۵﴾

৫. উহারা আরও বলে, 'ইহা (কুরআন) প্রাচীন-কালের উপকথা যাহা সে[৬৯০] লিখাইয়া লইয়াছে, আর এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۶﴾

৬. বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি অবগত আছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য ; নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿۷﴾

৭. আর উহারা বলে, 'এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে ; তাহার নিকট কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হইল না, যে তাহার সহিত থাকিত সতর্ককারীরূপে' ?

اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَ قَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۸﴾

৮. 'অথবা তাহাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে'[৬৯১] ? অপরাধীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক

৬৯০। এ স্থলে সে দ্বারা মুহাম্মাদ (স.) কে বুঝাইতেছে।
৬৯১। দ্র. ১১:১২, ১৭:৯০-৯২ আয়াতসমূহ।

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ কর'।	
৯. দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়! আসলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলে উহারা পথ পাইতে সমর্থ হইবে না। রুকু' ০১	اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾ ع ١٦
১০. মহিমাময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু- উদ্যানসমূহ যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত- এবং তিনি দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ!	تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ يَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾
১১. কিন্তু উহারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে ; এবং যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহার জন্য আমরা প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি,০	بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ ج
১২. দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার।	اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং যখন উহাদিগকে শৃংখলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা সেখানে ধ্বংস কামনা করিবে ;০	وَ اِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ ط
১৪. (উহাদিগকে বলা হইবে) 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না বরং বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক'।	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾
১৫. (উহাদিগকে) বল, 'ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে মুত্তাক্বীদিগকে'? ইহাই তো তাহাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।	قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿١٥﴾
১৬. তথায় তাহারা যাহা চাহিবে তাহাদের জন্য তাহাই থাকিবে এবং স্থায়ী হইবে ; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার রব্ব এরই দায়িত্ব।	لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾
১৭. এবং যেদিন তিনি একত্র করিবেন	وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾	উহাদিগকে এবং উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদের ই'বাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে, না উহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল' ?
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَ كَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ﴿١٨﴾	১৮. উহারা বলিবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না ; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগসম্ভার দিয়াছিলে ; পরিণামে উহারা উপদেশ (প্রেরিত কিতাব) বিস্মৃত হইয়াছিল, এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।
فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّ لَا نَصْرًا ۚ وَ مَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾	১৯. (তিনি মুশরিকদিগকে বলিবেন), 'তোমরা যাহা বলিতে উহারা (উপাস্যগুলি) তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, সুতরাং তোমরা (শাস্তি)[৬৯২] প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং সাহায্যও পাইবে না, আর তোমাদের মধ্যে যে যুলুম করিবে আমরা তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাইব'।
وَ مَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾ ع ٢ ١٧	২০. এবং তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত (দ্র. ২৫:৮), আর আমরা তোমাদের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করিয়াছি[৬৯৩]; (অতএব) তোমরা ধৈর্যধারণ করিবে কি ? আর তোমার রব্ব (সমস্ত কিছুই) পর্যবেক্ষন করেন।

রুকু' ০২

৬৯২। صَرْفًا : প্রতিরোধ, এ স্থলে শাস্তি প্রতিরোধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ই ফা)।

৬৯৩। রসূলগন মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করেন, ইহাতে তাঁহারা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। যাহারা ঈমান আনে তাহারা মুক্তি লাভ করে। যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা রসূলকে উৎপীড়ন করে। তখন রাসূলের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়।

পারা ১৯

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. আর যাহারা আমাদের সাক্ষাৎ-প্রত্যাশা করে না তাহারা বলে, 'আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের রব্বকে দেখি না কেন' ? উহারা তো উহাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহারা সীমালংঘন করিয়াছে গুরুতররূপে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২. যেদিন উহারা মালাকগণকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং তাহারা (মালাকগণ) বলিবে, '(অপরাধীদের পরিত্রাণে পথে) রহিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়'[৬৯৪] ।

وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৩. আর উহাদের কৃতকর্মের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত (নিষ্ফল) করিব।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৪. সেই দিন হইবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৫. আর সেই দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং মালাকগণকে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করা হইবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬. সেই দিন যথার্থ কর্তৃত্ব হইবে পরম করুণাময়েরই ; এবং কাফেরদের জন্য সেই দিন হইবে বড়ই দুর্গতির।

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৭. যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম'!

৬৯৪। حِجْرًا مَّحْجُوْرًا : অলংঘনীয় অন্তরায়, অর্থাৎ মালাকগণ বলিবেন, 'অপরাধীদের জন্য পরিত্রাণের পথ চিরতরে রুদ্ধ' । মতান্তরে অপরাধীরা বলিবে, 'কোন বাধা আসিয়া যদি শাস্তিকে রোধ করিত'!

২৮. 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম!'	يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾
২৯. 'আমাকে[৬৯৫] নিশ্চিতভাবে সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট যিক্‌র (কুরআন) পৌঁছিবার পর' ; আর শাইত্বান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।	لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. এবং রসূল বলিবে, 'হে আমার রব্ব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় (এর অধিকাংশ) এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য করিয়া রাখিয়াছিল'।	وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾
৩১. আর এইভাবে আমরা প্রত্যেক নাবীর শত্রু করিয়াছিলাম অপরাধীদিগকে ; আর (তোমার জন্য) তোমার রব্বই যথেষ্ট, পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে'।	وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّ نَصِيْرًا ﴿٣١﴾
৩২. আর যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবারে নাযিল হইল না কেন ?♣ এইভাবেই ♣, আমরা (নাযিল করিয়াছি) তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা দৃঢ় করিতে এবং উহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা তোমাকে প্রদান করি নাই ;০	وَ لَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ ؕ
৩৪. যাহাদিগকে মুখের উপর ভর করাইয়া জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে, উহাদের অবস্থান অতি নিকৃষ্ট এবং পথও অতিশয় ভ্রষ্ট।	اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾ ع
৩৫. এবং আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভ্রাতা হারূণকে সাহায্যকারী করিয়াছিলাম,০	وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ ۚ
৩৬. অতঃপর বলিলাম, 'তোমরা উভয়ে যাও	فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

মুআ' ১৭ — ৩২ — ম ১৭

রুকু' ০৩ — ৩৪ — ৩ ১৪ ১

৬৯৫। মানুষ অথবা জিন্ন যে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

সেই সম্প্রদায়ের নিকটে যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে' ; পরে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিলাম ;০	فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায়, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাসাব্যাস্ত করিল তখন আমরা উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম ও মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম ; আর যালিমদের জন্য আমরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি,০	وَ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَ جَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾
৩৮. আর আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম আ'দ, সামূদ ও 'রাস্‌স'[৬৯৬]-এর অধিবাসীকে ও উহাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।	وَّ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا۠ وَ اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَ قُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং আমরা উহাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম, আর উহাদের প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম (অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্য)।	وَ كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَ كُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾
৪০. এবং উহারা তো সেই জনপদ[৬৯৭] দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল ধ্বংসযজ্ঞের বৃষ্টি ; তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না ? বস্তুত উহারা পুনরুত্থান সম্ভব বলিয়া মনে করে না।	وَ لَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾
৪১. আর উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে (ও বলে) ; 'এই-ই কি সে যাহাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে পাঠাইয়াছেন' ?	وَ اِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾

৬৯৬। اَلرَّسُّ: কূপ, اَصْحٰبُ الرَّسِّ: কূপের মালিকগণ। উহাদের প্রতি প্রেরিত নাবীকে উহারা এক কূপে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তাই উহারা কূপওয়ালা নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তর আরবের ইয়ামামায় রাস্‌স নামক একটি এলাকা ছিল। সামূদ জাতির কোন এক গোত্র এখানে বাস করিত, বর্তমানে ইহা ওয়াদীউর-রূম এলাকার একটি পল্লী।

৬৯৭। লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের এলাকা (সাদম বা মৃত সাগর এলাকা)। মক্কাবাসীরা ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় ব্যবসা উপলক্ষে এই স্থান দিয়া যাতায়াত করিত। (দ্র. ৭:৮০-৮৪)।

৪২. 'সে তো আমাদিগকে আমাদের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়াই দিত যদি না আমরা উহাদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকিতাম' ; আর যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।	اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۲﴾
৪৩. তুমি কি দেখ না তাহাকে যে তাহার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে ? তবুও কি তুমি তাহার কর্মসম্পাদক হইবে ?	اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿۴۳﴾
৪৪. তুমি কি মনে কর যে, উহাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে ? উহারা তো পশুর মতই বরং উহারা অত্যধিক পথভ্রষ্ট!	اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۴﴾ ع ۴ ۲
৪৫. তুমি কি তোমার রব্ব এর প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন ? যদি* তিনি ইচ্ছা করিতেন ইহাকে অবশ্যই স্থির রাখিতে পারিতেন ; অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক-০	اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿۴۵﴾
৪৬. অতঃপর আমরা ইহাকে (ছায়াকে) আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনি।	ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿۴۶﴾
৪৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস।	وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿۴۷﴾
৪৮. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের (বৃষ্টিবর্ষণের) প্রাক্কালে (ঠান্ডা) বায়ু সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, এবং আমরা আকাশ হইতে বিশুদ্ধ[৬৯৮] পানি বর্ষণ করি-০	وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿۴۸﴾
৪৯. যদ্দ্বারা আমরা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই।	لِّنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿۴۹﴾

রুকু' ০৪

৬৯৮। طَهُوْرٌ : অতি পবিত্র এবং যাহা অন্য কিছুকেও পবিত্র করে, এখানে অর্থ বিশুদ্ধ।

৫০. আর নিশ্চয় আমরা ইহা (পানি) উহাদের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা শিক্ষা গ্রহন করে ; তথাপিও অধিকাংশ মানুষই চরম অকৃতজ্ঞ[৬৯৯]।	وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۫ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۵۰﴾
৫১. আমরা ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম[৭০০],০	وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿۵۱﴾
৫২. সুতরাং তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না এবং তুমি ইহা (কুরআন) দ্বারা উহাদের বিরূদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া যাও।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۵۲﴾
৫৩. তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর ; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায় (দ্র. ৫৫ : ২০) ও এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।	وَ هُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿۵۳﴾
৫৪. এবং তিনিই তো যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেন পানি হইতে ; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন ; আর তোমার রব্ব সর্বশক্তিমান।	وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿۵۴﴾
৫৫. আর উহারা আল্লাহ্ ছাড়াও এমন কিছুর ই'বাদত করে যাহা উহাদিগকে উপকার করিতে পারে না এবং উহাদের অপকারও করিতে পারে না ; আর কাফের তো স্বীয় রব্ব এর বিরুদ্ধে (ত্বাগুতের) সাহায্যকারী।	وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿۵۵﴾
৫৬. আর আমরা তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।	وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۵۶﴾
৫৭. বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে	قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ

৬৯৯। আক্ষরিক অর্থে, (এত নিয়া'মত সত্বেও) পরন্তু অধিকাংশ মানুষ চরম অকৃতজ্ঞ হইয়া অবাধ্যই রহিল।

৭০০। সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের পর আর তাহা করেন নাই ; কারণ মুহাম্মদ (স.) কে আল্লাহ তায়া'লা সারা বিশ্ব মানবের জন্য এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সর্বশেষ নাবী ও রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তাহার রব্ব এর দিকের পথ অবলম্বন করুক'।	اَنۡ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ﴿۵۷﴾
৫৮. এবং তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরিবেন না এবং তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ; আর তাঁহার দাসদের পাপের সম্যক অবহিতির জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট-০♣	وَ تَوَكَّلۡ عَلَى الۡحَىِّ الَّذِىۡ لَا يَمُوۡتُ وَ سَبِّحۡ بِحَمۡدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوۡبِ عِبَادِهٖ خَبِيۡرَا ﴿۵۸﴾ سجدة
৫৯. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আ'র্‌শে (দ্র. টীকা ৩০৪) সমাসীন হন♣, আররহমান, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে যে অতি-অভিজ্ঞ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।	الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَيۡنَهُمَا فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ ۛ اَلرَّحۡمٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِهٖ خَبِيۡرًا ﴿۵۹﴾ ع ۱۸
৬০. এবং যখন ইহাদিগকে বলা হয়, 'সিজদাবনত হও আররহমানের প্রতি', তখন উহারা বলে, 'আররহমান আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজদা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজদা করিব'? ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।	وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ اسۡجُدُوۡا لِلرَّحۡمٰنِ قَالُوۡا وَ مَا الرَّحۡمٰنُ �ۖ اَنَسۡجُدُ لِمَا تَاۡمُرُنَا وَ زَادَهُمۡ نُفُوۡرًا ﴿۶۰﴾ ع السجدة ۱۸ ۳ ۶۵
৬১. কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন নক্ষত্রপুঞ্জ ও উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। (দ্র. ৮৫ : ১)।	تَبٰرَكَ الَّذِىۡ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّ جَعَلَ فِيۡهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيۡرًا ﴿۶۱﴾
৬২. এবং তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তৈরী করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত রূপে, তাহার জন্য- যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা কৃতজ্ঞ হইতে চাহে।	وَ هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ خِلۡفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنۡ يَّذَّكَّرَ اَوۡ اَرَادَ شُكُوۡرًا ﴿۶۲﴾
৬৩. আর পরম করুণাময়ের আনুগত্যশীল তাহারাই যাহারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞেরা সম্বোধন করে (বিতন্ডার লক্ষ্যে), তখন তাহারা বলে, 'সালাম'[৭০১]।	وَ عِبَادُ الرَّحۡمٰنِ الَّذِيۡنَ يَمۡشُوۡنَ عَلَى الۡاَرۡضِ هَوۡنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الۡجٰهِلُوۡنَ قَالُوۡا سَلٰمًا ﴿۶۳﴾

মুআ' ১৮ | সিজদা ৮ | রুকু' ০৫

৭০১। অর্থাৎ শান্তি বজায় রাখিয়া বিদায় হয়, অযথা তর্কে লিপ্ত হয় না।

৬৪. এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের রব্ব এর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া (অর্থাৎ সলাতে)।	وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿٦٤﴾
৬৫. আর যাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ',০	وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾
৬৬. নিশ্চয়ই উহা দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান ও আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট।	اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٦﴾
৬৭. এবং যাহারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় চলে।	وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
৬৮. এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, আর যে এইগুলি করে সে (নিজকে) পাপে নিক্ষেপ করে-০	وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾
৬৯. ক্বিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়,০	يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾
৭০. (কিন্তু) তাহারা নহে, যাহারা তাওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকর্মের আ'মল করে ; সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহাদের পাপসমূহ পুণ্যে পরিবর্তন করিয়া দিবেন ; আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾
৭১. আর যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে তবে তো সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়।	وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾
৭২. এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না- আর অসার ক্রিয়াকলাপের (দ্র. টীকা ৬৪৯) সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে উহা পরিহার করিয়া চলে।	وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং যাহারা, যখন তাহাদের রব্ব এর আয়াত স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখন উহার প্রতি বধির ও অন্ধসদৃশ আচরণ করে না।	وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا ﴿٧٣﴾
৭৪. আর যাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের জন্য এমন জুড়িসমূহ (দ্র. টীকা ২৩) ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা হইবে আমাদের চক্ষু শীতলকারী (হৃদয় জুড়ানো), এবং আমাদিগকে মুত্তাক্বীদের জন্য অনুসরণযোগ্য[৭০২] বানাও'।	وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾
৭৫. উহাদিগকে প্রতিদান দেওয়া হইবে (জান্নাতের) প্রাসাদ, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল এবং সেখানে অভ্যর্থনা করা হইবে সম্ভাসন ও সালাম সহকারে-০	اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿٧٥﴾
৭৬. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; দীর্ঘকালীন আশ্রয় ও নিবাস হিসাবে উহা কতই না উৎকৃষ্ট!	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٧٦﴾
৭৭. বল, 'আমার রব্ব কোনই পরোয়া করেন না যদি তোমরা তাঁহাকে না ডাক, যেহেতু তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছ, ফলে অচিরেই নামিয়া আসিবে অপরিহার্য (শাস্তি)।•	قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

২৬- সূরা আশশুআ'রা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০০৯	লোকেরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না বলিয়া নাবীর পেরেশানি।
০১০-০৬৮	ফিরআ'উনের নিকট মূসা (আ.) এর দাওয়াত এবং মূসা (আ.) এর সহিত ফিরআ'উনের দ্বন্দের ইতিবৃত্ত।
০৬৯-১০৪	ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নিজ পিতা ও জাতির কাছে তাওহীদের দাওয়াত এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার উপদেশ।
১০৫-১২২	নূহ (আ.) এর দাওয়াত এবং তাঁহার সহিত তাঁহার জাতির সংঘাত।
১২৩-১৪০	আ'দ জাতির নিকট হূদ (আ.) এর দাওয়াত। আ'দ জাতির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের ধ্বংস।

৭০২। اِمَامٌ: নেতা, ইমাম, অন্যের অনুসরণযোগ্য- এই অর্থে আদর্শ।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১৪১-১৫৯	সামূদ জাতির নিকট সালিহ্ (আ.) এর দাওয়াত। সামূদ জাতির হঠকারিতা ও ধ্বংস।
১৬০-১৭৫	লূত (আ.) এর জাতির প্রতি তাঁহার দাওয়াত। তাহাদের অবাধ্যতা ও তাহাদের ধ্বংসের ইতিহাস।
১৭৬-১৯১	আইকাবাসীর নিকট শুআ'ইব (আ.) এর দাওয়াত, শুআ'ইব (আ.) কে তাহাদের প্রত্যাখ্যান ও তাহাদের ধ্বংস।
১৯২-২১২	কুরআন অকাট্যভাবে রব্বুল আ'লামীনের কিতাব। কুরআনের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিযোগের জবাব।
২১৩-২২৭	শির্কের ব্যাপারে সতর্কবাণী। নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ। অনুসারীদের প্রতি দয়া-পরবশ হওয়ার নির্দেশ। কবিদের আদর্শহীনতা। মু'মিন কবিগনই সঠিক পথে থাকিতে পারে।

২৬- সূরা আশশুআ'রা

মাক্কী ; আয়াত ২২৭, রুকূ' ১১

٢٦ سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٢٧ ركوعاتها ١١

মানযিল ৫ — المنزل ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. ত্ব- সি----ন মি----ম।

طٰسٓمّٓ ﴿١﴾

২. এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

৩. উহারা মু'মিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়ত (মনোকষ্টে) আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৪. আমরা ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে তাহাদের নিকট নিদর্শন (দ্র. ৬:৪-৬) প্রেরণ করিতাম, ফলে তাহাদের গ্রীবা উহার প্রতি নত হইয়া পড়িত।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾

৫. আর যখনই তাহাদের কাছে পরম করুণাময়ের নিকট হইতে কোন নূতন উপদেশ আসে, তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿٥﴾

৬. এখন তাহারা তো মিথ্যা-সাব্যস্থ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা যাহা লইয়া উপহাস করিত উহার (প্রকৃত) বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾

৭. তাহারা কি যমীনের দিকে লক্ষ্য করে না ? আমরা উহাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট

اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ

উদ্ভিদ উদ্গত করিয়াছি।	كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. অবশ্যই ইহাতে আছে নিশ্চিত নিদর্শন ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
৯. এবং নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনি তো পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾ ع ৫
১০. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার রব্ব মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও'-০	وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. 'ফিরআ'উনের সম্প্রদায় ; উহারা কি সাবধান হইবে না' ?	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾
১২. তখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে' ;০	قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾
১৩. 'এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নহে! সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও'।	وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. 'আর আমার বিরুদ্ধে তো উহাদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে',০	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾
১৫. তিনি বলিলেন, 'না, কখনই নহে, অতএব তোমরা উভয়ে আমাদের নিদর্শনসহ যাও, আমরাও তোমাদের সহিত রহিব, সবকিছু শ্রবণ করিব'।	قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. অতএব তোমরা উভয়ে ফিরআ'উনের নিকট যাও অতঃপর উভয়ে বল, 'নিশ্চয় আমরা তো বিশ্বজগতের রব্ব এর রসূল'-০	فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. 'আমাদের সহিত যাইতে দাও বানী ইসরাঈলকে' ;০	اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٧﴾

রুকু' ০১

১৮. ফিরআ'উন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নাই ? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটাইয়াছ' -০	قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. 'এবং তুমি তোমার কর্ম[৭০৩] যাহা করিবার তাহা তো করিয়াছই, আর তুমি অকৃতজ্ঞ'।	وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. মূসা বলিল, 'আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান';০	قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. 'অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম তখন তোমাদের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছিলাম, তৎপর আমার রব্ব আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন'।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. 'আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ, তাহা তো এই যে তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ' ;০	وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾
২৩. সে বলিল, 'জগতসমূহের রব্ব আবার কী' ?	قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. (মূসা) বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব্ব ; যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'।	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. সে তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা শুনিতেছ তো'!	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. সে (মূসা) বলিল, 'তিনি তোমাদের রব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও রব্ব'।	قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. (ফিরআ'উন) বলিল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূল নিশ্চয়ই উন্মাদ'।	قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

৭০৩। বিবদমান দুই ব্যক্তির একজনকে মূসা (আ.) ঘুষি মারিয়াছিলেন, ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। (দ্র. ২৮ : ১৫)। সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়া ফিরআ'উন ইহা বলিয়াছে।

২৮. সে (মূসা) বলিল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব্ব ; যদি তোমরা বুঝিতে পারিতে'!	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. সে (ফিরআ'উন) বলিল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর আমরা তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব'।	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. সে (মূসা) বলিল, 'আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট নিদর্শন আনয়ন করি, তবুও' ?	قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾
৩১. সে (ফিরআ'উন) বলিল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর'।	قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অতঃপর (মূসা) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল,০	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং সে (মূসা) হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।	وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ ع ২ ৬
৩৪. (ফিরআ'উন) তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর'-০	قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. 'সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কার করিতে চাহে, এখন তোমরা কী করিতে বল' ?	يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. উহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও'-০	قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. 'যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে'।	يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল-০	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾

রুকু' ০২

৩৯. এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও সমবেত হইতেছ তো ? (অর্থাৎ তোমরা সমবেত হও)'-০	وَّ قِيۡلَ لِلنَّاسِ هَلۡ اَنۡتُمۡ مُّجۡتَمِعُوۡنَ ﴿۳۹﴾
৪০. 'যেন আমরা (আমাদের) যাদুকরদের অনুসরণ করিতে পারি, যদি উহারা বিজয়ী হয়'।	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنۡ كَانُوۡا هُمُ الۡغٰلِبِيۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১. অতঃপর যাদুকরেরা আসিয়া ফিরআ'উনকে বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো' ?	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوۡا لِفِرۡعَوۡنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجۡرًا اِنۡ كُنَّا نَحۡنُ الۡغٰلِبِيۡنَ ﴿۴۱﴾
৪২. সে (ফিরআ'উন) বলিল, 'হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই ঘনিষ্ঠদের শামিল হইবে'।	قَالَ نَعَمۡ وَ اِنَّكُمۡ اِذًا لَّمِنَ الۡمُقَرَّبِيۡنَ ﴿۴۲﴾
৪৩. সে (মূসা) উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর'।	قَالَ لَهُمۡ مُّوۡسٰۤى اَلۡقُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ مُّلۡقُوۡنَ ﴿۴۳﴾
৪৪. অতঃপর উহারা উহাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, 'ফিরআ'উনের ইযযতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হইব'।	فَاَلۡقَوۡا حِبَالَهُمۡ وَ عِصِيَّهُمۡ وَ قَالُوۡا بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ اِنَّا لَنَحۡنُ الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۴۴﴾
৪৫. অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল,০	فَاَلۡقٰى مُوۡسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلۡقَفُ مَا يَاۡفِكُوۡنَ ﴿۴۵﴾
৪৬. তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হইয়া পড়িল-০	فَاُلۡقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيۡنَ ﴿۴۶﴾
৪৭. এবং বলিল, 'আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম বিশ্বজগতের রব্ব এর প্রতি'-০	قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۴۷﴾
৪৮. 'যিনি মূসা ও হারূণেরও রব্ব'।	رَبِّ مُوۡسٰى وَ هٰرُوۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. সে বলিল, 'কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে ? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে ; শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে, আমি অবশ্যই তোমাদের	قَالَ اٰمَنۡتُمۡ لَهٗ قَبۡلَ اَنۡ اٰذَنَ لَكُمۡ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيۡرُكُمُ الَّذِىۡ عَلَّمَكُمُ السِّحۡرَ ۚ فَلَسَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَ اَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ

হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই',০	خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. উহারা বলিল, 'কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদের রব্ব এর নিকটই প্রত্যাবর্তন করিব',০	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. 'আমরা তো আশা করি, আমাদের রব্ব আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী'।	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾
৫২. এবং আমরা মূসার প্রতি অহি করিলাম, 'আমার বান্দাদিগকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হও- তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে'।	وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. অতঃপর ফিরআ'উন শহরসমুহে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল,০	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. (এই বলিয়া) 'ইহারা (বানী ইসরাঈল) তো ক্ষুদ্র একটি দল'-০	اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. 'আর উহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে'-০	وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. 'এবং আমরা তো সকলেই সদাসতর্ক' ;০	وَ اِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. পরিণামে আমরা তাহাদিগকে (ফিরআ'উন গোষ্ঠীকে) বহিষ্কার করিলাম উহাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে-০	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে-০	وَّ كُنُوْزٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. এইরূপই ঘটিয়াছিল ; এবং বানী ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী[১০৪];০	كَذٰلِكَ ؕ وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

রুকু' ০৩ ৩ ع ১৭

১০৪। পূর্ববর্তী আয়াত ২৬:৫৭-৫৮ এর প্রেক্ষিতে আপাতঃ দৃষ্টিতে অনুমিত হয় যে বানী ইসরাঈলকে ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত ঘটনার পর, বানী ইসরাঈলকে ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের দাসত্বের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের হৃত সম্মান ও মর্যাদার উত্তরাধিকারী করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুত ভূমিতে (শাম এলাকায়) তাহাদিগকে সম্পদ ও রাজত্বের উত্তরাধিকারও দান করা

৬০. পরে সকালে উহারা তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল।	فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম',০	فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. (মূসা) বলিল, 'কখনই নহে! আমার সহিত আছেন আমার রব্ব, সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করিবেন'।	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতঃপর মূসার প্রতি আমরা অহি করিলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর'; ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল,০	فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾
৬৪. আর সেখানে উপনীত করিলাম অপর দলটিকে,০	وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. এবং আমরা উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সঙ্গী সকলকে,০	وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে ;০	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾
৬৯. এবং উহাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾
৭০. সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ই'বাদত কর' ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. উহারা বলিল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি ও আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদের পূজায় নিরত থাকিব'।	قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾

রুকু' ০৪

ع ٢ وقف لازم

হইয়াছিল। (আরও দ্র. ৭ : ১৩৬-১৩৭, ২৮ : ৫, ৪৪ : ২৫-২৮)।

৭২. সে বলিল, 'তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শুনে' ?	قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. 'অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে' ?	اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তাহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি' ।	قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. সে বলিল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কিসের পূজা করিতেছ'-০	قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. 'তোমরা ও তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা'[৭০৫] ?	اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. 'ফলে অবশ্যই উহারা আমার শত্রু, (এই সমস্ত পূজনীয় হইতে পারে না) বিশ্বজগতের রব্ব ব্যতীত'-০	فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. '(সুতরাং) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন',-০	الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾
৭৯. 'আর তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং পান করান'-০	وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾
৮০. 'এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই রোগমুক্ত করেন',-০	وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾
৮১. 'আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন',-০	وَ الَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾
৮২. 'এবং আশা করি, তিনি ক্বিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন';০	وَ الَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾
৮৩. 'হে আমার রব্ব! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং সৎকর্মশীলদের শামিল কর'-০	رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৭০৫। অর্থাৎ যাহারা পূজা করিত।

৮৪. 'আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর'-০	وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. 'এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর'-০	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
৮৬. 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর[১০৬], তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন'-০	وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭.'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে'-০	وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না'-০	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. '(সেদিন উপকৃত হইবে) কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া';০	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. আর মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত-০	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. ভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম-০	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. উহাদিগকে বলা হইবে, 'তাহারা কোথায়, তোমরা যাহাদের ই'বাদত করিতে'-০	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? উহারা কি তোমাদের সাহায্য করিতে পারে অথবা কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম' ?	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর উহাদিগকে ও ভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া-০	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও ;০	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾

১০৬। প্রাথমিক পর্যায়ে ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য (দ্র. ১৯:৪৭-৪৮) দুআ' করিয়াছিলেন। পরে মুশরিকদের জন্য দুআ' করা নিষিদ্ধ হইলে, তিনি উহা হইতে বিরত থাকেন। (দ্র. ৯:১১৪)।

৯৬. উহারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে-০	قَالُوْا وَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম'-০	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾
৯৮. 'যখন আমরা তোমাদিগকে বিশ্বজগতের রব্ব এর সমকক্ষ গণ্য করিতাম'।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. 'আর পাপিষ্ঠরাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল'।	وَ مَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. 'পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই'-০	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. 'এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই'।	وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. 'হায়, যদি* আমাদের একবার (ফিরিবার সুযোগ) ঘটিত, তাহা হইলে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম'!	فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশ মু'মিন নহে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনিই মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾
১০৫. নূহের সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,০	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. যখন উহাদের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'-০	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾
১০৮. 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. 'আর আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য	وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا

রুকু' ০৫ ১৭

কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকটই আছে',০	عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর';০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾
১১১. উহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে' ?	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾
১১২. সে বলিল, 'উহারা কী করিত তাহা আমার জানা নাই',০	قَالَ وَ مَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾
১১৩. 'উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার রব্ব এরই কাজ, যদি* তোমরা বুঝিতে'!	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾
১১৪. 'আর মু'মিনদের বিতাড়িত করা আমার কাজ নহে',০	وَ مَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. 'আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী';০	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾
১১৬. উহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হইবে' ;০	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমার সম্প্রদায়ই তো আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতেছে',০ •	قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾
১১৮. 'সুতরাং তুমি আমার ও উহাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও আর আমাকে ও আমার সহিত যেসব মু'মিন আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর' ।	فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّ نَجِّنِيْ وَ مَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার সহিত যাহারা ছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে,০	فَاَنْجَيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾

• অর্ধাংশ النصف

১২০. তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম ;০	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا بَعۡدُ الۡبٰقِيۡنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿١٢١﴾
১২২. এবং অবশ্যই তোমার রব্ব, তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿١٢٢﴾ ع
১২৩. আ'দ জাতি রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,০	كَذَّبَتۡ عَادُ ۨ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿١٢٣﴾ ج
১২৪. যখন উহাদের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ هُوۡدٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿١٢٤﴾ ج
১২৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'-০	اِنِّىۡ لَكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌ ﴿١٢٥﴾ لا
১২৬. 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِ ﴿١٢٦﴾ ج
১২৭. 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রব্ব এর নিকট আছে' ;০	وَمَاۤ اَسۡـَٔـلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿١٢٧﴾ ط
১২৮. 'তোমরা কেন প্রতিটি উচ্চ স্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ' ?	اَتَبۡنُوۡنَ بِكُلِّ رِيۡعٍ اٰيَةً تَعۡبَثُوۡنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. 'আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে',০	وَ تَتَّخِذُوۡنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُوۡنَ ﴿١٢٩﴾ ج
১৩০. 'এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে',০	وَ اِذَا بَطَشۡتُمۡ بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِيۡنَ ﴿١٣٠﴾ ج
১৩১. 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِ ﴿١٣١﴾ ج
১৩২. 'ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দান করিয়াছেন সেই সমুদয়, যাহা তোমরা জান',০	وَ اتَّقُوا الَّذِىۡۤ اَمَدَّكُمۡ بِمَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿١٣٢﴾ ج

রুকু' ০৬ ع ٦

১৩৩. 'তিনি তোমাদিগকে দান করিয়াছেন আন'আম (পশুপাল- দ্র. টীকা ২৫২) ও সন্তান-সন্ততি'-০	اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. 'উদ্যান ও প্রস্রবণ',০	وَ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির';০	اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. উহারা বলিল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান'-০	قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. 'ইহা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব'[৭০৭]-০	اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. 'আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল নহি',০	وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমরা উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম ; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশ মু'মিন নহে।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। রুকু' ০৭	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾ ع ١١
১৪১. সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, ০	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾
১৪২. যখন উহাদের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾
১৪৩. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'-০	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾
১৪৪. 'অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾
১৪৫. 'এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য	وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا

৭০৭। পূর্বেও কিছু ব্যক্তি নাবী হওয়ার দাবি করিয়াছিল। ইহা নূতন কিছু নহে। ইহা কাফেরদের উক্তি।

কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রব্ব এর নিকট' ;০	عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣٥﴾
১৪৬. 'তোমাদিগকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা হইবে এইখানে যাহা (ভোগ্য-সামগ্রী) আছে উহাতে'-০	اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. 'উদ্যানে এবং প্রস্রবণে'-০	فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. 'এবং শস্যক্ষেত্রে ও নরম গুচ্ছবিশিষ্ট খর্জুর কুঞ্জে',০	وَّ زُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. 'তোমরা তো নৈপুণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ মহানন্দে',০	وَ تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. 'সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾
১৫১. 'এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না -০	وَ لَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. 'যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, শৃঙ্খলা স্থাপন করে না'।	الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম', ০	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. 'তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর'।	مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. সে (সালিহ্) বলিল, 'ইহা একটি উষ্ট্রী, ইহার জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা',০	قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. 'এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না, করিলে ভয়ঙ্কর দিবসের শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে'।	وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. কিন্তু তাহারা উহাকে বধ করিল[৭০৮], পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল-০	فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. অতঃপর শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল ; ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾ ع
১৬০. লূতের জাতি রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,০	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾ ج
১৬১. যখন উহাদের ভ্রাতা লূত উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾ ج
১৬২. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল',০	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾ لا
১৬৩. 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾ ج
১৬৪. 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট' ;০	وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ ط
১৬৫. 'বিশ্ববাসীর মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সহিত উপগত হও'-০	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ لا
১৬৬. 'এবং তোমাদের রব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক ; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'।	وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. উহারা বলিল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে'।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾

রুকু' ০৮

৮ ৬ ১৩

৭০৮। عَقَرَ : পশুর পায়ের গোড়ালির রগ কাটিয়া দেওয়া। আঘাত ও হত্যা করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্র. ৭:৭৭ ও ১১:৬৫।

১৬৮. লূত বলিল, 'আমি তো তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি' ;০	قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ ﴿۱۶۸﴾
১৬৯. 'হে আমার রব্ব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা কর'।	رَبِّ نَجِّنِیْ وَ اَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾
১৭০. অতঃপর আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম-০	فَنَجَّیْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۷۰﴾
১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত- পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত (দ্র. ১৫ঃ৬০),০	اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِیْنَ ﴿۱۷۱﴾
১৭২. অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম,০	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ﴿۱۷۲﴾
১৭৩. তাহাদের উপর (শাস্তির) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম (দ্র. ১৫ : ৭৪), আর ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল ভয়াবহ।	وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ﴿۱۷۳﴾
১৭৪. ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۷۴﴾
১৭৫. আর নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। রুকু' ০৯	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۷۵﴾ ع ১৩
১৭৬. আইকাবাসীরা (দ্র. ১৫ : ৭৮) রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,০	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔیْكَةِ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۱۷۶﴾
১৭৭. যখন শুআ'ইব উহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾
১৭৮. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'-০	اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۷۸﴾
১৭৯. 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর',০	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوْنِ ﴿۱۷۹﴾
১৮০. 'আর আমি তোমাদের কাছে ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো	وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا

বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট' ;০	عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. 'তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে, যাহারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না',০	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. 'এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়',০	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
১৮৩. 'আর লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না',০	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾
১৮৪. 'এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী অসংখ্য মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন' ;০	وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত'-০	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. 'এবং তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত',০	وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭. 'সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও' ;০	فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾
১৮৮. সে বলিল, 'আমার রব্ব ভাল জানেন তোমরা যাহা কর'।	قَالَ رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯. অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল ; ইহা তো ছিল এক ভয়াবহ দিবসের শাস্তি।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾
১৯০. ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾

রুকু' ১০

১৯১. এবং নিশ্চয় তোমার রব্ব, তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾ ع
১৯২. আর নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) জগতসমূহের রব্ব এর নিকট হইতেই অবতীর্ণ। ;০	وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) ইহা লইয়া ক্রমান্বয়ে অবতরণ করিয়াছে-০	نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾
১৯৪. তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি সতর্ককারী হও।	عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫. (অবতীর্ণ করা হইয়াছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় ;০	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾
১৯৬. এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।	وَ اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾
১৯৭. বানী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে- ইহা কি উহাদের জন্য নিদর্শন নহে ?	اَوَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾
১৯৮. আমরা যদি* ইহা কোন আ'জামীর[৭০৯] প্রতি ইহা অবতীর্ণ করিতাম-০	وَ لَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾
১৯৯. এবং উহা সে উহাদের নিকট পাঠ করিত, তবুও উহারা ইহাতে ঈমান আনিত না ;০	فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾
২০০. এইভাবে আমরা অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করি ;০	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾
২০১. উহারা ইহাতে ঈমান আনিবে না যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে-০	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾
২০২. ফলে (তাহা) উহাদের নিকট অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে, কিন্তু উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না-০	فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

৭০৯। اَعْجَمِيْنَ অনারবী। ভিন্ন অর্থে, যে স্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে পারে না তাহাকেও اَعْجَمِيٌّ বলে। এইরূপ ব্যক্তি আরবি-ভাষী হইলেও সে আ'জামী। (লিসানুল আ'রাব)।

২০৩. তখন উহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে' ?	فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
২০৪. তবে কি উহারা আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে ?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. তুমি ভাবিয়া দেখ যদি আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করিতেও দেই-০	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬. এবং পরে উহাদিগকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা উহাদের নিকট আসিয়া পড়ে-০	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾
২০৭. তখন উহাদিগকে প্রদত্ত ভোগ-বিলাসের উপকরণ উহাদের কোন কাজে আসিবে না ;০	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾
২০৮. আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিল না,০	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾
২০৯. (ইহা) উপদেশস্বরূপ ;♣ আর আমরা অন্যায় আচরণকারী নহি।	ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾
২১০. এবং শাইত্বানেরা ইহা সহ (কুরআন সহ) অবতীর্ণ হয় নাই।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾
২১১. আর উহাদের জন্য (ইহা) সাধ্যের নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না ;০	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾
২১২. উহাদিগকে তো শ্রবণের[৭১০] সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে ;০	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾
২১৩. অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সহিত ডাকিও না, তাহা হইলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে,০	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾

মুআ' ১৯

মঞ্জিল ৪

৭১০। মালাকগণকে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় জানাইয়া দেওয়া হয়। আসমানে এই হুকুমের ঘোষণা হইতে থাকিলে শাইত্বানরা উহা শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে। তখন মালাকগণ উহাদের প্রতি প্রদীপ্ত শিখা নিক্ষেপ করে, (দ্র. ৭২:৯) আর উহারা পলায়ন করে। পলায়নের প্রাক্কালে উহাদের কেউ কেউ দুই-একটি কথা শুনিয়া উহা ফলাও করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করে। মুহাম্মাদ (স.) এর আবির্ভবের পর হইতে শাইত্বানদিগকে পূর্বের মত এই দুষ্কর্ম করিতে আর দেওয়া হয় নাই, যদিও এখন পর্যন্ত তাহাদের অপচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। (আরও দ্র. ৭:১৪-১৫, ১৫:১৮)।

২১৪. এবং তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর-০	وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾
২১৫. আর যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি তোমার বাহু অবনত কর (দয়ার্দ্র হও),০	وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
২১৬. উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তবে বল, 'তোমরা যাহা কর তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত',০	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾
২১৭. এবং তুমি নির্ভর কর মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর -০	وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾
২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (সলাতে) দণ্ডায়মান হও -০	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾
২১৯. আর সিজদাকারীদের সহিত তোমার উঠাবসা।	وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾
২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾
২২১. তোমাদিগকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শাইত্বানরা অবতীর্ণ হয় ?	هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾
২২২. উহারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যা রচয়িতা পাপাচারীর নিকট,০	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾
২২৩. উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী ;০	يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾
২২৪. এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই ;০	وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾
২২৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, উহারা প্রত্যেক উপত্যকায় (অঙ্গনে) উদ্ভ্রান্ত হইয়া (বিভ্রান্তিমূলক কথা লইয়া) ঘুরিয়া বেড়ায় ?	اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾
২২৬. এবং তাহারা যাহা বলে তাহা তাহারা করে না-০	وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭. কিন্তু উহারা ব্যতীত, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে[৭১১]; আর যাহারা যুলুম করে তাহারা অচিরেই জানিবে কিরূপ প্রত্যাবর্তন স্থলে উহারা ফিরিয়া যাইবে।

রুকু' ১১

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۲۲۷ ع ۱۱ ع ۱۵

২৭- সূরা আননাম্‌ল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	কুরআন কাহাদের দিশারি, আর কাহাদের দিশারি নহে ?
০৭-১৪	মূসা (আ.) কে নবুয়ত ও মুজিযা প্রদান। ফিরআ'উন কর্তৃক আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান।
১৫-৪৪	সুলাইমান (আ.) কে আল্লাহ্ সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন। সুলাইমান (আ.) কর্তৃক সাবার রাণীকে দাওয়াত দানের ইতিহাস।
৪৫-৫৩	সামুদ জাতির কাছে সালিহ্ (আ.) এর দাওয়াত দানের ইতিহাস। সালিহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে তাহাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংস।
৫৪-৫৯	লূত (আ.) কর্তৃক তাঁহার জাতিকে সংশোধনের চেষ্টা। তাহাদের প্রত্যাখ্যান ও ধ্বংস।
৬০-৮২	নাবীদের প্রতি সালাম। তাওহীদের যুক্তি এবং শির্‌ক খন্ডণ। দাব্বাতুল আর্‌দ প্রকাশিত হইবে।
৮৩-৯৩	ক্বিয়ামতের বর্ণনা। ভাল আ'মলকারীদের প্রতিদান এবং মন্দ আ'মলকারীদের পরিণতি। আল্লাহ্‌র দাসত্ব, আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং কুরআনের অনুসরণই মুক্তির পথ।

২৭- সূরা আননাম্‌ল

মাক্কী ; আয়াত ৯৩, রুকু' ৭

٢٧ سُوْرَةُ النَّمْلِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩٣ ركوعاتها ٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. ত্ব- সি----ন ; এই আয়াতসমূহ আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের-০

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ ۱

২. পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য-০

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ۲

৩. যাহারা সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে আর তাহারা আখিরাতেও নিশ্চিত বিশ্বাসী।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۳

৭১১। বিপক্ষের সমালোচনার উত্তর কবিতার মাধ্যমে প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে ; যেমন কবি হাসসান ইবনু সাবিত (রা.) করিয়াছিলেন।

৪. নিশ্চয় যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না (তাহাদের দৃষ্টিতে) তাহাদের কর্মকে আমরা শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা (ঘোর) বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ;০	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٤
৫. উহাদেরই জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং উহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥
৬. আর নিশ্চয়ই তোমাকে কুরআন দেওয়া হইতেছে অতীব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানীর পক্ষ হইতে।•	وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦
৭. (স্মরণ কর), যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি ; সত্বর আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদের জন্য আনিব জ্বলন্ত অঙ্গার (দ্র. ২০ঃ১০, ২৮ : ২৯), যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার'।	اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٧
৮. অনন্তর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন ঘোষিত হইল 'ধন্য, যাহারা আছে এই আলোর[৭১২] মধ্যে এবং যাহারা আছে ইহার চতুষ্পার্শ্বে ; আর জগতসমূহের রব্ব আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত'।	فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨
৯. 'হে মূসা! নিশ্চিতভাবে 'আমিই আল্লাহ্' মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়'-০	يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩
১০. 'আর তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' ; অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না ; (বলা হইল), 'হে মূসা! ভীত হইও না, নিশ্চয় আমি (এমন), আমার সান্নিধ্যে রসূলগণ ভয় পায় না',০	وَ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰٓى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠

৭১২। মূসা (আ.) এর নিকট অগ্নি মনে হইলেও ইহা ছিল নূর যাহা আল্লাহ্‌র তাজাল্লী।

১১. 'তবে যাহারা যুলুম করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তবে তো আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।	اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۱﴾
১২. 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ (দ্র. ২০:২২, ২৮:৩২), ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্মল অবস্থায় ; ইহা ফিরআ'উন ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; উহারা তো সত্যত্যাগী জাতি'।	وَ اَدْخِلْ یَدَكَ فِیْ جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِیْ تِسْعِ اٰیٰتٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ﴿۱۲﴾
১৩. অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু',০	فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰیٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۳﴾
১৪. আর উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের মন এইগুলিকে সত্য জানিয়াছিল ; দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল!	وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۱۴﴾ ع ১৪ ১২
রুকু' ০১	
১৫. এবং আমরা অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং তাহারা উভয়ে বলিয়াছিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন'।	وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَیْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۵﴾
১৬. আর সুলাইমান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিল, 'হে মানুষ! আমাদিগকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সকল কিছু[৭১৩] দেওয়া হইয়াছে ; ইহা তো অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'।	وَ وَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ اُوْتِیْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۶﴾
১৭. এবং সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে- জিন্ন ও মানুষ হইতে এবং বিহংগকুলকে, অতঃপর উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।	وَ حُشِرَ لِسُلَیْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّیْرِ فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

৭১৩। নবুয়ত ও সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজন অনুযায়ী সকল কিছু দেওয়া হইয়াছিল।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. যখন উহারা পিপীলিকা-অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল- তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা-বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান ও তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে'।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তখন সে (সুলাইমান) উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল ও বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারি- এইজন্য যে আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ এবং যাহাতে সৎকার্য করিতে পারি- যাহা তুমি পছন্দ কর, এবং তোমার দয়ায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল কর'।

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۫ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. আর সে (সুলাইমান) বিহংগদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদ্‌কে (একপ্রকার পক্ষী) যে দেখিতেছি না! সে অনুপস্থিত না কি' ?

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۱﴾

২১. 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা জবেহ করিব'।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿۲۲﴾

২২. অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্‌ আসিয়া পড়িল ও বলিল, 'যাহা আপনি অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা'[৭১৪] হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি'।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৩. 'নিশ্চয় আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে, ও তাহাকে দেওয়া হইয়াছে প্রয়োজনীয় সকল কিছু এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন'।

৭১৪। ইয়ামান, হাদারামাওত ও আসীর এলাকা লইয়া সাবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবদুশ-শামস সাবা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। (দ্র. ৩৪ : ১৫)।

২৪. 'আর আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে, এবং শাইত্বান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না'-০	وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. '(নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে), উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর'।	اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. 'আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই, তিনি মহাআ'র্‌শের অধিপতি'।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة ۹ সিজদা ৯
২৭. সে (সুলাইমান) বলিল, 'আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী' ?	قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. 'তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর ; অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী' ?	اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. (রাণী বিলকিস) বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানজনক পত্র দেওয়া হইয়াছে'।	قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. 'ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং নিশ্চয় ইহা (শুরু), পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে'-০	اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾
৩১. 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও'।	اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ ع ২ ১৭

রুকু' ০২

৩২. সে (বিলকিস) বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও, আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের পরামর্শ ব্যতীত'।	قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾
৩৩. উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও দুধর্ষ যোদ্ধা- তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন'।	قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সে (রাণী) বলিল, 'রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে, আর ইহারাও এইরূপই করিবে'।	قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. 'আর আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে'।	وَ اِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. দূত সুলাইমানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্‌ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ'।	فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۖ فَمَآ اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. 'উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই, আমি অবশ্যই উহাদিগকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত'।	اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. সে (সুলাইমান) বলিল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার	قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا

নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে' ?	قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এক শক্তিশালী জিন্ন বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত'।	قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾
৪০. কিতাবের জ্ঞান যাহার (দ্র. কু কা মদীনা) ছিল, সে বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব' ; সুলাইমান যখন সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় উহা দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার রব্ব এর অনুগ্রহ ; যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন- আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ ; আর যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কৃতজ্ঞ হয় নিজেরই কল্যাণের জন্য, এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে জানিয়া রাখুক) যে, আমার রব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব'।	قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۖ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. সে (সুলাইমান) বলিল, 'তাহার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও ; দেখি সে কি সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়' ?	قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. (রানী) যখন আসিল, বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই'? সে বলিল, 'ইহা তো যেন উহাই' ; (সুলাইমান সভাষদকে বলিল) 'বস্তুত আমাদিগকে ইতিপূর্বেই (প্রকৃত) জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা মুসলিম হইয়াছি'। (ই কাসীর, মু আসাদ)।	فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।	وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তাহাকে বলা হইল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ	قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ

لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾

কর', যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক অগভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল ; (সুলাইমান) বলিল, 'ইহা তো স্বচ্ছ কাচমণ্ডিত মেঝে[৭১৫]' ; সে (রাণী) বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি এবং আমি (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করিতেছি সুলাইমানের সহিত জগতসমূহের রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট '।

ع ৩ ১৩ ১৮

রুকু' ০৩

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আর আমরা অবশ্যই সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম এই আদেশসহ, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর', কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার' ?

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. উহারা বলিল, 'আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা আছে' ; তাহাদিগকে সে বলিল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র নিকট, বস্তুত তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে'।

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি[৭১৬], যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না।

৭১৫। প্রাসাদের মেঝে স্বচ্ছ কাচমণ্ডিত ছিল। দেখিতে পানি বলিয়া ভ্রম হইত। তাই রানী বিলকীস পায়ের কাপড় গুটাইয়া লইয়াছিলেন।

৭১৬। رَهْطٌ : দল, এখানে সেই শহরের নয়টি দলের নয়জন নেতা, যাহারা ধনেজনে ও বলে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা সালিহ্ (আ.) কে তাঁহার পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করিবার গোপন ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাহাদের এই ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যায়।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. উহারা বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, আমরা রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব পরে তাহার অভিভাবককে নিশ্চয় বলিব, তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'।

وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. উহারা এক চক্রান্ত করিল এবং আমরাও কৌশল অবলম্বন করিলাম কিন্তু উহাদের সে বোধ হয় নাই।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. অতএব লক্ষ্য কর, উহাদের চক্রান্তের পরিণাম কী দাঁড়াইয়াছিল- আমরা অবশ্যই উহাদিগকে ও উহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করি।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. এই তো উহাদের ঘরবাড়ি- সীমালংঘনহেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে ; ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমরা উদ্ধার করি তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করিত।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং (স্মরণ কর) লূতের কথা, সে তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ কর' ?

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে ? তোমরা তো এক অজ্ঞ জাতি'।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. উত্তরে তাহার জাতি শুধু বলিল, 'লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে'।

৫৭. অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম তাহার স্ত্রী ব্যতীত, তাহাকে করিয়াছিলাম পশ্চাদবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮. আর তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কতই না নিকৃষ্ট!	وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۵۸﴾
৫৯. বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি'! শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে তাহারা ?	قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۹﴾

রুকু' ০৪

ع ٤ ١٩

পারা ২০

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. অথবা কে সৃষ্টি করিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী আর কে আকাশ হইতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ? অথচ আমরাই উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, উহার বৃক্ষাদি উদ্গত করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই ; আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? তবুও উহারা এমন এক জাতি যাহারা (তাঁহার) সমকক্ষ করে ;০

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. অথবা কে পৃথিবীকে করিয়াছে বাসোপযোগী ও উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছে নদীনালা এবং কে উহাতে স্থাপন করিয়াছে সুদৃঢ় পর্বত (দ্র. ৭৮ : ৭) ও দুই সমুদ্র প্রবাহের মধ্যে তৈরী করিয়াছে অন্তরায় (দ্র. ৫৫ : ২০) ? আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? বরং তাহাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না ;০

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. অথবা কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেয় যখন সে তাঁহাকে ডাকে আর কে বিপদ-আপদ দূরীভূত করে, আর কে তোমাদিগকে পৃথিবীর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত প্রজন্ম দ্র. টীকা ২৭) বানাইয়াছে ? আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক ;০

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অথবা কে তোমাদিগকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করে এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করে ? আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে ;০

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ

৬৪. অথবা কে আদিতে সৃষ্টি করিয়াছে অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করে এবং কে তোমাদিগকে

مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবিকা দান করে ? আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. বল, 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে কেহই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহাদের কখন উত্থিত করা হইবে'।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۖ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع

৬৬. বরং উহাদের জ্ঞান আখিরাত সম্পর্কে নাগাল পায় নাই[৭১৭]; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ ; বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ।

রুকু' ০৫

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং যাহারা কুফুরি করে তাহারা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে' ?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'এই বিষয়ে তো আমাদিগকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল- ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে'।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে'।

وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং উহাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আর উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে' ?

৭১৭। সসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আখিরাত কি, তাহা জানা ও বুঝা সম্ভব হয় না। আখিরাতের জ্ঞান অহির মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আখিরাতের জ্ঞান না থাকায় অবিশ্বাসীরা কখনও ইহাকে অস্বীকার করে, আবার কখনও ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে।

৭২. বল, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবত তাহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছে'।	قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আর নিশ্চয়ই তোমার রব্ব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হয় না।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. এবং তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে ও তাহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার রব্ব অবশ্যই জানেন।	وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহি মাহফূযে) নাই।	وَ مَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾
৭৬. বানী ইসরাঈল যেই সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, নিশ্চয়ই এই কুরআন উহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট বর্ণনা করে।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. এবং নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।	وَ اِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. তোমার রব্ব তো তাঁহার বিধান অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিবেন, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ,০	اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর ; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾
৮০. মৃতকে তো তুমি কথা শোনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না আহ্বান শোনাইতে যখন উহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।	اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর তুমি অন্ধদিগকে[৭১৮] উহাদের পথ ভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না ; তুমি	وَ مَاۤ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ

৭১৮। اَلْعُمْىُ : এর একবচন اَعْمٰى অর্থ অন্ধ। ইহাদের অন্তর অন্ধ। সত্য দেখে না ও বুঝে না। অন্যত্র বলা হইয়াছে, বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে স্নায়ুতন্ত্র-স্থিত হৃদয়, (২২:৪৬)। (আরও দেখুন ৭:১৭৯)।

শোনাইতে পারিবে কেবল তাহাদিগকেই যাহারা আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে ফলে তাহারাই হয় মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।	تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমরা মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব[৭১৯], যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে, এইজন্য যে, মানুষ আমাদের আয়াতসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করিত না।	وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع
৮৩. আর (স্মরণ কর), যেই দিন আমরা সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক-একটি দলকে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত, অতঃপর উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন ব্যূহে।	وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিলে অথচ উহার বিষয়ে তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই ? বরং তোমরা কি আরও কিছু করিতেছিলে' ?	حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَ لَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. সীমালংঘন হেতু উহাদের উপর ঘোষিত (শাস্তি) আসিয়া পড়িবে ; ফলে উহারা কিছুই বলিতে পারিবে না।	وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমরা রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকিত ? ইহাতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।	اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার[৭২০] দেওয়া	وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

রুকু' ০৬

৭১৯। ক্বিয়ামতের পূর্বে এই জীবের আবির্ভাব হইবে; উহা মানুষের সহিত কথা বলিবে। উহার আগমন ক্বিয়ামতের একটি নিদর্শন। কাফেররা আল্লাহ্‌র বাণীতে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু অস্বাভাবিক জীবকে দেখিয়া ঈমান আনিবে। তখন তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইবে না।

৭২০। ইহাই হইবে ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক শিংগায় প্রথম ফুৎকার। (দ্র. ১৯:৬৮ ; ৬৯:১৩-১৪)।

وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِیْنَ ﴿۸۷﴾

হইবে, ফলে আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহবল হইয়া পড়িবে, ব্যতীত আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে চাহিবেন ; এবং প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায়।

وَ تَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. আর তুমি পর্বতমালা দেখিতেছ, মনে করিতেছ উহা অটল-স্থিত, অথচ উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ[৭২১] ; ইহা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম ; তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَیْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ هُمْ مِّنْ فَزَعٍ یَّوْمَىِٕذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান পাইবে, এবং উহারা সেই দিনের শংকা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِی النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. আর যে কেহ অসৎকর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে ; এবং (বলা হইবে), 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল ব্যতীত আর কী তোমাদিগকে দেওয়া হইবে'?

اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِیْ حَرَّمَهَا وَ لَهٗ كُلُّ شَیْءٍ ۫ وَّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۹۱﴾ۙ

৯১. (বল) 'বস্তুত আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর[৭২২] রব্ব এর ই'বাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত, সমস্ত কিছু তাঁহারই, আরও আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'-০

وَ اَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. 'আর (আদিষ্ট হইয়াছি) কুরআন তিলাওয়াত করিতে[৭২৩], অতএব যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে তো সৎপথে চলে নিজের কল্যাণের জন্য' ; আর কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে তুমি বলিও, 'বস্তুত আমি কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন'।

৭২১। শিংগায় যেদিন ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন।

৭২২। অর্থাৎ মক্কা নগরীর 'হারম' এখানে অর্থ মহাসন্মানিত। মক্কাকে সম্মানিত করা হইয়াছে, যথা রক্তপাত করা, শিকার করা, যুলুম করা, বৃক্ষ কর্তন করা এখানে নিষিদ্ধ। এখানে যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। দ্র. ৯৫ : ৩।

৭২৩। লোকদিগকে শোনাইবার জন্য।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্ত্বর তোমাদিগকে দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন[৭২৪] তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে'; আর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার রব্ব অনবহিত নহেন।

রুকু' ০৭

২৮- সূরা আলক্বসাস

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২১	ফিরআ'উন কর্তৃক বানী ইসরাঈলীদের নির্যাতন। মূসার জন্ম। ফিরআ'উনের ঘরে তাঁহার লালন পালন। যুবক মূসা কর্তৃক এক মিশরীয়কে অনিচ্ছাকৃত হত্যা। তাহাকে গ্রেফতারের অভিযান এবং তাহার মিশর ত্যাগ।
২২-২৮	মূসার মাদইয়ানে আগমন। দুই ভগ্নির পশুকে পানি পানে সহযোগিতা। তাহাদের পিতা কর্তৃক মূসাকে আশ্রয় দান। দুই ভগ্নির একজনের সহিত মূসার বিবাহ। সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত।
২৯-৩৫	সপরিবারে মূসার মিশর যাত্রা। পথিমধ্যে তূর পাহাড়ে নবুয়ত ও নিদর্শন প্রাপ্তি। ফিরআ'উনের নিকট দাওয়াত লইয়া যাওয়ার নির্দেশ। ভাই হারূণকেও সাহায্যকারী হিসেবে নবুয়ত প্রদান।
৩৬-৪২	ফিরআ'উনের কাছে মূসা (আ.) এর দাওয়াত। ফিরআ'উন ও তার বাহিনী কর্তৃক মূসা (আ.) কে প্রত্যাখ্যান।
৪৩-৫০	আল্লাহ্ বিভিন্ন জাতির নিকট রসূল পাঠাইয়াছেন এবং রসূলদের সহিত ঐ জাতিসমূহের আচরণের বর্ণনা।
৫১-৭৫	কিতাবের প্রতি কী পর্যায়ে মানুষ ঈমান আনে? আল্লাহ্ কখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন? যাহাদের নিকট রসূল পাঠানো হয় ক্বিয়ামতে তাহাদিগকে প্রশ্ন। আল্লাহ্‌র শরীক বানাইবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।
৭৬-৮২	কারূণের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশাল অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌র প্রতি কারূণের অকৃজ্ঞতা। কারূণের কৃপণতা এবং তাহার ধ্বংস।
৮৩-৮৮	আখিরাতে পুরস্কার কাহারা লাভ করিবে? রসূল (স.) কে মক্কায় ফিরাইয়া লওয়ার ভবিষ্যৎবাণী। মুহাম্মাদ (স.) কিতাব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ছিলেন না। ইহা ছিল আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ।

٢٨ سُوْرَةُ الْقَصَصِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨٨ ركوعاتها ٩

২৮- সূরা আলক্বসাস

মাক্কী, আয়াত ৮৮, রুকূ' ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

طٰسٓمّٓ ﴿١﴾

১. ত্ব- সি----ন মি----ম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

২. এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের।

৭২৪। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত শাস্তি অথবা অন্যান্য নিদর্শন যাহা পৃথিবীতে অথবা আখিরাতে আল্লাহ্ দেখাইবেন।

৩. আমরা তোমার নিকট মূসা ও ফিরআ'উনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি সেই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাহারা ঈমান আনে।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾
৪. ফিরআ'উন দেশে (মিসরে) নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল ; উহাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত রাখিত ; নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾
৫. আর আমরা ইচ্ছা করিলাম, সে দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও উত্তরাধিকারী করিতে-০	وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾
৬. এবং তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, আর ফিরআ'উন, হামান ও তাহাদের বাহিনীকে উহা দেখাইয়া দিতে, যাহা উহাদের (বানী ইসরাঈলদের) হইতে তাহারা আশংকা করিত[৭২৫]।	وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾
৭. মূসা-জননীর অন্তরে আমরা অহি (ইঙ্গিতে নির্দেশ) করিলাম 'শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে থাক, যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন তাহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না, আমরা অবশ্যই তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাহাকে রসূলদের একজন করিব'।	وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর ফিরআ'উনের লোকজন তাহাকে (শিশু মূসাকে) উঠাইয়া লইল, (ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে), সে উহাদের শত্রু ও দুঃখের	فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا

৭২৫। তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির কারণে ফিরআ'উন রাজ্য হারাইবার আশংকা করিয়াছিল।

কারণ হইবে ; অবশ্যই ফিরআ'উন, হামান ও উভয়ের বাহিনী ছিল অপরাধী।	خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾
৯. আর ফিরআ'উনের স্ত্রী বলিল, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর ; ইহাকে হত্যা করিও না, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা উহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি', প্রকৃতপক্ষে তাহারা (ইহার পরিণাম) বুঝিতে পারে নাই।	وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾
১০. আর মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল ; যাহাতে সে আস্থাবান হয় তজ্জন্য আমরা তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত।	وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, 'ইহার পিছনে পিছনে যাও', সে উহাদের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল।	وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾
১২. এবং শুরুতেই আমরা ধাত্রী-স্তন্যপানে তাহাকে বিরত রাখিলাম, পরে (মূসার ভগ্নি) বলিল, 'তোমাদিগকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদের হইয়া তাহাকে লালন-পালন করিবে ও তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে' ?	وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. অতঃপর আমরা তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না। •	فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম ; এবং এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদিগকে আমরা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি।	وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

রুকু' ০১ • এক চতুর্থাংশ

وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۚ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

১৫. সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক, সেখানে সে দুইজন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল, একজন তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপরজন তাহার শত্রুদলের, তাহার (মূসার) দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল- তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল ; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল ; মূসা বলিল, 'ইহা শাইত্বানের কাণ্ড ; সে তো শত্রু, প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী'।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶﴾

১৬. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি ; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর', অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন ; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. সে আরও বলিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না'।

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸﴾

১৮. অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তাহার প্রভাত হইল, হঠাৎ সে শুনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল, সে তাহার সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে ; মূসা তাহাকে বলিল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি'।

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖۗ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَ مَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে (কিবতীকে) ধরিতে উদ্যত হইল, তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, 'হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না'।

وَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, 'হে মূসা! (ফিরআ'উনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, সুতরাং তুমি (মিসরের) বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী'।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾ ع

২১. ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি যালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর'।

রুকু' ০২

ع ٢ ٤ ٥

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, 'আশা করি আমার রব্ব আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন'।

وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۫ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ؕ وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যখন সে মাদইয়ানে এক কূপে পৌঁছিল, দেখিল, কিছু লোক তাহাদের (পশুগুলিকে) পানি পান করাইতেছে এবং উহাদের পশ্চাতে দুই নারী তাহাদের (পশুগুলি) আগলাইতেছে, মূসা বলিল, 'তোমাদের কী বিষয়' ? উহারা বলিল, 'আমরা পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদের পশুগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায় ; আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ'।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪. তখন সে উহাদের পক্ষে (পশুগুলিকে) পানি পান করাইল তৎপর সে ছায়ায় ফিরিয়া বলিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তো তাহার কাঙ্গাল'।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۟ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ

২৫. তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিয়া বলিল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদের (পশুগুলিকে) পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য'; অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে- সে বলিল 'ভয় করিও না ; তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল

হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ'।	الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. উহাদের একজন বলিল, 'হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত'।	قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾
২৭. সে মূসাকে বলিল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ করাইতে চাহি, এই শর্তে যে, তুমি আট হজ্জ বৎসর আমার কাজ করিবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা, আর আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না ; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে'।	قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. সে বলিল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল ; এই দুইটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না, আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী'।	قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۭ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾ ع ৩ ৬
২৯. মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করিল এবং সপরিবারে যাত্রা করিল, পথমধ্যে সে তূর (পর্বতের) পার্শ্বে আগুন[৭২৬] দেখিতে পাইল, সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবত সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিতে পারি অথবা একখণ্ড অঙ্গার আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার'।	فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. যখন সে উহার (আগুনের) নিকট পৌঁছিল তখন উপত্যকার[৭২৭] দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হইতে তাহাকে	فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى

রুকু' ০৩

৭২৬। (দ্র. ২০:১০-১২ ; ২৬:৭-৮)।
৭২৭। অন্যত্র উপত্যকাটির নাম 'তুওয়া' উল্লিখিত হইয়াছে। (দ্র. ২০:১২)।

আহ্বান করিয়া বলা হইল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের রব্ব'-০	اِنِّیۡۤ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۳۰﴾
৩১. 'এখন তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর' ; অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না ; (বলা হইল) 'হে মূসা! সম্মুখে আস এবং ভয় করিও না ; তুমি তো নিরাপদ'।	وَ اَنۡ اَلۡقِ عَصَاکَ ؕ فَلَمَّا رَاٰہَا تَہۡتَزُّ کَاَنَّہَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدۡبِرًا وَّ لَمۡ یُعَقِّبۡ ؕ یٰمُوۡسٰۤی اَقۡبِلۡ وَ لَا تَخَفۡ ۫ اِنَّکَ مِنَ الۡاٰمِنِیۡنَ ﴿۳۱﴾
৩২. 'তোমার হাত তোমার বগলে রাখ (দ্র. ২৭:১২), ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া, আর ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে (বক্ষের উপরে) চাপিয়া ধর, এই দুইটি তোমার রব্ব-প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য। নিশ্চয় উহারা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'।	اُسۡلُکۡ یَدَکَ فِیۡ جَیۡبِکَ تَخۡرُجۡ بَیۡضَآءَ مِنۡ غَیۡرِ سُوۡٓءٍ ۟ وَّ اضۡمُمۡ اِلَیۡکَ جَنَاحَکَ مِنَ الرَّہۡبِ فَذٰنِکَ بُرۡہَانٰنِ مِنۡ رَّبِّکَ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ وَ مَلَا۟ئِہٖ ؕ اِنَّہُمۡ کَانُوۡا قَوۡمًا فٰسِقِیۡنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. (মূসা) বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমি তো উহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি, ফলে আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে'।	قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ قَتَلۡتُ مِنۡہُمۡ نَفۡسًا فَاَخَافُ اَنۡ یَّقۡتُلُوۡنِ ﴿۳۳﴾
৩৪. 'এবং আমার ভ্রাতা হারূণ আমা অপেক্ষা বাগ্মী ; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে'।	وَ اَخِیۡ ہٰرُوۡنُ ہُوَ اَفۡصَحُ مِنِّیۡ لِسَانًا فَاَرۡسِلۡہُ مَعِیَ رِدۡاً یُّصَدِّقُنِیۡۤ ۫ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّکَذِّبُوۡنِ ﴿۳۴﴾
৩৫. তিনি বলিলেন, 'আমরা তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব, ফলে উহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না[৭২৮],♣ আমাদের নিদর্শনবলে♣, তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা (উহাদের উপর) প্রবল হইবে'।	قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِاَخِیۡکَ وَ نَجۡعَلُ لَکُمَا سُلۡطٰنًا فَلَا یَصِلُوۡنَ اِلَیۡکُمَا ۚ بِاٰیٰتِنَاۤ ۚ اَنۡتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۳۵﴾

মুআ' ২০

মনযিল ৫

৭২৮। ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে।

৩৬. মূসা যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি লইয়া আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র, আর আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনি নাই'।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং মূসা বলিল, 'আমার রব্ব সম্যক অবগত, কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে ও আখিরাতে কাহার পরিণাম শুভ হইবে ; যালিমরা কখনোই সফলকাম হইবে না'।	وَ قَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর ফিরআ'উন বলিল, 'হে অমাত্যবর্গ! তোমাদের আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া জানি না, সুতরাং হে হামান! ইট পোড়াও এবং আমার জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর ; হয়ত ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি- তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী'।	وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং সে ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।	وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম[৭২৯], সুতরাং দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হইয়া থাকে।	فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর উহাদিগকে নেতা বানাইয়াছিলাম (অথচ) উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত, এবং ক্বিয়ামতের দিন উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।	وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৭২৯। দ্র. ২:৫০, ৭:১৩৬, ৮:৫৪, ১৭:১০৩।

রুকু' ০৪

৪২. এবং এই পৃথিবীতে উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিসম্পাত, এবং ক্বিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভূক্ত।

وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً ۚ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِیْنَ ﴿۴۲﴾

৪৩. আর আমরা পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰی بَصَآىِٕرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًی وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. এবং মূসাকে যখন আমরা বিধান দিয়াছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে[৭৩০] উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তও ছিলে না-০

وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ اِذْ قَضَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسَی الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۴۴﴾

৪৫. বস্তুত বহু মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম অতঃপর উহাদের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, আর তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদের নিকট আমাদের আয়াত তিলাওয়াতের জন্য- আর আমরাই তো ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَ مَا كُنْتَ ثَاوِیًا فِیْۤ اَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِنَا ۙ وَ لٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِیْنَ ﴿۴۵﴾

৪৬. (মূসাকে) যখন আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর (পর্বত) পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, বস্তুত ইহা তোমার রব্ব এর নিকট হইতে দয়াস্বরূপ[৭৩১], যাহাতে তুমি এমন এক জাতিকে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَیْنَا وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৭. (রসূল না পাঠাইলে) উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, 'হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন ? করিলে আমরা

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُّصِیْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَیْدِیْهِمْ فَیَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَیْنَا رَسُوْلًا

৭৩০। তূর পাহাড় বা তুওয়া উপত্যকার প্রান্তে।

৭৩১। অর্থাৎ অহি যাহা আল্লাহ্ রসূল (স.) এর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে এমন সকল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যাহা তিনি জানিতেন না।

তোমার বিধান মানিয়া চলিতাম এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম'।	فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর যখন আমাদের নিকট হইতে উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে[৭৩২] সেরূপ দেওয়া হইল না কেন'? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, 'দুইটিই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে'; এবং উহারা বলিয়াছিল, 'আমরা অবশ্য প্রতিটিই প্রত্যাখ্যান করি'।	فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۖ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. বল, 'তোমরা সত্যবাদী হইলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক কিতাব আনয়ন কর, যাহা পথ নির্দেশে এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে, আমি উহা অনুসরণ করিব'।	قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. অতঃপর উহারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে; আল্লাহ্‌র হিদায়াত অগ্রাহ্য করিয়া যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।	فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ ع
৫১. এবং আমরা তো তাহাদের জন্য ক্রমান্বয়ে বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে;	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ ط
৫২. ইহার পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা (তাহাদের ন্যায়নিষ্ঠগণ) ইহাতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে[৭৩৩]।•	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

রুকু' ০৫

৫ ع ৮

• অর্ধাংশ

النصف

৭৩২। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.) কে।

৭৩৩। ইয়াহূদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) ও অন্যান্য এবং আবিসিনিয়া ও সিরিয়ার কিছু খ্রিস্টান।

৫৩. আর যখন উহাদের নিকট ইহা তিলাওয়াত করা হয় তখন উহারা বলে, 'আমরা ইহাতে ঈমান আনি, নিশ্চয়ই ইহা আমাদের রব্ব হইতে আগত সত্য, আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম'।	وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. উহাদিগকে দুইবার (দ্বিগুন) পুরষ্কার প্রদান করা হইবে, যেহেতু উহারা ধৈর্যশীল এবং উহারা ভালর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমরা উহাদিগকে যে রিয্ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে।	اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. এবং যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কর্মের ফল আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্মের ফল তোমাদের জন্য, তোমাদের সহিত শান্তি (বজায় থাকুক), আমরা (কিন্তু) অজ্ঞদের সঙ্গ চাহি না'।	وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۫ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. নিশ্চয় তুমি যাহাকে ভালবাস, (ইচ্ছা করিলেই) তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন, এবং তিনিই সৎপথ অনুসারীদিগকে ভালমত জানেন ।	اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আর উহারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সহিত সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে' ; আমরা কি উহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এক নিরাপদ হারমে[৭৩৪] যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেওয়া রিয্ক্ব স্বরূপ ? কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জ্ঞান রাখে না।	وَ قَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৭৩৪। حَرَمًا অর্থ এই স্থলে পবিত্র। নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা চিহ্নিত মক্কার পবিত্র এলাকাকে حَرَمٌ (হারম) বলা হয়। এই স্থানে কিছু কিছু বৈধ কাজও নিষিদ্ধ। (দ্র. ২৭:৯১)।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. কত জনপদকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করিত! এইগুলিই তো উহাদেরই ঘরবাড়ি; উহাদের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে; আর আমরা তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর তোমার রব্ব (প্রথমে) জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না যেই পর্যন্ত উহার কেন্দ-স্থলে কোন রসূল প্রেরণ না করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, এবং আমরা জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা যালিম হয়।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

৬০. এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগ ও উহার শোভা, আর যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী; তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

রুকু' ০৬

ع ٦ ٩

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১. যাহাকে আমরা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যাহা সে পাইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়াছি, যাহাকে পরে ক্বিয়ামতের দিন (অপরাধীরূপে) হাযির করা হইবে?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়'?

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۡ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি

চাহিতেছি[৭৩৫], ইহারা তো আমাদের ই'বাদত করিত না'।	
৬৪. এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর' তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা ইহাদের ডাকে সাড়া দিবে না, ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, হায়! ইহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত!	وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর সেই দিন আল্লাহ্ ইহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়াছিলে' ?	وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. সেই দিন সকল তথ্য[৭৩৬] তাহাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং ইহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না।	فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সৎকর্ম করিয়াছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।	فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমার রব্ব যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন ; ইহাতে উহাদের কোন হাত নাই ; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি অতি ঊর্ধ্বে!	وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর তোমার রব্ব জানেন ইহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে।	وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই ; দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, আর বিধান তাঁহারই, এবং তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।	وَ هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭৩৫। ইহাদের দুষ্কর্মের জন্য আমাদিগকে দায়ী করিবেন না, ইহারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিয়াছে।
৭৩৬। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেই সকল তথ্য প্রয়োজন।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে (কি), যে তোমাদিগকে আলোতে আনিয়া দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না' ?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে (কি), যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে- যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার ? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না'?

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. আর তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার।

وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪. এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায়' ?

وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۷۵﴾ ع ۱۰

৭৫. আর প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি একজন সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব এবং বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর', তখন উহারা জানিতে পারিবে যে, (ইলাহ্ হইবার) অধিকার (একমাত্র) আল্লাহ্রই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

রুকু' ০৭

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا

৭৬. কারূণ[৭৩৭] ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল, আমরা তাহাকে দান করিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল, (স্মরণ কর) তাহার জাতি

৭৩৭। কারূণ ছিল মূসা (আ.) এর চাচাত ভাই (দ্র. ২৯:৩৯, ৪০:২৪) ; সে অতিশয় কৃপণ ছিল।

তাহাকে বলিল, 'দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না'।	تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. 'আর আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ (লইয়া যাইতে) ভুলিও না[৭৩৮], আর তুমি (অন্যের প্রতি) অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না ; আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না'।	وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. সে বলিল, 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি' ; সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনবলে ছিল অধিক ? আর অপরাধীদিগকে উহাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না[৭৩৯]।	قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَ لَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. কারূণ তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল জাঁকজমক সহকারে ; যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, 'আহা, কারূণকে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে আমাদিগকেও যদি তাহা দেওয়া হইত- প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান'।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾
৮০. এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, 'ধিক তোমাদিগকে! যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না'।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَ لَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. অতঃপর আমরা কারূণকে তাহার প্রাসাদসহ	فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ

৭৩৮। বৈধভাবে অর্জন ও সঠিক পথে ব্যয়ের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে ভুলিও না।
৭৩৯। জানার জন্য প্রশ্ন করা প্রয়োজন হইবে না, কারণ আ'মলনামায় সব লিপিবদ্ধ থাকিবে।

مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম ; তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع ١١

৮২. গতকল্য যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'দেখিলে তো, আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন, যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেন ; দেখিলে তো! কাফেররা সফলকাম হয় না'।

রুকু' ০৮

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. ইহা আখিরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না ; আর শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে কেহ (পরলোকে) সৎকর্ম লইয়া আসিবে সেক্ষেত্রে তাহার জন্য রহিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল, আর যে মন্দকর্ম লইয়া আসিবে, তবে যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিয়াছে শুধু উহারই শাস্তি দেওয়া হইবে।

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৫. নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে বিধান করিয়াছেন তিনি তোমাকে জন্মভূমিতে[৭৪০] অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন ; বল, 'আমার রব্ব সবিশেষ জানেন কে হিদায়াত লইয়া আসিয়াছে এবং কে রহিয়াছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا

৮৬. এবং তুমি আশা কর নাই যে, তোমার

৭৪০। অর্থাৎ মক্কাতে। হিজরতের পর রসূলুল্লাহ (স.) প্রায়ই মক্কা ফিরিয়া যাইতে ব্যাকুল হইতেন। আল্লাহ্‌তায়া'লা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, তোমাকে নিশ্চয়ই মক্কাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। (দ্র. ৯০:২, টীকা ১১০৩)। مَعَادٍ: (প্রত্যাবর্তনের স্থান) বলিতে মৃত্যু ও আখিরাতকেও বুঝায়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে, ইহা তো কেবল তোমার রব্ব এর অনুগ্রহ, সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সহায় হইও না,০

وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ হইতে তোমাকে যেন কিছুতেই বিরত না করে, এবং তোমার রব্ব এর দিকে আহ্বান কর আর কোন ক্রমেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না,০

وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ্‌কে ডাকিও না ; তিনি ব্যতীত কোনই ইলাহ্ নাই ; তাঁহার সত্তা[৭৪১] ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল ; বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।•

• তিন চতুর্থাংশ রুকু' ০৯

وقف لازم الثلثة ٣ ع

২৯- সূরা আলআ'নকাবূত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৩	ঈমানের পরীক্ষা অনিবার্য। শির্‌ক ও কুফুরির পক্ষে পিতামাতার আদেশ মান্য করা যাইবে না। মানুষের অত্যাচার আর আল্লাহ্‌র আযাব এক নহে। কাফেররা তাহাদের অনুসারীদের পাপের আযাব হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না।
১৪-৪৪	নূহ, ইবরাহীম, লূত, শুআ'ইব ও মূসা (আ.) কর্তৃক তাহাদের জাতিসমূহকে সংশোধনের দাওয়াত ; কিন্তু তাহাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং জাতিসমূহের ধ্বংসের ইতিহাস। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অলি বা ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ করা মাকড়সার ঘরের মতই দুর্বল।
৪৫-৬৯	আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ এবং সলাত ক্বায়েমের নির্দেশ। মু'মিন এবং কিতাবীরা একই ইলাহ্‌কে বিশ্বাস করে। কুরআনের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগের জবাব। হিজরতের অনুমতি, তাওহীদের যুক্তি।

٢٩ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٦٩ ركوعاتها ٧

২৯- সূরা আলআ'নকাবূত

মাক্কী; আয়াত ৬৯, রুকু' ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ লা----ম মি----ম,০

৭৪১। وَجْهَهٗ: তাঁহার দিকে। এক্ষেত্রে 'যাত' অর্থাৎ 'সত্তা' অর্থে ব্যবহৃত।

২. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইবে ?	اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর আমরা তো ইহাদের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন[৭৪২] কাহারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মিথ্যাবাদী।	وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾
৪. তবে কি যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, তবে নিশ্চিত (জানিয়া রাখুক যে) আল্লাহ্র নির্ধারিত ক্ষণ আসিবেই ; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾
৬. আর যে কেহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) করে, সে তো নিজের জন্যই চেষ্টা-সাধনা করে ; নিশ্চিত যে আল্লাহ্ বিশ্ববাসী হইতে অবশ্যই অমুখাপেক্ষী।	وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের হইতে তাহাদের মন্দ কর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রতিদান দিব, তাহারা যে উত্তম কর্ম করিত উহার।	وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ; তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সহিত শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তখন তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না ; আমারই নিকট তোমাদের	وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

৭৪২। لَيَعْلَمَنَّ অর্থ 'তিনি অবশ্যই জানিবেন', এ স্থলে তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন।

প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে!

৯. এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করিব।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾

১০. আর মানুষের মধ্যে কতক বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে[৭৪৩] যখন উহারা নিগৃহীত হয়, তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার রব্ব এর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম'; বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যাহা আছে, আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন ?

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

১১. আর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাফিক।

وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾

১২. এবং যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহা হইলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করিব' ; কিন্তু উহারা তো তাহাদের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না ; উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَ لْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. উহারা নিজেদের ভার বহন করিবে এবং নিজেদের বোঝার সহিত আরও কিছু বোঝা, আর উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾ ع ١٣

রুকু' ০১

১৪. আর আমরা তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ

৭৪৩। এ স্থলে 'فِي اللّٰهِ' এর অর্থ 'ফি সাবিলিল্লাহি' আল্লাহ্‌র পথে।

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, সে উহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসর ; অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে ; কারণ উহারা ছিল যালিম।	اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অতঃপর আমরা তাহাকে এবং তরণীর সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং সকল বিশ্ববাসীর জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. (স্মরণ কর) ইবরাহীমের কথা, যখন সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর ; তোমাদের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে'!	وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. 'বস্তুত তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদতের পরিবর্তে মূর্তিপূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ ; তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের পূজা (ই'বাদত) কর তাহারা তোমাদের জীবিকার মালিক নহে, সুতরাং তোমরা জীবিকা কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহার ই'বাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ; তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে'।	اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. 'আর তোমরা যদি মিথ্যা সাব্যস্ত কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল' ; সুতরাং (আল্লাহ্‌র বাণী) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতীত রসূলের আর কোন দায়িত্ব নাই।	وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾
১৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরাবৃত্তি করেন ? নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য (বড়ই) সহজ।	اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন'! অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃজন ;	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ

নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান,০	اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
২১. 'তিনি (তাঁহার বিধান অনুযায়ী) যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা দয়া করেন, আর তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে'।	يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. 'আর তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করিতে পারিবে না পৃথিবীতে, আর না আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই'। রুকু' ০২	وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾ ع ٢ ١٤
২৩. এবং যাহারা আল্লাহ্র আয়াত ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়, আর তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।	وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾
২৪. উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর', কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন ; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং সে (ইবরাহীম) বলিল, 'তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে (ইলাহরূপে) গ্রহণ করিয়াছ- পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে ক্বিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে, আর তোমাদের আবাস হইবে জাহান্নাম ও তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না'	وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর লূত তাহার[৭৪৪] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল ; এবং সে (ইবরাহীম) বলিল, 'আমি আমার রব্ব এর উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ	فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَ قَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ؕ وقف لازم اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

৭৪৪। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি।

করিতেছি ; তিনিই তো যিনি পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়'।	
২৭. এবং আমরা তাহাকে দান করিলাম ইসহাক্ব ও ইয়া'কূব এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে প্রদান করিলাম নবুয়ত ও কিতাব এবং আমরা তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম দুনিয়ায় ; আর আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্যতম হইবে।	وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ وَ اٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾
২৮. এবং লূতের (কথা), যখন সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বমানবের কেহ করে নাই'।	وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক'; উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'।	اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! ফাসাদকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর'।	ع ৩ ১৫ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. আর যখন আমাদের প্রেরিত (মালাক) গণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসিল- তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, নিশ্চয় ইহার অধিবাসীরা যালিম',০	وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. সে বলিল, 'উহাতে তো লূত রহিয়াছে' ; তাহারা বলিল, 'সেখানে কাহারা আছে তাহা আমরা ভালমত জানি, আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।	قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

রুকু' ০৩

৩৩. এবং যখন আমাদের প্রেরিত (মালাক) গণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের জন্য সে বিষণ্ন হইয়া পড়িল এবং নিজেকে তাহাদের[৭৪৫] রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল, আর তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, দুঃখ করিও না ; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত- সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।	وَ لَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. 'নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব, কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল'।	اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. আর আমরা তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি।	وَ لَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَاۤ اٰیَةًۢ بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾
৩৬. এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শুআ'ইবকে (পাঠাইয়াছিলাম)- তথায় সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না'।	وَ اِلٰی مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۙ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, অতঃপর ভূমিকম্প উহাদের গ্রাস করিল, ফলে উহারা নিজ গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল (ধ্বংস হইয়া গেল),০	فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جٰثِمِیْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. এবং আ'দ এবং সামূদকেও (ধ্বংস করিয়াছিলাম) আর উহাদের গৃহাদিই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ ; শাইত্বান উহাদের কাজকে উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ-০	وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا۠ وَ قَدْ تَّبَیَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِیْنَ ۙ﴿۳۸﴾

৭৪৫। অর্থাৎ আগত মেহমানদের তথা মালাকদের (ফিরিশতাদের)।

৩৯. এবং কারূণ, ফিরআ'উন এবং হামানকেও (সংহার করিয়াছিলাম); আর মূসা উহাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল, এতদসত্ত্বেও তাহারা যমিনে দম্ভ করিত, কিন্তু উহারা (শাস্তি) এড়াইতে পারে নাই,০	وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۫ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۚ﴿۳۹﴾
৪০. উহাদের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য আমরা পাকড়াও করিয়াছিলাম, উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ করি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও প্রোথিত করি ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করি নিমজ্জিত, তবে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল।	فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۴۰﴾
৪১. যাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় ; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম[৭৪৬]; যদি* তাহারা জানিত!	مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন উহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহ্বান করে ; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাবান।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴۲﴾
৪৩. আর এই সকল দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বিবৃত করি, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত কেহই ইহা অনুধাবন করে না।	وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾
৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহাতে নিশ্চয়ই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য।	خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۴﴾

وقف لازم

ع ۴ ۱۲

রুকু' ০৪

৭৪৬। মিথ্যা মাবুদদিগকে রক্ষক ও অভিভাবক মনে করিয়া যাহারা তৃপ্তি লাভ করে ও নিরাপদে আছে ভাবে, তাহাদের অবস্থা মাকড়সা ও উহার জালের ন্যায়। কে না জানে মাকড়সার জাল নিরাপদ আবাস নয়।

পারা ২১

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. তিলাওয়াত কর যাহা তোমার প্রতি অহি করা হইয়াছে কুরআনের অন্তর্ভুক্তি হিসাবে এবং সলাত ক্বায়েম কর ; সলাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে ; এবং আল্লাহ্‌র (বাণী) স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ; আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা (কূট-কৌশল) কর।

وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۖۗ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আর তোমরা উত্তম পন্থা[৭৪৭] ব্যতিরেকে কিতাবধারীদের সহিত বিতর্ক করিও না, ব্যতীত উহাদের মধ্যে যাহারা সীমালংঘন করে, এবং বল, 'আমরা বিশ্বাস করি যাহা আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ مِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ مَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. আর এইভাবেই তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি ; সুতরাং আমরা যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে, আর ইহাদেরও কেহ কেহ[৭৪৮] ইহাতে বিশ্বাস করে ; এবং কেহই অস্বীকার করে না আমাদের আয়াতসমূহ কাফের ব্যতীত।

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِیَمِیْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই আর স্বহস্তে কোন (কিতাব) লিখ নাই যাহাতে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিতে পারে।

بَلْ هُوَ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَ مَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. বরং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে বস্তুত তাহাদের অন্তরে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ ; আর যালিমরা ব্যতীত কেহই আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে না।

৭৪৭। সৌজন্যের সহিত ও যুক্তিসংগতভাবে তর্ক করিবে।

৭৪৮। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহার সত্যতায় বিশ্বাস করিত।

৫০. আর উহারা বলে, 'তাহার রব্ব এর নিকট হইতে তাহার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন' ? বল, 'বস্তুত নিদর্শন আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে ; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র' ।	وَ قَالُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾
৫১. ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি, যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয় ? ইহাতে অবশ্যই দয়া ও উপদেশ রহিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ঈমান আনে ।	اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ ع ৫ ১
৫২. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত ; এবং যাহারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌তে অস্বীকার করে- উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত' ।	قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. এবং উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে ; কিন্তু যদি নির্ধারিত কাল না থাকিত তবে তাহাদের উপর অবশ্যই শাস্তি আসিত ; নিশ্চয়ই উহাদের উপর অকস্মাৎ শাস্তি আসিয়া পড়িবে আর উহারা জানিতেও পারিবে না ।	وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, তবে জাহান্নাম তো কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিবেই-০	يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۙ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. সেই দিন শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহা করিতে তাহার (শাস্তি) আস্বাদন কর' ।	يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬. হে আমার আনুগত্যশীলগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ই'বাদত কর ।	يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

রুকু' ০৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. প্রত্যেক ব্যক্তিই (দ্র. টীকা ৬১৪) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী ; অতঃপর তোমরা আমাদেরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ۚ

৫৮. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জান্নাতে সমুন্নত প্রাসাদে নিবাসী করিব, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ; কত উত্তম প্রতিদান (সৎ) কর্মশীলদের জন্য!

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যাহারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাহাদের রব্ব এর উপর নির্ভর করে।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ ۖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. আর এমন কত প্রাণী আছে যাহারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না, আল্লাহ্ই রিয্ক্ব দান করেন উহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও, এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে এবং চন্দ্র ও সূর্য কে নিয়ন্ত্রণ করে' ? উহারা অবশ্যই বলিবে 'আল্লাহ্', তাহা হইলে উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে!

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন এবং (যাহার জন্য ইচ্ছা) তাহার জন্য পরিমিত (সীমিত) করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত।

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾ۘ

৬৩. এবং যদি তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন কর, আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করে উহার মৃত্যুর পর ? উহারা অবশ্যই বলিবে 'আল্লাহ্' ; বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই' ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

রুকু' ০৬ ৬ ع ১২ ২

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ

৬৪. আর এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক

وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

ব্যতীত কিছুই নহে ; এবং পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন ; যদি* তাহারা জানিত!

فَاِذَا رَكِبُوْا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَی الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তবে যখন তাহারা নৌযানে আরোহণ করে (এবং ঝঞ্ঝাগ্রস্থ হয়) তখন তাহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন তাহারা শির্‌কে লিপ্ত হয়-০

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَ لِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. যাহাতে তাহাদিগকে আমরা যাহা দিয়াছি উহাতে তাহারা অকৃতজ্ঞ হয়- এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে ; ফলে অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে!

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তাহারা কি জানে না যে আমরা ‘হারম’ (মক্কার পবিত্র এলাকা) কে নিরাপদ করিয়াছি, অথচ চতুষ্পার্শ্বস্থ মানুষ (প্রতিনিয়ত) হামলার শিকার হয় ; তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ?

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوًی لِّلْكٰفِرِیْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হইতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্য (কুরআন) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ? জাহান্নামই কি কাফেরদের আবাস নহে ?

وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿٦٩﴾ ع

৬৯. এবং যাহারা আমাদের উদ্দেশ্যে (সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) সর্বাত্বক প্রচেষ্টা করে তাহাদিগকে অবশ্যই আমাদের পথে পরিচালিত করিব ; আর আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সহিত থাকেন।

রুকু' ০৭

৩০- সূরা আররূম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	রোম সাম্রাজ্যের পরাজয় এবং বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০৭-১৯	তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি।
২০-২৯	মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন অনুগ্রহের বিবরণ এবং সেই সমস্ত আল্লাহ্‌র একত্বের নিদর্শন।
৩০-৪০	বিবিধ নির্দেশ ও উপদেশ। শির্‌কের মূলোৎপাটন।
৪১-৬০	পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিবার কারণ মানুষের মন্দকর্ম। মানুষের মুক্তির উপায় এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য। পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তি। কুরআনে সকল বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩০- সূরা আররূম

মাক্কী, আয়াত ৬০, রুকূ' ৬

٣٠ سُوْرَةُ الرُّوْمِ

مَكِّيَّةٌ ٦٠ اٰياتها ٦ ركوعاتها

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম,০

الٓمّٓ ﴿١﴾

২. রোমকগণ[৭৪৯] পরাজিত হইয়াছে-০

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾

৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে[৭৫০], কিন্তু তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে-০

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾

৪. কয়েক বৎসরের মধ্যেই[৭৫১] ; পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্‌রই ; আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে-০

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন ; এবং তিনি পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু-০

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

৭৪৯। اَلرُّوْمُ : রোমকগণ। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব রোমক বা বায়যেনটাইন নামে যে সাম্রাজ্যটি অভিহিত হইয়াছে, এখানে 'রূম' বলিতে উহাকে বুঝান হইয়াছে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত ইহার প্রায়ই সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত।

৭৫০। নিকটবর্তী অঞ্চল হইল হিজাযের উত্তর-পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন আযরুআত ও বুসরার মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বরোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ এর মধ্যে এখানে যুদ্ধ হয়। অগ্নি উপাসক পারসিকগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ইহাতে মক্কার পৌত্তলিকগণ উৎফুল্ল হয় ও বলিতে থাকে, আমরাও অচিরে মুসলিমগণকে পরাজিত করিব। তখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

৭৫১। بِضْعُ سِنِيْنَ : তিন হইতে নয় বৎসর। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অনধিক নয় বৎসরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর জয়ী হইবে। ৬২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সেই বৎসরই (২হি: /৬২৩ খ্রি:) বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ মক্কার মুশরিকদের পরাজিত করে।

৬. ইহা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি ; আল্লাহ্ তাহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জ্ঞান রাখে না।	وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾
৭. উহারা পার্থিব জীবনের (অন্তর্নিহিত দিক ব্যতিরেকে) বাহ্যিক দিকটিই জানে, আর আখিরাত সম্বন্ধে (সম্পূর্ণ) অমনোযোগী।	يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. উহারা কি নিজেদের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না ; আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথার্থভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ; আর অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদের রব্ব এর সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে অবিশ্বাসী।	اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾
৯. উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ? তাহা হইলে দেখিত যে, উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল[৭৫২] শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত ইহাদের আবাদ অপেক্ষা অধিক, তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নহেন যে, উহাদের প্রতি যুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিত ;০	اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾
১০. অতঃপর যাহারা মন্দ কর্ম করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম হইয়াছে মন্দ ; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ ع
১১. আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটান (দ্র. ২৭:৬৪), তারপর তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।	اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

রুকু' ০১

৭৫২। দ্র. ৯:৬৯-৭০ ; ৮৯:৬-১১ ইত্যাদি।

১২. এবং যেইদিন ক্বিয়ামত হইবে সেইদিন অপরাধীরা হতাশ হইয়া পড়িবে।	وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর তাহাদের উপাস্যদের কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং তাহারা (নিজেরাই) তাহাদের উপাস্যদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবে।	وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَ كَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. এবং যেই দিন ক্বিয়ামত হইবে সেই দিন তাহারা বিভক্ত[৭৫৩] হইয়া পড়িবে।	وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অনন্তর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা (জান্নাতের) বাগিচায় সানন্দে রহিবে।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. পক্ষান্তরে যাহারা অস্বীকার করে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, ফলস্বরূপ উহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।	وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা[৭৫৪] কর সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতকালে।	فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. কেননা তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে, (অতএব) আরও (মহিমা ঘোষণা কর) অপরাহ্ন ও যোহরের সময়ে।	وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তিনিই মৃত হইতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবিত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে উহার মৃত অবস্থার পর পুনর্জীবিত করেন ; আর এইভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ ع
২০. এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে	وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ

রুকু' ০২

২ ৫

৭৫৩। মু'মিনদের পৃথক দল ও কাফেরদের পৃথক দল। (দ্র. ৩৬ : ৫৯)।

৭৫৪। ১৭ এবং ১৮ আয়াতদ্বয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। (দ্র. ১৭ : ৭৮)।

যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা (মৃত্তিকার মৌলিক উপাদান) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

اَنۡتُمۡ بَشَرٌ تَنۡتَشِرُوۡنَ ﴿۲۰﴾

২১. আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের হইতে জুড়িসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহাদের সহিত শান্তির জীবন যাপন কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই ইহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَ جَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّ رَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২২. আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য ; অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীদের[৭৫৫] জন্য বহু নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে।

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِكُمۡ وَ اَلۡوَانِكُمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡعٰلِمِيۡنَ ﴿۲۲﴾

২৩. এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তোমাদের নিদ্রা, রাত্রিতে ও দিবাভাগে আর তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে ; ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে সেই লোকদের জন্য যাহারা (মনোযোগ সহকারে) শ্রবণ করে।

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمۡ بِالَّيۡلِ وَ النَّهَارِ وَ ابۡتِغَآؤُكُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৪. আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ-ঝিলিক, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন উহার মৃত অবস্থার পর ; ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ يُرِيۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحۡىٖ بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۴﴾

২৫. এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি ; অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে এক আহ্বান

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ بِاَمۡرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمۡ دَعۡوَةً ۖ مِّنَ الۡاَرۡضِ ۖ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ

৭৫৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি নৈপুণ্য (Cosmology), বিবিধ ভাষা এবং বর্ণের বৈচিত্র্য সৃজন, বিজ্ঞানীদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং যে সকল মু'মিন এই আলোচ্য বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনায় সক্ষম, এই স্থলে তাহাদিগকে আ'লিম বা জ্ঞানী বলা হইয়াছে। (দ্র. ৩৫: ২৭-২৯)।

দ্বারা আহ্বান করিবেন, মৃত্তিকা হইতে (উঠিবার জন্য), তখনই তোমরা উঠিয়া আসিবে।	تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই ; প্রত্যেকেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।	وَ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, পরে ইহার পুনরাবৃত্তি করেন (দ্র. ৩০ : ১১), আর ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ ; আর তাঁহারই জন্য সর্বোচ্চ (মর্যাদার) উপমা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।•	وَ هُوَ الَّذِیْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَیْهِ ؕ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٢٧﴾
২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের হইতে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ; তোমাদিগকে আমরা যে রিয্ক্ব দিয়াছি তাহাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদের কেহ কি অংশীদার[৭৫৬] ? ফলে তোমরা কি (অংশীদারিত্বে) সমান ? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা নিজেরা পরস্পরকে ভয় কর ? এইভাবেই আমরা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি।	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِیْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِیْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِیْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. বরং সীমালংঘনকারিরা অজ্ঞানতাবশত তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে ? আর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ یَّهْدِیْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর ; আল্লাহ্র ফিত্রতে[৭৫৭] (প্রতিষ্ঠিত	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ

৭৫৬। ভৃত্য দাসদাসী মনিবের ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না, মনিব তাহাদিগকে ভয়ও করে না, সেইরূপ মহান আল্লাহ্র সহিত তাঁহার কোন সৃষ্টির কোন ব্যাপারে শরীকানা হয় না, হইতে পারে না।

৭৫৭। فِطْرَتٌ : প্রকৃতি ; আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন উহাই فِطْرَتُ اللّٰهِ, আর এই ফিত্রাতুল্লাহ্ হইল ইসলাম। হাদীসে উক্ত হইয়াছে : مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا یُوْلَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ অর্থাৎ প্রত্যেক মানব শিশু এই

হও) যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির (প্রকৃতিগত মৌলিক বিষয়ের) কোন পরিবর্তন নাই ; ইহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না-০	الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳۰﴾
৩১. বিনম্রচিত্তে তাঁহার অভিমুখী হও আর তাঁহাকে ভয় কর, সলাত ক্বায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না-০	مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿۳۱﴾
৩২. যাহারা নিজেদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে ; (উহাদের) প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।	مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তাহারা বিশুদ্ধচিত্তে তাহাদের রব্বকেই ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাহাদের একদল তাহাদের রব্ব এর শরীক করিয়া থাকে-০	وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ﴿۳۳﴾
৩৪. তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহাতে অকৃতজ্ঞ হইবার জন্য ; সুতরাং ভোগ করিয়া লও ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. আমরা কি তাহাদের নিকট এমন কোন দলিল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতে বলে ?	اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۵﴾
৩৬. আর যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই তাহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় ; এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেই তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে।	وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্‌ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক্ব প্রশস্ত করেন এবং সীমিত	اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

সহজাত স্বভাব (ইসলাম) লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।	يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতএব আত্মীয়কে তাহার হক্ব প্রদান কর এবং নিঃস্ব ও পথ-সন্তানকেও ; যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে ইহা তাহাদের জন্য শ্রেয়, আর উহারাই সফলকাম।	فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর মানুষের ধন-সম্পদে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ[৭৫৮] দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে উহা বৃদ্ধি করে না, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে যাকাতের অংশ হিসাবে যাহা তোমরা প্রদান কর (তাহাই বৃদ্ধি পায়), ফলে উহারাই সমৃদ্ধিশালী।	وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে জীবিকা দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন ; তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে ? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ্‌ উহা হইতে পবিত্র, মহান।	اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ع
৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে ; যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছে!' উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. সুতরাং তুমি সুদৃঢ় দ্বীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ

রুকু' ০৪

৭৫৮। সুদ সম্পর্কিত প্রথম পর্যায়ের আয়াত। হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে সুরা রূম এই (৩০ : ৩৯) আয়াতে সুদের লেন-দেন নিরুৎসাহিত করা হয়। ২য় ও অন্যান্য পর্যায়ের আয়াতের ব্যাপারে দেখুন টীকা ১৬২।

কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।	يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের শাস্তি তাহারই প্রাপ্য, আর যাহারা সৎকর্ম করে তাহারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা-০	مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন ; নিশ্চয় তিনি অকৃতজ্ঞদের ভালবাসেন না।	لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি সুসংবাদ সম্বলিত বায়ু প্রেরণ করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহ হইতে তোমাদের (বৃষ্টির) স্বাদ গ্রহনের জন্য, আর যেন তাঁহার নির্দেশে নৌযানগুলি চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।	وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমরা তো তোমার পূর্বে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট, তাহারা উহাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম ; আর আমাদের দায়িত্ব ছিল মু'মিনগনকে সাহায্য করা।	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে ; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন ; পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা ; অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল,০	اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. যদিও ইতিপূর্বে উহাদের প্রতি (বৃষ্টি)	وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ

বর্ষণের আগে উহারা নিতান্তই নিরাশ ছিল।	قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অবদান সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর ; এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমরা যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে তাহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।	وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. অতএব তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, আর বধিরকেও পারিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।	فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর তুমি অন্ধকেও পথে আনিতে পারিবে না উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ; তুমি তাহাদিগকেই শুধু শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।	وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع
৫৪. আল্লাহ্, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি ; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য ; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾
৫৫. আর যেদিন ক্বিয়ামত হইবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে- তাহারা মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করে নাই ; এইভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইত।	وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া	وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ

রুকু' ০৫ ৫৪ ৮

لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ, ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেই দিন সীমালংঘনকারীদের ও'যর-আপত্তি উহাদের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমরা তো মানুষের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি ; তুমি যদি উহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফেররা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী'।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যাহাদের জ্ঞান নাই আল্লাহ্‌ এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع ٩ ٦

৬০. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

রুকু' ০৬

৩১- সূরা লুক্বমান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	কুরআন কাহাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে ? আল্লাহ্‌র একত্ব। শির্‌কের খণ্ডণ।
১২-১৯	নিজ পুত্রের প্রতি লুক্বমান হাকীমের উপদেশ।
২০-৩৪	মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সীমাহীন অনুগ্রহ। অবিশ্বাসীদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আযাব। মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র প্রশংসা লিখিয়া শেষ করা যাইবে না। তাওহীদের যুক্তি ও শির্‌কের খণ্ডণ। হিসাবের দিনকে ভয় করিবার আহ্বান। পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহ জানে না।

৩১- সূরা লুক্বমান

মাক্কী ; আয়াত ৩৪, রুকু' ৪

٣١ سُوْرَةُ لُقْمٰنَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣٤ ركوعاتها ٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম,০	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াতসমূহ-০	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য-০	هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যাহারা সলাত ক্বায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর তাহারা আখিরাতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে ;০	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. তাহারাই তাহাদের রব্ব এর নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾
৬. মানুষের মধ্যে কেহ কেহ[৭৫৯] অজ্ঞতাহেতু আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার কাহিনী ক্রয় করে, এবং উহাকে (দ্বীনের বিষয়) লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ; উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অপমানকর শাস্তি।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
৭. আর যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণদ্বয় বধির, অতএব তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।	وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْۤ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ কানন-০	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾
৯. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়!	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

৭৫৯। নাযর বিন হারিছ নামে মক্কার নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে, বিশেষত পারস্য হইতে গল্পের বই সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং কুরআন শ্রবণ হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আসর জমাইয়া লোকদিগকে সেই সকল গল্প শুনাইত। সেই আসরে আমোদ-স্ফূর্তির অন্যান্য সামগ্রী রাখা হইত। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয়। তবে ইহা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

১০. তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ ; তিনিই পৃথিবীতে প্রোথিত করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন প্রত্যেক প্রকার জীবজন্তু ; এবং আমরাই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾ ع

১১. ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! অতএব তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও ; সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

রুকু' ০১

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

১২. আমরা তো লুক্বমানকে[৭৬০] প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও ; আর যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো তাহার নিজের জন্যই, এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

১৩. আর (স্মরণ কর) যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক করিও না ; নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুলুম'।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

النصف

১৪. এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়াছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে, সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ; প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।•

অর্ধাংশ •

৭৬০। লুক্বমান একজন অতি বিজ্ঞ ও ধর্মভীরু ব্যক্তি যাহার পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি বর্ণনা: ১. দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক এক বিজ্ঞ ব্যক্তি; ২. আবিসিনিয়ার অধিবাসী একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ; ৩. একজন নাবী। প্রাচীন আরবি উপাখ্যানে উল্লিখিত তিনজন লুক্বমানের মধ্যে একজনের নাম ছিল লুক্বমান হাকীম। হয়ত আয়াতে তাঁহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশের মতে তিনি নাবী ছিলেন না। ই ফা।

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۡ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আর যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই- তখন তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্ভাবে, এবং অনুসরণ কর তাহার পথ যে বিনম্রচিত্তে আমার অভিমুখী হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৬. ‘হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি (পুণ্য বা পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে বা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত’।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

১৭. ‘হে বৎস! সলাত ক্বায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও ; ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ’,০

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

১৮. ‘এবং গর্বভরে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না[৭৬১] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না’,০

وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

১৯. ‘আর তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও ; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর’।

রুকু’ ০২ ع ২ ১১

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً

২০. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের

৭৬১। صَعَّرَ خَدَّهٗ : এর শাব্দিক অর্থ ‘সে তাহার গাল ঘুরাইয়া অথবা মুখ ফিরাইয়া লইল’। ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ অহংকারবশে কাহাকেও অবজ্ঞা করা।

وَّ بَاطِنَةً ؕ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًی وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿۲۰﴾

প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন ? আর মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰی عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۲۱﴾

২১. আর উহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর' উহারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব' ; শাইত্বান যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি ?

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَی اللّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ؕ وَ اِلَی اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۲۲﴾

২২. আর যে কেহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল ; এবং যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্রই আয়ত্বে।

وَ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۳﴾

২৩. আর কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার প্রত্যাখ্যান যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে ; আমাদেরই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমরা উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত ; নিশ্চয় অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰی عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۲۴﴾

২৪. আমরা উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে' ? উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ্ই' ; বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই' ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু

আছে তাহা আল্লাহ্‌রই ; নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।	الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি* কলম হয় আর সমুদ্র হয় উহার কালি (দ্র. ১৮:১০৯) এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র কথা নিঃশেষ হইবে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَ لَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾
২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান এক ব্যক্তির (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই) অনুরূপ ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রনাধীন, প্রত্যেকটি পরিক্রমণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ; আর তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾
৩০. এইগুলিই (প্রমাণ) যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা, আর আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, সুমহান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾
৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে চলমান হয়, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾
৩২. যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত, তখন উহারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান, তখন উহাদের কেহ কেহ মধ্যনীতি গ্রহণ করে ; আর কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই	وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾

রুকু' ০৩ ৩ ع ১২

আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রব্ব সম্পর্কে সচেতন হও এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন বিনিময়ে আসিবে না তাহার পিতার ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে ; এবং সে[৭৬২] যেন তোমাদের কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চনা না করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۳۳﴾

৩৪. নিশ্চয় ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে ; কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহই জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

রুকু' ০৪

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۳۴﴾ ع ۱۳

৩২- সূরা আসসাজদাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।
০৪-১৪	আল্লাহ্‌র মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং পরিচালন ব্যবস্থা নিখুঁত। তিনি নিখুঁতভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবিশ্বাস এক মহা নির্বুদ্ধিতা। অবিশ্বাসীদের পরকালীন করুণ পরিণতি।
১৫-১৯	যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি ঈমান আনে তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও শুভ প্রতিদান।
২০-৩০	সীমালঙ্ঘনকারীদের করুণ পরিণতি। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদের কঠিন শাস্তি। আল্লাহ্‌র কিতাব পূর্ণভাবে মানিয়া চলিবার মধ্যেই রহিয়াছে সাফল্য।

৩২- সূরা আসসাজদাহ্

মাক্কী ; আয়াত ৩০, রুকু' ৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

৩২ سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

مَكِّيَّةٌ اياتها ٣٠ ركوعاتها ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আলিফ লা----ম মি----ম,০

الٓمّٓ ﴿۱﴾

৭৬২। সে অর্থাৎ শাইত্বান, জিন্ন বা মানুষ হইতে পারে।

২. এই কিতাব জগতসমূহের রব্ব এর নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ;০	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾
৩. তবে কি উহারা বলে, 'ইহা সে (নিজে) রচনা করিয়াছে' ? না, ইহা তোমার রব্ব হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, হয়ত উহারা সৎপথে চলিবে।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে[৭৬৩], অতঃপর তিনি আ'র্‌শে (টীকা ৩০৪) সমাসীন হন ; তিনি ব্যতীত তোমাদের নাই কোন অভিভাবক এবং নাই কোন সুপারিশকারী ; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?	اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾
৫. তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে সেই (কর্মফল) দিবসে- যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর। (দ্র. ৭০:৪ ; এবং টীকা ১০২১)।	يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾
৬. এমনই তিনি, যিনি গায়েব ও প্রকাশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু-০	ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾
৭. যিনি তাহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে, এবং কর্দম হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেন,০	الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে,০	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾
৯. পরে তিনি উহাকে করেন সুঠাম এবং উহাতে	ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ

৭৬৩। পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে আরও দেখুন দ্র. ৭:৫৪, ১০:৩ ও ১১:৭ আয়াতসমূহ।

لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

ফুঁকিয়া দেন তাঁহার রূহ হইতে এবং তোমাদের জন্যে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ ; (এতদসত্ত্বেও) তোমরা (তাঁহার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) অতি সামান্যই কৃতজ্ঞ হও।

وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. উহারা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে' ? বরং উহারা উহাদের রব্ব এর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ ع

১১. বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর মালাক তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে, অবশেষে তোমাদের রব্ব এর নিকট তোমাদিগকে প্রত্যানীত করা হইবে'।

রুকু' ০১

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের রব্ব এর সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা দেখিলাম ও শুনিলাম, এখন আমাদিগকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করুন, আমরা সৎকর্ম করিব, নিশ্চয় আমরা (এখন) দৃঢ় প্রত্যয়ী'।

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর আমরা যদি* ইচ্ছা করিতাম, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সঠিক পথে পরিচালিত করিতাম[৭৬৪] ; কিন্তু আমার এই কথা যথার্থ যে, আমি অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করিব জিন্ন ও মানব দ্বারা। (দ্র. ৭ : ১৮, ১১ : ১১৯)

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে, আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক'।

৭৬৪। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার সর্বময় ক্ষমতাবান। কিন্তু জিন্ন ও মানুষকে ভাল এবং মন্দ কর্ম করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল অনুযায়ী তাহাদিগকে পুরষ্কার বা শাস্তি পাইতে হইবে।

সিজদা ১০ السجدة ١٠

১৫. বস্তুত তাহারাই আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে যাহারা উহা দ্বারা যখন উপদেশপ্রাপ্ত হয় তখন সিজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তাহারা অহংকার করে না।	اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া[৭৬৫] তাহাদের রব্বকে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা লইয়া এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক্ব দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে।	تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অথচ কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. সুতরাং যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায় ? উহারা (কখনই) সমান নহে।	اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾
১৯. অনন্তর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের জন্য তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত।	اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. পক্ষান্তরে যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের আবাস জাহান্নাম ; যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'আস্বাদন কর অগ্নি-শাস্তি যাহা তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে'।	وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. গুরুতম শাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।	وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾

৭৬৫। تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : তাহাদের দেহপাশ শয্যা হইতে আলগা হইয়া যায় অর্থাৎ ই'বাদতের জন্য গভীর রাত্রে তাহারা শয্যা ত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হয়।

وقف غفران وقف غفران

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. আর তাহার অপেক্ষা অত্যধিক যালিম আর কে, যে তাহার রব্ব এর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদিষ্ট হয়, কিন্তু সে উহা হইতে মুখ ফিরায় ? আমরা অবশ্যই (এইরূপ) অপরাধীদের শাস্তি দিয়া থাকি।

রুকু' ০২ ع ২ ১৫

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۲۳﴾

২৩. এবং আমরা তো মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, অতএব তুমি ইহার প্রাপ্তি[৭৬৬] সম্বন্ধে সন্দিহান হইও না, আর আমরা উহাকে (তাওরাতকে) বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করিয়াছিলাম, ০

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؗ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. আর উহাদের মধ্য হইতে নেতৃবৃন্দ বানাইয়াছিলাম, যাহারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত যাহাতে তাহারা ধৈর্যশীল ছিল ; আর উহারা ছিল আমাদের আয়াতসমুহে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. তাহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত তোমার রব্বই ক্বিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. ইহাও কি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমরা তো তাহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী- যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ; তবুও কি ইহারা শুনিবে না ?

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۲۷﴾ العاشرة

২৭. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের পশুরা এবং তাহারাও ? তবুও কি তাহারা লক্ষ্য করিবে না ?•

• তিন চতুর্থাংশ

৭৬৬। لِّقَآئِهٖ : ইহার প্রাপ্তি বা তাহার সাক্ষাৎ। এই বিষয়ে তাফসিরকারকদের মধ্যে মতভেদ আছে। (১) 'ইহার প্রাপ্তি' বলিতে মূসা (আ.) কর্তৃক তাওরাত প্রাপ্তি ; অথবা রসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক আলকুরআন প্রাপ্তি ; (দ্র. ২৭:৬)। (২) 'তাহার সাক্ষাৎ', বলিতে মি'রাজে রসূলুল্লাহ (স.) এর সহিত মূসা (আ.) এর সাক্ষাৎ অথবা আল্লাহর সঙ্গে ক্বিয়ামতে সাক্ষাৎ। (বিস্তারিত দেখুন: ই আলী, কু কা মদীনা, মু আসাদ, ই কাসীর)।

২৮. আর উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা' ?	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. বল, 'ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান আনয়ন তাহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না'।	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং প্রতীক্ষা কর, অবশ্য তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে। রুকু' ০৩	فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾ ع ৩ ১২

৩৩- সূরা আলআহযাব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	মুনাফিকদের আনুগত্য করিতে নিষেধাজ্ঞা। পালক-সন্তান আপন পুত্র/কন্যা নহে, তাহারা দ্বীনি ভাই। নাবীর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা। সকল নাবীর নিকট হইতে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার গ্রহণ।
০৯-২৭	আহযাব যুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্যের বিবরণ। মুনাফিকদের পলায়ন ও প্রতারণা। মু'মিনদের আদর্শ আল্লাহ্‌র রসূল। মু'মিনদের কর্মনীতি। ইয়াহূদীদের মদিনা হইতে উৎখাত।
২৮-৩৪	নাবীর স্ত্রীদের জন্য উপদেশ ও বিশেষ বিধান।
৩৫-৩৬	মু'মিনদের বিশেষ গুণাবলি।
৩৭-৪৮	নাবীকে মুখডাকা পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ না করিবার ভ্রান্ত ধারণা ভঙ্গ করিবার নির্দেশ, ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি যায়িদ (রা.) এর ত্বলাক্ব দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করেন, কারণ নাবী ইসলামি আদর্শের প্রতীক।
৪৯	ত্বলাক্বের কিছু বিধান।
৫০-৫২	নাবীর জন্য চারের অধিক বিবাহ বৈধ। যাহাদের বিবাহ করা নাবীর জন্য সিদ্ধ নহে।
৫৩-৬২	নাবীর ঘরে দাওয়াত খাইবার এবং নাবীর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাহিবার বিধি। নাবীর পরে নাবীর স্ত্রীদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ। পর্দার কিছু বিধান।
৬৩-৭৩	ক্বিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট। পরকালে কাফেরদের দুরবস্থা। মু'মিনদিগকে মূসা (আ.) এর উম্মতের মত আচরণের নিষেধাজ্ঞা। মু'মিনদের জন্য উপদেশ। মানুষের উপর আল্লাহ্‌র আমানতের ভার-বহনের দায়িত্ব অর্পণের কারণ।

৩৩- সূরা আলআহযাব

মাদানী, আয়াত ৭৩, রুকু' ৯

٣٣ سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ

مَدَنِيَّةٌ اياتها ٧٣، ركوعاتها ٩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হে নাবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফেরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়-০	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾
২. আর অনুসরণ কর যাহা অহি করা হয় তোমার প্রতি তোমার রব্ব এর নিকট হইতে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যাহা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত-০	وَّ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾
৩. আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর ; এবং কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।	وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾
৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের জন্য তাহার অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই[৭৬৭], আর তোমাদের স্ত্রীগণ, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তোমরা যিহার[৭৬৮] করিয়া থাক, তিনি তাহাদিগকে তোমাদের জননী করেন নাই, এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই ; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা ; আর আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।	مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿۴﴾
৫. তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে[৭৬৯], আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা ন্যায়সংগত, তবে যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু ; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে	اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ

৭৬৭। জামিল বিন মুআ'ম্মার আল-ফিহরী নামক এক ব্যক্তি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল, সে যাহা শুনিত তাহাই মনে রাখিতে পারিত। এইজন্য তাহাকে দুই অন্তরের অধিকারী বলা হইত। ইহা লইয়া সে নিজেরও গর্ব করিত। এবং রসূলুল্লাহ (স.) হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিত। আয়াতটিতে তাহার এই মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হইয়াছে।

৭৬৮। تُظٰهِرُوْنَ : মূল শব্দ ظَهْرٌ অর্থ পৃষ্ঠদেশ। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিত, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ, তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইত। ইহাকে ইসলামী পরিভাষায় যিহার বলে। (দ্র. ৫৮ : ২-৩)।

৭৬৯। জাহিলী যুগে পোষ্যপুত্রকে পুত্রবৎ গণ্য করা হইত। কিন্তু পোষ্যপুত্র আপন পুত্র নহে, বরং শরীয়তে পিতা-পুত্রের নির্ধারিত সম্পর্ক পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। আয়াতে একজন পোষ্যপুত্র, হোক না সে ক্রীতদাস,তাহাকে দ্বীনী ভাই পর্যায়ে গ্রহন করিয়া, ইসলাম গোত্র বর্ণ ভেদাভেদকে চিরতরে দূরীভূত করিয়া মানুষে মানুষে সমতার পরাকাষ্টা স্থাপন করিয়াছে। (দ্র. ৪৯: ১০)।

তোমাদের কোন অপরাধ নাই- কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে (অপরাধ হইবে) ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵﴾

৬. নাবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা ; আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা- যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতর[৭৭০] তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাহ (তাহা করিতে পার) ; ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿۶﴾

৭. এবং (স্মরণ কর) যখন নাবীদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-তনয় ঈ'সার নিকট হইতেও, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার-০

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿۷﴾

৮. সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যনিষ্ঠতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য[৭৭১], তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

রুকু' ০১

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۸﴾

৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী[৭৭২] তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু ও এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

৭৭০। মুহাজিরগণ প্রথমদিকে তাঁহাদের আনছার ভাইদের (মীরাছ) লাভ করিতেন, আত্মীয়তা থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহাদের আত্মীয়গণ ইসলাম গ্রহণ করিলে আল-কুরআনে নির্ধারিত অংশ (দ্র. ৪:১১-১২) মুতাবিক মীরাছ বণ্টন হয় এবং মীরাছ বন্টনের সাময়িক ব্যবস্থাটি রহিত হইয়া যায়।

৭৭১। আল্লাহ্র কথা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার বিষয়ে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সম্বন্ধে।

৭৭২। হি.৫/খ্রি.৬২৭ সালে সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মদীনা রক্ষার জন্য খন্দক (পরিখা) খনন করা হইয়াছিল। ইহাকে 'আহযাব' ('হিয্ব' অর্থ দল, এর বহুবচন) এর যুদ্ধও বলা হয়। কুরাইশ, ইয়াহূদী এবং আরও বহু গোত্রের এক সম্মিলিত বাহিনী তখন মদীনা আক্রমণ করিতে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। (দ্র. ৩৩:২০)। এই সূরার ৯-২০ আয়াতসমূহে এই যুদ্ধের কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা,০	بَصِيْرًا ﴿٩﴾
১০. যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে।	اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾
১১. তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾
১২. আর যখন, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে'।	وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন উহাদের একদল বলিয়াছিল, 'হে ইয়াছরিব-বাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই তোমরা ফিরিয়া চল' এবং উহাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; ♣অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না♣, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য।	وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَ يَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾
১৪. এবং যদি* বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটিত, অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হইত, তবে তাহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, তাহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।	وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَ مَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾
১৫. ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না; আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে।	وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾

মুআ' ২১ — মঞ্জি ২১

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬. বল, 'তোমাদের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে'।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭. বল, 'কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন (তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে)' ? আর উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সহিত আস', আর উহাদের অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে-০

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত[৭৭৩], আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়, কিন্তু যখন ভয় চলিয়া যায় তখন উহারা সম্পদের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে ; উহারা ঈমান আনে নাই এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন ; এবং আল্লাহ্র পক্ষে ইহা সহজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا

২০. উহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই, যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসিয়া পড়ে, তখন উহারা কামনা করিবে যে, ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদের সহিত থাকিয়া[৭৭৪] তোমাদের সংবাদ লইত! আর

৭৭৩। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার ব্যাপারে তাহারা (মুনাফিকরা) কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিল।

৭৭৪। মুনাফিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে এত ভীত ছিল যে, তাহারা মদীনা হইতে দূরে মরু অঞ্চলে চলিয়া যাইতে কামনা করিত।

রুকু' ০২

উহারা তোমাদের সহিত অবস্থান করিলেও উহারা অতি অল্পই যুদ্ধ করিত[৭৭৫]।	قْتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾ ع ٢ ١٨
২১. অবশ্যই রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে প্রত্যাশা করে আর আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্‌র বাণীকে) অধিক স্মরণ করে ;০	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾
২২. মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল সত্যই বলিয়াছিলেন', আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল ;০	وَ لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ ۫ وَ مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾
২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, তাহারা অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই-০	مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۫ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾
২৪. কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন তাহাদের সত্যনিষ্ঠতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,০	لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾
২৫. আর আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই ; যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ; এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী,০	وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾
২৬. এবং কিতাবীদের মধ্যে যাহারা[৭৭৬]	وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

৭৭৫। এই সুরার ১২-২০ আয়াতসমূহে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও অশুভ তৎপরতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

৭৭৬। বানূ কুরায়জা গোত্র যাহারা মদীনার অধিবাসী ও ইয়াহূদী ছিল, তাহারা এই যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদিগকে

مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী,০

وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾ ع ٣ ١٩

রুকু' ০৩

২৭. আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই ; আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই[৭৭৭]।

وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁহার রসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন'।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. হে নাবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে ; এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

সাহায্য করিয়াছিল।

৭৭৭। খায়বারের (হি.৭/খ্রি.৬২৭) যুদ্ধে মুসলিমদের অধিকারে অনেক সম্পদ আসিলে, রসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অধিক বরাদ্দের অনুরোধ করেন। ইহাতে রসূলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও এক মাসকাল তাঁহাদের হইতে পৃথক হইয়া বাস করেন। এই আয়াতগুলিতে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

পারা ২২

وَ مَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমরা পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক্ব।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩২. হে নাবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ ; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে (পর-পুরুষের সহিত) কোমলকণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সংগত কথা বলিবে,০

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং অজ্ঞযুগের প্রদর্শনের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না, আর তোমরা সলাত ক্বায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অনুগত থাকিবে ; হে নাবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদের হইতে অপবিত্রতা বিদূরিত করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে,০

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾ ع ১

৩৪. এবং তোমরা স্মরণ রাখিবে যাহা তোমাদের গৃহে তিলাওয়াত হয় আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমাহ্ এর কথা ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

রুকু' ০৪

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ

৩৫. অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী ও আত্মসমর্পণ-কারিনী, মু'মিন ও মু'মিনা, আনুগত্যশীল ও আনুগত্যশীলা, সত্যবাদী ও সত্যবাদীনী, ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলা, বিনীত ও বিনীতা, দানশীল ও দানশীলা, সিয়াম পালনকারী ও সিয়াম পালনকারিনী, যৌন অংগ হিফাযতকারী

ও হিফাযতকারিনী, আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্‌র বাণীকে) অধিক স্মরণকারী ও স্মরণকারিনী- ইহাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

الصّٰٓـبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না ; এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্য হইল তবে তো সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইল ;০

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

৩৭. আর যখন তাহাকে[৭৭৮] বলিতেছিলে যাহাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর', তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কেই ভয় করা অধিকতর সংগত ; অনন্তর যখন যায়েদ তাহার (যায়নাব) সহিত (বিবাহ সম্পর্ক) ছিন্ন করিল[৭৭৯] তখন আমরা তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে তাহাদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করিতে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয় ; এবং আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হইবারই।

وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮. আল্লাহ্ নাবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ

৭৭৮। ইনি হইলেন যায়দ ইবন হারিছা (রা.), যাঁহাকে রসূলুল্লাহ (স.) পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে যায়দ ইবনু মুহাম্মাদ নামে ডাকিতেন। (বুখারী)। ৩৩ : ৫ আয়াতে এই ধরনের নামকরণ পরিত্যাগ করিয়া সকলকে প্রকৃত পিতৃ-পরিচয়ে আহবান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭৭৯। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) রসূলুল্লাহ (স.) এর ফুফাত বোন ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) এর পোষ্যপুত্র যায়দ (রা.) এর সহিত তিনি তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বনিবনা না হওয়ায় বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই ; ফলে তাঁহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই ; (ইহাই ছিল) আল্লাহ্‌র রীতি উহাদের ক্ষেত্রে যাহারা পূর্বে বিগত হইয়াছে ; আর আল্লাহ্‌র বিধান তো সুনির্ধারিত-০	لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۙ﴿۳۸﴾
৩৯. তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না ; আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।	الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۳۹﴾
৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে ; বরং সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নাবীদের সমাপ্তি ; আর আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾ ع ৫ ২
৪১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্‌র বাণীকে) অধিক পরিমাণে-০	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ﴿۴۱﴾
৪২. এবং তাঁহার পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা (তাসবিহ) কর সকাল-সন্ধ্যায়।	وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾
৪৩. তিনিই যিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন[৭৮০] আর তাঁহার মালাকগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোতে আনিবার জন্য ; এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।	هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾
৪৪. তাহাদের প্রতি সম্ভাষণ হইবে সালাম যেদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাত হইবে, এবং তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন তাহাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান।	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿۴۴﴾

রুকু' ০৫

৭৮০। صَلّٰى : মূল صَلَاة দু'আ করা, সলাত করা (নামায পড়া), অনুগ্রহ করা, অনুগ্রহ প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এই শব্দ আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে অর্থ হইবে 'অনুগ্রহ করা' ; কিন্তু উহা মালাক (ফিরিশতা) অথবা মানুষের জন্য ব্যবহৃত হইলে 'ক্ষমা বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করা' বুঝায়। (দ্র. ২২ : ৫৬)।

৪৫. হে নাবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে-০	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং দায়ী'রূপে (আহ্বানকারীরূপে) আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহারই অনুমতিক্রমে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।	وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে অতি বড় অনুগ্রহ।	وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর তুমি কাফের ও মুনাফিকদের কথা অনুসরণ করিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর ; আর কর্মসম্পাদকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।	وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾
৪৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে ত্বলাক্ব দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে, তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিদায় করিবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾
৫০. হে নাবী! আমরা তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি: তোমার স্ত্রীগণকে যাহাদের মোহরাণা তুমি প্রদান করিয়াছ, এবং (বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি) ফায়[৭৮১] হিসাবে আল্লাহ্‌ তোমাকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার (খালুর) কন্যা ও খালার কন্যাকে- যাহারা তোমার সহিত হিজরত	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا

৭৮১। فَيْءٌ : যে সম্পদ বা ব্যক্তি, যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয় উহা (ফায়), যাহা সরকারি কোষাগারে জমা করা হইত। রসূলুল্লাহ (স.) জীবিত থাকাকালীন উহা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। (দ্র. ৫৯ : ৬-৭)।

لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۰﴾

করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নাবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে আর নাবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে, ইহা বিশেষ ভাবে তোমারই জন্য অন্য মু'মিনদের জন্য নহে ; মু'মিনদের স্ত্রী ও তাহাদের দক্ষিণহস্তের মালিকানাধীন (দাসী) সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি[৭৮২] তাহা আমরা জানি, যাহাতে তোমার কোন সংকোচ না হয় ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿۵۱﴾

৫১. তুমি উহাদের[৭৮৩] মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার ; আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন দোষ নাই ; এই বিধান এইজন্য যে ইহাতে উহাদের নয়ন-প্রীতি সহজতর হইবে ও উহারা দুঃখ পাইবে না আর উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই তুষ্ট থাকিবে ; তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَ لَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿۵۲﴾ ع

৫২. ইহার পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তাহাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তোমার দক্ষিণহস্তের মালিকানাধীন (দাসী) ব্যতীত ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

রুকু' ০৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ

৫৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নাবীগৃহে

৭৮২। মু'মিনদের বিবাহ সম্পর্কিত আহকামের জন্য দেখুন দ্র. ৪ : ৩, ৪ : ২২-২৫ আয়াতসমূহ।

৭৮৩। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীদের। স্ত্রীদের সহিত অবস্থান ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য সমতা রক্ষা করা জরুরী ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সমতা রক্ষা করিতেন এবং কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইলে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর অনুমতি লইতেন।

وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾

প্রবেশ করিও না, তবে তোমাদিগকে ডাকা হইলে প্রবেশ করিও এবং ভোজন সমাপ্তিতে চলিয়া যাইও ; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না ; কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে, কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ করেন না ; তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কোন সামগ্রী চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে ; এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র ; তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার (মৃত্যুর) পর তাহার স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে ; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র নিকট ঘোরতর (অপরাধ)।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۴﴾

৫৪. যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, তখন (মনে রাখ) আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْۤ اٰبَآئِهِنَّ وَ لَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَ لَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَاۤ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَ لَا نِسَآئِهِنَّ وَ لَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَ اتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿۵۵﴾

৫৫. তাহাদের (নাবী-পত্নীদের) জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তদের ব্যাপারে উহা[৭৮৪] (পালন না করা) দোষের নহে, (হে নাবী-পত্নীগণ!) আল্লাহ্কে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তাঁহার মালাকগণ (নাবীর জন্য) অনুগ্রহ প্রার্থনা করে (দ্র.৩৩ : ৪৩) ; হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং সর্বান্তকরণে (তাহার) আনুগত্য কর [৭৮৫]।

৭৮৪। এখানে 'উহা' দ্বারা ৩৩ : ৫৩ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হিজাব বা পর্দা বুঝাইতেছে।

৭৮৫। سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا : অনুরূপ অর্থে আয়াত ৪ : ৬৫ দেখুন। ৩৩ : ২২ আয়াতে تَسْلِيْمًا অর্থ পূর্ণ আনুগত্য বুঝান হইয়াছে।

৫৭. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কিছুর জন্য যাহা তাহারা করে নাই, তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।	وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾ ع
৫৯. হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের বাহিরাবরণের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয় ; উহাতে তাহাদিগকে (ভদ্র ও লজ্জাশীলা হিসাবে) চেনা সহজ হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করা হইবে না ; আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾
৬০. মুনাফিকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে তাহারা বিরত না হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব ; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে,০♣	لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ ۖ
৬১. অভিশপ্ত হইয়া♣, উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।	مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾
৬২. পূর্বে যাহারা অতীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্র রীতি (সুন্নাহ), আর তুমি কখনও আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না।●	سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

ভিন্ন অর্থে: বেশী বেশী সালাম প্রদান বুঝান হয়।

৬৩. লোকে তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ; বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট' ; তুমি ইহা কী করিয়া জানিবে ? হয়ত ক্বিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইবে।	يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾
৬৪. আল্লাহ্ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি-০	اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾
৬৫. সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে, এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না,০	خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾
৬৬. যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতাম ও রসূলের আনুগত্য করিতাম'!	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾
৬৭. তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও মাতব্বরদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল'।	وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾
৬৮. 'হে আমাদের রব্ব! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাঅভিসম্পাত'।	رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾
৬৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে[৭৮৬] তোমরা উহাদের মত হইও না ; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন ; এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যাদাবান ;০	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾
৭০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও সঠিক কথা বল-০	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

রুকু' ০৮

৭৮৬। বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়া তাহারা মূসা (আ.) কে কষ্ট দিয়াছিল, যথা, তাঁহার লজ্জাস্থানে ত্রুটি রহিয়াছে, তিনি কারূণকে হত্যা করিয়াছেন ইত্যাদি।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১. (তাহা হইলে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন ; যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি আমানত উপস্থাপন করিয়াছিলাম কিন্তু উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল ও উহাতে শংকিত হইল ; আর মানুষ উহা বহন করিল ; নিশ্চয় সে অতিশয় যালিম ও জাহিল[৭৮৭]-০

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন ; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু' ০৯

৩৪- সূরা সাবা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৯	তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তি।
১০-১৪	দাউদ (আ.) আর সুলাইমান (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। জিন্নেরা গায়েব জানে না।
১৫-২১	সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তাহাদের অকৃজ্ঞতার পরিণাম।
২২-৩৬	মুহাম্মাদ (স.) সমগ্র বিশ্ববাসীর রসূল। কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।
৩৭-৫৪	সন্তান ও সম্পদ কাজে আসিবে না, কাজে আসিবে ঈমান ও আ'মলে সালিহ্। লোকেরা আল্লাহ্র রসূল ও কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পূর্ব-পুরুষের ধর্ম আঁকড়াইয়া ধরে। নাবী প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। ক্বিয়ামত আসিয়া পড়িলে ঈমানের ঘোষণা কোন কাজে আসিবে না।

৭৮৭। اَمَانَةٌ : আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও বিধিবিধান পালনে অঙ্গীকার। আকাশ, পৃথিবী, পর্বতমালা আল্লাহ্র নির্দেশ মতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মে চলমান ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব ও বিধিবিধান পালনের অক্ষমতায় শংকিত (দ্র. ৫৯ : ২১)। মুক্তচিন্তাসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ এই আমানত পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ; কিন্তু শাইত্বানের প্ররোচনায় সে অতিশয় জালিম ও অজ্ঞ হইয়া পড়ে। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ মানুষ বিপথগামী তথা কাফের মুশরিক ও মুনাফিক হইয়া শাস্তিযোগ্য হয়। মুমিনগণ এই আমানত পালনে যত্নবান হইলে আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করেন। (দ্র. ই আলী, কু কা মদীনা)।

৩৪- সূরা সাবা

মাক্কী ; আয়াত ৫৪, রুকূ' ৬

٣٤ سُوْرَةُ سَبَإٍ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٤ ركوعاتها ٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই অধিপতি এবং আখিরাতেও সর্বপ্রশংসা তাঁহারই ; এবং তিনি অতীব প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١

২. তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাযিল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উত্থিত হয় ; তিনিই অসীম দয়ালু, অতীব ক্ষমাশীল।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢

৩. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি ক্বিয়ামত আসিবে না' ; বল, 'বরং, শপথ আমার রব্ব এর, অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা আসিবে', তিনি গায়েব সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (দ্র. ১০:৬১) অথবা বৃহৎত্তর কিছু ; সবকিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহি মাহফুযে)-০

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣

৪. ইহা এইজন্য যে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন ; ইহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক্ব।

لِّيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

৫. আর যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ অক্ষম করিবার চেষ্টা করে উহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَ الَّذِيْنَ سَعَوْ فِىْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝٥

৬. এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার রব্ব এর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই

وَ يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَ يَهْدِىْۤ اِلٰى صِرَاطِ

সত্য- ইহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।	الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾
৭. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, আমরা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবেই' ?	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞ ﴿٧﴾
৮. সে কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তিতে (শাস্তিযোগ্য কর্মে) ও ঘোর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রহিয়াছে।	اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٨﴾
৯. উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না ? আমরা ইচ্ছা করিলে উহাদের সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাইব ; (আল্লাহ্‌র) অভিমুখী প্রত্যেক দাসের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।	اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۞ ﴿٩﴾
১০. আর নিশ্চয় দাঊদের প্রতি (বিশেষ) অনুগ্রহ করিয়াছিলাম ; (আদেশ দিয়াছিলাম) 'হে পর্বতরাজী! তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর' এবং পক্ষীকুলকেও, আর তাহার জন্য নমনীয় করিলাম লৌহ-০	وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ۚ وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ ﴿١٠﴾
১১. 'যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং (কড়া সংযোগের) বুননে পরিমাণ রক্ষা করিতে পার' এবং তোমরা সৎকর্ম কর ; তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।	اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾
১২. এবং সুলাইমানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত, আর তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক	وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ

রুকু' ০১

ঝরণাধারা প্রবাহিত করিলাম ; তাহার রব্ব এর অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত ; উহাদের মধ্যে যে আমাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাহাকে আমরা জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۲﴾

১৩. উহারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিকৃতি, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করিত ; (বলিলাম), 'হে দাঊদ-পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে কর্ম করিতে থাক' ; আর আমার দাসদের মধ্যে অতি অল্পজনই কৃতজ্ঞ।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾

১৪. যখন আমরা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল[৭৮৮]; যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিন্নরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি গায়েব জানিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না[৭৮৯] ;০

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۱۴﴾

১৫. সাবাবাসীদের (দ্র. টীকা ৭১৪) জন্য তো উহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন, দুইটি উদ্যান- একটি ডানদিকে অপরটি বাম দিকে (অর্থাৎ সারাদেশে) ; (বলা হইল), 'তোমরা তোমাদের রব্ব-প্রদত্ত জীবিকা ভোগ কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ; (বসবাসের জন্য) উত্তম বাসভূমি এবং (তোমাদের দোষত্রুটির জন্য তিনি) ক্ষমাশীল রব্ব'।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾

৭৮৮। সুলাইমান (আ.) লাঠিতে ভর দিয়া বায়তুল মুকাদ্দিসের নির্মাণকার্য তদারক করিতেছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। বায়তুল মুকাদ্দিসের নির্মাণকার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় তিনি যেইভাবে ছিলেন, সেইভাবেই স্থির থাকে। নির্মাণকার্য যখন শেষ হয় তখন লাঠিটি ভাংগিয়া পড়ে এবং তিনিও মাটিতে পড়িয়া যান।

৭৮৯। জিন্নদিগকে তাহাদের ইচছার বিরুদ্ধে নির্মাণকাজে লাগান হইয়াছিল। তাহারা ইহাকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি মনে করিত।

فَاَعۡرَضُوۡا فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ الۡعَرِمِ وَ بَدَّلۡنٰهُمۡ بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَىۡ اُكُلٍ خَمۡطٍ وَّ اَثۡلٍ وَّ شَىۡءٍ مِّنۡ سِدۡرٍ قَلِيۡلٍ ﴿۱۶﴾

১৬. পরে উহারা অবাধ্য হইল ফলে উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা[৭৯০] আর উহাদের উদ্যান দুইটিকে বদলাইয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ ও অল্প কিছু কুল গাছ।

ذٰلِكَ جَزَيۡنٰهُمۡ بِمَا كَفَرُوۡا ؕ وَ هَلۡ نُجٰزِىۡۤ اِلَّا الۡكَفُوۡرَ ﴿۱۷﴾

১৭. এই শাস্তি আমরা উহাদিগকে দিয়াছিলাম উহাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য ; আর কৃতঘ্ন ব্যতীত আমরা কি কাহাকেও এমন শাস্তি দেই ?

وَ جَعَلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَ بَيۡنَ الۡقُرَى الَّتِىۡ بٰرَكۡنَا فِيۡهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرۡنَا فِيۡهَا السَّيۡرَ ؕ سِيۡرُوۡا فِيۡهَا لَيَالِىَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. আর উহাদের ও যেসব জনপদ আমরা কল্যাণময় করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করি এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করি (এবং উহাদিগকে বলি), 'তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে'[৭৯১]।

فَقَالُوۡا رَبَّنَا بٰعِدۡ بَيۡنَ اَسۡفَارِنَا وَ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فَجَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ وَ مَزَّقۡنٰهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ﴿۱۹﴾

১৯. কিন্তু উহারা বলিল, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের ভ্রমনের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর', উহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিল[৭৯২], ফলে আমরা উহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলাম ; ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে।

وَ لَقَدۡ صَدَّقَ عَلَيۡهِمۡ اِبۡلِيۡسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوۡهُ اِلَّا فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. আর উহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্যে পর্যবসিত করিল, ফলে মু'মিনদের একটি (ক্ষুদ্র) দল ব্যতীত উহারা তাহার অনুসরণ করিল।

৭৯০। সাবাবাসীরা একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করিয়া পানি সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিল ; ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত। এক সময়ে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার পানিতে ভাসিয়া যায়।

৭৯১। সাবাবাসীরা শাম (প্রাচীন সিরিয়া) দেশের সহিত ব্যবসা করিত। এই দুই দেশের মধ্যে বহু জনপদ ছিল। তাহাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে এই সকল এলাকার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত।

৭৯২। যাহারা তাহাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণ আরও দীর্ঘ করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহাতে আরও অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে, তাহাদের উচিত ছিল যাহা আল্লাহ্ দিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া (দ্র. ১৪ : ৭)। (আরও দেখুন ই আলী)।

وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۱﴾

২১. এবং উহাদের উপর তাহার (শাইত্বানের) কোন আধিপত্য ছিল না, কাহারা আখিরাতে বিশ্বাসী ও কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য ; আর তোমার রব্ব প্রতিটি বিষয়ে সংরক্ষণকারী।

রুকু' ০২

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿۲۲﴾

২২. বল, 'তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে, উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে এবং এতদুভয়ে উহাদের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেউ তাঁহার সহায়কও নহে'।

وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۲۳﴾

২৩. আর তাঁহার নিকট সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না তাহার জন্য, ব্যতীত যাহার জন্য তিনি অনুমতি দিবেন ; পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে[৭৯৩], 'তোমাদের রব্ব কী বলিলেন' ? তদুত্তরে তাহারা বলিবে, 'যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন', আর তিনি সমুচ্চ, সুমহান।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾

২৪. বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে তোমাদিগকে কে রিয্‌ক্ব প্রদান করে' ? বল, 'আল্লাহ্- আর হয় আমরাই, না হয় তোমরাই সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত'।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. বল, 'আমরা যে অপরাধ করি সে ব্যাপারে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব না'।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

২৬. বল, 'আমাদের রব্ব আমাদের সকলকে

৭৯৩। ক্বিয়ামতে যাঁহারা সুপারিশ করিবার অনুমতি পাইবেন তাঁহারাও প্রথমে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিবেন। ভয় দূর হইলে একে অপরকে আল্লাহ্‌র আদেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। ভিন্নমতে ইহারা হইলেন মালাকগণ, আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ আসিলেই তাঁহারা প্রথমে ভয় পান।

একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করিয়া দিবেন ; আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, সর্বজ্ঞ'।	بِالْحَقِّ ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾
২৭. বল, 'তোমরা উহাদিগকে আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাঁহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ, না-কখনও না[৭৯৪]; বরং তিনি আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়'।	قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾
২৮. আর আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না।	وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. এবং তাহারা প্রশ্ন করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে' ?	وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. বল, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, আর ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না'।•	قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۳۰﴾ ع
৩১. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নহে' ; হায়! তুমি যদি* দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদের রব্ব এর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন উহারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম'।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ لَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিবে,	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا

৭৯৪। যাহাদিগকে শরীক করা হইয়াছ তাহাদিগকে শরীক হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করিতে পার নাই, আর পারিবেও না।

‘তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম ? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী’।	اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. যাহারা দুর্বল ছিল তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, ‘প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে আর আমাদিগকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করি ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দী স্থাপন করি’ ; আর যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা মনস্তাপ গোপন রাখিবে; এবং আমরা কাফেরদের গলদেশে শৃংখল পরাইব ; উহারা যাহা করিত তাহা ব্যতীত (অন্য কোন) প্রতিফল দেওয়া হইবে কি ?	وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ نَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَ جَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যখনই আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখনই উহার বিত্তশালীরা বলিয়াছে, ‘তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি’।	وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. উহারা আরও বলিত, ‘আমরা সমৃদ্ধিশালী সম্পদে ও জনবলে- সুতরাং আমরা কিছুতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হইব না’।	وَ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًاۙ وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. বল, ‘নিশ্চয় আমার রব্ব যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক্ব বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই জ্ঞান রাখে না’।	قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ ع
৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে ; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার ; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।	وَ مَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۪ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

রুকু’ ০৪

وَ الَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং যাহারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বল, 'আমার রব্ব তো তাঁহার দাসদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা রিয্ক্ব বর্ধিত করেন ও যাহার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন; এবং তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তিনি উহার প্রতিদান দিবেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্ক্ব দাতা'।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. আর যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর মালাকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত' ?

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. মালাকগন বলিবে, 'তুমি পবিত্র মহিমাময়! তুমিই আমাদের অভিভাবক, উহারা নহে, বরং তাহারা তো পূজা করিত জিন্নদের[৭৯৫] এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী[৭৯৬]।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ وَ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার অধিকার নাই', আর যাহারা যুলুম করিত তাহাদিগকে আমরা বলিব, 'তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর'।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর উহাদের নিকট যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন উহারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যেসবের ই'বাদত করিত এই ব্যক্তিই তো সেসবের ই'বাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে', উহারা আরও বলে, 'ইহা (কুরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে', এবং কাফেরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু'।

৭৯৫। ভিন্নমতে اَلْجِنُّ : শাইত্বান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭৯৬। অর্থাৎ উহাদিগকে (জিন্নদিগকে) মাবূদ বা উপাস্য জানিত।

৪৪. এবং আমরা তাহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দেই নাই যাহা তাহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে[৭৯৭] তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই ;০	وَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَ مَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. এবং উহাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাসাব্যস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম, উহারা উহার এক দশমাংশও পায় নাই, তবুও উহারা আমার রসূলগনকে মিথ্যাসাব্যস্ত করিয়াছিল; ফলে কত (ভয়ংকর) ছিল শাস্তি।	وَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ ع ৫ ১১
রুকু' ০৫	
৪৬. বল, 'আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দেই, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন বা এক-একজন করিয়া দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ- তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নহে ; সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র'।	قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۛ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾
৪৭. বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না, তাহা তো তোমাদেরই ; আমার পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট, আর তিনি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা'।	قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾
৪৮. বল, 'আমার রব্ব সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন, তিনি গায়েবের সর্বপরিজ্ঞাতা'।	قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾
৪৯. বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে'।	قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾
৫০. বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে আমার প্রতি আমার রব্ব অহি প্রেরণ করেন ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটে'।	قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَ اِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

৭৯৭। মক্কার কুরাইশদের নিকট ইতিপূর্বে কোন নাবী বা কিতাব আসে নাই।

৫১. তুমি যদি* দেখিতে যখন ইহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে, তখন ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে-০

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَ اُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿۵۱﴾

৫২. এবং ইহারা বলিবে, 'আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম', কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কিরূপে ?

وَّ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَ اَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿۵۲﴾

৫৩. আর উহারা তো পূর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এবং উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে গায়েব বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত[৭৯৮]।

وَّ قَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৪. এবং ইহাদের ও ইহাদের বাসনার[৭৯৯] মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে ; উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের[৮০০] মধ্যে।

وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿۵۴﴾

রুকু' ০৬

ع ٦ ١٣

৩৫- সূরা ফাতির

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	আল্লাহ্ মালাকদের বার্তাবাহক বানাইয়াছেন এবং তাহাদের ডানা আছে। পূর্ববর্তী অনেক রসূলকেই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। দুনিয়ার জীবন এবং শাইত্বান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে।
০৮-১৪	প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখ করিও না। পুনরুত্থানের যুক্তি, তাওহীদের যুক্তি।
১৫-৩৭	মানুষ আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। কেহ অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না। আত্মশুদ্ধিতেই ব্যক্তির কল্যাণ। অন্ধকার আর আলো এক নহে। চিন্তাশীল জ্ঞানীরাই আল্লাহ্কে ভয় করে। সৎকর্মের প্রতিযোগিতাকারীদের জন্য সুসংবাদ।
৩৮-৩৯	আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীর খলীফা (উত্তরাধিকার প্রজন্ম) বানিয়েছেন।
৪০-৪৫	যাহাদের আল্লাহ্র সহিত শরীক করা হয় তাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম। রসূল (স.) কে প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্র পাকড়াও হইতে রক্ষা পাইবে না। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ তাহাদের কিছুটা অবকাশ দেন মাত্র।

৭৯৮। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে না জানিয়া ও সত্য হইতে দূরে থাকিয়া আন্দাযী কথাবার্তা বলিত।

৭৯৯। জান্নাত লাভ, জাহান্নাম হইতে মুক্তি বা তাহারা যে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিবার কামনা করিত (দ্র. ৩২ : ১২) তাহা– এই গুলির কোনটিই পূর্ণ করা হইবে না। তাহাদের পূর্ববর্তীদের বেলায়ও এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইয়াছে।

৮০০। شَكٌّ : বিভ্রান্তি, ইহা বুদ্ধিমত্তার বা বাস্তব বিষয়ের উপর সন্দেহ ; رَيْبٌ : সন্দেহ, বুদ্ধিমত্তার উর্দ্ধে বিশ্বাসজনিত। রসূল (স.) এর বিরুদ্ধে কাফেররা এই দুইটি অভিযোগই করিত। তিনি এই দুই ধরনের সন্দেহ/ বিভ্রান্তির অতি উর্দ্ধে ছিলেন। (বিস্তারিত দেখুন ই আলী)।

৩৫- সূরা ফাতির

মাক্কী ; আয়াত ৪৫, রুকূ' ৫

٣٥ سُوْرَةُ فَاطِرٍ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٥ ركوعاتها ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্‌রই- যিনি বাণীবাহক করেন মালাকগণকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট ; তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে উহা নিবারণকারী কেহই নাই, এবং তিনি কিছু অবরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর উহার উন্মুক্তকারী কেহই নাই ; আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَ مَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

৩. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর ; আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে ? যিনি তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয্‌ক্ব দান করেন ; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং তোমরা কোন বিপথে চালিত হইতেছ ?

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣﴾

৪. এবং ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হইয়াছিল ; আর আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হইবে।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤﴾

৫. হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারণা না করে ; এবং সেই প্রবঞ্চক (শাইত্বান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রবঞ্চণা না করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٥﴾

৬. শাইত্বান তো তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাহাকে শত্রু রূপে গ্রহণ কর ; বস্তুত সে তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এইজন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয় ;০	اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ ﴿٦﴾
৭. যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি ; আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾
৮. কাহাকেও যদি তাহার মন্দকর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় ও সে ইহাকে উত্তম মনে করে, (সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে ?) বস্তুত আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, অতএব ইহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয় ; উহারা যে কূট-কৌশল করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন।	اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۫ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٨﴾
৯. আর আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালন করেন ; অতঃপর আমরা উহা মৃতপ্রায় ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করি, পরে উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি ; এইরূপেই পুনরুত্থান ঘটিবে।	وَ اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿٩﴾
১০. কেহ সম্মান ও ক্ষমতা চাহিলে (সে জানিয়া রাখুক), সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই ; তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় আর সৎকর্ম উহাকে সমুন্নত করে[৮০১], এবং যাহারা দুষ্কর্মের ফন্দি আঁটে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি ; আর উহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হইবারই।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

রুকু' ০১

ع ١٣

৮০১। ঈমান ও আ'মলের গভীর সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ ঈমান-সহকারে ও সৎ আ'মলকেই শুধু ক্বুবুল করেন।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَ لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾

১১. আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি হইতে ; অতঃপর নুত্বফাহ্ হইতে, পরে তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্র জ্ঞাতসার ব্যতীত কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না ; কোন আয়ুষ্মান ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না বা উহার আয়ু হ্রাসও করা হয় না- ব্যতীত যাহা কিতাবে[৮০২] (লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে ; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

وَ مَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আর দরিয়া দুইটি একরূপ নহে, একটির পানি সুমিষ্ট-সুস্বাদু, পানে তৃপ্তিদায়ক, অপরটির পানি লোনা, বিস্বাদ ; এবং প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা (মৎসের) গোশ্ত আহার কর এবং আহরণ কর মণিরত্ন যাহা পরিধান কর, আর তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তাঁহার অনুগ্রহ (রিয্ক্ব) অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ؕ ﴿۱۳﴾

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবেশ করান এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে- আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ; তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব্ব, সার্বভৌমত্ব তাঁহারই ; আর তোমরা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক উহারা তো খর্জুর-আঁটির[৮০৩] আবরণেরও অধিকারী নহে ;০

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿۱۴﴾

১৪. তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তোমাদের আহ্বান শুনিবে না, এবং যদি* শুনেও তোমাদের জন্য সাড়া দিবে না ; এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা অস্বীকার করিবে ; আর সর্বজ্ঞের (আল্লাহ্র) মত

রুকু' ০২

الثلثة ع ٢ ١٤

৮০২। এখানে 'কিতাব' অর্থ 'লাওহি মাহফুয' (সংরক্ষিত ফলক)।

৮০৩। قِطْمِيْرٌ : শব্দের অর্থ খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পর্দা অর্থাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু।

কেহ তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।•	
১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, অতীব প্রশংসার্হ।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾
১৬. তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন,০	اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾
১৭. এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে।	وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾
১৮. আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না ; এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে ডাকে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না- সে নিকট-আত্মীয় হইলেও ; তুমি তাহাদিগকেই কেবল সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের রব্বকে না দেখিয়া ভয় করে ও সলাত ক্বায়েম করে ; এবং যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই (কল্যাণের) জন্য ; আর (সকলের) প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে।	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۭ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾
১৯. এবং সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান-০	وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾
২০. আর না অন্ধকার এবং আলো-০	وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾
২১. আর না ছায়া এবং রৌদ্র,০	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾
২২. এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত ; আল্লাহ্‌ই যাহাকে ইচ্ছা, শ্রবণ করান ; আর তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে[৮০৪]।	وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاۗءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾
২৩. তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।	اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾

৮০৪। কাফের মৃতব্যক্তি তুল্য, যেমন মৃত ব্যক্তিকে ডাকিলে উত্তর দেয় না, তেমনি কাফেরও সত্যের ডাকে সাড়া দেয় না।

২৪. আমরা তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ; আর অতীতে এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।	اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ بِالۡحَقِّ بَشِيۡرًا وَّ نَذِيۡرًا ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيۡهَا نَذِيۡرٌ ﴿۲۴﴾
২৫. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি[৮০৫] ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।	وَ اِنۡ يُّكَذِّبُوۡكَ فَقَدۡ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۚ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالۡكِتٰبِ الۡمُنِيۡرِ ﴿۲۵﴾
২৬. অতঃপর যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম, ফলত কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি!	ثُمَّ اَخَذۡتُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ ﴿۲۶﴾
২৭. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, (যাহার) ফলে ইহা দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি ; আর পর্বতমালার মধ্যে আছে গিরিপথ- শুভ্র, লালের বিচিত্র বর্ণ ও নিকষ কাল।	اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهَا ؕ وَ مِنَ الۡجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيۡضٌ وَّ حُمۡرٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهَا وَ غَرَابِيۡبُ سُوۡدٌ ﴿۲۷﴾
২৮. আর মানুষ, প্রাণীকূল ও পশুরাজী রহিয়াছে বিবিধ রং-বেরং এর, এই তো (বিষয়) ; বস্তুত আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁহার দাসদের মধ্যে তাহারাই যাহারা আ'লিম- জ্ঞানী (দ্র. ৩০:২২, টীকা ৭৫৫) ; নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।	وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الۡاَنۡعَامِ مُخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ غَفُوۡرٌ ﴿۲۸﴾
২৯. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে (দ্র. ২:১২১), সলাত ক্বায়েম করে, উহাদিগকে যে রিয্ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের যাহার ক্ষয় নাই-০	اِنَّ الَّذِيۡنَ يَتۡلُوۡنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرۡجُوۡنَ تِجَارَةً لَّنۡ تَبُوۡرَ ﴿۲۹﴾

রুকু' ০৩

২ ৩ ৫

৮০৫। অর্থাৎ ছোট ছোট আসমানী কিতাব (সহীফা)।

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۳۰﴾

৩০. এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশি দিবেন ; তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

وَ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾

৩১. এবং কিতাবের অন্তর্ভূক্তি হিসাবে যাহা তোমার প্রতি আমরা অহি করিয়াছি তাহা সত্য ও পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের সমস্ত কিছু জানেন এবং দেখেন।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ ﴿۳۲﴾

৩২. অতঃপর কিতাবের উত্তরাধিকারী করিলাম আমাদের দাসদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমরা মনোনীত করিয়াছি, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী, এবং কেহ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণকর কর্মে অগ্রগামী ; ইহাই মহাঅনুগ্রহ ;০

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۳۳﴾

৩৩. স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۖ ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন ; আমাদের রব্ব তো নিশ্চিত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'-০

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿۳۵﴾

৩৫. 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না'।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۚ ﴿۳۶﴾

৩৬. কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, উহাদের মৃত্যুর ফায়সালা হইবে না যে উহারা মরিবে এবং তাহাদের হইতে উহার শাস্তিও লাঘব করা হইবে না ; এইভাবে আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি,০

وَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۷﴾ ع ۲۶/۱۲

৩৭. আর উহাতে তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, যাহা করিতাম তাহা করিব না' ; (আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমাদিগকে কি এমন দীর্ঘায়ূ দেই নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে ? এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল ; সুতরাং (শাস্তির) আস্বাদন কর, যালিমদের কোনই সাহায্যকারী নাই'।

রুকু' ০৪

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۳۸﴾

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গায়েব বিষয়ে অবগত ; অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾

৩৯. তিনিই তোমাদিগকে খলীফা (বংশানুক্রমিক প্রজন্ম, দ্র. টীকা ২৭) বানাইয়াছেন পৃথিবীতে ; সুতরাং কেহ অস্বীকার করিলে তাহার কুফুরি তাহার উপর বর্তাইবে ; আর কাফেরদের অস্বীকার কেবল উহাদের রব্ব এর ঘৃণাই বৃদ্ধি করে, এবং অবিশ্বাসীদের প্রত্যাখ্যান উহাদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۴۰﴾

৪০. বল, 'তোমরা আল্লাহ্র পাশাপাশি যাহাদিগকে ডাক, সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি' ? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও ; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অংশ আছে কি ? না কি আমরা উহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে ? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে, উহা প্রতারণা মাত্র।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَ لَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۴۱﴾

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ সংরক্ষণ করেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যাহাতে কক্ষচ্যুত না হয়, আর উহারা কক্ষচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে উহাদের ধরিয়া রাখিবে ? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

৪২. আর ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে অবশ্যই ইহারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে ; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন উহাদের পলায়নপরতা ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিল না-০

اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَ لَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে ; কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাকেই পরিবেষ্টন করে ; তবে কি ইহারা প্রতীক্ষায় আছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত দশার[৮০৬] ? কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত! উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে ; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾ ع ١٧

৪৫. আর যদি* আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য (তাৎক্ষণিক) পাকড়াও করিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই (মানুষকে) রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন, অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্টক্ষণ আসিয়া গেলে তখন আল্লাহ্ তো হইয়া থাকেন তাঁহার দাসদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। (দ্র. ১৬:৬১, টীকা ৫০০)।

রুকু' ০৫

৮০৬। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে শাস্তি আগমনের ? পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিসমূহের উপরও যথাসময়ে আযাব আসিয়াছে।

৩৬- সূরা ইয়া সীন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-৩২	মুহাম্মাদ (স.) এর রিসালাতের সত্যতা। তাঁহাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মের প্রভাব রেকর্ড করা হয়। অতীতে তিনজন রসূলকে এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণের বর্ণনা। অনেক রসূল ও তাহাদের অনুসারীদের হত্যা ও বিদ্রুপ করা হইয়াছে। পুনরুত্থান এবং বিচার অনিবার্য।
৩৩-৫০	মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি এবং তাহাদের অকৃতজ্ঞতা। মানুষের কল্যাণে চাঁদ ও সূর্যের জন্য আল্লাহ্ অক্ষপথ ও কক্ষপথ নির্ধারণ করিয়াছেন। ক্বিয়ামত সংঘটিত হইবে একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দে।
৫১-৬৭	দ্বিতীয়বার বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরুত্থিত হইবে। মানুষের পৃথিবীর জীবনের কর্মকাণ্ডের ন্যায্য বিচার করা হইবে। সেদিন পূণ্যবানদের হইতে পাপীদের পৃথক করিয়া ফেলা হইবে। শাইত্বানের ব্যাপারে মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করা হইয়াছে। পাপীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেদিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।
৬৮-৮৩	কুরআন সুস্পষ্ট উপদেশ ও সতর্কবার্তা। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, অথচ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করে। আল্লাহ্ অবশ্যই মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন এবং বিচার করিবেন।

৩৬- সূরা ইয়া সীন

মাক্কী ; আয়াত ৮৩, রুকূ' ৫

٣٦ سُوْرَةُ يٰسٓ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨٣ ركوعاتها ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. ইয়া- সি----ন,০

يٰسٓ ﴿١﴾

২. শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের-০

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের অন্তর্ভুক্ত-০

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

৪. (তুমি) সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত ;০

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

৫. (কুরআন) অবতীর্ণ মহাপরাক্রমশালী, অসীমদয়ালু (আল্লাহ্‌র নিকট) হইতে-০

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

৬. যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফেল ছিল।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

৭. উহাদের অধিকাংশের জন্য (শাস্তির) কথা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না (দ্র. ২:৬-৭)।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয় আমরা উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।	اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾
৯. আর উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি[৮০৭], ফলে উহারা দেখিতে পায় না।	وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾
১০. এবং তুমি উহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, উহাদের পক্ষে উভয়ই সমান, উহারা ঈমান আনিবে না।	وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. বাস্তবিকপক্ষে তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে ও না দেখিয়া আররহমানকে ভয় করে, অতএব তাহাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক বিনিময়ের সুসংবাদ দাও।	اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾
১২. নিশ্চয় আমরাই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমরা তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।	اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ۚ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾
১৩. আর উহাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদবাসীর দৃষ্টান্ত ; যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছিল রসূলগণ,০	وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. যখন উহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রসূল, কিন্তু উহারা উভয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল, অতঃপর আমরা (তাহাদের দুইজনকে) শক্তিশালী করিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা, অতঃপর তাহারা বলিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি'।	اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

রুকু' ০১

وقف لازم

وقف نظران – ع ২

৮০৭। তাহাদের দৃষ্টির উপর আবরণ রহিয়াছে। (দ্র. ৭:১৭৯)।

১৫. উহারা বলিল, 'তোমরা আমাদের মতই মানুষ- এবং পরম করুণাময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই- তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ'।	قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَ مَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿۱۵﴾
১৬. তাহারা বলিল, 'আমাদের রব্ব জানেন- আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি'।	قَالُوْا رَبُّنَا یَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾
১৭. 'আর স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব'।	وَ مَا عَلَیْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۷﴾
১৮. উহারা বলিল, 'আমরা তো তোমাদিগকে অশুভ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদিগকে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব ও আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে'।	قَالُوْۤا اِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَیَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱۸﴾
১৯. উহারা বলিল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সহিত[৮০৮] (থাকুক) ; ইহা তো এইজন্য যে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে! বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি'।	قَالُوْا طَآىِٕرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَىِٕنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾
২০. নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি[৮০৯] ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসূলদের অনুসরণ কর'-০	وَ جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ یَّسْعٰى قَالَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْنَ ۙ﴿۲۰﴾
২১. 'অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত'।	اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا یَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

৮০৮। কুফুরির জন্য তাহাদের এই অমঙ্গল, উপদেশ দেওয়ার জন্য নহে। উপদেশ গ্রহণ করিলে তাহাদের মঙ্গলই হইত।

৮০৯। রিওয়ায়াত আছে, এই লোকটির নাম হাবীব, শহরের দূরে এক প্রান্তে বাস করিতেন ও ই'বাদতে মগ্ন থাকিতেন। রসূলগন বিপদে পড়িতে পারেন জানিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন দিতে দৌড়াইয়া আসিয়াছিলেন। ই ফা।

পারা ২৩

২২. 'এবং আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে আমি তাঁহার ই'বাদত করিব না' ?	وَ مَا لِيَ لَآ اَعۡبُدُ الَّذِيۡ فَطَرَنِيۡ وَ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. 'আমি কি তাঁহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব ? পরম করুণাময় আমাকে ক্ষতি করিতে চাহিলে উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না',০	ءَاَتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنۡ يُّرِدۡنِ الرَّحۡمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغۡنِ عَنِّيۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا وَّ لَا يُنۡقِذُوۡنِ ﴿۲۳﴾
২৪. '(এইরূপ করিলে) আমি অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়িব'।	اِنِّيۡۤ اِذًا لَّفِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۲۴﴾
২৫. 'আমি তো তোমাদের রব্ব এর উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন' ;০	اِنِّيۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّكُمۡ فَاسۡمَعُوۡنِ ﴿۲۵﴾
২৬. তাহাকে বলা হইল[৮১০], 'জান্নাতে প্রবেশ কর' ; সে বলিয়া উঠিল, 'হায়! আমার জাতি যদি জানিতে পারিত'-০	قِيۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيۡتَ قَوۡمِيۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾
২৭. 'কিরূপে আমার রব্ব আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন'।	بِمَا غَفَرَ لِيۡ رَبِّيۡ وَ جَعَلَنِيۡ مِنَ الۡمُكۡرَمِيۡنَ ﴿۲۷﴾
২৮. আর আমরা তাহার পরে তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।	وَ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ ﴿۲۸﴾
২৯. উহা ছিল কেবল এক মহানাদ, ফলে উহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।	اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿۲۹﴾
৩০. পরিতাপ দাসদের জন্য! উহাদের নিকট	يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ

وقف غفران

৮১০। আল্লাহ্‌র রসূলগণকে সমর্থন করায় বিধর্মীরা তাঁহাকে হত্যা করে।

যখনই কোন রসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।	اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমরা ধ্বংস করিয়াছি যাহারা উহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না ?	اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. এবং অবশ্যই উহাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।	وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ ع ২ ১
৩৩. আর উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্যাদি যাহা হইতে উহারা আহার করে।	وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং উহাতে আমরা সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ-০	وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. যাহাতে উহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে- অথচ উহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই ; তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞ হইবে না ?	لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. পবিত্র মহান তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায় ইহাদের প্রতিটি- যাহা (উদ্ভিদ) উদ্গত মৃত্তিকা হইতে ও তাহাদের (মানুষের) নিজেদের হইতে এবং ঐ সমস্ত (জীব ও জড় বিষয়) হইতে যাহা তাহারা (অদ্যাবধি) জানে না।	سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমরা দিবালোক অপসারিত করি, তখনই উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে-০	وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর সূর্য পরিভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ; ইহা মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে ;০	وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾

রুকু' ০২

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল (দ্র. ১০:৫) ; অবশেষে উহা পুরাতন শুষ্ক বক্র খর্জুরপত্রের আকার ধারণ করে।	وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾
৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নহে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নহে দিবসকে অতিক্রম করা ; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।	لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর উহাদের জন্য নিদর্শন এই যে আমরা উহাদের বংশধরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম-০	وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾
৪২. এবং উহাদের জন্য অনুরূপ (যানবাহন) সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে।	وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমরা ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি ; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না-০	وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. কিন্তু আমাদের অনুগ্রহ হইলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ (করিতে দিলে- ভিন্ন কথা)।	اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. এবং যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার'।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং যখনই উহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহের কোন আয়াত উহাদের নিকট আসে, তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।	وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন- তাহা হইতে ব্যয় কর' তখন কাফেররা মু'মিনদিগকে	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ

বলে, 'যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কি তাহাকে খাওয়াইব ? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ'।	يَشَآءُ اللّٰهُ اَطۡعَمَهٗۤ ۖ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۴۷﴾
৪৮. উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে' ?	وَ يَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هٰذَا الۡوَعۡدُ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯. ইহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদের বাক-বিতণ্ডাকালে।	مَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً تَاۡخُذُهُمۡ وَ هُمۡ يَخِصِّمُوۡنَ ﴿۴۹﴾
৫০. তখন উহারা অসীয়ত করিতে সমর্থ হইবে না এবং নিজেদের পরিজনের নিকট ফিরিতেও পারিবে না।	فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ تَوۡصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰٓى اَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۵۰﴾ ع
৫১. আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের রব্ব এর দিকে।	وَ نُفِخَ فِى الصُّوۡرِ فَاِذَا هُمۡ مِّنَ الۡاَجۡدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمۡ يَنۡسِلُوۡنَ ﴿۵۱﴾
৫২. উহারা বলিবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল'[৮১১] ? দয়াময় তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।	قَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا مَنۡۢ بَعَثَنَا مِنۡ مَّرۡقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحۡمٰنُ وَ صَدَقَ الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ, তখনই ইহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমাদের সম্মুখে।	اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।	فَالۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٌ شَيۡـًٔا وَّ لَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. এই দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে,০	اِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ فِىۡ شُغُلٍ فٰكِهُوۡنَ ﴿۵۵﴾ ع

রুকু' ০৩

ع ٣ ٢

وقف غفران وقف لازم

৮১১। এইস্থলে কবরকে নিদ্রাস্থল বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, কবরে কোন শাস্তি হইবে না, বরং ক্বিয়ামতে মানুষ যে ভয়াবহ ও প্রচন্ড শাস্তির সম্মুখীন হইবে উহার তুলনায় কবরের শাস্তিকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। (দ্র. ই কাসীর)। ভিন্নমতে দুই ফুৎকার (৩৯:৬৮) এর মধ্যবর্তী সময়ে সকলেই শাস্তি ব্যতিরেকে মৃত অবস্থায় রহিবে বিধায় নিদ্রাস্থল বলিবার উদ্দেশ্য। (দ্র. তাফসীরে সামারকান্দি, তাফসীরে আততয়ালাবী)।

৫৬. তাহারা এবং তাহাদের জুড়িগণ (সুশীতল) ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়া বসিবে।	هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. সেখানে থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,০	لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. 'সালাম' ; পরম দয়ালু রব্ব এর পক্ষ হইতে সম্ভাষণ।	سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. আর 'হে অপরাধিগণ! আজ পৃথক হইয়া যাও'।	وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. হে বানী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শাইত্বানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?	اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾
৬১. আর আমারই ই'বাদত কর, ইহাই সঠিক পথ।	وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾
৬২. এবং শাইত্বান অবশ্য তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ; তবুও কি তোমরা বুঝিতে না ?	وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. ইহাই সেই জাহান্নাম যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইত।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিতে।	اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আমরা আজ ইহাদের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমাদের সহিত এবং ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের।	اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আর আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!	وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

وقف لازم

রুকু' ০৪

৬৭. এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।

وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর যাহাকে আমরা দীর্ঘায়ু করি তাহার সৃষ্টির প্রকৃতি উল্টাইয়া দিই[৮১২]; তবুও কি উহারা বুঝে না ?

وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এবং আমরা রসূলকে কাব্য রচনা[৮১৩] করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে ; ইহা তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন-০

وَ مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০. যাহাতে সে (রসুল) সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) কথা সত্যে পরিণত হইতে পারে।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমাদের হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করিয়াছি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, অতঃপর উহারাই এইগুলির অধিকারী ?

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২. এবং আমরা এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি, ফলত এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদের কতক হইতে তাহারা আহার করে।

وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে অনেক উপকারিতা ও পানীয় ; তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না ?

وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং তাহারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এই আশায় যে, তাহারা

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৮১২। نَكَّسَ : এর আভিধানিক অর্থ উল্টা করিয়া ফেলিয়া দিল। এ স্থলে ইহার অর্থ দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি বা শক্তির অবনতি ঘটান।

৮১৩। কবিদের সম্পর্কে দেখুন ২৬ : ২২৪-২২৬ আয়াতসমূহ।

সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে ;০	
৭৫. (কিন্তু এইসব ইলাহ্) তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে- এবং উহাদিগকে[৮১৪] তাহাদের (বিরুদ্ধে) বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।	لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. সুতরাং তাহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় ; আমরা তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।	فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ وقف لازم
৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি নুত্বফাহ্ হইতে ? অথচ পরে সে হইয়া যায় প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।	اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. এবং সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায় ; সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে' ?	وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾
৭৯. বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত'-০	قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ﴿٧٩﴾
৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন[৮১৫] করেন, ফলত তোমরা উহা হইতে (অগ্নি) প্রজ্বলিত কর।	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নন ? হাঁ, অবশ্যই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ وقف غفران
৮২. তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন	اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ

৮১৪। উহাদের বাতিল মাবূদদিগকে জাহান্নামে উপস্থিত করা হইবে।

৮১৫। আরব মরুভূমিতে মার্খ ও আফার নামের বৃক্ষের (সবুজ) শাখার ঘর্ষণে অগ্নি তৈরীর প্রচলন ছিল। ইহা ব্যতীত যে কোন প্রকার জ্বালানী, কয়লা এমনকি খনিজ তৈল, মূলতঃ সবুজ বৃক্ষ হইতে উৎপাদিত। (ই আলী, মু আসাদ)।

কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়। (দ্র. ২ : ১১৭, ১৬ : ৪০)।	فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব পবিত্র মহিমাময় তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রতিটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব ; আর তাঁহারই নিকট তোমরা (সকলেই) প্রত্যাবর্তিত হইবে।	فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৩৭- সূরা আসসফফাত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০০১-০৭৪	তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে লোকদের অস্বীকৃতি ও অভিযোগ। অস্বীকারকারীদের পরকালীন দুরবস্থা।
০৭৫-০৮২	দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ নূহ (আ.) এর দুআ' ক্বুবুল করেন।
০৮৩-১১৩	মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ.) এর অকাট্য যুক্তি। তাঁহার অগ্নি পরীক্ষা। পুত্র কুরবানির স্বপ্ন। পশু কুরবানির সূচনা।
১১৪-১২২	মূসা ও হারূণ (আ.) উভয়ের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।
১২৩-১৩২	নিজ কওমের প্রতি ইলিয়াস (আ.) এর দাওয়াত। তাঁর জাতি কর্তৃক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান।
১৩৩-১৩৮	লূত (আ.) এর মুক্তি ও তাঁহার জাতির ধ্বংস। তাহাদের ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ এখনো বর্তমান।
১৩৯-১৪৮	অবাধ্য জাতি হইতে ইউনুস (আ.) এর প্রস্থান। তিমি তাঁহাকে গ্রাস করে। আল্লাহ্ তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। পুনরায় জাতির নিকট তাঁহার আগমন।
১৮৯-১৮২	শির্কের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। নাবীদিগকে আল্লাহ্র সাহায্য।

৩৭- সূরা আসসফফাত

মাক্কী ; আয়াত ১৮২, রুকূ' ৫

٣٧ سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰت

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٨٢ ركوعاتها ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. শপথ উহাদের যাহারা (নিবিড়) সারিবদ্ধ[৮১৬]-০	وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾
২. অনন্তর শপথ তাহাদের যাহারা সুদৃঢ় পরিচালক[৮১৭]-০	فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾
৩. আর শপথ উহাদের যাহারা যিক্র[৮১৮] আবৃত্তি করে-০	فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

৮১৬। তাহারা হইল মালাকগণ অথবা আল্লাহ্র সত্যিকার নেককার বান্দাগণ।
৮১৭। অর্থাৎ মালাকগণ যাহারা আল্লাহ্র আদেশে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।
৮১৮। অর্থাৎ মালাকগণ যাহারা বার্তা (যিক্র) বহিয়া আনে এবং শ্রবণ করায় অথবা তাসবীহ করে।

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্ ;০	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾
৫. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রব্ব আর সকল উদয়স্থলের (দ্র. ৭০:৪০) রব্ব ;০	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় আমরা দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমায় সুশোভিত করিয়াছি-০	اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾
৭. এবং রক্ষা করি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইত্বান হইতে,০	وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾
৮. ফলে উহারা ঊর্ধ্বমন্ডলের কিছুই শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদের প্রতি (উল্কাপিন্ড) নিক্ষিপ্ত হয় সর্বদিক হইতে,০	لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾
৯. বিতাড়ন নিমিত্ত এবং উহাদের জন্য অবিরাম শাস্তি-০	دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾
১০. তবে কেহ ছোঁ মারিয়া কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।	اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾
১১. সুতরাং তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) জিজ্ঞাসা কর, উহাদের সৃষ্টি কি সুকঠিন, না অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ? (দ্র. ৭৯:২৭), উহাদিগকে আমরা তো সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।	فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾
১২. তুমি তো বিস্মিত হইতেছ[৮১৯], আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ,০	بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন উপদেশ দেওয়া হয় উহারা গ্রহণ করে না,০	وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. এবং কোন নিদর্শন দেখিলে উহারা উপহাস করে,০	وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. আর বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু বৈ কিছুই নহে',০	وَ قَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

৮১৯। তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া রসূলুল্লাহ (স.) বিস্ময় বোধ করিতেন।

১৬. 'আমরা যখন মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে' ?	ءَ اِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগকেও' ?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে (চির) লাঞ্ছিত',০	قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. বস্তুত ইহা হইবে এক প্রচণ্ড শব্দ, তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস'।	وَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾
২১. ইহাই মীমাংসার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. (মালাকগনকে বলা হইবে), 'একত্র কর যালিম ও উহাদের সহচরদিগকে আর উহাদিগকে যাহাদের তাহারা ই'বাদত করিত'-০	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ; অতএব উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে'।•	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾
২৪. 'উহাদিগকে থামাও, উহাদিগকে তো প্রশ্ন করা হইবে'-০	وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. 'তোমাদের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না' ?	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. বস্তুত সেই দিন উহারা আত্মসমর্পিত হইবে।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।	وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. উহারা বলিবে[৮২০], 'তোমরা তো তোমাদের	قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

রুকু' ০১

ع ٥

• এক চতুর্থাংশ

الربع

৮২০। অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যাহারা দুর্বল শ্রেণীর ও শক্তিশালী পথভ্রষ্টদের অনুসারী, উহারা বলিবে।

শক্তি[৮২১] লইয়া আমাদের নিকট আসিতে'।	
২৯. (মাতব্বরেরা) বলিবে 'তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না',০	قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বস্তুত তোমরাই ছিলে বিদ্রোহী সম্প্রদায়'।	وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. 'এখন তো আমাদের উপর আমাদের রব্ব এর (শাস্তির) বাণী সাব্যস্ত হইয়াছে, অবশ্যই আমাদের (শাস্তির) স্বাদ লইতে হইবে'।	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. 'বস্তুত আমরা (প্রধানরা) তো তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত'।	فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. উহারা সকলেই সেই দিন শাস্তির শরীক হইবে।	فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. অপরাধীদের প্রতি আমরা এইরূপই করিয়া থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. উহাদিগকে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত-০	اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং বলিত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করিব' ?	وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. বরং সে[৮২২] সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে রসূলগণকে সত্যায়িত করিয়াছে।	بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে,০	اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾

৮২১। اَلْيَمِيْنُ : দক্ষিণ হস্ত বা দিক, এখানে শক্তি অর্থে ব্যবহৃত, কারণ দক্ষিণ হস্তই সাধারণত শক্তির আধার। ভিন্ন অর্থে কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য– অর্থাৎ তোমরা তো কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস লইয়া আসিতে।

৮২২। এ স্থলে جَآءَ : ক্রিয়াপদের কর্তা মুহাম্মাদ (স.)।

৩৯. এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে-০	وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. তবে তাহারা নহে যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. উহাদের জন্য আছে সুবিদিত রিয্‌ক্ব-০	اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾
৪২. ফলমূল, আর তাহারা হইবে সম্মানিত-০	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. নিয়া'মতপূর্ণ সুখদ-কাননে-০	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।	عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ পানীয়পূর্ণ পাত্রে-০	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. শুভ্র (পানীয়), যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু,০	بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং তাহাদের নিকট থাকিবে আনতনয়ন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট (সঙ্গী)-০ (দ্র. ৩৮:৫২, ৫৫:৫৬)	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব[৮২৩]।	كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾
৫০. তাহারা একে অপরের সামনা সামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. তাহাদের কেহ বলিবে, 'আমার ছিল এক সঙ্গী'-০	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾
৫২. সে বলিত, 'তুমি কি (পুনরুত্থান) সত্যায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত'?-০	يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৮২৩। 'بَيْضٌ': ডিম্ব, আরবরা সযত্নে পালিত সুন্দর গৌরকান্তিকে উট পাখির ডানার নিচে সযত্নে রক্ষিত ডিম্বের সহিত তুলনা করিত।

৫৩. 'আমরা যখন মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল লইতে হইবে' ?	ءَ اِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি উঁকি দিয়া দেখিবে' ?	قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. পরে সে উঁকি দিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যে।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. বলিবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে'-০	قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. 'এবং আমার রব্ব এর অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো (জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের[৮২৪] মধ্যে শামিল হইতাম।	وَ لَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. 'এখন তো আমাদের আর মৃত্যু হইবে না'[৮২৫]-০	اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. 'প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হইব না'।	اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. নিশ্চয় ইহাই বিরাট সাফল্য।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এইরূপ (সাফল্যের) জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।	لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ ?	اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾
৬৩. নিশ্চয় ইহা বানাইয়াছি যালিমদের পরীক্ষার্থে।	اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে-০	اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾

৮২৪। مُحْضَرِيْنَ: যাহাকে উপস্থিত করা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্তির জন্য যাহাকে জাহান্নামে উপস্থিত বা আটক করা হইয়াছে।

৮২৫। اَ: প্রশ্নবোধক অব্যয়, এখানে নিশ্চয়তা সূচক অর্থ প্রদান করিতেছে।

৬৫. ইহার মোচা যেন শাইত্বানদের মাথা[৮২৬]।	طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. অবশ্যই উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা ;০	فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তদুপরি উহাদের জন্য অবশ্যই রহিবে (পূঁজ) মিশ্রিত ফুটন্ত পানি,০	ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর অবশ্য উহাদের গন্তব্য হইবে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।	ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾
৬৯. নিশ্চয় উহারা পিতৃপুরুষদের পাইয়াছিল পথভ্রষ্ট-০	اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং উহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।	فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. উহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ পথ ভ্রষ্ট হইয়াছিল-০	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. এবং আমরা উহাদের মধ্যে অবশ্যই সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর সতর্ককৃতদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল-০	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾ ع ২ ৫৩ ৬
৭৫. এবং নূহ আমাদের আহ্বান করিয়াছিল, আর আমরা কতই না উত্তম সাড়াদানকারী,০	وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. এবং তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে,০	وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾
৭৭. তাহার (নূহ) বংশধরদিগকেই আমরা অবশিষ্ট রাখিয়াছিলাম,০	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

রুকু' ০২

৮২৬। শাইত্বান অত্যন্ত কুৎসিত, তাই জাহান্নামের এই বৃক্ষটিকে শাইত্বানের মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতি কদাকার সাপকেও আরবিতে শাইত্বান বলা হয়।

৭৮. আমরা ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি,০	وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক!	سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. এইভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. সে তো ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. অতঃপর অন্য সকলকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আর অবশ্য তাহার (নূহ) দলেরই ছিল ইবরাহীম।	وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ وقف لازم
৮৪. যখন সে তাহার রব্ব এর দিকে আসিল বিশুদ্ধচিত্তে।	اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾
৮৫. যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কিসের পূজা করিতেছ' ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাহ' ?	اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. 'জগৎসমূহের রব্ব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাই বা কী' ?	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অতঃপর সে নক্ষত্ররাজির দিকে একবার তাকাইল-০	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
৮৯. এবং বলিল, 'আমি অসুস্থ'।	فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. অতঃপর উহারা তাহাকে পিছনে রাখিয়া চলিয়া গেল।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. পরে সে সন্তর্পণে উহাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ	فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾

করিতেছ না কেন' ?	
৯২. 'তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না' ?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. অতঃপর সে উহাদিগকে সবলে আঘাত হানিল।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾
৯৪. তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।	فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদেরই পূজা কর' ?	قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. 'এবং আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে আর তোমরা যাহা তৈরি কর তাহাও'।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. উহারা বলিল, 'ইহার জন্য এক ইমারত[৮২৭] নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর'।	قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾
৯৮. উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করিল; কিন্তু আমরা উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।	فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. এবং সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার রব্ব এর দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অচিরেই সৎপথে পরিচালিত করিবেন।	وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾
১০০. 'হে আমার রব্ব! আমাকে এক সৎকর্মশীল (সন্তান) দান কর'।	رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতঃপর আমরা তাহাকে এক অতীব সহনশীল পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।	فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. অতঃপর সে যখন তাহার পিতার	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى

৮২৭। চতুর্দিক পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত যাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল।

সহিত কর্মক্ষম বয়সে উপনীত হইল তখন সে (ইবরাহীম) বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করিতেছি ; এখন তোমার অভিমত কি বল' ? সে বলিল, 'হে আমার (প্রিয়) পিতা! আপনি আদিষ্ট অনুযায়ী কাজ করুন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন'।	فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. অনন্তর যখন উভয়ে আত্মসমর্পণ করিল[৮২৮] এবং সে তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল,০	فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ ۚ
১০৪. তখন আমরা তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইবরাহীম'-০	وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ ۙ
১০৫. 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত করিলে!' এইভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾
১০৭. এবং তাহাকে বিনিময় করিলাম এক মহান জবেহ (কুরবানী রীতি) দ্বারা[৮২৯]।	وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾
১০৮. আর ইহা (কুরবানীর রীতি) পরবর্তীদের মধ্যে চালু রাখিলাম,০	وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ ۖ
১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি!	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾
১১০. এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾
১১১. নিশ্চয়ই সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾

৮২৮। পিতা কুরবানী করিতে ও পুত্র কুরবানী হইতে যাইতেছে। এইভাবে তাঁহারা উভয়ে আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

৮২৯। অধিকাংশের মতে উহা ছিল একটি দুম্বা যাহা জান্নাত হইতে পাঠান হইয়াছিল। ভিন্ন মতে: উহার বিনিময়ে ঈদুল আযহাতে যে মহান কুরবানীর রীতি চালু হয়। (দ্র. পরবর্তী আয়াত ১০৮)।

১১২. আর আমরা তাহাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাক্বের, সে ছিল এক নাবী, সৎকর্মশীলদের অন্যতম।	وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾
১১৩. এবং আমরা তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাক্বকেও ; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট যালিম।	وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾ ع ৩
১১৪. আর অনুগ্রহ করিলাম মূসা ও হারূণের প্রতি,০	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. এবং তাহাদের উভয়কে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।	وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾
১১৬. এবং আমরা সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী,০	وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. আর আমরা উভয়কে দিয়াছিলাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কিতাব,০	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলাম সঠিক পথে,০	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
১১৯. এবং আমরা তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি[৮৩০]-০	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. মূসা ও হারূণের প্রতি শান্তি!	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করিয়া থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. অবশ্য উভয়েই ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. আর নিশ্চয় ইল-ইয়াসও ছিল রসূলদের অন্যতম ;০	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

রুকু' ০৩

৮৩০। পৃথিবীতে তাঁহাদের সুখ্যাতি বাকী রাখিয়া অথবা তাঁহাদের অনুসরণযোগ্যতা প্রবর্তিত রাখিয়া।

১২৪. (স্মরণ কর) যখন সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না' ?	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫ 'তোমরা কি বাআ'লকে[৮৩১] ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে'-০	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. 'আল্লাহ্‌কে, (যিনি) তোমাদের রব্ব এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদেরও রব্ব' ?	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾
১২৭. কিন্তু উহারা তাহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল, কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হইবে-০	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আমরা ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি-০	وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. ইলইয়াসীনের[৮৩২] উপর শান্তি।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. নিশ্চয় আমরা এইরূপে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করিয়া থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. সে তো ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. আর নিশ্চয় লূতও ছিল রসূলদের অন্তর্ভুক্ত ;০	وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. (স্মরণ কর) যখন আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম-০	اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. ব্যতীত সেই বৃদ্ধা যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারী।	اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾

৮৩১। بَعْلًا : একটি দেবমূর্তি, শাম (সিরিয়া)-এর 'বাক' নামক স্থানে উহার পূজা হইত। পরে স্থানটির নাম হয় 'বাআ'লাবাক'। (এ কিউ, ই ফা)।

৮৩২। ইলইয়াসীন (আ.) এর অপর নাম ইল-ইয়াস। অন্যমতে 'ইল-ইয়াস' এর বহুবচন 'ইল-ইয়াসীন' অর্থ ইল-ইয়াস ও তাঁহার অনুসারিগণ। (দ্র. ৬ : ৮৩, ৩৭, ১২৩, ১২৯, ১৩০ ; বিস্তারিত দেখুন এ কিউ)।

১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করি।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. আর তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি[৮৩৩] অতিক্রম করিয়া থাক সকালে-০	وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এবং রাত্রিকালেও ; তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ?	وَ بِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ ع ٤ ٥ ٨
১৩৯. ইউনুসও ছিল রসূলদের অন্তর্ভুক্ত ;০	وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ ؕ
১৪০. (স্মরণ কর) যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল[৮৩৪]-০	اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ ۙ
১৪১. অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করিল ও পরাভূত হইল[৮৩৫],০	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾ ۚ
১৪২. পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।	فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾
১৪৩. কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত-০	فَلَوْلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ ۙ
১৪৪. তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে,০●	لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾ ۚ
১৪৫. অতঃপর তাহাকে আমরা নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন,০	فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ ۚ
১৪৬. পরে আমরা তাহার উপর এক লাউগাছ	وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ ۚ

রুকু' ০৪

● অর্ধাংশ

النصف

৮৩৩। এ স্থলে عَلَيْهِمْ : উহাদের উপর দ্বারা উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলির উপর বুঝাইতেছে।

৮৩৪। ইউনুস (আ.) তাঁহার জাতিকে আযাবের সতর্ক করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও জাতি হিদায়াত গ্রহণে নিস্পৃহ রহে। ইহাতে তিনি মর্মাহত হন, কাহারও মতে প্রতিশ্রুত আযাব আসিতে বিলম্ব হওয়ায় কতকটা বিক্ষুব্ধ হন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশত্যাগ করেন। পলায়ন পথে যাহা ঘটে উহার কিছু বর্ণনা এই আয়াতগুলিতে রহিয়াছে। (দ্র. ২১ : ৮৭ আয়াত ও উহার টীকা)।

৮৩৫। ইউনুস (আ.) কে নদীপথে গমন করিতে হইয়াছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর ঝড় উঠে, তখন নৌকাটি ডুবিবার উপক্রম হইলে, অথবা অন্যমতে- নৌকাটি আটকাইয়া গেলে, যাত্রীরা তাহাদের মধ্যে কোন পলাতক ব্যক্তি আছে এই ধারণায় লটারীর (সাহম) তীর নিক্ষেপ করিবার (তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা) মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিতে চাহিল। লটারীতে ইউনুস (আ.) এর নাম উঠিলে তিনি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

উদ্গত করিলাম (ছায়ার জন্য),০	
১৪৭. আর তাহাকে আমরা একলক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম,০	وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. অতঃপর তাহারা ঈমান আনিল ; ফলে তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম ;০	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. এখন উহাদিগকে[৮৩৬] প্রশ্ন কর, 'তোমার রব্ব এর জন্যই কি কন্যাসমূহ আর উহাদের জন্য পুত্রসমূহ' ?	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. অথবা আমরা কি মালাকদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আর উহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল ?	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. দেখ, উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে-০	اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন'! আর উহারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. তিনি কি পুত্রসন্তানের উপর কন্যাসন্তান পছন্দ করেন ?	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. তোমাদের কী হইল, তোমরা কিরূপ বিচার কর ?	مَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আছে ?	اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদের কিতাব আন!	فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. আর উহারা তাঁহার এবং জিন্ন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বানাইয়াছে ; অথচ	وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَ لَقَدْ

৮৩৬। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদিগকে।

জিন্নেরা জানে তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই (বিচারের জন্য) উপস্থিত করা হইবে-০	عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. উহারা যে কটূক্তি করে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও সুমহান-০	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾
১৬০. আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾
১৬১. সুতরাং তোমরা ও যাহাদের ই'বাদত কর উহারা -০	فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না-০	مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।	اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. 'আর আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার জন্য নির্ধারিত স্থান নাই'[৮৩৭]-০	وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. 'এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান',০	وَّ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. 'আর আমরা অবশ্য তাঁহার মহিমা ঘোষণাকারী'।	وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. এবং উহারাই তো বলিয়া আসিয়াছে[৮৩৮]-০	وَ اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. 'পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি* আমাদের কোন কিতাব থাকিত'-০	لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. 'আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম'।	لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. এতদসত্বেও উহারা ইহা (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করিল সুতরাং শীঘ্রই উহারা (পরিণাম) জানিতে পারিবে।	فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾

৮৩৭। ইহা মালাকদের (ফিরিশতাদের) উক্তি।
৮৩৮। এ স্থলে 'لَيَقُوْلُوْنَ' ক্রিয়ার কর্তা কাফেররা।

১৭১. আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমাদের এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে,০	وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে,০	اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. এবং আমাদের বাহিনীই হইবে বিজয়ী।	وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্য উহাদের উপেক্ষা কর-০	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. আর তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, সত্বর উহারাও প্রত্যক্ষ করিবে।	وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. তবে কি উহারা আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত চাহে ?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. তাহাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন সতর্কীকৃতদের সকাল হইবে কতই না মন্দ!	فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. অতএব কিছুকালের জন্য উহাদের উপেক্ষা কর-০	وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. এবং তুমি পর্যবেক্ষণে থাক, সত্বর উহারা (পরিণাম) প্রত্যক্ষ করিবে।	وَّ اَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
১৮০. উহারা যাহা (মিথ্যা) আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার রব্ব, (যিনি) সকল সম্মানের অধিকারী,০	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. এবং শান্তি বর্ষিত হউক রসূলদের প্রতি,০	وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. আর সর্বপ্রশংসা বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্‌রই জন্য। রুকু' ৫	وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾ ع ৫ ৪ ৭

৩৮- সূরা সয়াদ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৬	আল্লাহ্‌র কিতাব, রসূল ও তাওহীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আপত্তি। তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র আযাব।
১৭-২৬	মুহাম্মাদ (স.) কে সবর অবলম্বনের নির্দেশ। দাউদ (আ.) এর উপমা। দাউদ (আ.) এর প্রতি রাষ্ট্র ও জনগণকে পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা বাসনা পরিহার করিরার নির্দেশ।
২৭-২৯	আল্লাহ্‌ অকারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন অনুধাবন ও অনুসরণ করার জন্যে।
৩০-৪০	দাউদ (আ.) এর পুত্র সুলাইমান (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
৪১-৪৪	আইউব (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
৪৫-৪৮	ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়া'কুব, ইসমাঈল, ইউশা ও যুল-কিফল (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
৪৯-৭০	মুত্তাক্বীদের প্রতিদান ও বিদ্রোহীদের পরিণতি। মানুষের সহিত ইবলীসের শত্রুতার সূচনা ও ইতিহাস। শাইত্বানের অনুসারীরা উহার সহিত জাহান্নামী হইবে।

৩৮- সূরা সয়াদ

মাক্কী ; আয়াত ৮৮, রুকূ' ৫

٣٨ سُوْرَةُ صٓ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨٨ ركوعاتها ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সয়া----দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের[৮৩৯];০

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝١

২. কিন্তু কাফেররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় নিমজ্জিত।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ۝٢

৩. ইহাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি ; তখন উহারা আর্তচিৎকার করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময় পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣

৪. এবং ইহারা বিস্মিত হইতেছে যে, ইহাদের নিকট ইহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিল, আর কাফেররা বলে, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী',০

وَ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤

৫. 'সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্‌ বানাইয়া লইয়াছে ? ইহা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার'!

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝٥

৮৩৯। এ স্থলে তুমি অবশ্যই সত্যবাদী বা ইহা সত্য বা তাহারা মিথ্যাবাদী এই জাতীয় কথা উহ্য আছে।

৬. আর উহাদের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, 'তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় অবিচলিত থাক, নিশ্চয় এই বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক'[৮৪০],০	وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَ اصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۚ ﴿۶﴾
৭. 'আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনি নাই; ইহা এক মনগড়া উক্তি মাত্র'[৮৪১],০	مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ ﴿۷﴾
৮. 'আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল' ? প্রকৃতপক্ষে উহারা তো আমার কুরআনে সন্দিহান, বরং উহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই ;০	ءَ اُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَیْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ﴿۸﴾
৯. উহাদের নিকট কি আছে তোমার রব্ব এর অনুগ্রহের ভাণ্ডার, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহান দাতা ?	اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۚ ﴿۹﴾
১০. উহাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর ? থাকিলে, উহারা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করুক!	اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا ۫ فَلْیَرْتَقُوْا فِی الْاَسْبَابِ ﴿۱۰﴾
১১. বহু দলের[৮৪২] এই বাহিনীও, সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হইবে।	جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ﴿۱۱﴾
১২. ইহাদের পূর্বেও (রসূলদের) অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি, আ'দ ও বহু তাবুর[৮৪৩] অধিপতি ফিরআ'উন-০	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۙ ﴿۱۲﴾
১৩. এবং সামূদ, লূত সম্প্রদায় ও 'আইকা'র	وَ ثَمُوْدُ وَ قَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحٰبُ لْـَٔیْكَةِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ

৮৪০। রসূল (স.) এর এই ধর্মপ্রচার রোধ করার উদ্দেশ্যে, তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম হইতে লোকদের ফিরাইয়া রাখিতে এই ধরনের অপপ্রচার করিত।

৮৪১। অন্য ধর্মাদর্শ দ্বারা অন্যান্য ধর্ম বা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম বা খ্রিস্টধর্মকে বুঝাইতেছে।

৮৪২। মতের পার্থক্যের কারণে কাফেরদের বহু দল, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে তাহারা এক সম্মিলিত বাহিনী।

৮৪৩। اَلْاَوْتَادُ : শব্দটি وَتَدٌ এর বহুবচন, যাহার অর্থ কীলক (গজাল), এ স্থলে ইহার ভাবার্থ– সৈনিকদের তাবু যাহা বড় বড় কীলক দ্বারা ভূমিতে স্থাপন করা হয়।

(দ্র. ১৫ : ৭৮) অধিবাসী ; উহারা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী।	الْاَحْزَابُ ﴿١٣﴾
১৪. উহাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে অস্বীকার করে, ফলে (উহাদের ক্ষেত্রে) আমার শাস্তি হইয়াছে যথাযথ।	اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ ع ١٤
১৫. আর ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না।	وَ مَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾
১৬. এবং ইহারা বলে ‘হে আমাদের রব্ব! হিসাব দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য (লিপি) আমাদিগকে সত্বর দিয়া দাও’!	وَ قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
১৭. ইহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর, আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় (আল্লাহ্) অভিমুখী।	اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾
১৮. আমরা নিয়োজিত করিয়াছিলাম পর্বতমালাকে, যেন ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার তাসবিহ করে-০	اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ لا
১৯. এবং সমবেত পক্ষীকুলকেও (দ্র. ২১ : ৭৯) ; প্রত্যেকেই ছিল তাঁহার অভিমুখী (অনুগত)।	وَ الطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾
২০. তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।	وَ شَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾
২১. তোমার নিকট বিবদমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি ? যখন উহারা প্রাচীর টপকাইয়া আসিল মেহরাবে-০	وَ هَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ لا وقف لازم
২২. যখন দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল, উহারা	اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ

রুকু' ০১

বলিল, 'ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ- আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে ; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন ; অবিচার করিবেন না এবং সঠিক পথ নির্দেশ করুন আমাদিগকে'।	فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾
২৩. 'এই ব্যক্তি আমারই ভাই ; তাহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে একটি দুম্বা ; কিন্তু সে বলে, 'আমার যিম্মায় ইহাকে দিয়া দাও', এবং বক্তব্যে সে আমাকে পরাস্ত করিয়াছে'।	إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾
২৪. (দাউদ) বলিল, 'তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বাগুলির সহিত যুক্ত করিবার দাবি করিয়া সে তো তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে; এবং শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো অন্যায় করিয়া থাকে- করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মশীলগণ, আর তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প' ; এবং দাউদ বুঝিতে পারিল, বস্তুত আমরা তাহাকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলাম[৮৪৪], অতঃপর সে তাহার রব্ব এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়িল ও (তাঁহার) অভিমুখী হইল। সিজদা ১১	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ الصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ السجدة ۩
২৫. অতঃপর আমরা তাহাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিলাম ; এবং নিশ্চিতভাবে আমাদের নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।	فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٢٥﴾

৮৪৪। প্রাচীর টপকাইয়া দুই ব্যক্তির বাদশাহ্‌র মেহরাবে প্রবেশ, বাদীর অভিযোগে বিবাদীর কোন মন্তব্য না করা, উভয়ের হঠাৎ প্রস্থান- পুরা বিষয়টি রহস্যজনক। দাউদ (আ.) সর্বদাই ন্যায়বিচার করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এই দুই ব্যক্তির বিচারের ক্ষেত্রে বিবাদীকে (অত্যাচারীকে) কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া, শুধু বাদীকে (অত্যাচারিতকে) সম্বোধন করিয়া সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য রাখায়, বিচারে পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত বহন করে বলিয়া অনুমিত হয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। পরিশেষে তিনি ইহা যে পরীক্ষামূলক তাহা বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ ব্যাপারে ইসরাঈলী বর্ণনা অনুসরণে যে সকল বিভ্রান্তিকর বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾

২৬. 'হে দাউদ![৮৪৫] নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রশাসক, দ্র. টীকা ২৭) বানাইয়াছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না, কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে'; যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি, কারণ তাহারা হিসাব দিবস ভুলিয়া আছে।

রুকু' ০২ ع ২ ১১

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾

২৭. আর আমরা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই (দ্র. ২৩:১১৫, ৫১:৫৬) ; এই (অনর্থক সৃষ্টির) ধারণা তাহাদের যাহারা অস্বীকার করে, সুতরাং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ ;০

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

২৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে আমরা কি উহাদের সমান গণ্য করিব এবং যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ? আমরা কি মুত্তাক্বীদিগকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব ?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۹﴾

২৯. এক কিতাব, যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কল্যাণময়, যাহাতে (মানুষ) ইহার আয়াতসমূহে গবেষণা করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে।

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

৩০. আমরা দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান ; সে ছিল উত্তম বান্দা ; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় (আল্লাহ্) অভিমুখী ;০

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿۳۱﴾

৩১. যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল-০

فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ

৩২. তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি (এই) ঐশ্বর্য

৮৪৫। আল্লাহ্ তাআ'লা দাউদ (আ.) কে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন।

(যুদ্ধের-অশ্ব) অনেক ভালবাসি আমার রব্ব এর স্মরণের কারণে, পরিশেষে ঐগুলি অন্তরালে (দৃষ্টির অগোচরে) অন্তর্হিত হইল।	حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
৩৩. 'এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর' ; অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশে (স্নেহের) হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল[৮৪৬]।	رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَ الْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর আমরা অবশ্যই সুলাইমানকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলাম[৮৪৭] এবং আমরা তাহার আসনের উপর একটি (নির্জীব) দেহ[৮৪৮] রাখিলাম, অতঃপর সে আমাদের অভিমুখী হইল।	وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়, তুমি তো পরম দাতা'।	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
৩৬. তখন আমরা তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত-০	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং শাইত্বানদিগকে (জিন্ন), যাহারা	وَ الشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৮৪৬। ৩৮ : ৩১-৩৩ আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যাতে কোন কোন তাফসিরবিদের মতামত অনুযায়ী : 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উৎকৃষ্ট যুদ্ধের-অশ্বরাজির ভালবাসার কারণে সুলাইমান (আ.) এর সান্ধ্যকালীন ই'বাদত বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি মনঃক্ষুন্ন হইয়া ঐগুলিকে পুনরায় আনয়ন করিয়া উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করেন' ; যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। দেখুন কু কা মদীনা।

৮৪৭। আল্লাহ্ তাআ'লা সুলাইমান (আ.) কে বহুবিধ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যসহ প্রকৃতি, জিন্ন ও প্রাণীকূলের উপর নিয়ন্ত্রণ দান করিয়া এই পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। (ই আলী)।

৮৪৮। 'তাহার আসনের উপর একটি নির্জীব দেহ রাখিলাম' এই বিষয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে: ১) ৮৪৭ টীকাতে বর্ণিত পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার এক পর্যায়ে সুলাইমান (আ.) মানসিক ও শারিরীকভাবে অসুস্থ হইয়া পরিশ্রান্ত দেহে সিংহাসনে আসীন হন, এবং নিজের অসহায়ত্ব ও দৈন্য উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ্র অভিমুখী হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (দ্র. ই আলী এবং এ. হালীম)। ২) এক দুষ্ট জিন্নের চক্রান্তে সুলায়মান (আ.) অঙ্গুরী হারাইয়া সাময়িকভাবে সিংহাসন চ্যুত হন এবং ঐ জিন্ন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়। স্বল্পকাল পরে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি ক্ষমতা ফিরিয়া পান। (কু কা মদীনা)। ৩) একরাত্রে সুলাইমান (আ.) তাঁহার সকল স্ত্রীর (৭০ জন দ্র. আ আ থানভী, ১০০ জন দ্র. ই কাসীর) সহিত মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন যে ইহার ফলে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহন করিবে, তাহারা বড় যোদ্ধা হইয়া আল্লাহ্ পথে যুদ্ধ করিবে। কিন্তু তিনি ইন্শাআল্লাহ্ বলিতে ভুলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মাত্র একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান জন্ম হয়। আর সেই সন্তানের ধড়টি সিংহাসনে রাখা হয়। ২ নং এবং ৩ নং মতামত সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আল্লাহ্ তায়া'লা ভাল জানেন।

সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী-০	
৩৮. এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে।	وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. 'এইসব আমাদের দান, সুতরাং তুমি অন্যকে দাও অথবা নিজে রাখ যাহার কোন হিসাব দিতে হইবে না'।	هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾
রুকু' ০৩ ৪০. এবং অবশ্য আমাদের নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও মনোরম আবাস।	وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ ع ٣ ٢٤ وقف لازم
৪১. এবং স্মরণ কর, আমাদের বান্দা আইউবকে ; যখন সে তাহার রব্বকে আহ্বান করিয়া বলিল যে, 'শাইত্বান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে'[৮৪৯] ;০	وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
৪২. (তাহাকে বলিলাম), 'তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের ঠান্ডা পানি ও পানীয়'।	اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও (অনেককে) আমাদের অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾
৪৪. এবং (আদেশ করিলাম)[৮৫০], 'একমুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না' ; আমরা তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল ; কত উত্তম বান্দা সে! নিশ্চয় সে ছিল আমার অভিমুখী।	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۭ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

৮৪৯। মন্দ কাজ কোন-না-কোনভাবে শাইত্বানের প্ররোচনার প্রতিফল। সেই কারণে আইউব (আ.) তাঁহার কষ্ট ও যন্ত্রণার জন্য শাইত্বানকে দায়ী করিয়াছেন। অথচ ২১:৮৩ আয়াতে শুধু আছে, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি। অথবা অসুস্থ থাকার সময় শাইত্বান তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চেষ্টা করিলে তিনি মানসিক কষ্ট পান এবং আল্লাহ্‌র নিকট এই দুআ' করেন।

৮৫০। আইউব (আ.) এর স্ত্রী অপরিহার্য প্রয়োজনে বাহিরে গমন করিয়াছিলেন এবং ফিরিতে তাঁহার দেরি হওয়ায় আইউব (আ.) তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিবার কসম করেন। তাঁহার স্ত্রী নিরপরাধ হওয়ায় কসম পূর্ণ করার একটি উপায় আল্লাহ্ তাঁহাকে জানাইয়া দেন। ইহা আইউব (আ.) এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শরীয়তে কসম পূর্ণ করার জন্য কোন হীলা বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ নয়।

৪৫. আর স্মরণ কর, আমাদের বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।	وَ اذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَ الْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾
৪৬. নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের ভিত্তিতে- উহা ছিল পরকালের স্মরণ,০	اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর অবশ্যই তাহারা আমাদের নিকট ছিল মনোনীত[৮৫১] অত্যুত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ;০	وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং স্মরণ কর- ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ' (৬:৮৬, এ কিউ) ও যুল-কিফ্‌লের (২১:৮৫, এ কিউ) কথা ; আর প্রত্যেকেই ছিল অত্যুত্তম ;০	وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَاالْكِفْلِ ؕ وَ كُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾
৪৯. ইহা স্মরণীয় (বর্ণনা) ; আর নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস-০	هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾
৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার দ্বারসমূহ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত,০	جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾
৫১. সেখানে তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, তথায় তাহারা চাহিবে নানাবিধ ফলমূল ও পানীয়।	مُتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّ شَرَابٍ ﴿٥١﴾
৫২. এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়ন, সমবয়স্ক (সঙ্গীগণ)। (দ্র. ৩৭:৪৮,৫৫:৫৬)।	وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾
৫৩. ইহা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
৫৪. নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয্‌ক্ব যাহা নিঃশেষ হইবার নহে,০ •	اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. ইহাই (মুত্তাক্বীদের পুরষ্কার); আর নিশ্চয় বিদ্রোহীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল-০	هٰذَا ؕ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾

• তিন চতুর্থাংশ

الثلثة

৮৫১। اِصْطَفٰى: নির্বাচিত বা মনোনীত করা : কর্মবাচক বিশেষ্য مُصْطَفٰى (মনোনীত) উহার কর্ম/সম্বন্ধবাচক বহুবচন مُصْطَفِيْنَ।

৫৬. জাহান্নাম, উহাতে প্রবেশ করিবে, অতএব কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾
৫৭. ইহাই (বিদ্রোহীদের জন্য), সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ-০	هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ۙ ﴿٥٧﴾
৫৮. আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ;০	وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ؕ ﴿٥٨﴾
৫৯. 'এই তো এক বাহিনী[৮৫২], তোমাদের সহিত প্রবেশ করিতেছে', 'উহাদের জন্য নাই কোন অভিনন্দন ; ইহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে'।	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾
৬০. (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরাও ; তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নাই ; তোমরাই তো পূর্বে আমাদের জন্য উহার ব্যবস্থা করিয়াছ ; কত নিকৃষ্ট এই স্থায়ী আবাস'!	قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾
৬১. উহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর'।	قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾
৬২. উহারা আরও বলিবে, 'আমাদের কী হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না'!	وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ؕ ﴿٦٢﴾
৬৩. 'তবে কি আমরা উহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম, না উহাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল' ?	اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾
৬৪. ইহা তো নিশ্চিত সত্য- অগ্নিবাসীদের এই বাদ-প্রতিবাদ। রুকু' ০৪	اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ ع ১৪
৬৫. বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, আর কোন ইলাহ্ নাই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি একক, প্রবল প্রতাপশালী,০	قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
৬৬. 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ

৮৫২। জাহান্নামের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে এই কথোপকথন হইবে- যাহা ৩৮ : ৫৯-৬৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত।

মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব্ব, যিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল'।	الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾
৬৭. বল, 'ইহা এক বিরাট সংবাদ'-০	قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾
৬৮. 'যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ'।	اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. 'ঊর্ধ্বলোকে সভাসদদের (মালাকদের) বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না'।	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. 'আমার নিকট তো এই অহি আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী'।	اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾
৭১. (স্মরণ কর), যখন তোমার রব্ব মালাকদিগকে বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে' (দ্র. টীকা ২৮)।	اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾
৭২. 'অতঃপর যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহার প্রতি সিজদাবনত হইও'।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তখন সমবেত মালাকদের প্রত্যেকে সিজদাবনত হইল-০	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত ; সে অহংকার করিল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রতি সিজদাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল ? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন' ?	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. সে বলিল, 'আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ; আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অগ্নি হইতে এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে'।	قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. তিনি বলিলেন, 'সুতরাং তুমি এখান হইতে বহিষ্কৃত হও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত',০	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. 'এবং নিশ্চয় তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত'।	وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾
৭৯. সে বলিল, 'হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত'।	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'-০	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত'।	اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾
৮২. সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! উহাদের সকলকেই আমি পথভ্রষ্ট করিব'-০	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. 'উহাদের মধ্যে আপনার নিষ্ঠাবান বান্দাগণ ব্যতীত'।	اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি',০	قَالَ فَالْحَقُّ ۟ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٤﴾
৮৫. 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই'।	لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. বল, 'আমি ইহার[৮৫৩] জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং যাহারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি'।	قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. ইহা (কুরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র।	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾
রুকু' ০৫ ৮৮. আর ইহার সংবাদ[৮৫৪] তোমরা অবশ্যই জানিবে, কিয়ৎকাল পরে।	وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾ ع ১৪ ৫

৮৫৩। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বানের জন্য।
৮৫৪। আলকুরআনে বর্ণিত পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানের সত্যতা পরেই জানিবে।

৩৯- সূরা আযযুমার

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২১	শির্কমুক্ত ই'বাদতই মুক্তির পথ। মহাবিশ্ব এবং মানুষকে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কোন শরীক নাই। জ্ঞানী আর অজ্ঞরা সমান নহে। আল্লাহ্র বিশুদ্ধ আনুগত্য ও ই'বাদতের নির্দেশ। যাহারা ত্বাগুতকে পরিহার করিয়া আল্লাহ্মুখী হয়, তাহারাই আল্লাহ্র প্রিয় দাস। তাহারাই সঠিক পথের অনুসারী।
২২-৩১	আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া দেন, সেই আছে আল্লাহ্র দেওয়া আলোর পথে। কুরআন সর্বোত্তম হাদিস (বাণী)। কুরআনই আল্লাহ্র পথের দিশারি। ইহাতে রহিয়াছে সকল বিষয়ের উপদেশ। সকল মানুষের মত নাবীও মরণশীল।
৩২-৪১	সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীরা সবচেয়ে বড় যালিম। সত্য গ্রহণকারীরাই মুত্তাক্বী। গোটা মানব জাতির জন্য সত্যের দিশারি আলকুরআন।
৪২-৫২	মানুষের নিদ্রা আল্লাহ্র একটি নিদর্শন। শাফাআ'ত সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। মানুষ বিপদের সময় আল্লাহ্কে ডাকে। আল্লাহ্ বিপদ দূর করিয়া দিলে সে নিজের বিজ্ঞতার প্রশংসা করে। কাহাকে প্রশস্ত ও কাহাকেও সীমিত রিয্ক্ব দেওয়া আল্লাহ্র একটি নিদর্শন।
৫৩-৬৩	তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ কর।
৬৪-৭০	শির্কের অসারতা, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে, সাক্ষীদের হাজির করা হইবে, প্রত্যেককে তাহার আ'মলের বিনিময় দেওয়া হইবে পূর্ণভাবে।
৭১-৭৫	কাফেরদের জাহান্নামে যাওয়ার করুণ দৃশ্য, মুত্তাকিদের জান্নাতে যাওয়ার দৃশ্য, অবশেষে মালাকগণ আল্লাহ্র তাসবিহতে নিরত হইবে।

৩৯- সূরা আযযুমার

মাক্কী ; আয়াত ৭৫, রুকূ' ৮

٣٩ سُوْرَةُ الزُّمَرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٧٥ ركوعاتها ٨

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. এই কিতাব অবতীর্ণ মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾

২. আমরা তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি, সুতরাং আল্লাহ্র ই'বাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ;০

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٢﴾

৩. জানিয়া রাখ, নিরঙ্কুশ আনুগত্য আল্লাহ্রই প্রাপ্য ; আর যাহারা আল্লাহ্র পাশাপাশি অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে ; (তাহারা বলে), 'আমরা তো ইহাদের পূজা এইজন্যই করি যে,

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا

وقف لازم

ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে' ; তাহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিয়া দিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন মিথ্যাবাদী অস্বীকারকারীকে হিদায়াত করেন না।

هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

৪. আল্লাহ্ যদি* সন্তানগ্রহণ করিতে চাহিতেন তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতেন- মহিমাময় তিনি! তিনি আল্লাহ্ একক, প্রবল পরাক্রমশালী।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٤

৫. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবসের উপর এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাত্রির উপর, সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়ন্ত্রনাধীন ; প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ; জানিয়া রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝٥

৬. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন একই ব্যক্তি হইতে, পরে তিনি তাহা হইতে তাহার জুড়ি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাদের জন্য পাঠাইয়াছেন আট প্রকার আনআ'ম (গবাদি পশু দ্র. ৫ : ১) ; তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে[৮৫৫] পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইনিই তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদেরই রব্ব, সার্বভৌমত্ব তাঁহারই ; তিনি ব্যতীত (কোন) ইলাহ্ নাই, এতদসত্ত্বেও তোমাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ?

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে, আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়ে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁহার দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না, তোমরা যদি

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ ۚ وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ

৮৫৫। মাতৃ-জঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন- এই তিন অন্ধকারে ভ্রূণ অবস্থান করে।

لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۷﴾

কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ; আর একের বোঝা অন্যে বহন করিবে না ; অতঃপর তোমাদের রব্ব এর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর তোমরা যে কাজ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন ; অবশ্যই তিনি সম্যক অবগত (মানুষের) অন্তরে যাহা আছে।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿۸﴾

৮. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে তাহার রব্বকে ডাকে তাঁহার প্রতি একান্ত অভিমূখী হইয়া, পরে যখন তিনি নিজ হইতে তাহাকে অনুগ্রহসিক্ত করেন তখন সে ভুলিয়া যায়- পূর্বে যে জন্য সে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায় অন্যকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ; বল, 'তোমার কুফুরি জীবন কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও, বস্তুত তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত'।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۹﴾ ع ১৫

৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন অংশে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া বিনয় প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁহার রব্ব এর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না) ? বল, 'যাহারা জানে আর যাহারা জানে না তাহারা কি সমান' ? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

রুকু' ০১

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

১০. বল, (আল্লাহ্‌র এই কথা) 'হে আমার দাসেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের রব্বকে ভয় কর ; যাহারা এই দুনিয়াতে উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ ; আর আল্লাহ্‌র যমীন তো প্রশস্ত ; বস্তুত ধৈর্যশীলদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণ করা হইবে অপরিমিতভাবে'।

১১. বল, 'আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি আল্লাহ্‌র ই'বাদত করিতে তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া'-০	قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ ﴿۱۱﴾
১২. 'আরও আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের' অগ্রণী আমিই হই।	وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۲﴾
১৩. বল, 'আমি যদি আমার রব্ব এর অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি ভয়াবহ দিবসের শাস্তির'।	قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۳﴾
১৪. বল, 'আমি ই'বাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া'-০	قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ﴿۱۴﴾
১৫. 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাকে ইচ্ছা তাহার ই'বাদত করিতে থাক'; বল, 'ক্ষতিগ্রস্ত তো তাহারাই যাহারা ক্বিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে; জানিয়া রাখ, ইহাই হইল সুস্পষ্ট ক্ষতি'।	فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۵﴾
১৬. তাহাদের জন্য থাকিবে তাহাদের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিক হইতেও আচ্ছাদন; এতদ্দ্বারা আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন; হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।	لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿۱۶﴾
১৭. যাহারা ত্বাগূতের (দ্র. ২:২৫৬) পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে-০	وَ الَّذِیْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ یَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰی ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾
১৮. যাহারা মনোযোগ সহকারে বাণী শুনে অতঃপর যাহা অধিকতম উত্তম তাহা অনুসরণ করে (দ্র. ৭:১৪৫, টীকা ৩১৪); উহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন আর উহারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।	الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۸﴾
১৯. তবে কি যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত (সে	اَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ

কি তাহার সমান যে ইহা হইতে মুক্ত!) ; সুতরাং তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে যে জাহান্নামে আছে ?	تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾
২০. তবে যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করে, তাহাদের জন্য আছে প্রাসাদসমূহ যাহার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ- উহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; ইহা আল্লাহ্‌র ওয়া'দা ; আল্লাহ্ ওয়া'দা ভঙ্গ করেন না।	لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾
২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা (বৃষ্টির পানি)[৮৫৬] বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায় ? ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন ; ইহাতে অবশ্যই উপদেশ আছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾ ع ٢ ١٦
২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন[৮৫৭] এবং সে তাহার রব্ব-প্রদত্ত আলোতে আছে, সে কি (তাহার সমান যে এরূপ নহে) ? দুর্ভোগ সেই কঠিন হৃদয় লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র উপদেশে (কুরআনে) পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।	اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ্ ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস ও পুনরাবৃত্ত[৮৫৮], ইহাতে, যাহারা তাহাদের রব্বকে	اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ

রুকু' ০২

৮৫৬। বৃষ্টির পানিতে বিবিধ ফসল উৎপাদনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বলিত হয় তাহা এই আয়াতে ঘোষিত হইয়াছে। অতি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিশ্চিত হইয়াছে যে বৃষ্টির পানিতে সর্বপ্রকার উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেনাস সার সহ সকল উপকারী খনিজ উপাদান যুক্ত থাকে।

৮৫৭। অন্তর উন্মুক্তকরণ কিভাবে হয় রসূলুল্লাহ (স.) কে ইবনে মাসঊদ (রা.) এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, অন্তরে নূর (কুরআনের আলো) প্রবেশ করিলে অন্তর উন্মুক্ত হয়। উহার নিদর্শন কি তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, উহার নিদর্শন স্থায়ী জীবন 'দ্বারুল খুলুদ' এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া ও উহাতে স্থির থাকা, আর অস্থায়ী জীবন 'দ্বারুল গারুর' এর প্রতি নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মৃত্যুর স্মরণ মনে জাগ্রত থাকা। (ই ফা)।

৮৫৮। مُّتَشَابِهًا শব্দটি ৩:৭ আয়াতে 'মুহকাম' শব্দের বিপরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যদিকে 'মাছানি' শব্দটি

ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ; ইহাই আল্লাহ্‌র হিদায়াত (পথনির্দেশ), তিনি তদ্দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন ; আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾

২৪. যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিবসে তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা (হস্তপদ বাঁধা থাকায়) কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, (সে কি তাহার মত যে নিরাপদ) ? এবং যালিমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর'।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ قِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. উহাদের পূর্ববর্তিগণও অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে উহাদিগকে গ্রাস করিল যে, উহারা ধারণাও করিতে পারে নাই।

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর ; যদি* ইহারা জানিত!

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে,০

وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. আরবি ভাষায় এই কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন, এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ

---

১৫ : ৮৭ আয়াতে 'পুনঃ পুনঃ আবৃতি' বুঝান হইয়াছে। এখানে 'মুতাশাবিহ' শব্দটি 'মাছানি' শব্দের সহযোগী হওয়ায় 'সুসমঞ্জস ও পুনরাবৃত্ত' অর্থ যথাযথ হয়। কুরআন বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পটভূমিতে উপদেশ গ্রহনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হওয়ায়, একই ধাঁচের বাণী পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এতদসত্বেও কুরআনের পুনরাবৃত্ত প্রতিটি আয়াতই অকল্পনীয়ভাবে সুসমঞ্জস।

নিরঙ্কুশভাবে একজনই ; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই ; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল,০	اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা তো পরস্পর তোমাদের রব্ব এর সম্মুখে বাকবিতণ্ডা করিবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

রুকু' ০৩

ع ٣ ١٧

পারা ২৪

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তাহার নিকট সত্য আসিবার পর উহা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? কাফেরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে ?	فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যে সত্য (কুরআন) লইয়া আসে এবং ইহাকে সত্যে প্রতিপন্ন করে, উহারাই তো মুত্তাক্বী।	وَ الَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তাহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে তাহাদের রব্ব এর নিকট ; ইহাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার,০	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. যেন আল্লাহ্ মোচন করিয়া দেন যেসব মন্দ কর্ম যাহা তাহারা করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিদান দিবেন (সৎকর্মের) যাহা তাহারা করিত।	لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায় ; আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই,০	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই ; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন ?	وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে ? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্' ; বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে' ? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ	وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে' ? বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ; তাঁহারই উপর নির্ভরকারীগণ নির্ভর করে'।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣٩﴾

৩৯. বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার অবস্থানে) কাজ করিতেছি, অতঃপর শীঘ্রই (ফলাফল) জানিতে পারিবে'-০

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. 'যাহার উপর শাস্তি আসিবে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, আর তাহার উপর বৈধ হইবে স্থায়ী শাস্তি'।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾ ع

৪১. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সকল মানুষের জন্য, অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য ; আর তুমি উহাদের কর্মসম্পাদক নহ।

রুকু' ০৪

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের (প্রাণও হরণ করেন) নিদ্রাকালে, অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অন্যদের (প্রাণ) ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্টকালের জন্য[৮৫৯]; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে ? বল, 'উহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও' ?

৮৫৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আদম সন্তানের রূহ (আত্মা) ও নাফ্স (প্রাণ) রহিয়াছে, একটি অপরটির সহিত সম্পৃক্ত। রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস, নড়া-চড়ার কাজ সাধিত হয়। আর নাফ্স অনুভূতি ও বোধশক্তির উৎস। নিদ্রাকালে শুধু নাফ্স হরণ করা হয় এবং মৃত্যুকালে উভয়ই হরণ করা হয়। (দ্র. ৬:৬০ টীকা ২৭৯)।

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে ; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই ; অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে'।

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আর যখন শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, এবং আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য উপাস্যদের উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. বল, 'হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার দাসদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিও যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত'।

وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. আর যাহারা যুলুম করে যদি* তাহাদের থাকে পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে উহার সমুদয় এবং আরও ইহার সমপরিমাণ, তবে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা অবশ্যই প্রদান করিবে ; এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. উহাদের কৃতকর্মের মন্দফল উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করিলে সে আমাদের আহ্বান করে ; অতঃপর যখন আমাদের হইতে কোন নিয়া'মত দ্বারা তাহাকে অনুগ্রহ করি, তখন সে বলে, 'আমাকে তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে'; বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى

৫০. ইহাদের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত, কিন্তু

উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন উপকারে আসে নাই।	عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. সুতরাং উহাদের কৃতকর্মের মন্দফল উহাদের উপর আপতিত হইয়াছে ; আর উহাদের মধ্যে যাহারা যুলুম করে তাহাদের উপরও তাহাদের কৃতকর্মের মন্দফল শীঘ্রই আপতিত হইবে- এবং তাহারা অক্ষম করিতে পারিবে না[৮৬০]।	فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾
৫২. ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্ক্ব প্রশস্ত করেন অথবা সীমিত করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	اَوَ لَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ ع ٥ ١١ ٢
৫৩. বল, (আল্লাহ্র এই কথা) 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ- আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হইও না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন ; তিনি তো অতীব ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু'-০	قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾
৫৪. এবং তোমরা তোমাদের রব্ব এর অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের শাস্তি আসিবার পূর্বে, তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।	وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. আর অনুসরণ কর, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্ব হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার মধ্যে অত্যুত্তম বিষয়গুলির (দ্র. টীকা ৩১৪), তোমাদের উপর অকস্মাৎ শাস্তি আসিবার পূর্বে এবং তোমরা বুঝিতেও পারিবে না-০	وَ اتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, 'হায়! আল্লাহ্র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়াছি উহার জন্য আফসোস! আর আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'-০	اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

রুকু' ০৫

৮৬০। কর্মফলের শাস্তিকে ব্যর্থ করিতে বা প্রতিহত করিতে পারিবে না।

৫৭. অথবা কেহ যেন না বলে 'আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করিলে আমি অবশ্যই মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম'-০	اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, 'আহা, যদি* একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম'!	اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. বরং [৮৬১] (ব্যাপার তো এই যে), আমার আয়াত তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে, আর তুমি তো ছিলে কাফেরদের একজন।	بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর যাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি ক্বিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ কালিমালিপ্ত দেখিবে ; উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে ?	وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. এবং আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের সাফল্যসহ, তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।	وَ يُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আল্লাহ্ই প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের কর্মসম্পাদক।	اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾
৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট ; আর যাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ ع
৬৪. বল, 'হে মূর্খ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ই'বাদত করিতে বলিতেছ' ?	قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّىْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

রুকু' ০৬

৬ ১৬ ২

৮৬১। কথাগুলি আল্লাহ্ তায়া'লা ক্বিয়ামতের দিন বলিবেন।

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহি করা হইয়াছে, 'তুমি (আল্লাহ্‌র) শরীক করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্যই তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত'।

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. 'বরং তুমি আল্লাহ্‌রই দাসত্ব কর ও কৃতজ্ঞদের (মান্যকারীদের) অন্তর্ভূক্ত হও'।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না, ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে[৮৬২]; পবিত্র মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার অতি ঊর্ধ্বে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং শিংগায় (বাঁশীতে) ফুৎকার দেওয়া হইবে[৮৬৩], ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে ; অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর বিশ্ব উহার রব্ব এর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আ'মলনামা পেশ করা হইবে এবং নাবীগণ ও সাক্ষিবৃন্দকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে ও তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا

৭০. এবং প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে, উহারা যাহা করে তাহা তিনি

৮৬২। قَبْضَتُهُ : মুষ্টি, রূপক অর্থে অধিকার; 'ইয়ামিন' : দক্ষিণ, রূপক অর্থে শক্তি, ক্ষমতা। বিশ্বজগৎ সর্বদা আল্লাহ্‌র অধিকারে ও আয়ত্তাধীনে আছে; তবে দুনিয়াতে মানুষের কিছু অধিকার ও কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। ক্বিয়ামতে কাহারও কোন কিছুর উপর কোনভাবে মালিকানা বা কর্তৃত্ব চলিবে না।

৮৬৩। ইহা প্রথমবারের ফুৎকার। ইহাতে সকল সৃষ্ট জীব মৃত্যুবরণ করিবে। এই মৃত্যু হইতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কাহারা রক্ষা পাইবে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

রুকু' ০৭

সবিশেষ জ্ঞাত।	يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ ع ٤
৭১. কাফেরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ; যখন উহারা ইহার নিকট পৌঁছিবে ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া যাইবে এবং উহার রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসে নাই যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের রব্ব এর আয়াত তিলাওয়াত করিত, এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত' ? উহারা বলিবে, 'অবশ্যই (আসিয়াছিল)', বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।	وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ী অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল'!	قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে ; যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম', তোমরা সুখী হও আর ইহাতে প্রবেশ কর স্থায়ী অবস্থিতির জন্য'।	وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আর তাহারা বলিবে, 'সর্বপ্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করিব', আর সদাচারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম!	وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর তুমি মালাকগণকে দেখিতে পাইবে	وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

যে, উহারা আ'র্‌শের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া উহাদের রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে, আর তাহাদের (মানুষ ও জিন্ন জাতির) ন্যায়ত ফায়সালা করা হইবে এবং বলা হইবে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্‌র জন্য।•

يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৪০- সূরা আলমু'মিন / আলগাফির

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২০	আল্লাহ্‌র এককত্বের বিষয়ে সব যুগেই কাফেররা বিতর্ক করে। আল্লাহ্‌র আ'র্‌শ বহণকারী মালাকগণ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কাফেরদের পরকালীন দুরবস্থা। যালিমদের জন্য কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকিবে না।
২১-২৭	মূসা (আ.) এর বিরুদ্ধে ফিরআ'উন, হামান ও কারূণদের ষড়যন্ত্র।
২৮-৪৫	ফিরআ'উনের পারিষদবর্গের মধ্যে একজন তার ঈমান আনার কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। ফিরাআ'উন কর্তৃক মূসাকে হত্যা করিবার ঘোষণা করায় তাহাদের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী দাওয়াতি ভাষণ দেন। সে ভাষণের বিবরণ।
৪৬-৫০	বারযাখ জীবনে ফিরআ'উনের অনুসারীদের সকাল সন্ধ্যা জাহান্নাম দেখানো হয়। জাহান্নামে কাফের নেতাদের সাথে তাহাদের অনুসারীরা বিতর্ক করিবে। জাহান্নামীরা আযাব হালকা করিবার আবেদন করিবে।
৫১-৭৭	ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাঁহার রসূল ও মু'মিনদের সাহায্য করিবেন। রসূলের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা ও তাসবিহ করিবার নির্দেশ। ক্বিয়ামত অবশ্যই আসিবে। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌র আয়াত সম্বন্ধে বিতর্ককারীরা ভ্রান্ত পথে ধাবিত হইতেছে। তাহাদের পাকড়াও করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।
৭৮-৮৫	অতীতে অনেক রসূল পাঠানো হইয়াছে, মুহাম্মাদ (স.) এর নিকট সকলের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। মানুষের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহ ও নিদর্শন। তারপরও তাহারা শরীক করে।

৪০- সূরা আলমু'মিন

মাক্কী ; আয়াত ৮৫, রুকূ' ৯

٤٠ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨٥ ركوعاتها ٩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০

حٰمٓ ﴿١﴾

২. এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) নিকট হইতে-০

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, শাস্তি প্রদানে কঠোর- সর্বশক্তির অধিকারী ; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই ; প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

مَا يُجَادِلُ فِىْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝٤

৪. যাহারা অস্বীকার করে তাহারাই কেবল আল্লাহ্র আয়াত সম্বন্ধে বিতন্ডা করে ; সুতরাং নগরে নগরে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَ هَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَ جٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥

৫. ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করিয়াছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের রসূলকে পাকড়াও করিতে অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল তদ্দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিতে, ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম ; অতএব কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

وَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦

৬. আর এইভাবে প্রত্যাখ্যানকারীদের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার রব্ব এর বাণী- যে ইহারাই অগ্নিবাসী।

وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف لازم

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

৭. যাহারা আ'র্শ (টীকা ৩০৪) ধারণ করিয়া আছে ও যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে, তাহারা তাহাদের রব্ব এর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাঁহার প্রতি ঈমান রাখে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, 'হে আমাদের রব্ব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর আর জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর'।

رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَ

৮. 'হে আমাদের রব্ব! তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি

তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও ; সুনিশ্চিত যে তুমি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়-০	مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨
৯. 'এবং তাহাদিগকে রক্ষা কর শাস্তি হইতে ; আর সেইদিন শাস্তি হইতে যাহাকে রক্ষা করিবে তাহাকে তো তুমি করুণাই করিলে ; আর ইহাই তো মহাসাফল্য'।	وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ ع ৬
১০. নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে সরবে বলা হইবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অত্যধিক- যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি ডাকা হইত আর তোমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে'।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠
১১. উহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে তুমি প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ ও দুইবার প্রাণ দিয়াছ[৮৬৪], এখন আমরা স্বীকার করিতেছি আমাদের অপরাধ, এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি' ?	قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝١١
১২. 'তোমাদের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে, আর তাঁহার শরীক করা হইলে তাহা বিশ্বাস করিতে' ; বস্তুত সর্বকর্তৃত্ব সমুচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَ اِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيْرِ ۝١٢
১৩. তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্‌ক্ব ; আর আল্লাহ্-অভিমুখী ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।	هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَ مَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝١٣

রুকু' ০১

৮৬৪। দুই মৃত্যুর একটি হইল দুনিয়ার মৃত্যু, আর একটি জন্মের পূর্বের, যখন রূহের জগতে ছিল। দুই জীবনের একটি দুনিয়ার জীবন আর একটি ক্বিয়ামতে পুনরুত্থান পরের জীবন। (দ্র. ২:২৮ আয়াত)।

১৪. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফেররা ইহা অপছন্দ করে।	فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদাবান আ'র্‌শের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা অহি প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে ক্বিয়ামত দিবস[৮৬৫] সম্পর্কে-০	رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾
১৬. যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে[৮৬৬], আল্লাহ্‌র নিকট সেদিন উহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না ; আজ কর্তৃত্ব কাহার ? আল্লাহ্‌রই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রমশালী।	يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾
১৭. আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে ; আজ কোন যুলুম নাই ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
১৮. আর উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন মনস্তাপে উহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে ; যালিমদের জন্য কোন অন্তরংগ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে এমন কোন সুপারিশকারীও নাই ;০	وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾
১৯. চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।	يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾
২০. এবং আল্লাহ্‌ই ফায়সালা করেন সঠিকভাবে ; আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে উহারা ডাকে তাহারা কোন ফায়সালা দিতে পারে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	وَ اللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾
২১. ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ?	اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ

রুকু' ০২

৮৬৫। اَلتَّلَاقُ : সাক্ষাৎ। ক্বিয়ামত দিবসে সকল মানুষ একত্র হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিবে অথবা মানুষ সেই দিন আ'মলনামায় তাহার ভাল-মন্দ কর্মগুলির সাক্ষাৎ পাইবে বা দেখিবে।

৮৬৬। 'যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে'... তাহাদের কবর হইতে। (দ্র. ৩৬ : ৫১-৫২)।

করিলে দেখিত- ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল ; পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর ; অতঃপর আল্লাহ্ উহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন উহাদের অপরাধের জন্য ; আর আল্লাহ্র (শাস্তি) হইতে উহাদের রক্ষাকারী কেহ ছিল না।	عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۲۱﴾
২২. ইহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিলে উহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পাকড়াও করিলেন ; নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾
২৩. আমরা আমাদের নিদর্শন ও স্পষ্ট দলিলসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম-০	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۳﴾
২৪. ফিরআ'উন, হামান ও কারূণের প্রতি, কিন্তু উহারা বলিল, 'লোকটা তো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী'।	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾
২৫. অতঃপর সে (মূসা) আমাদের হইতে সত্যসহ উহাদের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা[৮৬৭] বলিল, 'তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদের জীবিত রাখ' ; আর কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবারই।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَ اسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾
২৬. আর ফিরআ'উন বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার রব্ব এর শরণাপন্ন হউক, আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করিবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে'।	وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَ لْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿۲۶﴾

৮৬৭। এ স্থলে উহারা দ্বারা ফিরআ'উন, হামান ও কারূণকে বুঝাইতেছে।

রুকু' ০৩

২৭. সে (মূসা) বলিল, 'আমি তো আমার ও তোমাদের রব্ব এর শরণাপন্ন হইয়াছি সেই প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি হইতে যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না'।	وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ ع ৩ ১৮
২৮. ফিরআ'উন বংশের এক ব্যক্তি[৮৬৮] যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে সে বলে, 'আমার রব্ব আল্লাহ্', অথচ সে তোমাদের রব্ব হইতে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের প্রতি আসিয়াছে ? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতা তাহার উপর বর্তাইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে যেই (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেয় উহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই' ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হিদায়াত করেন না।	وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ اِیْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَیِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ یَّكُ كَاذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ یَّكُ صَادِقًا یُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ یَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۸﴾
২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল ; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে' ? ফিরআ'উন বলিল, 'আমি যাহা বুঝি, আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি, আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি'।	یٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظٰهِرِیْنَ فِی الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ یَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِیْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰی وَ مَاۤ اَهْدِیْكُمْ اِلَّا سَبِیْلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾
৩০. আর মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি'-০	وَ قَالَ الَّذِیْۤ اٰمَنَ یٰقَوْمِ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ مِّثْلَ یَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۰﴾ لا
৩১. 'যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আ'দ, সামূদ এবং তাহাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে ; আল্লাহ্ তো দাসদের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না'।	مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِیْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ یُرِیْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿۳۱﴾

৮৬৮। তিনি ছিলেন ফিরআ'উনের জ্ঞাতি ভাই।

৩২. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের'[৮৬৯]-০	وَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾
৩৩. 'যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে, আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না, আর আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই'।	يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ, কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতেই থাকিতে; পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'তাহার পরে আল্লাহ্ আর কোন রসূল প্রেরণ করিবেন না'; এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে,০	وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۖ ﴿٣٤﴾
৩৫. যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ; এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।	اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর ফিরআ'উন বলিল, 'হে হামান! আমার জন্য নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি এক অবলম্বন পাইতে পারি'-০	وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. 'অবলম্বন (সিঁড়ি) আসমানে (আরোহণের), যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে, তবে আমিতো তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি'; এইরূপে ফিরআ'উনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকান্ড	اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ

৮৬৯। اَلتَّنَادُ: আর্তনাদ। ক্বিয়ামত দিবসে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আর্তনাদ করিতে থাকিবে, তাই উহা আর্তনাদ দিবস 'ইয়াওমুত তানাদ'।

শোভনীয় করা হইল এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইল সরল পথ হইতে ; আর ফিরআ'উনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।	اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ ع ৭
৩৮. মু'মিন লোকটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব',০	وَ قَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বিষয় এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস'।	يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾
৪০. 'কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেখানে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ'।	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾
৪১. 'হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি আহ্বান করিতেছি তোমাদিগকে মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ অগ্নির দিকে!'•	وَ يٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ ط
৪২. 'তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার শরীক দাঁড় করাইতে যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে ডাকিতেছি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে'।	تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾
৪৩. 'নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য (ই'বাদতের যোগ্য) নহে, বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট আর সীমালংঘনকারীরাই অগ্নিবাসী'।	لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾
৪৪. 'সুতরাং অচিরেই তোমরা স্মরণ করিবে	فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ

আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহা এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করিতেছি ; আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন'।	اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন[৮৭০] এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরআ'উন সম্প্রদায়কে,০	فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ۚ
৪৬. উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে[৮৭১] সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন ক্বিয়ামত ঘটিবে সেদিন (বলা হইবে), 'ফিরআ'উন-জাতিকে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে'।	اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
৪৭. যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আমাদের হইতে অগ্নির কিয়দংশ নিবারণ করিবে কি' ?	وَ اِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. দাম্ভিকেরা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো উহাতে আছি- নিশ্চয় আল্লাহ্ দাসদের বিচার তো করিয়া ফেলিয়াছেন'।	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
৪৯. অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদিগকে বলিবে, 'তোমাদের রব্ব এর নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের হইতে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি'।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾
৫০. তাহারা (প্রহরীরা) বলিবে, 'ইহা কি (সত্য) নহে, যে তোমাদের নিকট তোমাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল' ? (অগ্নিবাসীরা) বলিবে, 'অবশ্যই' ; (প্রহরীরা) বলিবে, 'তবে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়'।	قَالُوْٓا اَوَ لَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ ع ৫ ১০

রুকু' ০৫

৮৭০। ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তিটি ঈমান আনিয়াছিল তাহাকে।

৮৭১। অর্থাৎ বারযাখে (দ্র. ২৩:১০০), এই আয়াতে কবর আযাবের ইংগিত রহিয়াছে।

৫১. নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলদিগকে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেই দিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে-০ (দ্র. ২:১৪৩, ৪:৪১, ৪১:২০ ও ৩৬:৬৫)।	اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾
৫২. যেদিন যালিমদের ও'যর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না আর উহাদের জন্য রহিয়াছে লা'নত এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর আমরা অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ (তাওরাত) এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের-০	وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾
৫৪. পথনির্দেশ ও উপদেশ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।	هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾
৫৬. নিশ্চয় যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়- উহাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, তাহারা এই ব্যাপারে সফলকাম হইবে না, অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾
৫৭. অবশ্য মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।	لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর সমান নহে অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান- আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে (তাহারাও সমান) নহে দুষ্কৃতিপরায়ণদের ; তোমরা খুব	وَ مَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ لَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا

কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।	مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।	اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. তোমাদের রব্ব বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব; যাহারা অহংকারবশে আমার ই'বাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া'।	وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ ع ٦ =
৬১. আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন দিবসকে ; আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞ হয় না।	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব্ব, সব কিছুর স্রষ্টা ; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই ; সুতরাং তোমাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ?	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ وقف لازم
৬৩. এইভাবেই বিপথগামী করা হয় উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।	كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য বানাইয়াছেন পৃথিবীকে বাসোপযোগী[৮৭২] ও আকাশকে ছাদস্বরূপ (২১:৩২) এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন ফলে কত সুন্দর তোমাদের আকৃতি! এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক্ব ; এইতো আল্লাহ্ তোমাদের রব্ব! আর বিশ্বজগতের রব্ব, আল্লাহ্	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

রুকু' ০৬

৮৭২। সৌরমন্ডলে গ্রহপুঞ্জের কক্ষপথসমূহের এক বিশেষ সঙ্কীর্ণ পরিসরে পৃথিবীর কক্ষপথ স্থাপন করিয়া আল্লাহতায়া'লা আমাদের জন্য বাসোপযোগী করিয়াছেন। অত্র কক্ষপথের অবস্থান সূর্যের সামান্যতম নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হইলে অতিশয় উষ্ণ বা প্রচন্ড হিমশীতল হইত এবং বাসোপযোগী থাকিত না। (আরও দেখুন ২৭:৬১)।

কতই না বরকতময়!

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ডাক তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্তে ; সর্বপ্রশংসা বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্রই।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, উহাদের ই'বাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে যখন আমার রব্ব এর নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট দলিল আসিয়াছে, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি বিশ্বজগতের রব্ব এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে'।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে নুত্বফাহ্ হইতে, তারপর আলাক্ব (দ্র. টীকা ৬২৮) হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ, আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই, যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা বুঝিতে পার'।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾ ع ١٣

৬৮. 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়'।

রুকু' ০৭

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾ ۚ

৬৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতন্ডা করে ? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে' ?

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ ۙ

৭০। যাহারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে কিতাব ও যাহা সহ আমাদের রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা (ফলাফল) জানিতে পারিবে-০

মুআ' ২৩

৭১. যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে ; উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে-০	اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে,০	فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. পরে উহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে'-০	ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. 'আল্লাহ্ ব্যতীত' ; তাহারা বলিবে, 'উহারা তো আমাদের হইতে উধাও হইয়াছে ; বরং আমরা পূর্বে এমন কিছুকে ডাকি নাই'; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে,০	ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ কর উহাতে স্থায়িভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!	اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. সুতরাং ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, অতঃপর উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি[৮৭৩] উহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই- উহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই নিকট।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আমরা তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং অন্যদের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই ; আর আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا

৮৭৩। শাস্তি প্রদানের। রসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় কাফেরদের শাস্তি হউক অথবা নাই হউক, তাহাদের সকলকে আল্লাহ্র নিকট যাইতে হইবে।

(মুজিযা) উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নহে, আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে, এবং তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।	بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۷۸﴾ ع ৮ ১৩
৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য আনআ'ম (গবাদি পশু, টীকা ২৫১) সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে উহাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক আহার কর,০	اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۷۹﴾
৮০. আর ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা অন্তরে যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পার, আর ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয় ;০	وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۸۰﴾
৮১. তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন কোন আয়াতকে অস্বীকার করিবে ?	وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿۸۱﴾
৮২. উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হইয়াছিল ? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসে নাই।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩. উহাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রসূল আসিত তখন উহারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করিত, উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।	فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۸۳﴾
৮৪. অতঃপর উহারা যখন আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম'।	فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿۸۴﴾

রুকু' ০৮

৮৫. উহারা যখন আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদের ঈমান উহাদের কোন উপকারে আসিল না ; আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হইতেই তাঁহার দাসদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, এবং সেই ক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ ع ৯ ১৪

রুকু' ০৯

৪১- সূরা হা মীম আসসাজদাহ্ / আলফুসসিলাত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	মুশরিকরা কিতাবের দাওয়াত শুনে না, সেকারণে তাহাদের জন্য ধ্বংস।
০৯-১৮	মানুষ কি করিয়া কুফুরি করে সেই আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন! নাবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে আ'দ ও সামূদ জাতির মত পরিণতি।
১৯-২৫	হাশরের দিন আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম সাক্ষ্য দিবে।
২৬-২৯	কাফেররা জনগণকে কুরআন শুনিতে নিষেধ করে এবং হট্টগোল বাধাঁয়। তাহারা যাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করে, বিচারের দিন তাহারা উহাদিগকে পদদলিত করিতে চাহিবে।
৩০-৪৪	যাহারা এক আল্লাহ্‌কে রব্ব মানিয়া লয় তাহাদের জন্য শুভ পরিণতি। দাওয়াতের সর্বোত্তম পদ্ধতি। চন্দ্র সূর্য মানুষের মতই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, উপাস্য নয়। কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব- ইহাতে কোন ভ্রান্তি নাই। কুরআন মু'মিনদের জন্য দিশারি এবং ব্যাধির নিরামক।
৪৫-৫৪	মূসা (আ.) এর কিতাব সম্পর্কেও মতভেদ করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কাজ কল্যাণের এবং মন্দ কাজ অকল্যাণের। মানুষ সুখে থাকিলে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যায়, বিপদে পড়িলে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অচিরেই আল্লাহ্ মহাবিশ্বে এবং মানুষের নিজের মধ্যে নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করিবেন। তখন মানুষ কুরআনকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে।

৪১- সূরা হা মীম আসসাজদাহ্

মাক্কী ; আয়াত ৫৪, রুকু' ৬

৪১ سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٤ ركوعاتها ٦

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০	حٰمٓ ﴿۱﴾
২. ইহা পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু হইতে অবতীর্ণ,০	تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾
৩. এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত ইহার আয়াতসমূহ- আরবি ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য-০	كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۳﴾
৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, কিন্তু অধিকাংশ	بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا

লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং উহারা শুনিবে না।	يَسْمَعُوْنَ ﴿٣﴾
৫. এবং উহারা বলে, 'তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল ; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি'।•	وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَ فِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾ الثلثة
৬. বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি অহি হয়, বস্তুত তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্, অতএব তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর' ; আর অংশীবাদীদের জন্য দুর্ভোগ-০	قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾
৭. যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।	الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾
৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾ ع ١٥
৯. বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুইদিনে, আর তোমরা দাঁড় করাইতেছ তাঁহার সমকক্ষ! তিনি তো জগতসমূহের রব্ব',০	قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾
১০. আর তিনি ইহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বতরাজি এবং ইহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ, আর চার দিনে[৮৭৪] ইহাতে নিরূপণ করিয়াছেন জীবনধারণের উপাদান ; সুষমভাবে যাচঞাকারীদের জন্য।	وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾

• তিন চতুর্থাংশ

রুকু' ০১

৮৭৪। দ্র. ৭:৫৪ ; ১০:৩ ; ১১:৭ ; ২৫:৫৯ ; ৫৭:৪।

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآىِٕعِيْنَ ﴿۱۱﴾

১১. অতঃপর তিনি মনোনিবেশ করেন আকাশের দিকে যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ (দ্র. ২১:৩০), অনন্তর উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস (অনুগত হইয়া) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়'; উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া'।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖۚ وَ حِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

১২. অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, আর আমরা করিলাম দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত, ও সুরক্ষিত ; ইহা মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

১৩. তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে বল, 'আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসাত্মক শাস্তির, আ'দ ও সামূদের শাস্তির অনুরূপ' ;০

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যখন উহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে[৮৭৫] (আর বলিয়াছিল), 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও দাসত্ব করিও না' ; তখন উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের রব্ব এইরূপ ইচ্ছা করিলে তিনি অবশ্যই মালাক পাঠাইতেন, অতএব তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম'।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে' ? উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে আল্লাহ্, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা কত শক্তিশালী ? অথচ উহারা আমাদের আয়াতসমুহে অস্বীকার করিত।

৮৭৫। অর্থাৎ সকল দিক হইতে। তাহাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল তাওহীদ প্রচারের জন্য। অবাধ্যতার দরুন মর্মন্তুদ শাস্তির বিষয়ে সর্বোতভাবে সতর্কীকরণই ছিল তাহাদের দায়িত্ব।

১৬. অতঃপর আমরা উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে; আর আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে (কোন প্রকার) সাহায্য করা হইবে না।	فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর সামূদ জাতির ব্যাপার তো এই যে, আমরা উহাদিগকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল, অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ,০	وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আমরা রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাক্বওয়া অবলম্বন করিত।	وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ ع ২ ১২
১৯. আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে (জাহান্নামের) অগ্নির দিকে সমবেত করা হইবে পরে উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاۗءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. পরিশেষে যখন তাহারা উহার (জাহান্নামের) সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে।	حَتّٰٓى اِذَا مَا جَاۗءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং উহারা নিজেদের ত্বককে প্রশ্ন করিবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন'? উত্তরে উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্, যিনি আমাদিগকে বাকশক্তি দিয়াছেন, তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন আর তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাঁহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে'।	وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. 'তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ

রুকু' ০২

বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না'।	سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. 'তোমাদের রব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস আনিয়াছে, ফলে তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত'।	وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. এখন উহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও অগ্নিই হইবে উহাদের আবাস, এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।	فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. আর উহাদের জন্য নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলাম সহচর[৮৭৬], যাহারা উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে[৮৭৭] তাহা উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদের ব্যাপারেও উহাদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হইয়াছে, উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।	وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ع ৩ ১৭
২৬. আর কাফেররা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহাতে (আবৃত্তিকালে) হট্টগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার'।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. সুতরাং আমরা অবশ্যই অবিশ্বাসীদিগকে কঠিনশাস্তি আস্বাদন করাইব- এবং নিশ্চয়ই উহাদিগকে প্রতিফল দিব উহাদের নিকৃষ্ট কর্মকান্ডের।	فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল, উহাদের জন্য রহিয়াছে ইহাতে স্থায়ী আবাস ; আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।	ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

রুকু' ০৩

৮৭৬। দ্র. ৪ : ৩৮ ও ৪৩ : ৩৬ আয়াতদ্বয়।
৮৭৭। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যকলাপকে।

২৯. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! যে সব জিন্ন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদের দেখাইয়া দাও, আমরা উহাদিগকে পদদলিত করিব যাহাতে উহারা অতিশয় লাঞ্ছিত হয়'।	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আমাদের রব্ব আল্লাহ্', অতঃপর অটল থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাকগণ এবং (তাহারা বলে), 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও'।	اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে, আর সেথায় তোমাদের জন্য রহিবে যাহাকিছু তোমাদের মন চাহিবে এবং সেইখানে তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা (দাবী করিয়া) চাহিবে' ;০	نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ ع ٢ ١٨
৩২. ইহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।	نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে ডাকে ও সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।	وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না ; মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট (আচরণ) দ্বারা ; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।	وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তাহাদিগকেই করা হয় যাহারা ধৈর্যশীল, আর এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই যাহারা মহাভাগ্যবান।	وَ مَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

রুকু' ০৪

৩৬. আর যদি শাইত্বানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾
৩৭. এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র ; তোমরা সূর্যকে সিজদা করিও না, চন্দ্রকেও নহে ; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁহার ই'বাদত কর।	وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. উহারা অহংকার করিলেও যাহারা তোমার রব্ব এর সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তিবোধ করে না।	فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿۳۸﴾ السجدة ۱۳
৩৯. এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক ঊষর, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়[৮৭৮]; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী ; নিশ্চয় তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾
৪০. নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ বিকৃত করে তাহারা আমাদের অগোচরে নহে ; শ্রেষ্ঠ কে- যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে ? তোমরা যেমন ইচ্ছা কর্ম করিতে থাক- নিশ্চয় তিনি তোমরা যাহা কর উহার সম্যক দ্রষ্টা।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾
৪১. যাহারা উহাদের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে (তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে), আর ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ-০	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾
৪২. কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে	لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ

সিজদা ১২

৮৭৮। সজীব প্রাণবন্ত হইয়া উঠে ও শস্য-শ্যামলা হয়।

না- অগ্র হইতেও নয়, পশ্চাৎ হইতেও নয় ; ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।	خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয়, যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণ সম্পর্কে ; তোমার রব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।	مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর আমরা যদি* 'অনারব ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম তবে উহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন ? কী আশ্চর্য, (ইহা) অনারবী, অথচ (রসূল) আরবীয়'! বল, 'যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার' ; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং উহা (কুরআন) হইবে ইহাদের জন্য অন্ধত্ব ; (ইহারা এমন যে), ইহাদিগকে যেন আহ্বান করা হয় বহু বহুদূর হইতে।	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّ عَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ؕ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. এবং আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটান হইয়াছিল; তোমার রব্ব এর পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত[৮৭৯] না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়াই যাইত ; আর উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে এবং কেহ মন্দকর্ম করিলে উহার প্রতিফল তাহার উপরই বর্তাইবে ; আর তোমার রব্ব তাঁহার দাসদের প্রতি যুলুম করেন না।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

রুকু' ০৫

তাহ্‌রীফ ৫ ع ১৭

৮৭৯। আখিরাতে পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত।

পারা ২৫

৪৭. ক্বিয়ামতের জ্ঞান (সময়কাল) কেবল তাঁহাতেই (আল্লাহ) ন্যস্ত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হইতে বাহির হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না বা সন্তানও প্রসব করে না ; আর যেদিন তিনি উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'আমার শরীকরা কোথায়' ? তখন উহারা বলিবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না',০	اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَ مَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَ لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ؕ قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿۴۷﴾
৪৮. আর পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা উধাও হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।	وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿۴۸﴾
৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে।	لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَ اِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿۴۹﴾
৫০. আর দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমরা তাহাকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিয়া থাকে, 'ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার রব্ব এর নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই তাঁহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে', অনন্তর কাফেরদিগকে উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব, আর অবশ্য উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি।	وَ لَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّ لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْۤ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۵۰﴾
৫১. আর যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায়, এবং যখন তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।	وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿۵۱﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি (এই কুরআন) আল্লাহ্‌র হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে- তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হইবে' ?

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমরা উহাদের জন্য আমাদের নিদর্শনাবলী পরিস্ফুট করিব বিশ্বজগতের দিগন্তে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে ; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য ; ইহা কি তোমার রব্ব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত ?

اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾ ع

৫৪. জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদের রব্ব এর সহিত সাক্ষাতকারে সন্দিহান ; মনে রাখ, নিশ্চয় তিনি প্রতিটি বিষয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

রুকু' ০৬

৪২- সূরা আশশূরা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১২	যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে, তাহাদের রক্ষক আল্লাহ্, শরীকেরা নহে। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ অনুপম, তাঁহার মত কেহ এবং কিছুই নাই। মহাবিশ্বের ভান্ডারের চাবিকাঠি তাঁহারই হস্তে।
১৩-১৯	মুহাম্মাদ (স.) সেই দ্বীনের বাহক, পূর্ববর্তী রসূলগণ যেই দ্বীনের বাহক ছিলেন। যাহারা ক্বিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করে তাহারা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ।
২০-২৯	যে আখিরাতের ফসল চাহে আল্লাহ্ তাহার আখিরাতের ফসল বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তাওবা ক্বুবুল করেন এবং মু'মিনদের ডাকে সাড়া দেন।
৩০-৩৫	মুসীবত মানুষের কর্মফল।
৩৬-৪৩	আখিরাতকে অগ্রাধিকার দানকারী মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য।
৪৪-৪৮	যালিমদের পরকালীন দুরবস্থা। ক্বিয়ামতের দিন যাহারা নিজদেরকে এবং নিজদের পরিবার পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে তাহারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত। যাহারা নাবীর দাওয়াতকে উপেক্ষা করে, নাবী তাহাদের রক্ষক নহেন।
৪৯-৫৩	কাহাকে কি সন্তান দিবেন এবং কাহাকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিবেন তাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্ কোন মানুষের সহিত সরাসরি ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কথা বলেন না। অহি নাযিলের পদ্ধতি। কুরআন আল্লাহ্‌র নূর এবং মানবতার মুক্তির দিশারি।

৪২- সূরা আশশূরা

মাক্কী ; আয়াত ৫৩, রুকূ' ৫

٤٢ سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٣ ركوعاتها ٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০

حٰمٓ ﴿١﴾

২. আ'ই----ন সি----ন ক্ব----ফ।

عٓسٓقٓ ﴿٢﴾

৩. এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন- আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময় ।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই ; আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾

৫. আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়[৮৮০] ও মালাকগণ তাহাদের রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে মর্ত্যবাসীদের জন্য ; জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

৬. এবং যাহারা তাঁহার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে অপরকে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদের উপর সম্যক দৃষ্টি রাখেন, আর তুমি তাহাদের কর্মবিধায়ক নহ।

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

৭. আর এইভাবে আমরা তোমার প্রতি অহি করিয়াছি কুরআন আরবি ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার জনপদের মাতা[৮৮১] (মক্কা) ও উহার চতুর্দিকের মানুষকে এবং সতর্ক করিতে

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِى

৮৮০। দ্র. ১৯:৯০ এবং ৮২:১।

৮৮১। اُمُّ الْقُرٰى : নগরসমূহের মাতা, জনপদকেন্দ্র, আদি নগর, (বাক্কা বা মক্কা)। সম্মান ও মর্যাদায় ইহা সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং হিদায়াতের আলো এই নগর হইতে বিকীর্ণ হইয়াছে বিধায় এই নামে অভিহিত। اَهْلُ: অধিবাসী শব্দটি ইহার পূর্বে উহ্য আছে, এই নগরের ও উহার চতুর্দিকের অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীদের সতর্ক করিতে। (দ্র. ৬:৯২ ও উহার টীকা)।

পার সমাবেশ[৮৮২] দিবস সম্বন্ধে- যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; (সেইদিন প্রবেশ করিবে) একদল জান্নাতে আর একদল জাহান্নামে।	السَّعِيْرِ ﴿٧﴾
৮. এবং আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন মানুষকে একই উম্মাত[৮৮৩] করিতে পারিতেন ; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় করুণার অধিকারী করেন ; আর যালিমরা- উহাদের কোন অভিভাবক নাই, আর কোন সাহায্যকারীও নাই।	وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَ الظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٨﴾
৯. উহারা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে (পাশাপাশি) অভিভাবকরূপে অপরকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾ ع ১ ২
রুকু' ০১	
১০. এবং তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্রই নিকট ; তিনিই আল্লাহ্- আমার রব্ব ; তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি আর তাঁহারই অভিমুখী আমি।	وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۬ؕ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾
১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তোমাদের মধ্য হইতে বানাইয়াছেন তোমাদের জুড়ি আর পশুর (টীকা ২৫২) মধ্য হইতেও (উহাদের) জুড়ি ; এইরূপে তিনি তোমাদের বিস্তারসাধন করেন ; এবং কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾
১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন ; নিশ্চয় তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾
১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন	شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا

৮৮২। يَوْمَ الْجَمْعِ : সমবেত বা একত্র করার দিবস, ক্বিয়ামতে সকলকেই একত্র করা হইবে।

৮৮৩। বিভিন্ন উম্মত করিয়া এবং ভাল ও মন্দ করিবার ক্ষমতা দিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রেষ্টত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। (দ্র. ৫ : ৪৮ ও ১৬ : ৯৩)।

وَّ الَّذِیۡۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡكَ وَ مَا وَصَّیۡنَا بِهٖۤ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰۤی اَنۡ اَقِیۡمُوا الدِّیۡنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوۡا فِیۡهِ ؕ كَبُرَ عَلَی الۡمُشۡرِكِیۡنَ مَا تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَیۡهِ ؕ اَللّٰهُ یَجۡتَبِیۡۤ اِلَیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یَهۡدِیۡۤ اِلَیۡهِ مَنۡ یُّنِیۡبُ ﴿۱۳﴾

একই দ্বীনের, যদ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলেন নূহকে, আর যাহা আমরা অহি করিয়াছি[৮৮৪] তোমাকে এবং যদ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈ'সাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ সৃষ্টি করিও না ; মুশরিকদের জন্য বড়ই অসহনীয় (এই দ্বীন) যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে ডাকিতেছ ; আল্লাহ্ তাঁহার নিজের জন্য মনোনীত করেন যাহাকে তিনি ইচ্ছা করেন এবং যে আল্লাহ্-অভিমুখী হয় তাহাকে হিদায়াত করেন তাঁহার (দ্বীনের) দিকে।

وَ مَا تَفَرَّقُوۡۤا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡیًۢا بَیۡنَهُمۡ ؕ وَ لَوۡ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّكَ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی لَّقُضِیَ بَیۡنَهُمۡ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡرِثُوا الۡكِتٰبَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِیۡ شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِیۡبٍ ﴿۱۴﴾

১৪. আর উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় ; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রব্ব এর পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়াই যাইত ; কিন্তু উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা তো সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

فَلِذٰلِكَ فَادۡعُ ۚ وَ اسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ ۚ وَ قُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنۡ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَیۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَ لَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ ؕ لَا حُجَّةَ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ یَجۡمَعُ بَیۡنَنَا ۚ وَ اِلَیۡهِ الۡمَصِیۡرُ ﴿۱۵﴾

১৫. সুতরাং তুমি ইহার (দ্বীনের) দিকে ডাক, এবং ইহাতেই অটল থাক যেইরূপে আদিষ্ট হইয়াছ, এবং উহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না, আর বল, 'আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ কিতাবে যাহা নাযিল করিয়াছেন, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে ; আল্লাহ্ই আমাদের রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব ; আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের ; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিরোধ নাই ; আল্লাহ্ একত্র করিবেন আমাদের সকলকে, আর গন্তব্য তাঁহারই দিকে' ;০

৮৮৪। একই বাক্যে একই কর্তার জন্য প্রথমে উত্তম ও পরে তৃতীয় পুরুষ অথবা প্রথমে তৃতীয় ও পর উত্তম পুরুষের ব্যবহার আরবি ভাষায় প্রচলিত ও অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সৌন্দর্যবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য। ইহাকে 'তাফাত' বলা হয়। আলকুরআনে অনেক আয়াতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (দ্র. ৫ : ১২ আয়াত ও উহার টীকা, ই ফা)।

وَ الَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর যাহারা, তাঁহার জন্য সাড়া দিবার পর (দ্বীনের অনুসারীর সহিত) আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের রব্ব এর নিকট অবান্তর এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড[৮৮৫] ; তুমি কি জান, সম্ভবত ক্বিয়ামত আসন্ন ?

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে, আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাতে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে আর জানে যে ইহাই সত্য ; জানিয়া রাখ, ক্বিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ ع

১৯. আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের প্রতি অতি সূক্ষ্মদর্শী: তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্ক্ব দান করেন, আর তিনি অতীব শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

রুকু' ০২

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমরা তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই, এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাহাকে উহারই কিছু দেই, কিন্তু আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকে না।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. ইহাদের কি এমন কতক দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দ্বীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই ? এবং ফয়সালার ঘোষণা[৮৮৬] না থাকিলে ইহাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত; আর নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৮৮৫। শরীয়ত তুলাদণ্ড (মানদন্ড) বিশেষ, উহা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ পরিমাপ করা যায়, নির্ণয় করা যায়। ভিন্নমতে তুলাদন্ড হইল আদল, ন্যায়বিচার, যাহার নীতিমালা আলকুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

৮৮৬। অর্থাৎ ক্বিয়ামতে বিচারের পর যে ফয়সালা হইবে উহার ঘোষণা।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَ هُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২২. তুমি যালিমদিগকে দেখিবে ভীত-সন্ত্রস্ত উহাদের কৃতকর্মের জন্য ; আর ইহা (কৃতকর্মের শাস্তি) আপতিত হইবেই উহাদের উপর ; পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে, তাহারা যাহা কিছু চাহিবে, তাহাদের রব্ব এর নিকট তাহাই পাইবে ; ইহাই তো মহাঅনুগ্রহ।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَ مَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁহার দাসদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ; বল, 'আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না' ; যে অর্জন করে কল্যাণ আমরা তাহার জন্য ইহাতে পুণ্য বর্ধিত করি ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَ يَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾

২৪. উহারা কি বলে যে, সে (রসূল) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিয়াছে ? (যদি তাহা হইত) তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন ; আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন ; অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

وَ هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তিনিই তাঁহার দাসদের তাওবা কবূল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন-০

وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন ; আর কাফেরদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি।

وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ

২৭. আর যদি* আল্লাহ্ তাঁহার সকল দাসকেই জীবিকার প্রাচুর্য দিতেন, তাহারা পৃথিবীতে

অবশ্যই বিপর্যয় করিত ; কিন্তু তিনি ইচ্ছামত পরিমাণেই প্রেরণ করিয়া থাকেন ; নিশ্চয় তিনি তাঁহার দাসদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা।	بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তিনিই বৃষ্টি প্রেরণ করেন আর তাঁহার করুণা প্রসার করেন ; তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।	وَ هُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَ هُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণীকূল ছড়াইয়া দিয়াছেন ; এবং তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সর্বৈব সক্ষম।•	وَ مِنْ اٰیٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِیْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَ هُوَ عَلٰی جَمْعِهِمْ اِذَا یَشَآءُ قَدِیْرٌ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল আর তিনি তোমাদের অনেক (অপরাধ) তো ক্ষমা করিয়া দেন ;০	وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَ یَعْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আর তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না, এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।	وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیْرٍ ﴿٣١﴾
৩২. এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ ;০	وَ مِنْ اٰیٰتِهِ الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾
৩৩. তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন ফলে নৌযানসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হইয়া পড়িবে ; নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক দৃঢ়পদী কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য-০	اِنْ یَّشَاْ یُسْكِنِ الرِّیْحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰی ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. অথবা তিনি উহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন, তবে অনেকের বিষয়ে তিনি ক্ষমাও করেন,০	اَوْ یُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَ یَعْفُ عَنْ كَثِیْرٍ ﴿٣٤﴾

রুকু' ০৩ • এক চতুর্থাংশ

الربع ٣ ع ٤

৩৫. আর যাহারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাহারা জানিয়া রাখুক যে; তাহাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।	وَّ يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿۳۵﴾
৩৬. বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের রব্ব এর উপর নির্ভর করে,০	فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. আর যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধান্বিত হইলে ক্ষমা করিয়া দেয়,০	وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. এবং যাহারা তাহাদের রব্ব এর আহ্বানে সাড়া দেয়, সলাত ক্বায়েম করে, আর তাহাদের কর্ম (সম্পাদন) করে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ দ্বারা এবং তাহাদিগকে আমরা যে রিয্‌ক্ব দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে,০	وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۸﴾
৩৯. আর যাহারা যখন তাহাদের উপর নিপীড়ন আপতিত হয় তখন তাহারা উহার (সমপরিমান) প্রতিবিধান করে।	وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿۳۹﴾
৪০. আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র উপর ; নিশ্চয়ই তিনি যালিমদের ভালবাসেন না।	وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾
৪১. তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লওয়া হইবে না ;০	وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۱﴾
৪২. কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইবে, যাহারা মানুষের প্রতি যুলুম করে ও যমিনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়; উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।	اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾

রুকু' ০৪

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই ; যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, '(সঠিক পথে) প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি' ?

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে ইহাতে (জাহান্নামে) উপস্থিত করা হইতেছে ; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় ভয়াতুর নেত্রে তাকাইতেছে ; এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা ক্বিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজেদের ও পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে'; জানিয়া রাখ, যালিমরা অবশ্যই রহিবে স্থায়ী শাস্তিতে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন গতি নাই ;০

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. তোমাদের রব্ব এর ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ্র নিকট হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্বে, যাহা অপ্রতিরোধ্য ; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমাকে[৮৮৭] তো আমরা ইহাদের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই ; তোমার কাজ তো কেবল (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া ; আমরা মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا

৮৮৭। রসূলুল্লাহ (স.) কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।

قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾	উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের বিপদ ঘটে[৮৮৮] তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾	৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই ; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন-০
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾	৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা ; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾	৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন, ব্যতিরেকে- অহির মাধ্যম, অথবা পর্দার অন্তরাল, অথবা এমন দূত প্রেরণ যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করে ; নিশ্চয় তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।
وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾	৫২. আর এইরূপে আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ[৮৮৯] তথা আমাদের নির্দেশ ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি ? পক্ষান্তরে আমরা ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমাদের দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি ; আর নিশ্চয় তুমি প্রদর্শন কর সুদৃঢ় সঠিক পথের দিকে -০
صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾ ع ٥ ٢	৫৩. সেই আল্লাহ্‌র পথ, যাঁহার আধিপত্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ; জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

রুকু' ০৫

৮৮৮। ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্মদোষে সাধারণত বিপদ-আপদ ঘটে। (দ্র. ৩০ : ৪১)।

৮৮৯। رُوْحٌ : প্রাণ, আত্মা, আল্লাহ্‌র আদেশ। এখানে রূপক অর্থে অহি অথবা আলকুরআন, এই উভয়ই মানুষের অন্তর্জগতকে প্রাণবন্ত ও জ্যোতির্ময় করে।

৪৩- সূরা আযযুখরুফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২৫	কুরআন সংরক্ষিত আছে উম্মুল কিতাবে। সকল নাবীর সঙ্গেই বিদ্রুপ করা হইয়াছিল। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে এবং আল্লাহ্‌র রসূলদের প্রত্যাখ্যান করে।
২৬-৩৫	শির্‌ক করিবার কারণে, ইবরাহীম (আ.) তাঁহার পিতা ও জাতির সাহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আল্লাহ্‌ অর্থনৈতিকভাবে মানুষের মর্যাদা উঁচু নিচু করেন যাহাতে একজন অপরের দ্বারা কর্ম করাইতে পারে।
৩৬-৪৫	যে আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে বিমুখ হয়, আল্লাহ্‌ তাহার সহিত শাইত্বান নিযুক্ত। উহারা তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে বাঁধা দেয়। কুরআনকে শক্ত করিয়া ধরিবার মধ্যেই মুক্তি।
৪৬-৫৬	মূসা (আ.) কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গ।
৫৭-৬৬	ঈ'সা (আ.) আল্লাহ্‌র দাস। ঈ'সা (আ.) এর দাওয়াত কী ছিল ?
৬৭-৮৯	দুনিয়ার বিপথগামী বন্ধুরা ক্বিয়ামতের দিন পরস্পরের শত্রু হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌র মু'মিন দাসদের পরকালীন পুরস্কার। অপরাধীদের দূরবস্থা। মালাকগণ মানুষের আ'মল রেকর্ড করিয়া রাখিতেছেন। মহাকাশ ও পৃথিবী সর্বত্র আল্লাহ্‌ই একমাত্র ইলাহ্‌। মুশরিকদের বানানো শরীকরা সুপারিশ করিতে পারিবে না।

৪৩- সূরা আযযুখরুফ

মাক্কী ; আয়াত ৮৯, রুকূ' ৭

٤٣ سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨٩ ركوعاتها ٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০

حٰمٓ ﴿١﴾

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের-০

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

৩. আমরা ইহাকে করিয়াছি আরবি ভাষায় কুরআন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার,০

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾

৪. আর ইহা তো রহিয়াছে আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে[৮৯০] ইহা মহান, জ্ঞানগর্ভ ;০

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾

৫. আমরা কি তোমাদের হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ?

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

মুআ' ২৪

ع ১৪

৮৯০। اُمُّ الْكِتٰبِ : মূল গ্রন্থ অর্থাৎ লাওহি মাহফূয (সংরক্ষিত ফলক)।

৬. আর পূর্ববর্তীদের প্রতি আমরা কত নাবীই না প্রেরণ করিয়াছিলাম।	وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾
৭. এবং যখনই উহাদের নিকট কোন নাবী আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।	وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾
৮. যাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম ; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।	فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّ مَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾
৯. তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে' ? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)'-০	وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٩﴾
১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদের চলাচলের পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক রাস্তা পাইতে পার,০	الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. এবং যিনি আকাশ হইতে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে, এইরূপেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।	وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾
১২. আর যিনি প্রত্যেক প্রকারের জোড় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এমন নৌযান ও পশুসমূহ, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর-০	وَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. যেন তোমরা উহার পৃষ্ঠে সঠিকভাবে বসিতে পার, তারপর তোমাদের রব্ব এর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস ; এবং বলিও, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি	لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾

ইহাকে[৮৯১] আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন যদিও আমরা ইহাকে নিয়ন্ত্রন করিতে সমর্থ ছিলাম না-০	
১৪. 'আর আমাদিগকে আমাদের রব্ব এর প্রতি অবশ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে'।	وَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. এবং উহারা তাঁহার দাসদের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে ; মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।	وَ جَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ ع ১৫
১৬. তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা ?	اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. পরম করুণাময়ের প্রতি উহারা (মুশরিকরা) যাহা আরোপ করে উহাদের কাহাকেও সেই (কন্যা সন্তানের) সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।	وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾
১৮. (উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে) এমন সন্তান যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ ?	اَوَ مَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾
১৯. আর উহারা পরম করুণাময়ের (আল্লাহ্‌র) বান্দা মালাকগণকে নারী গণ্য করিয়াছে ; ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? উহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।	وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. উহারা বলে, 'পরম করুণাময় (আল্লাহ্) ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদের পূজা করিতাম না' ; এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই ; উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলিতেছে ;০	وَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾

রুকু' ০১

৮৯১। মূল আরবিতে 'هٰذَا' একবচন হইলেও জাতিবাচক অর্থ নির্দেশ করে বলিয়া বহুবচন গ্রহন করা যায়।

২১. আমরা কি উহাদিগকে ইহার (কুরআন) পূর্বে কোন কিতাব দিয়াছি যাহা উহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে ?	اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি'।	بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি'।	وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. সে বলিত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যে পথে পাইয়াছ তদপেক্ষা যদি উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি তোমাদের জন্য, তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে)' ? তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই তাহা প্রত্যাখ্যান করি'।	قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. অতঃপর আমরা উহাদের হইতে প্রতিশোধ লইলাম, অতএব লক্ষ্য কর, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়া থাকে।•	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾ ع
২৬. এবং যখন, ইবরাহীম তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদের পূজা কর উহাদের সহিত আমি সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কমুক্ত'-০	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. '(তিনি) ব্যতীত, (সম্পর্ক শুধু তাঁহারই সহিত) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বস্তুত তিনিই আমাকে অচিরেই হিদায়াত দান করিবেন'।	اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

অর্ধাংশ • রুকু' ০২

النصف ع ٢ ٨

২৮. আর এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদের জন্য, যাহাতে উহারা (সৎপথে) প্রত্যাবর্তন করে।	وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. বরঞ্চ আমিই দিয়াছিলাম উহাদিগকে ও উহাদের পূর্বপুরুষদিগকে ভোগের সামগ্রী, অবশেষে উহাদের নিকট আসিল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল।	بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন সত্য আসিল উহাদের প্রতি, তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহাতে অস্বীকারকারী'।	وَ لَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১ তাহারা আরও বলিল, 'এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর' ?	وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾
৩২. ইহারা কি তোমার রব্ব এর করুণা[৮৯২] বণ্টন করে ? আমরাই উহাদের মধ্যে উহাদের পার্থিব জীবনের জীবিকা বণ্টন করি, এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে ; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার রব্ব এর অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।	اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. (সত্য প্রত্যাখ্যানে) মানুষ এক-মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে পরম করুণাময়কে যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগকে আমরা দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে-০	وَ لَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক- যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে-০	وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾

৮৯২। رَحْمَةٌ : করুণা দ্বারা এখানে নবুয়তকে বোঝানো হইয়াছে। মানুষের জন্য নবুয়ত আল্লাহ্‌র বড় করুণা।

৩৫. এবং স্বর্ণ-নির্মিতও ; আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার ; মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার রব্ব এর নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।	وَ زُخْرُفًا ؕ وَ اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾ ع ৩ ৯
৩৬. যে ব্যক্তি পরম করুণাময়ের যিক্‌রে (কুরআনে) বিমুখ হয়, আমরা তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইত্বান, অতঃপর সে-ই হয় তাহার সহচর।	وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿۳۶﴾
৩৭. আর উহারাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।	وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. অবশেষে যখন সে আমাদের নিকট আসিবে, তখন বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার (শাইত্বানের) মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত, আর কত নিকৃষ্ট সহচর সে'!	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿۳۸﴾
৩৯. এবং আজ (তোমাদের এই অনুতাপ) তোমাদের কোন কাজেই আসিবে না[৮৯৩], যেহেতু তোমরা অপরাধ করিয়াছিলে ; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে অংশীদার।	وَ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۹﴾
৪০. তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে, অথবা অন্ধকে এবং যে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে ?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۰﴾
৪১. আমরা যদি তোমাকে লইয়া যাই, তবুও আমরা উহাদিগকে শাস্তি দিবই-০	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. অথবা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই যে (শাস্তির) ওয়া'দা উহাদিগকে করিয়াছি, বস্তুত উহাদের উপর আমাদের তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।	اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿۴۲﴾

রুকু' ০৩

৮৯৩। দ্র. ২৬:৮৮; ৩০:৫৭ ও ৪০:৫২ আয়াতসমূহ।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যাহা অহি করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর, নিশ্চয় তুমি সুদৃঢ় পথেই রহিয়াছ।	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর নিশ্চিতভাবে ইহা (কুরআন) তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই উপদেশ বাণী, এবং তোমাদিগকে (এ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হইবে।	وَ اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ ۚ وَ سَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি পরম করুণাময় ব্যতীত উপাস্যসমূহ স্থির করিয়াছিলাম যাহাদের ই'বাদত করা যায় ?	وَ سْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ ع
৪৬. আর মূসাকে তো আমরা আমাদের নিদর্শনসহ ফিরআ'উন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর সে বলিয়াছিল, 'আমি তো বিশ্বজগতের রব্ব এর প্রেরিত'।	وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮ আর আমরা উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, এবং উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।	وَ مَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং উহারা বলিয়াছিল, 'হে যাদুকর! তোমার রব্ব এর নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব'।	وَ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. অতঃপর যখন আমি উহাদের হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾

রুকু' ০৪

৫১. আর ফিরআ'উন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে ? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত ; তোমরা ইহা প্রত্যক্ষ কর না' ?	وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۵۱﴾
৫২. 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে যে হীন-এবং স্পষ্টভাবে কথা বলিতেও অক্ষম'!	اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿۵۲﴾
৫৩. 'তাহাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সহিত কেন আসিল না মালাকগণ দলবদ্ধভাবে' ?	فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল ; উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. যখন উহারা আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিল আমরা উহাদিগকে শাস্তি দিলাম, অতঃপর নিমজ্জিত করিলাম উহাদের সকলকে-০	فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬. তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমরা উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّ مَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾
৫৭. আর যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়, তখন তোমার জাতি তাহাতে হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেয়[৮৯৪] ।	وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮. এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈ'সা'? ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে ; বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।	وَ قَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿۵۸﴾

রুকু' ০৫ — ৫ ع ১১

৮৯৪। আরবের মুশরিকরা বলিত যে, আলকুরআনে উক্ত হইয়াছে: আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদের ই'বাদত করা হয় তাহারা জাহান্নামের ইন্ধন (২১:৯৮), নাসারাগণ ঈ'সা (আ.) কে আল্লাহ্‌র শরীক করে এবং তাঁহার উপাসনা করে (৫:৭৩ ও ৯:৩০), ফলে আমাদের উপাস্যগুলির সহিত ঈ'সা (আ.) ও জাহান্নামে যাইবে এবং সে এই হিসাবে আমাদের উপাস্যগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। উহাদের এই ধরনের উক্তির জবাব এই আয়াতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি নিয়া'মত দিয়াছিলাম আর করিয়াছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত ;০	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর আমরা যদি* ইচ্ছা করিতাম, তোমাদের মধ্য হইতে মালাক সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা উত্তরাধিকারী (দ্রঃ টীকা ২৭) হইত পৃথিবীতে।	وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. এবং অবশ্য সে (ঈ'সা) ক্বিয়ামতের একটি নিশ্চিত নিদর্শন[৮৯৫], সুতরাং তোমরা উহাতে কদাপিও সন্দেহ করিও না আর আমাকে অনুসরণ কর ; ইহাই সুদৃঢ় পথ।	وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾
৬২. শাইত্বান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই (সত্য সরল পথ হইতে) নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾
৬৩. আর ঈ'সা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর'।	وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾
৬৪. 'আল্লাহ্‌ই তো আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব, অতএব তোমরা তাঁহার দাসত্ব কর ; ইহাই সুদৃঢ় পথ'।	اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ, মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির।	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾
৬৬. উহারা তো উহাদের নিকট আকস্মিকভাবে	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّ

৮৯৫। ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈ'সা (আ.) পুনরায় দুনিয়ায় আসিবেন। তাঁহার দুনিয়ায় পুনরাগমন ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

ক্বিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে! অথচ উহাদের কোন বোধ নাই।	هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. সেই দিন বন্ধুরা হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাক্বীগন ব্যতীত।	اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ ع ٦ ١٢
৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই আর তোমরা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না,০	يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. যাহারা আমাদের আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল,০	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. তোমরা এবং তোমাদের জুড়িগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।	اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে, সেখানে রহিবে সমস্ত কিছু, যাহা অন্তর চাহে এবং যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয়, সেখানে তোমরা স্থায়ী হইবে,০	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. এবং ইহাই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী তোমাদিগকে করা হইয়াছে, তোমরা যে কর্ম করিতে উহার প্রতিদানে।	وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।	لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ীভাবে,০	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা উহাতে হতাশ হইয়া পড়িবে,০	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমরা উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল যালিম।	وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. উহারা চিৎকার করিয়া বলিবে ‘হে	وَ نَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ

রুকু' ০৬

মালিক[৮৯৬], তোমার রব্ব যেন আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেন'; সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে'।	اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যে অপছন্দকারী (বিমুখ)'।	لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? বরং আমরাই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী,০	اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. উহারা কি মনে করে যে, আমরা উহাদের গোপন ও মন্ত্রণার বিষয় শুনি না? অবশ্যই (শুনি), আর আমাদের মালাকগণ উহাদের নিকট থাকিয়া লিপিবদ্ধ করে।	اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. বল, 'পরম করুণাময়ের কোন সন্তান থাকিলে তবে আমিই হইতাম (তাহার) উপাসকগণের অগ্রণী'।	قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. 'উহারা যাহা (মিথ্যা) আরোপ করে তাহা হইতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব, এবং আ'র্‌শের অধিপতি পবিত্র, সুমহান'।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব উহাদিগকে যে দিবসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।	فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূমন্ডলে এবং তিনি মহাপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	وَ هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর কত মহান তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর	وَ تَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ

৮৯৬। জাহান্নামের অধিকর্তার নাম মালিক।

مَا بَيْنَهُمَا ۚ وَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾	(সার্বভৌম) কর্তৃত্বের অধিপতি! ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে, এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।
وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾	৮৬. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদের নাই, তবে যাহারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়, তাহারা ব্যতীত।
وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۫ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾	৮৭. আর যদি উহাদের প্রশ্ন কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্', তবুও কোথায় উহাদের ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ?
وَ قِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾	৮৮. আর (আমি অবগত আছি) তাহার (রসূলের) এই উক্তি, 'হে আমার রব্ব! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না'।
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾	৮৯. সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর ও বল 'শান্তি' (বজায় থাকুক) ; তবে উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

وقف لازم

রুকু' ০৭

৪৪- সূরা আদদুখান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	কুরআন নাযিলের রাত্রের মর্যাদা, মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করিয়াছেন।
০৮-১৬	সেই দিন মহাকাশ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সব মানুষ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়িবে।
১৭-৩৩	বানী ইসরাঈলীদের উদ্ধার। ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের পরীক্ষা ও ধ্বংস।
৩৪-৫৯	পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি। পাপিষ্ঠদের পরকালীন খাদ্য হবে যাক্কুম গাছ ও প্রচণ্ড তপ্ত পানি। মুত্তাক্বীদের পরকালীন নিরাপত্তা ও নিয়া'মত। কুরআনকে সহজ করা হইয়াছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

৪৪- সূরা আদদুখান

মাক্কী ; আয়াত ৫৯, রুকূ' ৩

٤٤ سُوْرَةُ الدُّخَانِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٩ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

حٰمٓ ﴿١﴾	১. হা- মি----ম,০

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের-০	وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ﴿۲﴾
৩. নিশ্চয় আমরা ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে[৮৯৭], অবশ্যই আমরা সতর্ককারী।	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿۳﴾
৪. এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়-০	فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ﴿۴﴾
৫. আমাদের আদেশক্রমে ; আমরাই তো রসূল প্রেরণ করিয়া থাকি,০	اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ﴿۵﴾
৬. তোমার রব্ব এর দয়াস্বরূপ ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ-০	رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ﴿۶﴾
৭. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব্ব ; যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۛ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۷﴾
৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান ; তিনি তোমাদের রব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব্ব।	لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸﴾
৯. বস্তুত উহারা সন্দেহের ঘুরপাকে হাসিঠাট্টায় মত্ত।	بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿۹﴾
১০. অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ-০	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۱۰﴾
১১. এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে ; ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।	يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾
১২. (তখন উহারা বলিবে), 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের হইতে শাস্তি দূর কর, অবশ্যই আমরা ঈমান আনিব'।	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

৮৯৭। দ্র. ২:১৮৫ ও ৯৭:১।

১৩. উহারা কী করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে ? উহাদের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা-দাতা এক রসূল-০	اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَ قَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾
১৪. অতঃপর উহারা তাহার ব্যাপারে বিমুখ হইয়া বলে, 'সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল'।	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿١٤﴾ وقف لازم
১৫. নিশ্চয়ই আমরা স্বল্পকালের জন্য শাস্তি রহিত করিব- (কিন্তু) তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থাই ফিরিয়া যাইবে।[৮৯৮]	اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ﴿١٥﴾ وقف لازم
১৬. যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে পাকড়াও করিব, (সেদিন) নিশ্চয়ই আমরা শাস্তি প্রদান করিব।	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর ইহাদের পূর্বে আমরা তো ফিরআ'উন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রসূল-০	وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾
১৮. সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর ; আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'-০	اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾
১৯. 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ',০	وَّ اَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾
২০. 'আর আমি আমার রব্ব ও তোমাদের রব্ব এর শরণ লইতেছি যাহাতে তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে না পার',০	وَ اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾
২১. 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন	وَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾

৮৯৮। হিজরতের পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তখন আবূ সুফিয়ান মদীনায় গিয়া রসূলুল্লাহ (স.) কে দুআ' করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় তিনি দুআ' করিয়াছিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। এই আয়াতে তাফসিরকারগণ উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই আয়াতের বিষয়বস্তু শুধু উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং উহা সর্বকালীন ও সার্বজনীন শিক্ষনীয় হিসাবে বিবেচ্য। অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহ্‌র দ্বীন হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপথগামী হয় তখন আল্লাহ্ কখন কখনও কঠিন সংকটে ফেলিয়া তাহাদিগকে সুপথে প্রত্যবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেন।

না কর, তবে তোমরা আমার নিকট হইতে দূরে থাক'।	
২২. অতঃপর মূসা তাহার রব্ব এর নিকট নিবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়'।•	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. (আল্লাহ্ বলিলেন), 'সুতরাং তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবেই'-০	فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং সমুদ্রকে স্থির (অবস্থায়) থাকিতে দাও[৮৯৯]; উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবেই'।	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. উহারা রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ-০	كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوْنٍ ﴿٢٥﴾
২৬. আর কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ-০	وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِیْمٍ ﴿٢٦﴾
২৭. কত বিলাস-উপকরণ যাহাতে উহারা আনন্দ-ফুর্তি করিত-০	وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِیْهَا فٰكِهِیْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এইতো ঘটনা; আর এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।	كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আকাশ ও পৃথিবী উহাদের জন্য অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।	فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِیْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমরা তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে-০	وَ لَقَدْ نَجَّیْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِیْنِ ﴿٣٠﴾
৩১. ফিরআ'উন হইতে; নিশ্চয় সে ছিল উদ্ধত সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿٣١﴾

৮৯৯। বানী ইসরাঈলসহ মূসা (আ.) সমুদ্র অতিক্রম করিতে সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইয়াছিল। (দ্র. ২:৫০)। তাঁহাদের সমুদ্র অতিক্রম করার পর মূসা (আ.) কে বলা হইয়াছিল, সমুদ্রকে সেই অবস্থায় থাকিতে দাও, যাহাতে ফিরআ'উন ও তাহার বাহিনী উহাতে প্রবেশ করে। (দ্র. ৭:১৩৬)।

৩২. এবং আমরা তো জ্ঞাতসারে উহাদিগকে বিশ্ববাসীর[৯০০] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,০	وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. উহারা[৯০১] তো বলিয়াই থাকে-০	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে না'।	اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. 'অতএব আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে আনয়ন কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।	فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. শ্রেষ্ঠ কি উহারা না তুব্বাআ' জাতি[৯০২]- এবং ইহাদের পূর্ববর্তীরা? উহাদের ধ্বংস করিলাম, উহারা তো ছিল পাপী।	اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۛ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর আমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।	وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আমরা এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।	مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদের মীমাংসার দিবস-০	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না-০	يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন (তাহার কথা স্বতন্ত্র); নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীমদয়ালু।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾ ع ২ ৩ ১৫

রুকু' ০২

৯০০। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে। (দ্র. ২:৪৭)।

৯০১। এ স্থলে 'হাউলায়ে' দ্বারা রসূল (স.) এর সমকালীন কাফেরদিগকে বুঝাইতেছে।

৯০২। تُبَّع: রসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বেকার ইয়ামেনের এক শক্তিশালী রাজবংশের উপাধি।

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে-০	اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. পাপীর খাদ্য,০	طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾
৪৫. গলিত তামার মত, (পাপীর) উদরে ফুটিতে থাকিবে-০	كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. টগবগ ফুটন্ত পানির মত।	كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. (প্রহরী মালাকদের বলা হইবে) 'উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে',০	خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾
৪৮. 'অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও' ;০	ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾
৪৯. (বলা হইবে) 'আস্বাদ গ্রহন কর, তুমি তো ছিলে অতি শক্তিধর, অভিজাত'!	ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾
৫০. 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করিতে'।	اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে-০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾
৫২. উদ্যান ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে,০	فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হইয়া বসিবে-০	يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. এইরূপই (ঘটিবে) ; আর উহাদের জোড় করিয়া দিব সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূর[৯০৩] (আকর্ষণীয় পবিত্র সঙ্গী) এর সহিত ;০	كَذٰلِكَ ۫ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

মুআ' ২৬

معانقة ٢٣

৯০৩। حُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গ ; ইহার একটি একবচন اَحْوَرٌ (আহওয়ার) যাহা পুংলিঙ্গ এবং আর একটি একবচন حَوْرَاءُ (হাওরায়ু) যাহা স্ত্রীলিঙ্গ। حُوْرٌ عِيْنٌ অর্থ (Splendid pure companion with lusturous eyes-deepblack & intense white) ; অতি শুভ্র ও কৃষ্ণ চক্ষু বিশিষ্ট অর্থাৎ সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট আকর্ষনীয় পবিত্র সঙ্গী, যাহা পুরুষ ও নারী উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনেক অনুবাদে حُوْرٌ عِيْنٌ এর অর্থ এর অর্থ 'আয়তলোচনা ও সুন্দরী নারী' লিখা হয়, যাহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। আল্লাহ্ তায়া'লাই ভাল জানেন। (দ্র. ৫২ : ২০, ৫৫ : ৭২, ৫৬ : ২২)।

৫৫. সেথায় তাহারা নির্বিঘ্নে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল আনিতে বলিবে-০	يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেখানে আর কোন মৃত্যুর আস্বাদন করিবে না, এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন-০	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. তোমার রব্ব নিজ অনুগ্রহে ; ইহাই তো মহাসাফল্য।	فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾
৫৮. বস্তুত তোমার ভাষায় ইহাকে (কুরআনকে) সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় উহারাও প্রতীক্ষমাণ।	فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

রুকু' ০৩

৩ ع ১৬

৪৫- সূরা আলজাছিইয়াহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	মহাবিশ্বে মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে অসংখ্য নিদর্শন। এই কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁহার হিদায়াত।
১২-২১	আল্লাহ্ মহাবিশ্বের সবকিছু এবং সমুদ্রকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছেন। যে সৎকর্ম করিবে তাহাতে তাহারই কল্যাণ। বানী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র বিশাল অনুগ্রহ সত্ত্বেও আল্লাহ্র এই কিতাবের ব্যাপারে তাহাদের মতভেদ। মহানাবী (স.) কে প্রদত্ত শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ। কুরআন মহাসত্যের প্রমাণ।
২২-২৬	তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তযুক্তি।
২৭-৩৭	ক্বিয়ামতের দিন বাতিলপন্থীরা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আ'মলনামা সত্য কথা বলিবে। আখিরাত অস্বীকারকারীদের পরকালীন অসহায়ত্ব।

৪৫- সূরা আলজাছিইয়াহ্

মাক্কী ; আয়াত ৩৭, রুকু' ৪

٤٥ سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣٧ ركوعاتها ٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০	حٰمٓ ﴿١﴾
২. এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী, অতীব	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য ;০

وَ فِيْ خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪. এবং তোমাদের সৃজনে এবং প্রাণীকূলের বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য-০

وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

৫. আর রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে প্রেরিত যে রিয্‌ক্ব[৯০৪] (বারিবর্ষণ) দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে, নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

৬. এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যাহা আমরা তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি যথাযথ ভাবে, সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার আয়াতের পরে, উহারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করিবে ?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য-০

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾

৮. যে তাহার নিকট তিলাওয়াতকৃত আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে, অথচ ঔদ্ধত্যে (কুফুরির উপর) অটল থাকে যেন সে উহা শুনে নাই, সুতরাং তাহাকে সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

وَ اِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾

৯. যখন আমাদের আয়াতসমূহের কিছু সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে ; উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ;০

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّ لَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম, আর উহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা উহাদের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও

৯০৪। বৃষ্টির ফলে উৎপন্ন শস্য হয় রিয্‌ক্ব, সে কারণ বৃষ্টির জন্য 'রিয্‌ক্ব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৃষ্টির সহিত নাইট্রোজেন জাতীয় উপকারী সার যমীনকে পুষ্ট করে।

নহে, উহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি ;০	
১১. ইহা (কুরআন) সৎপথের দিশারী ; যাহারা তাহাদের রব্ব এর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি। রুকু' ০১	هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ ع ١
১২. আল্লাহ্ই নিয়োজিত করিয়াছেন তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযান চলিতে পারে ও তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ (রিয্ক্ব) তালাশ করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও,০	اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন তোমাদের জন্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁহার (নিজ) হইতে ; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।	وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির[৯০৫] প্রত্যাশা করে না, ইহা এইজন্য যে, তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার (ভাল-মন্দ) কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন'।	قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. যে সৎকর্ম করিল উহা তাহার নিজের জন্যই, এবং কেহ মন্দকর্ম করিলে উহা তাহার উপরই বর্তাইবে, তৎপর তোমরা তোমাদের রব্ব এর প্রতি প্রত্যানীত হইবে।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আমরা তো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত দান করিয়াছিলাম ও উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং মর্যাদা দিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. এবং আমরা উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান	وَ اٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا

৯০৫। যেই দিনগুলিতে আল্লাহ্ নেককারদের পুরস্কার ও বদকারদের শাস্তি দেন। উহা দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় স্থানেই হইতে পারে। 'আইইয়াম' : অর্থ ঘটনাসমূহও হয়, আল্লাহ্র নির্ধারিত ব্যবস্থায় মুক্তি প্রাপ্তি অথবা শাস্তি প্রদানের যে সকল ঘটনা ঘটে। ইহাদের কিছু এই দুনিয়ায় হয় এবং চূড়ান্ত ভাবে আখিরাতে হইবে।

করিয়াছিলাম দ্বীন সম্পর্কে, উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতবিরোধ করিয়াছিল ; নিশ্চয় তোমার রব্ব ক্বিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে উহারা মত বিরোধ করিত।	اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ ۙ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِىۡ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كَانُوۡا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۱۷﴾
১৮. অতঃপর আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দ্বীনের বিধি-বিধানের উপর সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।	ثُمَّ جَعَلۡنٰكَ عَلٰى شَرِيۡعَةٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸﴾
১৯. আল্লাহ্র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না ; এবং যালিমরা তো একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের বন্ধু।	اِنَّهُمۡ لَنۡ يُّغۡنُوۡا عَنۡكَ مِنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيۡنَ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۱۹﴾
২০. ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দর্শন এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।	هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحۡمَةٌ لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۲۰﴾
২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? উহাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!	اَمۡ حَسِبَ الَّذِيۡنَ اجۡتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنۡ نَّجۡعَلَهُمۡ كَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡ ؕ سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ﴿۲۱﴾ ع ২ ১৮ রুকু' ০২
২২. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যাইতে পারে আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।	وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَـقِّ وَلِتُجۡزٰى كُلُّ نَفۡسٍۢ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশিকে আপন ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে ? আল্লাহ্ (তাহার এমতাবস্থা জানিয়াই) তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর	اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلۡمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمۡعِهٖ وَقَلۡبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنۡ يَّهۡدِيۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ

উপর রাখিয়াছেন আবরণ (দ্র. ২ : ৭) ; অতএব আল্লাহ্‌র (বিভ্রান্ত করিবার) পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?	اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আর উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি[৯০৬] আর একমাত্র মহাকালই আমাদিগকে ধ্বংস করে', বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।	وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং উহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।	وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে ক্বিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না'।	قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ ع
২৭. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই, যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।	وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তুমি প্রত্যেক দলকে দেখিবে ভয়ে নতজানু ; প্রত্যেক দলকে তাহার আ'মলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে ; এবং (বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে'।	وَ تَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۛ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

রুকু' ০৩ — ع ٣ ١٩

৯০৬। কাফেররা বলে, আমাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা, উহা তো এই পৃথিবীতেই হয়। এই পৃথিবীতে মৃত্যু হইলে সকল শেষ, আবার জীবিত হওয়া অথবা পুনরুত্থান এই সকল কথা অবান্তর ও অবিশ্বাস্য। (দ্রষ্টব্য: ৪৪ : ৩৫ আয়াত)।

২৯. এই আমাদের লিপি[৯০৭], ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে ; তোমরা যাহা করিতে তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।	هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, ফলত তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে ; ইহাই মহাসাফল্য।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾
৩১. পক্ষান্তরে, যাহারা অস্বীকার করে (তাহাদিগকে বলা হইবে), 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় নাই ? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়'।	وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং ক্বিয়ামত- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই', তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না ক্বিয়ামত কী ; আমরা মনে করি ইহা একটি (অমূলক) ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নহি'।	وَ اِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তখন উহাদের মন্দ কর্মগুলি উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।	وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে ভুলিয়া যাইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, তোমাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না'।	وَ قِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র	ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ

৯০৭। ইহা বান্দার আ'মলনামা, যাহা আল্লাহ্র নির্দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আয়াতসমূহকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল', সুতরাং সেই দিন তাহাদিগকে উহা (জাহান্নাম) হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না'।	غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. অতএব সকল হামদ্ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশসমূহের রব্ব, পৃথিবীর রব্ব ও জগত সমূহের রব্ব।	فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই, এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব মহাপ্রজ্ঞাময়।	وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۖ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

রুকু' ০৪

ع ٤ ٢٠

পারা ২৬

৪৬- সূরা আলআহক্বাফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট দুআ' প্রার্থনা করে, তাহাদের অসহায়ত্ব।
০৭-১২	আল্লাহ্র কিতাব ও রিসালাতকে অস্বীকার করিবার পরিণাম।
১৩-২০	আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসীদের কোন ভয় থাকিবে না। পিতামাতার প্রতি ইহ্সানের নির্দেশ। বয়স চল্লিশে পৌছাইলে দুআ'। মু'মিন পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার মন্দ পরিণতি।
২১-২৮	অতীত জাতিগুলি নাবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবার কারণে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে।
২৯-৩৫	একদল জিন্নের কুরআন শুনা, ঈমান আনা এবং নিজেদের জাতির নিকট দাওয়াত প্রদানের বিবরণ।

৪৬- সূরা আলআহক্বাফ

মাক্কী ; আয়াত ৩৫, রুকূ' ৪

٤٦ سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣٥ ركوعاتها ٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হা- মি----ম,০

حٰمٓ ﴿١﴾

২. এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, আমরা যথার্থ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট কালের লক্ষ্য ব্যতীত সৃষ্টি করি নাই ; কিন্তু যাহারা প্রত্যাখ্যান করে উহারা, যে বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহা হইতে বিমুখ থাকে।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

৪. বল, 'তোমরা আল্লাহ্র ব্যতীত (পাশাপাশি) যাহাদিগকে ডাক তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলী (সৃজনে) উহাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি ? পূর্ববর্তী কোন কিতাব বা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

৫. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহ্‌র ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকে যাহা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাতে সাড়া দিবে না ? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।	وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآىِٕهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝৫
৬. এবং যখন ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি (দেবতাগুলি) হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের ই'বাদত অস্বীকার করিবে।	وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّ كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝৬
৭. আর যখন উহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট তিলাওয়াত করা হয় তখন কাফেররা উহাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হইলে বলে ইহা তো স্পষ্ট যাদু ;০	وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝৭
৮. তবে কি উহারা বলে যে 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে'; বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি, তবে তোমরা আল্লাহ্‌ হইতে আমাকে বাচাঁইবার কোন অধিকারই রাখ না ; তোমরা ইহাতে যে সমালোচনায় লিপ্ত তাহা তিনি সবিশেষ জ্ঞাত ; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে তিনিই যথেষ্ট ; আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু'।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝৮
৯. বল, 'আমি কোন নূতন রসূল নহি, আর আমি জানিই না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে ; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি অহি করা হয়, আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'।	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ لَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَ مَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝৯
১০. বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি ইহা (কুরআন) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, অথচ বানী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى

مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ ع ١

কিতাব[৯০৮] সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে ও ইহাতে ঈমান আনিয়াছে তদুপরি তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, (এমতাবস্থায় তোমাদের পরিণাম কী হইবে ?) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

রুকু' ০১

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَاۤ اِلَيْهِ ؕ وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَاۤ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

১১. আর যাহারা ঈমান আনে তাহাদের সম্পর্কে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'যদি ইহা উত্তমই হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না' ; আর যখন তাহারা ইহা দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয় নাই তখন তাহারা অবশ্য বলিবে, 'ইহা তো এক পুরাতন অলীক রচনা'।

وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ ع

১২. আর ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও রহমত স্বরূপ ; আর এই কিতাব উহার প্রত্যায়নকারী, আরবি ভাষায়, যেন ইহা যালিমদিগকে সতর্ক করে, এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সুসংবাদ,০

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ع

১৩. যাহারা বলে, 'আমাদের রব্ব তো আল্লাহ্' অতঃপর (ইহাতে) অটল থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না,০

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. উহারাই জান্নাতবাসী তথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কারস্বরূপ।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَ حَمْلُهٗ

১৫. আর আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি ; তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত

৯০৮। অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সম্পর্কে। شَاهِدٌ একজন সাক্ষী- ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এর নাম অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্যণীয় যে, شَاهِدٌ শব্দটি اِسْمُ جِنْس এবং সাধারণ অর্থের দিক দিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) প্রমুখ সহ বানী ইসরাঈলের মধ্যে যাঁহারাই তৎকালীন ইসলাম গ্রহণ করেন, সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে ; (দ্র. ১৭ : ১০৭-১০৮, ২৪ : ৫৩)। স্মরণ রাখিবার বিষয় যে এই আয়াতটি মাক্কী এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আরও দেখুন: ই আলী, ইবনে কাসীর)।

وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত ; তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চলিশ বৎসরে উপনীত হয়- তখন বলে, 'হে আমার রব্ব! আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারি, যে নিয়া'মত দানে আমার ও আমার পিতা মাতার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ- তাহার জন্য এবং যেন আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও ; এবং আমার জন্য আমার প্রজন্মকে সৎকর্মশীল কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম (তাওবা করিলাম), আর আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভুক্ত'।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. ইহাদের আ'মলের মধ্যে যাহা উত্তম আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ; ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য প্রতিশ্রুতি।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু জনপদ গত হইয়াছে' ? তখন তাহার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য', কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে'।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. উহাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে তাহাদের মত উহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র (শাস্তির) বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে ; ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾ ع ٢

২০. আর যেদিন কাফেরদিগকে অগ্নি-সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে ; (বলা হইবে), 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনের উত্তম সামগ্রীগুলির অপব্যবহার করিতে[৯০৯] আর সেইগুলি দ্বারা (নিরর্থক) ভোগ-বিলাস করিতে, সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অপমানকর শাস্তি, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য করিতে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী'।

রুকু' ০২

وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং স্মরণ কর, আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা (হূদ, দ্র. ৭:৬৫) এর কথা ; যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল, সে তাহার আহক্বাফের[৯১০] সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ই'বাদত করিও না ; আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি'।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে আমাদের দেব-দেবীর পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার (শাস্তির) ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর'।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۫ وَ اُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ لٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই নিকট আছে, আর আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়'।

৯০৯। পার্থিব জীবনের উত্তম সামগ্রী বা রিয্ক্ব (সম্পদ, জ্ঞান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি) দ্বারা আখিরাতের পাথেয় বা আঞ্জাম সংগ্রহ না করিয়া সেইগুলি দ্বারা (নিরর্থক) ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়াছ।

৯১০। আহক্বাফ, ইয়ামেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾

২৪. অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে'; (হূদ বলিল), 'ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, ইহাতে রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি'-০

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. 'আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে', অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ব্যতীত আর কিছুই রহিল না ; এইভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۲۶﴾ ع

২৬. আর আমরা উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই ; আমি উহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়াছিলাম ; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় উহাদের কোন কাজে আসে নাই, কেননা উহারা অস্বীকার করিয়াছিল আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে- যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, তাহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

রুকু' ০৩

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. আর আমরা তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্বস্ত জনপদসমূহ; আর নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. উহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন ? বস্তুত উহাদের ইলাহ্‌গুলি উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, উহাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ

২৯. এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা

الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

কুরআন পাঠ শুনিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ কর', যখন সমাপ্ত হইল উহারা উহাদের জাতির নিকট সতর্ককারীরূপে ফিরিয়া গেল।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. উহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে প্রত্যায়ন করে এবং সত্য সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করে'।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. 'হে আমাদের জাতি! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহাতে ঈমান আন, তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন'।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং কেহ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে (তাঁহার অভিপ্রায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং তিনি ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক থাকিবে না ; উহারাই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রহিয়াছে।

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْۦِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম ? বস্তুত তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর যেই দিন কাফেরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট ; সেই দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে'? উহারা বলিবে, 'অবশ্যই (সত্য), আমাদের রব্ব এর শপথ' ; (তখন) তিনি বলিবেন, 'শাস্তি আস্বাদন কর কারণ তোমরা ছিলে প্রত্যাখ্যানকারী'।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

ع ٤ الربع

৩৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়চেতা রসূলগণ, তুমি উহাদের জন্য (শাস্তির) ত্বরা করিও না ; উহাদিগকে যেই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা যেইদিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের একদণ্ডের বেশি (পৃথিবীতে) অবস্থান করে নাই ; ইহাই ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী জাতি ব্যতীত কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে ?●

● এক চতুর্থাংশ
রুকু' ০৪

৪৭- সূরা মুহাম্মাদ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	যাহারা অস্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তাহাদের সকল আ'মল ব্যর্থ। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ উহাতে ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাহাদের অবস্থা ভাল করিবেন ও সাহায্য করিবেন, কারণ তিনি তাহাদের মাওলা। কাফেরদের কোন মাওলা নাই।
১২-১৯	মু'মিনদের প্রাপ্য জান্নাত আর কাফেরদের প্রাপ্য জাহান্নামের তুলনা। যাহারা হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ্ তাহাদের হিদায়াত ও তাক্বওয়া বৃদ্ধি করিয়া দেন। নাবীকে তাঁহার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ।
২০-৩০	মুনাফিক ও দুর্বল মু'মিনদের অবস্থার বিবরণ। কুরআন লইয়া যাহারা চিন্তা গবেষণা করে না তাহাদের হৃদয় কি তালাবদ্ধ ? যাহারা ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, মৃত্যুকালে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়।
৩১-৩৮	আল্লাহ্ মু'মিনদের পরীক্ষা করেন খাঁটি মুজাহিদদের বাছাই করিবার জন্য। কুফুরির উপর মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে কৃপণতা করা মু'মিনের কর্ম নহে।

٤٧ سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

مَدَنِيَّةٌ اياتها ٣٨ ركوعاتها ٤

৪৭- সূরা মুহাম্মাদ

মাদানী ; আয়াত ৩৮, রুকু' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

১. যাহারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করে ও (অপরকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ

২. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যাহাই অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে বিশ্বাস করে, এবং উহা তাহাদের রব্ব এর নিকট

হইতে (প্রেরিত) সত্য- তিনি তাহাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থা শুধরাইয়া দিবেন।	عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢
৩. ইহা এইজন্য যে, যাহারা প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদের রব্ব-প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে ; এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣
৪. অতএব যখন তোমরা (যুদ্ধে) কাফেরদের মুকাবিলা কর[৯১১] তখন গর্দানে আঘাত কর ; পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে- অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ, (তোমরা যুদ্ধ চালাইবে) যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে ;♣ ইহাই (বিধান) ♣; এবং আল্লাহ্ যদি* ইচ্ছা করিতেন উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি (দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করিতে চাহেন ; আর যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাহাদের আ'মল কখনও বিনষ্ট হইতে দেন না।	فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۗ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ؕ وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤
৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদের অবস্থা শুধরাইয়া দেন,০	سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥
৬. এবং তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।	وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦
৭. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান[৯১২] সুদৃঢ় করিবেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧

মুআ' ২৭

মনঃ ২৭

৯১১। لَقِيَ : মূল শব্দ لِقَاءٌ সাক্ষাৎ করা, এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করা অর্থাৎ যুদ্ধে মুকাবিলা করা।
৯১২। اَقْدَامٌ : একবচন قَدَمٌ; পদ, পদক্ষেপ, এখানে পদ অর্থাৎ অবস্থান।

৮. আর যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।	وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾
৯. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ্ উহাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
১০. উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছে ? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, আর কাফেরদের জন্য রহিয়াছে উহার অনুরূপ।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾
১১. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তো তাহাদের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে এবং কাফেরদের কোন অভিভাবকই নাই।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾ ع
১২. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে, আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾
১৩. আর উহারা তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তোমার যে জনপদ হইতে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমরা উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদের সাহায্যকারী কেহ ছিল না।	وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْۤ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾
১৪. যে ব্যক্তি তাহার রব্ব-প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায়, যাহার নিকট নিজের নিকৃষ্ট কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ?	اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ اتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

রুকু' ০১

ع ١١ ٥

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫. মুত্তাক্বীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ; উহাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু পানীয় নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের রব্ব এর পক্ষ হইতে ক্ষমা ; মুত্তাক্বীরা কি তাহার ন্যায়, যে জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি যাহা উহাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে ?

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ اتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬. আর উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, ‘এইমাত্র সে কী বলিল’ ? ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।

وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّ اٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে তিনি তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে তাক্বওয়া অবলম্বনের সামর্থ দান করেন।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. উহারা কি কেবল এইজন্য প্রতীক্ষা করিতেছে যে, ক্বিয়ামত উহাদের নিকট আসুক আকস্মিকভাবে ? উহার লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে, ক্বিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কী করিয়া!

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾ ع ٢

১৯. সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মু’মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য, আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

রুকু’ ০২

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿۲۰﴾

২০. এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছ তাহাদের (কেহ কেহ) বলে, 'একটি (যুদ্ধ সংক্রান্ত) সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন' ? অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকে, তুমি দেখিবে, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে ; সুতরাং শোচনীয় পরিণাম উহাদের,০

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿۲۱﴾

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা (উহাদের জন্য উত্তম ছিল) ; সুতরাং যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল ; যদি উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি (প্রদত্ত অঙ্গীকার) পূরণ করিত তবে তাহাদের জন্য ইহা অবশ্যই মঙ্গলজনক হইত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿۲۲﴾

২২. তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿۲۳﴾

২৩. ইহাদিগকেই আল্লাহ্‌ লা'নত করেন, অতঃপর উহারাই তাহারা যাহাদের আল্লাহ করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿۲۴﴾

২৪. তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-গবেষণা করে না ? না কি উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَ اَمْلٰى لَهُمْ ﴿۲۵﴾

২৫. যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ পরিস্ফুট হইবার পর তাহাদের পিছনে ফিরিয়া যায়, শাইত্বান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় ; আর উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿۲۶﴾

২৬. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপছন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, 'আমরা অচিরেই (ইচ্ছামত) কোন কোন বিষয়ে তোমাদের

আনুগত্য করিব' ; আর আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।	
২৭. মালাকগন যখন উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কিরূপ হইবে ?	فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾
২৮. ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় ও তাঁহার সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে ; তিনি ইহাদের আ'মলগুলি নিষ্ফল করিয়া দেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَ كَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ ع ٣
২৯. যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো উহাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না ?	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমরা যদি* ইচ্ছা করিতাম তোমাকে উহাদের পরিচয় দিতাম, ফলে তুমি উহাদের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে ; কিন্তু তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে ; আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।	وَ لَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾
৩১. এবং আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমরা জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে সংগ্রামী ও ধৈর্যশীলদিগকে- আর তোমাদের বিষয়ে পরীক্ষা করি।	وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ ۙ وَ نَبْلُوَاْ اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾
৩২. নিশ্চয় যাহারা প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রসূলের বিরোধিতা করে- উহারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না ; এবং অচিরেই তিনি তো তাহাদের আ'মলসমূহ ব্যর্থ করিবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ شَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا

রুকু' ০৩

কর, আর তোমাদের আ'মলসমূহ বিনষ্ট করিও না।	الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. যাহারা প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾
৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল ; আল্লাহ্ তোমাদের সহিত আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।	فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক ; যদি তোমরা ঈমান আন, তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাহেন না।	اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَ لَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের নিকট হইতে তিনি উহা (সম্পদ) চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে, তোমরা তো কার্পণ্য করিবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।	اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَ يُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾
৩৮. দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে বলা হয়, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করে, যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি ; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন ; তখন তাহারা তোমাদের মত হইবে না।	هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

রুকু' ০৪ ع ৪

৪৮- সূরা আলফাত্হ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১০	হুদাইবিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলিয়া ঘোষণা। আল্লাহ্ মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর আল্লাহ্র গজব। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সত্যের সাক্ষ্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। রসূল (স.) এর নিকট বাইআ'ত গ্রহণকারীগণ মূলত আল্লাহ্র নিকট বাইআ'ত গ্রহণ করে।
১১-১৭	পশ্চাতে অবস্থানকারীদের পরিণতি।
১৮-২৭	হুদাইবিয়ার বাইআ'ত ও সন্ধির প্রশংসা। আল্লাহ্ রসূলের স্বপ্নকে সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।
২৮-২৯	রসূল (স.) কে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠাইবার উদ্দেশ্য দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী করিতে। মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁহার সাথীদের বৈশিষ্ট্য ও জীবনের লক্ষ্য এবং তাওরাত ও ইনজীলে তাহাদের উপমা।

৪৮- সূরা আলফাত্হ

মাদানী ; আয়াত ২৯, রুকূ' ৪

٤٨ سُوْرَةُ الْفَتْحِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٩ ركوعاتها ٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়[৯১৩]-০

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴿١﴾

২. যেন আল্লাহ্ তোমার অতীতের ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন-০

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿٢﴾

৩. এবং আল্লাহ্ তোমাকে অপ্রতিরোধ্য সাহায্য দান করেন।

وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾

৪. তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি[৯১৪] দান

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ

৯১৩। ৬ হি./৬২৮ খ্রি. সালে প্রায় ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহ (স.) উ'মরাহ্ করিতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁহাদিগকে উ'মরাহ্ করিতে বাধা দিবে, এই আশংকায় তাঁহারা মক্কার অদূরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলি মুসলিমদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে অবমাননাকর মনে হইলেও রসূলুল্লাহ (স.) শান্তির খাতিরে তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উ'মরাহ্ না করিয়াই তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই সন্ধিকে আল্লাহ্ স্পষ্ট বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

৯১৪। প্রশান্তি প্রদানের ফলেই প্রবল উষ্কানি সত্ত্বেও মুসলিমগণ শান্ত ছিলেন এবং এমন সংকটময় মুহূর্তে ধীরস্থিরভাবে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধের বাইআ'ত (৪৮ : ১৮) গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

করেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সহিত ঈমানকে বৃদ্ধি করিয়া লয় ; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়-০	لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٤
৫. ইহা এইজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও নারীদিগকে দাখিল করিবেন[৯১৫] জান্নাতে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ মোচন করিবেন ; ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য-০	لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٥
৬. আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন ; অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন আর উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জাহান্নাম, এবং (উহা কত) নিকৃষ্ট আবাস!	وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦
৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই ; এবং আল্লাহ্ হইলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧
৮. নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে-০	اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝٨
৯. যাহাতে (হে মানুষেরা!) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রসূলকে শক্তি যোগাও ও তাহাকে সম্মান কর ; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার (আল্লাহ্র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝٩
১০. নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট বাই'আত	اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

৯১৫। কর্মের মাধ্যমে ঈমানের পরিচয় যাহারা দিলেন আখিরাতে তাঁহাদের জন্য কি পুরস্কার রহিয়াছে তাহা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٠﴾

করে তাহারা আল্লাহ্রই নিকট বাইআ'ত গ্রহণ করে[৯১৬]; আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর[৯১৭], অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই বিরুদ্ধে এবং যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দিবেন।

ع ৭

রুকু' ০১

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١١﴾

১১. যে সকল মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন', উহারা মুখে যাহা বলে তাহা উহাদের অন্তরে নাই ; উহাদিগকে বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাহারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে উহা আল্লাহ্র মুকাবিলায় নিবৃত্ত করিতে পারে' ? বস্তুত তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ﴿١٢﴾

১২. বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল ; তোমরা নিকৃষ্ট ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায় !

وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনে না, বস্তুত সেই সব কাফেরের জন্য আমরা প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি।

৯১৬। বাইআ'ত: বিক্রয় করা, আনুগত্যের শপথ করা। পারিভাষিক অর্থ কাহারও হস্ত ধারণ করিয়া কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করা। উহা সাধারণত আনুগত্যের বা কোন বিশ্বাস ও কার্যের অঙ্গীকার হইয়া থাকে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এই পদ্ধতিতে সাহাবীদের নিকট হইতে ইসলামের, যুদ্ধের/জিহাদের অথবা উত্তম কর্মের অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন।

৯১৭। ইহার বিবিধ ব্যাখ্যার কতিপয় হইল: (১) আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হস্তে সাহাবীদের বাইআ'ত গ্রহণের বিষয়টি অবগত আছেন। (২) রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই বাইআ'ত গ্রহণ করেন। (৩) আল্লাহ্র করুণা ও কৃপা রসূলুল্লাহ্ (স.) এর উপর আছে, সুতরাং যাহারা বাইআ'তের জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হস্ত ধারণ করিয়াছেন তাহাদের জন্যও আল্লাহ্র করুণা ও কৃপা রহিয়াছে।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৪. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন ; আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন পশ্চাতে থাকিয়া যাওয়া লোকেরা অচিরেই বলিবে, 'তোমাদের সহিত আমাদিগকে যাইতে দাও', উহারা আল্লাহ্র নির্দেশ[৯১৮] পরিবর্তন করিতে চাহে ; বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হইতে পারিবে না, আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা দিয়াছেন', তখন উহারা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি হিংসা করিতেছ' ; বস্তুত উহারা অতি সামান্যই বোধ রাখে।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়াছিল তাহাদিগকে বল, 'শীঘ্রই তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করিতে), তোমরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা উহারা আত্মসমর্পণ করিবে[৯১৯], তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন, আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন'।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾ ع

১৭. অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নাই, খঞ্জের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং পীড়িতের জন্য কোন অপরাধ নাই (যুদ্ধে না যাওয়ায়) ; এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।•

রুকু• অর্ধাংশ ০২

النصف ع ٢ ١٠

৯১৮। كَلٰم : বাণী, আদেশ। এখানে নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯১৯। ইসলাম গ্রহণ করিয়া অথবা জিযইয়া প্রদান করিয়া।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করিল[৯২০], তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন ; অতঃপর তাহাদিগকে তিনি প্রদান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়[৯২১]-০

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যাহা তাহারা গ্রহণ করিবে ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

২০. আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদের, যাহার অধিকারী হইবে তোমরা, সেকারণে তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন, আর তিনি তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সঠিক-সুদৃঢ় পথে-০

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. এবং আরও রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই[৯২২], উহা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রাখিয়াছেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২২. আর কাফেররা তোমাদের মুকাবিলা করিলে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

৯২০। হুদায়বিয়ায় যখন মুসলিমগণ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মক্কার মুশরিকদের সহিত আলোচনার জন্য উসমান (রা:) কে মক্কায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে মক্কার মুশরিকরা আটক করিয়া রাখিলে গুজব রটে যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা শ্রবণে মুসলিমগণ রসূলুল্লাহ্ (স.) এর আহ্বানে জিহাদের বাইআ'ত গ্রহণ করেন। এই বাইআ'ত ইতিহাসে বাইআ'তুর রিদওয়ান বা বাইআ'তুর শাজারাহ্ নামে খ্যাত। এই আয়াতে উক্ত বাইআ'তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯২১। আসন্ন খায়বার বিজয় ও গনিমত লাভের সুসংবাদ এখানে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুতি যাহা ৪৮ : ১৫ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। (আরও দেখুন ৪৮ : ১৬, ২০)।

৯২২। মুসলিমদের জন্য ভবিষ্যত আরও বহু বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚۖ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿۲۳﴾

২৩. ইহাই আল্লাহ্র সুন্নাত (রীতি) প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, আর তুমি আল্লাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন কখনও পাইবে না।

وَ هُوَ الَّذِیْ كَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا ﴿۲۴﴾

২৪. আর তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদের হস্ত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হস্ত উহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন[৯২৩], উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর ; এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহাতে সম্যক দৃষ্টি দেন।

هُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْیَ مَعْكُوْفًا اَنْ یَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِیْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ لِیُدْخِلَ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَیَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۲۵﴾

২৫. তাহারাই যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মাসজিদুল-হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল হাদইয়ার জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে ; (তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত) যদি না থাকিত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে নিগৃহীত করিতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাহাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে, (যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই) এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে দাখিল করিবেন, যদি* উহারা পৃথক হইত, আমরা উহাদের মধ্যকার কাফেরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهٗ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ

২৬. যখন কাফেররা তাহাদের অন্তরে পোষণ করিত (গোত্রীয়) অহমিকা- অজ্ঞতার যুগের অহমিকা[৯২৪], আল্লাহ্ তখন তাঁহার রসূল ও মু'মিনদিগকে দান করিলেন স্বীয় প্রশান্তি ও

৯২৩। মুশরিকদের কয়েকটি দল হুদায়বিয়ায় আসিয়া মুসলিমদের উত্যক্ত করে। এমনকি একজন মুসলিমকে শাহীদও করে। সাহাবীগণ উহাদের বন্দী করিয়া রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আনিলে তিনি উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। অত্র আয়াতে এই ধরনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৯২৪। حَمِیَّةٌ : জিদ, গোঁয়ার্তুমি, হঠকারিতা। হুদায়বিয়ায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ছিল মক্কার মুশরিকদের অহেতুক হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ। তাহারা পবিত্র মাসে (দ্র. ২:১৯৪ ও ২:২১৭) মুসলিমগণকে উ'মরাহ পালন করার জন্য মক্কায় যাইতে দেয় নাই। সন্ধির আলোচনার সময় সন্ধিপত্রে তাসমিয়া ও 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহি' লিখিতে দেয় নাই। সন্ধির শর্তগুলির ব্যাপারেও তাহারা যুক্তিহীনভাবে জিদ দেখাইয়াছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স.) ও সাহাবীগণ আগাগোড়া চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

التَّقْوٰى وَ كَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۲۶﴾

তাহাদিগকে তাক্বওয়ার কালেমাতে[৯২৫] সুদৃঢ় করিলেন, এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

রুকূ' ০৩

ع ৩ ১১

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْیَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ ۙ مُحَلِّقِیْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِیْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِیْبًا ﴿۲۷﴾

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের স্বপ্নটি যথার্থভাবে সত্যে পরিণত করিয়াছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় অবশ্যই তোমরা মস্জিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে- তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে- তোমরা কোন ভয় করিবে না ; সুতরাং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জান না, ইহা ছাড়া তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক আসন্ন (খাইবার) বিজয়।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۲۸﴾ ؕ

২৮. তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁহার রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন ইহাকে জয়যুক্ত করেন এই দ্বীনের (বিধি-বিধানের) প্রতিটি (ক্ষেত্রে)[৯২৬] ; আর সম্যক-সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ;০

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۚۛ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ

২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল ; এবং তাঁহার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখিবে, তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুটিত থাকিবে ; তাওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ ♣এবং ইনজীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই ♣ ; আর তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে উদ্ভূত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও

মুআ' ২৮

মনযিল ৭

৯২৫। كَلِمَةَ التَّقْوٰى: বলিতে অধিকাংশ তাফসিরবিদদের মতে, ইহা দ্বারা তাক্বওয়া অবলম্বনকারী কালেমা, তাওহীদের ভিত্তি- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা বুঝায়। (বিস্তারিত দেখুন কু কা মদীনা)।

৯২৬। দ্র. ৯:৩৩ ও ৬১:৯ এবং টীকা ৩৫৫।

بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ ع ৪ ১২

পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক, যেন তিনি (মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা) কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন ; যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। রুকু' ০৪

৪৯- সূরা আলহুজুরাত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	রসূল (স.) এর প্রতি শিষ্টাচার বা আদব কায়দা পালনের নির্দেশ।
০৬-১০	ফাসিক্বের সংবাদ গ্রহণে যাচাই করিবার নির্দেশ। রসূল (স.) এর আনুগত্যের নির্দেশ। মু'মিনদের দু'পক্ষ বিবাদে জড়াইয়া পড়িলে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি।
১১-১২	মু'মিনদের প্রতি কতিপয় মন্দ গুণাবলি পরিহার করিবার নির্দেশ।
১৩	সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ সমান। আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাবান তাহারাই যাহারা তাক্বওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী।
১৪-১৮	প্রকৃত মু'মিন কাহারা ? ইসলাম গ্রহণে নাবীকে ধন্য করা নহে, বরং কাহাকেও ঈমানের দিকে পরিচালিত করা আল্লাহ্র অনুগ্রহ।

৪৯- সূরা আলহুজুরাত

মাদানী ; আয়াত ১৮, রুকু' ২

٤٩ سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٨ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾

২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের আ'মল নিষ্ফল হইয়া যাইবে আর তোমরা বুঝিতেও পারিবে না।

৩. যাহারা আল্লাহ্‌র রসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাক্বওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন ; তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣

৪. নিশ্চয় যাহারা প্রকোষ্টের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে[৯২৭], তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤

৫. তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত ; আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা লইয়া আসে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, অন্যথায় অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

৭. আর তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রহিয়াছেন ; তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন ; কুফুরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয় ; উহারাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী-০

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٧

৮. আল্লাহ্ হইতে অনুগ্রহ ও দানস্বরূপ ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨

৯২৭। حُجُرٰتٌ : একবচন حُجْرَةٌ, কক্ষ, কুটির। বানূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (স.) এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) নিজ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহারা কক্ষের পিছন হইতে তাঁহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে। আয়াতটি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে এবং এই সূরার আরও কিছু আয়াতে উম্মতকে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۹﴾

৯. আর যদি মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে, আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে, যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে- যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾ ع

১০. বস্তুত মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (দ্র. ৩৩ : ৫)•

রুকূ' ০১ • তিন চতুর্থাংশ

ع الثلثة ٣

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে ; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে, তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না ; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ, আর যাহারা তাওবা না করে, উহারাই যালিম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ

১২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক ; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ, এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না ; তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার

يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

গোশত খাইতে চাহিবে ?[৯২৮] বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর, আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

১৩. হে মানুষ! আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার ; তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিকতর মুত্তাক্বী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾

১৪. বেদুঈনরা বলে, 'ঈমান আনিলাম' ; বল, 'তোমরা ঈমান আন নাই বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই[৯২৯]; আর যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না ; আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. বস্তুত তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর (কদাচিৎও) সন্দেহ পোষণ করে না, আর সম্পদ ও কায়িক শ্রম দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা (জিহাদ) করে ; উহারাই সত্যনিষ্ঠ।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ

১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্মন্ধে আল্লাহ্‌কে শিখাইতেছ ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু

৯২৮। পরনিন্দা মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করার ন্যায় অতি ঘৃণ্য অপরাধ।

৯২৯। কিছু মরুবাসী মুসলিম বিজয়দর্শনে প্রভাবিত হয় ও আনুগত্য স্বীকার করে। আর তাহারা বলিতে থাকে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। অথচ ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের নির্দেশ নিষ্ঠার সহিত পালন তাহা তাহারা পূরণ করে নাই।

আছে পৃথিবীতে ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত'।	شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٦﴾
১৭. উহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তোমাকে অনুগ্রাহিত করিয়াছে মনে করে ; বল, 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।	يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গায়েব (দ্র. টীকা ৮) সম্পর্কে অবগত আছেন ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক প্রত্যক্ষ করেন।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

রুকূ' ২ মানযিল ৩

السجدة ٢ ع ٣

৫০- সূরা ক্বাফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বারা আখিরাত ও পুনরুত্থানের যুক্তি।
১২-১৪	যাহারা রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণতি।
১৫-৩৫	মালাকদ্বয়ের দ্বারা মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধকরণ। হাশর, বিচার এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অনিবার্যতা।
৩৬-৪৫	অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস হইতে চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। ক্বিয়ামতের আগমন ও পুনরুত্থান অনিবার্য। কুরআন দ্বারা উপদেশ করিবার নির্দেশ।

৫০- সূরা ক্বাফ

মাক্কী ; আয়াত ৪৫, রুকূ' ৩

٥٠ سُوْرَةُ قٓ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٥ ركوعاتها ٣

মানযিল ৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

السجدة ٧

১. ক্বা----ফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের[৯৩০],০	قٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾
২. বরং তাহারা বিস্ময় বোধ করে যে, উহাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইয়াছে, আর কাফেররা বলে, 'ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার'!	بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾

৯৩০। এ স্থলে কসমের জবাব اِنَّكَ مُنْذِرٌ: 'তুমি অবশ্যই সতর্ককারী' উহ্য আছে।

৩. 'আমাদের মৃত্যু হইলে ও আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও (আমরা কি পুনরুত্থিত হইব ?), সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন'।	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣
৪. আমরা তো জানি মৃত্তিকা উহাদের কতটুকু ক্ষয় করে, এবং আমাদের নিকট আছে সুরক্ষিত কিতাব[৯৩১]।	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤
৫. বস্তুত উহাদের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।	بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥
৬. উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমরা কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই ?	اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦
৭. আর আমরা বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্গত করিয়াছি নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উদ্ভিদ-০	وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧
৮. (এই সকল হইল) অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশস্বরূপ, (আল্লাহ্‌র) অনুরাগী প্রত্যেক বান্দার জন্য ।	تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨
৯. আকাশ হইতে আমরা বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ব শস্যরাজি-০	وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩
১০. এবং সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জূর-০	وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠
১১. আমার দাসদের জীবিকাস্বরূপ- আর (বৃষ্টি দ্বারা) আমরা সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে ; এইভাবে ঘটিবে পূনরুত্থান।	رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

৯৩১। অর্থাৎ লাওহি মাহফূয, যাহাতে মৃত্তিকা মৃতদেহের কতটুকু ক্ষয় করিয়াছে তাহাও আছে লিপিবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র জ্ঞান তো অণু-পরমাণুরও খবর রাখে। সুতরাং মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও দেহের পুনঃ সৃষ্টি তাঁহার জন্য অতি সহজ।

১২. ইহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স[৯৩২] ও সামূদ সম্প্রদায়-০	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَ ثَمُوْدُ ﴿١٢﴾
১৩. 'এবং আ'দ, ফিরআ'উন ও লূত সম্প্রদায়-০	وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর আইকার (১৫:৭৮) অধিবাসী ও তুব্বাআ' (৪৪:৩৭) সম্প্রদায়; উহারা প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল, ফলে উহারা আমার শাস্তির যোগ্য হইয়াছিল।	وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾
১৫. আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি! বস্তুত নতুন সৃষ্টির বিষয়ে উহারা সন্দেহে পতিত। রুকু' ০১	اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾ ع ١ ١٥
১৬. আর আমরাই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি ও তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা জানি; আমরা তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।	وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾
১৭. (স্মরণ রাখিও), দুই লিখক (মালাকদ্বয়)[৯৩৩] তাহার ডাইনে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;	اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা (লিপিবদ্ধ পূর্বক) রক্ষণার্থে প্রহরী তাহার নিকটেই তৎপর রহিয়াছে।	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।	وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾
২০. এবং বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়া হইবে; উহাই শাস্তির দিন।	وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

৯৩২। দ্র. ২৫:৩৫ আয়াত ও উহার টীকা।

৯৩৩। ইঁহারা দুইজন মালাক, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ডানে যিনি আছেন তিনি পুণ্যের এবং বামে যিনি আছেন তিনি পাপের কর্ম লিপিবদ্ধ করেন। (দ্র. ৮২:১০-১২ আয়াত)।

২১. আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সহিত থাকিবে চালক ও সাক্ষী[৯৩৪] ।	وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾
২২. তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি, অতএব আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তাহার সঙ্গী (মালাক) বলিবে, 'এই তো আমার নিকট আ'মলনামা প্রস্তুত';০	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (বলা হইবে), তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফেরকে-০	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কল্যাণকর কর্মে প্রবল নিষেধকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী-০	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾
২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিত, সুতরাং তাহাকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
২৭. তাহার সহচর (শাইত্বান) বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমি তাহাকে অবাধ্য করি নাই, বস্তুত সে-ই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত'।	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾
২৮. তিনি বলিবেন, 'আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না ; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি'।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾
২৯. 'আমার নিকট হইতে কথার (সিদ্ধান্তের) রদবদল হয় না এবং আমি আমার দাসদের প্রতি কোন অবিচারই করি না'।	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾ ع
৩০. সেইদিন আমরা জাহান্নামকে প্রশ্ন করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ' ? তখন উহা বলিবে, 'আরও আছে কি' ?	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

রুকু' ০২

২ ع ১২

৯৩৪। এই বিষয়ে প্রাথমিক মতামত سَآئِقٌ চালক একজন মালাক হাশরের দিকে চালাইয়া নিবেন, অপরজন شَهِيْدٌ কর্মের সাক্ষী হইবেন। দ্র. ১৭:১৪, ২৪:২৪, ৩৬:৬৫, ৪১:২০। বিবিধ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: ইবনে কাসির, ই আলী, মু আসাদ।

৩১. আর জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটস্থ করা হইবে- কোন দূরত্ব থাকিবে না।	وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾
৩২. ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল- প্রত্যেক (আল্লাহ্) অভিমুখী, হিফাযতকারীর[৯৩৫] জন্য,০	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যাহারা গায়েব অবস্থায় পরম করুণাময়কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়-০	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾
৩৪. (তাহাদিগকে বলা হইবে), 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর ; উহা অনন্ত জীবনের দিন'।	اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমাদের নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমরা তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, উহারা দেশে দেশে (সানন্দে) ঘুরিয়া বেড়াইত ; উহাদের কোন পলায়নস্থল রহিল কি ?	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. নিশ্চয়ই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার আছে অন্তঃকরণ[৯৩৬] অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে এবং সে হয় পরম সাক্ষী।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾
৩৮. আমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে[৯৩৭]; অথচ কোন ক্লান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّ مَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৯৩৫। গুনাহ হইতে নিজেকে রক্ষাকারী।
৯৩৬। যাহার আছে বোধশক্তিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও বিনীত অন্তঃকরণ। (দ্র. ২৬:৮৯; ৩৭:৮৪ ও ৫০:৩৩)।
৯৩৭। (দ্র. ৭:৫৪; ১০:৩; ১১:৭ ও ৫৭:৪)।

৩৯. অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর (সলাতের মাধ্যমে), সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে,০	فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾
৪০. এবং রাত্রির একাংশে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর (সলাতের মাধ্যমে) এবং (তাসবিহ কর) সিজদার (সলাতের) পরেও। (দেখুন পরিভাষা : সলাতের ওয়াক্ত)।	وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং শুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে[৯৩৮]-০	وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾
৪২. সেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ ; ইহাই (কবর হইতে) বাহির হইবার দিন।	يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমরাই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই দিকে-০	اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾
৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে, আর তাহারা (মানুষ) ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া (বাহির হইয়া আসিবে) ; এই সেই সমাবেশ যাহা (ঘটান) আমাদের জন্য সহজ।	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. উহারা যাহা বলে তাহা আমরা জানি, তুমি উহাদের উপর জবরদস্তিকারী নহ ; অতএব কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও তাহাকে যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

রুকু' ০৩

৯৩৮। সেই ঘোষণা সকলেই শুনিতে পাইবে। প্রত্যেকের মনে হইবে অতি নিকট হইতে কেহ ঘোষণা করিতেছে।

৫১- সূরা আযযারিইয়াত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২৩	প্রতিফল দিবস অবশ্যই আসিবে। সন্দেহ পোষণকারীরা অবশ্যই জাহান্নামে রহিবে। মহৎ গুণের অধিকারী মুত্তাক্বীরা অবশ্যই জান্নাতে থাকিবে।
২৪-৪৬	পূর্ববর্তী নাবীদের প্রত্যাখ্যানকারী অনেক জাতিকে ধ্বংস করা হইয়াছে।
৪৭-৫১	আল্লাহ্ মহাকাশের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। প্রতিটি জিনিসকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তাঁহার কোনই শরীক নাই।
৫২-৫৫	অতীতের সকল রসূলকেই যাদুকর বা উন্মাদ বলা হইয়াছে। উপদেশ দিতে থাক, উপদেশ মু'মিনদের জন্য উপকারী।
৫৬-৬০	জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে আল্লাহ্র দাসত্ব করিবার জন্য। প্রতিশ্রুত দিনটি কাফেরদের জন্য হইবে ধ্বংসাত্মক।

৫১- সূরা আযযারিইয়াত

মাদানী ; আয়াত ৬০, রুকূ' ৩,

٥١ سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٦٠ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ ধূলিঝঞ্ঝার-০

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾

২. শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের-০

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾

৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের-০

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾

৪. শপথ কর্ম বণ্টনকারী মালাকগণের-০

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾

৫. বস্তুত তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য-০

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

৬. আর কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী ;০

وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

৭. শপথ বহু কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের-০

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾

৮. তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত-০

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

৯. যে সত্যভ্রষ্ট হয়, সে-ই উহা[৯৩৯] হইতে বিচ্যুত হয় ;০

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾

৯৩৯। এ স্থলে ঃ 'উহা' সর্বনাম দ্বারা কুরআন, রসূল (স.) বা কর্মফল দিবস বুঝায়। যাহারা এই সকলে অবিশ্বাসী তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত করা হয়।

১০. অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা-০	قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন-০	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾
১২. উহারা প্রশ্ন করে[৯৪০] 'কর্মফল দিবস কবে হইবে' ?	يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾
১৩. বল, 'সেইদিন যখন উহাদিগকে অগ্নিতে তাপানো হইবে'।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর ; তোমরা ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিতে'।	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা (সেদিন) থাকিবে প্রস্রবণ-বিশিষ্ট জান্নাতে-০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٥﴾
১৬. উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে দিবেন ; কারণ ইহার পূর্বে (পার্থিব জীবনে) তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ;০	اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আর রাত্রির শেষপ্রহরে তাহারা ক্ষমাপ্রার্থনা করিত।	وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. এবং তাহাদের ধন-সম্পদে ছিল অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক্ব (অধিকার)।	وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾
২০. এবং নিশ্চিত-বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে-০	وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর তোমাদের অবয়বের মধ্যেও ; তোমরা কি অনুধাবন করিবে না ?	وَ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. এবং আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক্ব ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।	وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

৯৪০। পরিহাসভরে উহারা জিজ্ঞাসা করে।

২৩. অতএব আকাশ ও পৃথিবীর রব্ব এর শপথ! অবশ্যই এই সকলই সত্য যেমন তোমরা নিজেরা (বুদ্ধিমত্তার সহিত) কথাবার্তা বল।	فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি ?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম'; (উত্তরে) সে বলিল, 'সালাম', ইহারা তো অচেনা লোক,০	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর ইবরাহীম তাহার পরিবারের নিকট গেল ও (ভাজা) মাংসল গো-বৎস লইয়া আসিল (দ্র. ১১ : ৬৯)-০	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾
২৭. পরে উহা তাহাদের নিকট-সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন' ?	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. ইহাতে তাহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল ; তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না' ; পরে তাহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَ بَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
২৯. তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার কি সন্তান হইবে' ? (দ্র. ১১ : ৭১-৭৩)।	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. তাহারা বলিল, 'তোমার রব্ব এইরূপই বলিয়াছেন ; নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

রুকু' ০১

ع ١٨ وقف لازم

পারা ২৭

৩১. সে বলিল, 'হে দুতগণ! তোমাদের মূলকর্ম কী' ?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. উহারা বলিল, 'আমরা তো প্রেরিত হইয়াছি এক অপরাধী জাতির প্রতি'[৯৪১]-০	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. 'উহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে মৃত্তিকা-প্রস্তর'-০	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. 'যাহা চিহ্নিত তোমার রব্ব এর নিকট হইতে সীমালংঘনকারীদের জন্য' ।	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সেখানে যে সব মু'মিন ছিল আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,০	فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তবে সেথায় আমরা একটি গৃহ (লূত পরিবার) ব্যতীত কোন মুসলিম পাই নাই,০	فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর উহাতে আমরা একটি নিদর্শন রাখিয়াছি তাহাদের জন্য যাহারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে ;০	وَ تَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং (নিদর্শন রাখিয়াছি) মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমরা তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআ'উনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম ।	وَ فِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর অথবা এক উন্মাদ' ।	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَ قَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾
৪০. সুতরাং আমরা তাহাকে ও তাহার দলবলকে পাকড়াও করিলাম এবং উহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য ;০	فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং (নিদর্শন রহিয়াছে) আ'দের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম	وَ فِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ

৯৪১। লূত (আ.) এর জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ঝঞ্ঝাময় বায়ু,০	﴿٤١﴾
৪২. ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল উহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল ;০	مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আরও (নিদর্শন রহিয়াছে) সামূদের বৃত্তান্তে, যখন বলা হইয়াছিল তাহাদিগকে, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল'।	وَ فِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. কিন্তু উহারা উহাদের রব্ব এর আদেশ অমান্য করিল, ফলে উহাদের প্রতি বজ্রাঘাত হইল, আর উহারা তাহা দেখিতেছিল।	فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহা প্রতিরোধ করিতেও পারিল না-০	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّ مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর ইহাদের পূর্বে (ধ্বংস করিয়াছিলাম) নূহের জাতিকে, উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী জাতি।	وَ قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. এবং আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে আর আমরা অবশ্যই মহা-সম্প্রসারণকারী[৯৪২]।	وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর ভূমি, আমরা উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, এবং আমরা কতইনা সুন্দর বিস্তৃতকারী!	وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু আমরা সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. 'সুতরাং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও ; নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী',০	فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

রুকু' ০২

৯৪২। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিস্কারে (Hubble's Law) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, সৃষ্টিলগ্ন হইতে মহাকাশ অনবরত (সেকেন্ডে প্রায় ৭০ কি. মি. হারে) সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে, যাহা কুরআন মাজীদে পুর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৫১. 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্ স্থির করিও না ; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁহার হইতে স্পষ্ট সতর্ককারী',০	وَ لَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۱﴾
৫২. এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ'!	كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿۵۲﴾
৫৩. উহারা কি একে অপরকে এরূপ (কুমন্ত্রনাই) দিয়া আসিয়াছে ? বস্তুত উহারা সীমা-লংঘনকারী সম্প্রদায়,০	اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অভিযুক্ত হইবে না,০	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿۵۴﴾
৫৫. আর তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদেরই উপকারে আসে।	وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬. আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ই'বাদত করিবে।	وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾
৫৭. আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।	مَاۤ اُرِیْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِیْدُ اَنْ یُّطْعِمُوْنِ ﴿۵۷﴾
৫৮. আল্লাহ্‌ই তো রিয্‌ক্ব দান করেন এবং তিনি ক্ষমতাধর, মহাশক্তিমান।	اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴿۵۸﴾
৫৯. অতএব যালিমদের প্রাপ্য (শাস্তি) তাহাই যাহা অতীতে উহাদের সম-মতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে, সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।	فَاِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا یَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۵۹﴾
৬০. সুতরাং কাফেরদের জন্য দুর্গতি তাহাদের সেই দিনের যেই বিষয়ে তাহাদিগকে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।	فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ یَّوْمِهِمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۶۰﴾

রুকু' ০৩

৫২- সূরা আততূর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৬	মুহাম্মাদ (স.) এর রিসালাতের সত্যতা।
১৭-২৮	শির্‌কের অসারতা।
২৯-৩৪	আখিরাতে অবিশ্বাস এক বিরাট অজ্ঞতা। আখিরাত অনুষ্ঠিত হইবে ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিফল দেওয়ার জন্য। যাহারা কবীরা গুণাহ হইতে বিরত থাকে তাহাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা।
৩৫-৪৯	মূসা ও ইবরাহীম (আ.) উভয়ের কিতাবে যে উপদেশ ছিলো। মুহাম্মাদ (স.) রিসালাত এর সত্যতা।

৫২- সূরা আততূর

মাক্কী ; আয়াত ৪৯, রুকূ' ২

٥٢ سُوْرَةُ الطُّوْرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٩ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

وَ الطُّوْرِ ﴿١﴾

১. শপথ তূর পর্বতের-০

وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾

২. শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে-০

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾

৩. উন্মুক্ত পত্রে-০

وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾

৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের[৯৪৩]-০

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾

৫. শপথ সমুচ্চ ছাদের (আকাশের)-০

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾

৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের-০

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

৭. তোমার রব্ব এর শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী-০

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾

৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই-০

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

৯. যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে-০

وَّ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত ;০

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১১. দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের-০

৯৪৩। بَيْتُ الْمَعْمُوْرِ : বায়তুল মামুরের শাব্দিক অর্থ এমন গৃহ যেখানে সর্বদা সমাগম হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা মালাকগণের ই'বাদত করিবার স্থান। ভিন্নমতে, ইহা কা'বা গৃহ (দ্র. ই আলী)।

১২. যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾ وقف لازم
১৩. যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ;০	يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾
১৪. (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'ইহাই সেই অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে'।	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. ইহা কি যাদু ? না কি তোমরা দেখিতে পাও না ?	اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. প্রবেশ কর ইহাতে, আজ ধৈর্যশীল হও বা ধৈর্যশীল না হও, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান ; তোমরা যে আ'মল করিতে সেই কর্মফলই তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।	اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকিবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে-০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ ﴿١٧﴾
১৮. তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে যাহা দিবেন উহাতে তাহারা উৎফুল্ল হইবে, এবং তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের আযাব হইতে।	فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَ وَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾
১৯. 'তোমরা যে আ'মল করিতে উহার প্রতিদানস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক'-০	كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. তাহারা সারিসারি সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া আসীন হইবে ; এবং তাহাদের জোড় করিয়া দিব সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হূর (আকর্ষণীয় পবিত্র সঙ্গী) এর সহিত। (দ্র. টীকা ৯০৩)	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১. এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান সহকারে তাহাদের অনুসারী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমরা	وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا

কিছুমাত্র হ্রাস করিব না ; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।	كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾
২২. আর আমরা তাহাদিগকে মিলাইয়া দিব ফলমূল এবং গোশত যাহা তাহারা পছন্দ করিবে।	وَ اَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. সেখানে তাহারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে থাকিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।	يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَ لَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোরেরা যেন সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।	وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।	وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং বলিবে, 'পূর্বে[৯৪৪] আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম'।	قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. 'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন'।	فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾
রুকু' ০১ ২৮. 'আমরা পূর্বেও তাঁহাকে ডাকিতাম, তিনি তো ও অপার কৃপাময়, অসীম দয়ালু'।	اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ ع ১ ৩
২৯. অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, বস্তুত তোমার রব্ব এর অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ ;০	فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّ لَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. উহারা কি বলিতে চাহে, 'সে একজন কবি, আমরা তাহার ব্যাপারে কালের বিবর্তনের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করিতেছি' ?	اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾

৯৪৪। পার্থিব জীবনে অর্থাৎ দুনিয়ায় সর্বদা।

৩১. বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি' ;০	قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِیْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. তবে কি উহাদের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী জাতি ?	اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. উহারা কি বলে, 'ইহা তাহার নিজের রচনা' ? বরং উহারাই অবিশ্বাসী,০	اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না কেন!	فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. উহারা কি কোন (স্রষ্টা) ব্যতীতই সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা ?	اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَیْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۳۵﴾
৩৬. না কি উহারা সৃষ্টি করিয়াছে আকাশসমূহ ও পৃথিবী ? বরং উহারা বিশ্বাসই করে না ;০	اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. তোমার রব্ব এর ভাণ্ডার কি রহিয়াছে উহাদের নিকটে! না কি উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা ?	اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. উহাদের কি কোন সিঁড়ি আছে (যাহাতে আরোহণ করিয়া) উহারা শ্রবণ করে ? থাকিলে উহাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!	اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۸﴾
৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য ?	اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۳۹﴾
৪০. তবে কি তুমি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ জরিমানা মনে করে ?	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿۴۰﴾
৪১. না কি উহাদের গায়েব বিষয়ে কোন জ্ঞান আছে যে উহারা এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ করে ?	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে	اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۭ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ

চাহে ? তবে যাহারা অস্বীকার করে তাহারাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার ;০	الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অথবা উহাদের কি কোন ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ব্যতীত ? উহারা যে শরীক করে, আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র।	اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ'।	وَ اِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. উহাদের উপেক্ষা করিয়া চল সেই সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত যেই দিন উহারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হইবে-০	فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. সেদিন উহাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না-০	يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর ইহা ছাড়া আরও শাস্তি রহিয়াছে যালিমদের জন্য, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই সে জ্ঞান রাখে না।	وَ اِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর তোমার রব্ব এর নির্দেশের অপেক্ষায় কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই রহিয়াছ, আর তুমি তোমার রব্ব এর সপ্রশংস পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি (শয্যাত্যাগ করিয়া সলাতে) দাঁড়াও-০	وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং তাঁহার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর (ফজরের সময়ে)।	وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾ ع ২ ১৪

রুকু' ০২

৫৩- সূরা আননাজম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৮	মুহাম্মদ (স.) এর রিসালাতের সত্যতা।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১৯-২৫	শির্‌কের অসারতা। মানুষ যাহা চাহে তাহা কি সে পায় ?
২৬-৩২	আখিরাতে অবিশ্বাস এক বিরাট অজ্ঞতা। আখিরাত অনুষ্ঠিত হইবে সৎকর্মের প্রতিদান ও অসৎকর্মের প্রতিফল দেওয়ার জন্য। যাহারা কবীরা গুণাহ হইতে বিরত থাকে তাহাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা।
৩৩-৫৫	মূসা ও ইবরাহীম (আ.) এর কিতাবের উপদেশ। মানুষের কিছুরই প্রাপ্য নহে যাহার জন্য সে (উপযুক্ত) প্রচেষ্টা না করে।
৫৬-৬২	অতীতের মত মুহাম্মাদ (স.) একজন সতর্ককারী। ক্বিয়ামত আসন্ন, কিন্তু আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই জানে না।

৫৩- সূরা আননাজম

মাক্কী ; আয়াত ৬২, রুকূ' ৩

٥٣ سُوْرَةُ النَّجْمِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٦٢ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা বিলীন[৯৪৫] হয়-০

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿١﴾

২. তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নহে, বিপথগামীও নহে,০

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿٢﴾

৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না ;০

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۭ﴿٣﴾

৪. ইহা (কুরআন) তো অহি যাহা (তাহার প্রতি) প্রত্যাদেশ করা হয়-০

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ﴿٤﴾

৫. তাহাকে শিক্ষাদান করে এক অতীব শক্তিশালী-০

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ﴿٥﴾

৬. শক্তিধর ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন[৯৪৬]; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল-০

ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۙ﴿٦﴾

৭. আর তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে[৯৪৭] ;০

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۭ﴿٧﴾

৯৪৫। هَوٰى : শব্দের বহুবিধ অর্থের কতিপয় : অস্তমিত হওয়া, বিলীন হওয়া, পতিত হওয়া। অত্র আয়াতে নক্ষত্ররাজির কৃষ্ণ গহ্বরে (Black Hole) পতন ও বিলীন হওয়ার অর্থ বুঝায়। (দ্র. ৫৬ : ৭৫, টীকা ৯৬৮)। উল্লেখ্য, Black Hole এর প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে নক্ষত্র-বিলীন হওয়ার বিষয়টি মাত্র ১৭৮৪ সালে আবিষ্কার লাভ করে।

৯৪৬। ذُوْ مِرَّةٍ : সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী, আকৃতিতে অপরূপ জ্ঞানবোধে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। পূর্বের আয়াতে شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা জিবরীল (আ.) কে বুঝায়।

৯৪৭। রসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর নবুয়তের প্রথমদিকে জিবরীল (আ.) কে পূর্ণ অবয়বে হেরা পর্বতে প্রথমবার দেখিয়াছিলেন।

৮. অতঃপর সে তাহার নিকটে হইল, অতি নিকটবর্তী -০	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾
৯. ফলে ব্যবধান রহিল দুইধনুক[৯৪৮] পরিমাণ দূরত্ব বা উহারও কম,০	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ﴿٩﴾
১০. তখন তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা অহি করিবার তাহা অহি করিলেন ;০	فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ﴿١٠﴾
১১. সে (রসূল) যাহা দেখিয়াছে তাহার অন্তর উহা মিথ্যা বলে নাই।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾
১২. সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সহিত বিতর্ক করিবে ?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয়ই সে তাহাকে (জিবরীলকে) আরেকবার[৯৪৯] দেখিয়াছিল-০	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾
১৪. প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষের নিকট।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾
১৫. যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান [৯৫০];০	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত[৯৫১]-০	اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾
১৭. তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. সে তো তাহার রব্ব এর মহান নিদর্শনাবলীর কিছু দেখিয়াছিল।	لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾
১৯. তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে -০	اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾

৯৪৮। قَابَ قَوْسَيْنِ : ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্ব- যে দূরত্বে কেহ বা কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। এই অবস্থায় জিবরীল (আ.) নিজ অবয়বে রসূল (স.) এর সন্নিকট হইয়াছিলেন।

৯৪৯। রসূল (স.) মি'রাজে জিবরীল (আ.) কে পূর্ণ অবয়বে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন সপ্তম আকাশে কুল বৃক্ষের নিকটে। (দ্র. ৫৩:৩৪)।

৯৫০। اَلْمَاْوٰى : অবস্থানের জায়গা। জান্নাতে মু'মিনদের বাসস্থান হইবে বাগানবাড়ি, তাই উহা বাসোদ্যন।

৯৫১। কুল বৃক্ষটি আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা আচ্ছাদিত।

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত'[৯৫২] সম্বন্ধে ?	وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. তোমাদের জন্য কি পুরুষ ও তাঁহার জন্য নারী ?	اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾
২২. এই প্রকার বণ্টন তো অসঙ্গত।	تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾
২৩. এইগুলি কতক নাম ছাড়া কিছুই নহে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রাখিয়াছে, যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলিল পাঠান নাই ; তাহারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের রব্ব এর পথনির্দেশ আসিয়াছে ;০	اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾
২৪. মানুষ যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহাই কি সে পায় ?	اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾
২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্রই।	فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. আর আকাশসমূহে কত মালাক রহিয়াছে, উহাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইবে না, ব্যতীত আল্লাহ্র অনুমতির পরে- যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ও (যাহার প্রতি) তিনি সন্তুষ্ট হন।	وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾
২৭. নিশ্চয় যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নামকরণ করে মালাকগণকে।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾
২৮. অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই ; উহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।	وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾
২৯. অতএব তুমি উপেক্ষা করিয়া চল তাহাকে যে বিমুখ- আমাদের নির্দেশের ব্যাপারে এবং সে তো	فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

রুকু' ০১

ع ١٥

৯৫২। লাত, মানাত, উয্যা প্রাচীন আরবের মুশরিকদের তিনটি দেবীর নাম, তাহারা ইহাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিত।

শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে ;০

• রুকূ চতুর্থাংশ

৩০. উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত ; তোমার রব্বই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত- আর তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।•

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿۳۰﴾

৩১. আর আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই- যেন যাহারা মন্দকর্ম করে তাহাদিগকে তিনি প্রদান করেন মন্দফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দান করেন উত্তম পুরস্কার,০

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿۳۱﴾

৩২. যাহারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ ব্যতীত ; (সেক্ষেত্রে) তোমার রব্ব এর ক্ষমা অপরিসীম ; তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে, অতএব তোমরা নিজদেরকে আত্ম-পরিশুদ্ধ ভাবিও না ; তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাক্বী কে।

রুকূ' ০২

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾ ع ۲

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ (সেই ব্যক্তিকে) যে মুখ ফিরাইয়া লয়[৯৫৩]-০

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ۙ﴿۳۳﴾

৩৪. এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করিয়া দেয় ?

وَ اَعْطٰى قَلِيْلًا وَّ اَكْدٰى ﴿۳۴﴾

৩৫. তাহার কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে- সে দেখে ?

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿۳۵﴾

৩৬. তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার সহীফাসমূহে-০

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ۙ﴿۳۶﴾

৩৭. এবং ইবরাহীমের (সহিফায়), যে পূর্ণ করিয়াছিল (তাহার দায়িত্ব) ?

وَ اِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ۙ﴿۳۷﴾

৯৫৩। কুরায়শ সরদার ওলীদ ইবন মুগীরা এক সময়ে ইসলামের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে প্রলোভনে পড়িয়া তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৩৮. (উহা) এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না-০	اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾
৩৯. আর এই যে, মানুষের কিছুই পাওয়ার নাই কর্ম প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে-০	وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾
৪০. এবং এই যে, তাহার কর্ম প্রচেষ্টা অচিরেই দেখান হইবে,০	وَ اَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান-০	ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾
৪২. আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তোমার রব্ব এর দিকে-০	وَ اَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান-০	وَ اَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكٰى ﴿٤٣﴾
৪৪. আর এই যে, তিনিই মৃত্যু দেন, তিনিই জীবিত রাখেন-০	وَ اَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَا ﴿٤٤﴾
৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায়: পুরুষ ও নারী-০	وَ اَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾
৪৬. নুত্বফাহ্ হইতে, যখন উহা স্খলিত হয়,০	مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾
৪৭. আর এই যে, আর একবার সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁহারই-০	وَ اَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদহীন করেন-০	وَ اَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَ اَقْنٰى ﴿٤٨﴾
৪৯. আর এই যে, তিনি শি'রা[৯৫৪] নক্ষত্রের রব্ব-০	وَ اَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾
৫০. আর এই যে, তিনিই ধ্বংস করেন প্রাচীন আ'দকে -০	وَ اَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا الْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾
৫১. এবং সামূদজাতিকে, অতঃপর কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই-০	وَ ثَمُوْدَا فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

৯৫৪। اَلشِّعْرٰى একটি নক্ষত্রের নাম, ইহাকে একটি সম্প্রদায় পূজা করিত। বাংলায় 'লুব্ধক', ইংরেজীতে Sirius.

৫২. আর ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও ; নিশ্চয় উহারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য ;০	وَ قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَ اَطْغٰى ﴿۵۲﴾
৫৩. এবং উল্টানো জনপদকে[৯৫৫] নিক্ষেপ করেন-০	وَ الْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿۵۳﴾
৫৪. ফলে উহাকে যাহা (শাস্তি) আচ্ছন্ন করিবার তাহা আচ্ছন্ন করিল, ০	فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿۵۴﴾
৫৫. তবে তুমি তোমার রব্ব এর কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿۵۵﴾
৫৬. এই সতর্ককারী[৯৫৬] পূর্বের সতর্ককারীদের মতই।	هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿۵۶﴾
৫৭. (ক্বিয়ামতের) আগমন আসন্ন,০	اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿۵۷﴾
৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহার প্রকাশকারী নহেন।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿۵۸﴾
৫৯. তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ!	اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿۵۹﴾
৬০. এবং হাসিঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না ?	وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ ﴿۶۰﴾
৬১. আর তোমরা তো উদাসীন।	وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿۶۱﴾
৬২. অতএব আল্লাহ্রই জন্য সিজদা কর ও আনুগত্য কর।	فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا ﴿۶۲﴾

রুকূ' সিজদা ১৭ ০৩

السجدة ع ٣ ١٧

৫৪- সূরা আলক্বমার

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা কর। একদিন তাহারা মাটির নীচ হইতে উঠিয়া আসিবে বিচ্ছিন্ন ফড়িংয়ের মত।

৯৫৫। লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের জনপদ সাদমকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। (দ্র. ৭:৮৪, ১১:৮১ ও ১৫:৭৪)।
৯৫৬। هٰذَا نَذِيْرٌ : এই সতর্ককারী দ্বারা এই নাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.) কে বুঝাইতেছে।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০৯-১৬	নূহ (আ.) এর জাতির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের ধ্বংস।
১৭	কুরআন সহজ, উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার কেহ আছে কি ?
১৮-৪২	আ'দ জাতি, সামূদ জাতি, লূত জাতি ও ফিরআ'উন সম্প্রদায় কর্তৃক রসূলদিগকে প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের ধ্বংস।
২২, ৩২, ৪০	কুরআন বোধগম্যের জন্য সহজ করা হইয়াছে, অতএব উপদেশ গ্রহণ করিবার কেহ আছে কি ?
৪৩-৫৫	মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি সতর্ক বাণী।

৫৪- সূরা আলক্বমার

মাক্কী ; আয়াত ৫৫, রুকূ' ৩

٥٤ سُوْرَةُ الْقَمَرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٥ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হইয়াছে[৯৫৭]।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

২. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহা তো চিরাচরিত যাদু'।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

৩. আর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ প্রত্যেক বিষয়ই (অভিষ্ট) লক্ষ্যে পৌঁছিবে। (দেখুন মু আসাদ)।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

৪. এবং উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ (কুরআন), যাহাতে আছে সাবধান বাণী-০

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾

৫. ইহা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা, তবে এই সতর্কবাণী উহাদের কোন উপকারে আসে নাই-০

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾

৬. অতএব তুমি উহাদের উপেক্ষা কর ; আহ্বানকারী যেদিন আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে-০

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ وقف لازم

৯৫৭। اِنْشَقَّ الْقَمَرُ : হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন লোকের সমাগম হইয়াছিল কাফেররা তখন রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট মুজিযা চাহিলে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে চন্দ্রের দিকে ইশারা করেন। চন্দ্র দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড পশ্চিমে আর এক খণ্ড পূর্বে গিয়া স্থির হয়। কিছুক্ষণ পর আবার খণ্ড দুইটি মিলিত হইয়া চন্দ্র আবার পূর্ব আকার ধারণ করে। ইহাই 'শাক্কুল কামার' এর মুজিযা বা অলৌকিকতা। এইখানে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়-০	خُشَّعًا اَبۡصَارُهُمۡ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ كَاَنَّهُمۡ جَرَادٌ مُّنۡتَشِرٌ ۙ﴿۷﴾
৮. উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ; (ভীত-বিহ্বল হইয়া) কাফেররা বলিবে, 'কঠিন এই দিন'।	مُّهۡطِعِيۡنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوۡلُ الۡكٰفِرُوۡنَ هٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٌ ﴿۸﴾
৯. ইহাদের পূর্বে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল- অতঃপর আমাদের বান্দাকে মিথ্যাসাব্যস্ত করিল ও বলিল 'এতো এক পাগল' আর তাহাকে ভয়ার্ত করা হইয়াছিল।	كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ فَكَذَّبُوۡا عَبۡدَنَا وَ قَالُوۡا مَجۡنُوۡنٌ وَّ ازۡدُجِرَ ﴿۹﴾
১০. তখন সে তাহার রব্বকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর'।	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانۡتَصِرۡ ﴿۱۰﴾
১১. ফলে আমরা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,০	فَفَتَحۡنَاۤ اَبۡوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ ۖ﴿۱۱﴾
১২. এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম ঝর্ণাসমূহ, অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুযায়ী,০	وَّ فَجَّرۡنَا الۡاَرۡضَ عُيُوۡنًا فَالۡتَقَى الۡمَآءُ عَلٰۤى اَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَ ۚ﴿۱۲﴾
১৩. তখন তাহাকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ (তক্তা) ও কীলক (খিল, পেরেক) নির্মিত (এক নৌযানে)-০	وَ حَمَلۡنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلۡوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ۙ﴿۱۳﴾
১৪. যাহা (নৌকা) চলিত আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এই পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।	تَجۡرِىۡ بِاَعۡيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنۡ كَانَ كُفِرَ ﴿۱۴﴾
১৫. আর ইহাকে তো রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ?	وَلَقَدۡ تَّرَكۡنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ﴿۱۵﴾
১৬. বস্তুত কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!	فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِىۡ وَ نُذُرِ ﴿۱۶﴾

১৭. আর আমরা অবশ্যই কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ?	وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾
১৮. আ'দ জাতি সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ﴿١٨﴾
১৯. উহাদের উপর দুর্ভাগ্যের দিনে আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম নিরবচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝাবায়ু-০	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾
২০. (উহা) মানুষকে উৎখাত করিয়াছিল- মূলোৎপাটিত খর্জুর-কাণ্ডের ন্যায়।	تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾
২১. বস্তুত কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ﴿٢١﴾
২২. আর আমরা অবশ্যই কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ?	وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ ع
২৩. সামূদ জাতি সতর্ককারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
২৪. তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব ? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হইব'।	فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿٢٤﴾
২৫. 'আমাদের মধ্যে কি উহারই প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে ? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'।	ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾
২৬. তাহারা আগামীকল্যই (অতিসত্বর) জানিবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾
২৭. নিশ্চয় আমরা উহাদের পরীক্ষার জন্য	اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ

রুকু' ০১

ع ১ ৮

পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী[৯৫৮], অতএব তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং অবিচল হও,০	اصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. অতঃপর উহারা উহাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে (উষ্ট্রীকে) ধরিয়া হত্যা করিল।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
৩১. আমরা তো উহাদিগকে আঘাত হানিলাম এক মহানাদ দ্বারা, ফলে উহারা হইয়া গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর[৯৫৯] বিখণ্ডিত শুষ্ক বিচালির ন্যায়।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾
৩২. আর আমরা অবশ্যই কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. লূত জাতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সতর্কবাণীকে।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾
৩৪. নিশ্চয় আমরা উহাদের উপর পাঠাইয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, লূত পরিবার ব্যতীত ; রাত্রির শেষাংশে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম-০	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমাদের নিকট হইতে অনুগ্রহস্বরূপ ; এইভাবেই কৃতজ্ঞকে আমরা পুরস্কৃত করিয়া থাকি।	نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর লূত উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছিল	وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৯৫৮। দ্র. ৭ : ৭৩, ২৬ : ১৫৫-১৫৮।

৯৫৯। هَشِيْمٌ : শুষ্ক তৃণ ও শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা। তৃণাদির ও বৃক্ষাদির শুষ্ক খণ্ডকেও 'হাশিম' বলা হয়। مُحْتَظِرٌ : গৃহপালিত পশুর খোঁয়াড় নির্মাণকারী। আরব-বাসীরা শুষ্ক শাখা-পল্লব দ্বারা ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড় ও বেড়া নির্মাণ করিয়া থাকে।

আমাদের পাকড়াও সম্পর্কে ; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।	
৩৭. উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার অতিথি দিগকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করিল, তখন আমরা উহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক-বাণীর পরিণাম'।	وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং প্রত্যূষে বিরামহীন শাস্তি উহাদিগকে আঘাত করিল।	وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾
৩৯. (বলিলাম), 'অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম' [৯৬০]।	فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾
৪০. আর আমরা অবশ্যই কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ ع ২ ১৭ ৭
৪১. ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী,০	وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
৪২. কিন্তু উহারা আমাদের প্রতিটি নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমরা উহাদিগকে কঠোরভাবে পাকড়াও করিলাম।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?[৯৬১] না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে আগেকার কিতাবে ?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
৪৪. ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল' ?	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

রুকু' ০২

৯৬০। সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিবার মন্দ পরিণাম।

৯৬১। সমসাময়িক কাফেররা পূর্ববর্তী কাফেরদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহাদের উপরও আযাব আসিবে।

৪৫. এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে[৯৬২] এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে,	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾
৪৬. অধিকন্তু ক্বিয়ামত উহাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং ক্বিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ ﴿٤٦﴾
৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿٤٧﴾ وقف لازم
৪৮. যেদিন উহাদের মুখের উপর (উপুড় করিয়া) টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের দিকে ; (সেই দিন বলা হইবে), 'অগ্নিবাসের যন্ত্রণা আস্বাদন কর'।	يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾
৪৯. নিশ্চয় আমরা প্রতিটি বস্তু পরিমাণ মত সৃষ্টি করিয়াছি।	اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং আমাদের আদেশ তো একটিই (কথায় নিষ্পন্ন)- চক্ষুর পলকের মত।	وَ مَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমরা তো ধ্বংস করিয়াছি তোমাদের মত দলগুলিকে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ?	وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾
৫২. এবং উহাদের কৃত প্রতিটি বিষয় আছে কিতাবে (আ'মলনামায়)।	وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।	وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
৫৪. অবশ্যই মুত্তাক্বীরা থাকিবে নহর-বিধৌত জান্নাতে-০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ ﴿٥٤﴾ ۙ
৫৫. যথাযোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যে। রুকু' ০৩	فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾ ع ٣ ١٥ ١٠

৯৬২। এই আয়াতে বদরে মুসলিমদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে।

৫৫- সূরা আররহমান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১২	কুরআনের শিক্ষক আররহমান। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সীমাহীন দয়ার প্রমাণ।
১৩	সুতরাং তোমরা (মানুষ ও জিন্ন) তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ? (৩১ বার উল্লেখিত)।
১৫-২৫	মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টির উপাদান এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।
২৬-৪০	সমস্ত কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে। তখন মানুষ ও জিন্নের কৃতকর্মের ফলাফল দেওয়া হইবে।
৪১ -৪৫	পাপীদের চিহ্নিত করা হইবে এবং শাস্তি দেওয়া হইবে।
৪৬-৭৮	যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া জীবন যাপন করিবে, পরকালে তাহাদের অফুরন্ত নিয়া'মতের বিবরণ। মহামর্যাদাবান আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শন ও অনুগ্রহকে মানুষ ও জিন্নের কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

৫৫- সূরা আররহমান

মাদানী ; আয়াত ৭৮, রুকূ' ৩

٥٥ سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٧٨ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. পরম করুণাময়-০	اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿١﴾
২. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন ;০	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿٢﴾
৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ-০	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿٣﴾
৪. তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন বয়ান[৯৬৩] করিতে।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
৫. সূর্য ও চন্দ্র (আবর্তন করে) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে,০	اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۖ﴿٥﴾
৬. এবং নক্ষত্রমন্ডলী ও বৃক্ষরাজি সিজদায়[৯৬৪] রত।	وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾
৭. আর আকাশকে তিনি করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন ভারসাম্যতা (মানদণ্ড)-০	وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿٧﴾

৯৬৩। اَلْبَيَانُ : বুদ্ধিমত্তার সহিত উপস্থাপন করা। আরও দেখুন ৭৫ : ১৬-১৯ আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌তায়া'লা কর্তৃক নাবী (স.) কে বয়ান শিখাইবার পদ্ধতি।

৯৬৪। يَسْجُدٰنِ : উভয়ে সাজদায় রত, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধি ও নিয়ম নীতির পরিপূর্ণ আনুগত্যশীলতার মাধ্যমে প্রশংসায় রত। আরও দ্রষ্টব্য ২২ : ১৮, ১৩ : ১৫, ১৪ : ৪৮-৪৯।

৮. যাহাতে তোমরা মানদণ্ডে সীমালংঘন না কর।	اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾
৯. আর ওজনের ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মানদন্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾
১০. এবং পৃথিবীকে, উহার বিস্তার করিয়াছেন সৃষ্টজীবের জন্য-০	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾
১১. ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল, এবং খর্জুর বৃক্ষ (যাহার ফল) আবরণযুক্ত,০	فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾
১২. এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল,০	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে (জিন্ন ও মানুষ) তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾
১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে-০	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
১৫. আর জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন ধূর্মহীন অগ্নিশিখা হইতে,০	وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾
১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা[৯৬৫],০	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾
১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾
১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়-০	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾
২০. এই দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে অন্তরায়[৯৬৬] যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না,০	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

৯৬৫। সূর্যের গ্রীষ্ম এবং শীতকালের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তবর্তী দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচল।

৯৬৬। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানমতে সমুদ্রের মিঠাপানি ও লোনা পানি মিলন স্থলে Halocline নামে একটি প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হয়, যাহা এই আয়াতে স্পষ্ট বিবৃত আছে।

২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾
২২. উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল,০	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ নৌযানগুলি তাঁহারই (নিয়ন্ত্রণাধীন),০	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـَٔاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾
২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?●	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
২৬. ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,০	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং অবিনশ্বর কেবল তোমার রব্ব এর সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব,০	وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী ; অনুক্ষণ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত,০	يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
৩১. হে দুই ভারবাহী (মানুষ ও জিন্ন)! আমরা অচিরেই তোমাদের (হিসাব নিকাশের) জন্য মনোনিবেশ করিব,০	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾
৩২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে	يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ

রুকু● অর্ধাংশ ০১

النصف ع ৩৩

পার তবে অতিক্রম কর ; কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না, সনদ ব্যতিরেকে,০	تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾
৩৪. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾
৩৫. তোমাদের উভয়ের প্রতি পাঠানো হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না,০	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾
৩৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾
৩৭. যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে,০	فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾
৩৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾
৩৯. সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জিন্নকে,০	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿۳۹﴾
৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۰﴾
৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া,০	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْاَقْدَامِ ﴿۴۱﴾
৪২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۲﴾
৪৩. ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۴۳﴾ وقف لازم
৪৪. উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে,০	يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿۴۴﴾

রুকু' ০২

৪৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ ع ٢ ١٢
৪৬. আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান,০	وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾
৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾
৪৮. উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট,০	ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾
৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾
৫০. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ,০	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾
৫১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
৫২. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার,০	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾
৫৪. সেখানে উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তরণ বিশিষ্ট ফরাশে, উদ্যানদ্বয়ের ফলফলাদি হইবে নিকটবর্তী,০	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَ جَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾
৫৬. সেই সকলের মধ্যে রহিবে আনতনয়ন সঙ্গীরা, যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন্ন স্পর্শ করে নাই,০ (দ্র. ৩৭ : ৪৮, ৩৮ : ৫২)।	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾
৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

৫৮. তাহারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল,০	كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾
৬০. উত্তম কর্মের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?	هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾
৬২. এবং এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে,০	وَ مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾
৬৪. গাঢ় সবুজ এই উদ্যান দুইটি,০	مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ,০	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
৬৮. সেখানে রহিয়াছে ফলমূল- খর্জুর ও আনার,০	فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾
৭০. উহাতে (উদ্যানসমূহে) রহিবে সুশীল, অতিসুন্দর সঙ্গীগণ,০	فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
৭২. পবিত্র আকর্ষণীয় সঙ্গীরা (দ্র. টীকা ৯০৩), তাঁবুতে সুরক্ষিত,০	حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
৭৪. ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই,০	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾
৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾
৭৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে,০	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রব্ব এর কোন অনুগ্রহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾
৭৮. কত মহান তোমার রব্ব এর নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব! রুকু' ০৩	تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾ ৩ ৩৩ ১৩

৫৬- সূরা আলওয়াক্বিআ'হ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১০	ক্বিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিতব্য। তখন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হইবে: নৈকট্যবর্তী, সৌভাগ্যবান, হতভাগ্য।
১১-২৬	সৎকর্মে অগ্রগামীগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী (মুক্বররাবিন)। মুক্বররাবিনদের অশেষ পুরস্কারের বিবরণ।
২৭-৪০	সৌভাগ্যবান (ডান পাল্লা ভারী) লোকদের প্রতিদান বা পুরস্কারের বিবরণ।
৪১-৫৬	হতভাগ্য (ডান পাল্লা হালকা) লোকদের পরকালীন কর্মফল বা কঠিন শাস্তির বিবরণ।
৫৭-৭৪	পুনরুত্থানের পক্ষে অকাট্য যুক্তিসমূহ।
৭৫-৮৭	কুরআন আল্লাহ্‌র মর্যাদাবান কিতাব। কিন্তু (অধিকাংশ) মানুষ রিয্‌ক্ব বানায় ইহাকে মিথ্যাসাব্যস্ত করা। এই কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করা মহানির্বুদ্ধিতা।
৮৮-৯৬	মুক্বররাবিন এবং সৌভাগ্যবানদের শুভ প্রতিদান। রিসালাত প্রত্যাখ্যানকারী দুর্ভাগাদের নির্মম পরিণতি।

৫৬- সূরা আলওয়াক্বিআ'হ্

মাক্কী ; আয়াত ৯৬, রুকু' ৩

٥٦ سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩٦ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. যখন মহাঘটনা (ক্বিয়ামত) সংঘটিত হইবে-০	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾

২. ইহার সংঘটনে মিথ্যা বলিবার কেহ থাকিবে না।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۛ ﴿٢﴾
৩. ইহা কাহাকেও করিবে হীন, কাহাকেও সমুন্নত-০	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ ﴿٣﴾
৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী-০	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ ﴿٤﴾
৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে-০	وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ ﴿٥﴾
৬. ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়-০	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ ﴿٦﴾
৭. এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে ;০	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ؕ ﴿٧﴾
৮. ডানদিকের দল, কত (ভাগ্যবান) ডানদিকের দল!	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ؕ ﴿٨﴾
৯. আর বামদিকের দল, কত (হতভাগ্য) বামদিকের দল!	وَ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ؕ ﴿٩﴾
১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী-০	وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۙ ﴿١٠﴾
১১. উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত,০	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ ﴿١١﴾
১২. নিয়া'মতপূর্ণ উদ্যানে (জান্নাতে)।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে-০	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ ﴿١٣﴾
১৪. এবং অল্পসংখ্যক হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে ;০	وَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ ﴿١٤﴾
১৫. স্বর্ণখচিত আসনে (আসীন)-০	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ ﴿١٥﴾
১৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তাহাদের (সেবায়) ঘোরাফেরা করিবে চির কিশোরেরা-০	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ ﴿١٧﴾
১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ-নিঃসৃত পানীয় পূর্ণ পেয়ালা লইয়া-০	بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ ﴿١٨﴾

১৯. সেই পানীয় পানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না-০	لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এবং তাহাদের পছন্দমত ফলমূল লইয়া-০	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর তাহাদের ঈপ্সিত পাখির গোশ্ত লইয়া ;০	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. এবং (থাকিবে) সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট পবিত্র আকর্ষণীয় সঙ্গীরা (দ্রঃ টীকা ৯০৩)-০	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,০	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾
২৪. তাহাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার বা পাপকথা-০	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
২৬. 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর ডানদিকের দল, কত (ভাগ্যবান) ডানদিকের দল!	وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾
২৮. (তাহারা থাকিবে) কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ উদ্যানে-০	فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾
২৯. আর কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ-০	وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং সম্প্রসারিত ছায়া-০	وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আর সদা প্রবহমান পানি-০	وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
৩২. ও প্রচুর ফলমূল-০	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যাহা শেষ হইবে না বা নিষেধ করাও হইবে না-০	لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর সমুচ্চ (সুসজ্জিত) শয্যাসমূহ ;০	وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয় আমরা উহাদের (সুসজ্জিত বাসর	اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾

শয্যার জুড়িদের) [৯৬৭] সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে-০	
৩৬. আর উহাদের বানাইয়াছি কুমার-কুমারী-০	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
৩৭. প্রেমাস্পদ ও সমবয়স্ক-০	عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. (এইসব) ডানদিকওয়ালাদের জন্য-০	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ع ١٤
৩৯. তাহাদের অনেক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে-০	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. এবং অনেক হইবে পরবর্তীদের হইতে ;০	وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর বামদিকের দল- কত (হতভাগ্য) বামদিকের দল!	وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾
৪২. (উহারা থাকিবে) অতি উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে-০	فِيْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়-০	وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।	لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে,০	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে,০	وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি আমরা উত্থিত হইবই ?	وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. '(আমরা) এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরাও' ?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা-০	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾

রুকু' ০১

৯৬৭। এই আয়াতে هُنَّ সর্বনাম পূববর্তী আয়াতের فُرُشٍ এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ (সুসজ্জিত বাসর শয্যা) বলিতে শয্যার জুড়িদের বুঝায়। যেমন 'container is for the contained' অর্থাৎ 'ধারক বলিতে ধারকে স্থিত ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়'। যথা: ছাত্রটির মৃত্যুতে সমস্ত স্কুল কাঁদিতেছে। আলকুরআনেও এরূপ ব্যবহার পাওয়া যায় ৪৪ : ২৯ আয়াতে। (আরও দেখুন মু আসাদ)।

৫১. অনন্তর নিশ্চয় হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা সাব্যস্তকারীরা-০	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ (দ্র. ৪৪:৪৩-৪৪) হইতে-০	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,০	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. পরে পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি,০	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾
৫৫. আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায় ;০	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. ক্বিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন ;০	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমরাই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা (পুনরুত্থানকে) সত্য বলিতেছ না ?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যস্খলন সম্বন্ধে ?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি ?	ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. আমরা তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমরা অক্ষম নহি-০	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করিতে ও তোমাদিগকে (এমন আকৃতিতে) সৃষ্টি করিতে যাহা তোমরা জান না।	عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথমবার সৃষ্টি সম্বন্ধে, এতদসত্বেও তোমরা অনুধাবন কর না কেন ?	وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি ?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমরা অঙ্কুরিত করি ?	ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আমরা যদি* ইচ্ছা করি ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে।	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (আর বলিবে), 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি'-০	اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. 'বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হইয়া গিয়াছি'।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ ?	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমরা উহা বর্ষণ করি ?	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. আমরা যদি* ইচ্ছা করি উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও না ?	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি ?	اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি ? (দ্র. ৩৬ : ৮০)।	ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আমরা ইহাকে (অগ্নিকে) করিয়াছি নিদর্শন ও মরুচারীদের হিতকর দিশা,০	نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান রব্ব এর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।•	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
৭৫. অতঃপর না! আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজীর পতনস্থলের[৯৬৮]-০	فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾
৭৬. এবং ইহা অবশ্যই এক মহান শপথ যদি* তোমরা জানিতে-০	وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

রুকূ' ০২ • তিন চতুর্থাংশ

ع ٢ ١٥

৯৬৮। مَوَقِعٌ : শব্দের বহুবিধ অর্থের কতিপয় হইল অস্তমিত স্থল, বিলীনের স্থল, পতনস্থল। (দ্র. আয়াত ৫৩ : ১, টীকা ৯৪৫)।

৭৭. নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন-০	اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. যাহা আছে মাকনূন (সুরক্ষিত) কিতাবে (লাওহি মাহফুযে)-০	فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾
৭৯. পবিত্রগণ (মালাকগণ) ব্যতীত কেহ উহাকে (মাকনূন কিতাবকে) স্পর্শ করিতে পারে না ;০	لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. ইহা জগতসমূহের রব্ব এর নিকট হইতে অবতীর্ণ।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করিবে ?	اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং তোমরা (কুরআনকে) মিথ্যাসাব্যস্ত করাকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ![৯৬৯]	وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. পরন্তু কেন নয়- প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়-০	فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. এবং তখন তোমরা (হতাশায়) তাকাইয়া থাক-০	وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. অথচ আমরা তোমাদের (প্রিয়জনদের) অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা প্রত্যক্ষ কর না।	وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. সুতরাং তোমাদের যদি (হিসাব-নিকাশের) আওতাধীন না-ই হইতে হয়-০	فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. তবে উহাকে (প্রাণকে) তোমরা (দেহে) ফিরাইয়া আন! যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৯৭০] ।	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়-০	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾

৯৬৯। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ কুরআনের বাণীকে গ্রহণ না করায় পূর্ববর্তী আয়াতে ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিবার কথা বলা হইয়াছে। অত্র আয়াতের মর্মে- কুরআনী নির্দেশের অবাধ্য হইয়া ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই অধিকাংশ মানুষ ইহজীবনের উপজীব্য করিয়া লইয়াছে।

৯৭০। আয়াত ৫৬:৮৬ এর বক্তব্য ৫৬:৮৩ সূত্রে গ্রথিত। মানুষকে যদি হিসাব-নিকাশের আওতাধীন না-ই হইতে হয় অথবা পুনরুত্থান ও বিচারের সম্মুখীন না-ই হইতে হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সে তাহার প্রাণকে দেহে ফিরাইয়া আনুক!

৮৯. তবে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবন-উপকরণ ও সুখদ উদ্যান।	فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়-০	وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ﴿٩٠﴾
৯১. তবে (তাহাকে বলা হইবে), 'হে ডানদিকের ব্যক্তি তোমার প্রতি শান্তি' ;০	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ﴿٩١﴾
৯২. কিন্তু সে যদি মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়-০	وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ﴿٩٢﴾
৯৩. তবে তাহার আপ্যায়ন হইবে ফুটন্ত পানির দ্বারা -০	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ﴿٩٣﴾
৯৪. এবং দহন জাহান্নামের।	وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
৯৫. নিশ্চয় ইহা তো যথার্থ ইয়াক্বীন[৯৭১] (প্রত্যয়),০	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ﴿٩٥﴾
৯৬. অতএব তুমি তোমার মহান রব্ব এর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۚ﴿٩٦﴾

রুকু' ০৩

৩ ع ١٦

৫৭- সূরা আলহাদীদ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহ্‌র হুকুমে চলে। আল্লাহ্ মহাবিশ্বের মালিক, জীবন মৃত্যুর মালিক। তিনি আদি ও অন্ত। তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে (সময়-কালে)। তিনিই মহাবিশ্বের সর্বময় কর্তা ও পরিচালক।
০৭-১১	ঈমান আনিবার এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার আহ্বান।
১২-১৯	মু'মিনদের পরকালীন নিষ্কৃতি। মুনাফিক ও কাফেরদের জন্য জাহান্নাম। আল্লাহ্‌র পথে দানের প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে।
২০-২৪	দুনিয়ার জীবন স্থায়ী জীবন নহে, পরকালীন জীবনই প্রকৃত স্থায়ী জীবন।
২৫	রসূলগণের পাঠাইবার উদ্দেশ্য।
২৬-২৯	অতীতে রসূলদের দাওয়াত কিছু লোক গ্রহণ করিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রহণ করে নাই। ঈমানের পথ আলোকিত পথ।

৯৭১। حَقُّ الْيَقِيْنِ : যথার্থ ইয়াক্বীন বা প্রত্যয় (দৃঢ়বিশ্বাস)। জাহান্নামের কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে عِلْمُ الْيَقِيْنِ (দ্র. ১০২:৫) 'জ্ঞানে ইয়াক্বীন', এবং عَيْنُ الْيَقِيْنِ (দ্র. ১০২:৭) 'চাক্ষুস ইয়াক্বীন' এই দুই প্রকার ইয়াক্বীনের বিষয়ে সকল মানুষের জন্য সুরা আততাকাসুরে বিবৃত হইয়াছে, (টীকা ১১৩৮)। অত্র আয়াতে শুধু বামদিকের লোকদের অর্থাৎ জাহান্নামীদের জন্য শাস্তির ব্যাপারে حَقُّ الْيَقِيْنِ যথার্থ ইয়াক্বীন এর কথা বলা হইয়াছে।

৫৭- সূরা আলহাদীদ

মাদানী ; আয়াত ২৯, রুকূ' ৪

٥٧ سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٩ ركوعاتها ٤

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই, তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾

৩. তিনিই আদি ও অন্ত, আর তিনিই ব্যক্ত ও গুপ্ত, এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত।

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣﴾

৪. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিবসে[৯৭২], অতঃপর আ'র্‌শে সমাসীন হইয়াছেন ; তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবিষ্ট হয় ও যাহা কিছু উহা হইতে বহির্গত হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামিয়া আসে ও উহাতে যাহা কিছু উত্থিত হয় ; আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি তোমাদের সহিত আছেন ; এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্‌ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤﴾

৫. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই ; এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٥﴾

৬. তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে ; এবং তিনিই অন্তর্যামী।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَ هُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٦﴾

৭. তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের প্রতি

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ

৯৭২। দ্র. ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪ আয়াতসমূহ।

ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর ; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।	مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝৭
৮. আর তোমাদের কী হইল যে, তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান আন না? অথচ রসূল তোমাদের রব্ব এর প্রতি তোমাদিগকে ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. ৭ : ১৭২), যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।	وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝৮
৯. তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য ; আর আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি নিশ্চিত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।	هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝৯
১০. আর তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন ব্যয় করিবে না ? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই ; তোমাদের মধ্যে যাহারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে ; তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর উহাদের অপেক্ষা যাহারা পরবর্তী কালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে ; তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।	وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝১০ ع ১
১১. কে আছে যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ ? তাহা হইলে তিনি বহুগুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য, আর তাহার জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার,০	مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝১১ ع

রুকু' ০১

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾

১২. সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর ও মু'মিন নারীগণকে, তাহাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি ছুটিতে থাকিবে[৯৭৩], (বলা হইবে), 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হইবে ; ইহাই মহাসাফল্য',০

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি, (বলা হইবে), 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর' ; অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি ;০

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. তাহারা (মুনাফিকরা) তোমাদিগকে (মু'মিনদিগকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আমরা কি তোমাদের সহিত ছিলাম না' ? তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করিয়াছ, তোমরা প্রতীক্ষা করিতে (আমাদের অমঙ্গলের), সন্দেহ পোষণ করিতে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম আসিল, আর মহাপ্রতারক (শাইত্বান) তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে'।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَ بِئْسَ

১৫. 'আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও

৯৭৩। ক্বিয়ামতে পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। তখন ঈমান ও আ'মল জ্যোতিরূপে মু'মিনদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এই জ্যোতি মু'মিনের মর্যাদা অনুযায়ী বেশি বা কম হইবে।

নহে ; অগ্নিই তোমাদের আবাসস্থল ; ইহাই তোমাদের যোগ্য অভিভাবক (অবস্থান) ; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম'!

الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৬. যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই- আল্লাহ্‌র স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ? এবং উহারা যেন না হয় তাহাদের মত- পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, পরে বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়ে ; আর উহাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক্ব।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন ; আমরা আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে[৯৭৪] তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহু গুণ বেশি এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯. এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলগণে ঈমান আনে, উহারাই তাহাদের রব্ব এর নিকট সিদ্দীক[৯৭৫] ও শাহীদ, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পুরস্কার ও জ্যোতি ; আর যাহারা প্রত্যাখ্যান করে ও আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾ ع

রুকু' ০২

২০. জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ

৯৭৪। দ্র. ২:২৪৫ আয়াত ও উহার টীকা, এবং ৫:১২ এবং ৭৩:২০ আয়াতদ্বয়।

৯৭৫। اَلصِّدِّيْقُوْنَ : অর্থ সত্যনিষ্ঠ যাহার কথায় ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে এবং শরীয়তের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করিয়া অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۲۰﴾

প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নহে ; উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয় ; কিন্তু পরকালে রহিয়াছে (যেমন) কঠোর শাস্তি আর (অন্যদিকে) আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; তবে পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।

سَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۱﴾

২১. প্রতিযোগী হও (লাভের প্রয়াসে) তোমাদের রব্ব এর নিকট হইতে ক্ষমা ও (সেই) জান্নাত যাহার বিস্তার (দ্র. ৩:১৩৩) আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত- (ইহা) প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণে ঈমান আনে ; ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন ; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚ﴿۲۲﴾

২২. পৃথিবীতে (সামগ্রিকভাবে) অথবা তোমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে বিপর্যয় আসে, আমরা উহা সংঘটন করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে ; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ,০

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ﴿۲۳﴾

২৩. ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাও (ক্ষতিগ্রস্ত হও) তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং তোমাদিগকে যাহা তিনি দেন তাহাতে যেন হর্ষোৎফুল্ল না হও ; আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন উদ্ধত অহংকারীকে-০

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۴﴾

২৪. যাহারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় ; এবং যে মুখ ফিরাইয়া লয় তবে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, অতীব প্রশংসার্হ।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ

২৫. নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের

الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾

সহিত দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, আর আমরা লৌহ দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ[৯৭৬], এবং ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দেন, কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রসূলদিগকে সাহায্য করে ; অবশ্যই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

রুকু' ০৩ ৩ ع ১৭

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. আর আমরা নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করি এবং উভয়ের বংশধরদের মধ্যে দেই নবুয়ত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্প সংখ্যকই সৎপথ অবলম্বন করিল, এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً ؕ وَ رَهْبَانِيَّةَ ۟ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. অতঃপর আমরা তাহাদের পথ ধরিয়া অনুগামী করিয়াছিলাম আমাদের রসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারইয়াম-তনয় ঈ'সাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইনজীল- ও তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া ; আর বৈরাগ্যবাদ- ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে প্রবর্তন করে, আমরা উহাদিগকে ইহার বিধান দেই নাই, অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই, অতএব উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে দিয়াছিলাম পুরস্কার, তবে উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا

২৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ সচেতন

৯৭৬। 'লৌহতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ' : প্রাত্যাহিক জীবনে, নির্মাণকার্যে এবং যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরী ইত্যাদিতে লৌহের ব্যবহার অপরিসীম। এতদভিন্ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানুষের রক্তের RBC বা রক্তের লোহিত কণিকার মূল উপাদান হিমোগ্লোবিন, যাহা Haem (লৌহ) ও Globin (প্রোটিন) দ্বারা গঠিত। এই Haem (লৌহ) ফুসফুস হইতে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে উহা পরিসঞ্চালন করিয়া থাকে এবং সমগ্র শরীর হইতে কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ পূর্বক উহা ফুসফুসের মাধ্যমে বাহির করিয়া দেয়। অন্যদিকে মানব শরীরে লৌহ খাদ্যকে কর্মশক্তিতে পরিনত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অটুট রাখে এবং মস্তিষ্কনিহিত কার্যক্রম যথা স্মৃতি, বোধশক্তি, মনসংযোগ, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদিতে সহায়তা করে।

بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾

হও এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান (বজায়) রাখ, তিনি তাঁহার করুণায় তোমাদিগকে দ্বিগুণ অংশের অধিকারী করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করিবেন যাহা দিয়া তোমরা চলিবে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু-০

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

২৯. ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদের কোন ক্ষমতা নাই, এবং ইহাও যে, সকল অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন ; আর আল্লাহ্ বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী।

রুকু' ০৪

ع ৪ ২০

পারা ২৮

৫৮- সূরা আলমুজাদালাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৪	যিহারের বিধান।
০৫-০৬	নাস্তিকদের জন্য রহিয়াছে অপমানকর আযাব।
০৭-১৩	মজলিসে একান্তে কথা বলিবার বিধান। মজলিসে বসিবার এবং মজলিশ পরিত্যাগের বিধিমালা।
১৪-২২	কাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব ? মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র শত্রুদের বন্ধু বানাইবে না, নিকট আত্মীয় হইলেও।

৫৮- সূরা আলমুজাদালাহ্

মাদানী ; আয়াত ২২, রুকু' ৩

٥٨ سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٢ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আল্লাহ্ অবশ্যই শুনিয়াছেন তাহার (সেই নারীর) কথা যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে ও আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে[৯৭৭], আল্লাহ্ উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١

২. তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে[৯৭৮], (তাহারা জানিয়া রাখুক), তাহারা (স্ত্রীগণ) তাহাদের মাতা নহে ; যাহারা তাহাদিগকে জন্মদান করে কেবল তাহারাই তাহাদের মাতা ; আর উহারা তো গর্হিত কথা ও মিথ্যাই বলে ; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ۭ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

৯৭৭। আওস ইবনু সামিত (রা.) নামে এক সাহাবী তাঁহার স্ত্রীকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে যিহার সাব্যস্ত হয়। তাঁহার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট গিয়া ঘটনাটি বর্ণনা করেন ও সিদ্ধান্ত চান। উত্তরে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এই ব্যাপারে আমার নিকট এখনও নির্দেশ আসে নাই, তবে মনে হয় তাহার জন্য তুমি অবৈধ হইয়াছ। স্ত্রীলোকটি ইহা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

৯৭৮। ظَهْرٌ : অর্থ পৃষ্ঠদেশ, জাহিলী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিত, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইত। তাহারা এইভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলিত। যদিও ইসলামে ইহা দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না, তবে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করিতে হয়।

وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣

৩. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে (একে অপরকে) স্পর্শ করিবার পূর্বে এক গ্রীবাবদ্ধ ব্যক্তিকে[৯৭৯] মুক্ত করিতে হইবে, এতদ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে ; আর আল্লাহ্ সকল খবর রাখেন তোমরা যাহা কর।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤

৪. কিন্তু যে (মুক্ত করিতে কাহাকে) পাইবে না, (একে অপরকে) স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম পালন করিতে হইবে, ইহাতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অসহায়কে খাওয়াইবে ; ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলে বিশ্বাস রাখ ; এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত (দন্ডের) বিধান ; আর অমান্যকারীদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥

৫. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেমন অপদস্থ হইয়াছিল তাহাদের পূর্ববর্তীগণ, আর আমরা সুস্পষ্ট আয়াত প্রেরণ করিয়াছি ; এবং কাফেরদের জন্য অপমানকর শাস্তি,০

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦ ع ١

৬. সেইদিন আল্লাহ্ উত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে এবং জানাইয়া দিবেন যাহা উহারা করিত ; আল্লাহ্ ইহার হিসাব রাখিয়াছেন আর উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক সাক্ষী।

রুকু' ০১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى

৭. তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ জানেন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ?

৯৭৯। رَقَبَةٌ : গ্রীবাবদ্ধ (ঘাড় আটকানো) ব্যক্তি অর্থাৎ যে কোন ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। (দ্র. ৪ : ৯২, ৫ : ৮৯, ৯০ : ১৩)।

الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷﴾

তিনজনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি (উপস্থিত) থাকেন না, আর পাঁচজনেরও হয় না যাহাতে তিনি ষষ্ঠ হিসাবে (উপস্থিত) থাকেন না, উহারা এতদপেক্ষা কম বা বেশি হউক, তিনি তো তাহাদের সঙ্গেই আছেন, উহারা যেখানেই থাকুক না কেন, অতঃপর তিনি ক্বিয়ামত দিনে জানাইয়া দিবেন উহারা যাহা করে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবগত।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۸﴾

৮. তুমি কি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হয় ? কিন্তু নিষেধ করিবার পরও তাহারা ইহার পুনরাবৃত্তি করে এবং সলাপরামর্শ করে পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য, উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা সম্ভাষণ করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে সম্ভাষণ করেন নাই[৯৮০], উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি সে জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন' ? জাহান্নামই উহাদের জন্য যথেষ্ট, তথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۹﴾

৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়, তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাক্বওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও; আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁহার নিকট তোমাদিগকে হাশর[৯৮১] করা হইবে ।

৯৮০। রসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা ফিসফিস করিয়া পরস্পর পরামর্শ করিত এবং প্রায়ই মুসলিমদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিত। ইহাতে মুসলিমগণ মনে কষ্ট পাইতেন, এমনকি রসূলুল্লাহ (স.) কে অভিবাদন করিত 'আসসামু আ'লাইকা' (তোমার মৃত্যু হউক) বলিয়া। উহাদিগকে পূর্বেই এই সকল অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছিল। এই আয়াতগুলি এই ধরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।

৯৮১। تُحْشَرُوْنَ : তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে। অর্থাৎ তোমাদের কার্যাদি ও আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. বস্তুত গোপন পরামর্শ হয় শাইত্বানের প্ররোচনায় মু'মিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য ; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত সে তাহাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নহে ; আর মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও', তোমরা উঠিয়া যাইও, তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা রসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সদাক্বা প্রদান[৯৮২] করিবে, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক ; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾ ع ২ ২

১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সদাক্বা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর! যখন তোমরা সদাক্বা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তোমরা সলাত ক্বায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

রুকু' ০২

হইবে ও ফায়সালা করা হইবে। (দ্র. ২:২০৩, ৫:৯৬, ৬:৭৬, ৮:২৪, ২৩:৭৯, ৬৭:২৪)।

৯৮২। মুনাফিকরা সময়ে-অসময়ে অতি সাধারণ ব্যাপারে নিজেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স.) এর কানে কানে কথা বলিত। ইহাতে সময়ের অপচয় ছাড়াও রসূলুল্লাহ (স.)-এর কষ্ট হইত এবং অন্যদেরও অসুবিধা হইত। সে কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে হইলে প্রথমে সদাকা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুসলিমগণ এই নির্দেশের ফলে সতর্ক হন এবং মুনাফিকরা সদাক্বা প্রদান করিবার ভয়ে ইহা হইতে বিরত থাকে। পরবর্তীতে এই হুকুমটি রহিত হয় ; (দ্র. ৫৮:১৩)।

১৪. তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা, আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে ? তাহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে, উহাদের দলভুক্তও নহে[৯৮৩] এবং তাহারা জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠোর শাস্তি ; নিশ্চয় কত নিকৃষ্ট উহারা যাহা করিত!	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. উহারা উহাদের শপথকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে (মানুষকে) নিবৃত্ত করে ; অতএব উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় উহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদের কোন কাজে আসিবে না ; উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা তাঁহার নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা (ভাল) কিছুর উপর রহিয়াছে ; সাবধান! নিশ্চয় উহারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী।	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. শাইত্বান উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ফলে উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্র নির্দেশ ; উহারা শাইত্বানের দল ; সাবধান! শাইত্বানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।	اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, উহারাই হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

৯৮৩। এই স্থলে كُمْ: দ্বারা মু'মিনদিগকে এবং هُمْ: দ্বারা ইয়াহূদীদিগকে বুঝাইতেছে।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ্ লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'অবশ্যই বিজয়ী হইব আমি ও আমার রসূলগণ' ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে- হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাহাদের জ্ঞাতি-গোত্র ; তাহাদের অন্তরে তিনি ঈমান সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা[৯৮৪]; তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহারাই আল্লাহ্র দল ; জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

রুকু' ০৩

ع ٣ ٢٢

৫৯- সূরা আলহাশর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাহাদের উৎখাতের বিবরণ।
০৭-১০	উপকার লাভ করিবে কাহারা ?
১১-১৭	মুনাফিকদের আচরণ শাইত্বানের আচরণের মত।
১৮-২৪	মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ। কুরআনের মর্যাদা। আসমাউল হুসনা।

৫৯- সূরা আলহাশর

মাদানী ; আয়াত ২৪, রুকূ' ৩

٥٩ سُوْرَةُ الْحَشْرِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٢٤ ركوعاتها ٣

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَ

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র তাসবিহ (পবিত্রতা ও মহিমা

৯৮৪। رُوْحٌ : অর্থাৎ হিদায়াতের আলো, যাহা দ্বারা অন্তর শক্তিশালী হয় অথবা জিবরীল (আ.)।

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

ঘোষণা) করে, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾

২. তিনিই, কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফের, তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন[৯৮৫]; তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলি আল্লাহ্ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল, উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও ; অতএব হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَ لَوْ لَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

৩. এবং আল্লাহ্ উহাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাস্তি দিতেন ; আর পরকালে উহাদের জন্য রহিয়াছে অগ্নি-শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

৪. ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً

৫. তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ[৯৮৬]

৯৮৫। তৎকালে মদীনা হইতে দুই মাইল পূর্বে বনু নাজির নামক ইয়াহূদী গোত্র মযবূত দুর্গে বাস করিত। তাহারা ইতিহাস বিখ্যাত মদীনা সনদ-এ স্বাক্ষর প্রদান করিয়া মুসলিমদের সহিত শান্তিতে বসবাস করার অঙ্গীকার করিয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, কুরাইশদিগকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উস্কানি দেয়, এমনকি রসূলুল্লাহ (স.) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। বাধ্য হইয়া রসূলুল্লাহ (স.) প্রথমে তাহাদিগকে মদীনা হইতে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি তাহাদের দুর্গ অবরোধ করেন (হি. ৪/খ্রি. ৬২৫)। তাহারা আত্মসমর্পণ করে ও মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই সূরায় তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে।

৯৮৬। অবরোধকালে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে মুসলিমগণ ইয়াহূদীদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন।

عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর খাড়া রাখিয়া দিয়াছ, তাহা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে ; এবং এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾

৬. আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হইতে তাঁহার রসূলকে যে 'ফায়' (দ্র. ৩৩:৫০, টীকা ৭৮১) দিয়াছেন, তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; বরং আল্লাহ্ই যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহার রসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

৭. আল্লাহ্ জনপদবাসীদের হইতে তাঁহার রসূলকে যে 'ফায়' (টীকা ৭৮১) দিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রসূলের, রসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, নিঃস্বদের ও পথ-সন্তানদের (দ্র. ৯:৬০), যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে ; রসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক, এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর ;০

وقف لازم

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿٨﴾

৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে সাহায্য করে ; উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী,০

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى

৯. আর তাহাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীর অধিবাসী ও ঈমানদার ছিল, তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য

اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

তাহারা অন্তরে প্রয়োজন বোধ করে না, আর তাহারা নিজেদের উপর তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেয় নিজেদের অভাবগ্রস্ততা সত্বেও ; যাহাকে অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে, তবে তো উহারাই সফলকাম,০

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

১০. এবং যাহারা উহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছ তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না, হে আমাদের রব্ব! তুমি তো স্নেহশীল, পরম দয়ালু'।•

রুকু' ০১ • এক চতুর্থাংশ

الْحَشْر - ٥٩

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّ اِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. তুমি কি দেখ নাই যাহারা মুনাফিক, উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফের উহাদের সেই সব সঙ্গীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সহিত দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না- এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে সাহায্য করিব[৯৮৭]'; কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَ لَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَ لَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকরা তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে ; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. বস্তুত ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর ; ইহা এইজন্য যে ইহারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

৯৮৭। মুনাফিকরা ইয়াহূদীদিগকে, বিশেষত বনু নাজীরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. উহারা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান ব্যতীত ; উহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ প্রচন্ড ; তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন ; ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়,০

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾

১৫. ইহারা সেই লোকদের মত, যাহারা ইহাদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে[৯৮৮], ইহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি,০

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. ইহারা শাইত্বানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফুরি কর', অতঃপর যখন সে কুফুরি করে তখন সে বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তো জগতসমূহের রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করি'।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۷﴾ ع ২ ৫

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম সেখানে ইহারা স্থায়ী হইবে ; এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।

রুকু' ০২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকল্যের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠাইয়াছে, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; তোমরা যাহা কর অবশ্যই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন ; উহারাই ঘোরতর পাপাচারী।

৯৮৮। তাহারা হইল ইয়াহূদী বনু কায়নুকা গোত্র, যাহাদিগকে তাহাদের বিবিধ অপকর্মের জন্য বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনা হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।	لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আমরা এই কুরআনকে যদি* পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনম্র ও চূর্ণ বিচূর্ণ দেখিতে পাইতে; আমরা এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।	لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾
২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, (তিনিই) সর্বাধিপতি, মহাপবিত্র, পরম শান্তিদাতা, সর্ব নিরাপত্তা-বিধায়ক, পূর্ণ-সংরক্ষণকারী, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত ; উহারা যে সমস্ত শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র সুমহান।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতি দানকারী, সকল উত্তম নাম তাঁহারই; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

রুকু' ০৩ ৩ ع ৬

৬০- সূরা আলমুমতাহিনাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	আল্লাহ্ ও মু'মিনদের শত্রুদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা। এ ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আ.) এর আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ।
০৭-০৯	আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য শত্রুদের মধ্য হইতেও বন্ধু বাহির করিয়া দিতে পারেন।
১০-১৩	মহিলারা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদের ব্যাপারে যে পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৬০- সূরা আলমুমতাহিনাহ্

মাদানী; আয়াত ১৩, রুকূ' ২

٦٠ سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٣ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না (দ্র. ৩:২৮, ৪:১৪৪, ৫:৫১, ৫৭) তোমরা উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা, তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রসূলকে ও তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব্ব আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর ; যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হইয়া থাক, (তবে কেন) তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ[৯৮৯] ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর, তাহা আমি সম্যক অবগত ; তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١﴾

২. তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে আর কামনা করিবে যেন, তোমরাও কুফুরি কর ;০

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٢﴾

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনই কাজে আসিবে না, ♣ ক্বিয়ামতের দিন♣, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

মুআ' ২৯

মা'আরিফুল কুরআন ২৯

৯৮৯। মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি চলাকালে হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা.) এই অভিযানের সংবাদ এক চিঠিতে গোপনে মক্কাবাসীদিগকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল ইয়ামেনে, তাঁহার পরিবার তখনও ছিল মক্কায়। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তিনি পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে শংকিত হইয়া এই কাজ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) অহি মারফত ইহা জানিতে পারিয়া চিঠিটি উদ্ধার করাইয়া আনেন। হাতিব (রা.) তাহার অন্যায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, কারণ তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী এবং তাঁহার মন্দ অভিপ্রায়ও ছিল না। (বিস্তারিত বর্ণনা সহিহ্ বুখারী ও মুসলিমে দ্রষ্টব্য)।

মীমাংসা করিয়া দিবেন ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

بَصِيْرٌ ﴿٣﴾

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিল, 'তোমাদের সহিত ও তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহার দাসত্ব কর উহার সহিত অবশ্যই আমরা সম্পর্কহীন, আমরা তোমাদের মানি না, আর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য ; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন', (শুধু) ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কিন্তু তোমার বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না' ; (ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীগণ বলিল), 'হে আমাদের রব্ব! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করি, তোমারই অভিমুখী হই আর গন্তব্য তো তোমারই প্রতি'।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٤﴾

৫. 'হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদিগকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়'।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٥﴾

৬. তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের মধ্যে[৯৯০] ; আর যে মুখ ফিরাইল (সে জানিয়া রাখুক), নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, অতীব প্রশংসার্হ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦﴾ ع

রুকু' ০১

৭. যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন ; এবং আল্লাহ্

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ

৯৯০। ইবরাহীম (আ.) ও তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে।

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧﴾

সর্বশক্তিমান ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

৮. দ্বীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই, তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না ; আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

৯. আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে, উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো যালিম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَ اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَ لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও[৯৯১]; আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন, যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন, তবে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না ; মু'মিন নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফেরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে ; কাফেররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও ; অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মোহরাণা দাও ; তোমরা কাফের নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না, তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফেররা

৯৯১। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলিম নারীদের মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া যাইতে কাফেররা বাধা দেয় নাই। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের ঈমান সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে বলা হইয়াছে।

ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে ; ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَیْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِیْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফেরদের নিকট রহিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে উহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে ; ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

يٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ یُبَایِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا یُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَیْـًٔا وَّ لَا یَسْرِقْنَ وَ لَا یَزْنِیْنَ وَ لَا یَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا یَاْتِیْنَ بِبُهْتَانٍ یَّفْتَرِیْنَهٗ بَیْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا یَعْصِیْنَكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۲﴾

১২. হে নাবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বাইআ'ত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে[৯৯২] কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না, তখন তাহাদের বাইআ'ত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَىِٕسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا یَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, যেরূপে হতাশ হইয়াছে অবিশ্বাসীরা, যাহারা (এখন) কবরে আছে তাহাদের ব্যাপারে[৯৯৩]।●

রুকূ' ০২ ● ষষ্ঠাংশ

ع ٢ ٨

৯৯২। بَیْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ : নিজেদের হস্তপদের সম্মুখে অর্থাৎ জানিয়া-শুনিয়া সজ্ঞানে।

৯৯৩। কাফেররা আখিরাতের অস্বীকারকারী। মৃত্যুই জীবনের শেষ– তাহারা এই বিশ্বাস করে বলিয়া সমাধিস্থ ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ও তাহাদের সহিত উহাদের পুনর্মিলনের আশা করে না।

৬১- সূরা আসসফ্‌ফ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	মু'মিনদের দ্বিমুখী আচরণের নিন্দা। মূসা (আ.) এবং ঈ'সা (আ.) এর সাথীরা তাহাদের কষ্ট দিয়াছিল। ঈ'সা (আ.) কর্তৃক আহমদ (স.) এর আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী।
০৭-০৯	কাফেররা ইসলামের আলো নিভাইয়া দিতে চাহে। রসূল (স.) কে পাঠানো হইয়াছিল ইসলামকে দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে।
১০-১৪	আযাব হইতে মুক্তির উপায় ঈমান ও জিহাদ। মু'মিনদিগকে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ, যেরূপ হইয়াছিল ঈ'সা (আ.) এর সঙ্গীরা।

৬১- সূরা আসসফ্‌ফ

মাদানী ; আয়াত ১৪, রুকু' ২

٦١ سُوْرَةُ الصَّفِّ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٤ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র তাসবিহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

২. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যাহা কর না, তাহা তোমরা কেন বল ?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

৩. তোমরা যাহা কর না, তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

৪. নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্‌ তো তাহাদিগকে ভালবাসেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾

৫. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দাও, যখন তোমরা জান যে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল' ? অতঃপর উহারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করিল, তখন আল্লাহ্‌ উহাদের হৃদয়কে বক্রই করিয়া দিলেন ; আল্লাহ্‌ পাপাচারী জাতিকে হিদায়াত করেন না।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾

৬. এবং যখন মারইয়াম-তনয় ঈ'সা বলিল, 'হে বানী ইসরাঈল! অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমার নিকট তাওরাতের যাহা রহিয়াছে, আমি তাহার প্রত্যায়ন-কারী ও আমার পরে আহমাদ নামে যে রসূল আসিবেন তাহার সুসংবাদদাতা' ; পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল, তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু'।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾

৭. এবং যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾

৮. উহারা আল্লাহ্‌র নূর উহাদের ফুৎকারে নিভাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর (দ্বীন ইসলাম) কে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফেররা (উহা) অপছন্দ করে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾ ع

৯. তিনিই তাঁহার রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ, ইহাকে বিজয়ী করিবার জন্য এই জীবনব্যবস্থার (বিধি-বিধানের) প্রতিটি (ক্ষেত্রে), যদিও মুশরিকরা[৯৯৪] উহা অপছন্দ করে।

রুকু' ০১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾

১০. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে ?

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ

১১. (উহা এইযে), তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলে ঈমান বজায় রাখিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও কায়িক (শ্রম) দ্বারা আল্লাহ্‌র-পথে

৯৯৪। দ্রষ্টব্য : আয়াত ৯ : ৩২-৩৩ ও টীকা ৩৫৫ এবং ৪৮ : ২৮।

لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করিবে ; ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

১২. (ফলত) আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে ; ইহাই মহাসাফল্য ।-০

وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং (তিনি দান করিবেন) আরও একটি (অনুগ্রহ) যাহা তোমরা পছন্দ কর ; আল্লাহ্র নিকট হইতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয় ; সুতরাং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾ ع ٢

১৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র (দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) সাহায্যকারী হও, যেরূপ মারইয়াম-তনয় ঈ'সা হাওয়ারীগণকে[৯৯৫] বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে' ? হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী'; অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনিল ও একদল প্রত্যাখ্যান করিল, তখন যাহারা ঈমান আনিল, তাহাদের শত্রুদের মুকাবিলায় আমরা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল ।

রুকু' ০২

৬২- সূরা আলজুমুআ'হ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৪	রসূল ও কিতাব পাঠানোর উদ্দেশ্য ।
০৫-০৮	ইয়াহূদীরা তাওরাতের সহিত গাধার মতো আচরণ করিয়াছিল । ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ।
০৯-১১	জুমুআ'র সলাত আদায়ের নির্দেশ, এবং আযান হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য স্থগিত করিবার আদেশ । সলাত শেষে উপার্জন কর্মকান্ডে যাওয়া এবং সেথায় আল্লাহ্র নির্দেশ বেশী বেশী স্মরণের হুকুম ।

৯৯৫ । দ্র. ৩:৫২ আয়াতের টীকা এবং ৫:১১১-১১২ আয়াতদ্বয় ।

৬২- সূরা আলজুমুআ'হ্

মাদানী ; আয়াত ১১, রুকু' ২

٦٢ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها١١ ركوعاتها٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি সর্বাধিপতি, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾

২. তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে তাঁহার আয়াতসমূহ ; তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাহ্ ; ইতিপূর্বে তো উহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে-০

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾

৩. এবং অন্যান্যদের জন্যও তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ; আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

৪. ইহা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন ; আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾

৫. যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহা বহন (অনুসরণ) করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে জাতির দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ মিথ্যাসাব্যস্ত করে! আর আল্লাহ্ যালিম জাতিকে হিদায়াত করেন না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

৬. বল, 'হে যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছ! যদি তোমরা মনে কর তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে ; তবে তোমরা মৃত্যু

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

কামনা কর[৯৯৬], যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।	اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾
৭. কিন্তু উহারা উহাদের হস্ত দ্বারা যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে, উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।	وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾
৮. বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবে, অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে'।	قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ ع ١١
রুকু' ০১	
৯. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! জুমুআ'র দিনে যখন সলাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে (সলাতে) ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾
১০. অতঃপর সলাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে, আর আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।	فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. যখন তাহারা দেখিল ব্যবসায় অথবা কৌতুক তখন তাহারা তোমাকে (সলাতে) দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল[৯৯৭]; বল, 'আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট'; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক্ব-দাতা।	وَ اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ِۨانْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١﴾ ع ١٢
রুকু' ০২	

৯৯৬। ইয়াহূদীরা দাবি করিত যে, আখিরাতের বাসস্থান (দ্র. ২:৯৪) অর্থাৎ জান্নাত তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট। যদি তাহাদের এবংবিধ দাবি সত্য হইত, তবে জান্নাত লাভ করিবার জন্য তাহারা মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু তাহারা তাহা করে না।

৯৯৭। একবার মদীনায় খাদ্যশস্যের ভীষণ অভাব দেখা দেয়। সেই সময়ে এক জুমুআ'র সলাতে যখন রসূলুল্লাহ (স.) খুতবা দিতেছিলেন, তখন খাদ্যশস্য আমদানীকারক একটি ব্যবসায়ী দল তথায় আগমন করিলে মুসল্লীগণের মধ্যে অনেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদ হইতে বাহিরে যান। অবশ্য তখনও খুতবা সংক্রান্ত সমস্ত হুকুম সকলের জানা ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৬৩- সূরা আলমুনাফিকূন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	মুনাফিকদের আচরন। মুনাফিকদের আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না।
০৯-১১	মু'মিনদের প্রতি উপদেশ। সন্তান ও সম্পদ যেন আল্লাহ্র পথে বাধা না হয়। কর্মক্ষম থাকিতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবার নির্দেশ।

৬৩- সূরা আলমুনাফিকূন

মাদানী ; আয়াত ১১, রুকু' ২

٦٣ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١١ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿١﴾

১. যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসূল'; আল্লাহ্ জানেন যে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রসূল ; আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী,০

وقف لازم

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾

২. উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে ; উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾

৩. ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফুরি করিয়াছে, ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং উহারা বুঝে না।

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٤﴾

৪. আর তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও, উহাদের দেহাকৃতি তোমাকে চমৎকৃত করে এবং উহারা যখন বলে তুমি (সাগ্রহে) উহাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ ; উহারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে উহাদেরই বিরুদ্ধে ; উহারা শত্রু, অতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও ; আল্লাহ্ ধ্বংস করুন উহাদিগকে! বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে!

৫. এবং যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন', তখন উহারা মাথা ঘুরাইয়া লয়[৯৯৮] এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۵﴾
৬. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই উহাদের জন্য সমান ; আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।	سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۶﴾
৭. উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পড়ে' ; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই ; কিন্তু মুনাফিকরা তাহা বুঝে না।	هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَ لِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۷﴾
৮. উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে সেখান হইতে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে[৯৯৯] বহিষ্কার করিবে' ; কিন্তু সম্মান তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁহার রসূল ও মু'মিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা ইহা জানে না।	يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾ ع ১৩
৯. 'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের (কুরআনের) ব্যাপারে বিমুখ না করে, আর যাহারা এইরূপ করিবে উহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹﴾
১০. আমরা তোমাদিগকে যে রিয্‌ক্ব দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের	وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ

রুকু' ০১

৯৯৮। لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ : ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ মাথা ঘুরাইয়া লইল।
৯৯৯। এ স্থলে প্রবল দ্বারা মুনাফিকদের এবং দুর্বল দ্বারা মু'মিনগণকে বুঝানো হইয়াছে।

কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার রব্ব! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি পূর্ণ দান খয়রাত করিতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম'! (দ্র. ১৪ : ৪৪)

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

১১. কিন্তু যখন কাহারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

রুকু' ০২

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾ ع ২ ১৪

৬৪- সূরা আততাগাবুন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	তাওহীদ ও পুনরুত্থানের যুক্তি।
০৮-১০	ঈমান আনিবার আহ্বান। হাশরের দিন হইবে হারজিতের দিন।
১১-১৩	আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন মুসীবত আসে না, এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তাহার হৃদয়ে স্বস্তির পথ দেখান।
১৪	যাহারা ঈমান আনে তাহাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ শত্রু, সে ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ।
১৫-১৮	মু'মিনদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ পরীক্ষার বিষয়। সাফল্যের পথ তাক্বওয়া ও আনুগত্য এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়।

৬৪- সূরা আততাগাবুন

মাদানী ; আয়াত ১৮, রুকূ' ২

٦٤ سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٨ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁহারই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁহারই জন্য সর্বপ্রশংসা, আর তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফের এবং

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মু'মিন ; আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।	ۚ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢﴾
৩. আকাশসমূহ ও পৃথিবী তিনি যথার্থভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন- আর কতই না সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তোমাদের আকৃতি! এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾
৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যাহা গোপন কর ও তোমরা যাহা প্রকাশ কর ; আর আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়ে সম্যক অবগত।	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤﴾
৫. তোমাদের নিকট কি পৌঁছায় নাই পূর্ববর্তী কাফেরদের বৃত্তান্ত ? ফলত তাহারা উহাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে (আখিরাতে) মর্মন্তুদ শাস্তি।	اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾
৬. উহা এইজন্য যে, তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত, তখন তাহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে' ? অতঃপর তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না ; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, স্বতঃপ্রশংসার্হ।	ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّ اسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٦﴾
৭. কাফেরদের ধারণা যে তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না ; বল, 'অবশ্যই, আর আমার রব্ব এর শপথ! তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হইবে, অতঃপর তোমরা যে আ'মল করিতে তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হইবে ; আর ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ'।	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧﴾
৮. অতএব ঈমান বজায় রাখ আল্লাহ্, তাঁহার রসূল ও যে নূর (কুরআন) আমরা অবতীর্ণ	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَ

করিয়াছি তাহাতে ; আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।	اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٨﴾
৯. (স্মরণ কর), যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে, উহা হইবে লাভ-ক্ষতির দিন ; আর যে আল্লাহ্তে ঈমান রাখে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে প্রবেশ করাইবেন জান্নাতে ; যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী ; ইহাই বিরাট সাফল্য।	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾
১০. কিন্তু যাহারা প্রত্যাখ্যান করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমাদের আয়াতসমূহ, তাহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ; আর কত নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!•	وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾
১১. আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না ; এবং যে আল্লাহ্র প্রতি (এইমতে) ঈমান (আস্থা) রাখে, তিনি তাহার অন্তরকে (স্বস্তির) পথে চালিত করেন[১০০০] ; আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবগত।	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. এবং তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর ; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে আমাদের রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।	وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾
১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই ; সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুক।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

রুকূ' ০১ • তিন চতুর্থাংশ

الثلثة - ع ١٥

১০০০। মু'মিন জীবনে বিপদ আপতিত হয়: (১) কৃতপাপের শাস্তি লঘু করিবার জন্য, (২) ঈমানে দৃঢ়তার পরীক্ষা বা দ্বীনের কাজে ধৈর্যশীলতার পরীক্ষার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু 'বিপদ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আপতিত হয়', সেহেতু মু'মিন এই আস্থায় বা বিশ্বাসে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তখন আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে স্বস্তি দান করেন। (আরও দেখুন: ২:১৫৩, ২:১৫৫-১৫৭)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের জুড়িদের (স্বামী বা স্ত্রী) ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু[১০০১] অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও, আর যদি তোমরা (উহাদের দোষত্রুটির বিষয়ে) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দাও ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে (জানিয়া রাখ), আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫. বাস্তবিক পক্ষে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ ; আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট (তোমাদের জন্য) রহিয়াছে বিরাট প্রতিদান।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. অতএব তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় (নির্দেশ মান্য) কর এবং শুনিতে থাক ও আনুগত্য কর, আর সম্পদ ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই (কল্যাণের) জন্য ; আর যে তাহার অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত, তবে তো উহারাই সফলকাম।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ۙ

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; আর আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল-০

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

রুকু' ০২

ع ২ ৪ ১৬

১০০১। পরিবারে স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি যখন দ্বীনের পথে চলিবার জন্য বাধা স্বরূপ হয়, তখনই সে বা তাহারা শত্রু হয়, সেকারণে তাহাদের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিতে বলা হইয়াছে। সেইসঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার, দোষত্রুটি উপেক্ষা এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ জীবন যাপনকারীর জন্য আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হইবেন।

৬৫- সূরা আতত্বলাক্ব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	ত্বলাক্ব দেওয়ার এবং স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার পদ্ধতি।
০৪-০৭	ইদ্দতকাল কতদিন ? ইদ্দতকালে ত্বলাক্ব প্রাপ্তা তাহার স্বামীর বাড়িতেই থাকিবে। ইদ্দতকালে ভরণপোষণ। ত্বলাক্ব প্রাপ্তা কর্তৃক ত্বলাক্ব দাতার সন্তান পালন পদ্ধতি।
০৮-১২	অতীতে যাহারা রসূলদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণতি। মু'মিন বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

৬৫- সূরা আতত্বলাক্ব

মাদানী ; আয়াত ১২, রুকূ' ২

٦٥ سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٢ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

১. হে নাবী! (বলিয়া দাও) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যখন ত্বলাক্ব দিতে চাও, তাহাদিগকে ত্বলাক্ব দিবে তাহাদের ই'দ্দতের (নির্ধারিত সময়ের) জন্য (দ্র. টীকা ১৩৮) এবং তোমরা ই'দ্দতের (সময় গণনার) হিসাব রাখিও, আর ভয় করিও[১০০২] আল্লাহ্‌কে তোমাদের রব্ব- তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে তোমরা বহিষ্কার করিও না এবং তাহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তাহারা লিপ্ত হয় প্রকাশ্য অশ্লীলতায় ; আর এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ; যে আল্লাহ্‌র আইন লংঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে ; তুমি জান না হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন নূতন উপায় করিয়া দিবেন।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ

২. অতঃপর যখন তাহাদের (ই'দ্দতের) ক্ষণ আসন্ন হয়, তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ধরিয়া রাখিবে সৎভাবে, না হয় পরিত্যাগ

১০০২। ত্বলাক্বের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান পালন করিতে হইবে। যথা যতদূর সম্ভব ত্বলাক্ব হইতে বিরত থাকিতে হইবে ; মাসিক ঋতু চলাকালে ত্বলাক্ব দেওয়া বিধেয় নহে ; ত্বলাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতকালে ঘর হইতে বহিষ্কার করা যাইবে না। ই'দ্দতকাল গণনার লক্ষ্যে ত্বলাক দেয়ার নির্দেশ রহিয়াছে এবং ইদ্দতকাল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের হয়, এবং আল্লাহ্‌র এইসব বিধান লংঘন না করিলে ইদ্দতকালে আল্লাহ্ সমস্যা সমাধানের উপায় করিয়া দিতে পারেন। এই সমুদয় কারণে প্রচলিত 'একসঙ্গে একই সময়ে তিন ত্বলাক্ব' এর কোন প্রসঙ্গ কুরআনে আসে নাই। (দ্র. টীকা ১৩৯)।

مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ﴿۲﴾

করিবে[১০০৩] সৎভাবে ; এবং সাক্ষী করিবে তোমাদের হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে, আর সাক্ষ্য ক্বায়েম করিবে আল্লাহ্‌র জন্য ; ইহাইতো (নির্দেশ), যাহা দ্বারা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে (ঐ ব্যক্তিকে) যে ঈমান রাখে আল্লাহ্‌ ও পরকালে ; আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তাহার (উত্তরণের) পথ বাহির করিয়া দিবেন-০

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

৩. আর তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্‌ক্ব ; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য তিনিই যথেষ্ট ; আল্লাহ্‌ তাঁহার নির্দেশ পূরণ করিবেনই ; আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ের জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন নির্ধারিত মাত্রা।

وَ الّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ﴿۴﴾

৪. আর তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদের ই'দ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের গণনাকাল হইবে তিনমাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও ; এবং গর্ভবতীদের ই'দ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত ; আর আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ﴿۵﴾

৫. ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন ; আর আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে

১০০৩। ত্বলাক্বের ইদ্দতকাল শেষ হইবার পূর্বে মিলমিশ হইলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে ; আর যদি ইদ্দতকাল পূর্ণ হইয়া যায় তবে সামর্থ্যনুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত তাহাকে বিদায় করিবে। পরবর্তীতে মিলমিশ হইলে তাহাকে (পূর্বের স্ত্রীকে) বিবাহ করিতে পারিবে (দ্র. ২:২৩২)। এই (ত্বলাক্বে রজঈ') ব্যবস্থা মাত্র দুইবার ঘটিতে পারিবে (দ্র. ২:২২৮-২২৯)। অনন্তর তৃতীয় দফায় ত্বলাক্ব দিলে তাহা 'রজঈ' হিসাবে গণ্য হইবে না। (দ্র. ২:২৩০)

وَ لَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَ اْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝٦

বাস কর তাহাদিগকেও সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে ; তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবে না সঙ্কটে ফেলিবার জন্য ; তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদের সন্তানদিগকে স্তন্যদান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে[১০০৪], এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবে, তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে ;০

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে ; আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না ; আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

রুকু' ০১ ع ১৭

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّ عَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨

৮. আর কত জনপদ উহাদের রব্ব ও তাঁহার রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল! ফলে আমরা উহাদের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَ كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩

৯. অতঃপর উহারা উহাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল ; ক্ষতিই হইল উহাদের কর্মের পরিণাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۬ؕ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠ۙ

১০. আল্লাহ্ উহাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন- অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ♣যাহারা ঈমান আনিয়াছ ;♣ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ (কুরআন)-০

মুআ' ৩০ مع ৩

১০০৪। ত্বলাক্ব প্রাপ্তা নারী সন্তানকে দুধ পান করাইতে বাধ্য নহে, যদি সে পান করায় তবে পারিশ্রমিক লইতে পারে। তবে তাহাদের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত নহে যাহাতে সন্তান মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

১১. এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য ; যে কেহ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্ তাহাকে অতি উত্তম রিয্‌ক্ব দিবেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ۬ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ ع ٢ ٤ ١٨

১২. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও ; উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান আর জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

রুকু' ০১

৬৬- সূরা আততাহরীম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০২	হালালকে হারাম করিবার অধিকার নাবীর নাই। শপথের বিধান।
০৩-০৫	নাবীর স্ত্রীদের প্রতি উপদেশ।
০৬-০৮	মু'মিনদের প্রতি উপদেশ।
০৯-১২	নাবীর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হইবার নির্দেশ। কাফেরদের জন্য উপমা নূহ (আ.) এর স্ত্রী ও লূত (আ.) এর স্ত্রী। মু'মিনদের জন্য উপমা ফিরআ'উনের স্ত্রী এবং মারইয়াম (আ.)।

৬৬- সূরা আততাহরীম,

মাদানী ; আয়াত ১২, রুকূ' ২

٦٦ سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ١٢ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ

১. হে নাবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন ?

তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ[১০০৫]; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

رَّحِيْمٌ ﴿١﴾

২. আল্লাহ্ তোমাদের কসম হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়াছেন[১০০৬], এবং আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক, আর তিনি সর্বজ্ঞ, অতীব প্রজ্ঞাময়।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

৩. আর যখন নাবী তাহার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলিল, অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিল এবং আল্লাহ্ তাহাকে উহা জানাইয়া দিলেন, তখন সে এই বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিল ও কিছু অব্যক্ত রাখিল, অনন্তর যখন সে উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল'? সে (নাবী) বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনিই যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত'।

وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٣﴾

৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর (তবে ভাল) কারণ উভয়ের হৃদয় তো (মন্দচিন্তায়) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের সহায়তা কর তবে (জানিয়া রাখ), আল্লাহ্ই তাহার বন্ধু এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মু'মিনগণও, তাহা ছাড়া (অন্যান্য) মালাকগণও তাহার সাহায্যকারী।

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿٤﴾

৫. যদি নাবী তোমাদিগকে ত্বলাক্ব প্রদান করে, তবে তাহার রব্ব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাহাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ

১০০৫। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁহার কোন স্ত্রীর মনোস্তুষ্টির জন্য ভবিষ্যতে মধু পান না করিবার কসম করেন। হালাল খাদ্যকে গ্রহণ না করার কসম করা রসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য শোভন নহে। ইহাতে তাঁহার উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। সম্ভবত এই কারণে কসম ভংগ করিতে তাঁহাকে এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যদিও হালাল খাদ্য বর্জন করা অথবা বর্জন করিবার কসম করা শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ নহে।

১০০৬। কসম বা শপথ হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থার ব্যাপারে দেখুন দ্র. ৫:৮৯ আয়াত।

স্ত্রী- যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তাওবাকারী, ই'বাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।	ثٰٓيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ۝٥
৬. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোরস্বভাব মালাকগণ, যাহারা অমান্য করে না যাহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদেশ করেন আর তাহারা তাহাই করে যাহা করিতে আদিষ্ট হয় ।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦
৭. হে যাহারা অস্বীকার করিয়াছ! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না ; তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧ ع ١٩
রুকু' ০১	
৮. হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা ; (তাহা হইলে) সম্ভবত তোমাদের রব্ব তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেই দিন আল্লাহ্ অপদস্থ করিবেন না- নাবীকে ও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহার সহিত, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে চলমান হইবে, তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨
৯. হে নাবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও ; উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, আর উহা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন, উভয়ে ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মশীল বান্দাদ্বয়ের অধীন, কিন্তু উভয়ে তাহাদের সহিত খিয়ানত করিয়াছিল, ফলে উভয়ের ব্যাপারে তাহারা আল্লাহ্র মুকাবেলায় কোন উপকারে আসিল না এবং বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ কর'।

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

১১. আর যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ বর্ণনা করিতেছেন ফিরআ'উন পত্নীর দৃষ্টান্ত ; যে দুআ' করিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরাআ'উন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে আর আমাকে উদ্ধার কর যালিম জাতি হইতে'।

وقف لازم

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. আরও (দৃষ্টান্ত), ই'মরান-তনয়া মারইয়ামের- যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর আমরা উহাতে (তাহার গর্ভে) ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম আমাদের রূহ হইতে এবং সে তাহার রব্ব এর বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহন করিয়াছিল, আর সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

ع ২ ৫ ২০

রুকু' ০২

পারা ২৯

৬৭- সূরা আলমুল্‌ক

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১২	সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিখুঁত। আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব অস্বীকারকারীদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব। যাহারা আল্লাহ্‌কে রব্ব স্বীকার করে ও মান্য করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
১৩-২৪	আল্লাহ্‌র এককত্বের ও প্রভুত্বের যুক্তি ও প্রমাণ।
২৫-২৬	পুনরুত্থান ও বিচার অনিবার্য।
২৭-৩০	তাওহীদের যুক্তি।

৬৭- সূরা আলমুল্‌ক

মাক্কী ; আয়াত ৩০, রুকূ' ২

٦٧ سُوْرَةُ الْمُلْكِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣٠ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত, এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান-০

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾

২. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতম উত্তম ? আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল-০

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾

৩. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ স্তরে স্তরে ; পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন রকমের খুঁত দেখিতে পাইবে না ; পুনরায় তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি ?

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

৪. অতঃপর তুমি বারংবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

৫. আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ

করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা ও উহাদিগকে করিয়াছি শাইত্বানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ (ক্ষেপনাস্ত্র) এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।	جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾
৬. যাহারা তাহাদের রব্বকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি ; আর (উহা) কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল !	وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾
৭. যখন তাহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা উহার বিকট শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত-০	اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِيَ تَفُوْرُ ۙ ﴿٧﴾
৮. রোষে (জাহান্নাম) যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা[১০০৭] জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই' ?	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾
৯. উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল- কিন্তু আমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, বরং তোমরাই মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ'।	قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾
১০. এবং উহারা বলিবে, 'হায়, যদি* আমরা (তাহাদের উপদেশ) শুনিতাম আর বুঝিতাম (বিবেক-বুদ্ধি খাটাইতাম), তাহা হইলে আমরা সায়ী'র-বাসী (প্রজ্বলিত অগ্নি-বাসী) হইতাম না'!	وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾
১১. এইরূপে উহারা নিজদের অপরাধ জানিয়া লইবে, অতএব ধ্বংস সায়ী'র-বাসীদের জন্য।	فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

১০০৭। خَزَنَتُهَآ : মূল শব্দ হচ্ছে خَزَنَةٌ এর একবচন خَازِنٌ অর্থ প্রহরী, রক্ষী, জাহান্নামের প্রহরী 'খাজানা' নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্র. ৩৯ : ৭১ ও ৪০ : ৪৯ আয়াতদ্বয়।

১২. নিশ্চয় যাহারা গায়েব অবস্থানে তাহাদের রব্বকে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾
১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল ; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ- অন্তরে যাহাই থাকে।	وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾
১৪. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানিবেন না ? আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।	اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ ع
১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন ; অতএব তোমরা উহার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর ও তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর ; আর পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট[১০০৮]।	هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾
১৬. তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন না, অনন্তর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে ?	ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾
১৭. অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না ? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!	اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾
১৮. আর ইহাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি!	وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾
১৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে ? পরম করুণাময় ব্যতীত কেহই	اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ ۛ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ

রুকু' ০১

১০০৮। অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

উহাদিগকে (উড়ন্ত অবস্থায়) রাখে না ; নিশ্চয় তিনি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।	بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. পরম করুণাময় ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে ? কাফেররা তো রহিয়াছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾
২১. এমন কে আছে, যে তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দিবে- তিনি যদি তাঁহার জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন ? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿٢١﴾
২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সঠিক সরল পথে চলে ?	اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ ; অতি সামান্যই তোমরা কৃতজ্ঞ হও'।	قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে'।	قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. আর উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে' ?	وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'।	قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَ اِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর তাহারা যখন উহা (ক্বিয়ামতের শাস্তি) আসন্ন দেখিবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে'।	فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন- তবে কাফেরদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে' ?

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. বল, 'তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি ও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, তবে শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে'।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾ ع ٢ ٢ ٢

৩০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি' ?

রুকু' ০২

৬৮- সূরা আলক্বলাম

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	মুহাম্মাদ (স.) সত্য রসূল।
০৮-৩৩	পাপিষ্ঠদের আনুগত্য করিবার নিষেধাজ্ঞা। বাগান অধিকারীদের উপমা।
৩৪-৫০	আনুগত্যশীলগণ আর অপরাধীরা এক নহে। অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী।
৫১-৫২	কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের দাম্ভিকতা। কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

৬৮- সূরা আলক্বলাম

মাক্কী ; আয়াত ৫২, রুকু' ২

٦٨ سُوْرَةُ الْقَلَمِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٢ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

نٓ ۚ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾

১. নু----ন, শপথ কলমের এবং তাহারা[১০০৯] যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার-০

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾

২. তোমার রব্ব এর অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ,০

وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾

৩. এবং তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে অশেষ পুরস্কার,০

১০০৯। অর্থাৎ মালাক (ফিরিশতা) ; ভিন্ন মতে মানুষ।

৪. আর তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।	وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অচিরেই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে-০	فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।	بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
৭. তোমার রব্ব তো সম্যক জ্ঞাত কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, এবং তিনি সম্যক অবগত কাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾
৮. সুতরাং তুমি মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের অনুসরণ করিও না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾
৯. তাহারা চাহে, যদি* তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।	وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾
১০. এবং অনুসরণ করিও না তাহার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত[১০১০]-০	وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়-০	هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾
১২. যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ-০	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾
১৩. রূঢ় স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত-০	عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾
১৪. সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া ;০	اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. উহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র'।	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব[১০১১]।	سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

১০১০। ১০-১৫ আয়াতসমূহ কুরায়শ সরদার ওলীদ ইবন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জাহিলী যুগের অনেকেরই এই চরিত্র ছিল। (ই ফা)।

১০১১। اَلْخُرْطُوْمُ : হাতির শুঁড়। বিদ্রূপাত্মক অর্থে নাসিকা শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

১৭. আমরা অবশ্য উহাদিগকে পরীক্ষা করি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান-অধিপতিদের, যখন উহারা শপথ করিল যে প্রত্যূষে আহরণ করিবে বাগানের ফল-০	اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র) প্রশংসা ('ইন্‌শাআল্লাহ্‌' বলিয়া) করে নাই।	وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. অতঃপর তোমার রব্ব এর নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَ هُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. ফলে উহা কর্তিত শস্যের ন্যায় হইয়া গেল-০	فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾
২১. প্রত্যূষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল-০	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. 'যদি ফল আহরণ করিতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল'।	اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে-০	فَانْطَلَقُوْا وَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. 'অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতেই না পারে'-০	اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং উহারা (মিসকিনদের) নিবৃত্ত করিতে সক্ষম- এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে (বাগানে) যাত্রা করিল।	وَّ غَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর যখন উহা (বাগানের অবস্থা) প্রত্যক্ষ করিল, তখন বলিল, 'আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি'-০	فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. 'বরং আমরা তো বঞ্চিত'।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্যক্তি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই ? এখনও	قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾

তোমরা (আল্লাহ্‌র) তাসবিহ করিতেছ না কেন' ?	
২৯. তখন উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের রব্ব এর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি, আমরা তো যালিম ছিলাম'।	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী'।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. 'সম্ভবত আমাদের রব্ব ইহা হইতে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট বিনিময় দিবেন, আমরা আমাদের রব্ব এর অভিমুখী হইলাম'।	عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে, আর আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ; যদি* উহারা জানিত!	كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ ع
৩৪. মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিয়া'মতপূর্ণ জান্নাত তাহাদের রব্ব এর নিকট।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. তবে কি আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) দিগকে অপরাধীদের সমতুল্য গণ্য করিব ?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের কী হইল ; তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছ ?	مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর-০	اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. যে, তোমাদের জন্য অবশ্যই উহাতে রহিয়াছে তোমরা যাহা পছন্দ কর,০	اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. তোমাদের কি আমাদের সহিত ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার আছে যে-নিজেদের জন্য তোমরা যাহা স্থির করিবে তাহাই পাইবে ?	اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾

রুকু' ০১

وقف لازم ع ٣٣

৪০. উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর উহাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে ?⁂	سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. উহাদের কি কোন দেবতা আছে?⁂ থাকিলে উহাদের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি উহারা সত্যবাদী হয়।	اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. (স্মরণ কর) সেদিন, যখন উন্মোচন করা হইবে[১০১২] পায়ের গোছা, সেইদিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা সক্ষম হইবে না-০	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. উহাদের দৃষ্টি হইবে ভয়ার্ত, হীনতা করিবে আচ্ছন্ন, অথচ যখন (পৃথিবীতে) সক্ষম ছিল তখন উহাদিগকে ডাকা হইয়াছিল সিজদার জন্য (তখন তো তাহারা সিজদা করিত না)।	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَ هُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. সুতরাং ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং তাহাদিগকে যাহারা এই বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; উহাদিগকে আমরা ক্রমে ক্রমে ধরিব[১০১৩] এইরূপে যে উহারা জানিতে পারিবে না-০	فَذَرْنِيْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আমি উহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকি ; নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾
৪৬. তুমি কি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহা উহাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয় ?	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. উহাদের কি গায়েবের (দ্র. টীকা ১১) জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে।	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতএব ধৈর্য ধারণ কর তোমার রব্ব এর নির্দেশের অপেক্ষায়, আর তুমি অধৈর্য হইওনা	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَ هُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾

মুআ' ৩১ — مع ৩১

وقف لازم

১০১২। يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : এর শাব্দিক অর্থ হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হইবে। ইহা একটি আরবি বাগধারা, ইহার অর্থ 'শাদাতুল আমর' : অর্থাৎ চরম সংকট। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌র জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, তখন উহাদিগকে সিজদা করিতে বলা হইলে উহারা সিজদা করিতে পারিবে না। ই ফা।

১০১৩। অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধরিব।

মৎস্য-সহচরের[১০১৪] ন্যায় ; যখন সে বিষাদ-আচ্ছন্ন চিত্তে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল ;০

৪৯. তাহার রব্ব এর অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿۴۹﴾

৫০. পুনরায় তাহার রব্ব তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۵۰﴾

৫১. আর কাফেররা যখন কুরআন শুনে তখন উহারা যেন উহাদের তির্যক-দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে, এবং তাহারা বলে, 'সে তো এক নিশ্চিত পাগল'!

وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾ وقف لازم

রুকূ' ০২ • এক চতুর্থাংশ

৫২. অথচ ইহা (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ বৈ আর কিছুই নহে।•

وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۲﴾ ع ۲ الربع

৬৯- সূরা আলহাক্কহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৮	অতীতে আখিরাত অস্বীকারকারী জাতিগুলো ধ্বংস হইয়াছে। ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
১৯-২৪	মু'মিনগণ আ'মলনামা পাইবে ডান হাতে ; তাহারা থাকিবে মহানন্দে।
২৫-৩৭	অপরাধীদের আ'মলনামা দেয়া হইবে বাম হাতে ; তাহাদের পরকালীন দুর্দশা।
৩৮-৫২	কুরআন রব্বুল আ'লামীন কর্তৃক অবতীর্ণ, অন্য কেহ রচনা করিতে সক্ষম নহে। কুরআন কাফেরদের হতাশাগ্রস্ত করিয়া দেয়।

৬৯- সূরা আলহাক্কহ্

মাক্কী ; আয়াত ৫২, রুকূ' ২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

٦٩ سُوْرَةُ الْحَآقَّةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٢ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা-০

اَلْحَآقَّةُ ﴿۱﴾

১০১৪। صَاحِبُ الْحُوْتِ : এর অর্থ মৎস্যওয়ালা বা মৎস্য-গ্রাসে পতিত। ইউনুস (আ.) কে মৎস গিলিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলা হইয়াছে।

২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ?	مَا الْحَآقَّةُ ۚ﴿٢﴾
৩. আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ؕ﴿٣﴾
৪. আ'দ ও সামূদ জাতি অস্বীকার করিয়াছিল মহাপ্রলয়।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর সামূদ জাতি, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা।	فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾
৬. আর আ'দ জাতি, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা-০	وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿٦﴾
৭. যাহা তিনি উহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস- বিরামহীনভাবে- তখন তুমি[১০১৫] উক্ত জাতিকে দেখিতে- উহারা সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়,০	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ﴿٧﴾
৮. অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি ?	فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾
৯. ফিরআ'উন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টাইয়া দেওয়া জনপদ (লূত জাতি) পাপাচারে লিপ্ত ছিল,০	وَ جَآءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهٗ وَ الْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ﴿٩﴾
১০. উহারা উহাদের রব্ব এর রসূলের অবাধ্য হইয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন- কঠোর শাস্তি।	فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾
১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন তোমাদিগকে[১০১৬] আমরা আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে -০	اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۙ﴿١١﴾
১২. আমরা ইহা করিয়াছিলাম তোমাদের	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ

১০১৫। সেখানে উপস্থিত থাকিলে দেখিতে।
১০১৬। 'তোমাদিগকে' অর্থাৎ নূহ (আ.) ও তাঁহার অনুসারীদিগকে ।

শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।	﴿١٢﴾
১৩. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে- একটি মাত্র ফুৎকার-০	فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. আর পৃথিবী ও পর্বতমালা উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একটি মাত্র ধাক্কায় উভয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে-০	وَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾
১৫. সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়-০	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
১৬. এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেই দিন উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে-০	وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. মালাকগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে এবং সেই দিন আটজন (মালাক) তোমার রব্ব এর আ'র্শকে ধারণ করিবে তাহাদের উর্ধ্বে ;০	وَّ الْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾
১৮. সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾
১৯. তখন যাহাকে তাহার আ'মলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার আ'মলনামা, পড়িয়া দেখ',০	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾
২০. 'নিশ্চয়ই আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে',০	اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন-০	فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
২২. সমুন্নত জান্নাতে-০	فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩. যাহার ফলপুঞ্জ অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।	قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (তাহাদিগকে বলা হইবে), 'পানাহার কর তৃপ্তির সহিত তোমরা অতীতে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে'।	كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৫. কিন্তু যাহার আ'মলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আ'মলনামা',০	وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِیَهْ ﴿۲۵﴾
২৬. 'এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব'!	وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ ﴿۲۶﴾
২৭. 'হায়! উহাই (মৃত্যু) যদি হইত আমার পরিণতি'!	یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ﴿۲۷﴾
২৮. 'আমার সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না'!	مَاۤ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ﴿۲۸﴾
২৯. 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে',০	هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِیَهْ ﴿۲۹﴾
৩০. (মালাকদের বলা হইবে), 'ধর উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও'-০	خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿۳۰﴾
৩১. 'অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে'-০	ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوْهُ ﴿۳۱﴾
৩২. 'পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে' ;০	ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿۳۲﴾
৩৩. সে তো মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না-০	اِنَّهٗ كَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ ﴿۳۳﴾
৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না;০	وَ لَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ﴿۳۴﴾
৩৫. অতএব এইদিন সেখানে তাহার কোন সুহৃদ নাই-০	فَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هٰهُنَا حَمِیْمٌ ﴿۳۵﴾
৩৬. আর ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোন খাদ্য নাই-০	وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِیْنٍ ﴿۳۶﴾
রুকু' ০১ ৩৭. যাহা পাপীরা ব্যতীত কেহ ইহা খাইবে না।	لَّا یَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿۳۷﴾ ع ১ ৫
৩৮. অতঃপর না! আমি শপথ করিতেছি (দ্র. ৫৬ : ৭৫) উহার যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর-০	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. এবং যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর না-০	وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের[১০১৭] (বহনকৃত) বার্তা-০	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾
৪১. আর ইহা কোন কবির রচনা নহে ; অতি সামান্যই তোমরা বিশ্বাস কর-০	وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. এবং ইহা কোন গণকের কথাও নহে ; অতি অল্পই তোমরা অনুধাবন কর ;০	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. ইহা জগতসমূহের রব্ব এর নিকট হইতে অবতীর্ণ।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. সে[১০১৮] যদি* আমাদের নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত-০	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾
৪৫. আমরা অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম-০	لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং আমরা কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,০	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে উহা (শাস্তি-প্রদান) হইতে বিরত করিতে পারিত।	فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর অবশ্যই ইহা মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ।	وَ اِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।	وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) কাফেরদের অনুশোচনার কারণ হইবে[১০১৯]।	وَ اِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

১০১৭। 'রসূল' দ্বারা এখানে জিবরীল (আ.) কে বুঝায়।

১০১৮। এই স্থলে 'সে' অর্থ নাবী মুহাম্মাদ (স.)।

১০১৯। কুরআনে বর্ণিত শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করিবে তখন কুরআনকে অস্বীকার করিবার জন্য তাহারা অনুশোচনায় দগ্ধ হইবে।

৫১. আর অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।	وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾
৫২. অতএব তুমি মহান রব্ব এর নামের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা কর। রুকু' ০২	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾ ع ২ ৬

৭০- সূরা আলমাআ'রিজ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৮	কাফেররা ক্বিয়ামত প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ক্বিয়ামত ও হাশরের দৃশ্য।
১৯-৩৫	মানুষের স্বভাব। মুসল্লিদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।
৩৬-৪৪	কাফেরদের অবস্থা। পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটিবে।

৭০- সূরা আলমাআ'রিজ

মাক্কী ; আয়াত ৪৪, রুকু' ২

٧٠ سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٤ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. যাচঞাকারী চাহিল অবধারিত শাস্তি সংঘটিত হউক-০	سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾
২. কাফেরদের জন্য, উহা প্রতিরোধের কেহ নাই-০	لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾
৩. (উহা আসিবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে, যিনি সুমহান মর্যাদার[১০২০] অধিকারী ;০	مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾
৪. মালাকগণ ও রূহ তাঁহার (আল্লাহ্‌র) দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যাহার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বৎসর[১০২১],০	تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾
৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর, পরম ধৈর্য।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾
৬. উহারা তো ঐ দিনকে (ক্বিয়ামত দিবস) মনে করে সুদূর-০	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾

১০২০। اَلْمَعَارِجُ: এর একবচন مِعْرَاجٌ অর্থ ঊর্দ্ধারোহণের সোপান। এখানে উচ্চ মর্যাদার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০২১। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিন, পৃথিবীর দিনের গণনায় ৫০ সহস্র বৎসর। ৩২:৫ আয়াতে ইহার পরিমান এক সহস্র বৎসর। বুঝা যায়, পাপের পরিমানের ভিত্তিতে কালের কমবেশী হইবে। মুত্তাক্বীদের জন্য এই সময় হইবে অতি অল্প। (বিস্তারিত ও বিবিধ মতামত দেখুন এই আয়াতের টীকা -কু কা মদীনা)।

৭. কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহা আসন্ন ;০	وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝٧
৮. সেদিন আকাশ হইবে গলিত তাম্রের মত-০	يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝٨
৯. এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙ্গীন পশমের মত-০	وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩
১০. এবং (কোন) সুহৃদ সুহৃদের খবর লইবে না,০	وَ لَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝١٠
১১. উহাদিগকে করা হইবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর ; সেই দিনের শাস্তির বিনিময়ে অপরাধী দিতে চাহিবে তাহার সন্তান-সন্ততিকে-০	يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۝١١
১২. এবং তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে-০	وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهِ ۝١٢
১৩. আর তাহার জ্ঞাতিকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত-০	وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝١٣
১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে- যাহাতে (এই মুক্তিপণ) তাহাকে মুক্তি দেয়-০	وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝١٤
১৫. না, কখনই নহে (তাহাকে মুক্তি দিবে না) ; ইহা তো লেলিহান অগ্নি-০	كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۝١٥
১৬. যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে,০	نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝١٦
১৭. (জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে) ডাকিবে, যে (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল-০	تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلّٰى ۝١٧
১৮. আর যে (সম্পদ) পুঞ্জীভূত অতঃপর সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল।	وَ جَمَعَ فَاَوْعٰى ۝١٨
১৯. নিশ্চয় মানুষ সৃজিত হইয়াছে অতি অস্থিরচিত্তরূপে-০	اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝١٩
২০. মন্দ তাহাকে স্পর্শ করিলে সে হয় হা-হুতাশকারী-০	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝٢٠
২১. আর কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করিলে সে হয়	وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝٢١

অতি কৃপণ-০	
২২. তবে (যথার্থ) সলাত আদায়কারীগণ ব্যতীত-০	اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. যাহারা তাহাদের সলাতে সদা প্রতিষ্ঠিত-০	الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আর যাহাদের সম্পদে (নিঃস্বের) নির্ধারিত অধিকার (হক্ব) রহিয়াছে-০	وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾
২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের-০	لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্যে প্রতিপন্ন করে-০	وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾
২৭. আর যাহারা তাহাদের রব্ব এর শাস্তি সম্বন্ধে ভীতসন্ত্রস্ত,০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. নিশ্চয়ই তাহাদের রব্ব এর শাস্তি হইতে নিঃশংক থাকিবার নহে।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾
২৯. এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে-০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. তাহাদের জুড়িগণ অথবা দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত[১০২২], ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না-০	اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. তবে কেহ ইহাদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী,০	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে-০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্যদানে অটল-০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং নিজেদের সলাতে যত্নবান ;০	وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾

১০২২। দ্র. আয়াত ২৩:৬ এবং টীকা ৬৫০।

৩৫. উহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।	أُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع ١٥
৩৬. কাফেরদের হইল কি যে, উহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে[১০২৩]-০	فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।	عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে দাখিল করা হইবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে ?	اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. কখনও নহে ; নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে।	كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. তবে না! আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের অধিপতির- আমরা অবশ্যই সক্ষম-০	فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (মানবগোষ্ঠীকে) তাহাদের স্থলবর্তী করিতে- আর ইহাতে আমরা অক্ষম নহি।	عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. অতএব তাহাদিগকে বাকবিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত-০	فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. সেদিন উহারা কবর হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইবে, যেন কোন বেদীর (উপাসনার-স্থান) দিকে ধাবিত হইতেছে-০	يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অবনত নেত্রে, হীনতা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে ; ইহাই সেই দিন, যে সম্বন্ধে তাহাদের সতর্ক করা হইত।	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ ع ٢ ٨

রুকু' ০১

রুকু' ০২

১০২৩। রসূলুল্লাহ (স.) এর কুরআন তিলাওয়াত এবং উহাতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা শুনিয়া কাফেররা দৌড়াইয়া আসিত, উদ্দেশ্য ছিল কুরআনে বর্ণিত বিষয় লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। সুতরাং তাহারা কখনও জান্নাতের আশা করিতে পারে না।

৭১- সূরা নূহ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২০	নিজ জাতির নিকট নূহ (আ.) কর্তৃক আল্লাহ্‌র ই'বাদত করিবার, তাঁহাকে ভয় করিবার এবং রসূলের আনুগত্য করিবার মর্মস্পর্শী দাওয়াত। তাঁহার দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি।
২১-২৮	নূহ (আ.) এর জাতি কর্তৃক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান ও তাঁহার বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্র। অবশেষে জাতির উপর নূহ (আ.) এর বদ দুআ' এবং উহাদের ধ্বংস।

৭১- সূরা নূহ

মাক্কী আয়াত ২৮, রুকূ' ২

٧١ سُوْرَةُ نُوْحٍ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٨ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. নূহকে আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসিবার পূর্বে।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١﴾

২. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'-০

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾

৩. 'এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ই'বাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'-০

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾

৪. 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ; নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না ; যদি* তোমরা ইহা জানিতে'!

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ وقف لازم

৫. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব্ব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করিয়াছি'-০

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّ نَهَارًا ﴿٥﴾

৬. 'কিন্তু আমার আহ্বান উহাদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে'।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

৭. ‘আমি যখনই তাহাদিগকে আহ্বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা কানে অঙ্গুলী দেয়, আর বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে ও জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে’,০	وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ﴿۷﴾
৮. ‘অতঃপর আমি তাহাদিগকে ডাকিয়াছি প্রকাশ্যে’-০	ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ﴿۸﴾
৯. ‘পরে আমি তাহাদের জন্য প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছি এবং গোপনেও উপদেশ দিয়াছি’-০	ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ﴿۹﴾
১০. বলিয়াছি, ‘তোমাদের রব্ব এর ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল’-০	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾
১১. ‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন’-০	یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۱﴾
১২. ‘তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা’;০	وَّ یُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِیْنَ وَ یَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ یَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴿۱۲﴾
১৩. ‘তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না’!	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ﴿۱۳﴾
১৪. ‘অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে’। (দ্র. ২২:৫, ৪০:৬৭)।	وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾
১৫. ‘তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী’ ?	اَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ﴿۱۵﴾
১৬. ‘এবং সেখানে চন্দ্রকে বানাইয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে বানাইয়াছেন প্রদীপরূপে’।	وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾
১৭. ‘তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মাটি হইতে’-০	وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾	১৮. ‘অতঃপর উহাতে (মৃত্তিকাতে) তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন’।
وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾	১৯. ‘এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত’-০
لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ ع ١	২০. ‘যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে’। রুকু’ ০১
قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾	২১. নূহ বলিয়াছিল, ‘হে আমার রব্ব! উহারা তো আমার অবাধ্য হইয়াছে এবং অনুসরণ করে এমন লোকের যাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই’,০
وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾	২২. আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল,০
وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ﴿٢٣﴾	২৩. এবং বলিয়াছিল, ‘তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে ; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দা, সুওয়াআ’, ইয়াগূস, ইয়াঊ’ক্ব ও নাস্‌রকে’[১০২৪],০
وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾	২৪. ‘উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না’।
مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾	২৫. উহাদের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হয় অতঃপর উহাদিগকে প্রবেশ করানো হয় অগ্নিতে, আর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায় নাই ।
وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾	২৬. নূহ আরও বলিয়াছিল, ‘হে আমার রব্ব! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হইতে একজনকেও অব্যাহতি দিও না’।

১০২৪। নূহ (আ.) এর জাতির দেব-দেবীর নাম।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৭. 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের'।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾ ع

২৮. 'হে আমার রব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে আর যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে ; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর'।● তৃতীয়াংশ ● রুকু' ০২

النصف ع ২

৭২- সূরা আলজিন্ন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৯	একদল জিন্নের রসূল (স.) এর নিকট কুরআন শুনিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তাঁহাকে জানান। অতঃপর জিন্নগণ তাহাদের জাতির নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ঈমান ও ইসলামের যে দাওয়াত দেয় উহার বিবরণ।
২০-২৮	রসূল (স.) কে তাওহীদ ও আখিরাতের দাওয়াত দানের নির্দেশ।

৭২ سُوْرَةُ الْجِنِّ

مَكِّيَّةٌ اياتها ٢٨ ركوعاتها ٢

৭২- সূরা আলজিন্ন

মাক্কী ; আয়াত ২৮, রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾

১. বল, 'আমার প্রতি অহি করা হইয়াছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনিয়াছি'[১০২৫]-০

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ﴿٢﴾

২. 'যাহা সঠিক পথনির্দেশ করে ; ফলে আমরা ইহাতে ঈমান আনিয়াছি ; আমরা কখনও আমাদের রব্ব এর কোন শরীক স্থির করিব না'-০

وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ﴿٣﴾

৩. 'এবং নিশ্চয়ই সমুন্নত আমাদের রব্ব এর মর্যাদা ; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান'-০

১০২৫। নাখলা নামক স্থানে জিন্নদের একটি দল কুরআন শুনিয়া তাহাদের সঙ্গীদিগকে এই কথাগুলি বলিয়াছিল।

৪. ‘এবং আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবান্তর উক্তি করিত’-০	وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾
৫. ‘অথচ আমরা মনে করিতাম মানুষ এবং জিন্ন আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করিবে না’-০	وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾
৬. ‘আরও এই যে, মানুষের মধ্যে কতক জিন্নদের মধ্যে কতকের শরণাপন্ন হইত ফলে উহারা তাহাদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করিত’-০	وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾
৭. আরও (জিন্নেরা বলিয়াছিল), ‘তোমাদের মত তাহারাও (মানুষ) মনে করে যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ্‌ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না’-০	وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾
৮. ‘এবং আমরা আকাশে (তথ্য সংগ্রহে) পৌঁছিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু উহাকে (দেখিতে) পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ’[১০২৬]-০	وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾
৯. ‘আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়’-০	وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾
১০. এবং ‘আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাহাদের রব্ব তাহাদের মঙ্গল চাহেন’[১০২৭]-০	وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾
১১. ‘এবং আমাদের কতক সৎকর্মশীল এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মতে বিভক্ত’-০	وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾

১০২৬। দ্র. ১৫ : ১৭-১৮ এবং ৩৭ : ৯-১০ আয়াতসমূহ।

১০২৭। মানুষ কুরআনের হিদায়াত ক্ববুল করিয়া মঙ্গল লাভ করিবে, না উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহা জিন্নেরা জানে না। ইহাতে বুঝা যায় জিন্নদের ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই।

১২. 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারিব না'-০	وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿۱۲﴾
১৩. 'আর আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনিলাম তাহাতে ঈমান আনিলাম ; যে ব্যক্তি তাহার রব্ব এর প্রতি ঈমান আনে তবে সে কোন ক্ষতি ও কোন যুলুমের আশংকা করিবে না'-০	وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾
১৪. 'এবং আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী ও কতক সীমালংঘনকারী ; তবে যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়'।	وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾
১৫. 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন'-০	وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾
১৬. আর উহারা যদি* সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমরা প্রচুর বারিবর্ষণ দ্বারা সিক্ত করিতাম-০	وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَی الطَّرِیْقَةِ لَاَسْقَیْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿۱۶﴾
১৭. যদ্দ্বারা উহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিতাম ; অতঃপর যে ব্যক্তি তাহার রব্ব এর স্মরণ হইতে বিমুখ হয়, তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন-০	لِّنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ ؕ وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ یَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۷﴾
১৮. এবং এই যে মাসজিদগুলি[১০২৮] আল্লাহ্‌রই, সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত তোমরা অন্য কাহাকেও ডাকিও না-০	وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۸﴾
১৯. আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা (রসূল) তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল[১০২৯]।	وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ كَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا ﴿۱۹﴾

রুকু' ০১

১০২৮। ভিন্নমতে اَلْمَسٰجِدُ এর অর্থ এইখানে সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা সিজদার সময় ভূমি স্পর্শ করে। সিজদা আল্লাহ্‌র হক্ব, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সিজদা করা হারাম। (ই ফা)।

১০২৯। মু'মিনগণ আসিতেন রসূলুল্লাহ (স.) কে সলাতের অবস্থায় দেখিতে ও তাঁহার তিলাওয়াত শুনিতে ; আর

২০. বল, 'বস্তুত আমি আমার রব্বকেই ডাকি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না'।	قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾
২১. বল, 'আমি তোমাদের অকল্যাণ ও কল্যাণের মালিক নহি'।	قُلْ اِنِّیْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
২২. বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং কখনও আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না'-০	قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾
২৩. 'শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে (বাণী) পৌঁছান এবং তাঁহার বিধি বিধান প্রচার (ও প্রতিষ্ঠা আমার দায়িত্ব) ; আর যাহারা অবাধ্য হয় আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার রসূলের, তবে তাহাদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে' ;০	اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾
২৪. যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।	حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
২৫. বল, 'আমি জানি না, তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার রব্ব ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন' ?	قُلْ اِنْ اَدْرِیْٓ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾
২৬. তিনি গায়েবের (দ্র. টীকা ৮) পরিজ্ঞাতা, তাঁহার গায়েবের জ্ঞান তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না-০	عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰى غَیْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾
২৭. তাঁহার মনোনীত রসূল ব্যতীত, সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন -০	اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
২৮. রসূলগণ তাহাদের রব্ব এর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য ; তাহাদের নিকট	لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ

কাফেররা আসিত হাসিঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে।

রুকু' ০২

যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ হিসাব রাখেন।

بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ ع ২ ১২

৭৩- সূরা আলমুযযাম্মিল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৯	আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে রাত্রে দীর্ঘসময় সলাতে দাঁড়াইবার ও তারতীলের সহিত কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ।
১০-১৪	রসূল (স.) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করিবার জন্য রসূলকে পরামর্শ এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ধমক।
১৫-১৯	আল্লাহ্‌র রসূলকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণে ফিরআ'উনের চরম পরিণতি। বিচার দিনকে ভয় করার আহ্বান।
২০	রসূল (স.) ও তাঁহার সাথীদের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রকাশ।

৭৩- সূরা আলমুযযাম্মিল

মাক্কী ; আয়াত ২০, রুকু' ২

٧٣ سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٠ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. হে বস্ত্রাবৃত[১০৩০]-০

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾

২. (সলাতে) দন্ডায়মান হও রাত্রিতে কিছু অংশ ব্যতীত-০

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾

৩. রাত্রির অর্ধেক কিংবা উহা হইতে কিছু অল্প কর-০

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾

৪. অথবা উহা (অর্ধেক) অপেক্ষা বেশি কর এবং কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে ;০

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾

৫. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾

১০৩০। প্রথম যখন অহি নাযিল হইয়াছিল তখন রসূলুল্লাহ (স.) এই অভিনব অভিজ্ঞতায় কিছুটা শংকিত হইয়াছিলেন এবং বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাম্মিলুনী': আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই অবতীর্ণ এই সূরাটিতে আল্লাহ্ তাঁহাকে 'মুযযাম্মিল' বলিয়া সম্বোধন করেন। পরবর্তী সূরাতেও একই ধরনের সম্বোধন 'মুদ্দাছছির' এর পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

৬. অবশ্য রাত্রিকালে উঠা প্রবৃত্তি দমনে[১০৩১] অতীব শক্তিশালী (পন্থা) এবং বাকস্ফুরণে অধিক উপযোগী ;০	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيۡلِ هِىَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِيۡلًا ؕ ﴿۶﴾
৭. অবশ্য দিবসে তোমার জন্য আছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা ;০	اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيۡلًا ۬ؕ ﴿۷﴾
৮. সুতরাং তুমি তোমার রব্ব এর নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহার প্রতি নিমগ্ন হও ;০	وَ اذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلۡ اِلَيۡهِ تَبۡتِيۡلًا ؕ ﴿۸﴾
৯. তিনি পূর্ব পশ্চিমের রব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মসম্পাদকরূপে।	رَبُّ الۡمَشۡرِقِ وَ الۡمَغۡرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذۡهُ وَكِيۡلًا ﴿۹﴾
১০. এবং লোকে যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদের পরিহার করিয়া চল।	وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَا يَقُوۡلُوۡنَ وَ اهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرًا جَمِيۡلًا ﴿۱۰﴾
১১. আর ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারী ভোগ-বিলাসীদিগকে, আর অবকাশ দাও তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য।	وَ ذَرۡنِىۡ وَ الۡمُكَذِّبِيۡنَ اُولِى النَّعۡمَةِ وَ مَهِّلۡهُمۡ قَلِيۡلًا ﴿۱۱﴾
১২. অবশ্য আমাদের নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-০	اِنَّ لَدَيۡنَاۤ اَنۡكَالًا وَّ جَحِيۡمًا ۙ﴿۱۲﴾
১৩. আর আছে এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি,০	وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ﴿۱۳﴾
১৪. সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।	يَوۡمَ تَرۡجُفُ الۡاَرۡضُ وَ الۡجِبَالُ وَ كَانَتِ الۡجِبَالُ كَثِيۡبًا مَّهِيۡلًا ﴿۱۴﴾
১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন ফিরআ'উনের নিকট একজন রসূল	اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلَيۡكُمۡ رَسُوۡلًا ۢ شَاهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَاۤ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ رَسُوۡلًا ؕ ﴿۱۵﴾

১০৩১। রাত্রিতে নিদ্রা হইতে ই'বাদতের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়া বড় কঠিন। প্রবৃত্তিকে দমন (আত্মসংযম) করিয়াই তাহা সম্ভব। তখন যাহা কিছু বলা হয় বা তিলাওয়াত করা হয়, তাহা হৃদয় হইতে উৎসারিত হয়। আর সেই সময় পূর্ণ মনোযোগের সহিত ই'বাদত করা যায়।

পাঠাইয়াছিলাম ;০	
১৬. কিন্তু ফিরআ'উন সেই রসূলের অবাধ্য হইল, ফলে আমরা তাহাকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলাম।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
১৭. অতএব যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেইদিন যেই দিনটি কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে,০	فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾
১৮. যেই দিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ ; তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।	السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾
রুকু' ০১ ১৯. নিশ্চয়ই ইহা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তাহার রব্ব এর দিকের পথ অবলম্বন করুক!	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ ع ১৯ ১৩
২০. নিশ্চয়ই তোমার রব্ব তো জানেন যে, তুমি (সলাতে) দন্ডায়মান হও কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ ও কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সহিত যাহারা আছে তাহাদের একটি দলও, আর আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ ; তিনি জানেন যে, তোমরা ইহার ঠিকমত হিসাব রাখিতে পারিবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন ; কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পড় ; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে- কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে ; কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর[১০৩২] আর সলাত ক্বায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

১০৩২। রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁহার কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) প্রায় সারারাত সলাত ও তিলাওয়াতে নিবিষ্ট থাকিতেন। ফলে তাঁহাদের পা ফুলিয়া যাইত। এই আয়াতে তাঁহাদিগকে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু ই'বাদত করিতে বলা হইয়াছে।

تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ ع ٢ ١٣

উত্তম ঋণ ; আর তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তাহা তোমরা পাইবে আল্লাহ্‌র নিকট, উহা উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসাবে মহত্তর ; এবং তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু' ০২

৭৪- সূরা আলমুদ্দাছছির

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১০	রসূল (স.) কে আত্মপ্রস্তুতির প্রক্রিয়ার নির্দেশ। ক্বিয়ামতের দিনটি হইবে বড় কঠিন।
১১-২৯	দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীর করুণ পরিণতি।
৩০-৩১	১৯ সংখ্যার ঘোষনা ; ইহা কাফেরদের জন্য একটি ফিত্‌না। জাহান্নামের সৈন্য সংখ্যা আল্লাহ্‌ই জানেন।
৩২-৩৭	জাহান্নাম এক ভয়াবহ জিনিস।
৩৮-৪৭	প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অর্জনের নিকট বন্ধককৃত। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর।
৪৮-৫৬	মানুষ কেন কুরআন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে ? কুরআন মানুষের জন্য উপদেশবাণী।

৭৪- সূরা আলমুদ্দাছছির

মাক্কী ; আয়াত ৫৬, রুকু' ২

٧٤ سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٦ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! (দ্র. টীকা ১০৩০)

قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾

২. উঠ, আর সতর্ক কর-০

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

৩. এবং তোমার রব্ব এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর-০

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

৪. আর তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ-০

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

৫. এবং পৌত্তলিকতা[১০৩৩] পরিহার করিয়া চল-০

وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

৬. আর (দান করিয়া) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশা

১০৩৩। اَلرُّجْزُ: পৌত্তলিকতা, মূর্তিপুজা, শির্‌ক, অপবিত্রতা। শির্‌ক নিকৃষ্ট অপবিত্রতা।

করিও না-০	
৭. এবং তোমার রব্ব এর উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর ;০	وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে-০	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾
৯. সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন-০	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾
১০. যাহা কাফেরদের জন্য সহজ নহে।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾
১১. ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহাকে[১০৩৪] আমি সৃষ্টি করিয়াছি একাকী-০	ذَرْنِيْ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾
১২. আর আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ-০	وَّ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ-০	وَّ بَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾
১৪. আর তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দের প্রচুর উপকরণ-০	وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾
১৫. ইহার পরও সে আশা করে, আমি তাহাকে আরও অধিক দেই-০	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾
১৬. না, কক্ষণও নহে ; সে তো আমাদের আয়াতসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী ;০	كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. আমি অচিরে তাহাকে চড়াইব শাস্তির পাহাড়ে[১০৩৫];০	سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾
১৮. সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল-০	اِنَّهٗ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ﴿١٨﴾
১৯. সুতরাং ধ্বংস হউক সে! কিরূপ সিদ্ধান্ত করিল!	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

১০৩৪। এই রুকু'-র ১১ আয়াত হইতে পরবর্তী আয়াতগুলি কুরাইশ সরদার ওলীদ ইবনু মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া রিওয়ায়াত আছে। তবে এই চরিত্রের সকল মানুষের প্রতিই এইগুলি প্রযোজ্য। (দ্র. ৬৮ : ১০-১৫। ই ফা)।

১০৩৫। صَعُوْدٌ জাহান্নামের একটি পাহাড়, যেখানে শাস্তিপ্রাপ্তকে চড়িতে বাধ্য করা হইবে।

২০. আরও ধ্বংস হউক সে! কিরূপে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১. সে আবার চাহিয়া দেখিল-০	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল-০	ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতঃপর সে পিছন ফিরিল ও দম্ভ প্রকাশ করিল-০	ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং ঘোষণা করিল, 'ইহা তো চিরাচরিত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে'-০	فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫. 'ইহা মানুষের কথা ব্যতীত কিছু নহে' ;০	اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬. আমি অচিরেই তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাক্বরে।	سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭. তুমি কি জান সাক্বর (জ্বলন্ত অগ্নি) কী ?	وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
২৮. উহা (জীবিতাবস্থায়) রাখিবে না এবং (মৃতাবস্থায়) ছাড়িয়াও দিবে না,০	لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
২৯. ইহা তো মানুষের (গাত্রচর্ম) দগ্ধকারী,০	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
৩০. উহার উপরে উনিশ[১০৩৬];০	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর আমরা তো মালাকগণকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী[১০৩৭]; এবং যাহারা অস্বীকার করে উহাদের ফিত্না স্বরূপই তাহাদের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি- যেন যাহারা কিতাবপ্রাপ্ত তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং কিতাবীগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না	وَ مَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ

১০৩৬। 'ইহার উপরে উনিশ' : (প্রহরী) মালাকগণের এই সংখ্যা নিরূপণে সম্প্রতি এক অতি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারা জানা যায় কুরআন রচনা এক অবিস্মরণীয় উনিশ সংখ্যার আঙ্কিকে নিয়মাবদ্ধ করা হইয়াছে, এইরূপ রচনা কোন মানুষের পক্ষে কোন ক্রমেই করা সম্ভব নহে।

১০৩৭। 'আসহাব' বহুবচন: একবচন 'সাহিব': অর্থ সঙ্গী, সহচর, এখানে প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

করে- আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফেররা বলিবে, 'এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন' ? এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন ; তোমার রব্ব এর বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন, এবং ইহা [১০৩৮] মানুষের জন্য স্মারণিক বৈ আর কিছুই নহে।	قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ مَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾ ع ১৫ রুকু' ০১
৩২. কখনই না, চন্দ্রের শপথ-০	كَلَّا وَ الْقَمَرِ ﴿۳۲﴾
৩৩. শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে-০	وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿۳۳﴾
৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল-০	وَ الصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿۳۴﴾
৩৫. ইহা (জাহান্নাম) এক ভয়াবহ (বিপদ)-০	اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿۳۵﴾
৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী-০	نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿۳۶﴾
৩৭. তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়িতে চাহে তাহার জন্য ;০	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿۳۷﴾
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ-০	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿۳۸﴾
৩৯. তবে ডানদিকওয়ালা ব্যক্তিগণ নহে ;০♣	اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿۳۹﴾
৪০. (তাহারা থাকিবে) জান্নাতে ;♣ তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা-বাদ করিবে-০	فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۴۰﴾ مع ৩২ মুআ' ৩২
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে-০	عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. 'তোমাদিগকে কিসে সাক্বরে প্রবেশ করাইল' ?	مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾

১০৩৮। هِيَ 'ইহা' এই শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ১) সাক্বর (জাহান্নাম) এর বর্ণনা। ২) ৭৪ : ৩০ আয়াতে উল্লিখিত ১৯ সংখ্যার বর্ণনা ; মানুষের জীবনে ১৯টি বিশেষ মূল গুণের সংস্থানকে সুচারু ব্যবহারের মাধ্যমে আখিরাতে মুক্তি। বিস্তারিত মু আসাদ। ৩) ১০৩৬ টীকাতে বর্ণিত 'উনিশ' সংখ্যা সম্পর্কে এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারা জানা যায়- কুরআন রচনা যেন এক অবিস্মরণীয় 'উনিশ' সংখ্যার আঙ্কিকে নিয়মাবদ্ধ করা হইয়াছে।

৪৩. উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'-০	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. 'আর আমরা হতদরিদ্রকে খাওয়াইতাম না'-০	وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. 'এবং আমরা বিভ্রান্তকারীদের সহিত বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় মগ্ন থাকিতাম'-০	وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. 'আর আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতাম'-০	وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾
৪৭. 'যে পর্যন্ত না আমাদের ইয়াক্বীন (মৃত্যু) আসিল' ;০	حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾
৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ উহাদের কোন কাজে আসিবে না ;০	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. উহাদের কী হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ (কুরআন) হইতে ?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ-০	كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾
৫১. যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর ;০	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
৫২. বস্তুত উহাদের প্রত্যেকেই চাহে যে, তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক-০	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾
৫৩. না, ইহা হইবার নহে ; বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না ;০	كَلَّا ۭ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾
৫৪. কক্ষণ নহে, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) উপদেশবাণী (সকলের জন্য),০	كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক ;০●	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾
৫৬. তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না ; একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী ।●	وَ مَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

রুকু' ০২ ● তিন চতুর্থাংশ

الثلثة ٢ ٤ ١٢

৭৫- সূরা আলক্বিয়ামাহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৯	ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ব্যাপারে মানুষের অবিশ্বাস। রসূল (স.) কে কুরআন মুখস্ত করাইবার প্রক্রিয়া।
২০-৩০	ক্বিয়ামত সংঘটিত হইবে। সেদিন কাহারো মুখমণ্ডল হইবে হাস্যোজ্জ্বল, আর কাহারো মুখমণ্ডল হইবে মলিন।
৩১-৪০	তাওহীদ ও আখিরাতের যুক্তি।

৭৫- সূরা আলক্বিয়ামাহ্

মাক্কী ; আয়াত ৪০, রুকূ' ২

٧٥ سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٠ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. না, আমি শপথ করিতেছি (দ্র. ৫৬:৭৫, টীকা ৯৬৮) ক্বিয়ামত দিবসের-০

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ﴿١﴾

২. না, আরও শপথ করিতেছি[১০৩৯] আত্ম-ভৎসনাকারী আত্মার;০

وَ لَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ؕ﴿٢﴾

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না ?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ؕ﴿٣﴾

৪. অবশ্যই আমরা তাহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ[১০৪০] পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾

৫. তবুও মানুষ তাহার সম্মুখের জীবনে পাপাচারে লিপ্ত হইতে চাহে,০

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾

৬. প্রশ্ন করে- 'কখন আসিবে ক্বিয়ামত দিবস' ?

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ؕ﴿٦﴾

৭. যখন চক্ষু ধাঁধাঁগ্রস্থ হইয়া যাইবে-০

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ﴿٧﴾

৮. এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন-০

وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ۙ﴿٨﴾

৯. আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে-০

وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۙ﴿٩﴾

১০৩৯। 'তোমরা পুনরুত্থিত হইবে' এই জাতীয় একটি কথা কসমের জবাব হিসাবে এখানে উহ্য ধরা হয়।

১০৪০। অঙ্গুলীর অগ্রভাগের ছাপ দ্বারা (বায়োমেট্রিক পদ্ধতি) শনাক্তকরণ হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মতে কোন একজনের অঙ্গুলীর ছাপ অন্যজনের সহিত কখনও মিল হয় না। আলকুরআনে তাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ আছে।

১০. মানুষ সেদিন বলিবে 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়' ?	يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾
১১. কখনও নহে, কোন আশ্রয়স্থল নাই ;০	كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾
১২. সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার রব্ব এরই নিকট ;০	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে ;০	يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ ﴿١٣﴾
১৪. বরং মানুষ তাহার নিজের বিরুদ্ধে সম্যক অবগত-০	بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. যদিও সে বিভিন্ন অজুহাতের অবতারণা করে ;০	وَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾
১৬. (কুরআন) ত্বরিত আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তাহার সহিত[১০৪১] সঞ্চালন করিও না ;০	لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾
১৭. ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমাদেরই,০	اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. সুতরাং যখন আমরা (জিবরীলের মাধ্যমে) উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর,০	فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾
১৯. অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদেরই;০	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾
২০. কখনই নহে, তোমরা বস্তুত পার্থিব জীবনকে[১০৪২] ভালবাস-০	كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

১০৪১। প্রথম প্রথম অহি নাযিল হওয়ার সময় জিবরীল (আ.) কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করিতে থাকিলে রসূলুল্লাহ (স.) সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেন, যাহাতে উহা ভুলিয়া না যান। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত। তাঁহাকে মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিতে কুরআন সংরক্ষণ ও বুঝাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

১০৪২। ইহা পূর্ববর্তী ১৫ নং আয়াতের সহিত সম্পর্কিত।

২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর ;০	وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾
২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে-০	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
২৩. তাহারা তাহাদের রব্ব এর দিকে তাকাইয়া থাকিবে,০	اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আর অনেক মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ-০	وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
২৫. আশংকা করিবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে ;০	تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
২৬. কক্ষণ নহে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে[১০৪৩]-০	كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং বলা হইবে, 'কে ; (তাহাকে) রক্ষা করিবে' ?[১০৪৪]	وَ قِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
২৮. তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ-০	وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
২৯. এবং পায়ের সহিত পা জড়াইয়া যাইবে-০	وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾
৩০. সেইদিন তোমার রব্ব এর প্রতি সবকিছু প্রত্যানীত হইবে।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ع ১৭
৩১. সে[১০৪৫] (সত্যকে) সত্যায়িত করে নাই এবং সলাত আদায় করে নাই-০	فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى ﴿٣١﴾
৩২. বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল-০	وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে ;০	ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾
৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, আরও দুর্ভোগ!	اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾

রুকু' ০১

১০৪৩। ইহা ২০-২১ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১০৪৪। رَاقٍ: ঝাড়ফুঁক করা, ঝাড়ফুঁক দ্বারা অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করা। এখানে শাস্তি হইতে রক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৪৫। মূলে 'সে' অর্থ আবূজাহল হইলেও শাশ্বতভাবে সকল প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য প্রযোজ্য।

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾	৩৫. আবার (বলি) দুর্ভোগ তোমার জন্য, মহাদুর্ভোগ!
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾	৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ;০ (দ্র. ২৩:১১৫)।
اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾	৩৭. সে কি স্খলিত নুত্বফাহ্‌ ছিল না ?
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾	৩৮. অতঃপর সে আ'লাক্বে[১০৪৬] পরিণত হয়, তারপর তিনি তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন-০
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾	৩৯. অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী ;০
اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾ ع ২ ১৮	৪০. তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন ? রুকু' ০২

৭৬- সূরা আদদাহ্‌র / আলইনসান

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কে উত্তম কর্ম করে তাহা পরীক্ষা করা। মানুষকে দুইটি চলার পথ দেওয়া হইয়াছে ; আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার পথ এবং অকৃতজ্ঞতার পথ।
০৪	অকৃতজ্ঞদের অশুভ পরিণতি।
০৫-২২	আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম গুণাবলি এবং তাহাদের পরকালীন অফুরন্ত পুরস্কারের বিবরণ।
২৩-৩১	কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর অটল থাক ও তাঁহার প্রতি অবনত হও। কুরআন একটি স্মারক যাহার ইচ্ছা সে ইহা আঁকড়াইয়া ধরুক।

৭৬- সূরা আদদাহ্‌র

মাদানী ; আয়াত ৩১, রুকূ ২

٧٦ سُوْرَةُ الدَّهْرِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٣١ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾	১. কালপ্রবাহে মানুষের উপর কি এমন এক সময় আসে নাই, যখন তাহাকে উল্লেখ করিবার কিছুই ছিল না। (দ্র. ই আলী- টীকা)।

১০৪৬। দ্র. ২২:৫ আয়াত ও উহার টীকা এবং ২৩:১৪, ৭৬:২ ও ৯৬:২।

২. নিশ্চয় আমরা মানুষকে মিলিত নুত্বফাহ্ (শুক্র, দ্র. ২২:৫) হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য- এই নিমিত্তে তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।	اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢
৩. অবশ্য আমরা তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।	اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣
৪. নিশ্চিত যে আমরা অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।	اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا ۝٤
৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ হইবে কর্পূরের,০	اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥
৬. আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে এমন একটি প্রস্রবণ হইতে যাহাকে তাহারা যেমন ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦
৭. তাহারা (মানতের) কর্তব্য[১০৪৭] পালন করে এবং সেইদিনের ভয় করে যেদিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।	يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧
৮. আর তাঁহার (আল্লাহ্‌র) মুহব্বতে তাহারা নিঃস্ব, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।	وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝٨
৯. (আর বলে), 'আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে খাওয়াই, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে'।	اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝٩
১০. 'আমরা অবশ্যই আশংকা করি আমাদের রব্ব এর নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের'।	اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠

১০৪৭। نَذْرٌ: মানত, নযর। মানত করিলে তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যাহা ওয়াজিব তাহাই কর্তব্য। এই বিবেচনায় এখানে নযর অর্থ কর্তব্য করা হইয়াছে।

১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,০	فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ﴿١١﴾
১২. আর ধৈর্যধারণের পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র-০	وَ جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴿١٢﴾
১৩. সেখানে তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে গরমের কষ্ট অথবা শীতের কষ্ট বোধ করিবে না,০	مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾
১৪. বৃক্ষছায়া তাহাদের উপর ঝুঁকিয়া থাকিবে ও উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন করা হইবে।	وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫. তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে-০	وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾
১৬. রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।	قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾
১৭. সেখানে তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যানজাবীল (আদ্রক) মিশ্রিত পানীয়,০	وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾
১৮. উহা এমন এক প্রস্রবণের যাহার নাম সালসাবীল।	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾
১৯. তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি উহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।	وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾
২০. আর তুমি যখন (তথায়) দেখিবে, অতঃপর দেখিতে থাকিবে (ভোগ-বিলাসের) উপকরণসমূহ ও বিশাল সাম্রাজ্য।	وَ اِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾
২১. তাহাদের আবরণ হইবে সবুজ মিহি এবং মোটা রেশমের, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে	عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।	طَهُوْرًا ﴿٢١﴾
২২. অবশ্য, ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতি।	اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾ ع ১৭
২৩. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে,০	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং ধৈর্যের সহিত তুমি তোমার রব্ব এর নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফের তাহার আনুগত্য করিও না,০	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾
২৫. এবং তোমার রব্ব এর নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়,০	وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٢٥﴾
২৬. এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদাবনত হও[১০৪৮] আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	وَ مِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾
২৭. নিশ্চয় উহারা (কাফেররা) ভালবাসে পার্থিব জীবনকে ও উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾
২৮. আমরা উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি, আর যখন চাহিব উহাদের স্থলে উহাদের অনুরূপ অন্য এক জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিব।	نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَ شَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَ اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾
২৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার রব্ব এর দিকে পথ অবলম্বন করুক।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়,০	وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾

রুকু' ০১

১০৪৮। অর্থাৎ সলাত আদায় কর, দ্র. ১৭ : ৭৯ আয়াত।

৩১. তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন ; কিন্তু যালিমরা- উহাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।	يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَ الظّٰلِمِيۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۳۱﴾

রুকু' ০২

ع ২ ৬ ২০

৭৭- সূরা আলমুরসালাত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৯	ক্বিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইবে। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য হইবে ধ্বংস।
২০-২৪	আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন সুষম করিয়া।
২৫-২৮	পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের জন্য উপযোগী করিয়া।
২৯-৫০	ক্বিয়ামতের দিনটি হইবে কাফেরদের জন্য বেদনাদায়ক। সেদিন মুত্তাক্বীদের জন্য হইবে সুখকর।

৭৭- সূরা আলমুরসালাত

মাক্কী ; আয়াত ৫০, রুকু' ২

٧٧ سُوۡرَةُ الۡمُرۡسَلٰتِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥٠ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ-

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর-০	وَ الۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا ﴿۱﴾
২. আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার-০	فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا ﴿۲﴾
৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর-০	وَّ النّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ﴿۳﴾
৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর-০	فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا ﴿۴﴾
৫. এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ-০	فَالۡمُلۡقِيٰتِ ذِكۡرًا ﴿۵﴾
৬. ও'যর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করিবার জন্য[১০৪৯]-০	عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ﴿۶﴾
৭. নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী ;০	اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ﴿۷﴾
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে-০	فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ﴿۸﴾

১০৪৯। যাহাতে কাফেররা আপত্তি করিতে না পারে এবং মু'মিনগণ সতর্ক হইতে পারে।

৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে-০	وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۪ ﴿٩﴾
১০. এবং যখন পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইবে-০	وَ اِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۪ ﴿١٠﴾
১১. আর রসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে ;০	وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ؕ ﴿١١﴾
১২. এইসব স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন দিবসের জন্য ?	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ؕ ﴿١٢﴾
১৩. মীমাংসা দিবসের জন্য,০	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ ﴿١٣﴾
১৪. আর মীমাংসার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ؕ ﴿١٤﴾
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ- অস্বীকারকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আমরা কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই ?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ؕ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর পরবর্তীদিগকে উহাদের অনুগামী করিব।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. অপরাধীদের প্রতি আমরা এইরূপই করিয়া থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. আমরা কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?	اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর আমরা উহা রাখিয়াছি নিরাপদ আধারে-০	فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ ﴿٢١﴾
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত-০	اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ ﴿٢٢﴾
২৩. অতঃপর আমরা সুষম করিয়াছি, আর কত নিপুণ পরিমিতকারী!	فَقَدَرْنَا ۟ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারীরূপে[১০৫০] সৃষ্টি করি নাই ?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য-০	اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾
২৭. আমরা উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগকে দিয়াছি সুপেয় পানি ;০	وَّ جَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
২৮. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে,০	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে[১০৫১]-০	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
৩১. যে ছায়া শীতল নয় এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে ;০	لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾
৩২. ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ প্রাসাদতুল্য স্ফুলিংগ,০	اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ ;০	كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. ইহা এমন একদিন যেদিন কেহ কথা বলিতে পারিবে না-০	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না কোনরূপ ও'যর পেশ করিবার।	وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

১০৫০। মানুষ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করে এবং মৃত্যুর পরে তাহার দেহ কবরে মাটির নীচে স্থান লাভ করে। যাহাদের কবর দেওয়া হয় না তাহারাও কোন না কোন ভাবে মাটিতেই আসিয়া মিশে। এই অর্থেই পৃথিবী ধারণকারী।

১০৫১। ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নাম হইতে ধূম্র নির্গত হইয়া আসিবে, উহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই আয়াতে সেই ধূম্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩৮. 'ইহাই ফয়সালার দিন, আমরা একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে'।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. তোমাদের কোন কৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।	فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾
৪০. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ ع ১ ২১
৪১. অবশ্যই মুত্তাক্বীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে-০	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤١﴾
৪২. এবং তাহাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে ;০	وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. (বলা হইবে), 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর'।	كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তোমরা আহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী।	كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সেই দিন দুর্ভোগ, অস্বীকারকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও (রুকু' কর)' (তখন) তাহারা নত হয় না (সলাত আদায় করে না)'।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. সেই দিন দুর্ভোগ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য!	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং তাহারা ইহার (কুরআনের) পরিবর্তে আর কোন বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে ?	فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع ২ ২২

রুকু' ০১

রুকু' ০২

পারা ৩০

৭৮- সূরা আননাবা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-২০	মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কর্মফল দিবস অবশ্যই আসিবে।
২১-৩০	সীমালঙ্ঘনকারীদের পরকালীন দুর্দশা।
৩১-৩৬	মুত্তাক্বীদের পরকালীন পুরস্কার।
৩৭-৪০	অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যতীত ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করা তো দূরের কথা আল্লাহ্‌র সম্মুখে টু শব্দটি করিবার সাহসও কাহার হইবে না।

৭৮- সূরা আননাবা

মাক্কী ; আয়াত ৪০, রুকূ' ২

٧٨ سُوْرَةُ النَّبَا

مَكِّيَّةٌ اياتها ٤٠ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে ?

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾

২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে-০

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾

৩. যেই বিষয়ে উহারা মতভেদে লিপ্ত ;০

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾

৪. কখনও না[১০৫২], উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে-০

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

৫. আবার বলি, কখনও না, উহারা অচিরেই জানিবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

৬. আমরা কি ভূমিকে শয্যা (স্বরূপ) সৃষ্টি করি নাই ?

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾

৭. এবং পর্বতসমূহকে কীলক (পেরেক) স্বরূপ[১০৫৩] ?

وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾

১০৫২। كَلَّا : শব্দটি একাধারে পূর্ববর্তী বাক্যের বক্তব্য নাকচ করে এবং উহার পরবর্তী বাক্যের বক্তব্য সমর্থন করে। এই কারণে এই স্থলে শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য 'কখনও না', উহাদের 'ধারণা অমূলক' এই কথা বলা হইয়াছে।

১০৫৩। পৃথিবী পৃষ্টে পর্বতগুলির শক্ত মূল আল্লাহ্ তায়া'লা অনেক গভীরে প্রোথিত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। পর্বতগুলির মূল পেরেক স্বরূপ হওয়ায় পৃথিবী ঘূর্ণায়নকালে ভূগর্ভে গলিত লাভা থাকা সত্বেও ভূপৃষ্ট স্থির

৮. এবং সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়-০	وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾
৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রামস্বরূপ-০	وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
১০. এবং রাত্রিকে করিয়াছি আবরণস্বরূপ-০	وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
১১. আর করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,০	وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
১২. এবং আমরা নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত (আকাশ)-০	وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বলময় প্রদীপ-০	وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾
১৪. এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর পানি-০	وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
১৫. যাহাতে তদ্দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ-০	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ﴿١٥﴾
১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান ;০	وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসার দিবস-০	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে-০	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে[১০৫৪], ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট-০	وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾
২০. এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে তাহা নিছক মরীচিকায় পরিণত হইবে ;০	وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে-০	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল-০	لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

থাকিয়া আমাদের বাসোপযোগী হইয়াছে। (দ্র. আয়াত ১৬:১৫ ; আরও দেখুন ২১:৩১, ৭৯:৩২)।

১০৫৪। দ্র. ৮২:১ ও ৮৪:১ আয়াতদ্বয়।

২৩. সেখানে তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে,০	لٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তাহারা আস্বাদন করিবে না শীতলতা, না কোন পানীয়-০	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
২৫. ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত-০	اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল ;০	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾
২৭. নিশ্চয়ই তাহারা হিসাবের আশংকা করিত না-০	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করিত ;০	وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
২৯. আর প্রতিটি বিষয় আমরা সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে-০	وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আর আমরা তো তোমাদের শুধু শাস্তিই বৃদ্ধি করিব। রুকু' ০১	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ ع ١
৩১. নিশ্চয় মুত্তাক্বীদের জন্য রহিয়াছে সাফল্য-০	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
৩২. উদ্যানসমূহ এবং নানাবিধ আঙ্গুর-০	حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর সমবয়স্ক পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত (জুড়ি)-০	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র ;০	وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
৩৫. সেখানে তাহারা শুনিবে না কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য,০	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
৩৬. ইহা পুরস্কার, তোমার রব্ব এর পক্ষ হইতে যথোচিত দান-০	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
৩৭. যিনি রব্ব আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি পরম করুণাময় ; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না,০	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. সেই দিন রূহ[১০৫৫] ও মালাকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে ; পরম করুণাময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে (অনুমতিপ্রাপ্ত) যথার্থ কথাই বলিবে।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. এই দিবস সুনিশ্চিত (প্রকৃত সত্যদিন), অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার রব্ব এর শরণাপন্ন হউক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾ ع ٢

৪০. নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম ; সেই দিন মানুষ দেখিতে পাইবে তাহার হস্তদ্বয় অগ্রিম কী প্রেরণ করিয়াছিল এবং কাফের বলিবে, 'হায় অদৃষ্ট! আমি যদি মাটি হইতাম' [১০৫৬]!

রুকু' ০২

৭৯- সূরা আননাযিআ'ত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৪	ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
১৫-২৬	ফিরআ'উনের নিকট মূসা (আ.) এর দাওয়াত। ফিরআ'উনের প্রত্যাখ্যান ; দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার কঠিন শাস্তি আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য একটি শিক্ষা।
২৭-৩৬	আল্লাহ্ মহাশক্তিমান। ক্বিয়ামত সংঘটিত হইবেই।
৩৭-৪১	কাহারা জাহান্নামী এবং কাহারা জান্নাতী ?
৪২-৪৬	ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হইবে ?

৭৯- সূরা আননাযিআ'ত

মাক্কী ; আয়াত ৪৬, রুকু' ২

৭৯ سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٦ ركوعاتها ٢

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾

১. শপথ নির্মমভাবে (কাফেরের প্রাণ) উৎপাটনকারীদের-০

১০৫৫। কুরআনে উল্লিখিত رُوْحٌ শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই স্থলে رُوْحٌ দ্বারা মালাকদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন তাঁহাকেই অর্থাৎ জিবরীল (আ.) কে বুঝাইতেছে। দ্র. ৭০:৪ ও ৯৭:৪।

১০৫৬। এই স্থলে মাটি হইতাম এর অর্থ মানুষ না হইয়া মাটি হইতাম, অথবা মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে পারিতাম।

২. এবং মৃদুভাবে (মু'মিনের প্রাণ) বন্ধন মুক্তকারীদের-০	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿٢﴾
৩. এবং যাহারা তীব্র গতিতে (মহাশুন্যে) সন্তরণ করে-০	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿٣﴾
৪. আর যাহারা দ্রুতবেগে আগুয়ান হয়-০	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿٤﴾
৫. অতঃপর (শপথ) যাহারা[১০৫৭] (রব্ব এর নির্দেশে) সর্ব কর্ম নির্বাহ করে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿٥﴾ وقف لازم
৬. সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি[১০৫৮]প্রকম্পিত করিবে-০	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾
৭. উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি[১০৫৯];০	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿٧﴾
৮. কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে-০	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾
৯. তাহাদের দৃষ্টি হইবে ভীতি-বিহ্বলতায় অবনত।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾ وقف لازم
১০. তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই' ?	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ؕ﴿١٠﴾
১১. 'গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও' ?	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿١١﴾
১২. তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন'।	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾ وقف لازم
১৩. ইহা তো কেবল এক বিকট শব্দ-০	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿١٣﴾
১৪. তৎক্ষনাৎ তাহারা উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হইবে ;০	فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ﴿١٤﴾
১৫. তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি ?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ﴿١٥﴾ وقف لازم

১০৫৭। শপথ (কসম) করা হইলে উহার একটি জবাব থাকিবেই। এখানে তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই অথবা ক্বিয়ামত দিবস আসিবেই এই ধরনের একটি জবাব উহ্য আছে।

১০৫৮। اَلرَّاجِفَةُ : অর্থ প্রকম্পন, ভূমিকম্পন ইত্যাদি। এখানে اَلرَّاجِفَةُ : প্রথম শিংগাধ্বনি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৫৯। اَلرَّادِفَةُ : অর্থ অনুগামী ; এখানে দ্বিতীয় শিংগাধ্বনি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৬. যখন তাহার রব্ব পবিত্র উপত্যকা তুওয়া-তে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,০	اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. 'ফিরআ'উনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে',০	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. এবং বল, 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি (ঈমান আনিয়া) পবিত্র হইবে ?	فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার রব্ব এর দিকে পথপ্রদর্শন করি, অতঃপর তুমি তাঁহাকে ভয় কর',০	وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর সে তাহাকে (ফিরআ'উনকে) মহানিদর্শন দেখাইল,০	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল[১০৬০],০	فَكَذَّبَ وَ عَصٰى ﴿٢١﴾
২২. পরে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল,০	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾
২৩. সে সকলকে সমবেত করিল ও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল,০	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾
২৪. অতঃপর বলিল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব',০	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন ;০	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. যে (আল্লাহকে) ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾ ع ১৩
২৭. তোমাদিগকে সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾
২৮. তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন-০	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

রুকু' ০১

১০৬০। মূসা (আ.) এর প্রচারিত দ্বীনকে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার অবাধ্য হইল।

২৯. আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক,০	وَ اَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَ اَخۡرَجَ ضُحٰهَا ﴿۲۹﴾
৩০. এবং পৃথিবীকে উহার পর করিয়াছেন বিস্তৃত (উটপাখির ডিম্বের আকৃতিতে) ;০	وَ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۰﴾
৩১. উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও উহার তৃণাদি,০	اَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَ مَرۡعٰىهَا ﴿۳۱﴾
৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন-০	وَ الۡجِبَالَ اَرۡسٰىهَا ﴿۳۲﴾
৩৩. (এই সমস্ত) জীবনোপকরণ স্বরূপ তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুদের[১০৬১] জন্য ;০	مَتَاعًا لَّكُمۡ وَ لِاَنۡعَامِكُمۡ ﴿۳۳﴾
৩৪. অতঃপর যখন মহাপ্রলয় আসিবে,০	فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الۡكُبۡرٰى ﴿۳۴﴾
৩৫. সেই দিন মানুষ স্মরণ করিবে যাহার জন্য সে ব্যতিব্যস্ত ছিল-০	يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۵﴾
৩৬. আর প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম যে উহা দেখিতে চাহিবে।	وَ بُرِّزَتِ الۡجَحِيۡمُ لِمَنۡ يَّرٰى ﴿۳۶﴾
৩৭. অনন্তর যে সীমালংঘন করে-০	فَاَمَّا مَنۡ طَغٰى ﴿۳۷﴾
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়-০	وَ اٰثَرَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا ﴿۳۸﴾
৩৯. জাহান্নামই হইবে তাহার আবাসস্থল ;০	فَاِنَّ الۡجَحِيۡمَ هِىَ الۡمَاۡوٰى ﴿۳۹﴾
৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় রব্ব এর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে-০	وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى ﴿۴۰﴾
৪১. তবে অবশ্যই জান্নাত হইবে তাহার আবাস ;০	فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰى ﴿۴۱﴾

১০৬১। اَنۡعَامٌ দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইতাদি অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায় ; ঘোড়া, গাধা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। (ই ফা)।

৪২. উহারা তোমাকে প্রশ্ন করে ক্বিয়ামত বিষয়ে, 'উহা কখন সংঘটিত হইবে' ? (দ্র. ৩১ : ৩৪)।	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾
৪৩. ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক ?	فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾
৪৪. ইহার চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার রব্ব এর নিকটই ;০	اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾
৪৫. বস্তুত তুমি কেবল তাহারই সতর্ককারী যে উহার ভয় রাখে ;০	اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾
৪৬. যেইদিন উহারা ইহা (ক্বিয়ামত) প্রত্যক্ষ করিবে তখন (উহাদের মনে হইবে) যেন উহারা (পৃথিবীতে) মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা সকাল অবস্থান করিয়াছে!	كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾ ع ২ ৪

রুকু' ০২

৮০- সূরা আ'বাসা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৬	দাওয়াতি কর্মে কাহাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে ? কুরআন একটি উপদেশমালা যাহার ইচ্ছা উপদেশ গ্রহণ করিবে।
১৭-৩২	আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে জীবনোপকরণ দিয়াছেন।
৩৩-৪২	ক্বিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা আপনজন হইতে পলায়ণ করিবে। সেদিন কিছু মুখমন্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কিছু মুখমণ্ডল হইবে কালিমালিপ্ত।

৮০- সূরা আ'বাসা,
মাক্কী ; আয়াত ৪২, রুকু' ১

٨٠ سُوْرَةُ عَبَسَ
مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤٢ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. সে[১০৬২] ভ্রূকুঞ্চন করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল-০	عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾
২. কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি[১০৬৩] আসিল ;০	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾

১০৬২। এখানে সে দ্বারা রসূলুল্লাহ (স.) কে বুঝাইতেছে।

১০৬৩। একদা রসূলুল্লাহ (স.) কুরাইশ সরদারদের সহিত আলোচনায় রত ছিলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) নামক এক অন্ধ সাহাবী সেখানে উপস্থিত হইয়া রসূল (স.) কে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দিবার

৩. আর তুমি কি জান- সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত-০	وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত ;০	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤
৫. পক্ষান্তরে যে (নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণায়) বেপরোয়া হয়-০	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥
৬. অনন্তর তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ ;০	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦
৭. অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই ;০	وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧
৮. পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল-০	وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨
৯. আর সে সশংকচিত্ত-০	وَ هُوَ يَخْشٰى ۝٩
১০. অনন্তর তুমি তাহার প্রতি উপেক্ষাভরে উদাসীন হইলে,০	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠
১১. না, ইহা কখনও ঠিক নহে, ইহা (কুরআন) তো উপদেশবাণী,০	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١
১২. সুতরাং যে চাহিবে সে ইহা হইতে উপদেশ লইবে।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢
১৩. উহা[১০৬৪] রহিয়াছে মর্যাদা সম্পন্ন সহিফাসমূহে[১০৬৫]-০	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣
১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন পূতপবিত্র-০	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤
১৫. লিপিকর-হস্তে (লিপিবদ্ধ)-০	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥
১৬. (যে লিপিকরগণ) মহাসন্মানিত পূত-চরিত্র ;০	كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦

وقف لازم

জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে কুরাইশদের সহিত তাঁহার আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তিনি বিরক্ত হন। এই সূরা তখনই অবতীর্ণ হয়। ইহার পর রসূলুল্লাহ (স.) যখনই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, স্বাগতম জানাই তাঁহাকে, যাঁহার সম্বন্ধে আমার রব্ব আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। মহানাবী (স.) এই অন্ধ সাহাবীকে দুইবার মদীনার সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১০৬৪। উহা শব্দটি মূল আরবিতে উহ্য আছে এবং ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত উপদেশবাণী বুঝায়।

১০৬৫। صُحُفٌ: একবচন صَحِيْفَةٌ- শাব্দিক অর্থ লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা ; পুস্তিকা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। (ই ফা)।

১৭. মানুষ (কাফের) ধ্বংস হউক! সে কতই না অকৃতজ্ঞ!	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. তিনি তাহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ?	مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾
১৯. নুত্বফাহ্ হইতে- তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন ; পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন-০	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন-০	ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটান, পরে তাহাকে কবরস্থ করেন-০	ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾
২২. ইহার পর যখন ইচ্ছা তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন ;০	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾
২৩. না, কখনও না, তিনি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা সম্পন্ন করে নাই ;০	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾
২৪. অনন্তর মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক!	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٤﴾
২৫. নিশ্চয় আমরা প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি বর্ষণ করি-০	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর আমরা ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি-০	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. এবং উহাতে আমরা উৎপন্ন করি (রকমারি) শস্য-০	فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. আর আঙ্গুর ও শাক-সব্জি-০	وَّعِنَبًا وَّ قَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. এবং যায়তূন[১০৬৬]ও খর্জুর-০	وَّ زَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. আর নিবিড় উদ্যানসমূহ-০	وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

১০৬৬। দ্র. ৬:৯৯ ও উহার টীকা এবং ২৩:২০।

৩১. এবং (রকমারি) ফলমূল ও তৃণাদি-০	وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. ইহা তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ এবং তোমাদের পশুদের জন্যও (দ্র. ৭৯ : ৩৩) ;০	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অনন্তর যখন বিকটশব্দ[১০৬৭] উপস্থিত হইবে,০	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেইদিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে-০	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতে-০	وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. তাহার পত্নী ও তাহার সন্তানাদি হইতে ;০	وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা, যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যতিব্যস্ত রাখিবে ;০	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল-০	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্লময়,০	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে ধূলি-মলিন-০	وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা ;০	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. ইহারাই অবিশ্বাসী (কাফের) ও পাপিষ্ট (দূরাচারী)। রুকু' ০১	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾ ع ١ ٥

৮১- সূরা আততাকউঈর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৪	ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
১৫-২৯	কুরআনের সত্যতা। ইহা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

১০৬৭। الصَّآخَّةُ : এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ কর্ণবিদারী মহানাদ, কিন্তু কুরআনুল করীমে এই শব্দটি ক্বিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত।

৮১- সূরা আততাকউঈর মাক্কী; আয়াত ২৯, রুকূ' ১	٨١ سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ اٰياتها٢٩ ركوعها١
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. সূর্যকে যখন গুটাইয়া নিষ্প্রভ[১০৬৮] করা হইবে-০	اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
২. আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে খসিয়া পড়িবে-০	وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢
৩. এবং পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে-০	وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৪. আর যখন দশমাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে-০	وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৫. এবং যখন সমস্ত বন্য পশুগুলিকে একত্র করা হইবে-০	وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥
৬. আর সমুদ্রগুলিতে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে-০	وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৭. এবং দেহের সহিত যখন প্রাণ পুনঃসংযোজিত হইবে-০	وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৮. আর যখন জীবন্ত-সমাধিস্থ কন্যাকে প্রশ্ন করা হইবে[১০৬৯]-০	وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨
৯. কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল ?	بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩
১০. এবং যখন আ'মলনামা[১০৭০] উন্মোচিত হইবে-০	وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠
১১. আর যখন আকাশের আবরণ অপসারিত	وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

১০৬৮। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত যে, সূর্যে হাইড্রোজেনের দুইটি অণু অতি উচ্চ তাপে ও চাপে বিক্রিয়ার (Nuclear Fusion) মাধ্যমে একটি হিলিয়াম অণু সৃষ্টি হয় এবং প্রচন্ড Energy (তাপ ও আলো শক্তি) নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে এক সময়ে নিঃশেষ হইয়া গেলে সূর্য নিষ্প্রভ হইবেই।

১০৬৯। অর্থাৎ তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

১০৭০। এখানে صُحُفٌ দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ আ'মলনামা বুঝাইতেছে।

হইবে-০	
১২. আর জাহান্নামের অগ্নি যখন প্রজ্বলিত করা হইবে-০	وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
১৩. এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হইবে-০	وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
১৪. (তখন) প্রত্যেকেই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে ;০	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
১৫. অতঃপর, না! আমি শপথ করিতেছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের-০	فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾
১৬. যাহা ঘূর্ণাবর্তে অদৃশ্য হয়-০	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
১৭. শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়-০	وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
১৮. শপথ ঊষার, যখন উহা উদ্ভাসিত হয়-০	وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহের (আনীত) বাণী[১০৭১]-০	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾
২০. যে শক্তিশালী, আ'রশের (দ্র. টীকা ৩০৪) মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন-০	ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১. (উর্দ্ধজগতে) মান্যবর[১০৭২], তথায় সে বিশ্বস্ত ;০	مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾
২২. আর তোমাদের সঙ্গী (রসূল) উন্মাদ নহে[১০৭৩],০	وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾
২৩. সে (রসূল) তো তাহাকে (জিবরীলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে[১০৭৪],০	وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

১০৭১। قَوْلٌ : এর অর্থ কথা এ ক্ষেত্রে 'বাণী'। আলকুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, মালাকেরও নহে, রসূলেরও নহে। জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে রসূল (স.) আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হন।

১০৭২। অর্থাৎ সেখানে মালাকগণ (ফিরিশতাগণ) তাঁহার নির্দেশ পালন করেন।

১০৭৩। সাথী অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.), এবং যাহারা তাঁহাকে উন্মাদ বলিত, তাহাদিগকে জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যাহা কিছু আছে এগুলি পাগলের প্রলাপ বা শাইত্বানের বক্তব্য।

১০৭৪। মুহাম্মাদ (স.) জিবরীল (আ.) কে স্পষ্ট দিগন্তে মূল আকৃতিতে প্রথমবারে দেখিয়াছিলেন গারে হেরায় কুরআন

২৪. সে অদৃশ্যের (প্রাপ্ত জ্ঞান প্রকাশ ও প্রচার) সম্পর্কে কৃপণ (দ্বিধাগ্রস্থ) নহে[১০৭৫],০	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং ইহা (কুরআন) অভিশপ্ত শাইত্বানের কথা নহে-০	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ ?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. ইহা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে-০	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য ;০	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾
২৯. তোমাদের ইচ্ছায় (হিদায়াত) নহে, যদি জগতসমূহের রব্ব, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন। রুকু' ০১	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ ع ١

৮২- সূরা আলইনফিত্বার

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
০৬-১২	মানুষকে তাহার মহান স্রষ্টার ব্যাপারে কিসে প্রতারিত করিতেছে ? মানুষের কৃতকর্ম রেকর্ড করিবার জন্য মালাক নিযুক্ত করা আছে।
১৩-১৯	পুণ্যবানরা থাকিবে প্রভূত নিয়া'মতের মধ্যে। পাপিষ্ঠরা থাকিবে জাহান্নামে। সেদিনকার নিরংকুশ কর্তৃত্ব থাকিবে আল্লাহ্রই হস্তে

৮২- সূরা আলইনফিত্বার

মাক্কী ; আয়াত ১৯, রুকু' ১

٨٢ سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٩ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে (দ্র. ৪২:৫)-০	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾
২. আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে-০	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

নাযিলের প্রারম্ভে এবং দ্বিতীয়বারে দেখিয়াছিলেন মি'রাজে (দ্র. ৫৩:৬-৯)।

১০৭৫। মি'রাজ ভ্রমণে এবং অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয় ও জ্ঞান (যাহা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির ঊর্দ্ধে) প্রকাশ ও প্রচার করিবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন ।

৩. এবং সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে-০	وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ﴿۳﴾
৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে-০	وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ﴿۴﴾
৫. তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে ;০	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ ؕ﴿۵﴾
৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল ?	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿۶﴾
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুসমঞ্জস্য করিয়াছেন, পরে তোমাকে ন্যায়প্রবণ করিয়াছেন-০	الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ﴿۷﴾
৮. যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন ;০	فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ﴿۸﴾
৯. না, কখনও না[১০৭৬], বরং তোমরা তো কর্মফলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া থাক-০	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ﴿۹﴾
১০. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রহিয়াছে সংরক্ষণকারীগণ-০	وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿۱۰﴾
১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ-০	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ﴿۱۱﴾
১২. তাহারা জানে তোমরা যাহাই কর।	يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ﴿۱۲﴾
১৩. পুণ্যবানগণ অবশ্যই থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,০	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۚ﴿۱۳﴾
১৪. এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে,০	وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۚ﴿۱۴﴾
১৫. তাহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে।	يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۙ﴿۱۵﴾
১৬. এবং তাহারা উহা (জাহান্নাম) হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না ;০	وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ؕ﴿۱۶﴾
১৭. আর কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ﴿۱۷﴾

১০৭৬। এই স্থলে ثُمَّ এর নেতিবাচক অর্থ উপরের ৬ নম্বর আয়াতের 'কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করিল' এই বাক্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইহা দ্বারা বুঝায় যে, এই বিভ্রান্তি ঠিক নহে।

১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কোন কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিবে না ; এবং সেইদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র ।•	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَ الْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

৮৩- সূরা আলমুত্বফফিফীন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	ঠকবাজরা জানিয়া রাখুক ক্বিয়ামত অবশ্য অনুষ্ঠিত হইবে। সকল মানুষ সেদিন রব্ব এর সম্মুখে দাঁড়াইবে।
০৮-১৭	পাপাচারীদের আ'মলনামা থাকিবে সিজ্জীনে। তাহারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।
১৮-৩৬	পুণ্যবানদের আ'মলনামা থাকিবে ই'ল্লিয়্যীনে। তাহারা থাকিবে উচ্চ মর্যাদায় ; নিয়া'মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে। সেদিন তাহারা কাফেরদের প্রতি অনুরূপ করিবে যেমন দুনিয়াতে কাফেররা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিত।

৮৩- সূরা আলমুত্বফফিফীন

মাক্কী; আয়াত ৩৬, রুকূ' ১

٨٣ سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣٦ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়-০	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
২. যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,০	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
৩. এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয় ;০	وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে-০	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৫. মহাদিবসে ?	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৬. যেদিন দাঁড়াইবে মানুষেরা বিশ্বজগতের রব্ব এর সম্মুখে ;০	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

৭. কখনও না[১০৭৭], নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আ'মল-নামা[১০৭৮] তো সিজ্জীনে[১০৭৯] থাকিবে ;০	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧
৮. আর তোমার কি জানা আছে সিজ্জীন কী ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨
৯. উহা লিপিবদ্ধ নিবন্ধক [১০৮০] ;০	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩
১০. সেই দিন দুর্ভোগ হইবে মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের-০	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠
১১. যাহারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ;০	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١
১২. আর প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ব্যতীত কেহ ইহা মিথ্যা সাব্যস্ত করে না-০	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢
১৩. যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা' ;০	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣
১৪. কক্ষনও নহে, বরং ; তাহারা যাহা অর্জন করিত উহাই তাহাদের হৃদয়ে জং ধরাইয়াছে।	كَلَّا ۜ بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤
১৫. না, কখনও নহে, অবশ্যই সেই দিন তাহারা তাহাদের রব্ব (এর সাক্ষাৎ) হইতে অন্তরিত (মাহরুম) থাকিবে ;০	كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥
১৬. অতঃপর তাহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে ;০	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦
১৭. তৎপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে' ;০	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧
১৮. কখনও নহে, অবশ্যই পুণ্যবানদের	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨

১০৭৭। এই স্থলে كَلَّا এর নেতিবাচক অর্থ, সূরার ১-৩ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত মাপে প্রবঞ্চনা করা, পুনরুত্থান সম্পর্কে চিন্তা না করা ইত্যাদির সহিত সম্পর্কযুক্ত।

১০৭৮। এখানে كِتٰبٌ দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ কর্মবিবরণী বা আ'মলনামা বুঝাইতেছে।

১০৭৯। سِجِّيْنٌ : কারাগার, যেখানে কাফেরদের রূহ ও আ'মলনামা রাখা হয়।

১০৮০। 'লিপিবদ্ধ নিবন্ধক' যেখানে অপরাধীদের নাম ও আ'মলনামা নিবন্ধন করা হয়।

আ'মলনামা রহিবে ই'ল্লিয়্যীনে[১০৮১] ;০	
১৯. ই'ল্লিয়্যীউন সম্পর্কে তুমি কী জান ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾
২০. উহা লিপিবদ্ধ নিবন্ধক[১০৮২]-০	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾
২১. (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণ উহা প্রত্যক্ষ করিবে ;০	يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে-০	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তাহারা সজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে-০	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখিতে পাইবে,০	تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾
২৫. তাহাদিগকে সিলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে-০	يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. উহার সিলমোহর মিশ্‌কের (মৃগনাভির), এবং এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত ;০	خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর উহার মিশ্রণ হইবে তাসনীমের[১০৮৩]-০	وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾
২৮. ইহা (তাসনীম) একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করিবে ;০	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. যাহারা অপরাধী তাহারা তো, যাহারা ঈমান আনে তাহাদিগকে উপহাস করিত,০	اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং উহারা যখন তাহাদের নিকট দিয়া যাইত, তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত,০	وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

১০৮১। عِلِّيُّوْنَ ('سِجِّيْنٌ'এর বিপরীত) : মু'মিনদের রূহ ও আ'মলনামা যেখানে রক্ষিত থাকে।
১০৮২। 'লিপিবদ্ধ নিবন্ধক' যেখানে পুণ্যবানদের নাম ও আ'মলনামা নিবন্ধন করা হয়।
১০৮৩। تَسْنِيْمٌ জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যাহার পানি স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও সুপেয়।

৩১. এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত, তখন উহারা ফিরিয়া আসিত উৎফুল্লচিত্তে,০	وَ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۖ﴿۳۱﴾
৩২. এবং যখন তাহাদিগকে (পুন্যবানদের) দেখিত, তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট'-০	وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۙ﴿۳۲﴾
৩৩. উহাদিগকে তো তাহাদের (মু'মিনদের) তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই ;০	وَ مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ؕ﴿۳۳﴾
৩৪. সুতরাং সেইদিন মু'মিনগণ উপহাস করিবে কাফেরদিগকে-০	فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۙ﴿۳۴﴾
৩৫. সুসজ্জিত আসনে বসিয়া (উহাদিগকে) অবলোকন করিবে ;০	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ؕ﴿۳۵﴾
রুকু' ০১ ৩৬. কাফেররা যাহা করিত উহার বিনিময় পাইল তো ?	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾ ع ১ ৮

৮৪- সূরা আলইনশিক্বাক্ব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
০৬	কষ্ট করিবার মত কষ্টকারী হইলে মানুষ রব্ব এর সাক্ষাৎ পাইবে।
০৭-২৫	যে তাহার আ'মলনামা দক্ষিণ হস্তে পাইবে তাহার হিসাব হইবে সহজ। মু'মিনদের জন্য থাকিবে অফুরন্ত পুরস্কার। যাহার আ'মলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে সে ডাকিবে মৃত্যুকে। পাপাচারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৮৪- সূরা আলইনশিক্বাক্ব

মাক্কী ; আয়াত ২৫, রুকু' ১

৮৪ سُوْرَةُ الاِنْشِقَاقِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٥ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ (চুর্ণ বিচুর্ণ) হইবে-০	اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ﴿۱﴾
২. এবং সে তাহার রব্ব এর আদেশ পালন করিবে আর ইহাই তাহার করণীয়-০	وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ﴿۲﴾
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে-০	وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ﴿۳﴾

৪. আর (পৃথিবী) তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে-০	وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤
৫. এবং তাহার রব্ব এর আদেশ পালন করিবে, ইহাই তাহার করণীয় ; (তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই)[১০৮৪];০	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥
৬. হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি তোমার রব্ব এর পথে কষ্ট করিবার মত কষ্ট কর, তবেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে,০	يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦
৭. অনন্তর যাহার কিতাব[১০৮৫] তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে-০	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧
৮. সেক্ষেত্রে অচিরেই তাহার হিসাব-নিকাশ হইবে অতি সহজ-০	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨
৯. এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে (জান্নাতে) ফিরিয়া যাইবে ;০	وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩
১০. এবং যাহাকে তাহার আ'মলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে-০	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠
১১. তখনই সে তাহার মৃত্যু আহ্বান করিবে-০	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١
১২. এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ;০	وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢
১৩. অবশ্যই সে (দুনিয়ার জীবনে) তাহার স্বজনদের মধ্যে আনন্দফুর্তিতে আত্মহারা ছিল ;০	اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣
১৪. নিশ্চয় সে ভাবিত, সে কখনই (তাহার রব্ব এর নিকট) ফিরিয়া যাইবে না,০♣	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤
১৫. হাঁ অবশ্যই♣ (সে ফিরিয়া যাইবেই) তাহার রব্ব তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন,০।	بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٥

মুআ' ৩৩

মعلقة ٣٣

১০৮৪। শর্ত থাকিলে তাহার একটি জবাব থাকিবেই ; এই স্থলে لَتُبْعَثُنَّ অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই এই ধরনের একটি জবাব উহ্য আছে। দ্র. ৭৯:৫ আয়াত ও উহার টীকা।

১০৮৫। এখানে كِتٰبٌ দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ আ'মলনামা বুঝাইতেছে।

১৬. অতঃপর না! আমি শপথ করিতেছি অস্ত-লালিমার-০	فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৭. শপথ রাত্রির এবং উহা যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার-০	وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৮. শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়-০	وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে[১০৮৬];০	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. সুতরাং উহাদের কি হইল যে, ঈমান আনে না-০	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং যখন উহাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, উহারা বিনয়াবনত হয় না ;০	وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ السجدة
২২. পরন্তু যাহারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করে তাহারা (কুরআনকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে,০	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. এবং উহারা যাহা মনে পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবগত,০	وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও-০	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

সিজদা ১৪

রুকু' ০১

৮৫- সূরা আলবুরূজ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	মু'মিনদিগকে যাহারা আগুনের গর্তে পোড়াইয়াছিল তাহাদের জন্য ধ্বংস। মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে মহাসাফল্য।

১০৮৬। বুদ্ধি ও জ্ঞানে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রমশ উন্নতি করিতে থাকিবে। ভিন্ন অর্থে, মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর। (দ্র. ২৩ : ১২-১৪)।

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
১২-২২	আল্লাহ্‌র পাকড়াও বড় কঠিন, তিনি মহান আ'রশের মালিক। ফিরআ'উন ও সামূদ জাতিকে তিনি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। কাফেররা কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে অথচ আল্লাহ্ তাহাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

৮৫- সূরা আলবুরূজ

মাক্কী ; আয়াত ২২, রুকূ' ১

٨٥ سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٢ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ বুরূজ[১০৮৭] বিশিষ্ট আকাশের-০

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١

২. শপথ প্রতিশ্রুত (ক্বিয়ামত) দিবসের-০

وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢

৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের,[১০৮৮];০

وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ۝٣

৪. ধ্বংস হউক গর্তের অধিপতিরা[১০৮৯]-০

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤

৫. যে গর্তে ছিল ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি-০

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥

৬. যখন তাহারা ইহার (গর্তের) কিনারায় উপবিষ্ট ছিল-০

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦

৭. এবং তাহারা মু'মিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল ;০

وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৮. আর উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিত শুধু এই কারণে যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছিল-০

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ

১০৮৭। اَلْبُرُوْجُ : গ্রহ-নক্ষত্ররাজী অথবা ছায়াপথ। (দ্র. ১৫:১৬, ২৫:৬১)। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নক্ষত্ররাজির সংখ্যা নির্ণয় এক সীমাহীন ব্যাপ্যার। লক্ষ লক্ষ কোটি নক্ষত্র সম্বলিত গ্যলাক্তি বা ছায়াপথের সংখ্যা যদি দুই লক্ষ কোটি হয়, তখন বলিতেই হয় পৃথিবীর বালির সংখ্যা গণনা করা সম্ভব হইলেও নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

১০৮৮। شَاهِدٌ দ্বারা এস্থলে আল্লাহ্‌কে বুঝান হইয়াছে। তিনি সব জানেন ও দেখেন। 'মাশহুদ' দ্বারা বুঝায় মানুষকে, আল্লাহ্ সর্বদা তাহাদিগকে দেখিতেছেন। এক হাদীস অনুসারে 'শাহিদ' জুমুআ'র দিবস 'মাশহুদ' আ'রাফাত দিবস। ই ফা।

১০৮৯। অতীতে অনেক কাফের সম্রাট তাহার মুমিন প্রজাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া উল্লাস করিত। এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাই ছিল তাহাদের একমাত্র অপরাধ। হাদীস ও সাহাবীদের বর্ণনার সূত্রে বিভিন্ন তাফসীরে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। ইবরাহীম (আ.) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। ঈ'সা (আ.) এর অন্তর্ধানের পরে মু'মিনদের প্রতি এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

যাঁহার ; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা ;০	عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩
১০. যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য তো আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা ;০	اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠
১১. অবশ্যই যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, ইহাই মহাসাফল্য ;০	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١
১২. তোমার রব্ব এর পাকড়াও বড়ই কঠিন ;০	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,০	اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ۝١٣
১৪. এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম প্রেমময়-০	وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤
১৫. আ'র্‌শের (দ্র. টীকা ৩০৪) অধিপতি মহাসম্মানিত-০	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥
১৬. তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন ;০	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦
১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে বাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত-০	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧
১৮. ফিরআ'উন ও সামূদের ?	فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ۝١٨
১৯. তবুও কাফেররা মিথ্যা আরোপে লিপ্ত-০	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩
২০. আর আল্লাহ্ তাহাদের অলক্ষ্যে[১০৯০] তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন,০	وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢٠
২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন-০	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢١
২২. (লাওহি মাহফূযে) সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।	فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

রুকু' ০১ ع ১০

১০৯০। مِنْ وَّرَآئِهِمْ : ইহার শাব্দিক অর্থ উহাদের পিছন হইতে। ইহা একটি আরবি বাগধারা ; এই স্থলে ইহার অর্থ অলক্ষ্যে।

৮৬- সূরা আতত্বারিক্ব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৭	প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে রক্ষী নিয়োগ করা আছে। মানুষকে প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই পুনর্জীবিত করিবেন। প্রত্যাখ্যানকারীরা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ্ও কৌশল করেন।

৮৬- সূরা আতত্বারিক্ব

মাক্কী ; আয়াত ১৭, রুকূ' ১

٨٦ سُوْرَةُ الطَّارِقِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٧ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ আকাশের ও রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহার-০

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

২. তুমি কি জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কী ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

৩. উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র-০

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

৪. প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই সংরক্ষক রহিয়াছে ;০

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে!

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

৬. তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি (তরল বীর্য) হইতে-০

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

৭. যাহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে[১০৯১] ;০

يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয় তিনি তাহার (মানুষের) পুনঃসৃষ্টি করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান ;০

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

৯. যেই দিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হইবে-০

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾

১০. সেই দিন তাহার কোন শক্তি থাকিবে না

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

১০৯১। মূলত বীর্য তৈরী হয় অন্ডকোষে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পুত্র-সন্তান মায়ের গর্ভে থাকাকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে, অন্ডকোষ মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থি (বুকের হাড়) এর মধ্যখানে অবস্থিত থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে উহা নীচে নামিয়া আসে এবং নুত্বফাহ্ তৈরীর আকর হয়।

এবং কোন সাহায্যকারীও নহে ;০	
১১. শপথ আকাশের, যাহা ফিরাইয়া দেয় বা চক্রশীল করে[১০৯২]-০	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
১২. এবং শপথ পৃথিবীর, যাহা বিদীর্ণশীল[১০৯৩]-০	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী-০	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং ইহা (হাসি-ঠাট্টা) নিরর্থক বিষয় নয় ;০	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. নিশ্চয় তাহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে-০	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. এবং আমিও যথাযত কৌশল করি,০	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
রুকু' ০১ ১৭. অতএব কাফেরদিগকে অবকাশ দাও, তাহাদিগকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾ ع ১১

৮৭- সূরা আলআ'লা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৯	যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও। যে আত্মোন্নয়ন করে সেই সফল। মানুষ দুনিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়, অথচ আখিরাতই চিরস্থায়ী।

৮৭- সূরা আলআ'লা

মাক্কী ; আয়াত ১৯, রুকু' ১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

٨٧ سُوْرَةُ الْاَعْلٰى

مَكِّيَّةٌ اياتها ١٩ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১০৯২। الرَّجْعِ: ফিরিয়া আসা, ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যাবর্তন করা, কক্ষপথে চক্রশীল করা। আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে অবিরাম চক্রশীল। আমাদের ছায়াপথ মিল্কীওয়েতে আমাদের সুর্য ও সৌরজগৎ চির চক্রশীল। এই সৌরজগতে পৃথিবী, চন্দ্র ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ নিজ নিজ অক্ষ এবং কক্ষপথে আল্লাহতায়া'লা অতি সূক্ষ্ম হিসাবের মধ্যে নিরন্তর চক্রশীল রাখিয়াছেন। (দ্র. ২১: ৩, ৩৬: ৪০, ৫৫: ৫)। আরও দেখুন ২১:৩২ টীকা ৬১৩।

১০৯৩। الصَّدْعِ: এর বহুবিধ অর্থের কতিপয় হইল- ১. উদ্ভিদ উদ্গাতকালে ভূপৃষ্টে (স্থলে বা জলে) মৃত্তিকা ফাটিয়া যাওয়া, ২. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভুপৃষ্টে সৃষ্ট ফাটল সৃষ্টি হওয়া, ৩. বর্তমানে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট মহাফাটল বা Ridge পরিদৃষ্ট হওয়া।

১. তুমি তোমার সুমহান রব্ব এর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা (তাসবিহ) কর-০	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন-০	الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩. এবং যিনি সুপরিমিত করেন, অতঃপর পথ নির্দেশ দেন-০	وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন-০	وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫. পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন ;০	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠ করাইয়া দিব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না-০	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭. আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত ; তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয় ;০	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আর আমরা সুগম করিয়া দিব তোমার জন্য সহজ পথ,০	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾
৯. অতএব উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় ;০	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
১০. যে ভয় করে সে অচিরেই উপদেশ গ্রহণ করিবে-০	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
১১. আর উহা (উপদেশ) উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য-০	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾
১২. যে ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে,০	الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾
১৩. অতঃপর সেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না ;০	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾
১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে, যে আত্মশুদ্ধি করে-০	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾
১৫. এবং স্মরণ করে তাহার রব্ব এর নাম, অনন্তর সলাত ক্বায়েম করে ;০	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

১৬. বরং তোমরা প্রাধান্য দাও দুনিয়ার জীবনকে,০	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী ;০	وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. নিশ্চয় ইহা আছে পূর্ববর্তী সহিফা (পুস্তিকা) সমূহে-০	اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. ইবরাহীম ও মূসার সহিফাসমূহে (দ্র. ৮০ : ১৩)।	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿١٩﴾

রুকু' ০১

১ ৭ ১২

৮৮- সূরা আলগাশিইয়াহ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৬	পরকাল প্রত্যাখ্যানকারীদের দুরবস্থা এবং মু'মিনদের সুখ ও আনন্দের বিবরণ।
১৭-২৬	আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল। নাবীর দায়িত্ব উপদেশ দেওয়া, বলপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করান নহে।

৮৮- সূরা আলগাশিইয়াহ্

মাক্কী ; আয়াত ২৬, রুকু' ১

٨٨ سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٢٦ ركوعها ١

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. তোমার নিকট সর্বগ্রাসী মহাপ্রলয়ের (ক্বিয়ামতের) কথা পৌঁছিয়াছে কি ?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾
২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল হইবে ভীত-অবনত-০	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
৩. ক্লিষ্ট (পরিশ্রান্ত), ক্লান্ত হইবে-০	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾
৪. তাহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে-০	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
৫. তাহাদিগকে ফুটন্ত-পানির ঝর্ণা হইতে পান করান হইবে ;০	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾
৬. তাহাদের জন্য কণ্টকময় গুল্ম[১০৯৪] ব্যতীত কোন খাদ্য থাকিবে না-০	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾

১০৯৪। ضَرِيْعٌ : আরবদেশের এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম। ইহা যখন সবুজ থাকে তখন ইহাকে 'শিবরাক' বলা হয়, আর যখন শুকাইয়া যায় তখন উহাকে 'দারী'য়ে' বলা হয়। ইহা বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই খায় না।

৭. যাহা তাহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবারণও করিবে না।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧
৮. অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল-০	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨
৯. নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত-০	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩
১০. (তাহারা থাকিবে) সমুন্নত জান্নাতে-০	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠
১১. সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার বাক্য ;০	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١
১২. সেখানে থাকিবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢
১৩. সেথায় রহিবে উন্নত মর্যাদার আসন-শয্যা-০	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣
১৪. আর সদা প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ-০	وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤
১৫. সারি সারি সাজান উপাধান (বালিশ) সমূহ-০	وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥
১৬. এবং বিস্তৃত বিছান গালিচা ;০	وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦
১৭. তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উষ্ট্রের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করা হইয়াছে ?	وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে ?	وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩
২০. এবং ভূপৃষ্টের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে ?	وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও ; তুমি তো একজন উপদেশদাতা ;০	فَذَكِّرْ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١
২২. তুমি তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নহ-০	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢

وقف لازم

২৩. তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফুরি করিলে-০	اِلَّا مَنۡ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ﴿۲۳﴾
২৪. অনন্তর আল্লাহ্ তাহাকে দিবেন মহাশাস্তি ;০	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الۡعَذَابَ الۡاَكۡبَرَ ﴿۲۴﴾
২৫. নিশ্চয় উহাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই নিকট-০	اِنَّ اِلَيۡنَاۤ اِيَابَهُمۡ ﴿۲۵﴾
২৬. অতঃপর তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব অবশ্যই আমাদেরই।•	ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُمۡ ﴿۲۶﴾

النصف - ع ১৩

অর্ধাংশ • রুকু' ০১

৮৯- সূরা আলফাজর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৪	আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে অতীতে শক্তিশালী জাতিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
১৫-২০	পাপিষ্ঠদের স্বভাব।
২১-২৬	ক্বিয়ামতের দৃশ্য।
২৭-৩০	প্রশান্ত আত্মার অধিকারীদের শুভ পরিণাম।

৮৯- সূরা আলফাজর

মাক্কী ; আয়াত ৩০, রুকূ' ১

٨٩ سُوۡرَةُ الۡفَجۡرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها٣٠ ركوعها١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ-
১. শপথ ঊষার (ফজরের)-০	وَ الۡفَجۡرِ ﴿۱﴾
২. শপথ দশ রজনীর[১০৯৫]-০	وَ لَيَالٍ عَشۡرٍ ﴿۲﴾
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের[১০৯৬]-০	وَّ الشَّفۡعِ وَ الۡوَتۡرِ ﴿۳﴾
৪. শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে,০	وَ الَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِ ﴿۴﴾
৫. বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য (উল্লিখিত) শপথ	هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍ ﴿۵﴾

১০৯৫। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। এই দিনগুলি অতীব বরকতময় হওয়ার বিষয়ে অনেক হাদীস রহিয়াছে।

১০৯৬। সৃষ্টির সকল জোড় ও বেজোড় বস্তু। একটি হাদীসমতে জোড় হইল ঈদুল আযহার দিন আর বেজোড় হইল আরাফাতের দিন। (ই ফা)।

সমূহ[১০৯৭] কি যথেষ্ট নয় ?	
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার রব্ব কিরূপ (ব্যবহার) করিয়াছিলেন আ'দ জাতির সঙ্গে ?-০	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি- যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের ?[১০৯৮]	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧
৮. যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই-০	الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨
৯. এবং সামূদের প্রতি, যাহারা উপত্যকায়[১০৯৯] পাথর কাটিয়া (গৃহ নির্মাণ করিত)-০	وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩
১০. এবং বহু সৈন্য-শিবিরের[১১০০] অধিপতি ফিরআ'উনের প্রতি ?	وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠
১১. যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল-০	الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١
১২. এবং সেখানে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিয়াছিল-০	فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢
১৩. অবশেষে তোমার রব্ব তাহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন-০	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣
১৪. তোমার রব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন[১১০১];০	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤
১৫. মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার রব্ব যখন তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে সম্মান দান করেন ও অনুগ্রহ প্রদান করেন, এরপর সে বলে,	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥

১০৯৭। কুরআন মাজীদে কসম অর্থাৎ শপথ শব্দটি যে বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে উহার প্রতি গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া মূল বক্তব্যের প্রতি নিগূঢ় উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৯৮। اِرَمَ : আ'দ জাতির এক বীরপুরুষ অথবা তাহাদের কেন্দ্রীয় নগরীর নাম। 'ইমাদ': উচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ। ভিন্ন অর্থে: ঐ জাতির লোকেরা ছিল স্তম্ভের মত দীর্ঘকায় অথবা শক্তিশালী।

১০৯৯। এই স্থলে 'আলওয়াদি' দ্বারা বিশেষ উপত্যকা বুঝাইতেছে, উহা হইতেছে 'ওয়াদিল কুরা' বা কুরা উপত্যকা।

১১০০। اَوْتَادٌ: শব্দটি وَتِدٌ এর বহুবচন, যাহার অর্থ কীলক (পেরেক)। এই স্থলে ইহার ভাবার্থ সৈনিকদের শিবির, যাহা বড় বড় কীলক (খুঁটা) দ্বারা ভূমিতে স্থাপন করা হয়।

১১০১। مِرْصَادٌ: ঘাঁটি, যেখান হইতে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়, এই অর্থে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষক।

‘আমার রব্ব আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন’ ;০	
১৬. এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্ক্ব সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, ‘আমার রব্ব আমাকে হীন করিয়াছেন’,০	وَ اَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾
১৭. কখনও নহে, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না-০	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং তোমরা দুঃস্থদের খাদ্যদানে একে অপরকে উৎসাহিত কর না-০	وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য-সম্পদ সম্পূর্ণ রূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল-০	وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. এবং তোমরা ধনসম্পদ অতিশয় ভালবাস ;০	وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১. ইহা কখনও সংগত নহে, পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে-০	كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
২২. আর যখন তোমার রব্ব উপস্থিত হইবেন এবং সারিবদ্ধভাবে মালাকগণও,০	وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. এবং সেই দিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে- আর সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী উপকারে আসিবে ?	وَ جِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. সে বলিবে, ‘হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম’!	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. বস্তুত সেই দিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহই দিতে পারিবে না-০	فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না ;০	وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. হে প্রশান্তচিত্ত[১১০২] ব্যক্তি!	يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ﴿٢٧﴾

১১০২। যে চিত্ত আল্লাহ্‌র স্মরণেই শান্তি লাভ করে। (দ্র. ১৩:২৮)।

২৮. তুমি তোমার রব্ব এর দিকে ফিরিয়া আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,০	ارْجِعِيٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. এইভাবে আমার আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হও-০	فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

রুকু' ০১

ع ٣٠ ١٤

৯০- সূরা আলবালাদ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৯	মানুষ সৃষ্টি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। মানুষ বেহিসাবী চলে।
১০-২০	মানুষের জন্যে দুইটি চলিবার পথ প্রদান। কিন্তু তাহারা দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিতে চাহে না। মু'মিনদের কর্ম-বৈশিষ্ট্য। পরকালে তাহারাই হইবে ভাগ্যবান। কাফেররা হইবে দুর্ভাগা।

৯০- সূরা আলবালাদ

মাক্কী ; আয়াত ২০, রুকু' ১

٩٠ سُوْرَةُ الْبَلَدِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها٢٠ ركوعها١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. আমি শপথ করিতেছি এই নগরের (মক্কা শহর)-০	لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾
২. আর তুমি এই নগরীর জন্য বৈধ[১১০৩]-০	وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
৩. শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে-০	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾
৪. আমরা তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের[১১০৪] মধ্যে ;০	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾
৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না ?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾

وقف لازم

১১০৩। حِلٌّ - অধিবাসী, বৈধ ইত্যাদি। বিশিষ্ট তাফসিরকারকদের মতে, হিজরতের পর রসূলুল্লাহ (স.) প্রায়ই মক্কা ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। আল্লাহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, তোমার জন্য মক্কাকে বৈধ করা হইবে। (দ্র.২৮ : ৮৫ টীকা ৭৪০। ভিন্ন মতে, পবিত্র মক্কাতে যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ, রসূল (স.) কে কিছু সময়ের জন্য (মক্কা বিজয়ের সময়) যুদ্ধ বৈধ করা হয়।

১১০৪। মানুষকে কষ্ট করিয়া দুনিয়াতে জীবন যাপন করিতে হয়, এবং আখিরাতের মুক্তির জন্যও প্রভূত কষ্ট করিতে হয়।

৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ নিঃশেষ করিয়াছি'[১১০৫];০	يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۟ ﴿٦﴾
৭. সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই ?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۟ ﴿٧﴾
৮. আমরা কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ?	اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ ﴿٨﴾
৯. আর জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় ?	وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ ۙ ﴿٩﴾
১০. আর আমরা তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি,০	وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ ﴿١٠﴾
১১. কিন্তু সে কষ্টসাধ্য গিরিপথ[১১০৬] প্রবেশে উদ্যোগী হয় নাই,০	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۗ ﴿١١﴾
১২. তুমি কী জান, দুর্গম গিরিপথ (কষ্টসাধ্য পথ) কী ?	وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۟ ﴿١٢﴾
১৩. (ইহা হইল) গ্রীবাবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করা[১১০৭]-০	فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ ﴿١٣﴾
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান-০	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ ﴿١٤﴾
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে-০	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ ﴿١٥﴾
১৬. অথবা ধূলি-ধুসরিত (দারিদ্র্য-পীড়িত) নিঃস্বকে[১১০৮]-০	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۟ ﴿١٦﴾
১৭. তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয়[১১০৯] তাহাদের,	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ

১১০৫। মক্কার প্রধানরা ইসলাম ও মুসলিমগণকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত, আর তাহারা ইহা লইয়া অহংকারও করিত। তবে ইহা সার্বিকভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যাহারা অযথা অপচয় করে ও গর্ব করে অথবা ইসলাম তথা মুসলিমগণকে ধ্বংস করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করে আর ইহা লইয়া অহংকার করে।

১১০৬। عَقَبَةٌ : শব্দটির আভিধানিক অর্থ বন্ধুর গিরিপথ। এই স্থলে একটি বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ 'কষ্টসাধ্য পথ'।

১১০৭। رَقَبَةٌ : শব্দটির আভিধানিক অর্থ গ্রীবাবদ্ধ (ঘাড় আটকানো) ব্যক্তি। যে কোন প্রকার দাসত্বের নিগড়ে বা অত্যাচারের শিকারে আবদ্ধ ব্যক্তি।

১১০৮। ذُوْ مَتْرَبَةٍ : এর আভিধানিক অর্থ ধূলি-ধুসরিত অর্থাৎ ধূলি ব্যতীত যাহার অন্য কোন অবলম্বন নাই। ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ 'দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত'।

১১০৯। ثُمَّ كَانَ مِنَ : 'তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয়' বলিতে:- ৯০ : ১১-১৭ আয়াতসমূহের আ'মল সম্পন্ন পূর্বক সে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাদের, যাহারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য-ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের।

যাহারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য-ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের ;০	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৮. ইহারাই সৌভাগ্যশালী[১১১০];০	اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৯. আর যাহারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, উহারাই হতভাগ্য[১১১১];০	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾
২০. উহারা পরিবেষ্টিত হইবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

রুকু' ০১ — ع ১৫

৯১- সূরা আশশাম্‌স

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সৃষ্টির বর্ণনা।
০৮-১০	মানুষকে ভাল মন্দ করিবার ক্ষমতা দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।
১১-১৫	আল্লাহ্-দ্রোহীদের পরকালীন দুর্দশা।

৯১- সূরা আশশাম্‌স

মাক্কী ; আয়াত ১৫, রুকু' ১

٩١ سُوْرَةُ الشَّمْسِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٥ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ সূর্যের এবং উহার উজ্জলতার-০	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾
২. শপথ চন্দ্রের, যখন সে উহার (সূর্যের) অনুগামী হয়-০	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾
৩. শপথ দিবসের, যখন সে উহাতে[১১১২] আলোকোজ্জল হয়-০	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ﴿٣﴾

১১১০। اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ: এর শাব্দিক অর্থ দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর। দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর এই বাগধারার ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদে সূরা ওয়াক্বিআ'হ ৫৬:২৭-৩৮ আয়াতে করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের বিবিধ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী যাহারা তাহারাই দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর। এই কারণে ইহার অনুবাদ এই স্থলে সৌভাগ্যশালী করা হইয়াছে।

১১১১। اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ: এর আভিধানিক অর্থ বাম পার্শ্বের সহচর, সূরা ওয়াক্বিআ'হ্, ৫৬:৪২-৪৩ আয়াতে কুরআন মাজীদে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, যাহারা জাহান্নামের নানাবিধ শাস্তি ভোগ করে, তাহারই বাম পার্শ্বের সহচর। এইজন্য এই স্থলে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে হতভাগ্য।

১১১২। এখানে 'উহাতে' অর্থ সূর্য দ্বারা (উদ্ভাসিত হয়)।

৪. শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে-০	وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰىهَا ۝٤
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার-০	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার-০	وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦
৭. শপথ মানুষের এবং যিনি তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন-০	وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧
৮. অতঃপর তাহাকে তাহার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান ইলহাম (অন্তরে সঞ্চার) করিয়াছেন-০	فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۝٨
৯. সে-ই সফলকাম, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিবে-০	قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۝٩
১০. এবং সেই ব্যর্থ, যে নিজেকে কলুষিত করিবে ;০	وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ۝١٠
১১. সামূদ জাতি অবাধ্যতায় মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল[১১১৩]-০	كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىهَاۤ ۝١١
১২. উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল-০	اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا ۝١٢
১৩. তখন আল্লাহ্‌র রসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করানো বিষয়ে (সতর্ক হও)' ;০	فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا ۝١٣
১৪. কিন্তু তাহারা তাহাকে (রসূলকে) অস্বীকার করিল এবং উহার পায়ের রগ কর্তন (হত্যা) করিল, ফলে তাহাদের রব্ব তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলেন, অতঃপর উহা একাকার করিয়া দিলেন-০	فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۚ فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰىهَا ۝١٤
১৫. এবং (উহাদের) কেহই এই (ধ্বংসাত্মক) পরিণতির বিষয়ে কোন ভয় করে নাই। রুকু' ০১	وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا ۝١٥ ع ১৫ ১৬

১১১৩। অর্থাৎ তাহাদের নাবী সালিহ্ (আ.) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। (দ্র. ২৬:১৪১-১৫৮)।

৯২- সূরা আললাইল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১৬	আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মাহাত্ম। মানুষের কর্ম ভাল-মন্দ দুই প্রকার। সত্যপন্থীদের সত্যপথে চলা সহজ করিয়া দেওয়া হয়। বাতিলপন্থীদের কঠিন পথে চলা সহজ করিয়া দেওয়া হয় ; তাহাদের জন্য রহিয়াছে জ্বলন্ত আগুন।
১৭-২১	যাহারা মুত্তাক্বী হইবে তাহাদিগকে পরকালের শাস্তি হইতে রক্ষা করা হইবে।

৯২- সূরা আললাইল

মাক্কী ; আয়াত ২১, রুকূ' ১

٩٢ سُوْرَةُ الَّيْلِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها٢١ ركوعها١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছাদিত করে (পৃথিবীকে)-০	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾
২. শপথ দিবসের, যখন উহা আলোকোদ্ভাসিত হয়-০	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾
৩. এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন-০	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ﴿٣﴾
৪. অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির ;০	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾
৫. সুতরাং যে দান করিল, তাক্বওয়া অবলম্বন করিল-০	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾
৬. এবং যাহা উত্তম তাহা সত্যে প্রতিপন্ন করিল-০	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾
৭. তবে আমরা তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ (জান্নাতের) পথ ;০	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾
৮. আর যে কার্পণ্য করিল ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিল-০	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾
৯. আর যাহা উত্তম তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিল-০	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾
১০. তবে তাহার জন্য আমরা সুগম করিয়া দিব কঠোর (জাহান্নামের) পথ ;০	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾

১১. এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে ;০	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾
১২. নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা আমাদেরই দায়িত্ব,০	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
১৩. আর নিশ্চয়ই আখিরাত ও দুনিয়া আমাদের (অধিকারে)।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪. অতএব আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি,০	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾
১৫. চরম দুর্ভাগা ব্যতীত উহাতে কেহ প্রবেশ করিবে না-০	لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও মুখ ফিরাইয়া লয় ;০	الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾
১৭. আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাক্বীকে-০	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে ও আত্মশুদ্ধি করে,০	الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. এবং (এই দান) তাহার প্রতি কাহারও এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাহার প্রতিদান দিতে হইবে-০	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾
২০. কেবল তাহার মহান রব্ব এর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়,০	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে[১১১৪]।	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

রুকু' ০১

ع ١

৯৩- সূরা আদদুহা

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	রসূল (স.) এর জন্য সুসংবাদ এবং কতিপয় নির্দেশ।

১১১৪। হাদীস অনুসারে ১৭-২১ আয়াতগুলি আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাধারণভাবে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারীর জন্য ইহাতে সুসংবাদও রহিয়াছে।

৯৩- সূরা আদদুহা মাক্কী ; আয়াত ১১, রুকূ' ১	٩٣ سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ اٰياتها١١ ركوعها١١
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. শপথ পূর্বাহ্নের-০	وَ الضُّحٰى ۙ﴿١﴾
২. শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম-০	وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿٢﴾
৩. তোমার রব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নহেন[১১১৫];০	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ؕ﴿٣﴾
৪. আর তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা উত্তম ;০	وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ﴿٤﴾
৫. এবং অচিরেই তোমার রব্ব তোমাকে (অনুগ্রহ) দান করিবেন তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে ;০	وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ﴿٥﴾
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাইয়াছিলেন না ? অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন,০	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۖ﴿٦﴾
৭. আর তিনি তোমাকে পাইয়াছিলেন পথ না-জানা অবস্থায়[১১১৬], অতঃপর তিনি (নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করিলেন,০	وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۖ﴿٧﴾
৮. এবং তিনি তোমাকে পাইয়াছিলেন নিঃস্ব অবস্থায় অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন ;০	وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ؕ﴿٨﴾
৯. অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না ;০	فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ﴿٩﴾
১০. আর (কোন) প্রার্থীকে (ভিক্ষুককে) তুমি ভর্ৎসনা করিও না ;০	وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ؕ﴿١٠﴾

১১১৫। অহি লইয়া জিবরীল (আ.) এর আগমন কিছুদিন বন্ধ থাকিলে রসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হন। অন্যপক্ষে মক্কার মুশরিকরাও ইহা লইয়া তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১১১৬। নবুয়ত ঘোষণার পূর্ব হইতেই রসূলুল্লাহ (স.) মানুষের অধঃপতন দেখিয়া বিচলিত হইতেন, মানুষকে রক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতেন। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

রুকু' ০১

১১. এবং তুমি স্বীয় রব্ব এর নিয়া'মতের (বেশী বেশী) আলোচনা করিতে থাক[১১১৭]।	وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ ع ١٨

৯৪- সূরা আলইনশিরহ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	রসূল (স.) এর জন্য সান্তনার বার্তা। কঠিন অবস্থার পরই আসে সহজ অবস্থা। অবকাশ পাইলেই রব্ব এর প্রতি অধিক অভিনিবিষ্ট হইবার নির্দেশ।

৯৪- সূরা আলইনশিরহ

মাক্কী ; আয়াত ৮, রুকু' ১

٩٤ سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. আমরা কি তোমার কল্যাণে[১১১৮] তোমার অন্তর প্রশস্ত করিয়া দেই নাই ?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾
২. আর আমরা অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার-০	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾
৩. যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক[১১১৯]-০	الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾
৪. এবং আমরা তোমার সুনামকে উচ্চমর্যাদা দান করিয়াছি ;০	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾
৫. অতএব নিশ্চয় কষ্টের সহিতই স্বস্তি আছে-০	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾
৬. অবশ্যই কষ্টের সহিতই স্বস্তি আছে ;০	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
৭. সুতরাং যখনই অবকাশ পাও তুমি (ই'বাদতে) পরিশ্রম করিও[১১২০]-০	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾

১১১৭। যাচঞাকারীকে ভর্ৎসনা না করিয়া, ইহার স্থলে প্রার্থীর তুলনায় নিজের প্রতি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অতিরিক্ত নিয়া'মতের বেশী বেশী বর্ণনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভিন্ন অর্থে: নবুয়ত প্রাপ্তি বিশেষ নিয়া'মত, যাহা রসূলুল্লাহ (স.) কে ঘোষণা করিতে ও মানুষকে হিদায়াত করিতে বলা হইয়াছে, এবং তিনি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে কথায় এবং কাজে পালনও করিয়াছিলেন।

১১১৮। لَكَ : তোমার জন্য, এখানে এর অনুবাদ তোমার কল্যাণে করা হইয়াছে।

১১১৯। اَنْقَضَ ظَهْرَكَ : তোমার পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, ইহা একটি আরবি বাগধারা, যাহার অর্থ অতিশয় কষ্টদায়ক।

১১২০। দ্বীনের প্রচারই ছিল রসূলল্লাহ (স.) এর প্রধানতম কার্য, তাহা সত্ত্বেও প্রচারের কাজ হইতে অবসর পাইলে তাঁহাকে

৮. এবং তোমার রব্ব এর প্রতি মনোনিবেশ করিও। রুকু' ০১	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨ ع ১ ১৭

৯৫- সূরা আততীন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার কর্মফলে সে হইয়া যায় সর্ব নিকৃষ্ট, তবে মু'মিনরা নহে।

৯৫- সূরা আততীন

মাক্কী ; আয়াত ৮, রুকু' ১

٩٥ سُوْرَةُ التِّيْنِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨ ركوعها ١

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. শপথ 'তীন'[১১২১] ও 'যায়তূন'[১১২২]-এর-০	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١
২. শপথ সিনাইয়ের তূর পর্বতের-০ (দ্র. ২৩ : ২০)-০	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢
৩. শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কার)-০	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
৪. আমরা তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে[১১২৩],০	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤
৫. অতঃপর আমরা তাহাকে (তাহার কর্মদোষে) সর্বনিম্নস্তরের হীনতায় নিক্ষেপ করি[১১২৪]-০	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
৬. কিন্তু (তাহাদিগকে নহে) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সুতরাং তাহাদের জন্য রহিয়াছে অশেষ পুরস্কার ;০	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦
৭. সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে[১১২৫] কর্মফল	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧

নির্জনে আল্লার প্রতি নিবিষ্ট ই'বাদত করিতে বলা হইয়াছে। অতএব সকল উম্মতের জন্য ইহাই নির্দেশনামা।

১১২১। ডুমুর জাতীয় বৃক্ষ ও ফলকে তীন বলা হয়। ইহার ফলের মধ্যে বহু ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ থাকে। এই জাতীয় বৃক্ষ কয়েক প্রকারের এবং এইগুলির মধ্যে কতক ফল মানুষ খাইয়া থাকে।

১১২২। যায়তূন : জলপাই ; মধ্যপ্রাচ্যের জলপাই উন্নত মানের জন্য প্রসিদ্ধ।

১১২৩। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া।

১১২৪। তাহারা কর্মদোষে অবনতির নিম্ন স্তরে পৌঁছে।

১১২৫। এখানে তোমাকে দ্বারা অবিশ্বাসী মানুষকে বুঝাইতেছে।

সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে ?

রুকু' ০১

৮. আল্লাহ্ কি সর্ব বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন ?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨ ع ١ ٢٠

৯৬- সূরা আলআ'লাক্ব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	এই পাঁচটি আয়াত মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহি।
০৬-১৯	মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, অথচ তাহাকে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে সলাতে বাধা দেয়, দ্বীন হইতে মূখ ফিরাইয়া লয়, তাহাকে পাকড়াও করিয়া হাজির করা হইবে জাহান্নামে।

৯৬- সূরা আলআ'লাক্ব

মাক্কী ; আয়াত ১৯, রুকু' ১

٩٦ سُوْرَةُ الْعَلَقِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١٩ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. পাঠ কর তোমার রব্ব এর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,০

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١

২. সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে আ'লাক্ব[১১২৬] হইতে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

৩. পাঠ কর, আর তোমার রব্ব মহামহিমান্বিত-০

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣

৪. যিনি শিক্ষা দিয়াছেন কলমের সাহায্যে-০

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

৫. শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না[১১২৭];০

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

৬. কখনও নহে, বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে-০

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦

৭. কারণ সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ;০

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

১১২৬। দ্র. ২২:৫ ও উহার টীকা ৬২৯।

১১২৭। রসূল (স.) এর ৪০ বৎসর বয়সে হেরা পর্বতে এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। ইহাই প্রথম অহি।

৮. অবশ্যই তোমার রব্ব এর নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত ;০	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾
৯. তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়[১১২৮]-০	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ﴿٩﴾
১০. এক বান্দাকে[১১২৯]- যখন সে সলাত (আদায়) করে ?	عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿١٠﴾
১১. তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে সৎপথে থাকে ?	اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ﴿١١﴾
১২. অথবা তাক্বওয়ার নির্দেশ দেয় ;০	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾
১৩. তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয় ?	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿١٣﴾
১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ (তাহাকে) দেখেন ?	اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয়- তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তক-সম্মুখ কেশগুচ্ছ ধরিয়া-০	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ,০	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অতএব সে তাহার সহচরদিগকে ডাকিয়া লউক!	فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. আমরাও ডাকিয়া লইব (জাহান্নামের) প্রহরীদিগকে-০	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. কখনও নহে! তুমি উহার অনুসরণ করিও না এবং সিজদা কর এবং (আমার) নিকটবর্তী হও।	كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ السجدة

রুকূ' ০১ সিজদা ১৫

ع ١٩ السجدة ٢١

১১২৮। সে ছিল আবূজাহেল।
১১২৯। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.) কে।

৯৭- সূরা আলক্বদ্‌র

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	কুরআন নাযিলের রাত্রের মর্যাদা।

৯৭- সূরা আলক্বদ্‌র

মাক্কী ; আয়াত ৫, রুকূ' ১

٩٧ سُوْرَةُ الْقَدْرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

১. নিশ্চয় আমরা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি[১১৩০] মহিমান্বিত রজনীতে,০	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١
২. আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢
৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ;০	لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣
৪. ইহাতে (সেই রজনীতে) মালাকগণ ও রূহ[১১৩১] অবতীর্ণ হয় তাহাদের রব্ব এর অনুমতিক্রমে, প্রত্যেক বিষয়ের নির্দেশ লইয়া-০	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤
৫. শান্তিময়, (সেই রজনী)[১১৩২] ফজরের সূচনা পর্যন্ত।●	سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

তিন চতুর্থাংশ মুআ' ৩৪ রুকূ' ০১

وقف النبي صلى الله عليه وسلم معانقة ٣٢ - ع ٢٤ الثلثة

৯৮- সূরা আলবাইয়িনাহ্‌

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিবার পরও আহলে কিতাবরা সত্য পথ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।
০৬	আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যাহারা প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা সৃষ্টির অধম আর তাহারাই জাহান্নামী।
০৭-০৮	যাহারা ঈমান আনিবে এবং আ'মলে সালিহ্‌ করিবে তাহারাই সৃষ্টির সেরা, আর তাহারাই জান্নাতী।

১১৩০। ক্বদর-রজনীতে কুরআন নাযিল শুরু হয়। দ্র. ২ : ১৮৫ এবং ৪৪ : ৩ আয়াতদ্বয়। কতক মতে এই রজনীতে আলকুরআনকে লাওহি মাহফূয হইতে প্রথম আসমানেও অবতরণ করা হয়। ক্বদর-রজনী নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। রমাদ্বান মাসের শেষ দশ রজনীতে অথবা শেষ দশ দিবসের বেজোড় রজনীতে ক্বদর-রজনী তালাশ করিবার জন্য অনেক হাদীস রহিয়াছে।

১১৩১। দ্র. ৭৮ : ৩৮ ও উহার টীকা।

১১৩২। هِيَ : এই সর্বনাম দ্বারা রজনীকে বুঝাইতেছে।।

৯৮- সূরা আলবাইয়িনাহ্

মাদানী ; আয়াত ৮, রুকূ' ১

٩٨ سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٨ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. কিতাবীদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করে এবং মুশরিকরা (ভ্রান্ত পথ) পরিত্যাগ করিবার ছিল না যে পর্যন্ত তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসে-০

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ﴿١﴾

২. (সুস্পষ্ট প্রমাণ হইল) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রসূল[১১৩৩], যে তিলাওয়াত করে পবিত্র সহিফাসমূহ-০

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿٢﴾

৩. যাহাতে রহিয়াছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান ;০

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ﴿٣﴾

৪. আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিবার পর ;০

وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ﴿٤﴾

৫. অথচ তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র ই'বাদত করিতে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহারই আনুগত্যে- একনিষ্ঠভাবে এবং সলাত ক্বায়েম করিতে ও যাকাত প্রদান করিতে, আর ইহাই প্রতিষ্ঠিত (সঠিক) দ্বীন ;০

وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ﴿٥﴾

৬. কিতাবীদের মধ্যে যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে ; উহারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট ;০

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٦﴾

৭. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে- উহারাই সৃষ্টির উৎকৃষ্ট ;০

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٧﴾

৮. তাহাদের রব্ব এর নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার- স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ

১১৩৩। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.)।

نহরসমূহ প্রবাহিত (দ্র. ৪৭:১৫), সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট ; ইহা তাহার জন্য, যে তাহার রব্বকে ভয় করে।	تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۧ ﴿٨﴾

রুকু' ০১ — ع ١ ٨ ٢٣

৯৯- সূরা আলযিলযাল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৮	ক্বিয়ামত এবং বিচারের দৃশ্য।

৯৯- সূরা আলযিলযাল

মাদানী ; আয়াত ৮, রুকু' ১

৯৯ سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٨ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. যখন পৃথিবী নিজ কম্পনে প্রবলরূপে প্রকম্পিত হইবে-০	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ﴿١﴾
২. এবং পৃথিবী যখন উহার ভার (মৃতদের) বাহির করিয়া দিবে-০	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ ﴿٢﴾
৩. আর মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল' ?	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ﴿٣﴾
৪. সেই দিন (পৃথিবী) উহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে-০	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ ﴿٤﴾
৫. কারণ তোমার রব্ব উহাকে অহি করিয়াছেন ;০	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ ﴿٥﴾
৬. সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে- যাহাতে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম দেখানো যায় ;০	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ ﴿٦﴾
৭. অনন্তর কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে ;০	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ ﴿٧﴾
৮. এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۧ ﴿٨﴾

রুকু' ০১ — ع ١ ٨ ٢٤

১০০- সূরা আলআ'দিইয়াত

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ, অথচ তাহাকে পুনরুত্থিত হইতে হইবে এবং বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে।

১০০- সূরা আলআ'দিইয়াত

মাক্কী ; আয়াত ১১, রুকু' ১

١٠٠ سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির-০	وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾
২. ফলে যাহারা খুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে-০	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾
৩. অতঃপর যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে-০	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾
৪. তদ্দ্বারা সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে-০	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে-০	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾
৬. মানুষ অবশ্যই তাহার রব্ব এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ,০	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে স্বয়ং সাক্ষী,০	وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾
৮. আর অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল ;০	وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহা আছে তাহা উত্থিত হইবে-০	اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾
১০. এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে-০	وَ حُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾
১১. সেইদিন উহাদের কী ঘটিবে, উহাদের রব্ব অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

রুকু' ০১

১০১- সূরা আলক্বারিয়া'হ্

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-১১	ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য। হিসাব এবং হিসাবের ভিত্তিতে মানুষের পরিণতি।

১০১- সূরা আলক্বারিয়া'হ্

মাক্কী ; আয়াত ১১, রুকূ' ১

١٠١ سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ١١ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

১. মহাপ্রলয়[১১৩৪]!	اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿١﴾
২. কী সেই মহাপ্রলয় ?	مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿٢﴾
৩. মহাপ্রলয় কী, তুমি কি জান ?	وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿٣﴾
৪. সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত-০	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿٤﴾
৫. এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত ;০	وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿٥﴾
৬. অতঃপর যাহার পাল্লা ভারী হইবে-০	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿٦﴾
৭. সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন ;০	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿٧﴾
৮. কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে-০	وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿٨﴾
৯. তাহার স্থান[১১৩৫] হইবে 'হাবিয়া'[১১৩৬];০	فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿٩﴾
১০. তুমি কি জান উহা (হাবিয়া) কী ?	وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿١٠﴾
১১. উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	نَارٌ حَامِيَةٌ ۢ﴿١١﴾

রুকূ' ০১

১১৩৪। اَلْقَارِعَةُ : শব্দটি অর্থ সজোরে আঘাত করা যাহাতে ভীষণ শব্দ হয় এবং যে এইরূপ সজোরে আঘাত করে তাহাকে قَارِعٌ বলা হয়। এই স্থলে এই শব্দটির অর্থ ক্বিয়ামত বা মহাপ্রলয়। আরবি ভাষায় ক্বিয়ামত বা ক্বিয়ামাহ্ শব্দটি স্ত্রীবাচক, এই কারণে এখানে 'ক্বারিয়া'হ্' (স্ত্রীবাচক) ব্যবহার করা হইয়াছে।

১১৩৫। اُمُّهٗ : তাহার মাতা। এখানে তাহার বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১৩৬। هَاوِيَةٌ : গভীর গর্ত। এক মতে ইহা জাহান্নামের নিম্ন স্তর।

১০২- সূরা আততাকাছুর

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন। এই অবস্থার পারলৌকিক ফলাফল সে যদি* জ্ঞানের প্রত্যয়ে জানিত। প্রত্যেককেই জাহান্নাম দেখান হইবে তখন চাক্ষুষ প্রত্যয় হইবে।
০৮	মানুষকে দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়া'মত সম্পর্কে অবশ্য অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে।

١٠٢ سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٨ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿١﴾

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে-০

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿٢﴾

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও ;০

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣﴾

৩. ইহা সংগত নহে, শীঘ্রই (ইহার ফলাফল) জানিতে পারিবে[১১৩৭]-০

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿٤﴾

৪. পুনরায় (বলি), ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই (ইহার ফলাফল যে জাহান্নাম) জানিতে পারিবে ;০

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿٥﴾

৫. সাবধান! তোমরা যদি* জ্ঞানের ইয়াক্বীনে[১১৩৮] জানিতে (জাহান্নাম শাস্তি কত কঠোর)!

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿٦﴾

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখিবেই-০

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿٧﴾

৭. আবার বলি, নিশ্চয় তোমরা তো উহা দেখিবে চাক্ষুষ ইয়াক্বীনে-০

১০২- সূরা আততাকাছুর

মাক্কী ; আয়াত ৮, রুকূ' ১

১১৩৭। প্রাচুর্য সংগ্রহে মোহাচ্ছন্ন জীবনপাত করাতে আখিরাতে কি ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষামান তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

১১৩৮। يَقِيْنٌ প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস। يَقِيْنٌ তিন প্রকার: (১) জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যয়- عِلْمُ الْيَقِيْنِ (২) চাক্ষুষ দর্শনে প্রত্যয়- عَيْنُ الْيَقِيْنِ (৩) যথার্থ প্রত্যয়- حَقُّ الْيَقِيْنِ। পরকালের পরিণামের ব্যাপারে 'ই'লমুল ইয়াক্বীন' এবং 'আ'ইনুল ইয়াক্বীন' জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য ; আর 'হাক্কুল ইয়াক্বীন' শুধু জাহান্নামী জন্য প্রযোজ্য (দ্র. ৫৬:৯৫, টীকা ৯৭১)। দুনিয়ার জীবনে যাহাদের (কুরআন ও সুন্নাহ্) জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যয় বা 'ই'লমুল ইয়াক্বীন' হইবে তাহারাই জান্নাতী হইতে পারিবে।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ ع ১ ২৭

৮. অতঃপর সেইদিন অবশ্যই তোমাদিগকে নিয়া'মতসমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে[১১৩৯]। রুকু' ০১

১০৩- সূরা আলআ'স্‌র

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	মানুষের পরকালীন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা।

১০৩- সূরা আলআ'স্‌র

মাক্কী ; আয়াত ৩, রুকূ' ১

١٠٣ سُوْرَةُ الْعَصْرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

১. কালের[১১৪০] শপথ-০

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾

২. মানুষ নিশ্চিত মহাক্ষতির মধ্যে (নিপতিত)-০

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ع ১ ২৮

৩. (শুধু উহারা) ব্যতীত, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যবিষয়ে- আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণে।[১১৪১] রুকু' ০১

১০৪- সূরা আলহুমাযাহ্‌

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৯	সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের কঠিন শাস্তির একটি দৃশ্য।

১০৪- সূরা আলহুমাযাহ্‌

মাক্কী ; আয়াত ৯, রুকূ' ১

١٠٤ سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১১৩৯। নিয়া'মতসমূহ কিভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সুতরাং দুনিয়াতে যতবেশী নিয়া'মত ভোগ করা হইবে ততবেশী প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

১১৪০। ভিন্ন অর্থে আ'সর এর সলাতের সময় বা অপরাহ্ণ।

১১৪১। সমুদয় মানুষ অবশ্যই মহাক্ষতির মধ্যে নিপতিত অর্থাৎ জাহান্নামী। ব্যতীত শুধূ ঐ মানুষগুলি যাহারা (১) ঈমান বজায় রাখে, (২) কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক সৎকর্ম করে, (৩) একে অপরকে সত্য দ্বীনের উপদেশ দেয়, (৪) সত্য দ্বীন প্রচারে উদ্ভূত বিপদে একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে-০	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١
২. যে অর্থ জমায় ও উহা গণনা করিয়া রাখে[১১৪২]-০।	الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢
৩. সে ধারণা করে যে, তাহার সম্পদ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে,০	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুত্বমায়,০	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤
৫. তুমি কি জান হুত্বমাহ্ কী ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥
৬. ইহা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নি-০	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦
৭. যাহা হৃৎপিন্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে ;০	الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧
৮. নিশ্চয়ই ইহা (অগ্নিশিখা) উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে-০	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨
৯. দীর্ঘায়িত (অগ্নিশিখার) স্তম্ভসমূহে[১১৪৩]।	فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

রুকু' ০১ — ع ১ ২৯

১০৫- সূরা আলফীল

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	আল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহ্-দ্রোহীদের পাকড়াও করিবার ঐতিহাসিক একটি উদাহরণ।

১০৫- সূরা আলফীল

মাক্কী ; আয়াত ৫, রুকু' ১

١٠٥ سُوْرَةُ الْفِيْلِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, তোমার রব্ব হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন[১১৪৪] ?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١

১১৪২। সম্পদ জমা করিয়া রাখে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না।

১১৪৩। লেলিহান অগ্নিশিখা যাহা দেখিতে দীর্ঘ স্তম্ভের মত দেখায় অথবা প্রকৃতপক্ষেই দীর্ঘ স্তম্ভ।

১১৪৪। ৫২৫ খ্রীস্টাব্দে আবিসিনিয়ার নাসারা নৃপতি কর্তৃক ইয়ামেন বিজিত হয়। তাহাদের শাসক আবরাহা রসূলুল্লাহ (স.) এর জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পবিত্র কা'বা ধ্বংস করিবার জন্য মক্কা অভিযানে গমন করে (৫৭০-৭১

২. তিনি কি তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই ?	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢
৩. তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন-০	وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
৪. যাহারা তাহাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে-০	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤
৫. পরে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত-ভুসি সদৃশ করেন। রুকু' ০১	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥ ع ٢٠

১০৬- সূরা কুরাইশ

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৪	কুরাইশদের উচিত এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা, যিনি কা'বার মালিক। কা'বার অবস্থিতিই তাহাদের মর্যাদা ও জীবিকার উপকরণ।

১০৬- সূরা কুরাইশ

মাক্কী ; আয়াত ৪, রুকূ' ১

١٠٦ سُوْرَةُ قُرَيْشٍ
مَكِّيَّةٌ اياتها ٤ ركوعاتها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি (অভ্যাস) আছে।-০	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١
২. তাহাদের আসক্তি শীত ও গ্রীষ্মে ভ্রমণে[১১৪৫],০	اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝٢
৩. অতএব তাহারা ই'বাদত করুক এই গৃহের রব্ব এর!	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣
৪. যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন ; এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন[১১৪৬]। রুকু' ০১	الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤ ع ٢١

খ্রীস্টাব্দে)। তাহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত হাতীও ছিল। সেকারণে আবরাহার সৈন্যদল 'আসহাবে ফীল' হাতীওয়ালা এবং সেই বৎসর 'আ'মে ফীল' হস্তী-বৎসর নামে আরবে অভিহিত হইয়াছে। আল্লাহতায়া'লা এই বাহিনীকে তাহাদের মক্কার সীমান্তে পৌঁছিবার পূর্বেই ধ্বংস করিয়া দেন।

১১৪৫। কুরাইশরা ছিল ব্যবসায়ী। তাহাদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা-দেশ সিরিয়া ও শীতকালে গরম-দেশ ইয়ামেনে গমন করিত।

১১৪৬। মক্কা একটি ঊষর এলাকা। সেখানে খাদ্য-সামগ্রী বাহির হইতে আনা হইত। কুরাইশরা কা'বার খাদেম হওয়ায়

১০৭- সূরা আলমাঊ'ন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৭	প্রতিফল দিবসকে অস্বীকারকারীদের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও নিকৃষ্ট পরিণতি।

১০৭- সূরা আলমাঊ'ন

মাক্কী ; আয়াত ৭, রুকূ' ১

١٠٧ سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٧ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে কর্মফল দিবসকে[১১৪৭] মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾

২. সে তো (ঐ ব্যক্তি) যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়-০

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾

৩. এবং সে হতদরিদ্রকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না ;০

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই মুসল্লিদের[১১৪৮]-০

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾

৫. যাহারা তাহাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন[১১৪৯]-০।

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

৬. যাহারা লোক দেখানোর জন্য (সলাত আদায়) করে-০

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

রুকূ' ০১

৭. এবং (প্রতিবেশীসুলভ) প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾ ع ৩২

সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাহাদের আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যে কেহই বাধা দিত না। ফলে ক্ষুধা ও ভীতি হইতে তাহারা নিরাপদে ছিল।

১১৪৭। দ্বীন অর্থ ধর্ম, জীবনব্যবস্থা, আইন, ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে কর্মফল।

১১৪৮। অর্থাৎ সলাত আদায়কারীদের।

১১৪৯। সলাত আদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য, গুণাগুণ এবং সফলতার ব্যাপারে উদাসীন।

১০৮- সূরা আলকাওছার

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	নাবীকে কাওছার দানের বার্তা। তাঁহার নিন্দুকেরাই নির্বংশ।

১০৮- সূরা আলকাওছার

মাক্কী ; আয়াত ৮, রুকূ' ১

١٠٨ سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٣ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১.আমরা অবশ্যই তোমাকে কাওছার[১১৫০] দান করিয়াছি ;০

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١

২. সুতরাং তুমি তোমার রব্ব এর উদ্দেশ্যে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর ;০

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۝٢

রুকূ' ০১

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ[১১৫১]।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣ ع ১ ৩৩

১০৯- সূরা আলকাফিরূন

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	নাবীর দ্বীন (টীকা ৪) এবং কাফেরদের জীবনব্যবস্থার মধ্যে সংমিশ্রণ চলিতে পারে না। সুতরাং যে যেরূপ জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করিবে সে সেইরূপ কর্মফল পাইবে।

১০৯- সূরা আলকাফিরূন

মাক্কী ; আয়াত ৬, রুকূ' ১

١٠٩ سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٦ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. বল, 'হে কাফেররা'!

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

২. 'আমি উহার ই'বাদত (দ্র. টীকা ৫) করি না

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

১১৫০। كَوْثَرٌ : শব্দটির অর্থ সব কিছুর আধিক্য, বিশেষ অর্থে কল্যাণের প্রাচুর্য। জান্নাতের একটি বিশেষ প্রস্রবণকেও كَوْثَرٌ বলা হয়।

১১৫১। اَلْاَبْتَرُ : লেজকাটা। রসূলুল্লাহ (স.) এর পুত্র ইবরাহীম এর ইনতিকালের পর, তাঁহার কোন বংশধর নাই বলিয়া ইসলামের শত্রুরা তাঁহাকে 'আবতার' লেজকাটা বলিয়া ডাকে। তাহাদের ধারণা হয় যে, তাঁহার প্রচারিত দ্বীনও আর বাকি থাকিবে না। সূরাটি এই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

যাহার ই'বাদত তোমরা কর'[১১৫২]-০	
৩. 'এবং তোমরাও তাঁহার ই'বাদতকারী নহ যাঁহার ই'বাদত আমি করি',০	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣
৪. 'এবং আমি ই'বাদতকারী নহি তাহার যাহার ই'বাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ'-০	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤
৫. 'এবং তোমরাও তাঁহার ই'বাদতকারী নহ যাঁহার ই'বাদত আমি করি' ;০	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥
৬. 'তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্মফল আমার জন্য'। রুকু' ০১	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦ ع ১/৩৪

১১০- সূরা আননাস্‌র

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৩	বিজয় আসিবার পর নাবীর কর্তব্য।

১১০- সূরা আননাস্‌র

মাদানী[১১৫৩]; আয়াত ৩, রুকু' ১

سُوْرَةُ النَّصْرِ ١١٠

مَدَنِيَّةٌ اٰياتها ٣ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়-০	اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝١
২ এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে (জীবনব্যবস্থায়) প্রবেশ করিতে দেখিবে[১১৫৪]-০	وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢

১১৫২। কিছু কাফের রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট একটি আপোস প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল এই মর্মে যে, আমরা আপনার মা'বূদ এর ই'বাদত করি এবং আপনি আমাদের দেবতার ই'বাদত করুন। এইভাবে একটি মিশ্রিত ধর্ম ক্বায়েম হউক। উহারই জবাবে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১১৫৩। এই সূরা মক্কায় বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু যে সমস্ত সূরা হিজরত সময়কালের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে সেগুলি স্থান নির্বিশেষে মাদানী সূরা, এই অর্থে এই সূরাটিও মাদানী।

১১৫৪। এই সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর বিধর্মীরা যে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলামের এই বিজয়ের ফলে রসূলুল্লাহ (স.) এর দুনিয়ায় অবস্থানের প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবীগণ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনাবসান নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

৩. তখন তোমার রব্ব এর প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; নিশ্চয় তিনি অতীব তাওবা ক্ববুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣ ع ৩৫

রুকু' ০১

১১১- সূরা আললাহাব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	নাবীর নিকৃষ্ট শত্রু আবুলাহাব ও তাহার স্ত্রীর চরম মন্দ পরিণতি।

১১১- সূরা আললাহাব

মাক্কী ; আয়াত ৫, রুকু' ১

١١١ سُوْرَةُ اللَّهَبِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥ ركوعها ١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
১. ধ্বংস হউক, আবূলাহাবের[১১৫৫] দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও ;০	تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ ۝١
২. তাহার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই ;০	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ؕ ۝٢
৩. অচিরে সে প্রবেশ করিবে লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিতে,০	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣
৪. এবং তাহার স্ত্রীও ; ইন্ধন বহনকারিণী,০	وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤
৫. তাহার গলদেশে খর্জুর আঁশের পাকান রজ্জু।	فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥ ع ৩৬

রুকু' ০১

১১২- সূরা আলইখলাস

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৪	তাওহীদের ঘোষণা ও বর্ণনা।

১১৫৫। রসূলুল্লাহ (স.) এর পিতৃব্য আবদুল উযযা, আবূলাহাব তাহার কুনিয়াত (উপনাম)। প্রথম দিকে মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি ভালবাসা ও মায়ামমতা ছিল। কিন্তু কুরআন নাযিলের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রম শুরু হইতেই রসূল (স.) এর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করিত। তাহার স্ত্রী আবূ সুফিয়ানের ভগ্নি উম্মু জামিলও ছিল ঐ প্রকৃতির। এই সূরায় তাহাদের পরিণতির কথা বলা হইয়াছে। আবূলাহাব মহামারীতে ভীষণ দুরবস্থায় মারা যায়।

১১২- সূরা আলইখলাস

মাক্কী ; আয়াত ৪, রুকূ' ১

١١٢ سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٤ ركوعها ١	
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿١﴾	১. বল, 'তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়',০
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿٢﴾	২. 'আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন (সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী)',০
لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿٣﴾	৩. 'তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই'-০
وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿٤﴾	৪. 'এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই'[১১৫৬]।

রুকূ' ০১ ৪ ৩৮

১১৩- সূরা আলফালাক্ব

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৫	কতিপয় অনিষ্টকর বিষয় হইতে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ।

১১৩- সূরা আলফালাক্ব

মাক্কী[১১৫৭] ; আয়াত ৫, রুকূ' ১

١١٣ سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٥ ركوعها ١	
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾	১. বল, আমি আশ্রয় চাহিতেছি ঊষার রব্ব (দ্র. টীকা ২) এর নিকট-০
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾	২. 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে'-০
وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾	৩. 'আর অনিষ্ট হইতে (রাত্রির) ঘোর অন্ধকার[১১৫৮] যখন আচ্ছন্ন করে'-০

১১৫৬। এই সূরাটিতে তাওহীদ এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা মর্যাদায় অনন্য। আমরা জানি, আলকুরআনের তিনটি মৌলিক বিষয়- তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাত; সেই প্রেক্ষিতে ইহা ফযীলতের দিক দিয়া আলকুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

১১৫৭। অধিকাংশের মতে ইহা মাক্কী সূরা, তবে কেহ কেহ ইহাকে মাদানী সূরা বলিয়াছেন।

১১৫৮। غَاسِقٌ : এর অর্থ অনেকেই শুধু রাত্রির অন্ধকার বলিয়াছেন। সার্বিকভাবে যে কোন অন্ধকার যথা অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ইত্যাদিতে যখন আচ্ছন্ন হয়।

৪. ‘এবং অনিষ্ট হইতে যাহারা গিটসমুহে[১১৫৯] ফুৎকার দেয় ‘-০	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾
৫. ‘এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে’[১১৬০]।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ع

রুকু’ ০১

ع ৩৮

১১৪- সূরা আননাস

আয়াত	সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়
০১-০৬	জিন্ন ও মানুষ খন্নাসের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ।

১১৪- সূরা আননাস

মাক্কী[১১৬১] ; আয়াত ৬, রুকু’ ১

১১৪ سُوْرَةُ النَّاسِ

مَكِّيَّةٌ اٰياتها٦ ركوعها١

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

১. বল, ‘আমি আশ্রয় লইতেছি মানুষের রব্ব এর’-০	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾
২. ‘মানুষের অধিপতির’-০	مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
৩. ‘মানুষের ইলাহের[১১৬২] নিকট’-০	اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾
৪. খন্নাসের[১১৬৩] কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে-০	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
৫. যে (খন্নাস) কুমন্ত্রণা দেয়- মানুষের অন্তরের মধ্যে-০	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾
৬. (খন্নাস হয়) জিন্নের এবং মানুষের মধ্য হইতে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾ ع

রুকু’ ০১ মানযিল ৭

المنزل ٧ - ع ٣٩

১১৫৯। عُقَدٌ : শব্দের বহুবচন عُقْدَةٌ, যাহার অর্থ গিট, গিরা, বন্ধন ও চুক্তি। সার্বিকভাবে যাদুর জন্য গিটে ফুঁ দেওয়া অথবা যে কোন প্রকার চুক্তিতে সহি করিবার অর্থে نَفّٰثٰتُ فِي الْعُقَدِ ব্যবহৃত হইবে। মদিনাতে লাবীদ ইবন আসিম নামক এক ইয়াহূদী তাহার কন্যাদের সহযোগিতায় রসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁহার একটি কেশে এগারটি গিঠে ফুৎকার দিয়া যাদু করিয়াছিল। ইহার প্রভাবে রসূলুল্লাহ (স.) এর কষ্ট হইতেছিল। তখন জিবরীল (আ.) এর নির্দেশনায় কেশটি উদ্ধার করিয়া সূরা ফালাক ও সূরা নাস– এই দুইটি সূরার ১১ আয়াতের প্রতিটি আয়াত আবৃত্তি করিয়া ফুঁক দেওয়া হইলে এক-একটি গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং যাদুর প্রভাব বিদূরিত হয়।

১১৬০। যালিমের অপরাধ প্রক্রিয়া সচরাচর হিংসুকের হিংসা হইতে উৎপত্তি হয়।

১১৬১। অধিকাংশের মতে ইহা মাক্কী সূরা, তবে কেহ কেহ ইহাকে মাদানী সূরা বলিয়াছেন।

১১৬২। اِلٰهٌ এমন এক সত্তা যাহাকে মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

১১৬৩। اَلْخَنَّاسُ : আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা যে বারবার ফিরিয়া আসে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে। ইহা শাইত্বানের অপর একটি নাম। খন্নাসের ভূমিকায় জিন্ন শাইত্বান ও মানুষ শাইত্বান উভয়ই কাজ করিয়া চলে।

কুরআন খতমের দুআ'

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ

وَاجْعَلْهُ لِیْۤ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًی وَّرَحْمَةً

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَعَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ

وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗۤ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ

وَاجْعَلْهُ لِیْ حُجَّةً یَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

'হে আল্লাহ্! কবরে আমার নিঃসঙ্গতা স্বস্তিকর করিয়া দিও।
হে আল্লাহ্! মহান কুরআনের অসীলায় আমার প্রতি রহম কর
এবং ইহাকে কর আমার জন্য ইমাম, নূর, হিদায়াত ও রহমত।
হে আল্লাহ্! আমি ইহার যাহা ভুলিয়া গিয়াছি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া
দাও এবং আমি ইহার যাহা জানিনা তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও।
দিবারাত্রি ইহার তিলাওয়াত আমার উপজীব্য করিয়া দাও।
আর ইহাকে করিও আমার জন্য দলিলস্বরূপ,
ইয়া রব্বাল আলামীন!'

কুরআন মাজীদ - 'স্বচ্ছ অনুবাদে' ব্যবহৃত পরিভাষা

অলি: বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। বহুবচন: আওলিয়া।

অসীলা: উপায়, অবলম্বন, মাধ্যম।

অসীয়ত: নির্দেশ, উপদেশ।

অহি: সূক্ষ্ম বিনির্দেশ, নাবী/রসূলদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ, প্রত্যাদেশ প্রেরণ পদ্ধতি, ইশারা, ইংগিত।

আ'কল: বুঝ, বুদ্ধি, বোধশক্তি, বিবেক, বিবেচনা, আল্লাহ্ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আখিরাত: পরকাল, মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

আ'দ: হূদ (আ.) এর জাতি।

আ'দল: সুবিচার, ন্যায়বিচার, বিনিময়।

আনসার: (মুহাজিরদের) সাহায্যকারীগণ।

আ'বদ: অনুগত, দাস, বান্দা, উপাসক।

আ'বদুল্লাহ: আল্লাহ্‌র দাস, আল্লাহ্‌র বান্দা।

আ'মল: কর্ম, কার্যক্রম, কর্মকান্ড, আচরণ।

আ'মলে সালিহ্: কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক সংশোধিত কর্ম, ঈমান ভিত্তিক সৎকর্ম।

আমানত: নিরাপত্তা, দায়িত্বে গচ্ছিত রাখা, নিরাপত্তায় থাকা বস্তু/বিষয়।

আ'যাব: শাস্তি, দন্ড, পরকালীন শাস্তি, দু:সহ কষ্ট।

আ'র্‌শ: আল্লাহ্‌র আর্‌শ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সিংহাসন, মাচান।

আলকিতাব: আল্লাহ্‌র কিতাব, আলকুরআন।

আ'লাক্ব: আটকানো বা ঝুলন্ত বস্তু, রক্তপিন্ড, ঝুলন্ত-পিন্ড।

আল্লাহ্: মহাবিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, রব্ব, প্রতিপালক ও পরিচালকের স্বত্ত্বাবাচক নাম।

আলহামদুলিল্লাহ্: সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র।

আ'লিমুল গায়েব: গায়েবের জ্ঞাতা, সর্বজ্ঞানী।

আসহাবুন নার: আগুনের সাথিরা, অগ্নিবাসী, জাহান্নামের অধিবাসী।

আসহাবুল ইয়ামিন: ডান-পার্শ্বের মানুষগণ, ডানপাল্লা-ভারী ব্যাক্তিবর্গ, সৌভাগ্যবান লোকবৃন্দ, সত্যপন্থীরা।

আসহাবুল কাহ্‌ফ: গুহার সঙ্গীবৃন্দ, গুহায় অবস্থানকারীগণ।

আসহাবুল জান্নাত: জান্নাতের সঙ্গীগণ, জান্নাতের অধিবাসী, জান্নাতবাসী।

আসহাবুশ শিমাল: বাম-পার্শ্বের লোকেরা, বামপাল্লা-ভারী মানুষেরা, পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্তপথের অনুসারীরা, দুর্ভাগারা।

আয়াত: আলকুরআনের আয়াত, নির্দশন।

আয়াতুল কুরসি: ২: ২৫৫, মহান আল্লাহর পরিচয় ও প্রশংসা সম্বলিত শ্রেষ্ঠ আয়াত।

ইক্বামত: দাঁড়ানো, দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা।

ইখলাস: বিশুদ্ধ বিশ্বাস, সংকল্পের নিষ্ঠা।

ইখতেলাফ: মতভেদ।

ইত্তেবা: অনুসরণ করা, অনুগামী হওয়া, পদাংক বা আদর্শের অনুসরণ করা।

ই'দ্দত: ত্বলাক্বপ্রাপ্তা অথবা বিধবা নারীর বিবাহের জন্য অপেক্ষার মেয়াদকাল।

ইনজীল: ঈ'সা (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র কিতাব।

ইনশাআল্লাহ্: যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

ইয্‌ন: অনুমতি, আদেশ।

ইরাদা: ইচ্ছা করা, চাওয়া, সংকল্প করা।

ইবলীস: নিরাশ ও হতাশ ব্যক্তি, অভিশপ্ত শাইত্বান।

ই'বাদত: প্রার্থনা, আনুগত্য, হুকুম পালন, দাসত্ব, দুআ', উপাসনা, পূজা।

ইয়াক্বীন: নিশ্চিত বিশ্বাস, নিশ্চিত জ্ঞান।

ইয়াহূদী: ইয়াহূদী জাতি, তাওরাত কিতাবের অনুসারী হইবার দাবিদার গোষ্ঠী।

ইলক্বা: নিক্ষেপ করা, অনুভূতি সৃষ্টি করা, অহি করা।

ই'ল্‌ম: জ্ঞান, কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান।

ইলহাম: অন্তরে সঞ্চার করা, অনুভূতি সৃষ্টি করা, মনে উদ্রেক করা, অহি করা।

ইলাহ্: আইন ও বিধানদাতা, উপাস্য, সার্বভৌম সত্তা, হুকুমকর্তা, ত্রাণকর্তা, প্রার্থনা শ্রবণকারী।

ই'ল্লিয়্যূ'ন: যেখানে সত্যপন্থীদের তালিকা, তাহাদের কৃতকর্মের রেকর্ড (আ'মলনামা) এবং মৃত্যুর পর তাহাদের রূহ সংরক্ষণ করা হয়।

ইসলাম: আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র হুকুমের ভিত্তিতে জীবনযাপনের বিধান, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে আত্মসমর্পণ।

ইসলাহ: সংশোধন হওয়া, সংশোধন করা, সংস্কার করা, পরিশুদ্ধ করা।

ইস্তিগফার: ক্ষমা প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া।

ইহসান: কল্যাণপরায়ণতা, পরোপকার, দায়িত্বের চাইতেও অধিক কর্তব্যবোধ।

ঈমান: বিশ্বাস, প্রত্যয় ; আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। ঈমান আনয়নে ৬টি মূল পর্ব: ১. আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, ২. মালাকসমূহ, ৩. রসূলসমূহ, ৪. কিতাবসমূহ, ৫. আখিরাত, ৬. তাক্বদিরের ভাল মন্দ।

উকিল: কর্ম সম্পাদক, কার্যনির্বাহী, তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল।

উম্মী: অকিতাবী, নিরক্ষর।

উম্মুল কিতাব: মূল কিতাব যাহা লাওহি মাহফুযে সংরক্ষিত।

উম্মত: দল, আদর্শিক দল, সমবিশ্বাসী দল, জাতি, সম্প্রদায়।

উ'মরাহ্: হজ্জের দিনগুলি ব্যতীত অন্যসময় ইহরাম করিয়া কা'বা তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সা'য়ী করা, মাথা কামানো বা চুল ছাটা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা।

ওফাত: পূর্ণ করা, পরিসমাপ্তি করা, মৃত্যু।

ও'যর: আপত্তি, অজুহাত, বাহানা।

ওয়া'য: উপদেশ, কল্যাণকর উপদেশ।

ওয়ারিশ: উত্তরাধিকারী, আইনগত উত্তরাধিকারী।

ক্বওম: জাতি, জনগণ, লোকজন, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়।

কফিল: তত্ত্বাবধানকারী, দায়িত্বশীল।

কালেমা: কথা, বাণী, বাক্য।

ক্বুবূল: গ্রহণ, দুআ' ক্বুবূল।

ক্বসর: সংক্ষিপ্ত করা, কর্তন করা ; সফরে ফর্‌য সলাত চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করা।

কাফফারা: কিংবা কোন বিধি ভঙ্গ হইলে ইহার পরিবর্তে করণীয় বিধান।

কাফের: অবিশ্বাসী, ঈমানের বিষয়াবলী (দেখুন ঈমান) অস্বীকারকারী, আল্লাহ্‌র বাণী ও হুকুম প্রত্যাখ্যানকারী/অমান্যকারী, সত্য গোপনকারী, অকৃতজ্ঞ, অমুসলিম, চাষী।

কা'বা: মক্কায় অবস্থিত মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম আল্লাহ্‌র ঘর।

ক্বায়েম: প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠা, দাঁড় করান।

ক্বিবলা: যেই মূখী হইয়া সলাত আদায় করিতে হয়। কা'বা মুসলিমদের ক্বিবলা।

ক্বিরায়াত: পাঠ, অধ্যয়ন, কুরআন পাঠ।

ক্বিসাস: অপরাধের আনুপাতিক শাস্তি বিধান বা অপরাধীকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান।

ক্বিয়ামত: পুনরুত্থান দিবস, মহাদিবস, কর্মফল দিবস ইত্যাদি।

কুফর: ঈমানের বিষয়গুলি (দেখুন ঈমান) অস্বীকার। কুরআনের কোন আয়াত অস্বীকার, সত্য গোপন, অমান্য।

কুফুরি (কাফারা): ঈমানের বিষয়গুলি অস্বীকার করা। কুরআনের কোন আয়াত অস্বীকার করা, সত্য গোপন করা, অমান্য করা।

কুরআন: আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর বাণী। আভিধানিক অর্থ: অতি পঠিত, অধিক অধিক পঠিত।

খলীফা: খলীফা, উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত, পরবর্তী প্রজন্ম, প্রশাসক।

খয়রাত: কল্যাণ, দান, কল্যাণকর কর্ম।

খালেছ: বিশুদ্ধ, অনাবিল, একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান।

খিমার: মহিলাদের মাথা ও গণ্ডদেশ ঢাকিয়া রাখিবার কাপড়, ওড়না।

খিয়ানত: বিশ্বাস ভঙ্গ, আমানতের খিয়ানত।

গযব: ক্রোধ, রোষ, শাস্তি।

গাফেল: অমনোযোগী, অসচেতন, উদাসীন।

গায়েব: মানুষের আয়ত্ত বা বোধগম্যের বহির্ভূত (Beyond human comprehension) বিষয়, যথা: আল্লাহ, মালাক, ক্বিয়ামত, পরকাল ইত্যাদি।

গীবত: কাহারো অনুপস্থিতিতে তাহার নিন্দা করা।

জয়ী'ফ: দুর্বল, অক্ষম।

জানাবাত (জুনুবি): বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা, নারীদের ঋতুবতী ও নিফাস অবস্থা।

জান্নাত: বাগান, বাগ-বাগিচা, উদ্যান, বেহেশত, জান্নাত, আখিরাতে মু'মিনদের আবাসস্থল।

জান্নাতুল ফিরদাউস: সর্বোত্তম জান্নাত, অতীব মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত।

জান্নাতুন নায়ী'ম: নিয়া'মতে পরিপূর্ণ জান্নাত। উপভোগ্য সামগ্রীতে ভরপুর জান্নাত।

জাযা: বিনিময়, কর্মফল, প্রতিদান, পুরস্কার।

জারী: প্রবাহিত হওয়া, বহমান থাকা, চালু থাকা।

জাহান্নাম: অগ্নিগহ্বর, কাফের বা অপরাধীদের শাস্তির স্থান।

জাহিল: মুর্খ, অজ্ঞ, অজ্ঞতায় অন্ধ, অন্ধ বিশ্বাসী।

জাহিলিয়্যত: অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আচরণ।

জিন্ন: জিন্ন জাতি, ইহারা অগ্নিশিখা হইতে তৈরী। মানুষের পূর্বে জিন্ন জাতির সৃষ্টি।

জিবরীল: সম্মানিত মালাক (ফেরেশতা) যিনি নাবীদের প্রতি অহিসহ প্রেরিত হন।

জিযইয়া: ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদিগকে নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যহতি লাভের বিনিময়ে যে কর দিতে হয়।

জিহাদ: ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর্মে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা।

তরক: পরিহার করা, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া বা যাওয়া।

তাক্বদীর: অদৃষ্ট, নির্ধারণ, ভাগ্য, নিরুপণ।

তাসবিহ: ত্রুটিহীনতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা, মহানত্ব ঘোষণা করা।

তাওবা: মানুষের জন্য- অনুতপ্ত হইয়া সুপথে ফিরিয়া আসা, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে- বান্দার অনুতাপ ক্ববুলান্তে ক্ষমা করা, অনুগ্রহ করা।

তাওরাত: মূসা (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র কিতাব।

তাওহীদ: একত্ব, আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ্‌র সত্তা, ক্ষমতা, অধিকার ও সকল গুণাবলিতে আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া জানা এবং মানা ; শির্‌কের বিপরীত শব্দ।

তাওয়াফ: আল্লাহকে স্মরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্তে বিশেষ নিয়মে ক্বাবার চতুর্পার্শ্ব সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

তাক্বওয়া: মন্দ ও অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলা, আল্লাহ্-ভীতি, আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষার জন্যে সতর্কতা, আল্লাহ্‌র হুকুম মানিয়া চলা। আভিধানিক অর্থ: সতর্কতা, সচেতনতা, সাবধানতা।

ত্বাগূত: বিদ্রোহী, আল্লাহ্-দ্রোহী, সীমালংঘনকারী।

তা'বীল: ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মর্মার্থ বাহির করা।

তামান্না: আশা করা, আকাংখা, ইচ্ছা করা, প্রত্যাশা।

তাযকিয়া: পরিশুদ্ধি ও নিষ্কলুষতা অর্জন ; জ্ঞান, বুদ্ধি, মহৎ গুণাবলি ও কর্ম প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করা। আভিধানিক অর্থ: সংশোধন, সংস্কার।

তারতীল: ধীরে ধীরে ভাব প্রকাশ করিয়া ও অর্থ অনুধাবন করিয়া কুরআন তিলাওয়াত করা।

তা'লীম: শিক্ষা দান করা।

তিলাওয়াত: পাঠ করা, আবৃত্তি করা, অর্থ উদ্ধার করা, উপলব্ধি করা, অধ্যয়ন করা, শিক্ষাদান করা, আলো গ্রহণ করা, উদ্ভাসিত হওয়া, মানিয়া চলা, অনুসরণ করা, অনুগামী হওয়া, ইত্যাদি।

ত্বলাক্ব: বিবাহ বন্ধন হইতে স্ত্রীকে অব্যহতি দেওয়া

বা মুক্ত করা।

দর্‌স: পাঠ।

দিয়াত: নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত অর্থদণ্ডের দাবি।

দ্বীন: জীবনব্যবস্থা, আনুগত্য, প্রতিফল, আনুগত্যের বিধান, প্রতিদান, আইন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

দুনিয়া: ইহকাল, ইহজগত, নিকটস্থ।

দুআ': প্রার্থনা করা, ডাকা, আহবান করা, নিবেদন করা, ফরিয়াদ করা, চাওয়া, আশা করা।

নফল: আবশ্যিক এর অতিরিক্ত, আবশ্যিক নয় এমন।

নফ্‌স: নিজ, আত্মা, মন, ব্যক্তি। আম্মারা: মন্দপ্রবন ব্যক্তি বা আত্মা ; যাহার মন প্রবৃত্তির অনুশাষণে চলে। লাওয়ামা: যে আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধানের বিপরীতে মন্দ কাজ করিলে নিজ মন কতৃক তিরষ্কৃত হয়। মুতমায়িন্না: প্রশান্ত ব্যক্তি বা আত্মা ; যে নিঃসংশয়ে ঈমানে অবিচল থাকিয়া শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধান মতে জীবন যাপন করে।

নাবী: আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ ও বাণী বাহক।

নবুয়ত: নাবীত্ব, নাবীর পদ, নাবীর কাজ।

নহর: ঝর্ণাধারা, প্রস্রবণধারা, স্রোতঃস্বিনী, নহর।

নাজাত: মুক্তি, উদ্ধার।

নাযিল: অবতীর্ণ, অবতরণ, প্রেরণ।

নাসারা: যাহারা ঈ'সা (আ.) এর অনুসারী বা অবিকৃত ইনজীলের অনুসারী। যীশু-খৃষ্টের অনুসারী হইবার দাবিদার গোষ্ঠী।

নিফাক: দ্বিমুখীতা, দ্বিমুখী নীতি। মুসলিম দাবি সত্বেও কার্যত কুফুরি করা, ছিদ্র।

নিয়া'মত: অনুগ্রহ, ভোগ বা উপকার সামগ্রী,

নূর : আলো, জ্যোতি, কুরআনের একটি গুণবাচক নাম।

ফকীর: নিঃস্ব, অসহায়, অভাবী, মুখাপেক্ষী।

ফায়: বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ।

ফাসাদ: বিশৃংখলা, বিপর্যয়, দ্বীন-বিরুদ্ধ কর্মকান্ড।

ফাসিক্ব: ঘোরতর পাপাচারী, সীমালংঘনকারী ; দ্বীনের আইন ও বিধান অমান্যকারী।

ফাহেশা: অশ্লীলকর্ম, পাপকাজ, জিনা ব্যাভিচার।

ফিত্‌না: বিশৃংখলা, বিপর্যয়, পরীক্ষা, Trial. অশান্তি।

ফিতরাত: স্বভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য।

ফিদইয়া: ও'যরবশত শরীয়তের কোন বিধান পালনে অক্ষম হইলে কিংবা কোন বিধি ভঙ্গ হইলে ইহার পরিবর্তে করণীয় বিধান।

ফিরক্বা: বিচ্ছিন্ন দল, উপদল, বিচ্ছিন্নতা।

ফী সাবীলিল্লাহ: আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য।

ফুরক্বান: মানদন্ড, পার্থক্যকারী। আলফুরক্বান: সত্য-মিথ্যার সূক্ষ্ম পার্থক্যকারী- কুরআন, তাওরাত।

বানী: সন্তান বা বংশধর। বানী আদম- আদম (আ.) এর বংশধর।

বানী ইসরাঈল: ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়া'কুব (আ.) এর বংশধর।

বাতিল: মিথ্যা, ভিত্তিহীন।

বয়ান: বুদ্ধিমত্তার সহিত উপস্থাপন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

বুহতান: অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ করা।

মউত: মৃত্যু।

মকর: চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, কৌশল, পরিকল্পনা।

মদদ: সাহায্য করা, শক্তিশালী করা, বিস্তৃত করা।

মাসজিদ: মসজিদ, সিজদার স্থান, সলাত।

মাসজিদুল হারাম: কা'বা ঘরের চতুর্পার্শ্বে সম্মানিত মাসজিদ।

মাইয়্যেত: মৃত, মৃত ব্যক্তি।

মাওলা: অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী।

মাক্বাম: স্থান, অবস্থান, দাঁড়াইবার স্থান, মর্যাদা।

মাগফিরাত: ক্ষমা।

মানসুখ, নাসেখ: আল্লাহ্‌ কোন আয়াত বা বিধানকে রহিত করিয়া সেস্থলে উত্তম বা অনুরূপ অন্য বিধান প্রদান করিলে রহিত আয়াতকে 'মানসুখ' বলে। আর তদস্থলে যে আয়াতটি আনা হয়, উহাকে বলা হয়

'নাসেখ' (রহিতকারী)।

মানাসিক: ই'বাদত/হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি।

মান্না ও সালওয়া: আল্লাহর পক্ষ হইতে বানী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত খাদ্য। মান্না -ধনিয়া বীজের মত মিষ্টিখাদ্য, আর সালওয়া- কোয়েল জাতীয় পাখির ভূনা মাংস।

মা'বূদ: উপাস্য, আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম।

মা'রূফ: উত্তম, কল্যাণকর, প্রচলিত উত্তম রীতি যাহা সমাজের বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভাল বলিয়া জানে।

মালাক: স্বর্গীয় দূত, মালাক, ফেরেশতা।

মাশরিক্ব: পূর্বদিক, উদয়াচল, পূর্বাচল।

মা শাআল্লাহ্: আল্লাহ্ যাহা চাহিয়াছেন (তাহাই হইয়াছে)।

মাসীহ্: ঈ'সা (আ.) এর অপর নাম।

মাসেহ: মুছিয়া লওয়া, অযুর ক্ষেত্রে- মাথা মুছিয়া লওয়া, মোজার উপর দিয়া পা মুছিয়া লওয়া। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে- মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় পরিচ্ছন্ন মাটি দিয়ে মুছিয়া লওয়া।

মীজান: ওজনের যন্ত্র, পরিমাপ পদ্ধতি, দাঁড়িপাল্লা, মাপকাঠি, মানদন্ড, পরকালে মানুষের ভাল-মন্দ কর্মকান্ড পরিমাপের বিশেষ পদ্ধতি।

মীরাছ: মৃতের সম্পদ বণ্টন, উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা।

মিল্লাত: জাতি, আদর্শ, ধর্মবিশ্বাসী।

মিসকীন: অভাবী, হতদরিদ্র, অসহায়।

মুখলিস: নিষ্ঠাবান, তৌহিদবাদী।

মুত্তাক্বী: ঈমান রক্ষায় ও আল্লাহ্‌র বিধি বিধান পালনে সদাসতর্ক, আল্লাহ্‌ভীরু।

মুনকার: মন্দ, ঘৃণ্য, অকল্যাণকর, যাহা সমাজের সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মন্দ বলিয়া জানে।

মুনাফিক: দ্বিমুখী ব্যক্তি, যে নিজকে মুসলিম বলে, কিন্তু তাগুতি বা কুফুরি শক্তির সহিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতায় লিপ্ত। যাহার কথায় এবং কাজে মিল নাই।

মুবারক: কল্যাণময়, বরকতময়।

মু'মিন: ঈমানি দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহক ব্যক্তি, বিশ্বাসী।

মুশরিক: বহুত্ববাদী ; আল্লাহর অংশীদার, সমকক্ষ ও সন্তান সাব্যস্তকারী ; আল্লাহর বিধান পরিপন্থী আইন প্রনয়ণ ও প্রচলনকারী, শির্ককারী।

মুসলিম: আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণকারী, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আনুগত্যে জীবন যাপনকারী।

মুসাল্লা: সলাত আদায়ের স্থান।

মুসল্লি: নিয়মিত সলাত আদায়কারী।

মুহসিন: সৎকর্মপরায়ণ, অতুত্তমভাবে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পাদনকারী, পরম নিষ্ঠাবান।

মুহাজির: হিজরতকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ঘর-বাড়ি, দেশ বা জন্মভূমি ত্যাগকারী।

মুসতাহাব: পছন্দনীয়, প্রিয়।

মেসাল: উপমা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ।

যাওজ: (আযওয়াজ): স্বামী, স্ত্রী, যুগল, জোড়, জুড়ি, spouse (husband or wife), সঙ্গী।

যাবূর: দাউদ (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

যাকাত: সম্পদ পবিত্র ও প্রবৃদ্ধ করা ; সম্পদ হইতে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ যথাযথ প্রাপকদের প্রদান করা।

যালিম: অন্যায়কারী, অবিচারক, সীমালংঘনকারী, নির্যাতনকারী, অধিকারহরণকারী, ন্যায়নীতি লংঘনকারী।

যিক্‌র: স্মরণ, কুরআন, উপদেশ, সলাত, কুরআন তিলাওয়াত, খ্যাতি, শিক্ষা গ্রহণ, আলোচনা, সতর্ককরণ, সমালোচনা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আল্লাহ্‌র একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ইত্যাদি।

যুলুম: অন্যায়, অবিচার, সীমালংঘন, নির্যাতন, অধিকার হরণ, ন্যায়ের বিপরীত কাজ, শির্ক।

রব্ব: আদিতে স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, প্রবর্ধক, তত্ত্বাবধায়ক, মালিক, জীবিকাদাতা, প্রভু।

রব্বুল আ'লামীন: সর্ববিশ্বের রব্ব, জগত সমূহের মালিক। আ'লম (বিশ্ব) এর বহুবচন আ'লামীন।

রসূল: বার্তাবাহক, দূত, মানুষের কাছে আল্লাহর মনোনীত বার্তাবাহক।

রসূলুল্লাহ: আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক, মুহাম্মাদ (স.)।

রহমান: দয়াময়, অনুকম্পাশীল, করুণাময়। **আররহমান**- পরম করুণাময়।

রহীম: পরম দয়ালু, দয়াবান।

আররহীম- অসীম দয়ালু।

রিবা: ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহিতা হইতে ধার্যকৃত হারে মূল অর্থের (পুঁজির) অতিরিক্ত অর্থ আদায়। 'রিবা' কে বাংলায় বলা হয় সুদ এবং ইংরেজীতে usury/interest বলা হয়।

রিয্‌ক্ব: জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বা সামগ্রী, জীবিকা, আহার্য।

রিসালাত: আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা রসূলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও প্রচার।

রুকু': সলাতে অবনত হওয়া বা রুকু করা ; বিনয়ী। কুরআনের কতিপয় আয়াত সম্বলিত অংশ বা অধ্যায়।

রূহ: আত্মা, জীবন, প্রেরণা, জিবরীল (আ.)।

রূহুল কুদুস: এর শাব্দিক অর্থ- পবিত্র আত্মা। কুরআন মাজীদে অহি-বাহক জিবরীল মালাককে রূহুল কুদুস বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কুরআন মাজীদে তাঁহাকে 'রূহ' এবং 'রূহুল আমীন' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

লাওহি মাহফুয: সুরক্ষিত ফলক, যাহাতে আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ এবং তাঁহার সমগ্র পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লুক্বমান: প্রাচীন আরবের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

শরীয়ত: ইসলামী বিধি ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ নিয়ম পদ্ধতি, আইন কানুন, সীমারেখা।

শাইত্বান: জিন্ন জাতির সদস্য ইবলীস। আদম (আ.) কে সিজদা করিবার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়া অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র আদেশের অবাধ্য জিন্ন বা মানুষ।

শাফাআ'ত (সুপারিশ): কাহারো সম্পর্কে ভাল বলা বা সুপারিশ করা, Recommendation.

শাহীদ: চরমতম সাক্ষী, সত্যের অনুপম সাক্ষী। আল্লাহ্‌র পথে নিহত ব্যক্তি।

শাহাদত: প্রত্যক্ষ দর্শন, পরম সাক্ষ্য প্রদান ; আল্লাহ্‌র পথে নিহত। শাহাদাহ্‌: সত্যের সাক্ষ্য, ঈমানের সাক্ষ্য, ঈমান আনার ঘোষণা।

শির্‌ক: শির্‌ক হইল তাওহীদের বিপরীত বহুত্ববাদ। আল্লাহ্‌র অংশীদার, সমকক্ষ, স্ত্রী বা সন্তান সাব্যস্ত করা, ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র বিধানের বৈপরীতে কোন বিধান, আইন বা চিন্তা-চেতনা প্রনয়ণ ও স্বীকৃতি প্রদান।

সওয়াব: বিনিময়, প্রতিফল, পুরস্কার, প্রতিদান, কর্মফল।

সওয়াল: প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, যাচঞা করা, জানিতে চাওয়া।

সদর: অন্তর, হৃদয়, মন, বক্ষ, বুক, নেতা, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সম্মুখভাগ।

সদাক্বা: যাকাত, দান, মানত এর প্রদেয় দান।

সবর: ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা। বিপদ ও মুসিবতে এবং সমস্যা ও সংকটে ধৈর্য্যধারণ ; নীতি ও আদর্শ পালনে বিরোধিতা ও নির্যাতনের মুকাবেলায় অটল ও অবিচল থাকা, দ্বীনের কাজে সাহসী হওয়া।

সলাত: শরীয়তের বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা, দুআ', অনুগ্রহ প্রার্থনা, ক্ষমা প্রার্থনা, রহমত প্রার্থনা। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে- অনুগ্রহ বর্ষণ, অনুকম্পা করা, রহমত বর্ষণ।

সহীফা: পুস্তিকা, রসূলদের প্রতি অবতীর্ণ ছোট কিতাব, গ্রন্থ।

সাজদা, সিজদা: সিজদা করা, অবনত হওয়া, বিশেষভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়া।

সাবা: দক্ষিণ আরবের প্রাচীন সাম্রাজ্য।

সাবীলিল্লাহ: আল্লাহর পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ।

সাবীয়ুন: প্রাচীনকালের কোন এক নবীর অনুসারী, পরবর্তীকালে তাহারাও ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের মত পথভ্রষ্ট হয়।

সামূদ: প্রাচীন শক্তিশালী এক জাতি, সালিহ (আ.) এর জাতি।

সালাম: শান্তি, নিরাপত্তা। ইসলামি সম্ভাসন।

সালিহ্: সৎকর্মশীল, যোগ্য, পরিশুদ্ধ, শুদ্ধপন্থী। চুক্তি, সন্ধি।

সিজ্জীন: যেখানে মিথ্যাপন্থী বা বামপাল্লা-ভারী লোকদের তালিকা, তাহাদের কৃতকর্মের রেকর্ড (আ'মলনামা) এবং মৃত্যুর পর তাহাদের রূহ সংরক্ষণ করা হয়। আভিধানিক অর্থ- কারাগার, হাজতখানা।

সিদ্দীক: সত্যবাদী, অতীব সত্যপন্থী, সত্যের একান্ত অনুসারী, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যের পূর্ণ সমর্থক ও সত্যায়নকারী।

সিরাতুল মুস্তাক্বীম: সুদৃঢ় পথ, সরল পথ, সঠিক পথ, আল্লাহর নির্দেশিত পথ, মুক্তির পথ, জান্নাতের পথ।

সিয়াম, সওম: বিশেষ নিয়মে দিবাভাগে উপবাস করা, রোযা পালন।

সুন্নাহ্ , সুন্নত: রীতি, নিয়ম, নীতি, কর্মপদ্ধতি। রসূল (স.) এর মাধ্যমে প্রবর্তিত কর্মপদ্ধতি, আদর্শ।

সুবহানাল্লাহ্: ত্রুটিমুক্ত পবিত্র মহান আল্লাহ্, সব কিছুর নিখুঁত স্রষ্টা।

সূরা: কুরআনের একটি নির্দিষ্ট অংশ/অধ্যায়, সূরাহ্।

হক্ব: সত্য, মহাসত্য, বাস্তব, ন্যায়সঙ্গত, যথার্থ, অধিকার।

হজ্জ, হাজ্জ: ৮ই-১৩ই যিলহজ্জ তারিখে বিধিবদ্ধ নিয়মে ইহরাম করিয়া মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান, হাদইয়া জবেহ, মাথামুন্ডন বা চুল ছাটিয়া ইহরাম মুক্ত, কা'বা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী, জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া সঠিক পথে চলিবার সংকল্প করা। শাব্দিক অর্থ: সংকল্প সাধন, ইচ্ছা।

হলফ: শপথ করা, কসম খাওয়া।

হাজির (হাদ্বির): উপস্থিত, সাক্ষী।

হাদইয়া: হজ্জ পালনে উ'মরাহ করিবার সুযোগ গ্রহণে হাদইয়া প্রদান (পশু জবেহ) ; উপঢৌকন, উপহার।

হাবিয়া: পাপীদের শাস্তির স্থল, জ্বলন্ত আগুনের গর্ত, প্রচন্ড উত্তপ্ত।

হাশর: সমবেত হওয়া, পুনরুত্থানের পর কর্মফল প্রদানের জন্য একত্রিত হওয়া বা করা।

হারম: মক্কার চিহ্নিত পবিত্র এলাকা।

হারাম: নিষিদ্ধ, অবৈধ ; মহাসম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ, পবিত্র।

হালাক: ধ্বংস, মৃত্যু।

হালাল: বৈধ, যাহা হারাম নয়।

হায়াত: জীবন, দুনিয়ার জীবন।

হিকমাহ্, হিকমত: প্রজ্ঞা, প্রয়োগ কৌশল, ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন বাস্তবায়নের জ্ঞান।

হিজরত: ত্যাগ করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করা বা দেশ ত্যাগ করা, পরিত্যাগ।

হিজাব: মহিলাদের দেহ আবৃতকারী শালীন পোশাক।

হিফাযত: সংরক্ষণ।

হিদায়াত: আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ, সত্যের পথ, আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ দেখানো, সত্যের পথে পরিচালিত করা।

হুকূম: বিধান, ফায়সালা, নির্দেশ, আল্লাহ্র নির্দেশ।

হুজ্জাত: প্রমাণ, দলিল।

হুদা: সত্যজ্ঞানের নির্দেশনা, আল্লাহ্র প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ্র কিতাব, আল্লাহ্র বাণী, হিদায়াত।

হদ্দ, (হুদূদ): সীমা, আইন, বিধান, দন্ড আইন।

হূর: সুন্দর, আকর্ষনীয় ও পবিত্র সঙ্গী।

আলকুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-ভিত্তিক সূচি

অপচয়: ৬:১৪১, ৭:৩১, ২৫:৬৭।

অপবাদ: ৩৩:৫৮ ; ইফকের ঘটনা ২৪:১১-২৬।

অপব্যয়: ১৭:২৬-২৭।

অভিবাদন: সম্ভাষনের উত্তর প্রদান ৪:৮৬।

অমুসলিম: অমুসলিম পরিবেশে মু'মিন ৩:১১০, ১১৩-১১৫, ১৯৯ ; ৪০:২৮-৪৪, ৪৮:২৪-২৫ ; ৬৬:১১।

অযু: অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান ৫:৬, ৪:৪৩।

অসীয়ত: এর বিধান ২:১৮০-১৮২, অসীয়তে সাক্ষী ৫:১০৬-১০৮, মীরাছ বণ্টনে ৪:১১-১২।

আইকা: প্রসঙ্গ ১৫:৭৮, ২৬:১৭৬-১৯১, ৩৮:১৩, ৫০:১৪।

আ'ক্বল: যথাযথ ব্যবহার না করিলে ২:১৭০, ৮:২২, ১০:১০০, ৬৭:১০, আ'ক্বল উৎকর্ষিত হয় ৮:২৯, ৯১:৯-১০।

আচার-আচরণ: পিতামাতার ও অন্যান্যের প্রতি ৪:৩৬, পিতামাতার প্রতি ১৭:২৩-২৫, ২৯:৮, ৩১:১৪, ৪৬:১৫-১৮। নির্বোধের প্রতি ২৫:৬৩, ইয়াতীমের প্রতি ১৭:৩৪, ১০৭:১-২ ; মানুষের সহিত সুন্দরভাবে কথা বলা ২:৮৩।

আ'দ: জাতি প্রসঙ্গ ৭:৬৫-৭২, ১১:৫০-৬০, ২৫:৩৮, ২৬:১২৩-১৪০, ২৯:৩৮।

আদম (আ.): সৃষ্টি ২:৩০-৩৪ ; শাইত্বানের সহিত সংঘাত ২:৩৪, ৩৬, ২০:১১৬-১২৩ ; তাওবা ক্ববুলের পরে পৃথিবীতে অবতরণ ২:৩৫-৩৯, ৭:১৯-২৫, ২০:১২২-১২৩ ; দুইপুত্র প্রসঙ্গ ৫:২৭-৩১।

আনুগত্য: আল্লাহ ও রসুলের ৩:১৩২, ৬৪-৬৫, ৮০ ; ৫:৯২, ৮:২০, ২৪, ১৪:৪৪, ২৪:৫১-৫২, ৫৪, ৪৭:৩৩, ৬৪:১১-১২ ; আল্লাহ্, রসুলের ও উলিল আমরের ৪:৫৯।

আমানত: হক্বদারকে পৌঁছান ৪:৫৮ ; খিয়ানত না করা ৮:২৭ ; রক্ষাকারী ২৩:৮, ৭০:৩২ ; প্রদান ৩৩:৭২-৭৩।

আ'মল (কর্ম): পাল্লা ভারী-হালকা ৭:৮-৯, ২৩:১০২-১০৩ ; ১০১:৬-৯। হিসাব সত্ত্বর গ্রহণ ২:২০২-২০৩, ৩:১৯, ১৯৯, ৫:৪, ১৪:৫১ ,২১:১, ২৪:৩৯, ৪০:১৭ ; হিসাবের দায়িত্ব ৬:৫২, ৬৯, ১৩:৪০, ২৬:১১৩, ৮৮:২৬ ; হিসাব কঠোর ১৩:১৮, ২১ ; ১৪:৪১। আ'মলনামার রেকর্ড ১৮:৪৯ ; ২৩:৬২, ৪৫:২৯, ৩৬:১২, ৫৪:৫২-৫৩ ; অণুপরিমাণ আ'মলও দেখান হইবে ৯৯:৭-৮ ; সৎকর্ম করিয়াও সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ ১৮:১০৩-১০৬।

আল্লাহ্: সাক্ষ্য দেন তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই ৩:১৮, ৬:১৯ ; আয়াতুল কুরসি ২:২৫৫ ; তাঁহার সন্তান নাই ৫:১৭-১৮ ; আল্লাহ্র গুণাবলি ও তাঁহার অনুগ্রহরাজি ৬:৯৫-১০৫, ১৩:২-৪, ১৪:৩২-৩৪, ১৬:৪-২১, ৭৮-৮৩ ; ২৪:৪২-৪৪, ৩০:১৭-৩০, ৪৬-৫৪ ; ৫০:৬-১১, ১১২:১-৪ ; আল্লাহ্র স্মরণের পদ্ধতি ২:১৫১-১৫২, ৭:২০৫ ; সকল সৃষ্টি তাঁহাকে সাজদা করে বা পবিত্রতা ঘোষনা করে ১৬:৪৯-৫০, ১৭:৪৪, ৫৭:১, ৫৯:১, ৬১:১, ৬২:১, ৬৪:১ ; তাঁহার গুণাবলি সীমাহীন ১৮:১০৯, ৩১:২৭ ; এককত্বের যুক্তি ২:১৬৩, ২৭:৫৯-৭৫, ১১২:১-৪ ; পাঁচটি বিষয় শুধু তাঁহারই জ্ঞানে ৩১:৩৪ ; মানুষের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সীমাহীন ৩১:২৭-৩৩, ৫৬:৫৭-৭৩, ৭৮:৬-১৬ ; আল্লাহ্র কোন উপমা নাই ৩০:২৭, ৪২:১১ ; তিনি ইহকাল ও পরকালের মালিক ৫৩:২৫ ; আসমান-যমিনের নূর ২৪:৩৫-৩৬ ; মানুষের অতি নিকটে ২:১৮৬, ৩৪:৫০, ৫০:১৬, ৫৬:৮৫ ; তাঁহার আদেশ অপরিবর্তনীয় ৬:৩৪, ১৮:২৭ ; কোন দৃষ্টিই তাঁহাকে আয়ত্বে আনিতে পারে না ৬:১০৩ ; আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবকিছু হয় ৩:২৬ ; ৬:৩৯ ; ১০:৪৯, ৯৯-১০০ ; ৪২:১২, ৫০ ; ৮১:২৯ ; ৮২:৮ ; তাঁহার সুন্দর

সুন্দর নাম ৭:১৮০, ১৭:১১০, ২০:৮, ৫৯:২৪ ; আল্লাহ্‌র ভাষ্যে 'আমরা - আমি' স্থানান্তর ২:৩৮, ১৫১-১৫২, ৩১:১০-১১, ৬৮:৪৪ ; প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট ৪৬:২৩।

ইউনুস (আ.): প্রসঙ্গ ৪:১৬৩, ৬:৮৬, ১০:৯৮, ৩৭:১৩৯ ; যুননুন (আ.) ২১:৮৭-৮৮, ৬৮:৪৮-৫০।

ইউসুফ (আ.): ইতিবৃত্ত ১২:৩-১০৪।

ইদরীস (আ.): ১৯:৫৬-৫৭, ২১:৮৫।

ইন শা আল্লাহ্: বলিবার নির্দেশ সংক্রান্ত ১৮:২৩-২৪।

ইবরাহীম (আ.): মক্কায় বসতি ১৪:২৫-৪১ ; সত্যে উপনীত ৬:৭৪-৮৪ ; নির্দেশ পূর্ণকরণ ২:১২৪ ; পিতা ও জাতির বিরোধিতা ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩ ; ২৬:৬৯-৮৯ ; পিতার জন্য দুআ' ৯:১১৩-১১৪ ; সন্তানের সুসংবাদ ১১:৬৯-৭৩ ; ১৫:৫১-৫৬ ; ২১:৫১-৭৩ ; ২৬:৬৯-৮৯ ; ৫১:২৪-৩০ ; পাখী পুনর্জীবিতকরণ ২:২৬০ ; জীবন-ইতিবৃত্ত ৩৭:৮৩-১১৩ ; অগ্নিতে নিক্ষেপ ২১:৬৮-৬৯ ; মুসলিম জাতির পিতা ২২:৭৮ ; এক আদর্শ ১৬:১২০-১২৩।

ইবলীস: সিজদার হুকুম অমান্য ২:৩৪, ৭:১১-১৮, ১৫:৩১, ১৭:৬১, ১৮:৫০, ২০:১১৬ ; কাফের হইল ৩৮:৭৪ ; ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ ৭:১৫, ১৫:৩৪ ; মানুষকে পথভ্রষ্ট করা ১৫:৩৯।

ই'বাদত: আল্লাহ্‌র ই'বাদতের জন্য মানব ও জিন্ন সৃষ্টি ৫১:৫৬ ; শাইত্বানের ই'বাদতে নিষেধাজ্ঞা ৩৬:৬০ ; শুধু আল্লাহ্‌রই ই'বাদত ২:৮৩, ৩:৬৪, ১১:২, ১২:৪০, ১৮:১৬, ২১:৬৬-৬৭, ৩৬:৬১, ৩৯:৬৪, ৪১:১৪, ৪৬:২১।

ইলিয়াস (আ.): প্রসঙ্গ ৬:৮৫ ; ৩৭:১২৩-১৩২।

ই'ল্লিয়্যুন: যেখানে পূণ্যবানদের রেকর্ড ও রূহ রহিবে ৮৩:১৮-২১।

ইমরাণ: প্রসঙ্গ ৩:৩৩ ; ইমরাণের স্ত্রী ৩:৩৫-৩৬।

ইয়াক্বীন: জ্ঞানে ইয়াক্বীন ১০২:৫ ; দর্শনে ১০২:৭ ; যথার্থে ৫৬:৯৫, ৬৯:৫১ ; মৃত্যু অর্থে ১৫:৯৯, ৭৪:৪৭।

ইয়া'কুব (আ.): প্রসঙ্গ ২:১৩২-১৩৩, ৬:৮৪, ১৯:৪৯, ২১:৭২।

ইয়াতীম: সহিত আচরণ ২:২২০, ৪:২, ৬, ১০, ৩৬ ; ৬:১৫২, ১৭:৩৪, ৮৯:১৭, ৯৩:৯, ১০৭:২।

ইয়াসায়া /আলইয়াসায়া (আ.): ৬:৮৬, ৩৮:৪৮।

ইসমাইল (আ.): ২:১২৫-১২৯, ৬:৮৬, ১৯:৫৪-৫৫, ২১:৮৫।

ইসলাম: আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন ৩:১৯, ৮৫ ; ৬:১২৬ ; পূর্ণভাবে প্রবেশ ২:২০৮, বক্ষ প্রশস্ত করা ৬:১২৫ ; মুসলিমের কর্তব্য ৩:১১০ ; আত্মসমর্পণ ৬:১৪, ১৬৩ ; ৩৯:১২ ; প্রসঙ্গ ৪২:১৫, ৯:১০০, ৩৯:২২, ৪৯:১৭ ; সামাজিক রীতিনীতি ৪৯:১১-১২ ; কতিপয় আদর্শিক নীতিমালা ১৭:২২-৪০ ; রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ২২:৪১, ৫৭:২৫।

ইসহাক্ব (আ.): ৬:৮৪, ২১:৭২, ৩৭:১১২

ইহাহ্‌ইয়া (আ.): জন্ম বৃত্যান্ত ৩:৩৯, ৬:৮৫ ; চারিত্রিক বৈশিষ্ট ১৯:১২-১৫, ২১:৯০।

ইহসান (সৎকর্মপরায়ণতা): এর নির্দেশ ২:১৯৫, ১৬:৯০, ২৮:৭৭, ৫৫:৬০ ; সর্বাধিক ইহসানের আদেশ ৪:৩৬-৪০, ১৭:২৩, ৪৬:১৫।

ঈমান: বিষয়বস্তু ২:৩-৫, ১৭৭, ২৮৫ ; ৪:১৩৬-১৩৭ ; পার্থিব সুফল ৭:৯৬ ; পরীক্ষা ২:২১৪, ২৯:২-১৩ ; কিতাবধারীদের তিন শ্রেণী ৩৫:৩২ ; জান্নাতীদের সহিত থাকিবে সৎকর্মশীল মু'মিন সন্তানেরা, পিতা-মাতা,স্বামী/স্ত্রী ১৩:২৩, ৫২:২১, ; ঈমান ও সৎকর্মের শুভফল ৪:১২২-১২৫ ; স্বল্পমূল্যে ঈমান বিক্রয় ৩:৭৭, ১৭৭ ; বিপদে ও দুর্যোগে ঈমানের শক্তিবৃদ্ধি ৩:১৭৩।

ঈ'সা (আ.): নাবী ৩:৪৯-৫১, ৪:১৭১, ৫:৭৫, ৬:৮৫, ৪৩:৫৫, ৬৩-৬৪ ; আল্লাহ্ বা আল্লাহ্-পুত্র নহেন ৫:১৭, ৭৫ ; ৯:৩০ ; হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নাই ৪:১৫৭ ; আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন ৩:৫৫-৫৮, ৪:১৫৭-১৫৯ ; তাঁহার নবুয়তি জীবন ৩:৪৫-৬২, ১৯:১৬-৩৭ ; উপদেশ ১৯:৩৬ ; স্বল্প

মিশন ১৩:৩৮। আদম (আ.) এর অনুরূপ ৩:৫৯ ; তাঁহার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ৫:১১০-১১৮; জন্ম বৃত্তান্ত ও নবুয়তি ৩:৪৫-৬২, ১৯:১৬-৩৭ ; প্রসঙ্গ ৫:৪৬, ১১১-১১৮, ২৩:৫০, ৪৩:৬১, ৫৭:২৭, ৬১:৬, ১৪।

উদারতা: উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক ২৯:৪৬, ১৬:১২৫ ; দ্বীন গ্রহণে জবরদস্তি নাই ২:২৫৬, ১০:৯৯ ; ভাল দ্বারা মন্দের প্রতিহত ৪১:৩৪ ; বিরুদ্ধবাদীকে ক্ষমা/উপেক্ষা ৫:১৩, ৬:১১২।

উনিশ: ইহার উপর উনিশ ৭৪:৩০-৩১।

উপমা/উদাহরণ: মুনাফিকের ২:১৭-২০ ; মশার ২:২৬ ; রাখালের ২:১৭১ ; ধ্বংসযজ্ঞের ২:২৫৯, ২৬৪-২৬৬ ; আল্লাহ্‌র রজ্জুর ৩:১০৩ ; হিমশীতল বায়ুর ৩:১১৭ ; কুকুরের জিহ্বা-বাহির ৭:১৭৬ ; খাদের কিনারায় ৯:১০৯-১১০ ; ঝড়-বৃষ্টির ১০:২৪ ; অন্ধ ও বধির ১১:২৪ ; বায়ু ছাই উড়াইয়া লয় ১৪:১৮ ; উত্তম ও মন্দ বৃক্ষ ১৪:২৪-২৬ ; দাস ও স্বাধীন মানুষ ১৬:৭৫ ; মহিলার সুতা পাকান ১৯:৯২ ; মাছির ২২:৭৩ ; মাকড়সার ২৯:৪১ ; দুই মানুষ- ভাল ও মন্দ ১৮:৩২-৩৪ ; নুর (আলো) ; ২৪:৩৫-৩৬ ; এক প্রভু/অনেক প্রভু ৩৯:২৯ ; কুরআন অবতীর্ণের ভয়ে পর্বত চুর্ণ-বিচুর্ণ ৫৯:২১ ; গর্দভের ৬২:৫ ; জান্নাতীর ৬৮:১৭-৩৩ ; কলেমা ত্বাইয়েবা ও কলেমা খবিছার ১৪:২৪-২৭ ; কাফের ও মু'মিনের উপমা ১১:১৯-২৪।

উলুল আলবাব (বোধসম্পন্ন): সংজ্ঞা ৩:১৯০-১৯১ ; ১৩:১৮-২৪ ; প্রসঙ্গ ২:১৭৯, ১৯৭, ১৪:৫২, ৩৮:২৯, ৪৩, ৩৯:৯, ১৮,২১, ৪০:৫৪, ৬৫:১০।

উ'মরাহ্: ২:১৫৮, ১৯৬।

উ'যায়ির (আ.): ৯:৩০।

ঋণ (কর্জ): সুন্দর ঋণ ২:২৪৫ ; ৫৭:১১, ১৮ ; ৬৪:১৭ ; ৭৩:২০।

ওহুদ যুদ্ধ: এর শিক্ষা ৩:১২১-১২৮, ১৪০-১৮০।

কবি- কবিতা: মন্দ ও ভাল কবি ও কবিতা ২৬:২২৪-২২৭ ; বিবিধ ৩৬:৬৯, ৬৯:৪৪।

কর্মফল দিবস: মালিক ১:৪ ; পূর্ণ প্রতিফল ৩:১৮৫ ; পূণ্যবানদের প্রসঙ্গ ২০:১১২, ২১:১০১-১০৩, ৩৬:৫৫-৫৮, ৩৭:৪০-৬১, ৪৩:৬৮-৬৯ ; পাপীদের প্রসঙ্গ ২০:১০০-১০১, ১২৪-১২৭ ; ২১:৯৭-১০০, ২৫:১৭-১৯, ২৫-৩০ ; ২৭:৮৩-৯০, ৩০:১২-১৩, ৩৭:২২-২৩, ৩৩-৩৯, ৫৫:৩৫-৪৪, ৭৪:৮-১০।

ক্বলম: ৬৮:১, ৯৬:৪।

ক্বসম: ২:২২৪-২২৭, ১৬:৯৪, ২৪:২২,৩৩, ৬৬:২, ৬৮:১০ ; ক্বসমের কাফফারা ৫:৮৯।

কা'বা: প্রথম ই'বাদতের ঘর ৩:৯৬; ক্বা'বার চতুর্পার্শ্বে হারম (সন্মানিত) ২৯:৬৭, আক্রমণের ঘটনা সূরা ১০৫।

কারূণ: ২৮:৭৬-৮২, ২৯:৩৯।

কাফের (অবিশ্বাসী): শাস্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ৮:৩১-৩৫ ; কুপথে ব্যয় ৮:৩৬, তাওবা দ্বারা পূর্ব গুনাহের ক্ষমা ৮:৩৮, ৯:১১ ; চুক্তিভঙ্গ ৮:৫৬, বৃথা বিতর্ক ১৮:৫৬-৫৭ ; সৎকর্ম মরীচিকা সদৃশ্য ২৪:৩৯ ; সত্যকে ঘৃণা ৪৩:৭৮ ; মৃত্যুর সময়ে তাহাদের অবস্থা ৮:৫০-৫১, ৪৭:২৭-২৮।

ক্বিবলা: ২:১৪২-১৪৫, ১৪৯-১৫০।

ক্বিসাস: বিধান ২:১৭৮-১৭৯। ভুলবশত মু'মিন হত্যার বিধান ৪:৯২ ; ইচ্ছাকৃত মুমিন হত্যার শাস্তি ৪:৯৩। প্রসঙ্গ ৫:৩২।

ক্বিয়ামত: আসিবেই ৬:৫১, ১২৮ ; ৩৪:৩-৫, ৪০:৫৯, ৫১:৫-৬, ১২-১৪ ; ৫২:৭-১০, ৫৬:১-৭, ৬৪:৭-১০, ৯৫:৭ ; অকস্যাৎ ঘটিবে ৭:১৮৭, ৩৬:৪৮-৫০ ; চক্ষুর পলকে ১৬:৭৭, ৫৪:৫০ ; মুহূর্ত, আল্লাহ্‌ই জানেন ৩৩:৬৩, ৬৭:২৬, ৭৯:৪২-৪৬ ; নিকটেই ২১:১, ৫৪:১-৫, ৭৮:৪০ ; মহাসংবাদ ৭৮:১-৫ ; অস্বীকারকারী ১০৭:১-৭।

কুরআন: সন্দেহের অতীত ২:২ ; পরস্পর বিরোধী কথা নাই ৪:৮২ সর্বোত্তম বাণী ৩৯:২৩ ; বক্রতা নাই ৬৯:৫১ ; জীবন্তের সতর্ক ৩৬:৭০ ; মানবজাতির জন্য ২:১৮৫, ৩৯:৪১ ; অত্যুত্তম

নির্দেশ অনুসরণ ৭:১৪৫, ৩৯:১৮, ৩৯:৫৫ ; প্রচারে কাফেরদের বাধা ৪১:২৬-২৮ ; সত্যতা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয় ৪১:৫৩ ; আরবিতে নাযিলের উদ্দেশ্য ১৪:৪, ৪১:৪৪, ৪৪:৫৮ ; রক্ষিত উম্মুল/সংরক্ষিত কিতাবে (লাওহি মাহফুযে) ৪৩:৪, ৫৬:৭৭ ; নাযিল-রাত্রির মর্যাদা ৪৪:২-৫, ৯৭:১-৫ ; মুখস্ত, অর্থ বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ সহজ ৪৪:৫৮, ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০ ; সঠিক পথের দিশারি ২:২, ১৭:৯, ৪৫:১১, ২০ ; নবীর রচিত নয় ৪৬:৭-৯ ; চিন্তা গবেষণা ৪:৮২, ৪৭:২৪ ; নিশ্চিত সত্য ৬৯:৫১ ; দ্বারা উপদেশ ৫০:৪৫ ; প্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ আয়াত ৯৬:১-৫ ; মুহকমাহ ও মুতাশাবিহা আয়াত ৩:৭ ; গোপনের পরিণতি ২:১৫৯-১৬০, ১৭৪ ; অনুসরণ ৬:১৫৫-১৫৭ ; প্রেরণের লক্ষ্য ৪:১০৫, ১৪:১, ১৬:৬৪ ; রচনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ৯:৩৭-৪০, ১১:১৩-১৪ ; রক্ষণ-দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ১৫:৯ ; মুমিনের শেফা ও রহমত ১৭:৮২ ; এর শ্রেষ্ঠত্ব ১৭:৮৮-৮৯ ; ক্রমান্বয়ে প্রেরণ ১৭:১০৬-১০৭, ২৫:৩২-৩৩ ; সহজ ও কল্যাণময় ১৯:৯৭, ২১:৫০ ; পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে রসূল (স.) এর অভিযোগ ২৫:৩০ ; সত্যতার প্রমাণ ২৬:১৯৬-২০১, ২১০-২১২, ২৭:৬, ২৯:৪৭-৫১ ; সবকিছুর দৃষ্টান্ত ৩০:৫৮, ৩৯:২৭, ৬৯:২১-২৪, ৭৬:৫-২২, ৭৮:৩১-৩৫, ৭৯:৪১, ৮৩:২২-২৮, ৮৮:৮-১৬, ৯২:১৭-২০, ৮৯:৩০।

কুরআন তিলাওয়াত: হক্ব আদায় ২:১২১ ; শ্রবণে মনোযোগী ও চুপ থাকা ৭:২০৪ ; ঈমান বৃদ্ধি ৮:২ ; শাইত্বান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা ১৬:৯৮ ; তারতীলের সহিত ৭৩:৪।

কুরবানী: উদ্দেশ্য ২২:৩৭ ; কুরবানীর পশু আল্লাহ্‌র নিদর্শন ৫:২, ২২:৩৬ ; কুরবানী আল্লাহ্‌র জন্য ৬:১৬২।

কুসংস্কার: ২:১৮৯, ৫:১০৩, ৬:১৩৮-১৪০, ১৪৩-১৪৪।

কূল বৃক্ষ: ৩৪:১৬, ৫৩:১৪-১৮, ৫৬:২৮।

কৃপণ, কৃপণতা: আল্লাহ্‌র পথে কৃপণতার পরিনাম ৩:১৮০, ৪:৩৭, ৪৭:৩৮ ; কৃপণের জন্য মন্দ পথে চলা সহজ ৯২:৮-১০।

খলীফা: পৃথিবীতে খলীফা ২:৩০, ১০:১৪, ৩৫:৩৯ ; পৃথিবীর খলীফা ৬:১৬৫, ২৭:৬২ ; প্রশাষক ৩৮:২৬।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ: ৩৩:৯-১১।

ক্ষমা: ক্ষমা করা ২:১০৯, ৭:১৯৯, ৪২:৩৭ ; ক্ষমা লাভের উপায় ২:২৫, ৪:১১০ ; পরকাল-অপ্রত্যাশির ক্ষমা প্রসঙ্গ ৪৫:১৪ ; পাপ ক্ষমার শর্ত ৪:১১০, ৩৯:৫৩-৫৪ ; মানুষের জন্য মালাকগণের প্রার্থনা ৪২:৫ ; শির্‌ক ব্যতীত সকল পাপ ক্ষমা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন ৪:৪৮, ১১০, ১১৬ ; কবীরা গুণাহ বর্জনে ছগীরা গুণাহ মাফ ৪:৩১ ; ৫৩:৩২। সগীরা গুনাহ সৎকর্মে মাফ হয় ১১:১১৪।

গণীমত: গণীমত-সম্পদের প্রাপক ৮:১, ৪১ ; প্রসঙ্গ ৪৮:১৫।

গুহা: গুহাবাসীর ঘটনা ১৮:৯-২৭ ; সাওর গুহা ৯:৪০।

গোপন পরামর্শ: ৪:১১৪, ৫৮:৭-১০, ১২-১৩।

চন্দ্র: সূক্ষ্ম হিসাবে চলে ৫৫:৫ ; নিয়ন্ত্রনাধীন ২২:১৮, ৩৫:১৩, ৩৯:৫ ; মাস গণনার জন্য ৬:৯৬ ; আলো স্নিগ্ধ, নিদর্শন ১৬:১২। নবচন্দ্র ২:১৮৯।

চুক্তি: পূর্ণ করা ৫:১ ; জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন চুক্তিভঙ্গ করে না ১৩:২০ ; চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়কে সাহায্য ৮:৭২।

চুরি: চুরির শাস্তি ৫:৩৮-৩৯।

ছায়া: ১৬:৪৮, ৮১ ; ২৫:৪৫-৪৬, ৩৬:৫৬, ৫৬:৩০, ৩৪।

জলপাই (যাইতুন): ২৩:২০, ২৪:৩৫, ৯৫:১।

জানাযা: মুনাফিকদের জানাযা নিষিদ্ধ ৯:৮৪।

জান্নাত: জান্নাতের বিশালত্ব এবং উত্তরাধিকারী ৫৭:২১ ; পরীক্ষায় সফল হইলে জান্নাত ২:২১৪ ; জান্নাতের নহর ৪ প্রকার ৪৭:১৫ ; জান্নাত ; মুত্তাক্বীদের জন্য ৩:১৫, ১৩২-১৩৬ ; ৪:৫৭, ১২৪, ১৯:৬১-৬৩, ৩৮:৪৯-৫২, ৪৪:৫১-৫৭;

জান্নাতের বিস্তৃতি ৩:১৩৩ ; সত্যের স্বাক্ষ্যদের জন্য ৫:১১৯, জান্নাতে সম্ভাষণ ১০:১০, ৩৬:৫৫-৫৮, ৩৯:৭২-৭৫ ; জান্নাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ১৮:৩১, ২২:২৩, ৩২:১৯, ৩৭:৪১-৪৯, ৪২:২২, ৪৩:৬৮-৭৩, বিবিধ ৭:৪৩, ৯:২১-২২, ৭২, ১৫:৪৫-৪৮, ৩৯:২০, ৪৭:১৫, ৫০:৩১-৩৫, ৫২:১৭-২৪, ৫৪:৫৪-৫৫, ৫৫:৪৬-৭৭, ৫৬:১১-৩৮, ৮৮-৯১, ৫৭:৪১, ৪২:৩০, ৫৩:৩৯।

জায়িদ: ৩৩:৩৭-৩৮।

জাহাজ: প্রসঙ্গ ১২:৫৯, ৭০ ; নৌযান (ফুলক) ২:১৬৪, ১৪:৩২, ১৬:১৪, ১৭:৬৬, ২২:৬৫, ৩১:৩১, ৩৫:১২, ৪২:৩২-৩৩, ৪৫:১২, (যাওয়ার) ৫৫:২৪।

জাহান্নাম: শাইত্বানের অনুগামীরা জাহান্নামী ৬:১২৮ ; যাহারা জাহান্নামী ১১:১০৭-১০৮, ৩৬:৬৩ ; জাহান্নামীদের দুর্দশা ও শাস্তি: ১৪:১৬-১৭, ৪৯-৫০ ; ২০:৭৪, ২২:১৯-২২, ৩৭:৬২-৬৭, ৩৮:৫৫-৫৮, ৬৭:৬-৮, ৭৪:২৬-২৯, ৮৯:২৩-২৬ ; জাহান্নামের বর্ণনা ৫৬:৪২-৪৪, ৮৮:২-৭, ১০২:৫-৭, ১০৪:৪-৯। বিবিধ: ১৫:৪৪, ২৫:১১-১৪, ৩২:২০, ৩৯:৪১, ৪৩-৪৪, ৪০:৪৭-৫০, ৪৩:৭৪, ৭৬, ৪৪:৪৩-৪৮, ৫০:৩০, ৫৫:৪১, ৪৩-৪৪ ; ৬৯:২৫-৩৭, ৭৪:৭১-৭২, ৭৮:২১-২৫, ৭৯:৩৫-৩৯, ৮৩:১৪-১৬, ৮৭:১৩।

জিন্ন: একদল জিন্নের কুরআন শ্রবণ ৪৬:২৯-৩২, ৭২:১-১৫ ; প্রসঙ্গ ৬:১০০, ১৫:২৭, ৩৪:৪১, ৫৫:১৫ ; ।

জিবরীল: ২:৯৭-৯৮, ২৬:১৯৩, ৮১:১৯-২১।

জিহাদ: গুরুত্ব ও মর্যাদা ৯:১৯-২৪, ২২:৭৮ ; জিহাদের নির্দেশ ৯:৭৩, ৬৬:৯ ; কুরআন দ্বারা জিহাদ ২৫:৫২ ; সম্পদ ও কায়িক-শ্রম দিয়া জিহাদ ৪:৯৫, ৮:৭২, ৯:২০, ৪১, ৪৪, ৮১, ৮৮ ; ২৯:৬৯, ৪৯:১৫, ৬১:১১।

জীবন (হায়াত): সম্পর্কে কালবাদীর ভ্রান্ত ধারণা ৪৫:২৪ ; সম্বন্ধে কাফেরের ধারণা ২৩:৩৩-৪১ ; জীবনের উপমা ৫৭:২০, ১৮:৪৫-৪৬ ; জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি পরীক্ষার জন্য ৬৭:২ ; পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার ও পরিণাম ১৪:৩, ১৬:১০৭, ৭৯:৩৯, ৮৭:১৬।

জুড়ি (Spouse, স্বামী বা স্ত্রী): প্রসঙ্গ ২:২৫, ৩:১৫, ৪:১, ৪:৫৭, ২৫:৭৪, ৬৪:১৪।

জুদী (পর্বত): ১১:৪৪।

জুয়া: ২; ২১৯, ৫:৯০।

জোড়া: সব কিছু সৃষ্টি জোড়ায় জোড়ায় ১৩:৩, ২০:৫৩, ৩১:১০, ৩৬:৩৬, ৪৩:১২, ৫১:৪৯, ৫৩:৪৫।

তাওবা: ক্ববুল প্রসঙ্গ ৪:১৭-১৮, ৯:১০৪, ২০:৮২, ৪২:২৫-২৬ ; ক্ববুল তাওবায় সকল পাপ পূণ্যে পরিবর্তন ২৫:৭০ ; তাওবা কবুলের শর্ত ২:১৬০, ৬৬:৮, ১৬:১১৯ ; ৫:৩৩-৩৪ ; যেক্ষেত্রে তাওবা কবুল হয় না ৩:৯০ ; ৫:৩৪। পাপ ক্ষমার শর্ত ৪:১১০, ৩৯:৫৩-৫৪।

তাক্বওয়া: তাক্বওয়া কী? ২:২ ; তাক্বওয়া অবলম্বনের সুফল ৮:২৯, ৬৫:২-৫, ৭৮:৩১ ; বিবিধ প্রসঙ্গ ৩:১০২, ৪:১৩১, ৪৭:১৭, ৬৭:১২, ৭৪:৫৬।

তাক্বদীর (ভাগ্য): নির্ধারিত ২৫:২, ৪২:২৭, ৫৪:৪৯, ৬৫:৩; কর্মের ফল ৪:৭৯, ৬:১৬৪, ১০:৪৪,

তাবুক যুদ্ধ: ৯:৪০-৫৯, ৮১-৯৯, ১২০-১২২।

তুব্বাআ': সম্প্রদায়: ৪৪:৩৭, ৫০: ১৩।

ত্বলাক্ব: ঈলার বিধান ২:২২৬ ; ত্বলাক্বের পদ্ধতি ২:২২৬-২৩২, ৬৫:১-২ ; ত্বলাক্ব প্রাপ্তার ইদ্দতকাল ২:২২৮, ৬৫:৪ ; স্বামী মৃত্যুতে ইদ্দতকাল ২:২৩ ; সহবাসের পূর্বে ত্বলাক্বের বিধান ২:২৩৬-২৩৭, ৩৩:৪৯ ; ত্বলাক্ব প্রাপ্তার খোরপোশ ও আবাস ২:২৪১, ৬৫:৬-৭ ; ইদ্দত ২:২২৮, ২৩১-২৩২, ২৩৪-২৩৫, ৩৩:৪৯, ৬৫:৪, ৬-৭।

ত্বাগূত: প্রসঙ্গ ২:২৫৬, ২৫৭, ৪:৫১, ৬১, ৭২, ৫:৬০, ১৬:৩৬, ৩৯:১৭।

দাউদ (আ.): ২:২৫১, ৬:৮৪, ২১:৭৮-৮০,

৩৪ : ১০-১৪, ৩৮ : ১৭-৪০, ।

দাওয়াত (দ্বীনের) : পদ্ধতি ১৬ : ১২৫-১২৮ ; বৈশিষ্ট্য ৩৩ : ৪৫-৪৮, ৪১ : ৩৩-৩৬।

দাম্পত্য জীবন : পুরুষ কর্তা ৪ : ৩৪ ; স্ত্রী অবাধ্য হইলে ৪ : ৩৪ ; দাম্পত্য-কলহে ৪ : ৩৫ ; স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সহিত আপোস ৪ : ১২৮ ; একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা ৪ : ১২৯ ; স্বামী স্ত্রীর মিলনের নিয়ম পদ্ধতি ২ : ২২২-২২৩।

দাব্বাতুল আরদ : ২৭ : ৮২।

দুআ' : পদ্ধতি ৭ : ৫৫-৫৬ ; পিতামাতার জন্য ১৪ : ৪১, ১৭ : ২৪, ২৭ : ১৯, ৪০ : ৭-৯, ৭১ : ২৮ ; স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের জন্য ৩ : ৩৮, ১৪ : ২৪, ২৫ : ৭৪, ৩৭ : ১০০, ৪৬ : ১৫, ২১ : ৮৯, ১৪ : ৪০ ; বিপদমুক্তির ২১ : ৮৭ ; হৃদয় প্রশস্তের ২০ : ২৫ ; যানবাহণ আরোহণে ১১ : ৪১, ৪৩ : ১৩ ; অবতরণের ২৩ : ২৯ ; যুলুমের পর ৭ : ২৩ ; জ্ঞান বৃদ্ধির ২০ : ১১৪, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ২ : ২০১ ; হৃদয় বক্র না হওয়া ৩ : ৮ ; মু'মিনদের জন্য ১৪ : ৪১, ৫৯ : ১০ ; প্রবেশকালে ১৭ : ৮০ ; আরোগ্যের জন্য ১৭ : ৮২, ২৬ : ৮০, ২১ : ৮৩ ; সন্তানের জন্য ১৯ : ৫, ২১ : ৮৯ ; বিবিধ ২ : ৬৭, ২ : ১৫৬, ২ : ১২৭, ২ : ১২৮, ২ : ২৫০, ২ : ২৮৫, ২ : ২৮৬, ৩ : ১৬, ৩ : ৫৩, ৩ : ১৪৭, ৩ : ১৯১-১৯৪, ৪ : ৭৫, ৫ : ৮৩-৮৪, ৬ : ৭৯, ৬ : ১৬২-১৬৩, ৭ : ২৩, ৭ : ৪৭, ৭ : ৮১, ৭ : ১২৬, ৭ : ১৫১, ৯ : ১২৯, ১০ : ৮৫-৮৬, ১১ : ৪৭, ১২ : ১০১, ১৪ : ৩৯, ১৮ : ১০, ২১ : ৮৯, ২৩ : ৯৪, ২৩ : ৯৭-৯৮, ২৩ : ১০৯, ২৩ : ১১৮, ২৫ : ৬৫-৬৬, ২৬ : ৮৩-৮৫, ২৬ : ৮৭-৮৯, ২৮ : ১৬-১৭, ২৮ : ২১, ২৮ : ২৪, ২৯ : ৩০, ৩৭ : ১৮০-১৮২, ৬০ : ৪-৫, ৬৬ : ৮ ।

দুধ-পান : করাইবার বিধান ২ : ২৩৩, ৪৬ : ১৫-১৭, ৬৫ : ০৬-০৭।

দ্বীন : গ্রহণে জবরদস্তি নাই ২ : ২৫৬ ; ইসলামই একমাত্র ৩ : ১৯ ; পরিপূর্ণ ৫ : ৩ ; দ্বীনে জটিলতা নাই ২২ : ৭৮ ; সকল নাবীর একই দ্বীন ৪২ : ১৩-১৫ ; দ্বীন পাঠানোর উদ্দেশ্য ৪২ : ১৩ ; দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী করা ৯ : ৩৩, ৪৮ : ২৮, ৬১ : ৯ ; দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি ৬ : ১৫৯, ৩০ : ৩২, ৪২ : ১৩-১৪, ৪৩ : ৬৪-৬৫, ৪৫ : ১৭, ২৮।

ধৈর্য : সাহায্য কামনায় ২ : ৪৫, ১৫৩-১৫৪ ; পরীক্ষায় ১৫৫ ; ৩ : ১৮৬, ২০০ ; অবলম্বন ১০ : ১০৯, ১১ : ১১৫, ১৬ : ১২৬-১২৭, ২০ : ১৩০-১৩২, ৪০ : ৫৫, ৭৭ ; ৪৬ : ৩৫, ৫০ : ৩৯, ৭০ : ৫,

নফ্স (আত্মা) আম্মারা (প্রবৃত্তি) ১২ : ৫৩ ; লাওয়ামা (তিরস্কারকারী) ৭৫ : ২ ; মুতমায়িন্না (প্রশান্তময়) ৮৯ : ২৭-৩০।

নফ্স (ব্যক্তি) : এর মৃত্যু-স্বাদ ৩ : ১৮৫, ২১ : ৩৫, ২৯ : ৫৭ ; ব্যক্তির দায়িত্ব ৩ : ৩০, ৬ : ১৬৪, ১৪ : ৫১, ৫৩ : ৩৮-৪১ ৭৪ : ৩৮ ; সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেওয়া ২ : ২৩৩, ২৮৬, ৬ : ১৫২, ৭ : ৪২, ২৩ : ৬২। একই ব্যক্তি হইতে মানুষ সৃষ্টি ৪ : ১। ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন ৩৫ : ১৮, ৫৩ : ৩৮।

নিদর্শন : আল্লাহ্‌র নিদর্শন ২ : ১১৮, ১২৮, ১৬৪, ২৪৮, ৩ : ১৯০, ৬ : ৯৫-৯৯, ১০ : ৫-৬, ১৭ : ১২, ২৯ : ৪৯-৫১, ৩০ : ২০-২৭, ৩১ : ৩১, ৩৬ : ৩৭-৪৪, ৩৯ : ৫৯, ৪১ : ৩৯-৪০, ৫৩ ; ৪৫ : ৩-৬, ৫১ : ২০-২৩, ৫৬ : ৬৩-৭৩, ৮৮ : ১৭-২০, ৮৯ : ১-৫ ; বিবিধ ৬ : ১০৯, ১০ : ২০, ১৩ : ১৭, ১৭ : ৫৯, ২১ : ৫-৬। রাত্রির নিদর্শন ৭৯ : ২৯, ৯২ : ১, ৯৩ : ২ ; মর্যাদার রাত্রি ৯৭ : ১-৫।

নিরাশ : ৩ : ১৩৯, ১৪৬ ; ২৯ : ২৩ ; রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া ৩৯ : ৫৩-৫৪।

নিন্দা (কুৎসা/গীবত) : ৯ : ৭৯, ২৪ : ২৩, ৬৮ : ১১-১২, ১০৪ : ১।

নেকি (কল্যাণ) : নেকি অর্জনের পথ ২ : ১৭৭ ; সৎকর্মের মূল্য দশগুণ ৬ : ১৬০। ব্যয়ের নেকি ৭০০ গুণের বেশী ২ : ২৬১।

নেতা : আদর্শ নেতার গুণাবলি : ৯ : ১২৮-১২৯, ২৬ : ২১৩-২১৭।

নূহ (আ.) : দাওয়াত ও কওমের আচরণ ৭ : ৫৯-৬৪ ; ১০ : ৭১-৭৩ ; ১১ : ২৫-৪৯ ; ২৩ : ২৩-৩০ ; ২৬ : ১০৫-১২২ ; ৭১ : ১-২৮ ; বিবিধ প্রসঙ্গ

৬:৮৪, ২১:৭৬-৭৭, ২৫:৩৭, ২৯:১৪-১৫, ৩৭:৭৫-৮২, ৫১:৪৬, ৫৪:৯-১৫, ৬৯:১১-১২।

ন্যায়বিচার: ন্যায়বিচারের নির্দেশ ৪:৫৮, ৫:৮, ৭:২৯, ১৬:৯০, ৪২:১৫, ৬০:৮, নিকট আত্মীয় বিরূদ্ধে হইলেও ন্যায়বিচার করা ৪:১৩৫, ৬:১৫২; শত্রু-সংঘাতে সাফল্য অর্জনের উপায় ৮:৪৫-৪৬।

পরকাল (আখিরাত): প্রসঙ্গ ৬:৩১-৩২, ৪০-৪১, ১২৭, ১৩৫; ৭:৬-৯, ৫৩, ১১:১০৭-১০৮, ১৪:২১, ৪৪-৪৬; ২৮:৮৩, ২৯:৬৪, ৫০:১২-১৪, ৯৩:৪।

পানি: হইতে জীব সৃষ্টি ২১:৩০, ২৪:৪৫, ২৫:৫৪; বিবিধ ১১:৭, ২৩:১৮, ২৫:৫৩, ১৮:৬০, ৩৫:১২, ৫৫:১৯-২০।

পাপ: যে অবস্থায় পাপকার্য ক্ষমাযোগ্য ৪:৯৭, ৪২:৪১; বিবিধ ৪:৩০-৩২, ৩৬-৩৯, ১০৭-১১২, ১১৬, ৬:১২০, ৭:১০০-১০২, ১০:১৭, ৫৪, ৬৮:৩৫-৪১, ৭৪:৪৩-৪৮, ৭৭:১৬-১৯। পাপের শাস্তি ৩:১৮৮, ৬:১৫-১৬, ১০:৫০-৫৩, ১১:১০১-১০৪,; পাপীদের অবকাশ ৩:১৭৮, ১০:১১, ১২:১১০, ১৪:৪২-৪৪, ২৯:৫৩-৫৫, ৮৬:১৫-১৭; পাপীদের প্রসঙ্গ ২৩:৬৩-৭৭, ২৬:২০০-২০৯, ৪১:২০-২৩, ৮৩:২৯-৩৬, ৮৫:৩।

পুনরুত্থান: ১৬:১৮-৪০, ১৭:৪৯-৫২, ১৯:৬৬-৭২, ২২:৫, ৪৬:৩৩-৩৪, ৫০:৩, ২০-২৯, ৪১-৪৪, ৭৫:১-১৫, ৭৯:১০-১২, ৮৬:৫-৮।

পুরষ্কার: বেহিসাবী ৩:২৭, ৩৯:১০; পাওনার অনেক বেশী ২৮:৮৪, ৩০:৩৯; বিবিধ ২৪:৩৮, ২৯:৭, ৩৯:৩৫, ৫৫:৬০।

পোষাক: প্রেরণের কারণ ও উত্তম পোষাক ৭:২৬; পোষাক পবিত্র রাখা ৭৪:৪; স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের পোষাক ২:১৮৭; রেশমী পোষাক প্রসঙ্গে (জান্নাতে) ১৮:৩১, ২২:২৩, ৩৫:৩৩, ৭৬:১২, ২১।

পোষ্যপুত্র: পুত্র নয় ৩৩:৫; তাহার ত্বালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা ৩৩:৩৭।

পৃথিবী: পরিবর্তিত পৃথিবীতে হাশর অনুষ্ঠিত ১৪:৪৮-৫১; পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য ২:২৩, ১৫:১৯-২০, ১৮:৭-৮, ২৬:৭, ৭৭:২৫-২৮; পৃথিবীর উত্তরাধিকারী পূণ্যবাণগন ২১:১০৫; মানুষের অপকর্মে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ঘটে ৩০:৪১।

প্রাচুর্য: সকলকে প্রাচুর্য দিলে বিপর্যয় ঘটিত ৪২:২৭, ৪৩:৩৩-৩৫; প্রাচুর্য-লোভে আমৃত্যু মোহাচ্ছন্ন ১০২:১-২।

ফাসাদ: মুনাফিকরা ফাসাদকারী ২:১১-১২, ফ্যাসাদ সৃষ্টির দণ্ড ৫:৩৩।

ফাসিক্ব: সংজ্ঞা ২:২৬-২৭, ১৩:২৫; ফাসিক্বের সংবাদ যাচাঁই প্রসঙ্গ ৪৯:৬।

ফিত্‌না: পরীক্ষা ২:১০২, ৫:৪১, ৬:২৩, ৬:৫৩, ৭:১৫৫, ৮:২৮, ১৭:৬০, ২১:৩৫, ২১:১১১, ২২:৫৩, ২৫:২০, ৩৭:৬৩, ৩৯:৪৯, ৫৪:২৭, ৬৪:১৫, ৭৪:৩১ ইত্যাদি; বিশৃঙ্খলা ২:১৯১, ২:১৯৩, ২:২১৭, ৩:৭, ৪:৯১, ৮:৩৯, ৩৩:১৪, শাস্তি ৫:৭১, ৮:২৫, ৫১:১৪, ৮৫:১০; উৎপীড়ন ১০:৮৩, ১০:৮৫, ১৬:১১০, ২৯:১০, ৬০:৫; বিপদ ৪:১০১, ৯:১২৬; বিচ্যুতি ৫:৪৯, ৭:২৭, ১৭:৭৩; বিপর্যয় ৯:৪৭-৪৯, ২২:১১, ২৪:৬৩।

বন্ধু ও শত্রু: অসৎ বন্ধু গ্রহণের ভয়াবহ পরিণতি ৩:২৮, ২৫:২৮-২৯, ৪৩:৩৬-৩৯; মুত্তাক্বী-বন্ধু ব্যতীত দুনিয়ার সকল বন্ধু পরকালে শত্রু হইবে ৪৩:৬৭।

বারযাখ: ২৩:১০০, ২৫:৫৩, ৫৫:২০।

বানী ইসরাঈল: ইতিবৃত্ত ২:৪০-৮৬; প্রতি অনুগ্রহ ২:৪৭-৫৩, ৬০, ১২২, ৪৫:১৬-১৭; তাহাদের অবাধ্যতা ২:৮০, ৮৮, ৯১। প্রসঙ্গ ৩:৬৪-১২০, ৫:১৭-৩২, ৭:১৬১-১৭১, ১৩:৩৪, ১৬:৮৮, ৪৬:২০, ৪০-১৪১, ৭০:১-৩। দুই দফার সতর্কতা ১৭:৪।

বিপদ (মুসীবত): বিপদ ঘটে মানুষের কৃতকর্মের

দরুণ ৪:৭৯, ৬:১৬৪, ১০:৪৪, ১৩:১১, ৩০:৪১, ৪২; ৩০, ৫৩:৩৯ ; বিপদ পূর্বলিখিত ৫৭:২২-২৩ ; বিপদ আসে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ৬৪:১১।

বিবাহ: যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ২:২২১, ৪:২২-২৪ ; বিবাহের প্রস্তাব প্রসঙ্গ ২:২৩৪-৩৩৫ ; একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গ ৪:৩, ৩৩:৫০-৫১ ; মোহরাণা সংক্রান্ত ৪:৪ ; রসুল (স.) বিবাহ সংক্রান্ত ৩৩:২৮-২৯, ৫০–৫২, ৩৩:২৮ ; বিবিধ প্রসঙ্গ ৪:২০-২১, ২৫,৩৫, ১২৮-১২৯, ৫:৫, ২৪:৩, ৩২-৩৩, ৩৩:৪৯।

বৈরাগ্যবাদ: অনুমতি নাই ৫৭:২৭।

ব্যবসায়: যে ব্যবসায়ে বিনষ্ট হইবার নহে ৩৫:২৯ ; যে ব্যবসায় কঠিণ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে ৬১:১০-১২।

ব্যয় (দান): ব্যয় প্রাপ্তির হকদার ২:২১৫, ৪:৩৬ ; আল্লাহর পথে ব্যয়ের মর্যাদা ও প্রতিদান ২:১৭৭, ২:২৬১-২৬৫, ৩:১৭, ৪:১১৪, ৫১:১৯, ৫৭:১০-১১, ১৮ ; ৬৪:১৬-১৮ ; ব্যয়ের খাত ২:২১৫ ; কী পরিমাণ ব্যয় ২:২১৯ ; দানের মর্যাদা ও হিফাযত ২:২৭০-২৭৪, ৪:৩৬-৪০ ; প্রসঙ্গ ২:১৯৫, ২৫৪ ; ৩:১৩৪, ৫৭:১৮, ৬৩:১০।

ভ্রমন: প্রসঙ্গ: ৬:১১, ২২:৪৬, ২৯:২০-২২, ৩০:৯, ৪২, ৩৫:৪৪, ৪০:২১, ৮২ ; ৪৭:১০।

মক্কা: বাক্কা ৩:৯৬, প্রসঙ্গ ৯০:১-৪, ৯৫:৩।

মজলিস: মজলিসের আদব ২৪:৬২, ৫৮:১১।

মদ: মদ সংক্রান্ত নির্দেশ ২:২১৯, ৪:৪৩, ৫:৯০।

মহাবিশ্ব: মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র প্রসঙ্গ ৩৬:৩৭-৪০ ; মহাবিশ্ব সৃষ্টি-স্তর প্রসঙ্গ ৪১:৯-১২, ৬৭:৩-৫ ; মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল ৫১:৪৭ ; মহাবিশ্ব ও অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি ও পরিচালন ৬৫:১২ ; মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা ২১:৩০-৩৩ ; ২৫:৬১-৬২।

মা-বাবা: সহিত সদাচরণ ৪:৩৬, ১৭:২৩-২৪, ৩১:১৪, ৪৬:১৫। সন্তানের জন্য মায়ের কষ্ট ৩১:১৪, ৪৬:১৫-১৭।

মাদইয়ান: ১১:৮৪-৯৫, ২৯:৩৬-৩৭।

মানত (নাজর): মানতের বিষয় আল্লাহ্‌ অবগত ২:২৭০, সৎকর্মশীলরা মানত পূর্ণ করে ৭৬:৭ ; হজ্জের সময় তাওয়াফের পূর্বে মানত পূর্ণ করা ২২:২৯।

মানুষ: সৃষ্টির উদ্দেশ্য ২:৩০, ৩:১১০, ৫১:৫৬, ৬৭:২ ; সৃষ্টি ও পৃথিবীতে প্রেরণ ২:৩০-৩৯, ৭:১০-৩৬ ; এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি ৪:১ ; সকল মানুষ এক উম্মৎ ছিল ২:২১৩ ; বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা ১৭:৭০, ২২:২০, ৩১:২০ ; মানুষ প্রসঙ্গ ২৬:১৯৭, ২৯:২৭, ৩২:২৩-২৫, ৪০:৫৩-৫৪। মানব ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তরসমুহ ২৩:১৩-১৪ ; মানুষ সৃষ্টির উপাদান ৬:২, ২২:৫, ২৩:১২-১৬, ৪০:৬৭-৬৮, ৭৬:২, ৭৭:২০-২৩ ; মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ২৩:১৭-২২ ; মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী ৩৫:১৫-১৭ ; সুন্দরতম সৃষ্টি ৯৫:৪-৫, মহাক্ষতি উত্তরণের উপায় ১০৩:১-৩ ; মর্যাদার ভিত্তি- তাক্বওয়া ৪৯:১৩ ; শাইত্বানের চিরন্তন শত্রুতা ৭:১১-৩০ ; ১৫:২৬-৩০ ; মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা ৬:১০৭, ১০:৯৯ ; ১৮:২৯, ২৩:১৭-২২।

মালাক (ফেরেশতা): মালাকদের উপর মানুষের মর্যাদা ২:৩৪, ৭:১১ ; মানুষের সহিত মালাক থাকে ১৩:১১, ৮২:১০-১২ ; মালাকগন আল্লাহ্‌র দাস ৪৩:১৯ ; রেকর্ড করে ৫০:১৭-১৮।

মারইয়াম: জন্ম ও প্রতিপালন ৩:৩৫-৩৭, প্রসঙ্গ ৩:৪২-৫১, ৪:১৫৬, ১৯:১৬-২১,২৩-৩৩, ২১:৯১, ৬৬:১২।

মাস: মাসের সংখ্যা ও হারাম মাস ৯:৩৬, নবচন্দ্র দিয়া চান্দ্রমাস শুরু ২:১৮৯, হজ্জের মাসসমুহ ২:১৯৭।

মিজান: ৪২:১৭, ৫৫:৭, ৯, ৫৭:২৫, ১০১:৬-৯।

মি'রাজ: ১৭:১ ; ৫৩:৫-১১।

মীরাছ (মৃতের সম্পদ বণ্টন): মীরাসের বিধান ৪:১১-১২, ৪:১৭৬ ; বণ্টনের পূর্বে অসীয়ত ও দেনা পরিশোধ ৪:১১-১২। প্রসঙ্গ ২:২৪০, ৪:৭-৯, ১৯, ৩৩ ; ৫:১০৬-১০৮।

মুত্তাক্বী : মুত্তাক্বীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা ১৬:৩০-৩২ ; মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য ২:৩-৫, ৫১:১৫-১৯ ; মুত্তাক্বীবৃন্দের রাজকীয় মেহমানরূপে হাশর হওয়া ১৯:৮৫।

মুনাফিক : এর চরিত্র, পরিচয় ও পরিণতি ২:৮-২০, ৪:১৩৮-১৪৫, ৬৩:১-৮ ; মুনাফিকের মুক্তির উপায় ৪:১৪৬-১৪৭ ; মুনাফিক পুরুষ এবং নারী ৮:২০, ১৬:৪৪, ৩৩:২১, ৩৩:৩৬, ৪৯:১, ৫৯:৭ ; কর্মনীতি ৯:৬৭-৬৮, ৯:৭৩-৮৭ ; মুনাফিকের চমৎকৃত বক্তব্য ২:২০৪ ; মুনাফিক প্রসঙ্গ ৩:১৬৭-১৬৮, ৪:৬০-৬৩, ৭০-৭৩, ৮৮-৮৯, ১৪২-১৪৩, ১৪৫, ৯:৬৪-৬৫, ৫৮:১৪-১৯, ৫৯:১১-১৪, ৬৩:১-৪।

মু'মিন : প্রকৃত মু'মিনের গুণাবলি ৮:২-৪, ৭৪-৭৫, ৪২:৩৬-৪৩, ৪৯:১৫, ৫৮:২২ ; মু'মিনের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় দান ৮:২৬ ; মু'মিন পুরুষ নারী ও তাদের কর্মনীতি ৯:৭১-৭২ ; মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ৯:১১১-১১২, ১১৯, ১৩:১৯-২৪, ৩২:১৫-১৯ ; মু'মিনের অর্জনীয় গুণাবলি ও সাফল্য ১৬:৯০-৯৮, ২৩:১-১১, ২৫:৬৩-৭৬, ৩৩:৭০-৭১, ৩৩:৩৫-৩৬ ; নিরপরাধ মু'মিনকে কষ্ট দেয়া বড়পাপ ৩৩:৫৮ ; ফেরাউন পারিষদে এক বীর মু'মিন ৪০:২৮-৪৫ ; আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করেন ৪০:৫১ ; মুমিনদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা ৪৯:৯-১০ ; মু'মিনরা পরস্পর ভাইভাই ৪৯:১০ ; ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনদের নূর লাভ ৫৭:১২-১৭ ; মু'মিন নারীর উপমা ৬৬:১১-১২।

মুশরিক : মুশরিকরা অপবিত্র ৯:২৮ ; মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সঙ্গত নয় ৯:১১৩ ; অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না মুশরিক হওয়া ব্যতীত ১২:১০৬ ; মুশরিক নারীদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ ২:২২১ ; মুশরিকদের দেবদেবীকে গালি না দেওয়া ৬:১০৮ ; মু'মিনদের প্রতি ইয়াহূদী ও মুশরিকরাই শত্রুতাই বেশী কঠোর ৫:৮২।

মুসল্লি : মুসল্লিদের বৈশিষ্ট্য ৭০:২২-৩৫ ; উদাসীন মুসল্লিদের ধ্বংস ১০৭:৪-৭।

মুহসিন (সৎকর্মপরায়ণ) : ৩:১৩৪-১৩৫, ৪:১২৫, ৫:৯৩, ১৬:৯৭।

যাকাত : যাকাত (সদাক্বা) কোন কোন খাতে ব্যয়যোগ্য ৯:৬০ ; যাকাত দানে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ৩০:৩৯ ; ফসলের যাকাত (উশর) ৬:১৪১ ; যাকাত প্রদানের নির্দেশ ২২:৭৮, আরও অনেক আয়াত।

যাকারিয়া (আ.) : ৩:৩৭-৪১, ৬:৮৫, ১৯:২-১১, ২১:৯০।

যিক্‌র : কুরআন অর্থে ১৫:৬, ৯, ১৬:৪৪, ১৮:১০১, ২০:৯৯, ৪১:৪১, ৬৫:১০ ; সর্বাবস্থায় যিক্‌র করা ৩:১৯১।

যিনা : যিনার প্রাথমিক বিধান ৪:১৫-১৬ ; নিকটবর্তী না হওয়ার আদেশ ১৭:৩২ ; যিনার দন্ড ২৪:২-৩ ; যিনার অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ২৪:৪ ; স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগের বিধান ২৪:৬-৯।

যুদ্ধ (কিতাল/হার্‌ব) : অপ্রিয় হইলেও যুদ্ধ ফরজ ২:২১৬ ; অনুমতি (আক্রান্তদের) ২২:৩৯-৪১ ; যুদ্ধের নির্দেশ ২:২৪৪, ৪:৮৪ ; অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য যুদ্ধ ৪:৭৫ ; যুদ্ধের জন্য যথাযথ সমরশক্তি যোগাড় ৮:৬০, কোন অবস্থায় মুসলিমরা যুদ্ধের বিজয়ী হইবে ৮:৬৫-৬৬ ; যুদ্ধে নিহত ও বিজয়ী উভয়ের জন্য মহাপুরষ্কার ৪:৭৫ ; যুদ্ধের সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন। ২:১২৩, ৬:৭০, ১৯:৮৭, ২১:২৮, ৩৯:১৯, ৪০:১৮, ৫৩:২৬। যুদ্ধ ২:১৯৩; সুদ বর্জন না করিলে আল্লাহ্ ও রসুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষনা ২:২৭৯। যুদ্ধে পৃষ্ট-প্রদর্শন প্রসঙ্গ ৮:১৬ ; যুদ্ধে ভীরুতা ৩:১২২ ; বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ ৮:৫-১৯ ; উহুদ যুদ্ধ ৩:১২১-২০০ ; খন্দকের যুদ্ধ ৩৩:৯-২৪. ২৭ ; খায়বার যুদ্ধ ৪৮:১৯ ; বানী নাযীরের যুদ্ধ ৫৯:২ ; হুনাইন যুদ্ধ ৯:২৫ ; তাবুক যুদ্ধের পর্যালোচনা ৯:৩৮, ৯:৮১-১২৯ ; ফিত্‌না বন্ধ বা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত

যুলকারনাইন : এর বর্ণনা ১৮:৮৩-৯৮।

যুল-কিফ্‌ল (এযিকেল) : একজন নাবী ২১:৮৫, ৩৮:৪৮।

যুলুম : নিজের প্রতি যুলুম করা ৩:১৩৫, ৭:২৩,

১৪:৪৫ ; কর্মফলের ক্ষেত্রে যুলুম করা হইবে না ৩:২৫. ১৬১, ৪:৪০, ৬:১৬০, ২১:৪৭, ৩৬:৫৪, ৪০:১৭।

রসূল: রসুল (স.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ৯:৩৩, ৪৮:২৮, ৬১:৯ ; রসুল (স.) এর আনুগত্য আবশ্যিক ৩:৩০-৩১, ৪:৬৫, ৪:৬৯, ৪:৮০, ৭:১২৯ ; প্রত্যেক জাতির জন্য রসূল ছিল ৯:৪৭, ১৬:৩৬ ; সকল রসূলের কথা উল্লেখিত হয় নাই ৪০:৭৮ ; রসূল (স.) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৮:৮-৯ ; তিনি মনগড়া কথা বলেন নাই ৫৩:২-৪

রা'স: জাতি প্রসঙ্গ ২৫:৩৮, ৫০:১২।

রিযক্ব (জীবিকা): প্রসঙ্গ ৩:২৭, ১০:৫৯, ১৬:৭১-৭৩, ১৯:৬২, ৪২:১২, ৫১:৫৭-৫৮,৬৭:২১। রিযক্ব বেশি-কম প্রদান এবং কারণ ৪৩:৩২।

রিসালাত: উম্মতের দায়িত্ব ২:১৫১-১৫২ ; নাবী-রসূলদের দাওয়াত ৭:৫৯ ;

রূহ (আত্মা) ; রূহ কী ? ১৭:৮৫।

রোগ (অন্তরের বা ঈমানের): ২:১০, ৫:৫২, ৮:৪৯, ৯:১২৫, ১৭:৮৫, ২২:৫৩, ২৪:৫০, ৩৩:১২, ৩২ ; ৬০; ৪৭:২০, ২৯ ; ৭৪:৩১।

লেনদেন: ঋণ ও লেনদেনের সঠিক পদ্ধতি ২:২৮২-২৮৩।

লুকমান: লুকমান হাকীমের উপদেশ ৩১:১২-১৯।

লূত (আ.): প্রসঙ্গ ৬:৮৬, ৭:৮০-৮৪, ১১:৭৭-৮৩, ১৫:৫৭-৭৭, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৬, ২৮-৩৫ ; ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫১:৩১-৩৭, ৫৪:৩৩-৩৯ ; স্ত্রীর অবাধ্যতা ১১:৮১, ৬৬:১০।

শাহীদ (শহীদ): আল্লাহ্‌র পথে নিহত ব্যক্তিকে মৃত না বলা ২:১৫৪, ৩:১৬৯ ; শাহীদের প্রাপ্য ৩:১৫৭-১৫৮, ১৭০-১৭১, ২২:৫৮-৫৯।

শিঙ্গায় ফুঁক: ৬:৭৩, ২৩:১০১, ৩৯:৬৮, ৬৯:১৩।

শির্ক: শির্ক হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ৫৯:২৩ ; শির্ক-পাপের (ক্ববুল তাওবা ব্যতীত) ক্ষমা নাই ৪:৪৮, ৪:১১৬ ; শির্ক অতিবড় যুলুম ৩১:১৩ ; শির্ক মাতাপিতার আদেশেও করা যাইবে না ৩১:১৫ ; আল্লাহ্‌র শরীক- মিথ্যা ১০:৩৪-৩৫, ৬৬ ; ১৬:৮৬, ২৮:৬২-৬৪, ৭১-৭৫, ৩০:৪০, ৪২:২১।

শুআ'ইব (আ.): দাওয়াত ও কওমের আচরণ ৭:৮৫-৯৩, ১১:৮৪-৯৫, ২৬:১৭৬-১৯১, ২৯:৩৬-৩৭।

শপথ: শপথের ভঙ্গের কাফফারা ৫:৮৯।

শাইত্বান: অশ্লীলতার নির্দেশ দেয় ২:২৬৮ ; শাইত্বান ও মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ১৭:৬১-৬৫ ; শাইত্বানের কুমন্ত্রণা অনুভবে করণীয় ৭:২০০-২০১, ৪১:৩৪-৩৬ ; ক্বিয়ামতে শাইত্বানের বচন ১৪:২২ ; শত্রু ৩৫:৬, ৩৬:৬০ ; প্রতারণা করে ৮:৪৮ ; মু'মিনের উপর ক্ষমতা নাই ১৬:৯৯-১০০ ; বিবিধ ২:৩৬, ৩:৩৬, ৪:১১৭-১২০, ৫:৯১, ১৪:২২, ১৫:১৭, ৩৪, ১৬:৯৮ ; ২২:৫২-৫৩, ২৪:২১। দ্র: ইবলিস।

শাফাআ'ত (সুপারিশ): শাফাআ'ত আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে ৩৯:৪৪ ; মৃত্যুক্ষণ আসিলে নাই কোন লেনদেন, বন্ধু ও শাফাআ'ত ২:২৫৪ ; আল্লাহ্ ব্যতীত কোন শাফাআ'তকারী নাই ৩২:৪, ৬:৫১ ; আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে শাফাআ'ত নাই ২:২৫৫, ১০:৩, ১১:১০৫ ; ৪৩:৮৬ ; শাফাআ'ত প্রসঙ্গ ৬:৭০, ১৯:৮৭, ৩৯:৪৪, ৫৩:২৬।

সময়: ৭০:৪, ৭৬:১, ১০৩:১-৩।

সময়কাল: জাতির জন্য ৭:৩৪, ১০:৪৯, ১৫:৪-৫, ১৬:৬১, ২০:

সম্পদ ও সন্তান: পরীক্ষার বিষয় ৩:১৪-১৫, ৮:২৮, ৬৩:৯, ৬৪:১৫।

সলাত: সলাতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র (বাণীর) স্মরণ ২০:১৪ ; (ক্ববুল) সলাতের ফলাফল ২৯:৪৫ ; উদাসীন মুসল্লির দূর্ভোগ ১০৭:৩-৫ ; নির্ধারিত ওয়াক্তে সলাত আদায় ৪:১০৩ ; সলাতের পূর্বে পবিত্রতা ৪:৪৩ ; ৫:৬ ; জামাআ'তে সলাত আদায় ২:৪৩ ; জুমুআ'র সলাত ৬২:৯-১০ ; সলাতের সময় ১৭:৭৮, ২০:১৩০ ; রুকু ও সিজদা

২২:৭৭ ; ফজরের ওয়াক্ত ১৭:৭৮, ২০:১৩০, ৫০:৩৯; যোহরের ওয়াক্ত ১৭:৭৮, ২০:১৩০, ১১:১১৪ ; আসরের ওয়াক্ত ২০:১৩০, ৫০:৩৯ ; মগরিবের ওয়াক্ত ২০:১৩০, ১১:১১৪ ; এশার ওয়াক্ত ১১:১১৪ ; তাহাজ্জুদ সলাত- দ্র. তাহাজ্জুদ ; অপ্রকৃতস্থ অবস্থা ও সলাত ৪:৪৩ ; পূর্বেকার উম্মতের সলাত ২:৮৩, ১৪:৩৭, ১৯:৩১. ৫৫, ২১:৭৩ ; ক্বসর সলাত ৪:১০১ ; সন্ত্রস্ত সময়ে সলাত আদায় ৪:১০২-১০৪ ; মুনাফিকের জন্য জানাজার সলাত নিষেধ ৯:৮৪; সলাত ত্যাগের পরিণতি ৭৫:৩১।

সল্লা/সলাত: অনুগ্রহ/করুণা অর্থে ২:১৫৭, ৩৩:৪৩, ৫৬ ; আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সল্লা (অনুগ্রহ/করুণা) করেন ৩৩:৪৩ ; আল্লাহ্ নবীর প্রতি সল্লা (অনুগ্রহ) করেন ৩৩:৫৬ ; মালাকগণ মু'মিনদের ও নাবীর জন্য সল্লা (অনুগ্রহ-প্রার্থনা) করেন ৩৩:৪৩, ৫৬ ; মু'মিনদের প্রতি সল্লা (অনুগ্রহ-প্রার্থনা) করিবার নির্দেশ ৩৩:৫৬। অন্যান্য সৃষ্টির সলাত (তাসবিহ) ২৪:৪১।

সাকিনা (প্রশান্তি): ৯:২৬, ৪০, ৪৭:৪, ১৮, ২৬।

সাক্ষ্য: লেন-দেন এ সাক্ষ্য ২:২৮২-২৮৩ ; ন্যায্য সাক্ষ্য ৫:৮ ; অসীয়তে সাক্ষ্য প্রদান ৫:১০৬-১০৮ ; পবিত্র নারীর বিরূদ্ধে ২৪:৪-১০। পাপীর বিরূদ্ধে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ৪১:২০-২৩, ৩৬:৬৫।

সামূদ: ৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ১৭:৫৯, ২৫:৩৮, ২৬:১৪১-১৫৯, ২৭:৪৫-৫৩, ২৯:৩৮, ৪১:১৭, ৫১:৪৩-৪৫, ৫৪:২৩-৩১, ৬৯:৪-৮।

সালাম: সম্ভাসনের প্রতি উত্তরে ৪:৮৬ ; অজ্ঞদের অযথা আলোচনা উপেক্ষায় সালাম বলা ২৫:৬৩, ২৮:৫৫ ; কতিপয় বিশেষ ঘরে প্রবেশে সালাম প্রদানের হুকুম ২৪:৬১ ; সফরকালে সালাম প্রসঙ্গ ৪:৪৯ ; পুণ্যবানদের প্রতি ৭:৪৬, ১০:১০, ১৪:২৩, ৩৬:৫৮।

সালিহ্: সালিহ্ (আ.) এর দাওয়াত ও কওমের আচরণ ৭:৭৩-৭৯ ; ১১:৬১-৬৮ ; ২৬:১৪১-১৫৯ ; ২৭:৪৫-৫৩।

সিজ্জীন: যেখানে পাপীদের রেকর্ড ও রূহ রহিবে ৮৩:৭-৯।

সিনাই: অঞ্চলে তুর পাহাড় ১৯:৫২, ৯৫:২।

সিরাত (পুল/ব্রিজ): ১৯:৭১।

সিয়াম (রোযা): সিয়ামের বিধান ও উদ্দেশ্য ২:১৮৩ ; অসুস্থ ও সফর হেতু পরবর্তীতে সিয়াম পালন ২:১৮৪-১৮৫ ; সিয়াম পালনে অতীব কষ্টসাধ্য ব্যক্তির ফিদিয়া প্রদান ২:১৮৪ ; রমাদ্বান মাস শুরুর সাক্ষ্য পাইলে সিয়াম পালন ২:১৮৫ ; সিয়ামে দুআ' ক্ববুলের শর্ত ২:১৮৬ ; সিয়াম রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ ২:১৮৭, সেহরীর শেষ/ইফতারের শুরুর সময় ২:১৮৭ ; হাদইয়া প্রদানের অক্ষমতায় সিয়াম ২:১৯৬ ; শপথ-ভঙ্গের কাফফারা হিসাবে সিয়াম ৫:৮৯ ; যিহারের কাফফারা হিসাবে সিয়াম ৫৮:৪ ; ভূলবশত হত্যার কাফফারা হিসাবে সিয়াম ৪:৯২।

সুদ: সুদ সম্পর্কিত নির্দেশ:- ১ম পর্যায়ের ৩০:৩৯ ; ২য় পর্যায়ের ৪:১৬১ ; ৩য় পর্যায়ের ৩:১৩০-১৩১ ; ৪র্থ পর্যায়ে- হারাম ঘোষণা ২:২৭৫-২৭৬ ; ৫ম পর্যায়ে- আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-ঘোষনা ২:২৭৯।

সুবিচার: সুবিচারের নির্দেশ ১৬:৯০ ; সুবিচার হইতে বিচ্যুত হয়ো না ৫:৮।

সুলাইমান (আ.): প্রসঙ্গ ২:১০২, ৬:৮৪, ২১:৭৯,৮১-৮২, ২৭:১৫-১৭, ৩৪:১২-১৪, ৩৮:১৭-৪০ ; পিপড়াঁর ঘটনা ২৭:১৮-১৯ ; হুদহুদ ও সাবার রাণীর ঘটনা ২৭:২০-৪৪।

সৃষ্টি: সূচনা ও পুনরাবৃত্তি ১০:৪ ; ২৭:৬৪ ; ২৯:১৯-২০ ; নূতন ভাবে ১৩:৫, ১৪:৪৮, ১৭:৪৯, ৯৮ ; ২১:১০৪, ৩৫:১৬ ; যথার্থ লক্ষ্যে সৃষ্টি ১৫:৮৫, ১৬:৩, ৪৪:৩৯, ৪৫:২২, ৪৬:৩ ; খেলার ছলে নহে ২১:১৬-১৭ ; ছয় দিনে ৭:৫৪, ৩২:৪, ৫৭:৪; 'হও এবং হইয়া যায়' ২:১১৭, ১৬:৪০, ৩৬:৮২, ৪০:৬৮, ৫৪:৫০ ; বিবিধ ৩৫:২৭-২৮, ৩৯:৫, ৪০:৫৭, ৭৯:২৭, ৫১:৫৬-৫৮।

হজ্জ (হাজ্জ): হজ্জের সূচনা ২২:২৬-৩৭ ; নবচন্দ্র চান্দ্রমাস শুরুর ও হজ্জের সময় নির্দেশক ২:১৮৯ : হজ্জ ফরয ৩:৯৬-৯৭ ; হজ্জ ও উ'মরাহ্ পালন ২:১৯৬ ; হজ্জ গমনে প্রস্তুতি ও তাক্বওয়া অর্জনের নির্দেশ ২:১৯৭ ; ক্ববুল হজ্জের বিধানাবলী ২:১৯৮-২০৩ ; অসফল হজ্জপালনকারীর পরিণতি ২:২০৪-২০৬ ; সফল হজ্জপালনকারীর চিহ্ন ও কর্ত্তব্য ২:২০৭-২০৮ ; ইহরাম প্রসঙ্গ ৫:২ ; সাফা-মারওয়াহ্ সা'য়ীর তাৎপর্য ও উম্মাহ্র দায়িত্ব ২:১৫১-১৬৩।

হারাম: প্রসঙ্গ ২:১৭৩, ৫:৩, ৯০-৯১, ৬:১৫১-১৫৩, ৭:৩৩, ১৬:১১৫-১১৬ ; হারাম উপার্জন ৪:২৯।

হারূণ (আ.): ৬:৮৪, ২০:২৯-৩৬, ৯০-৯৪।

হালাল: প্রসঙ্গ ২:১৬৮, ৫:৪-৫, ৭:৩২, ১৬:১১৪।

হিকমাহ্ (প্রজ্ঞা): রসুল (স.) এর প্রতি কিতাব ও হিকমাহ্ নাযিল ২:২৩১, ৪:১১৩ ; রসুল (স.) কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দিতেন ২:১২৯, ১৫১ ; ৩:১৬৪, ৬২:২ ; প্রজ্ঞা প্রদান বিপুল কল্যাণকর ২:২৬৯ ; হিকমতের সহিত দাওয়াত ১৬:১২৫১

হিজরত: প্রসঙ্গ ৪:৯৭, ১০০ ; ৮:৭২, ৭৪।

হিজাব (পর্দা): পুরুষের পর্দা ২৪:৩০ ; নারীদের পর্দা ২৪:৩০, অন্যান্য ২৪:৫৮-৬০ ; ৩৩:৫৩, ৫৫, ৫৯।

হূদ (আ.): ৭:৬৫-৭২ ; ১১:৫০-৬০ ; ২৬:১২৩-১৪০।

হূর: জান্নাতে আকর্ষণীয় সঙ্গী ৪৪:৫৪, ৫২:২০, ৫৫:৭২, ৭৪, ৫৬:২২

তাজবীদ (تَجْوِيْدٌ তাজ্‌উঈদ) এর সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

কুরআন মাজীদ আবশ্যকীয়ভাবে যথাসাধ্য শুদ্ধ করিয়া পড়িতে হইবে। তাজবীদ (Phonetics) এর সহিত কুরআন পড়া একজন তিলাওয়াতকারীকে স্বরভঙ্গির সাহায্যে অক্ষরের উপর জোরপ্রদান, উচ্চারণশৈলী, ছন্দময়তা ও শব্দ-প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ দেয়। তাজবীদের বিস্তারিত বিবরণ বেশ দীর্ঘ। এই স্বল্প পরিসরে শুধু মৌলিক নিয়মাবলী উল্লেখ করা হইল, যাহাতে একজন সাধারণ পাঠক শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করিতে সক্ষম হয়। তবে এ ব্যাপারে একজন শুদ্ধ ও সুন্দর তিলাওয়াতকারীর সহায়তা অবশ্যই লইতে হইবে।

তাজবীদের তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল :

(১) মাদ্দ (مَدٌّ)

(২) গুন্নাহ্ (غُنَّةٌ) এবং

(৩) মাখরাজ (مَخْرَجٌ)।

(১) মাদ্দের বিবরণ

মাদ্দ অর্থ টান বা দীর্ঘায়িত করা। মাদ্দের অক্ষর বা হরফ তিনটি : ا و ى ।

মাদ্দ চারি প্রকার ঃ এক আলিফ, দুই আলিফ, তিন আলিফ এবং চার আলিফ টান।

১) মাদ্দে আসলি (مَدُّ اَصْلِيٌّ) বা ত্ববীয়ি' (طَبِيْعِى) = এক আলিফ টান, ইহা ছয় অবস্থায় থাকে, একই শব্দে :-

ক। যবরযুক্ত হরফের পর খালি আলিফ - هٰذَا	ঘ। হরফের উপর খাড়া যবর - هٰذَا
খ। জেরযুক্ত হরফের পর ইয়া সাকিন - فِيْ	ঙ। হরফের নীচে খাড়া জের - قَبْلِهٖ
গ। পেশযুক্ত হরফের পর ওয়াও সাকিন - يُوْسُفَ	চ। হরফের উপর উল্টা পেশ - لَهٗ

* মাদ্দে আসলি ঠিকমত আদায় না করিলে অনেক সময় অর্থের বিচ্যুতি ঘটে। যথা: لَا - না, لَ - জন্য, নিশ্চিতভাবে।

** ব্যতিক্রম: اَنَا - আমি, এ ক্ষেত্রে, মাদ্দে আসলি অর্থাৎ এক আলিফ টান বা দীর্ঘ হইবে না।

২) মাদ্দে লীন (مَدُّ لِيْنٍ) : দুই আলিফ টান, যবরযুক্ত হরফের পর وْ বা يْ এবং পরের হরফ আ'রিযি সাকিন*** আসিলে মাদ্দে লীন হয়, যথা: بَيْتِ - خَوْفٍ

*** আ'রিযি সাকিন (عَرِضِى سَاكِنٌ)- মূলে সাকিন নাই কিন্তু থামিবার কারণে সাকিন পড়িতে হয়।

৩) মাদ্দে মুনফাসিল (مَدُّ مُنْفَصِلٍ ~) = তিন আলিফ টান

ক। মাদ্দে আসলির পর পরবর্তী শব্দে হরকত-যুক্ত আলিফ (লম্বা হামযাহ্) আসিলে, যথা- الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ

খ। মাদ্দে আসলির পর আ'রিযি সাকিন আসিলে (ইহাকে মাদ্দে আ'রিযিও বলে), যথা- الْبَاعُوْنَ

৪) মাদ্দে মুত্তাসিল - (مَدٌّ مُتَّصِلٌ ~) : চার আলিফ টান

ক) একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পর 'ء' (গোল হামযাহ্) আসিলে, اَلسَّمَآءُ - يُرَآءُوْنَ - جَآءَ

খ) একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পর 'ّ' তাশদিদ-যুক্ত অক্ষর আসিলে, যথা: الضَّآلِّيْنَ

গ) একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পর সাকিন-যুক্ত অক্ষর আসিলে, যথা: آلْئٰنَ

ঘ) মাদ্দে লাযিম হারফী (مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفِيٌّ) : মুক্বাত্তয়া'ত হরফ উচ্চারণে মাদ্দের অক্ষরের পরে আসলী সাকিন-যুক্ত অক্ষর আসিলে- ইহা দুই প্রকার:

ঘ-১। মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল - ভারী (مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفِيٌّ مُثَقَّلٌ) : মুক্বাত্তয়া'ত হরফ উচ্চারণে মাদ্দের অক্ষরের পরে তাশদীদ-যুক্ত হরফ থাকিলে, যথা: الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

ঘ-২। মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ - হালকা (مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفِيٌّ مُخَفَّفٌ) : মুক্বাত্তয়া'ত হরফ উচ্চারণে মাদ্দের অক্ষরের পরে তাশদীদ-যুক্ত হরফ না থাকিলে, যথা: حٰمٓ - قٓ - صٓ

(২) গুন্নাহ্‌র বিবরণ

নাসিকা-মূল হইতে যে আওয়াজে হরফ উচ্চারিত হয় তাহাকে গুন্নাহ্ বলে। নাসিকার মধ্য হইতে চন্দ্রবিন্দুর আওয়াজে (এক আলিফ-টান এর পরিমান) গুন্নাহ্ পড়া হয়।

নুনসাকিন ও তানভীন (দুইযবর-ফাত্‌হা, দুইজের-কাসরা, দুইপেশ-দ্বম্মাহ্) এর ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ নিয়মে গুন্নাহ্ করিতে হয়।

১। ইযহার (اِظْهَارٌ) : হরফে ইযহার ৬টি, যথা: ء ه ع ح غ خ

নুনসাকিন ও তানভীন এর পর হরফে ইযহার আসিলে গুন্নাহ্ করা যায় না, স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়, যথা: اَنْعَمْتَ - وَانْحَرْ

২। ইদগাম (اِدْغَامٌ) : হরফে ইদগাম ৬টি, যথা: ي ر م ل و ن

নুনসাকিন ও তানভীন এর পর অন্য শব্দে হরফে ইদগাম আসিলে সংযুক্ত বা ইদগাম করিতে হয়।

তবে ي و م ن এর ক্ষেত্রে গুন্নাহ্ করিতে হইবে, যথা: مَنْ يَّشَاءُ - مِنْ وَّالٍ - اُمَّةً وَّسَطًا - عَابِدٌ مَّا

ر ل এর ক্ষেত্রে গুন্না হয় না, যথা: مِنْ رَّبِّكَ - مِنْ لَّدُنْهُ - فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

* কিন্তু একই শব্দে হরফে ইদগাম আসিলে, ইদগাম বা গুন্নাহ্ করা যাইবে না, যথা: دُنْيَا

৩। ইক্বলাব (اِقْلَابٌ) : হরফে ইক্বলাব ১টি, যথা: ب

নুনসাকিন ও তানভীন এর পর হরফে ইক্বলাব আসিলে মিম-গুন্নাহ্ করিতে হয়,

যথা: مِنْ بَعْدِ - سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

৪। ইখফা (اِخْفَاءٌ) : হরফে ইখফা ১৫টি, যথা: ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নুনসাকিন ও তানভীন এর পর হরফে ইখফা আসিলে অস্পষ্ট গুন্নাহ্ (ইখফা গুন্নাহ্) করিয়া পড়িতে হয়, যথা: اَنْتُمْ - اِنْسَانُ

৫। ওয়াজিব গুন্নাহ্ : তাশদীদ-যুক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ্ করিতেই হইবে, যথা: اِنَّا مِمَّا

৬। মিম গুন্নাহ্ : মিম সাকিনের পর 'মিম' অথবা 'বা' আসিলে মিম গুন্নাহ্ করিতে হইবে, যথা: هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ - فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

(৩) মাখরাজের বিবরণ (উচ্চারণের স্থান)

মাখরাজ বা আরবি অক্ষরের উচ্চারণ স্থল ১৭টি। কোন হরফকে সাকিন দিয়া তাহার ডানে হরকত বিশিষ্ট কোন হরফ বসাইয়া উচ্চারণ করিলে স্বর যে স্থানে থামিয়া যায়, তাহাই সে হরফের সঠিক মাখরাজ। যেমন: اَبْ - اَغْ - اَضْ - اَقْ ইত্যাদি। সঠিক মাখরাজ নিশ্চিত করিতে অন্যের সাহায্য লইয়া অনুশীলন করিতে হইবে।

১৭টি মাখরাজকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. জাওফ (মুখ ও কণ্ঠনালীর ভিতরের খালি জায়গা), ২. হাল্‌ক (কণ্ঠনালীর ভিতরের খালি জায়গা), ৩. লেসান (জিহ্বা), ৪. শাফাতাইন (দুই ঠোঁট), ৫. খায়শুম (নাসিকামূল)।

১৭টি উচ্চারণ স্থল নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	মাখরাজের স্থান	হরফ
১	কণ্ঠনালীর মূল অংশ	ء ه
২	কণ্ঠনালীর মধ্যবর্তী অংশ	ع ح
৩	কণ্ঠনালীর শেষ অংশ ও জিহ্বার গোড়া	غ خ
৪	জিহ্বার গোড়া ও ঠিক উহার উপরের তালু	ق
৫	জিহ্বার গোড়া ও ইহার প্রথম অর্ধ এবং উপরের তালু	ك
৬	জিহ্বার মধ্যবর্তী অংশ ও উপরের তালু	ج ش ي
৭	জিহ্বার কিনারা ও দুই চোয়ালের দন্তপাটি	ض
৮	জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের উপরের দাঁতের মাড়ি	ل
৯	জিহ্বার আগা ও উপরের মাড়ির তালু	ن

১০	জিহ্বার আগার পিঠ	ر
১১	জিহ্বার আগা ও উপরের দাঁতের গোড়া	ت د ط
১২	জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়া	ز ص س
১৩	জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের দাঁতের অগ্রভাগ	ث ذ ظ
১৪	নীচের ঠোটের উপরাংশ ও সামনের উপরের দাঁতের উপরাংশ	ف
১৫	দুই ঠোট একত্রিত	م ب
১৬	মুখের মধ্যে খালিস্থান হইতে	ا و ي
১৭	নাকের বাঁশি (এখফা ও ইদগাম গুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে)	م ن

ক্বলকলার বিবরণ :

গম্ভীরস্বরে একটু লাফাইয়া (bumping) শব্দ করা। ক্বলকলার অক্ষর ৫টি- (قُطْبُ جَدٍّ) ق ط ب ج د

শব্দের মধ্যে এই অক্ষরগুলি সাকিন হইলে অথবা আয়াতের শেষে এই অক্ষরগুলির কোন একটির উপর ওয়াক্বফ্ করিলে সেখানে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি/প্রতিধ্বনি করিতে হয়, যাহা প্রায় কিছুটা অর্ধ পেশ এর মত ক্বলকলা করিতে হয়। যথা: قَدْرٌ - جِبْرِيْلَ

* শব্দের মধ্যে ক্বলকলা একটু অস্পষ্ট হবে, তবে থামিবার সময় ক্বলকলা একটু স্পষ্ট করিতে হয় : لَكَنُوْدٌ - أَحَدٌ

আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণের নিয়ম :

১। আল্লাহ্ শব্দের পূর্বে যবর বা পেশ থাকিলে অথবা শুরুতে মোটা (পুর) পড়িতে হইবে : هُوَ - اللّٰهُ

২। আল্লাহ্ শব্দের পূর্বে জের থাকিলে চিকন (বারিক) পড়িতে হইবে : قُلِ اللّٰهُ - بِسْمِ اللّٰهِ

ইমালাহ (اِمَالَةٌ) :

যবর (আকার) এবং যের (ইকার) এর মধ্যবর্তী উচ্চারণ (এ কার) পড়াকে "ইমালাহ" বলে। আলকুরআনে শুধু এক স্থানে 'ইমালাহ' পড়িতে হয়। بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا সূরা ৪১ আয়াত ১১ - মাজরীহা' এর পরিবর্তে 'মাজরেহা' পড়িতে হয়।

আলিফে যায়েদা :

যেই আলিফ লেখায় আসে কিন্তু পড়ায় আসে না তাহাই আলিফে যায়েদা। তেলাওয়াতকারীতে সতর্ক হইয়া ভুল উচ্চারণ করার হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য এই সমস্ত আলিফের উপরে ক্ষুদ্র বৃত্ত (০) দেওয়া হয়। কুরআনে এই আলিফ যায়েদা ২৪টি। সর্বনাম اَنَا এর আলিফও যায়েদা। কিন্তু এই আলিফের উপর বৃত্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না।

১ অক্ষর পড়িবার নিয়ম :

ক) ر মোটা পড়িতে হইবে ৫ অবস্থায় :

১। ر এর উপর যবর বা পেশ হইলে, যথা: رَسُوْلٌ - رُسُلًا

২। ر সাকিনযুক্ত এবং আগের অক্ষর যবর বা পেশযুক্ত হইলে, যথা: يَرْجِعُوْنَ - اُرْكِسُوْا

৩। ر এর আগের অক্ষর আ'রিযি জের হইলে, যথা: مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنَ - اِنِ ارْتَبْتُم

৪। ر এর আগে জের-যুক্ত হরফে এস্তেলা (ص ض ط ظ خ غ ق-৭টা) থাকিলে, যথা: قِرْطَاسٌ - لَبِالْبِرْصَادِ

৫। ر আ'রিযি সাকিন হইলে, এর পূর্বঅক্ষর সাকিন এবং তার পূর্বঅক্ষর যবর বা পেশযুক্ত হইলে, যথা: فَجْرٌ - شَهْرٌ - خُسْرٌ

খ) ر অক্ষর চিকন পড়িতে হইবে ৪ অবস্থায় :

১। ر এর নীচে জের হইলে, যথা: رِجَالٌ - رِكْزٌ

২। ر সাকিনযুক্ত এবং তার আগের হরফ জেরযুক্ত হইলে, যথা: فِرْعَوْنَ - مِرْفَقًا

৩। ر আ'রিযি সাকিন হইলে, এর পূর্ব হরফ ইয়া সাকিন আসিলে, যথা: خَيْرٌ - صَيْرٌ

৪। ر আ'রিযি সাকিন ক্ষেত্রে, এর পূর্ব হরফ সাকিন এবং তার পূর্ব হরফ জেরযুক্ত হইলে, যথা: ذِكْرٌ-شِعْرٌ-حِجْرٌ

ওয়াক্বফ করিবার বা থামিবার নিয়মাবলী :

১। ওয়াক্ফ বা থামিবার সাধারণ নিয়ম হইল শেষ হরফকে সাকিন/যজম করিয়া পড়িতে হইবে। যথা: لَهَبٍ - رُسُلْ - غَيْرِهْ

২। শেষ হরফ আলিফ ও পূর্বে দুইযবর যুক্ত হরফ হইলে, দুইযবরকে একযবর ধরিয়া পড়িতে হইবে। যদি শেষ হরফ শুধু দুইযবর যুক্ত হরফ হয় তবে একআলিফ ধরিয়া পড়িতে হইবে।
যথা: حِسَابًا - جَزَآءً ; جَزَآءَا

৩। শেষ হরফ আলিফ ও পূর্বে একযবর যুক্ত হরফ হইলে অথবা শেষ হরফ সাকিন যুক্ত বা খাড়াযবর যুক্ত হইলে কোন পরিবর্তন হইবে না। যথা: سَجٰى - سُيِّرَتْ - تَلَاهَا

৪। শেষ হরফ ة 'তা' হইলে, ইহাকে সাকিনযুক্ত ة 'হ্' পড়িতে হইবে। যথা: تَذْكِرَةٌ - تَذْكِرَهْ

৫। শেষ হরফ তাশদীদ-যুক্ত হইলে একটু টান করিয়া পড়িতে হইবে। যথা: فَطَرَّ ; بَبّ - تَبَّ

আলকুরআনের অর্থ শিখা ও বুঝা সহজ

আজিকার দুনিয়ার ৭৮০ কোটি মানব সন্তানের মধ্যে মাত্র ২৩.৩% অর্থাৎ ১৮২ কোটি মানুষ মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। আমরা কি একটি বারও ভাবিয়া দেখিব না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কত দয়া করিয়া আমাদের প্রিয় নবীর উম্মতের মধ্যে শামিল করিয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার আলকুরআন দিয়াছেন আমাদিগকে! সুতরাং আমাদের, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে- কুরআন শিখিতেই হইবে, অর্থ বুঝিতেই হইবে, আর আমাদের সন্তানদের কুরআনের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন রাখিয়া দুনিয়া ছাড়িতে হইবে। মনে রাখা দরকার, ঈমান আনিবার পর সলাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি আদায়ের দ্বারা একজন মু'মিন বিবেচিত হইয়া থাকে, আর রব্বুল আ'লামীন সেই মু'মিনদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবার মত ভয় করিও (তথা আল্লাহর হুকুম যথার্থ মানিয়া চলিও), আর খবরদার মুসলিম না হইয়া কখনও মৃত্যবরণ করিবে না'- (৩ : ১০২)। নিঃসন্দেহে, মুসলিম হইয়া জীবনযাপন করিতে হইলে আলকুরআন জানা ও মানিয়া চলিবার কোন বিকল্প নাই। আলকুরআনের অর্থ শেখা ও অনুধাবন করা যে সহজ, সেই মর্মে সূরা আলক্বমারে (৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০) চার চারবার উল্লেখিত হইয়াছে:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

'আমরা কুরআনকে বড় সহজ করিয়া দিয়াছি কেহ কি আছে ইহাকে অনুধাবন করিবার ?'

লক্ষ্যণীয় যে, আলকুরআন বুঝিতে, অনুধাবন করিতে আপনাকে আরবি ভাষায় অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করিতে-ই হইবে এমনটি নহে। মনে রাখি, অধিকাংশ সাহাবাকেরাম পণ্ডিত ছিলেন না, বেশীর ভাগই লিখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু কুরআনের কথাগুলি তাঁহারা বুঝিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা কুরআন সবচাইতে বেশী বুঝিয়াছেন এবং উপকৃত হইয়াছেন, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কুরআনের প্রথম শ্রোতাগণ (সাহাবাগণ)। কিন্তু তাঁহাদের হাতের নাগালের মধ্যে ছিল না কোন অভিধান বা তাফসির-গ্রন্থ, আর না ছিল রচনাশৈলী, ছন্দ, অলংকার শাস্ত্রের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী। আর তাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন না দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, নৃবিদ্যা, অথবা সামাজিক ও ভৌত বিজ্ঞানের বিবিধ জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকারী। এতদসত্বেও, কুরআন বুঝিবার ক্ষেত্রে তাঁহারাই ছিলেন সবচাইতে সফল ও অগ্রগামী। এর কারণ হইল, তাঁহারা কুরআনের বাণীকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করেন। অতএব, সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন না করিয়াও আলকুরআনের ধারক-বাহক হিসাবে, আমরা যদি কুরআনের বাণীর অর্থ বুঝিয়া লইয়া অন্তর দিয়া গ্রহণ করি, আর সে অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করি তাহা হইলে ইহা হইতে সত্যিকারের উপকার পাইতে পারি।'[১] আর এই কাজটি তথা কুরআনের বাণীর অর্থ বুঝা যে অতি সহজ, সে বিষয়ে একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতে চাই :

আরবি ভাষায় শব্দ সংখ্যা কয়েক লক্ষ। অথচ আল-কুরআনের শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ৭৮,০০০, (জালালুদ্দিন সুয়ুতির মতে এই সংখ্যা ৭৭৯৩৪)। কিন্তু ইহার মধ্যে শব্দের পুনরাবৃত্তি (Repetition)

১ সূত্র: কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা- মূল: খুররম মুরাদ, অনুবাদ, মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান।

এত বেশি যে, পুনরাবৃত্তি ও শব্দের ব্যকরণগত প্রকরণ বাদ দিলে আলকুরআনের মূল শব্দ সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ২০০০। অবাক হইবার নয় কি ? আবার এই দুই হাজার শব্দের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শব্দ সারা কুরআনে একবার বা দুইবার আসিয়াছে, যাহার অর্থ মনে রাখা সাধারণের পক্ষে বেশ কঠিন। তাহা হইলে আপনাকে আপাতত শিখিতে হইতেছে মাত্র এক হাজার মূল শব্দ। অন্যদিকে আলকুরআনের বহু শব্দ (প্রায় সাড়ে তিনশত) আমরা দৈনন্দিন বাংলাতে ব্যবহার করি (দেখুন কুরআনের শব্দের পরিভাষা)। অতএব, লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র সাত বা আটশত শব্দ এবং কিছু শব্দপ্রকরণ ও সীমিত কিছু ব্যাকরণ শিখিতে পারিলেই, কুরআন আপনার কাছে ধরা দিবে, আপনার নিকট বাঙময় হইয়া উঠিবে ; আপনি কুরআনের সহিত কথা বলিতে পারিবেন! লক্ষ্য করুন, আলকুরআনে তো আপনাকেই সম্বোধন (address) করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানিতে 'সফল হজ্জের (হজ্জে মাবরুর) জন্য কী করবেন' পুস্তিকাটি দেখুন।

কুরআন তিলাওয়াত করা, অনুধাবন করা, অনুসরণ করা এবং প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কিত কিছু আয়াতের পর্যালোচনা

(১) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

'আমরা যাহাদিগকে আলকিতাব (কুরআন) দিয়াছি, তাহদের মধ্যে যাহারা তিলাওয়াতের হক্ব (ন্যূনতম হক্ব হইল- যথাসাধ্য শুদ্ধ পড়া, বুঝিয়া লওয়া, আ'মল করা, অন্যকে পৌঁছানো) আদায় করিয়া ইহা তিলাওয়াত করে, উহারাই ইহাতে (কুরআনে) ঈমান রাখে ; আর যাহারা ইহা অমান্য করে (তিলাওয়াতের হক্ব আদায় করিয়া তিলাওয়াত করে না) উহারাই মহাক্ষতিগ্রস্ত।' (২:১২১)।

আমরা জানি যে, ঈমানের অন্যতম শর্ত হইল, আলকিতাবে তথা কুরআনে ঈমান রাখা। অথচ এই আয়াত অনুযায়ী তিলাওয়াতের হক্ব আদায় করিয়া তিলাওয়াত করিলে কিতাবে ঈমান বজায় রাখা হয়, অন্যথায় ঈমানহারা হইতে হয়।

(২) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

'আর তোমরা কিভাবে কুফুরি করিবে, যখন তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, এতদ্বব্যতীত তাঁহার রসূল যখন তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে ; যে আল্লাহ্কে (আল্লাহ্র আয়াতকে) মজবুত করিয়া ধরিবে, সেক্ষেত্রে তাহাকেই পরিচালিত করা হইবে- সিরাত্বল মুস্তাকীমের পথে'। (৩:১০১ অংশ)।

লক্ষ্য করি, আমরা প্রতিদিন কতবার বলি 'ইহ্দিনাস্ সিরাত্বল মুস্তাক্বীম'- আমাদিগকে সিরাত্বল মুস্তাক্বীম পথে চালিত কর' আলকুরআনকে যদি আমরা আঁকড়িয়া না ধরি, তবে আমাদিগকে কি কখন সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত করা হইবে ?

(৩) وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

'তোমরা ঐসব লোকের মত হইও না, যাহারা বলে ঃ 'আমরা শুনিয়া থাকি' অথচ তাহারা (ঠিকমত) শুনে না। আল্লাহর কাছে প্রাণীকূলের নিকৃষ্ট সেই বধির ও বোবা লোকেরা, যাহারা বুঝে না (উপলব্ধি করে না)'। (৮ : ২১-২২)।

আমরা বুঝতে পারি, এ আয়াতে উল্লেখিত বধির হইল ঐ লোক যে কুরআনের বাণী শুনার মত শুনে না, আর বোবা হইল যে কুরআনের কথা মানুষকে বলিবার মত বলে না, সেকারণে তাহাদের সত্যিকারের কোন বুঝ বা উপলব্ধি হয় না ; আর তাহারাই হইল আল্লাহর নিকট প্রাণীকূলের নিকৃষ্ট। লক্ষ্য করি, কুরআন না বুঝিবার ক্ষেত্রে কী সাংঘাতিক অমোঘনামা ?

(৪) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝

'তবে কি তাহারা কুরআন লইয়া চিন্তা গবেষণা করিবে না, নাকি তাহাদের হৃদয় তালাবদ্ধ করা হইয়াছে।" (৪৭ : ২৪)। কুরআনের বিষয়ে চিন্তাগবেষণা না করিবার জন্য কী কঠিন সতর্কবাণী !

(৫) وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۝ وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ ۝

'আর একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও একজন অন্ধ ব্যক্তি কখনও সমান হইতে পারে না। আর না আঁধার ও না আলো (অর্থাৎ অন্ধকার কখনো আলোর সমান হইতে পারে না।" -(৩৫ : ১৯-২০)।

(৬) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝

'বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্তায়া'লাকে তাঁহার বান্দাদের মধ্যে তাহারাই ভয় করে যাহারা জ্ঞানী ; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও অতীব ক্ষমাশীল (৩৫ : ২৮ অংশ)'। ৩৫ : ২৭-২৮ আয়াতদ্বয় হইতে বুঝা যায়, যারা সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং আলকুরআন সম্পর্কে সাধ্যমত বুঝ রাখে তাহারাই জ্ঞানী (আলেম), আর তাহারাই আল্লাহকে ভয় করে। আর যাহারা জ্ঞানী হয় না তথা আল্লাহকে ভয় করে না তাহাদের জন্যে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ 'মহাপরাক্রমশালী', আর যাহারা ভয় করিয়া চলে তাহাদের দোষত্রুটির ব্যাপারে আল্লাহ্ 'অতীব ক্ষমাশীল'।

(৭) وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝

এবং রসূল বলিবে, 'হে আমার রব্ব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় (এর অধিকাংশ) তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য করিয়া রাখিয়াছিল'। (২৫ : ৩০)।

একটু লক্ষ্য করি, কুরআন পরিত্যাজ্য করিবার কারণে রসুল (স.) যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন আমার কী উপায় হইবে।

(৮) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝

'নিশ্চয়ই যাহারা গোপন করিয়া চলে আমাদের নাযিলকৃত বিষয়গুলি যাহা স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ- মানুষের জন্য কিতাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবার পরও, উহাদিগকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং অভিশাপকারীগণ লা'নত (অভিশাপ) করে'। (২ : ১৫৯)।

ভাবিয়া দেখুন, কুরআন গোপন করিবার জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্গানুবাদ নূরানী কুরআন শরীফ, মাওলানা নূরুর রহ্মান, মূল: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী। (আ আ থানভী)।

২। আল কুরআনুল করীম, শাওয়াল ১৪২৭ ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (ই ফা)।

৩। আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন।

৪। মাআ'রেফুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, মাওলানা মহীউদ্দীন আহমদ, মূল: মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী।

৫। আল কুরআন সহজ বাংলা অনুবাদ, মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম।

৬। কুরআন মাজিদ সহজ সরল অনুবাদ, হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ।

৭। কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স মদীনা মুনাওয়ারা। (কু কা মদীনা)।

৮। শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ, মতিউর রহমান খান ; আগষ্ট ১৯৮৯।

৯। তাফসীর ইবনে কাসীর, অনুবাদ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, অক্টোবর ১৯৯৯। (ই কাসীর)।

১০। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, জুন ১৯৯৯ ; মূল: সাইয়েদ কুতুব শহীদ।

১১। THE HOLY QUR-AN, English Translation of the Meanings and Commentary by M Yusuf Ali, Printed by Kingdom of Saudi Arabia at Al-Madinah AlMunawarah, 1413 H. (ই আলী)।

১২। The Message of THE QUR'AN, Translated & Explained by Muhammad Asad, 1980. (মু আসাদ)।

১৩। THE NOBLE QUR'AN, English Translation of the Meanings & Commentary by Dr. M Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. M Mohsin Khan, at King Fahad Complex of Qur'an Printing, Madina, K S A (NQ KSA).

১৪। The Qur'an, A new translation by M. A. S. Abdel Halim. Oxford World's Classics. (এ হালিম)।

১৫। Dictionary and Glossary of The KORAN by John Penrice, 1873, Reprint.

১৬। The Hans Wehr, Dictionary Of Modern Written Arabic 1994 ; by J Milton Cowan, 3rd edition.

১৭। Atlas of the Qur'an, Compiled by Dr. Shawqi Abu Khalil, Riyadh, 2003. (এ কিউ)।

১৮। সফল হজ্জ (হজ্জে মাবরুর) এর জন্য কী করবেন। কাজী মো: রেজাউর রহমান, এপ্রিল ২০১৮।

১৯। কোরআনের অভিধান ; হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, এপ্রিল ২০১৪।

২০। কোরআ'নীয় অভিধান ; মুহাম্মাদ আবু হেনা ও মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ; মার্চ ২০১৪।

২১। আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান। ড: মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান। রিয়াদ প্রকাশনী।

২২। আধুনিক বাংলা অভিধান। প্রণীত, বাংলা একাডেমী। ১ম পুনমুর্দন, জুন ২০১৬।

২৩। আরবী বর্ণ বিন্যাস: আল-হুদা পাবলিকেশন্স (প্রা.) লিমিটেড।